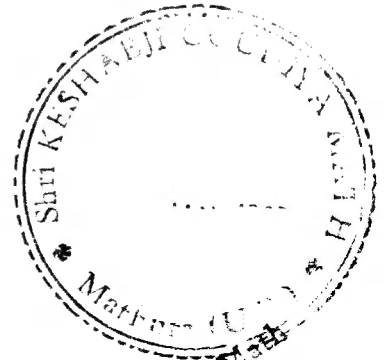


শ্রীমথ হাকবি-শ্রীল-কবিকর্ণপুর-গোস্বামি-
প্রভুগাদ-বিরচিত।

শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পুঃ

[শ্রীশ্রীমুখবর্তনী-সমেতা]

বঙ্গানুবাদ
[প্রথম খণ্ড]



Sri Keshabji Goudiya Math
Kans Tilla, Agra Road
Mathura-281001 U.P.

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক-শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক
প্রভৃতি বহুগ্রন্থের সম্পাদক-প্রণেতা

শ্রীমণীন্দ্র নাথ গুহ

প্রাক্তন অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ার (পি. ডব্লু. ডি. পঃ বঃ)

কর্তৃক

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশিকা :

শ্রীসাবিত্রী গুহ

(পুরাণ-বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ)

শ্রীরাধারমণ মন্দির

বৃন্দাবন

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান

- (১) শ্রীসাবিত্রী গুহ
১২৮ শ্রীরাধারমণ মন্দির (বৃন্দাবন)
- (২) মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা—১২
- (৩) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর

শ্রীশ্রীহরিদাস শাস্ত্রী

শ্রীগদাধর গৌরহরি প্রেস

কালিয়দহ বৃন্দাবন

আনুকূল্য - আটত্রিশ টাকা

* শ্রীশ্রীগৌরহরি *

উৎসর্গ পত্র

পঞ্চশততম শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব
মহামহোৎসবের উপচারস্বরূপে

নিবেদিত হল এ-গ্রন্থ রত্ন

মদীয় শ্রীগুরুদেব

(ওঁ বিষ্ণুপাদ)

নিত্যলীলা

প্রবিষ্ট

সিদ্ধাস্তখনি

নামবিজ্ঞানার্চ্য

বহু গ্রন্থ প্রণেতা

বাগ্মীপ্রবর শ্রীগৌরগতপ্রাণ

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামিপ্রভুগাদের

শ্রীকরকমলে

ভক্তিভরে ।

• শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি •

আশীর্বাদী

শ্রীশ্রীগৌরহরি পদারবিন্দ মকরন্দ পানোন্মত্ত মধুব্রত শ্রীল শ্রীযুক্ত কবিকর্ণপুর গোস্বামিপাদ বিরচিত।
শ্রীশ্রীঅনন্দবন্দ্যবনচম্পুর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ কৃত সুখবর্তনী নামক টীকার আনুগত্যে গদ্য-পদ্যাদির
মূলানুগত বঙ্গানুবাদ আজ পর্য্যন্ত কোন মহানুভব প্রকাশে সাহসী হন নাই। শ্রীগুরুকৃপা বিভাবিতাস্ত্যঃকরণ
শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র নাথ গুহ ভক্তপ্রবর কর্তৃক উক্ত গ্রন্থখানির সাবীলল বঙ্গানুবাদ সুচারুরূপে সকলের বোধগমা
বঙ্গ ভাষায় অভিযুক্ত হইয়াছেন।

ইহা গুরুকৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব প্রায় পঁচিশত বৎসরের মধ্যে এইরূপ
মূল, টীকা, ও প্রাঞ্জল গৌরভাষা সম্বলিত সর্বাপেক্ষ সুন্দর অতি বিলক্ষণ সুসজ্জিত সংস্করণ আদৌ প্রকাশ হয় নাই;
সুতরাং স্বপ্রকাশক স্বমহিমায়-মহীয়ান্ শ্রীগ্রন্থখানি স্বায়-প্রকাশে বৈষ্ণব সমাজের সুদীর্ঘ কালের অভাব মোচন
করত গোড়ীয় গ্রন্থ ভাণ্ডারে চতুর্দশ শতাব্দীর এক অভিনব অবদান ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে যে বৈষ্ণবগণের
প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের
শ্রীচরণকমলে সকাঙ্ক্ষ প্রার্থনা জানাইতেছি, তিনি এই প্রকার গোস্বামিগ্রন্থসমূহের কলেবর সংস্কার
পূর্ব্বক রসিক ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্ধন করুন। আশাকরি শ্রীশ্রীগোস্বামিগণ প্রণীত এইরূপ প্রাচীন গ্রন্থ
সমূহের সাবানুবাদ মূল, টীকা, বৈষ্ণব-জগতে বহুল প্রচার তৎকর্তৃক সাধিত হউক, ইনি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও
শ্রীশ্রীচন্দ্রোদয় নাটক গ্রন্থদ্বয়েরও সুললিত বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করিয়াছেন। অলমিতি বিস্তরেন—

শ্রী শ্রীগুরু বৈষ্ণব দাসানুদাস—

শ্রীপ্রিয়াচরণ দাস

ভাগবতভূষণ

গোবর্ধন, মথুরা



* শ্রীশ্রীগৌর বিধুর্জয়তি *

পূর্বাভাষ



শ্রীনীলাচল ধাম । রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গোড়ের বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত মিলন স্থখের মধু-স্মৃতি বৃকে বহন করে পরমোৎকণ্ঠাভরে তথায় সমাগত হয়েছেন । প্রভুর সহিত ভক্তবৃন্দের মিলনকালে পার্শ্বদ-প্রধান শ্রীল শিবানন্দসেন তাঁর তিন পুত্রকে শ্রীমদ্রূপমহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দন করাচ্ছেন । তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটির প্রতি প্রভুর স্নেহসিক্ত করুণ-দৃষ্টি নিবদ্ধ । সহাস্র-বদনে প্রভু শিবানন্দের বদনপানে চেয়ে তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন । শিবানন্দ বল্লেন—‘প্রভু ! এর নাম ‘পরমানন্দদাস’ । ‘ও—এই সেই পুরীদাস’ ? বলে প্রভু হাসতে হাসতে স্থায় পদাদ্বুষ্ঠ বালকের মুখে স্পর্শ করালেন । ভাগ্যান্, বালক পুরীদাস বাল্য-স্বভাবে প্রভুর পদাদ্বুষ্ঠ হৃহাতে ধরে মাতৃস্তন্যের মতো চোষণ করলেন । মাধুর্য-মুরতি শ্রীমদ্রূপমহাপ্রভুর মাধুর্যামৃত তড়িৎ প্রবাহের মতো বালকের মধ্যে সঞ্চারিত হ’ল । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিষয়টি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে —

“পূর্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইলা ;
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা ॥
এবার তোমার যেই হইবে কুমার ।
‘পুরীদাস’ বলি নাম ধরিহ তাহার ॥
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেইত কুমার ॥
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার ॥
প্রভু আজ্ঞায় নাম ধরিল ‘পরমানন্দদাস’ ।
‘পুরীদাস’ বলি প্রভু করে পরিহাস ॥
শিবানন্দ যবে সেই বালকে মিলাইল ।
মহাপ্রভু পদাদ্বুষ্ঠ তার মুখে দিল ॥”

(অন্ত্যলীলা—১২শ পরিচ্ছেদ) ।

শ্রীমদ্রূপমহাপ্রভুর পদাদ্বুষ্ঠ চোষণের ফলে প্রভুর অপার করুণারসাভিষিক্ত এই পুরীদাস সপ্তম বৎসর বয়সে বিনা অধ্যয়নে প্রভুর আদেশে শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসময় বর্ণনাম্রোকে প্রকাশ করলেন—

“শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি !”

‘যিনি ব্রজসুন্দরীগণের শ্রবণযুগলের নীলকমল, নয়নের অঞ্জন এবং বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীলমণির হার প্রভৃতি নিখিল ভূষণস্বরূপ, সেই শ্রীহরির জয় হোক ।’

“সাত বৎসরের বালক নাহি অধ্যয়ন ।

এঁছে শ্লোক করে লোকের চমৎকার মন ॥

চৈতন্যপ্রভুর এই কুপার মহিমা ।

ব্রহ্মা-আদি দেব যার নাহি পায় সীমা ॥”

(চৈঃ চঃ অন্ত্য—১৬শ পরিচ্ছেদ) ।

উত্তরকালে এই বালকই কবিকর্ণপুর নামে অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অর্জন করে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের লীলাতত্ত্বসমৃদ্ধ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন। শ্রীল কবিকর্ণপুর একাধারে শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক ও মহাকবি । তাঁর অলৌকিক ও অসাধারণ কবিত্বশক্তি শ্রী আনন্দবৃন্দাবনচম্পু, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য এবং শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকাদি থেকে জ্ঞাত হওয়া যায় । শ্রীমম্বাহাপ্রভুর করুণাতেই যে তাঁর মধ্যে এই মহীয়সী কবিত্ব-শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, এ কথা তিনি স্বয়ংই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শেষে উল্লেখ করেছেন—“যস্তোচ্ছিষ্ট প্রসাদাদয়মজনি মম প্রৌঢ়িমা-কাব্যরূপী” অর্থাৎ ‘শ্রীমম্বাহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদে (পদানুষ্ঠ চোষণে) আমার মধ্যে এই অপূর্ব কাব্য রচনার শক্তি জন্মেছে ।’ বিশেষত তাঁর শ্রীচৈতন্য-করণোদিত বাগ্‌বিভূতি মধুরাদপি-মধুর ব্রজলীলা বর্ণনময় এই ‘আনন্দবৃন্দাবনচম্পু’ গ্রন্থখানা একদিকে যেমন অসাধারণ অনুপ্রাস ও প্রসাদাদি কাব্যগুণ-গুস্তিত হয়ে সংস্কৃতজ্ঞ কাব্যরসামোদী পণ্ডিতগণের চমৎকারিত্ব জন্মায়, অপরদিকে তেমনি শ্রীপাদের স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রেরণায় উৎসারিত ভক্তিমন্দাকিনীর ধারা বর্ণনা-পারিপাট্যে উচ্ছলিত হয়ে গ্রন্থাস্বাদন-কারী সুধী ভক্তবৃন্দের চিত্তভূমিকে ভক্তিরসে সুরসিত করে ।

শ্রীপাদ তাঁর অলঙ্কারকৌশল গ্রন্থে উত্তম কবির লক্ষণ নির্ণয়ে লিখেছেন—

“সবীজোহি কবিজ্ঞেয়ঃ স সর্ববাগম কোবিদঃ ।

সরস প্রতিভাশালী যদি স্মাতুত্তমস্তদা ॥”

‘যিনি সবীজ বা কাব্যোৎপাদক প্রাক্তন সংস্কার বিশিষ্ট অলঙ্কারাদি বহুশাস্ত্রজ্ঞ এবং সরস প্রতিভা-শালী—তিনিই উত্তমকবি ।’ অপ্রাকৃত ভাগবতরস পরিবেষণ-নিপুণ শ্রীপাদের সর্বাগমকোবিদত্ব, সরস প্রতিভা ও সর্বোপরি শ্রীচৈতন্যকরণোদিত ভক্তিরসের সুদীপ্য সংস্কার একত্র সম্মিলিত হ’য়ে যেন বিশ্বপাবন ত্রিবেণী ধারার মতো এই ‘আনন্দবৃন্দাবনচম্পু’ রূপে বিশ্বে প্রকাশিত হয়েছেন । সুরসিক ভক্তবৃন্দ এই পাবনী ধারায় নিতা সুখ-সন্তরণে পরানির্বৃত্তি লাভ করে থাকেন । ভক্তিলোভাতুর বিশ্বমানবও এই মহাতীর্থে অবগাহন করলে (শ্রীগ্রন্থের শ্রবণ কীর্তন করলে) অচিরায় অন্তরের বাসনা-মালিন্য পরিহার করে ভক্তিরসের আশ্বাদনে পরামন্দ লাভে যে ধন্য হবেন - এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নেই ।

আনন্দ বা সুখ দার্শনিক বস্তু । বিশ্বমানব নিয়ত আনন্দের অনুসন্ধানে ছুটে চলেছে । কিন্তু তারা অধিক-সংখ্যকই প্রকৃত আনন্দের লক্ষ্যহারা । এই মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চে তারা শাস্তিবারির আশায় বিষয় মরৌচিকার পানে ধাবিত হ'য়ে সুখের বিনিময়ে প্রতিনিয়ত দুঃখ বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হচ্ছে । অশ্রান্ত-দৃষ্টি শাস্ত্র ও মহাজনগণ তাদের প্রকৃত আনন্দের সন্ধান দিতে গিয়ে বিষয়মুখী চিন্তাবৃত্তিকে ভগবদ্ভূমুখ করার জন্যই উপদেশ দিয়েছেন । স্বরূপশাস্ত্র নিত্যকৃষ্ণদাস জীব সাধন ভজন দ্বারা ক্রমশ দেহ-দৈহিকাদির বন্ধন শিথিল ক'রে স্বরূপাভিমাণে ভগবৎসেবা লাভ করে ধন্য হয়,—ইহাই নিখিল সাধু-শাস্ত্রের উপদেশের সারমর্ম । মাধুর্যধন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরম মাধুর্যময় লীলাধাম শ্রীবৃন্দাবন ভগবৎসেবারাস্বাদনের শ্রেষ্ঠতম স্থান । এই বিশ্ব মায়ার কারাগার হলেও চরম সান্ত্বনার বিষয় এই যে এখানে চিন্ময় প্রেমধাম শ্রীবৃন্দাবন প্রকটিত রয়েছেন । প্রকৃতির পরপারে শ্রীবৈকুণ্ঠের শিরোপরি-স্থিত চিন্ময়ধাম আনন্দবৃন্দাবন প্রপঞ্চতীরে অবতীর্ণ হ'য়ে বিশ্বজীবের প্রতি অশেষ করুণারামি প্রকাশ করেছেন । চিন্ময়ধাম মূম্ময় বিশ্বে এসে এর সংস্পর্শে কিছুমাত্রও মায়ামলিন না হ'য়ে বরং মায়াতীত লোক অপেক্ষাও অধিকতর সুশোভিতই হয়েছেন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের 'প্রপঞ্চ নিষ্প্রপঞ্চোহপি' ইত্যাদি ব্রহ্মস্তুতির ব্যাখ্যায় লিখেছেন—প্রদীপ যেমন প্রকাশ্য দিবালোক অপেক্ষা অন্ধকার রাত্রেই অধিকতর সুশোভিত হয়, হীরকরত্ন যেমন শ্বেত-পাত্র অপেক্ষা নীল পীতাদি রংএর কাচের পাত্রে অধিকতর শোভা পায়, তেমনি শ্রীবৈকুণ্ঠের শিরোপরিস্থিত শ্রীধাম এই মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়ে সমধিক চমৎকৃতিপ্রদই হয়েছেন । শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণ-সেবা সুখের প্রয়াসী, তাঁরা সতত সেবারসানন্দে মগ্ন । সংসার-বিষজ্জালায় দগ্ধ মানব-চিত্ত ও বৃজাভিমুখী হলে ক্রমশ ব্রজরসের অমৃতসিঞ্চনে পরম সুশীতল হয়ে শ্রীগোবিন্দের প্রেমসেবানন্দলাভে ঝিকুতার্থ হয়ে থাকে—এই পরমতত্ত্বের ইঙ্গিত দিতে গিয়েই বোধ হয় শ্রীপাদ তাঁর এই ব্রজরসবর্ণনময় শ্রীগ্রন্থের নাম রেখেছেন—'আনন্দবৃন্দাবনচম্পু' । সুতরাং ইহা শ্রীগ্রন্থের অর্থ বা সার্থকসংজ্ঞা । শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদও লিখেছেন, এই চম্পু অর্থাৎ গদ্য-পদ্যময়ী চিত্রকাব্য আনন্দসমূহকে পালন করেন বা ইহাতে আনন্দস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধীয় চরিত্র বর্ণিত হয়েছে বলেই গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে—'আনন্দবৃন্দাবনচম্পু' । (১।১৫-সুখবর্তনী ব্যাখ্যা)।

শ্রুতি শ্রীভগবৎ-স্বরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'রসো বৈ সঃ' "আনন্দং ব্রহ্ম", অর্থাৎ পরমতত্ত্বস্বরূপ শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ । আবার রসপিপাসু জীবগণকে এই রসাস্বাদনে প্রোৎসাহিত করতে গিয়ে বলেছেন—"রসং হ্রোয়াৎ লক্শনন্দী ভবতি," অর্থাৎ এই রসস্বরূপ শ্রীভগবানকে আস্বাদন করেই আনন্দকামী জীব প্রকৃত আনন্দাস্বাদনে সমর্থ হয় । কিন্তু সেই চিদঘনমূর্তি শ্রীভগবানকে আস্বাদন করার প্রশ্নালী কি, মায়াবদ্ধ জীবের নিকট সেই তুরীয় পরব্রহ্মের রসরূপতার অভিব্যক্তিই বা কিরূপ হইতে পারে—এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই জেগে উঠে । এই ধরণের প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র মহাজন বলেছেন—পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ তুরীয় তত্ত্ব হলেও তাঁর নাম, রূপ, গুণ ও লীলারূপেই তাঁর রসরূপতার অভিব্যক্তি হয়ে থাকে । বিশেষত লীলাবিজুস্তিত

নামরসের অনুভব ব্যতীত ভগবৎস্বরূপের কোন ধারনাই সম্ভবপর হয় না। কেননা, তিনি লীলাময় বলেই তিনি রসময়। যেহেতু লীলাই রসের প্রাণ। লীলা স্বভাবতঃই মধুময়ী—অশেষ আশ্বাদন চমৎকারিতায় পূর্ণ।

এই লীলা বিজ্ঞানিত নামরসের মুখ্যরূপে বর্ণনার অভাবেই ভগবান্ বেদব্যাস বেদবিভাগ, ব্রহ্মসূত্রাদি প্রণয়ন করেও চিত্তে শাস্তিলাভ করতে পারেন নি। পরে শ্রীনারদের উপদেশে সমাহিত চিত্তে শ্রীগোবিন্দের রসরূপতার সম্যক অনুভব প্রাপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণনামলীলাবর্ণন-প্রধান অখিল বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেই চিত্তে পরা-শাস্তি লাভ করেছিলেন—এ কথা শ্রীমদ্ভাগবতেই বর্ণিত রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের বাঙ্ময় মূর্তি। অনন্ত-মধুর শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনময় দশমস্কন্ধটি তাঁর ফুল্ল-মুখারবিন্দ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং অখিলরসামৃত-মূর্তি বলে শ্রীকৃষ্ণলীলার মধুরতা সর্বাধিক। বিশেষতঃ তাঁর পরম মাধুর্যময়ী ব্রজলীলার তুলনা নেই। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যভাবের লীলায় লীলার মাধুর্য্যটি ভালভাবে ফুটে উঠে না, সন্ধ্যম সঙ্কোচ উদিত হয়ে আশ্বাদনে বাধা ঘটায়। শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্য্যময়ী ব্রজলীলার নিষেবনে চিত্ত সন্ধ্যম সঙ্কোচমুক্ত হয়ে লীলারসের অকুণ্ঠ আশ্বাদন লাভে ধন্য হয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনেই সর্বাধুত চমৎকার-লীলা-কল্লোলবারিধি। সুতরাং নিগম বল্লভ-গলিত-রসময় ফল শ্রীমদ্ভাগবতের বৃন্দাবনলীলাটিই পরম সুরসাল। এই অংশই শ্রীপাদের আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পু গ্রন্থের বর্ণনার বিষয় বস্তু।

একেত পরম মাধুর্য্যময় ও প্রেমরসময় ব্রজলীলা, ততুপরি মাধুর্য্যলীলা বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত শ্রীপাদের বর্ণনা-ভঙ্গীতে মাধুর্য্যের প্লাবন জেগেছে—গ্রন্থখানা যেন ভাদরের নদীর মতো সুরসাল লীলারসে কানায় কানায় ভরা। উচ্ছলিত তটিনী যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলতে তুলতে খরতরনাদে সিঁদুর দিকে ছুটে যায়, শ্রীপাদের কাব্য তটিনীতে তেমনি বিচিত্র অনুপ্রাসের তরঙ্গাবলি ধ্বনি হ’তে ধ্বনান্তর সৃষ্টি করে বিচিত্র রসের প্রকাশ করতে করতে অসীমের দিকে প্রবাহিত !

রসাবেশ, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য এবং প্রসাদাদি গুণ কাব্যরচনার শক্তিবিশেষ। মহাকবিগণের বাণী দিব্য আনন্দরস স্বয়ংই নিঃসান্দিত করে অলৌকিক ক্ষুণ্ণিশীল প্রতিভা বিশেষ প্রকাশ করে থাকে। অলঙ্কার-শাস্ত্রে প্রতিভার সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হয়েছে—

“প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা।

তদনুপ্রাণনাং জীবৎ বর্ণনা নিপুণঃ কবিঃ ॥”

কাব্যরচনায় যে নব নব প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি, তাকেই প্রতিভা বলা হয়। উহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বর্ণনা-নিপুণ কবি জীবিত থাকেন, অর্থাৎ ঐ প্রতিভা ভিন্ন শ্রেষ্ঠ কাব্যরচনা সর্ব্বথা অসম্ভব। সাধারণ আলঙ্কারিকগণের মতে শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাব্যপ্রতিভা একটি অলৌকিক বস্তু, এর থেকেই কাব্যাদিতে রসের সঞ্চার হয়ে থাকে। অপ্রাকৃত ভক্তিরসগাঙ্গাকারগণ কিন্তু প্রাকৃত কাব্যের লক্ষিতব্য রসকে প্রাকৃত মনোবৃত্তি বিশেষ,

মায়িক বা গুণময় বলেই মনে করেন। সুতরাং আলঙ্কারিকগণের মতে কাব্যরস ‘ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর’ বলে কথিত হ’লেও ভক্তগণের মতে উহা ভগবদ্ভক্তি থেকে উদ্ভিত আনন্দসিন্ধুর এককণার আভাস মাত্রই। এ বিষয়ে ধ্বন্যালোকে শ্রীপাদ আনন্দবর্ণনাচার্যের একটি অতি সুন্দর উক্তি দৃষ্ট হয়—

“যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্থা পরিনিষ্ঠিতার্থ বিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিত্তী।
তে হে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমনিশং নিব্বর্ণয়ন্তো বয়ম্
শ্রান্তা, নৈব চ লক্ষ্মক্লিশয়ন তদ্বক্তিতুলাং সুখম্॥”

‘কবিগণের যে প্রতিভা-দৃষ্টি বিভাবাদি দ্বারা স্থায়ীভাব সমূহকে ক্ষণে ক্ষণে নব নব বৈচিত্র্যযুক্ত করে রসতা প্রাপ্ত করাতে সক্ষম, আর পণ্ডিতগণের যে পাণ্ডিত্যদৃষ্টি তত্ত্বনিশ্চয়ে প্রবল, আমরা এই দু’প্রকার দৃষ্টি দ্বারা বিশ্বকে নিঃশেষে বর্ণন করে পরিশ্রান্ত হয়েছি, কিন্তু হে সাগর-শায়িন্! তোমার ভক্তিসুখের তুলা সুখ কুত্রাপি প্রাপ্ত হই নি।’ ‘সাগর শায়িন্’ সম্বোধনের তাৎপর্য এই যে, যিনি পরিশ্রান্ত, শয়নসুখাস্বাদন-কারীর প্রতি তাঁর বহু মানদান যুক্তিযুক্ত। ‘হে ভগবন্! তোমার একবিন্দু ভক্তিরসের আশ্বাদন দান করে ভক্তিহীন বৃথা আনন্দাস্বাদন-প্রয়াসশ্রান্তি দূর কর’—ইহাই ব্যঞ্জিতার্থ। ভাগবতরস-বর্ণন-নিপুণ মহাকবিগণের মতে কেবল কাব্য-প্রতিভাই রসাস্বাদনের হেতু নয়, কিন্তু অশেষ চমৎকারিত্বপূর্ণ ভাগবতী রত্নিই রসাস্বাদনের মুখ্য হেতু। এ বিষয়ে শ্রীমৎ রূপ গোস্বামিপাদ লিখেছেন—

“এতেষান্ত তথাভাবে ভগবৎকাব্যনাট্যায়াঃ।
সেবামাহুঃ পরং হেতুং কেচিদ্ভৎপক্ষরাগিণঃ॥
কিন্তু তত্র সুহৃৎকর্কমাধুর্যাদুতসম্পদঃ।
রতেরস্তাঃ প্রভাবোহয়ং ভবেৎ কারণমুত্তমম্॥”

(ভঃ রঃ সিঃ—২।৫.৯০-৯১)।

অর্থাৎ ‘কাব্যনাট্য পক্ষপাতী পণ্ডিতগণ ভাবের বিভাবনাদি বিষয়ে ভগবৎ কাব্যনাট্যের সেবাকেই হেতু বলে নির্দেশ করেন, কিন্তু সুহৃৎকর্ক-মাধুর্যরূপ-অদ্বুত সম্পত্তিশালিনী ভাগবতী রত্নির প্রভাবই এবিষয়ে উত্তম কারণ।’ শ্রীপাদ কর্ণপুরের অন্তর্নিহিত ভক্তিরসমাধুরী তাঁর অপ্ৰাকৃত কাব্য-প্রতিভায় সুব্যক্ত হয়ে তাঁর এই অলৌকিক মাধুর্যময় ব্রজরসের বর্ণনা যে সুরসিক ভক্তগণের হৃদয়ক্ষেত্রে ভক্তিরসে অগ্নিপ্রস্রাবিত করবে—এতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ব্রজলীলার রসমাধুরী শ্রীপাদের স্বচ্ছন্দ-ভাব ও সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হয়ে সং-সামাজিকের কি অপূর্ব আশ্বাস হয়েছে,—ইহা স্বাভাবিক; প্রকাশের ভাষা নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসরসের বৈচিত্র্যরূপে শ্রীপাদ সুদীর্ঘ নায়ক-নায়িকা শ্রীশ্রীরাধামাধবের বসন্তোৎসব, হোরালীলা, হিন্দোলালীলাদি অপূর্ব পরিপাটীর সহিত বর্ণনা করেছেন। শ্রীগ্রন্থের মহত্ব এতই

বিশাল এবং বিপুল যে, এর মহিমা প্রকাশ করতে যাওয়া স্বপ্রকাশ সূর্যকে প্রদীপ দিয়ে প্রকাশ করার মতোই হাস্যাস্পদ চেষ্টা ব্যতীত কিছুই নয়। ভক্তসামাজিক শ্রীগ্রন্থের আশ্বাদনে একথার সত্যতা উপলব্ধি করবেন।

এই সুবিশাল সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সামান্য কিছু এখানে ওখানে প্রকাশিত দেখা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এই অভাব সমগ্র বাঙ্গালী জাতির, বিশেষ করে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ভক্তগণের পক্ষে যে প্রভূত-গুরুত্বপূর্ণ, একথা গ্রন্থের রসাস্বাদনকারী ব্যক্তিমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অপার করুণায় ব্রজবাসিনিষ্ঠ, পরমভাগবত ও বহু ভক্তিগ্রন্থের সুলেখক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় এবিষয়ে প্রেরণা প্রাপ্ত হয়ে এই দুর্লভকার্যে হস্তক্ষেপ করে সূমহৎ সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর এই মহৎচেষ্টা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, বিস্ময়াবহও বটে; কারণ বিপুল ধৈর্য্য ও অটুট অধ্যবসায় ব্যতীত এত সূবহৎ রহস্যময় সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করা সম্ভবপর নয়। তাঁর অগ্ন্যতম বৈশিষ্ট্য এইযে, তিনি পরম নামনিষ্ঠ ভাগবত। শ্রীনাথের অনুকম্পায় তিনি এই সেবাব্রতে আশাতীতভাবে জয়লাভ করেছেন। তাঁর অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল এবং সুললিত, তাঁর অনুবাদ ভাবমাধুর্যে সর্বোপরি তাঁর ভক্তিভাবিত হৃদয়ের আবেগোচ্ছ্বাসে ভরপুর। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের ‘সুখবর্তনী’ টীকার যথাস্থানে সন্নিবেশ করে তিনি পণ্ডিতগণেরও গ্রন্থাস্বাদনে পরমোপকার সাধন করেছেন। শ্রীশ্রীকৃষ্ণেশ্বরীর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি—অনুবাদক দীর্ঘজীবন ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করে এইভাবে শ্রীশ্রীগোবিন্দপাদগণের বাণীর মাধুর্য্য সাধারণের নিকট সুলভ করে দিয়ে তাঁর অজস্র করুণালাভে ধন্য হোন। সুধীজন অনুবাদের রসমাধুরী আশ্বাদন করলেই তাঁর এই সুবিপুল পরিশ্রম সার্থক হবে।—ইত্যলম্।

রাধাকৃষ্ণ (বৃন্দাবন)

২১শে পৌষ

১৩৮৮

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাশ্রয়ী

দীন—অনন্তদাস



* শ্রীগৌরহরি *

সম্পাদকীয়

নিবেদন



সূচনা : একদিন শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার কূলে ১০৮ শ্রী বাবা কিশোরী-কিশোরানন্দ মহারাজের ইষ্টগোষ্ঠী সভাতে বাবার কৃপাসন্ধারে উদ্বুদ্ধ এই সম্পাদকের মুখে শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পু পাঠ হচ্ছে—

সাঁ পুনরুচে,—তাড়নে যদি তবাতিশয়া ভী-স্ত্যং কিমন্ত দধিভাণ্ডমভাজনীঃ ।

গোপাল—মাতরেবমপরাং ন করিষ্যে, পাতয় স্বকরতো বত যষ্টিম্ ॥ ৬।৫

অর্থাৎ—যশোমা বলছেন—আরে ছুট্ট ছেলে তাড়নে যদি তোমার এত ভয়, তবে আজ দধিভাণ্ড ভাজতে গেলে কেন ?

গোপাল—মা আর করব না । হাত থেকে এ-যষ্টি ফেলে দাও-না বলছি ।

শুনতে শুনতে বাবার ভাবোদয় হল । চোখে জল । অঙ্গে শিহরণ । রসগ্রাহী জনের এমনই হয় । পাণ্ডবজননী কুন্তিদেবীর মোহ শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়—‘সাঁ মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি’— ভাঃ—১।৮।৩১ । অর্থাৎ কুন্তিদেবী বলছেন, ‘স্বয়ং ভয়ও যার ভয়ে ভীত সেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের অহো, মায়ের ভয়ে এই ভীতি । কাজল-ধোয়া অশ্রুফলিত মুখটি আমাকে মোহিত করে ফেলছে।’—রাত পোহাতেই সকলের অজ্ঞাতসারে বাবা চলে গেলেন সেই দামবন্ধন-স্থলী গোকুলে । পাঠ বন্ধ হল । পাঠ বন্ধ হলেও বাবার চোখের জল যে রসের ইঙ্গিত দিয়ে গেল তা আমার মনো-খাদে প্রবাহিত হয়ে লেখনী মুখে আজও বারে পড়ছে ।

অতীন্দ্রিয় রসজগতের সঙ্গে মায়াবদ্ধ জীবের সংযোগসূত্র একমাত্র শ্রীভগবৎকরণ—সেই করুণা-দেবীর বাহন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আশীর্বাদ সম্বল করে দুক্লহ কার্য শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পুর অন্তর্যবাসে ব্রতী হয়ে-ছিলাম ছ-বৎসর পূর্বে । আজও কাজ চলছে ।

গ্রন্থ পরিচয় : এই মহাগ্রন্থ ২২টি স্তবকে বিভক্ত । মঙ্গলাচরণ ও চিৎভূমি শ্রীবৃন্দাবনের শোভা সমৃদ্ধি বর্ণনের পর শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বনে নন্দোৎসব থেকে আরম্ভ করে রাসলীলা পর্যন্ত সমগ্র লীলা— অধিকন্তু হোরিকা, বুলন, বৃবভানুরাজগৃহে নন্দাদির নিমন্ত্রণ-লীলাদি বিস্তারিত হয়েছে যমকানুপ্রাসাদিতে

মণ্ডিত হয়ে চিত্তচমৎকারীভাবে, জীমন্মহাপ্রভুর মানসপুত্র মহাকবি কণ্ঠপূরের কলমে। মাধুর্যলীলার পরিবেশে কবি সিদ্ধ হস্ত। ধ্বনির ধ্বন্যন্তর-উদ্গারে ও গুণময় কোশলে যে অপূর্ব রমণীয়তা সৃজন হয়েছে এই মহাগ্রন্থ তা সংকাব্যমোদি জনমাত্রেরই পরম আশ্রয়।

এই গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ এক ছুঁকুহ ব্যাপার। শব্দ ব্যবহারে পরম কুশলী কবি স্বচ্ছন্দে বিহার করে চলেছেন অনন্ত শব্দ সমুদ্রে—যমকে-অনুপ্রাসে-অলঙ্কারে-সন্ধি-সমাসে এক জমজমাট ব্যাপার—যেন কঠিন প্রস্তরের এক একটি বিশাল চাপ, যার অন্তর্দেশে প্রবাহিত অমৃতনিন্দি অফুরন্ত রসধারা। লেখনীর গুণে গতা-গুলিও হয়ে উঠেছে হৃদয়ময়—যেন ভাবের হাওয়ায় দোল খেয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। পত্ন, সে তো মধু মতী নববধূ অমৃত সমান—কঠিন হতেই জানে না। প্রতিটিই এক একটি কাব্য।

ভাষার বন্ধন কঠিন। এই কঠিন বন্ধন খুলবার চাবিকাঠি সার্থক নামা ‘সুখবর্তনী’ টীকা হাতে রসলোক থেকে এলেন রসিককুল-মুকুটমণি জীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ, যা আমাদের মতো অর্বাচীনদের জন্য খুলে দিয়েছে এই রত্নভাণ্ডারের দ্বার। এই টীকার সম্পূর্ণ অনুসরণেই প্রস্তুত সংস্করণে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে সর্বত্র, যথা—‘লীলায়তনৈরপি অলীলা-যতনৈঃ শাখিভিরাকীর্ণম্’ এ-বাক্যটিকে টীকায় এই ভাবে বিভক্ত করে অর্থ করা হয়েছে—লীলা + আয়তনৈরপি + অলি + ইলা + অযতনৈঃ + শাখিভিরাকীর্ণম্’। এতে অর্থ এলো, জীবন্দা-বনের এই বৃক্ষ জীকৃষ্ণের লীলাস্থলী হয়েও যত্নাভাবেও ফুলভ ভ্রমর-গুঞ্জে মুগ্ধরিত। (বিরোধাভাস অলঙ্কার)। সর্বত্রই এই একই রীতি।

পুনরায় এই গ্রন্থের রস আন্বাদনের পক্ষে কঠিন বাধা যা, তা হলো ভাবের দুরধিগম্যতা। আমাদের জড়ীয় ইন্ড্রিয়ের দ্বারা স্বজাতীয় সূক্ষ্ম জড়ই ধরা যায় না, আর বিজাতীয় চিৎবস্ত যে ধরা যাবে না তা তো বলাই বাহুল্য। যদিও জড়বিচার পণ্ডিতগণের কখনও চিৎজগতের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করতে গিয়ে কীপরে পড়তে দেখা যায়। চিৎজগতের রসগ্রাহী জনের পক্ষে যা হয়ে পড়ে হাস্যাম্পদ। এই দুরধিগম্যতা লক্ষ্য করে মহাকবি এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলেছেন—‘গতে স্বস্বাভীষ্টং পদমহং চৈতহ্যভগবৎ-’, পরীবারে পশ্চাদ্গতবতী চ যস্মিন্নিজপদম্। বিলুপ্তা বৈদক্ষী-প্রণয়রসরীতির্বিগলিতা; নিরালম্বো জাতঃ সুকবি-কবিতায়াঃ পরিমলঃ ॥’ অর্থাৎ প্রস্তুত কাব্যে যা বর্ণিত হবে সেই রস ও প্রেম সমগ্রভাবে আন্বাদনের লোক না দেখে কবি দুঃখ করে বলেছেন—

জীচৈতন্যভগবানের পরিকরণ নিজ নিজ অভীষ্টস্থানে চলে গেলে এবং তিনি নিজেও প্রাপক-গোচর নিজধামে চলে গেলে রসগ্রাহী শ্রোতার অভাব বশতঃ কাব্যবৈদক্ষী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, প্রণয়রসরীতি বিগলিত হয়ে গিয়েছে, সুকবির কবিতা-পরিমল নিরাশ্রয় হয়ে গিয়েছে।

ব্রজপ্রণয়রসরীতি :

রসলোক-দর্শনের বীক্ষণযন্ত্র নানাবিধ আছে—যন্ত্র যত উন্নতমানের হয় দর্শনও তত সুন্দর ও স্বচ্ছ

হয়। শ্রীগৌরহরি এই জগতে আসবার পূর্বে এই জগতে সবচেয়ে উত্তম যে যন্ত্রটীর কথা জানা ছিল তা হলো 'শুদ্ধা বৈদীভক্তি যন্ত্র' (বিদ্যাপতি, জয়দেবাদি গৌরপরিকরই—গৌর আগমনোৎসবের প্রাক্কর্ম সমাধানে তাঁদের পূর্বে আগমন।) যাতে ধরা পড়ে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য-মূর্তি—বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণাদি। এ যেন মহারাজ-চক্রবর্তী মন্ত্রী-সেনাপতি সব সভাসদ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজসভায় মহা জাকজমকের সহিত সিংহাসনে সমাসীন। এখানে দূর থেকে 'ত্ৰাহি ত্ৰাহি মধুসূদন' বলে স্তব করা চলে কিন্তু কাছে গিয়ে বুক জড়িয়ে ধরা যায় না। শ্রীগৌরহরি এই জগতে নিয়ে এলেন সর্বোন্নতমানের একটি 'বীক্ষণযন্ত্র'—'উন্নতোজ্জলরসগর্ভা প্রেমভক্তি,' যার স্থিতি একমাত্র ব্রজে—'অনপিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্'। এই বীক্ষণযন্ত্রে গোবিন্দকে ব্রজে দেখা গেলো এক অভিনব মধুর মুগ্ধ রূপে—মা যশোদার কোলের ছেলে, শ্রীদাম হৃদাম সখাগণের প্রাণের কানাই, গোপহৃন্দরীগণের গোপন প্রেমের বুক জোরা ধন।

ছ'দিনের ছোট্ট একটি শিশু যশোমার কোলে শুয়ে হাত পা নাড়ছে—ক'স প্রেরিত বালঘাতিনী ভয়ঙ্করী পুতনা রাক্ষসী অতি অদ্ভুত সুন্দরী মাতৃবেশে স্তনে বিষ মাখিয়ে নিকটে এসে দাঁড়াতেই প্রাকৃত শিশুর মতো মায়ের বুক মুখ লুকিয়ে চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগল, কত-না মুগ্ধতা! রাক্ষসী কোলে তুলে নিতেই মাতৃস্তন চুষণচ্ছলেই মহা বলশালী রাক্ষসীর বধ হয়ে গেল অনায়াসে। নবশিশু ভাবের কিছুমাত্র উল্লঙ্ঘন হল না। মহৈশ্বর্যের প্রকাশ হল, অথচ সেখানে উপস্থিত কারুর মনকে স্পর্শ করল না। বাৎসল্য-রসসমুদ্রে মগ্ন মা যশোদা রসাস্বাদনে মুগ্ধ হয়ে ভাবলেন—নারায়ণই এ যাত্রা রক্ষা করলেন। শ্রীদামহৃদামাদি বালকদের কখনও 'কাঁধে চড়ে, কখনও চড়ায়। একবিন্দু সন্ত্রম নেই কোথাও। আবার কখনও শ্রীরাধার গৃহ-কোণে সারা রাত্রি জাগরণ। দ্বারোদঘাটনে বলয়-ঝঙ্কারে হৃদয়ে মধুর গুঞ্জন, আবার তখনই জড়তীর কে-ও কে-ও ধ্বনিতে শঙ্কা-নিরাশার বেদন।

শ্রীব্রহ্মা শিবাদিরও অভিবন্দিত, আত্মারাম, আপ্তকাম সর্বজ্ঞ ভগবানের এই যে মুগ্ধতা এ বুঝবার শক্তি ভক্তগণেরও হতো না যদি-না শ্রীগৌরহরি এসে জগতের জীবকে বোঝাতেন। শ্রীভগবানের স্বরূপ হল ঐশ্বর্য-মাধুর্যপূর্ণ তত্ত্ববিশেষ। ঐশ্বর্য-মাধুর্যের পূর্ণ বিকাশ একমাত্র এই ব্রজের কৃষ্ণেই দেখা যায়। কিন্তু দেখা গেলেও ঐশ্বর্য এখানে থাকে ঢাকা, সম্পূর্ণ ভাবে। মাধুর্যের অন্তরালে থেকে মাধুর্যকে বাড়িয়ে তোলাই হল এর কাজ। মাধুর্যই হল ভগবত্তাসার। কাজেই পূর্ণ মাধুর্যময় শ্রীভগবানের আশ্বাদন হল জীবের পক্ষে পূর্ণ প্রাপ্তি, যার উপর আর কিছু নেই। তা এ-ব্রজেই পাওয়া যায়।

স্বকীয়া পরকীয়া ভাব :

এখানে আর একটি বিশেষ কথা হল ব্রজের মধুররসরীতি—যা সমস্ত রসের মধ্যমণি। ব্রজজন মাত্রেরই চিত্ত স্বাভাবিক ভাবেই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনায় ভরপুর। তাঁরা যা কিছু করেন সব এই সেবা বাসনায় উরুদ্ধ হয়েই করেন। ব্রজসুন্দরীদের মধ্যেও এই ব্রজজনসাধারণ ভাবেই এই একই সেবা-

ভাব প্রবাহমান। তবে এদের ভাবের কিছু বিশেষত্ব আছে, তা হল এই ভাবের গতির উদ্দামতা। এই উদ্দাম গতিকে আবার উচ্ছলিত করে তোলা হয়েছে যোগমায়ার এক কৌশলে—ভাবের রাজ্যে এক অঘটন ঘটনায়। ব্রজের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নিত্যকান্তা নিত্যপ্রেয়সী। এই নিত্যপ্রেয়সীত্ব ভিত্তির উপরে যোগমায়ার কৌশলে রচিত হল পরকীয়াত্ব ভাবের কারুকার্যময় বিশাল এক অট্টালিকা। প্রচ্ছন্ন কামুকতা-বামতা-তুল্যভতা—‘কভু মিলে কভু না-মিলে দৈবের ঘটন’ এই নানা বাধা ভাবকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে আকাশ-চুম্বি করে তুললো। তাই দেখা যায় আমাদের আচার্য শ্রীজীবপাদ পরকীয়ারূপ বিশাল আকাশচুম্বি অট্টালিকার সুদৃঢ় ভিত গাঁথে উঠালেন সুদৃঢ় বন্ধনে, যদিও তাঁর লক্ষ্য সর্বসময়েই ঐ আকাশচুম্বি অট্টালিকাটির দিকেই। তাই তাঁর লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঐ পরকীয়াবাদ সমর্থক কথারই—তবে সে ইঙ্গিত শুধু রসিকভক্তগণ-বেত। আর এই ভিত্তির উপর পরবর্তী কালের আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ নির্মাণ করলেন পরকীয়াবাদ রূপ অট্টালিকা, তা-ও অতি সুদৃঢ় বন্ধনেই।

ব্রজের এই পরকীয়ারস—কামগন্ধ হীন, বিশুদ্ধ, নির্মল, ত্রিভুবন-পাবন। ‘কামগন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম ॥’—(চৈঃ চঃ আঃ ৪।২।১০)। তাই ব্রজের এই পরকীয়া রসের আলোচনা করতে দেখা যায় মুক্তকুলশিরোমণি শ্রীব্যাসদেবের তপশ্রালরূপ পুত্র শ্রীল গুরুমুনিকে ৬৪ সহস্র কর্মী জ্ঞানী-ভক্তের সমাজে পরীক্ষিত মহারাজের সম্মুখে—আর মহারাজ গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনে জীবনের শেষ মুহূর্তে এ-লীলা শ্রবণে তন্ময়। কোরবকুল বৃদ্ধপিতামহ নৈষ্ঠিক বৃদ্ধচারী ভীষ্ম কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে মহাপ্রয়াণের পথে শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় এই ব্রজগোপীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—‘ললিতগতিবিলাস বহুহাস’ ইত্যাদি (বৃঃ ভাঃ—২।৫।২০১)। দ্বারকার শুদ্ধভক্তপ্রধান উদ্ধব এই গোপীদের পদরেণু কামনা করছেন বার বার—‘আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাম্’ ইত্যাদি। এ সব থেকেই বোঝা যায় ব্রজের এই পরকীয়ারস কত মধুর, কত পবিত্র।

প্রাপ্ত্যুপায় :

এই রসটি দেওয়ার জগুই এই জগতে যিনি এসেছেন—(‘অনর্পিত চরীং চিরাৎ’) সেই পরতত্ত্বসীমা শ্রীগৌরহরি বলছেন—‘চেতোদর্পণ মার্জনং .. পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণদক্ষীর্তনম্’। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হোন—এ চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জিত করে, সংসাররূপ মহাদাবায়িক নিবর্নাপিত করে, মঙ্গলরূপ কুমুদের প্রকাশ-বিষয়ে চন্দ্রতুলা ভক্তিরাগীর প্রাণস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বুদ্ধিকারক, প্রতিপদেই পূর্ণ্যমূর্তের আশ্বাদনদায়ী এবং সর্বোচ্চিয়কে আনন্দে আগ্নুতকারী।

তাহলে শ্রীগৌরহরির নিজের মুখের কথাতেই পাওয়া যাচ্ছে, শ্রীনামসঙ্কীর্তন প্রতিপদেই পূর্ণ্যমূর্ত ব্রজ-রসের আশ্বাদনদায়ী। তাই বিদগ্ধমাধবে রসাতার্য শ্রীরূপপাদ পৌর্ণমাসীদেবীর মুখে বললেন—‘নো জানে জনিতা কিয়দ্বিরমুতঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।’ ‘কি কহব নামের মাধুরী। কেমন অমিয়া দিয়া কে জানে গড়িল ইহা কৃষ্ণ এই ছই আঁখর করি ॥’

এই নামরসের ভিতর দিয়েই সাধকের শ্রীগৌরকৃপায় ব্রজের পরকীয়া রসরাজ্যে প্রবেশ হয় যথাক্রমে—‘গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যজ্ঞরহস্যং স্বয়ং তন্মায়ৈব প্রাহুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নোমি গৌরম্ ॥’ (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ - ১।৩) —

অর্থ—গোবিন্দের প্রেমসেবাপরায়ণ ভক্তগণেরও যা অলভ্য সেই নিগূঢ় প্রেম যাঁর আবির্ভাবে স্বয়ং নাম গ্রহণের দ্বারা এসে উদ্ভিত হয়েছিল সেই গৌরহরিকে আমি স্তব করছি। নাম হল সমস্ত ধর্মক্রমের বীজ—‘বীজং ধর্মক্রমস্ত’ শ্রীকৃপাপাদের পটাবলীতে ধৃত। ‘কৃষ্ণ নাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর’— চৈঃ চঃ আদি। কাজেই লীলারাজ্যে প্রবেশ করতে হলে, আশ্বাদন করতে হলে এই পরকীয়া রস (শ্রীরাধার চিত্তের ভাব) বীজধর্মী শ্রীনামপ্রভুকে সর্বশ্রেষ্ঠবুদ্ধিতে একান্ত ভাবে আশ্রয় অবশ্য করতে হবে—শ্রীনাম প্রভুই হাত ধরে আশ্রিতকে শ্রীরাধার কুঞ্জে পৌঁছে দিবেন যথাক্রমে, ‘ন মে ভক্ত প্রণশ্চতি’ এ প্রতিজ্ঞা যে তাঁরই। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৫৫ প্রকরণে শ্রীজীবপাদ সাধনের এইরূপ ক্রম লিখেছেন—নামশ্রবণ-নামকীর্তন-অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে নাম স্মরণ - তৎপর ক্রমে ক্রমে রূপ-গুণ-লীলা স্মরণ।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন : শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবায়িত শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম গোস্বামিপ্রভু তাঁর নিজের গৃহে নিজনে শান্তিতে গ্রন্থসেবার সুযোগ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আর কৃতজ্ঞ তাঁরই সুযোগ্য পুত্র শ্রীচৈতন্যপ্রেমসংস্থার পরিচালক শ্রীশ্রীবৎস গোস্বামিপ্রভুর নিকট, যিনি তাঁর গ্রন্থাগার থেকে একখণ্ড শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পু সংস্কৃত মূল গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

এই গ্রন্থের অনুবাদে প্রথম উৎসাহদাতা বাবা কিশোরী কিশোরানন্দ মহারাজ। তাঁর কৃপাশীর্বাদেই এ-গুরুভার এতদিন বহন করে চলেছি। এ গ্রন্থ-প্রকাশনে তাঁর মুখে যে হাসি ফুটেবে তাতেই আমার পরিশ্রমের সার্থকতা। স্বভাবউদার-নিরভিমান-পরদুঃখে কাতর-গোস্বামিগ্রন্থের প্রতি মমতাভরা হৃদয়-সজ্জন-পরমভাগবত-পণ্ডিতপ্রবর সর্বশ্রী শ্রীগোবিন্দবাসী প্রিয়াচরণ দাস বাবাজী মহারাজ ভাগবতভূষণ ও শ্রীরাধাকৃণ্ডবাসী অনন্ত দাস বাবাজী মহারাজ বৈষ্ণবদর্শনাচার্য প্রমুখ বৈষ্ণবগণ আজ বহুদিন উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করে আছেন এই গ্রন্থের প্রকাশনের জন্য। আজ যে তাঁদের অপেক্ষার শান্তি করতে পারছি এই আমার পরম লাভ। বিশেষতঃ উপযুক্ত বাবাজী মহারাজদ্বয় যথাক্রমে এই গ্রন্থের একটি আশীর্বাণী ও ভূমিকা লিখে পাঠিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে বন্ধ করলেন। এইগ্রন্থের প্রকাশিকা আমার ভিগ্নান ঘরের টেষ্টার (Taster)—প্রধান-সহায়িকা আমাদের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সংসারের সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে একান্তভাবে গ্রন্থ সেবার সুযোগ দেওয়াতেই এইরূপ বৃহৎ কার্যও সুসমাধার পথে আসতে পেরেছে আজ। শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর মঙ্গল করুন। বৃহৎকার্য। ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভ্রম-প্রমাদাদি হওয়ারই সম্ভাবনা। সন্তুদয় সুধীগণ কৃপাপূর্বক যথাযোগ্য সংশোধন করত গ্রন্থের রসাস্বাদন করবেন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীহরিবাসর তিথি

গৌরাক্ষ ৪৯৫ ২১শে পৌষ ১৩৮৮

শ্রীবৈষ্ণব দাসানুদাস

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

* শ্রীগৌরহরি *

বিষয় সূচী

স্তবক

পৃষ্ঠা



প্রথম স্তবক

১—৬৭

মঙ্গলাচরণ । অপ্রাকৃত লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনের শোভা সমৃদ্ধি । বর্ষাহর্ষাদি নানাবিধ বিভাগের স্বত্ব । যমুনা । লতামন্দির । গোবর্ধন । নন্দীশ্বর । শ্রীকৃষ্ণের পরিকর—শ্রীনন্দ-যশোদা, সখাগণ, শ্রীরাধাদি প্রেমসীবর্গ, অন্যান্য ব্রজজন, গো-গোবৎস-বৃষ । লীলারহস্য ।

দ্বিতীয় স্তবক

৬৮—৮৫

প্রাতুর্ভাব লীলা—শ্রীকৃষ্ণবিভাবের প্রয়োজন, পরিকরণের ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব । বালকৃষ্ণের মাধুর্য আশ্বাদন । শ্রীনন্দোৎসব ।

তৃতীয় স্তবক

৮৬—৯৬

পুতনাবধলীলা—সুন্দরী মাতৃবেশে পুতনার আগমন, বিষন্তন চুষণ-ছলে পুতনা বধ, যশোদার বিলাপ ও পুত্র প্রাপ্তি, পুতনার অস্তেষ্টিক্রিয়া ও কুপাপ্রাপ্তি ।

চতুর্থ স্তবক

৯৭—১১৩

শকটভঞ্জনলীলা—পার্শ্বপরিবর্তন ক্রিয়া, শকট ভঞ্জন, যশোদা বিলাপ । তৃণাবর্তবধলীলা—তৃণাবর্তের আগমন, তৃণাবর্তের রূপ, বালকৃষ্ণ হরণ, তৃণাবর্তবধ, যশোদা বিলাপ । ব্রজজনে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য স্মৃতি

পঞ্চম স্তবক

১১৪—১৫০

ছেলেখেলা মাধুরী—নামকরণ, ননীচুরি, চাঁদধরণে আবদার, গোশালা চত্তরে খেলা, গোপী-অঙ্গনে খেলা, গোপীর নালিশের উত্তরে কৃষ্ণের উক্তি, জননীর শাসন, পিতার আদর, পথে পথে ধূলিখেলা, মৃদভঞ্জন ।

ষষ্ঠ স্তবক

১৫১—১৮৬

দামবন্ধন লীলা—দধিমহ্নকালে মা যশোদার শোভা, মহ্ননভাণ্ড ভেঙ্গে পলায়নপর গোপালের পশ্চাৎ মার ধাবন, মায়ের বন্ধনে উত্তম, গোপালের বন্ধন অঙ্গীকার । যমলার্জুন ভঞ্জন, যমলার্জুনের স্তুতি । গোপালের প্রাতর্ভোজন । ফল বিক্রয়কারিণী কুপা । গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে যাওয়ার পরামর্শ । শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার উত্তোগপর্ব । যমুনার ওপারে গমনপর্ব ।

সপ্তম স্তবক

১৮৭—২৫৪

শ্রীকৃষ্ণাগমনে বৃন্দাবনের শোভা। বৎসচারণ লীলা। বৎসাত্মর বধ। বকাত্মর বধ। বেণুগান অভ্যাস। পুলিন ভোজন লীলা—ভোজ্যদ্রব্যসহ বনযাত্রা, রাখালবেশে কৃষ্ণ ও গোপ শিশুগণ, বনভোজনপথে কৃষ্ণসঙ্গে গোপশিশুদের আনন্দছল্লোড়, বনভোজনপথে অম্বাত্মর বধ, অম্বাত্মরের কৃষ্ণে প্রবেশ, দেবদেবীগণের আনন্দোৎসব, সখ্যসে নিমজ্জিত রাখালগণের কৃষ্ণসঙ্গে পুনর্যাত্রা, ভোজনস্থলী নির্বাচন, বনভোজনোৎসব, ব্রহ্মার গো-গোপাল হরণ, মুগ্ধের মতো অনুসন্ধানপর কৃষ্ণের ব্রহ্মমায়া ভেদ, কৃষ্ণের বৎস-গোপালাদি অপূর্ব সৃষ্টি, আশ্রিত বৎস—বৎসপালদের দর্শনে মায়েদের অপূর্ব ভাব, বলরামের মোহ ও রহস্য-উদ্ঘাটন, মায়াগুপ্ত ব্রহ্মার কৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শন, ব্রহ্মাস্তব, ভোজনলীলা সমাপ্তি। উত্তরগোষ্ঠপথে ব্রজপুরে প্রবেশ।

অষ্টম স্তবক

২৫৫—৩০৪

কৈশোর লীলায় পূর্বরাগ—কৃষ্ণের পোগণ্ড-কৈশোর অবস্থা বর্ণন, শ্রীরাধাদি গোপীগণের পোগণ্ড কৈশোর অবস্থা বর্ণন, সখীসমাজে সংলাপ, কৃষ্ণদর্শনার্থে চন্দ্রশালিকা-তলে আরোহণ। কন্যাকা গোপীগণের কৃষ্ণদ্যান, বিদগ্ধ কেলিশুকের দৌত্য। কৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব। ধেনাকাত্মর বধ।

নবম স্তবক

৩০৫—৩৩৮

কালিয়-দমন লীলা। কালিয়ার বিষে বিষাক্ত যমুনা, গো-গোপগণের বিষজলপান ও উদ্ধার, কৃষ্ণের বিষহুদে ঝম্পদান ও দাপাদাপি, কালিয় বেষ্ঠনে কৃষ্ণ, বৃজবাসিগণের ভয় ও বিলাপ, বলদেব কতৃক সাস্ত্রনা, কালিয় মস্তকে কৃষ্ণের নৃত্য, কৃষ্ণ কতৃক অভয়দান ও কালিয় কতৃক স্তব, বৃজবাসিগণ কতৃক কৃষ্ণভার্থনা, হৃদতটে রাত্রিবাস।

দশম স্তবক

৩৩৯—৩৭৪

পূর্বানুরাগীগীদের সখীসঙ্গে চিত্তোদ্ঘাটন। বকুলমালার মুখে কৃষ্ণচিত্তোদ্ঘাটন। বৃষভানুরাজার ধরে বৃজরাজের সপরিবারে নিমন্ত্রণ রন্ধনার্থে রাধার পিতৃগৃহে আগমন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিমন্ত্রণ বার্তা জ্ঞাপন, কৃষ্ণসহ সপরিবারে বৃজরাজের বৃষভানুপুরে গমন, যশোমা কতৃক রাধার পাকশালা দর্শন, কীর্তিদা কতৃক রাধা ও শ্যামা-ললিতাকে পরিবেশনে নিয়োগ, ক্রমপরিপাটিতে উপবেশন ও হাস-পরিহাসের সহিত ভোজন। কৃষ্ণের জন্য নিত্য রন্ধনে রাধার নিয়োগ। কৃষ্ণের চন্দ্রাবল্যাঙ্গীকরণ। যোগমায়া দ্বারা গোপন প্রেমের সমাধান।

একাদশ স্তবক

৩৭৫—৪৬৪

গ্রীষ্মঋতু বিহার—ঋতু বর্ণন, প্রলম্বাত্মর বধ লীলা, মুজ্জাটবৌ দাবানল পান, উত্তরগোষ্ঠপথে চন্দ্রশালিকা-আরুঢ়া গোপীসহ চোখে চোখে মিলন। চন্দ্রশালিকা থেকে গোপীগণের গোদোহনলীলা দর্শন।

বর্ষাঋতু বিহার—ঋতু বর্ণন, রাধার পূর্বরাগ। যোগমায়ার লীলা-সমাধান। রাধার নব সঙ্গম। যাবটে শ্যামা সখীসঙ্গে রসোদগার।

শরৎঋতু বিহার—ঋতু বর্ণন, শরৎবিহারে বেণুগীত। ধ্যানি কন্যাগণের কাভ্যায়নী বৃত্ত আরম্ভ।

“তুঙ্গিদ্ধদীর্ঘঘনকুণ্ডিতকেশপাশং, মন্দভ্রমদ্ভ্রমরকাবলিভব্যভালম্ ।
তুঙ্গলতং স্বলকমুন্নতচারুনাং, ত্রেয়ং ভবিষ্যতি কদাস্ত পদম্ ॥
মাধুর্যাসিকুমধি যস্য ভবেন্নিপাত-;স্তং কেবলং মধুরিমাণমুরীকরোতি ।
উষসী-সৌমনি সহেলগতা মুরারে-;গৌচ্ছন্দরজ্জুরপি মজ্জতি রম্যতায়াম্ ॥
রত্নোল্লসন্মকরকুণ্ডলতাণ্ডবেন, বিভ্রাজমানতমমস্ত কপোলবিন্দম্ ।
তাস্মলগন্ধিরদনচ্ছদবন্ধুজীবৈ-;ধৃত্যঃ পরং প্রমুদিতাঃ পরিপূজয়ন্তি ॥
ত্রীবৎসকৌস্তভ-রমাবনমালিকানাং লক্ষ্মীভরেণ পরয়পি চ হারভাসা ।
বিভ্রাজমানপরিণাহমমুগ্ধা বক্ষঃ, কা নাম বামনয়নেচ্ছতি ন প্রবেষ্টুম্ ॥”

■ শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দো জয়তঃ ■

শ্রীমদ্ব্যাহকবি-শ্রীল-কবিকর্ণপুর-গোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিতা

শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পুঃ



প্রথমঃ স্তবকঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

- ১। বন্দে কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলং যস্মিন্ কুরঙ্গীদৃশাং
বন্ধোজ-প্রণয়ীকৃতে বিলসতি স্নিগ্ধোহঙ্গরাগঃ স্বতঃ।
কাশ্মীরং তলশোণিমোপরিতনঃ কস্তুরিকাং নীলিমা
শ্রীখণ্ডং নখচন্দ্রকান্তি-লহরী নির্ব্যাজমাতয়তে ॥

শ্রীশ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্তি-পাদ-বিরচিতা

শ্রীশ্রীসুখবর্তনী

[শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পু-টীকা]

প্রথমঃ স্তবকঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় জয়তি

বৎসাব্যাক্ত মুহঃ স্বয়া রসনয়া প্রাপ্য সৎকাব্যতাং, দেয়ং ভক্তজনেষু ভাবিষ্য হরৈহু আপ্যমেতৎস্বয়ং।
ইত্যাক্তাপয়তেব যেন নিদধে শ্রীকর্ণপুরাননে, বাল্যে স্বাভিদ্দলায়ুতং গতিরসৌ চৈতন্যচন্দ্রোহঙ্গ নঃ ॥১॥

শ্রীশ্রীসুখবর্তনী-অনুবর্তী মূলানুবাদ

মঙ্গলাচরণঃ

১। শ্রীকৃষ্ণপদযুগলের বন্দনা করছি যথায় হরিণনয়না ব্রজাঙ্গনাদের স্তন নিরন্তর আলিঙ্গনরূপ
সখ্যতায় বদ্ধ থাকায় ওর কুঙ্কমাди স্নিগ্ধ অঙ্গরাগ প্রলেপ তথায় স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত অবস্থায় প্রকাশিত
হচ্ছে। শ্রীচরণযুগল-তলের অকর্ণিমা ব্রজাঙ্গনা-স্তনাগ্রবর্তী কুঙ্কমকে, উপরের নীলিমা স্তনাধোমণ্ডলবর্তী
যুগমদকে, আর নখচন্দ্রকান্তি-লহরী স্তনমধ্যমণ্ডলবর্তী চন্দনকে অকপটে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে।

২। শোণম্বিক্সাঙ্গুলি-দলকুলং জাতরাগং পরাগৈঃ

শ্রীরাধায়াঃ স্তনমুকুলয়োঃ কুঙ্কমক্ষোদরূপৈঃ ।

ভক্তশ্রদ্ধামধু নখমহঃপুঞ্জকিঞ্জকজালং

জজ্বানালাং চরণকমলং পাতু নঃ পূতনারেঃ ॥

নিভান্তনৈসর্গিককৃষ্ণসার-লীলাচ্যমুচৈঃ পদমাঅনীনম্ ।

শ্রীরূপসম্মতামুকুলমেব, পূর্বৈঃ শ্রিতং সংশ্রয়তে স্তম্বেধাঃ ॥২॥

নন্দোৎসবাদিরাঙ্গাভাং হোলিদোলাদিকৃষিকাম্ । শ্রীকৃষ্ণলীলাং ভ্রূং কণ্ঠপূরো মহাকবিঃ ॥৩॥

একেন স্তবকেনাহ বৃন্দারণং তদাম্পদম্ । বাল্যলীলাং ততঃ যদ্ভিঃ প্রাহুর্ভাবমুখাং হরেঃ ॥৪॥

ততস্ত পঞ্চদশভিলীলাং কৈশোরবর্তিনীম্ । এবং দ্ব্যধিকয়া চম্পুবিংশত্যা স্তবকৈঃ কৃতা ॥৫॥

১। অর্থ সোহয়ং কবিমুকুটমণিরাসাদিত-চরণসৌরভঃ পুনরপি মনোমধুপরাজেন উপভুজ্যমানাপূর্ব-নব-নব-মাধুর্য-সম্পত্তিঃ শ্রীভগবচ্চরণকমলমানন্দাবেশেন বন্দমান এব তন্নির্দেশ-পরমমঙ্গল-সুধাধারা-পরম্পরয়া নিম্নায়মাণে প্রত্যাহ-তাপাহুদগম-গমকেহপি এবন্ধে সদাচারসম্মাননার্থমবশ্যকর্তব্যং মঙ্গলাচরণমপ্যত্মস্বয়তি—বন্দে ইতি । অহং কৃষ্ণপদারবিন্দ-যুগলং বন্দে, যস্মিন্ কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলে কুরঙ্গীদৃশাং প্রত্যোক্তমাগত্বাদবজ্রসুন্দরীণামঙ্গরাগঃ স্বতঃ স্বভাবসিদ্ধঃ সন্ বিলসতি । অত্র যস্মিন্গতি পদং তৎপদনিরূপেণমেব । যথোক্তং কাব্যপ্রকাশে—(১।১৮৮) “যচ্ছন্দস্তত্ত্বরবাক্যার্থগতত্বেনোপাস্তঃ সামর্থ্যাৎ পূর্ববাক্যার্থ-গতস্ত তচ্ছব্দস্তোপাদানং নাপেক্ষতে; যথা—সাধু চন্দ্রমসি পুষ্করৈঃ কৃতং, মীলিতং যদভিরামতাদিকে । উত্তম জয়িনি কামিনীমুখে, তেন সাহসমহুষ্ঠিতং পুনঃ ॥” ইতি । কীদৃশে ? তাঙ্গাং বক্ষোজপ্রণয়ীকৃতে—বক্ষোজয়োঃ স্তনয়োঃ প্রণয়ঃ প্রেম আশ্লেষলক্ষণং সখ্যং বা যন্ত তথাভূতীকৃতে; অথাত্তাভিরেবেত্যর্থঃ । যদা, বক্ষোজাভ্যামেব প্রণয়ীকৃতে, প্রণয়োহস্তান্তীতি প্রণয়ী তথাভূতীকৃতে । তথাভাবস্ত সদাতনুহেহপি “যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাস্চ হরিভীকৃতাঃ” ইতিবদভূততত্ত্বাববিবক্ষামাত্রৈণৈব চিৎপ্রত্যয়ঃ । অভূততত্ত্বাবোহত্র প্রাকট্যসময়াত্রদৃষ্টা বা । তেন তাঙ্গাং স্তন্যশ্লেষণে যতপি তদীয়োহঙ্গরাগোহপি চরণদ্বয়ে সন্তবতি, তথাপি ত্রৈকালিক-তৎসঙ্গসূচনার্থং স্বভাবাদেবাসৌ তিষ্ঠতীতি ভাবঃ । যদা, নিরন্তরতদাশ্লেষাত্তদঙ্গরাগপ্রলেপঃ পৌনঃপুত্রে নৈব স্বাভাবিকতাং গতচরণকমল-তলাদেঃ শোণিমা-দি-গুণোহভূদিত্যাৎপ্রেক্ষ্যত ইতি ভাবঃ । তমেব বিরূপোতি—তলশোণিমা চরণযুগলতলস্তারুণিমা কাশ্মীরং স্তন্যগ্রমণ্ডলবর্তি-কুঙ্কমম্ । উপরিতন উপরিস্থঃ নীলীমা শ্রামতা কস্তুরিকাং স্তন্যধোমণ্ডলবর্তি-যুগমদম্; তথা নখচন্দ্রাণাং কান্তিতরঙ্গঃ শ্রীখণ্ডং স্তনমধ্যমণ্ডলবর্তি-চন্দনম্; নির্ব্যাজং যথা শ্রান্তথা তত্তদেবেদম্, ন তু শোণিমা-দিকমিত্যেবমাত্মন্যতে বিস্তারয়ন্তি জ্ঞাপয়ন্তি তলশোণিমা-দয় ইতি । কাশ্মীরস্ত জাতিভেদেন হিঙ্গুলবর্ণমপি প্রসিদ্ধম্; যথা—(ভাঃ ১০।২৯৩) “রমাননাভং নবকুঙ্কমারুণম্”; (ভাঃ ১০।৪৮৪৫) “স্বয়ংকপোলাকর্ণকুঙ্কমাননাঃ” ইত্যন্ত সংক্ষেপ-শ্রীবৈষ্ণবতোষিণ্যাং ব্যাখ্যা চ—বাল্লীকদেশোদ্ভবকুঙ্কমস্তারুণ্যমভিযাক্তমিতি । অতএবামরে তৎপর্ধ্যায়ে—“রক্তমক্ষোচ-পিণ্ডনং ধীর-লোহিতচন্দনম্” ইতি অভিধানান্তরে চ—“কুঙ্কমং রুধিরং রক্তমক্ষোচকৃষ্ণ পীতনম্” ইতি । বর্ণভেদেন নামভেদ ইতি ॥

২। বর্ণিতমেবার্থমবিতৃপ্ত্যা পুনরত্যস্ত-সর্বোৎকৃষ্টমত্মপ্রতিপাদকংশিবেশমাবিস্কৃত্য বর্ণয়ন্তথাভূত এব তত্র স্বা-ভীষ্টবস্তুপ্রার্থনয়া ব্যঞ্জয়তি—শোণেতি । পূতনারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত চরণকমলং নোহস্মান পাতু, স্বস্বাহনা-দাদানেন রক্ষতু,

২। অরুণ-ম্বিক্স অঙ্গুলিদলে শোভিত, শ্রীরাধার স্তনমুকুলদ্বয়ের কুঙ্কমচূর্ণরূপ পরাগের দ্বারা অম্বরঞ্জিত, ভক্তশ্রদ্ধারূপ-মধুতে পূর্ণ, নখজ্যোতিরূপ কেশর রাজিতে উজ্জ্বল, জজ্বারূপ নাল সমন্বিত পূতনারি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল আমাদের পালন করুন ।

৩। মাধুর্যমধুভিঃ স্নগন্ধি ভজন স্বর্ণাম্বুজানাং বনং
 কারুণ্যামৃতনির্ব্যায়ৈররূপচিতং সংপ্রেমহেমাচলঃ ।
 ভক্তাস্তোথরধোরণী-বিজয়িনী নিষ্কম্পশম্পাবলি-
 দেবো নঃ কুলদেবতং বিজয়তাং চৈতন্তকৃষ্ণে হরিঃ ॥

সেবায়াং নিয়োজনার্থং রক্ষতু। পূতনারেরিত্যেতৎ প্রতিবন্ধকহরিতকুটমনে তৎকুটমৈব গতিরিতি ভাবঃ। কীদৃশঃ? শোণাঃ স্নিগ্ধা অঙ্গুলয় এব দলকুলং যত্র তৎ; শ্রীরাধায়াঃ স্তনাবেব মুকুলৌ, তয়োঃ কুঙ্কমচূর্ণরূপৈঃ পরাগৈরেব তদা-
 গ্নেষলকৈর্জাতরাগম্, অহন্ত পরাগৈরহন্ত রাগবন্তেত্যাশ্চর্যম্। পুনঃ কিন্তুতম্? ভক্তানাং শ্রদ্ধেব মধু যত্র তৎ। সত্যামেব শ্রদ্ধায়াং তন্মাধুর্যমুভবাৎ শ্রদ্ধেব মধ্বিতাপচারণোচ্যতে—সাত্তোনে তদাধিক্যে প্রবর্তনর্থম্। সা চ ভক্তা-
 নামেব সম্ভবেত্তথাপি ভক্তপদোপাদানাক্রচ্যুত্তরকালভবা বিশিষ্টৈরাসক্তিরূপা জ্ঞেয়া। শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ—
 (১৩।১২) “শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিস্থিতি” ইত্যত্র ‘শ্রদ্ধা’-পদস্য তথা ব্যাখ্যানায় তু প্রাথমিক্যেব সামাগ্ভূতা, তদানীং
 মাধুর্যমুভবযোগাতারূপপত্তেরিতি। জ্ঞেয় এব নালাে যন্ত তৎ ॥

৩। তদেবং তচ্চরণারবিন্দমাধুরী-বর্ণনেনানুসন্তঃসেবকলালসত্ত্বমভিব্যাজ্য পুনস্তম্ভেব কলিযুগাবির্ভাবিত-গৌর-
 স্বরূপং সলোচন-সাক্ষাদহুতচর-সৌন্দর্য-মাধুর্যং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তদেবং বর্ণয়তি—মাধুর্যৈরিতি। চৈতন্তনামা কৃষ্ণ-
 চৈতন্তকৃষ্ণঃ; শাকপাখিবাдиঃ;—প্রেমণা ভক্তচেতোহরণাৎ, স্বমাধুর্যেণ স্বপর্ষন্ত-বৈকুণ্ঠনাথাদি-সর্বচেতোহরণাদ্ভা হরিঃ;
 বিজয়তাম্—বিশেষেণ স্বাংশেভ্যোহপি পরমোৎকর্ষমাবিক্ষরোতু। কীদৃশঃ? ভজনানি নববিধানি শ্রবণ-কীর্তনাদীন্তেব
 স্বর্ণাম্বুজানি বিরল-প্রচারতাত্ত্বিক-সরোবরাবির্ভাবিতাচ তেবাং বনং তদ্রূপঃ। অনেন শ্রবণাদিসাধনভক্তিময়স্বরূপত্বং
 গৌরাকৃতিত্বং ভক্তমনোমধুকরামোদকত্বঞ্চোক্তম্। কীদৃশং বনম্? মাধুর্যমধুভিঃ স্নগন্ধি। অম্বুজপক্ষে—মাধুর্যৈরেব
 মধুভিরিতি মধুনামপাত্র বৈলক্ষণ্যম্। ভজনপক্ষে—সাধনদশায়ামপি তেবাং শ্রবণাদীনাং কেবলরাগপ্রবর্ত্যমানত্বেন
 ঐশ্বর্যজ্ঞাননিরপেক্ষতয়া তত্তদমৃতলীলাদিনিষ্ঠানাং যানি মাধুর্যণি রোচকত্বলক্ষণানি, তাতেব মাদকত্বামৃদুনি তৈঃ স্নগন্ধি
 স্নগর্ভযুক্তম্, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথাদি-বিশয়েভ্যো ভজনেভ্যোহপ্যাপ্তপরমোৎকর্ষাবিক্ষারং, কিং পুনঃস্বাভোগাদিত্য ইতি;—
 “গন্ধো গন্ধক আমোদে লেশে সন্ধিগর্ভয়োঃ” ইতি বিশ্বঃ। অনেন স্বমাধুর্যমোদিত-নিখিল-বনত্বমুক্তম্। পুনঃ কীদৃশঃ?
 সত্যং শোভমানানাং প্রেম্যাং মহারাশিরূপত্বাং হেমাচলঃ কনকগিরির্মেকঃ। তত্র সত্যমিতি জ্ঞাত্যা, হেমাচল ইতি
 প্রমাণেন চ প্রেম্যামৃতপ্রেমত উৎকর্ষঃ সূচিতঃ। অনেন পূর্বোক্ততাদৃশ-শ্রবণাদি-সাধনভক্তি-জনিত-সাধ্যপ্রেমভক্তিময়-
 স্বরূপত্বমপ্যুক্তম্। তথাভূতাচলঃ কীদৃশঃ? ভজনপ্রবৃত্তিকারণানি কারুণ্যাগ্বেবামৃতানি তন্ময়ৈর্নির্ব্যায়ৈররূপচিতঃ। বাস্তবী
 কারুণ্যশক্তিঃ প্রেমভক্তির্নির্দৈব তদাধারেষুদয়মানা প্রতীয়তে,—প্রেমাংশং বিনা তস্মাত্তাত্ত্বদয়দর্শনাৎ। তথা হ্যন্তং
 ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ জাতরতিভক্তিরূপণে—(ভাং ১০।১০।১০) “উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্” ইত্যাদিনা সাধকভক্ত্যন্ত
 জাতরতিস্বমুদাহৃতকৈকাদশস্বত্ববচনম্—(ভাং ১১।১১।১১) “প্রেম-মৈত্রীকপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ” ইতি। ন সাধক-
 ভক্তেহপি তাদৃশরূপাদি সম্ভবতি। অনেন স্বরূপামৃতধারাঅপিতজ্জগজ্জীবকত্বমুক্তম্। অথোৎপন্নপ্রেমভক্তিবৎসাক্ষাৎ-
 স্বরূপপ্রকাশচমৎকারেণ স্বাধারমলঙ্করোত্তীতি দ্যোতয়ন্ত বিশিনষ্টি—নিষ্কম্পানাং স্থিরাণাং শম্পানাং বিহ্যতামাবলিঃ শ্রেণী
 তদ্রূপঃ। সা কীদৃশী? ভক্তা এবাস্তোথরাঃ প্রেমামৃতবর্ষণশীলত্বাভেবাঃ ধোরণী শ্রেণী তত্রৈব বিজয়িনী পরমোৎকর্ষেণ

৩। মাধুর্যমধুদ্বারা সৌরভাষিত, ভজনের স্বর্ণকমলবনস্বরূপ, কারুণ্যামৃত নির্ব্যায়ের দ্বারা সমৃদ্ধিমান,
 সংপ্রেমস্বমের পর্বত সদৃশ, ভক্তমেঘশ্রেণীতে বিজয়িনী বিহ্যৎমালাস্বরূপ আমাদের কুলদেবতা চৈতন্তকৃষ্ণ-
 হরি সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান হউন।

৪। নমস্ত্রামোহৈশ্চব প্রিয়পরিজনান্ বৎসলহৃদঃ, প্রভোরদৈতাদীনপি জগদঘোষক্ষয়কৃতঃ।

সমানপ্রোমাণঃ সমগুণগণাস্তুল্যাকরণাঃ স্বরূপাচ্চা যেহমী সরসমধুরাস্তানপি হুমঃ ॥

৫। গুরুং নঃ শ্রীনাথভিষমবনিদেবায়বিশুং, হুমো ভূবারত্নং ভুব ইব বিভোরস্ত দয়িতম্।

যদাস্তাহমীলম্নিরবকরবৃন্দাবনরহঃ, কথাস্বাদং লক্ণা জগতি ন জনঃ কাপি রমতে ॥

হায়িনী! অনেন প্রেমভক্তিমজ্জনমাত্রলভাসাক্ষররূপপ্রকাশত্বমুক্তম্। তদেবং তদীয়-গুরুসম্বিশেষস্বরূপত্বমেব প্রথমং ভক্তেষু অবগ-কীর্তনাদিক্রমেণ ভিত্তি, তদেব দৃঢ়াভ্যাসেনাসক্ত্যা অনস্বরস্বরূপমেব প্রেমরূপতামাপত্ততে। তৎপ্রেমৈব সপরিকর-ভগবৎসাক্ষররূপ-প্রকাশাত্ত্ব-চগৎকারতাং প্রাপ্নোতীতি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তোহপি ধ্বনিত ইতি ॥

৪। বৎসলহৃদঃ—অর্থামাদেশেষু সর্বেষু। যেহমী স্বরূপাচ্চা—শ্রীদামোদরস্বরূপ-শ্রীরামানন্দরায়-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনাত্মাঃ। কীদৃশাঃ? অস্ত প্রভোরব সমানপ্রোমাণঃ; যথা, পরম্পরমেব সমানাস্তারতমোদ মাদৃশৈর্লক্ষয়িতুমশক্যঃ প্রোমা যেযাং তে; তানপি হুমঃ স্তমঃ। অপিকারাং অদৈতাদীনপি হুমঃ। তানপি নমস্ত্রাম ইত্যুভয়জৈবোভয়ং যোজনীয়ম্। প্রভোরদৈতাদীন প্রভোঃ স্বরূপাচ্চা ইতি শ্লেষভঙ্গ্যা তচ্ছক্তিময়া-এব ত ইতি বোধিতম্ ॥

৫। অবনিদেবা বিপ্রাস্তবংশে বিশ্বং চন্দ্রম্, তেন বিপ্রারয়স্ত সমুদ্রমুক্তম্। ভুবঃ পৃথিব্যা ভূবারত্নমিব (রঘুবংশে ১৩) “উদাহরিব বামনঃ” ইতি, (শ্রীমতগোবিন্দে ১২/২) “ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নৃপূরমহুগতিশূরম্” ইতি, (সাহিত্যদর্পণে ৪১/২) “একাবগবৎস্থান ভূষণেনব কামিনী” ইত্যাদিপ্রয়োগদর্শনাৎ “ইবেন সহ নিত্যসমাস-বচনবিভক্তা-লোপঃ ইত্যস্ত প্রায়িকত্বপ্রতিপাদনাদ্বাস্তপ্রয়োগোহয়ং নানুপপন্ন ইতি। চন্দ্রোহপি শিবমূর্তেভূষারত্নং ভবতি। অস্ত বিভোঃ শ্রীচৈতন্যদেবস্ত, যদাস্তাদযম্মুখাং উম্মীলন্ত্যা নিরবকরায় নির্দোষায় বৃন্দাবনস্ত রহঃসম্বন্ধিকথায় আশ্বাদং লক্ণা, তস্ত বিশ্বত্বংগুণোদগীর্ণত্বেন কথায় অমৃতত্বমিতি ভাবঃ। কাপি জগতি ভোগ্যস্থানে ন রমতে নাসক্তো ভবতি, বৃন্দাবন এব শীঘ্রমাগচ্ছতীতি ভাবঃ, ইতি অস্ত বৃন্দাবনবাসে কেতুরপি দর্শিতঃ। অত্র যত্নপি শ্রীগুরুবন্দনানন্তরমেব দেবতাবন্দনং শ্রীসুতাদিষু দর্শনাৎ সদাচারপ্রাপ্তম্, তথাপি শ্রীশুকাদৌ বিপর্যয়েণাপি দর্শনাদবিরুদ্ধমেবেদম্। কিংবা, বস্তুতো দীক্ষা-গুরুরপ্যস্ত শ্রীভগবানেব শ্রীচৈতন্যঃ, তদাজ্ঞাপারবশেনৈব গুণস্তবাস্রয়ণম্। তথা হি কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—(অন্ত্যঃ ১২৪৫—৫০, ১৬৩৬—১৪) একদা মহাপ্রভুর্দ্বিতপ্রিয়সহচরসঙ্গী স্বপার্বদপ্রবর্ত্তিতং-পিতুঃ শ্রীশিবানন্দসেনস্ত রথযাত্রা-

৪। (শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরিকরবর্গকে প্রণাম করতে গিয়ে কবির বলছেন—) শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রিয় পরিজন, মাদৃশ সর্বজনের উপর বৎসল চিত্ত, সমস্ত জগতের কলুষ কালিমা নাশক প্রভু অদৈত্যাচার্য প্রমুখকে প্রণাম করছি; আর শ্রীস্বরূপদামোদর শ্রীরায়রামানন্দ, শ্রীরূপ সনাতনাদিকেও আমি প্রণাম করছি; এঁরা সবাই মহাপ্রভুর সমান প্রেমী, সমান গুণশালী, তুল্য করুণাশালী, মহাপ্রভুর মতই সরস ও মধুর এঁরা।

৫। (স্বীয় শ্রীগুরুদেবের বন্দনা করতে গিয়ে কবির বলছেন :—)

আমার শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করছি—যাঁর নাম শ্রীনাথ—যিনি ব্রাহ্মণবংশরূপ সমুদ্রকে উল্লসিত করতে চন্দ্রসম—যিনি পৃথিবীর ভূবারত্নের মত এবং এই মহাপ্রভুর অতি প্রিয়পাত্র—আর যে একবার এঁর মুখবিগলিত নির্মল বৃন্দাবন-রহকথার আশ্বাদন লাভ করেছেন তিনি আর এই জগতের কোন ভোগ্যস্থানে আসক্ত হন না। (এ কথার ধ্বনি হচ্ছে—তিনি বৃন্দাবনেই শীঘ্র চলে আসেন, এর দ্বারা নিজেরও শ্রীবৃন্দাবন-বাসের হেতু দর্শিত হল।)

৬। গতে স্বস্বাভীষ্টং পদমহহ চৈতত্ত্বভগবৎ-পরীবারে পশ্চাদ্গতবতি চ যস্মিন্নিজপদম্।

বিলুপ্তা বৈদক্ষী-প্রণয়রসরীতিবিগলিতা, নিরালম্বো জাতঃ শ্লুকবি-কবিতায়াঃ পরিমলঃ ॥

৭। তব স্তবং কিং করবাণি বাণি, প্রাণী ন বক্তুং ক্ষমতে তদীহাম্।

যতঃ সুবদ্বৈব তনোষি মানং, তমগুণা সন্তমপি ক্ষিপোষি ॥

দর্শনচ্ছলেন স্বচরণান্তিকমাগতস্ত্রাবাসমাগতন্তেন চ সমস্রমং বশ্টিতচরণকমলস্তত্র চ বাল্যাবিলাসং প্রপঞ্চয়ন্তুং পঞ্চষড়্ বর্ষবয়সং (শ্রীমৎপরমানন্দপুরীপাদপ্রসাদাৎ পুরুষোত্তমক্ষেত্রজাতত্বাৎ পুরীদাসনামানমেতৎ) পিত্রা কারিতবন্দনমালোক্য সোধুস্তবায়ং পুত্রো জাতঃ” ইত্যভিনন্দ্য কুণয়েতচ্ছিরসি চরণং দিধীমুর্বাল্যাবেশেন মুখং ব্যাদস্তবস্তমেনং কোতুকেন চরণাঙ্ঘ্রীমাশ্বাদয়ামাস, দিব্যাকাব্যকর্তৃত্বশক্তিমপালক্ষিতং সঞ্চারয়ামাস। বদ বদ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতুবাচ চ। ততোহসৌ শিশুরুৎফুল্লমুখো ক্রহি ক্রহীতি পিত্রাদিভিঃ প্রযুক্তমানোহপি যদি ন হুজগাদ, প্রভুরপি বিশ্বয়মভিনীয় বৈশ্বমেব কৃষ্ণনাম গ্রাহয়িতুমহমশকম্, ন পুনরেনমেকমেব” ইতুবাচ। তদা শ্রীস্বরূপগোষামিভিকৃতম্—ভগবতা স্বয়মেব স্বনামমহামন্ত্রমুপদিষ্টোহস্মি, কথং পুনস্তমুচ্চৈরুচ্চারয়ামি’ ইত্যেবমস্ত গন্তীরহৃদয়ঃস্থমীয়তে” ইতি। পরেত্ববি “বৎস! বদ কিঞ্চিৎ” ইত্যুক্ত এব প্রভুণা শীঘ্রং পত্তমেকং ববন্ধ—(অর্থাশতকে ১) “শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষো-রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম। বৃন্দাবনতরুণীনাং, মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥” ততঃ সন্তুষ্টেন ভগবতা কবিকর্ণপুর ইতি নাম তদ্দিনমারভ্য কৃতবতা তদভীষ্টমন্তরাজমপি হৃদৈব স্বয়মুপদিষ্টাপি লোকরীতিখ্যাপনায় সময়ে শ্রীনাথপণ্ডিতদ্বারাপি পুনরসাবুপদিদিশ ইতি ॥

৬। প্রারিপ্সিতে কাব্যে বর্ণয়িতব্যস্ত রসস্ত প্রেমঞ্চ সামন্ত্যেনাস্বাদকানদৃষ্টা থিত্বম্—নিজপদং প্রপঞ্চাগোচরং নিজধাম, প্রকাশবিশেষমিত্যর্থঃ। তদানীং তৎপরীবারাণং কিয়তাং প্রাকটোহপি তচ্ছোকব্যাকুলত্বেন বৈদক্ষ্যাগুণাবিকাশ্রেণ তদন্তিক-গমনোন্মুখত্বেন চ গত ইত্যুক্তম্, ভাবিকালদৃষ্টা বা। পরিমলশর্বা-বিশেষ-বিমর্দোথ আস্বাদচমৎকাররূপ-মনোহর-গন্ধঃ;—“বিমর্দোথে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে” ইত্যমরঃ। তেন কবিতায়াঃ পুষ্পমঞ্জরীদ্বারোপেণাস্বাদনীয়-রসত্বং ধ্বনিতম্। নিরালম্বস্তদাস্বাদক-তাদৃশরসিকভক্তমধুপানং বিরলপ্রচরত্বাদিতি ভাবঃ ॥

৭। শ্রীভগবৎপ্রসাদজনিত-বৈচিত্রীকাং স্ববাণীং সংবোধয়ন্তয়া শ্রীভগবন্তমেব স্তোতুং প্রতিজানীতে—তবেতি। স্তুষ্টু বদ্বৈব সতী মানঃদরং তনোষি, অগুণা ন স্তুষ্টু বদ্বা সতী বর্তমানমপি তং মানং ক্ষিপোষি নাশয়সি। যেন দৃঢ়ং বধ্যসে, তদ্বৈব মানং বিস্তারয়সিতি বিচিত্রা তব চেষ্টা ইত্যর্থঃ। অতঃ কিমিতি স্তবং করবাণি, স্তুষ্টু বধ্যামোবেতি ভাবঃ ॥

বিজ্ঞপ্তি :

৬। (প্রস্তুত কাব্যে বর্ণিত রস ও প্রেম সাকল্যে আস্বাদন করবার লোকের অভাব দেখে দুঃখিত হয়ে কবির বলছেন—) শ্রীচৈতন্যভগবানের পরিকরণ নিজ নিজ অভীষ্টস্থানে চলে গেলে এবং তিনি নিজেও প্রপঞ্চাগোচর নিজধামে চলে গেলে রসগ্রাহী শ্রোতার অভাব বশতঃ কাব্যবৈদক্ষী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, প্রণয়রসরীতি বিগলিত হয়ে গিয়েছে, শ্লুকবির কবিতা-পরিমল নিরাশ্রয় হয়ে গিয়েছে ॥

৭। (শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রসাদজনিত বিচিত্র স্ববাণীর সংবোধন করতে গিয়ে তাঁর দ্বারা শ্রীভগবানেরই স্তুতি করছেন কবির—) হে মাতঃ বাণী আপনার স্তুতি আমি কি দিয়ে করব—আপনার বিচিত্র লীলা কোনও প্রাণীই বর্ণন করতে সমর্থ নয়, কারণ কাব্য অলঙ্কারগুণাদিরজুর দৃঢ় বন্ধনে বন্ধ হলেই বন্ধনকারীর মান আপনি বাড়িয়ে তোলেন, আর বন্ধন আলগা হলে কবির প্রস্তুত মানও আপনি নাশ করে দেন। (আপনার এ ব্যবহার বিচিত্র—এর আর স্তব কি করব—স্তুষ্টু বন্ধনে বেঁধেই ফেলি।)

- ৮। মাতর্বাণি তবানিশং করুণয়া লব্ধপ্রমোদা বয়ং
কিং নু হ্যং স্তমহে স্বয়ৈব যজতাং তোয়েন কস্তায়ধি।
এতৎ প্রত্যপকুর্মহে ভগবতঃ কৃষ্ণস্ত লীলামৃত-
শ্রোতশ্চৈব নিমজ্জয়ামি ভবতীং নোথেষ্যমস্মাং পুনঃ ॥
- ৯। আত্মনঃ প্রিয়তয়া তনুভাজাং, নাত্মনঃ কৃতিষু দূষণদৃষ্টিঃ।
সর্বতস্তিমিরমশ্রুতি দীপো, নাত্মমূলতিমিরং বিনিহন্তি ॥

৮। নহু প্রণয়রসনয়া হৃদি বদোহপি ভর্তৈর্ভগবান্ স্তু যত এবৈত্যতঃ স্তবে কো দোষঃ? তত্রাহ—তব করুণয়া লব্ধঃ প্রমোদো যৈস্তে বয়ং কিং নু ভোঃ! স্বয়ৈব বাণৈব হ্যং বাণীং স্তমহে। জলেনৈব জলধিং জলাশয়ং কঃ পূজয়তু, স্তবনসাধনস্তাগ্রস্তাভাবায় স্তমহে ইত্যর্থঃ। স্বকর্তৃকানন্দদানস্ত এতদেব প্রত্যপকরণং কুর্মহে। কৃষ্ণস্তব লীলামৃত-শ্রোতশ্চৈব নিমজ্জয়াম্যেবেত্যর্থসৌন্দর্যাদেবকারজিহ্বেব যোজনীয়ঃ। অস্মাদমৃতশ্রোতসো ওবহা পুনর্যোথ্যত্বমিতি;—“শ্রোতোহম্বুবেগেন্দ্রিয়য়োঃ” ইতি বিধঃ ॥

৯। নহু পূর্বপূর্ব-মহাকবিকৃত-কাব্যোষপ্যার্গ্যচীনৈর্মশ্রুতভট্টাদিভির্দোষোৎথাপনাং কাব্যনির্মাণে কোহয়মাগ্রহঃ? সত্যম্, যে বিদ্যাংসঃ পরকৃতে কাব্যে দোষান্ বিচিন্তন্তি, তৎকৃতেহ্যাপ্যে তথেষ্টানবস্থিতিরবেত্যাশ্রয়সেনাহ—তনুভাজানাত্মনঃ প্রিয়তয়া হেতুনা আত্মা হি প্রিয়ো ভবতীত্যত আত্মনঃ কৃতিষু দূষণদৃষ্টির্ন স্ম্যৎ, কিন্তু সা পরকৃতিধেব স্মাদিত্যর্থঃ। যথা দীপো দীপাস্তর-তিমিরমশ্রুতি দূরীকরোতি, ন আত্মমূলতিমিরং দীপমূলস্থগন্ধকারম্; দীপাস্তরেণ তস্তাপি নাশঃ সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥

৮। (হে কবি শোন, প্রণয়রজ্জুতে হৃদয়ে বদ্ধ হয়েও ভক্তের দ্বারা ভগবান স্তুতই হয়ে থাকেন, স্তবে আর দোষ কি? এর উত্তরে বলা হচ্ছে—)

হে মাতঃ বাণি, আপনার সদা উচ্ছলিত করুণাতেই আমরা আনন্দ লাভ করছি—আপনারই বাণী দ্বারা বাণীরূপা আপনাকে কি পূজা করবো—জলেরই দ্বারা জলনিধির পূজা কে করে—আপনার করুণাজাত আনন্দের প্রত্যুপকার হিসাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃতশ্রোতে নিমজ্জিত করে দিচ্ছি আপনাকে—হে দেবী, এখান থেকে যেন আর উঠবেন না।

৯। (ওহে কবির পূর্বপূর্ব মহাকবিকৃত কাব্যে নবীম কবি মশ্রুত ভট্টাদি দোষ উৎথাপন করে, কাজেই কাব্য নির্মাণে এই আগ্রহের কি প্রয়োজন—এর উত্তরে বলা হচ্ছে—)

সত্য, যে বিদ্বান্ পরকৃত কাব্যে দোষ খুঁজে বেড়ায়, তার কাব্যেও আবার অণ্ডে দোষ খুঁজে বেড়ায়—এতে মনে করার কিছু নাই—এই কথাকে অর্থাত্তর-হ্যাস অলঙ্কারের দ্বারা বুঝাতে গিয়ে কবির বলছেন—)

প্রাণী মাত্রেই নিজের আত্মাই প্রিয় হয়ে থাকে—সেই জন্ম স্বকৃতকর্মে দোষদৃষ্টি হয় না—দীপ চতুর্দিকের অন্ধকার নাশ করে কিন্তু তার নিজের নিম্নস্থ অন্ধকার নাশ করে না।

- ১০। নির্মলেহপি সৃজনাঃ স্বচরিত্রে, দোষমেব পুরতঃ প্রথয়ন্তে।
উজ্জলেহপি সতি ধাম্নি পুরস্তাদ্-, ধূমেব বমতি স্ফুটমগ্নিঃ ॥
- ১১। অর্থাদি-পর্যাকলনং বিনাপি, প্রহ্লাদয়ন্তে সুকবেবচাংসি।
বিনাবগাহাদপি দৃষ্টিমাত্রা-ম্ননঃ পুনস্ত্যেব হি পুণ্যনতঃ ॥
- ১২। তাবৎ পদানি জায়ন্তে নির্দোষাণি পৃথক্ পৃথক্।
যাবৎ স্বরসনাসূচ্যা তানি গ্রথ্যনতি নো কবিঃ ॥
- ১৩। নির্মলয়সি ভুবনতলং, সততাক্ষিপ্তেন পরমলেন।
খলরসনে সম্মার্জনি, তদপি চ ভীতিভবৎস্পর্শে ॥

১০। সাধুনাং কবীনাং পুনরন্ত এব স্বভাব ইত্যাহ—পুরতঃ প্রথমেব, প্রথয়ন্তে খ্যাপয়ন্তি, পর্যালোচয়ন্তীত্যর্থঃ।
স্বচরিত্রে স্বক্ৰিয়ায়াম্, ন তু পরকৃতে। ধাম্নি স্বীয়ভেজসি নির্মলেহপি সতি ॥

১১। ধ্বনি-গুণ-লঙ্কারাণ্যবগাহন-সমর্থ এব জনে কাব্যমিদং সফলীভবিষ্যতি, নাগত্রেতি চেদত আহ—অর্থাদীতি।
অর্থাদীনামর্থশব্দগুণালঙ্কাররসানাং পর্যালোচনং বিনাপি। মনঃ পুনন্তি, কিং পুনর্দেহেদ্রিয়াদীন্। পুণ্যনতঃ শ্রীগঙ্গাত্মাঃ ॥

১২। নতু পরকরিয়মাণং দোষাসঙ্গমং কিমিতি প্রথমং স্বয়মেবোরীকুরুষে, নির্দোষৈবের পদৈঃ কিমিতি ন
নিবয়্যসি? তত্রাহ—তাবদ্বিতি। মিলিতানি কৃত্বা রসনাসূচ্যা গ্রন্থনে নির্দোষীকরণমতিদ্রুতরমেবেতি ভাবঃ। তেন
সহৃদয়হৃদয়বিক্ষেপকা রসাপেক্ষকা দোষা এব হেয়াঃ, কেচিদ্ভয়মকানুপ্রাসাত্তুরোরোধেনোপাদেয়া অপি সর্বথা নির্দোষস্ত
কাব্যশৈল্যাস্তমসম্ভাবাদিতি প্রাচীনৈরপ্যুক্তমিতি ॥

১৩। গুণালঙ্কাররসোৎকর্ষেহপি কেবলং দোষমেব যে গৃহন্তি, তে পরকীর্তিলোপচিকীর্ষবঃ খলা দূরে পরিহার্য
ইত্যাহ—নির্মলয়সীতি। হে খলজিহ্বে! সম্মার্জনি! স্বর্ণমণিময়মূলেহপি কথঞ্চিদলক্ষিতমকিঞ্চিংকরং সূক্ষ্মতুণশর্করাদি-

১০। (সাধু কবিদের স্বভাব কিন্তু অগ্ন প্রকার—তাই বলা হচ্ছে—)

নিজ কর্ম নির্মল হলেও সৃজনগণ প্রথমে দোষই প্রচার করে থাকেন—নিজ তেজে উজ্জল হলেও
অগ্নি প্রথমে ধূমই উদ্দিগরণ করে থাকে।

১১। (ধ্বনি-গুণালঙ্কারাদিতে অবগাহন-সমর্থ-জনেতেই এই কাব্য সফলতা প্রাপ্ত হয়, অগ্নত
নহে—এই রূপ যদি বলা যায় তার উত্তরে বলা হচ্ছে, ‘অর্থাদীতি’—)

অর্থ-শব্দ-গুণ-অলঙ্কার এবং রসের আলোচনা বিনাই সুকবির বাক্য চিত্তকে অত্যন্ত আনন্দিত করে
তোলে যেমন গঙ্গাদি পুণ্য নদী বিনা-অবগাহনেই দৃষ্টিমাত্র মনকে নিশ্চয়ই পবিত্র করে থাকে।

১২। (পরের দোষ নিজের উপর প্রথমেই কেন আরোপ করছেন—নির্দোষ পদের দ্বারা কেন-না
কাব্য-রচনার কাজে লেগে যাচ্ছেন—এর উত্তরে বলা হচ্ছে—)

শব্দ যতক্ষণ পৃথক পৃথক থাকে, কবির রসনাসূচ্যে গ্রথিত না হয় ততক্ষণই নির্দোষ থাকে ॥

১৩। (গুণালঙ্কার-রসোৎকর্ষ সম্পন্ন কাব্যেও যে ব্যক্তি কেবল দোষই দর্শন করে সেই পরকীর্তি-
লোপ-চেষ্টিত খলকে দূরে পরিহার করাই উচিত—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

হে খলজিহ্বে, সম্মার্জনী, যদিও সতত পরনিষ্কিপ্ত মলে অপরিষ্কৃত স্থান তুমি পরিষ্কার করে থাক

- ১৪। ন লবোহপি লবেন চ ব্যাখ্যাঃ, পরিব্রজ্যে বিহুনোতি যন্ত সর্বঃ ।
ন খলো নখলোমতো মতোহন্ত, স্তমবন্ধাঃ কিল কে ন সংত্যজেয়ুঃ ॥
- ১৫। আনন্দবন্দ্যবন-নামধেয়াং চম্পুমিমাং কৃষ্ণচরিত্রচিত্রাম্ ।
মনোবিনোদায় রসগ্রহাণাং, চক্রে স্ব-মোদায় চ কর্ণপূরঃ ॥
- ১৬। যথা তথা শ্যুঃ কুসুমনি মালা, চিত্রায়তে গুণেন-কৌশলেন ।
তত্রাপি চেতানি সুসৌরভাণি, ভবন্তি রম্যাণি তদা পুনঃ কিম্ ॥

ঋগুরুপং মলম্বেব গ্রহীতুং তত্র পবিত্রে স্থানে নিজস্পর্শাদপাবিত্র্যমপি কতুং প্রবিশতীতি ভাবঃ ॥

১৪। যন্ত লবেন ছেদেন ব্যাখ্যা লবোহপি লেশোহপি ন ভবতি, যন্ত পরিব্রজ্যে সত্যং সর্বো জনো বিহুনোতি, বিশেষেণোপতপ্তো ভবতি; হুনোতিরয়মকর্মকোহপ্যন্তি;—(৩৩) “দেহি সুন্দরি! দর্শনং মম মন্থথেন হুনোমি” ইত্যাদি শ্রীগীতগোবিন্দাদিদৃষ্টং। তথাভূতান্নখলোমতঃ খলোহন্তো ন মতঃ, ন জাতঃ। যে নখা যানি লোমানি চ ছেদয়িতুমিষ্টানি, তৎস্বরূপ এব খলোহন্তুভূতস্তাক্ষর্যাদিত্যর্থঃ। তমেতাদৃশমবন্ধাঃ স্বতন্ত্রাঃ কিল নিশ্চিতং কে ন সংত্যজেয়ুঃ? যে বন্ধাস্তংপারবশ্যবন্ধনে পতিতাস্ত এব ন ত্যাজেয়ুরিতি। নখলোমাত্রপি কারাগারস্থা এব ন ত্যাজেয়ুরিত্য-
নেনাপি সাধর্ম্যং,—তমিত্যন্ত পুংছনির্দেশো দার্ষ্টান্তিকপক্ষ্যন্তেব প্রাধান্যং। পূর্বত্র তনুভাক্ষকোক্তানাং বিহুয়াং পরকৃত-
কাব্যদোষোক্ত্য। তল্লিষ্ঠরসালঙ্কার-গুণাদি-প্রকাশক্বেন চ ঘটপটাদিনির্ভীতিমরমাত্রাহারকতত্ত্বজ্ঞপাদিপ্রকাশকদীপেন
সাধর্ম্যম্। খলানাং পুনঃ সতোহপি গুণালঙ্কারাদীনাঞ্চ কাব্যলোপচিকীর্ষয়া কেবলদোষাসঙ্গনম্বেব কুর্ভতাং মুখপাণ্যাদি-
সৌন্দর্য্যচ্ছাদক-দেহ-শোষক-নখলোম-সাধর্ম্যমিতি বিবেকঃ। আত্মন ইত্যাদিবিষয়ং সামান্যত এব সাধুনামুস্তম্ব-তারতম্য-
জ্ঞাপকম্। তথা নির্মলয়সীত্যাদিবিষয়ং খলানামধমত্ব-তারতম্যজ্ঞাপকমিত্যেব পশ্চচ্চতুর্ভুজং মধ্যপদ্বয়ানুরোধেন কাব্যপ্রকরণ
এব ব্যাখ্যাতমিতি ॥

১৫। ইমাং চম্পুং “গগনপদ্মময়ী যা সা চম্পুরিতাভিধীয়তে” ইত্যাহাঙ্কলক্ষণাম্। আনন্দানাং বন্দ্যমবতি পালয়তি
তথাভূতঃ নামধেয়ং যন্তাস্তাম্। শ্লেষণ—আনন্দরূপং বন্দ্যবনং বন্দ্যবন-সম্বন্ধিকৃষ্ণচরিত্রক বর্ণনীয়ত্বেন বর্ততে যত্র
তন্মামধেয়ং যন্তাস্তাম্। শ্লেষণ—কর্ণপূর ইতি রসগ্রহাণাং কর্ণবানন্দেন পূরয়তীতি কবিকর্ণপূর ইতি নাম্নো ভগবতা
কৃতত্বাং স্বকথনদোষসহনেনাপি তল্লির্দেশঃ। তত্রাপ্যতিলক্ষ্যয়া কবি-শব্দাপ্রয়োগঃ ॥

১৬। সুসৌরভাণি—দশমস্কন্ধ-সম্বন্ধি-কৃষ্ণচরিত্ররূপত্বেন রম্যাণি,—তত্রাপি বন্দ্যবনীত্বেন সংচিন্তাকর্ষকত্বাৎ ॥

তথাপি তোমার স্পর্শে ভয় হয়।

১৪। যার ছেদনে ব্যাখার লেশমাত্র হয় না, যার বুদ্ধিতে সর্বজনের বিশেষ দুঃখ হয় সেই নখ ও
লোম থেকে খলকে ভিন্ন করে জানা যায় না। পিঞ্জরাবদ্ধ নয় অর্থাৎ মুক্ত এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে
এতাদৃশ খলকে সম্যক্রূপে ত্যাগ না করে।

১৫। রসগ্রাহী জনের মনোবিনোদের জন্ম এবং নিজের আনন্দের জন্ম ‘কর্ণপূর’ নামা আমি
কৃষ্ণচরিত্রে চিত্রিত আনন্দবন্দ্যবনচম্পু নামে এই চম্পু রচনা করলাম।

১৬। পুষ্প যেমনই হোক না কেন গুণেন-কৌশলের মালা বিচিত্র সুন্দর হয়—এর উপর যদি
আবার ঐ পুষ্প সুগন্ধযুক্ত এবং মনোরম হয় তবে আর বলবার কি আছে। (শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধোক্ত
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র এই কাব্যের বিষয় বলে এ সুগন্ধযুক্ত আর সর্বচিন্তাকর্ষক বলে রমণীয়।)

১৭। অস্তি সকলবৈকুণ্ঠসারমপি ন বৈ কুণ্ঠসারম্, বপ্রভূতেশ্বপি নবপ্রভূতেশু চিন্নহঃসু সমুৎপন্নম্, অকৃতকমপি কৃত-কম্, প্রকৃতিসিদ্ধমপি অপ্রকৃতিসিদ্ধম্, অতএব নিত্যভূতমপি অ-নিত্যভূতম্, সুরসার্থ-বহুলমপি সুর-সার্থ-তুল্লভম্; বি-পল্লবৈরপি বিপল্লবস্তাপ্যপদৈঃ, অপ্রসবৈরপি স্প্রসবৈঃ, লীলায়তনৈরপি অলীলা-যতনৈঃ শাখিভিরাকীর্ণম্; মন্দারবহুলমপি অমন্দারম্, বকুলৈরপি নব-কুলৈঃ, তমালৈরপি নত-

১৭। বর্ণনীয়ানাং শ্রীকৃষ্ণদিলাস-মহারহানাং খনিভূতত্বাৎ প্রথমং সপরিবরণং বৃন্দাবনং বর্ণয়তি। অত্র দীর্ঘদীর্ঘেষু গন্তেষু স্বপ্নবোধার্থং বাক্যমধোহপাঙ্গা দেয়াঃ। অতিহ্রদেষু তেষু বহুবাক্যাংস্তেষু কাপি টীকাভাবাদপীতোবমজ্ঞ নাস্তি নিয়ম ইতি। বৃন্দাবনং নাম বনমস্তি, বর্তমানপ্রয়োগোহস্তি নিত্যত্ববোধকঃ; সকলেভ্যো বৈকুণ্ঠেভ্যঃ সারং শ্রেষ্ঠমপি ন বৈ কুণ্ঠসারং ন বৈ নিশ্চিতং কুণ্ঠঃ সারো বলং যন্ত তৎ। সত্যপি মহতা পরমৈশ্বর্যেণ ন কুণ্ঠীভূতং মহামাধুর্যরূপং বল-মন্ত্যত্যাঃ। এবমাদিষু শব্দমাত্রৈণৈব বিরোধাবিরোধোভাস ইতি। বপ্রভূতেশু কেদাররূপেষু চিন্নহঃসু সমুৎপন্নমিতি প্রতীতিমাত্র-জ্ঞাপনায়, বস্তুতস্ত অনাদিসিদ্ধমেব; ‘পুংনপুংসকয়োর্বপ্রঃ কেদারঃ ক্ষেত্রম্’ ইত্যমরঃ। চিন্নহসামপি জাতি-পরিণামাভ্যামুৎকর্ষমাহ—নবানি নিত্যনবনবোক্তাসমানানি চ,—অনুরাগবিবর্তনমত্বাৎ, প্রভূতানি প্রচুরতমানি চ, পরিপূর্ণতমত্বাৎ, তেষু। অকৃতকমকৃত্রিমম্ কৃতকং কৃতং কং স্তৃষ্ণং যেন তৎ, প্রকৃত্য স্বভাবেন স্বরূপশক্তিব সিদ্ধম্, ন চ প্রকৃত্য মায়াশক্ত্যা সিদ্ধম্; অকারো বিষ্ণুস্তস্য নিত্যরূপাণি ভূতানি প্রাণিনঃ পৃথিবাদীন বা যত্র তৎ; ‘যুক্তে স্মাদাবুতে ভূতং প্রাণ্যতীতে সমে ত্রিযু’ ইত্যমরঃ। শোভনা রসা আশ্বাদা যেষাং তথাভূতৈরর্থৈঃ ফলাদিবস্তুভিঃ শৃঙ্গারাদিরসৈবা বহুলম্। সুরাণাং দেবানাং সার্থৈঃ সমুৎপন্নম্; ‘সমুৎপাদৌ তু জন্তুভিঃ’ ইত্যমরঃ। শাখিভির্বক্ষেরাকীর্ণং ব্যাপ্তম্। কীদৃশৈঃ? বিশিষ্টাঃ পল্লবা যেষাং তৈঃ, বিপদাং লবস্ত লেশস্তাপ্যপদৈঃ, ন বিজ্ঞতে প্রসবো জন্ম যেষাং তৈঃ, নিত্য-সিদ্ধত্বাৎ, শোভনাঃ প্রসবাঃ পুষ্পফলাদয়ো যেষাং তৈঃ, ‘প্রসবস্ত ফলে পুষ্পে বৃক্ষাণাম্’ ইতি বিশ্বঃ। লীলানামায়ত-

শ্রীবৃন্দাবন :

১৭। নিখিল গুণবৃন্দের পালক শ্রীবৃন্দাবন নামক যে বন আছে তাঁর তত্ত্ব-রূপ-গুণের বর্ণন হচ্ছে— এই বন ‘সকলবৈকুণ্ঠসারমপি’ অর্থাৎ ঐশ্বর্যে সকল বৈকুণ্ঠের শ্রেষ্ঠ হয়েও ‘ন বৈকুণ্ঠসারম্’ অর্থাৎ মহামাধুর্য-মর্যাদায় নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত নয়, ‘বপ্রভূতেশ্বপি’ অর্থাৎ ক্ষেত্রস্বরূপ চিৎশক্তির তেজে সর্বশোভা সম্পদের সহিত উৎপন্ন হয়েও (এইরূপ প্রতীতি হলেও বস্তুতস্ত অনাদিসিদ্ধ) ‘নবপ্রভূতেশু’ অর্থাৎ নিত্য নবনবায়মান এবং পরিপূর্ণতম ভাবে উদ্ভাসিত, ‘অকৃতমপি’ অর্থাৎ অকৃত্রিম হয়েও ‘কৃতকম্’ অর্থাৎ সুখদাতৃ, ‘প্রকৃতিসিদ্ধমপি’ অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয়েও ‘অপ্রকৃতিসিদ্ধম্’ অর্থাৎ মায়াশক্তি দ্বারা নির্মিত নয়, অতএব ‘নিত্যভূতমপি’ অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ হয়েও ‘অ-নিত্যভূতম্’ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদের আবাসভূমি বা অপ্রাকৃত ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূতের আকরভূমি, সুন্দর স্বাচ্ছ ফলাদি বস্তু অথবা শৃঙ্গারাদি সরসবস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ বটে—কিন্তু এই বন দেবতাগণের তুল্লভ, —বিশিষ্ট পল্লবের দ্বারা শোভিত বৃক্ষের দ্বারা আচ্ছন্ন হলেও এই বনে লেশমাত্র বিপদের সম্ভাবনা নাই, নিত্যসিদ্ধতা বশতঃ এই বৃক্ষের জন্ম না থাকলেও এ সুন্দর পুষ্প-ফলাদিতে পূর্ণ, ‘লীলায়তনৈরপি’ অর্থাৎ এই বৃক্ষ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী হয়েও ‘অলীলা-যতনৈঃ’ অর্থাৎ যত্নাভাবেও মূলভ ভ্রমর গুঞ্জন মুখরিত শাখা দ্বারা আচ্ছন্ন, ‘মন্দারবহুলমপি’ অর্থাৎ বহু বহু কল্পবৃক্ষে আচ্ছন্ন হলেও এখানে ‘অমন্দারম্’ অর্থাৎ উত্তম জনেরই গমন-ভাগ্য হয়, নবীন

মালৈরুপশোভিতম্ ; কিং বহ্না ?—ভগবদ্বপুর্বি উজ্জ্বলমাণ-মন্মথকরজলেখা-রক্তচন্দনধবলকুচপ্রিয়ালতালী-
ভৃঙ্গরূপং পুরুকরণঞ্চ ; মুনিমণ্ডলমিব শাণ্ডিল্য-লোমশাদি-সহিতম্, উপনত-বানপ্রস্থগণঞ্চ, গায়ত্রীজপাকুলি-
তঞ্চ ; সমরস্থলমিব অগ্নানবাণকরবীরকুলাকুলিতম্, চর্ম্মিনির্ম্মিতক্রীড়ঞ্চ পীলু-পরিবৃতঞ্চ ; কুরুপাণ্ডবায়ো-

নৈর্গৃহরূপৈরলীনাং ভ্রমরাণামিলা বাচস্তাসামযতনং যত্নাভাবঃ সৌলভ্যং যত্র তৈঃ ; “গোভূবাচস্বিড়া ইলা” ইত্যমরঃ ।
মন্দারৈর্দেবতরুভির্বহলম্ ; অমন্দানামুত্তমানামেব আরো গমনং যত্র তৎ ; ‘ঋগতো’ ষপ্রত্যয়ঃ । নবকূলৈর্নূতনসমূহৈঃ ;
নতানত্রা মালা শ্রেণী যেষাং তৈঃ । উজ্জ্বলমাণেন উল্লঙ্ঘ্যতা মন্থথেন কামেন হেতুনা যাঃ করজলেখা নখলেখান্তাভী-
রক্তৌ চন্দনেন ধবলৌ কূর্চৌ যাসাং তাঃ প্রিয়া এব লতাল্যাস্তাসু ভৃঙ্গরূপম্ । পক্ষে—উজ্জ্বলমাণং প্রকাশমানং মন্থথা-
দীনাং বৃক্ষভেদানাং রূপং সৌন্দর্য্যং যত্র তৎ । তত্র মন্থথঃ কপিথঃ, করজলেখা করঞ্জশ্রেণী, রক্তচন্দনধর্বো প্রসিক্তো,
লকুচো ডেহঅ ইতি খ্যাতঃ । অত্র কচিদপত্রং শভাষা প্রায়ো গোড়ীয়ানামেব লিখাতে—তালী তাড়ীপত্র ইতি খ্যাতঃ,
“ভৃঙ্গং গুড়বৃক্” ইতি, “কপিথে স্যাদধিখপ্রাহি-মন্থথাঃ”, “করজশ্চ করঞ্জকে”, “লকুচো নিকুচো ডহঃ”, “রাজাদনং
প্রিয়ালঃ স্ত্যং”, “তালী ঞ্জুরী চ তৃণক্রমাঃ”, “অকপতমুংকটং ভৃঙ্গম্” ইত্যমরঃ । পুরুকরণং বহুরূপায়ুক্তং বহুরূপ-
বৃক্ষযুক্তঞ্চ । ইত্যেবমাদিষু উজ্জ্বলমাণেত্যাদি-শব্দমাত্র-সাম্যেনৈবোপমা, ‘সবলফলং পুরমেতজ্জাতং সংপ্রতি সিতাং শু-
বিশ্বমিব’ ইত্যাদিবদ্বিরোধাভাস ইব উপমাভাসোহস্মিতি কশ্চিৎ । শাণ্ডিল্যোতি স্পষ্টম্ । পক্ষে—শাণ্ডিল্যো
বিদ্বতরুঃ, লোমশা জটামাংসী ; “বিধে শাণ্ডিল্যশৈলূষ্যো” ; “জটামাংসী জটীলা লোমশা মিসী” ইত্যমরঃ । বানপ্রস্থ-
শ্রুতীয়াশ্রমী, মহঅ ইতি খ্যাতো মধুকশ্চ ; “মধুকে তু গুড়পুষ্প-মধুকর্ম্মো, বাণপ্রস্থমধুগীলো” ইত্যমরঃ । গায়ত্রীতি স্পষ্টম্
পক্ষে—গায়ত্রী খদিরঃ, জপা গুড়পুষ্পম্, “গায়ত্রী বালতনয়ঃ খদিরো দন্তধাবনঃ”, “গুড়পুষ্পং জবা” ইত্যমরঃ । সমরস্থলং
যুদ্ধস্থানম্, অগ্নানবাণযুক্তঃ করো যশ্চ তথাভূতেন বীরকুলেন আকুলিতং ব্যাপ্তম্ । পক্ষে—অগ্নানাদীনাং কুলেন ব্যাপ্তম্ ;
“অগ্নানস্ত মহাসহা” “নীলা ঝিক্টীদ্বয়োবাণা” ইত্যমরঃ । চর্ম্মিভির্ষোধবিশেষৈঃ কর্তৃভির্ভূর্জবৃক্ষৈঃ করণৈশ্চ নির্মিতা
ক্রীড়া যত্র তৎ ; “ভূর্জে চর্ম্মিমুদ্বৃচো” ইত্যমরঃ । পীলুইহুতী বৃক্ষভেদশ্চ ; “ক্রমপ্রভেদমাতঙ্গকাণ্ডপুষ্পাণি পীলবঃ” ইত্যমরঃ ।
আয়োজনং যুদ্ধম্, গাঙ্গেয়শ্চ ভীষ্মশ্চ অরুক্ষরা ব্রণকরা যেহজুনশরাস্তৈঃ পরিপূর্ণম্ ; “ব্রণোহজ্জিয়ার্মর্মকঃ” ইত্যমরঃ ।
পক্ষে—গাঙ্গেয়ং স্বর্ণম্, তন্মামা “নাগকেশরঃ, অরুক্ষরো ভ্রাজাতকী, অজুনশরো প্রসিক্তো, “নাগকেশরঃ কাঞ্চনাহরঃ”,
“বীর-বক্ষোহরুক্ষরোহয়িমুখী ভ্রাজাতকী ত্রিষু” ইত্যমরঃ । শিখণ্ডী ক্রপদ-পুত্রঃ ; পক্ষে—ময়ূরঃ ; যদা, শিখণ্ডি-পদেন

পত্রপুষ্পে সজ্জিত বকুল এবং বিনত্র তমালশ্রেণীতে সুশোভিত এই বন ।

আর বেশী বলবার কি আছে ? প্রবল কামের তাড়নে পীড়িত জনের নখরেখাতে রক্তবর্ণ এবং
চন্দন লেপনে স্বেতবর্ণ স্তনসমন্বিত লতারূপা প্রিয়ায় শ্রীকৃষ্ণের বপু যেমন ভৃঙ্গরূপে উদ্ভাসিত তেমনি এই
বন উজ্জ্বল কদবেল-করঞ্জশ্রেণী-রক্তচন্দন-ধব-ডেহুয়া-পিয়াল-তাল-দারুচিনি প্রভৃতি বৃক্ষের সৌন্দর্যে
উদ্ভাসিত, তথা শ্রীকৃষ্ণ যেমন অপার করণায় মগ্নিত তেমনি এই বন বহু করণ বৃক্ষে আচ্ছাদিত,
মুনিমণ্ডল যেমন শাণ্ডিল্য লোমশাদি মুনিতে অলঙ্কৃত তেমনি এই বন বেল-জটামাংসী-মহুয়া বৃক্ষসমন্বিত
এবং খদির-জবা বৃক্ষে আকীর্ণ,—যুদ্ধস্থল যেমন শানিত বাণে সজ্জিত বীরসমূহে আকীর্ণ ঢালধারী
সৈন্যের ক্রীড়ায় আমোদিত এবং হস্তীদ্বারা বেষ্টিত তেমনি এই বন্দাবন মহাসহা-বিষ্টি এবং করবীর বৃক্ষে
আচ্ছন্ন-চর্ম্মিবৃক্ষাখার নৃত্যে আমোদিত এবং পিলু বৃক্ষে আকীর্ণ,—কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ যেমন ভীষ্ম-অঙ্গে
ব্রণকারী অর্জুনের শরে আচ্ছন্ন এবং ক্রপদরাজপুত্র শিখণ্ডিসমন্বিত তেমনি এই বন্দাবন নাগকেশর

ধনমিব গাঙ্গেয়ারুক্ষরাজুর্ন-শরপরিপূর্ণং, শিখণ্ডিমণ্ডিতঞ্চ; স্বমিব নিরন্তরশোকাতিমুক্তপুরুষপ্রায়ম্; নিরন্ত-
রালবিরাজমানজ্যোতিশ্চক্রমপি অবিকর্তনম্, অনিশেশম্, অর্ভোমম্, বিবুধম্, অজীবম্, অকবিগম্যম্,
অমন্দম্, বিকেতু, বিতমঃ, নিস্তারকম্; স্বতেজসা তু সূভাসং সুপীযুষকিরণং স্তম্ভলং সুবুধং সুজীবং

কথঞ্চিদুজ্জ্বায়ুথিকদোরপ্যভিধানম্; “সুজ্জায়াং সুধীকায়াং শিখণ্ডিনী” ইতি বিশ্বঃ। স্বমিব বৃন্দাবনমিব নিরন্তরং সদা
অশোকাঃ শোকরহিতাঃ, অতিমুক্তা মুক্তানতিক্রান্তা ভক্তা যেনপুরুষান্তংপ্রায়ম্; “প্রায়ো ভূয়ান্তগমনে” ইত্যমরঃ।
পক্ষে—নিরন্তরা নিরবকাশা নিবিড়া ইতি যাবৎ। অশোকা অতিমুক্তা মাধবীলতা পুরুষাঃ পূন্নাগাস্তংপ্রায়ম্; অতিমুক্তঃ
পুণ্ড্রকঃ স্তাধাসন্তী মাধবীলতা। পূন্নাগে পুরুষস্তুঃ” ইত্যমরঃ। নিরন্তরালং নিবিড়ং যথা ভবতোবংবিরাজমানং
জ্যোতিশ্চক্রং যত্র তথাভূতমপি অবিকর্তনং সূর্যরহিতম্, অনিশেষং চন্দ্ররহিতমিত্যাদীতোবমর্থমুদ্ভাব্য বিরোধঃ; বস্তুর্থশ্চ—
নিবিড়ং বিরাজমানং জ্যোতিষাং কাস্তীনাং চক্রং সমূহো যন্ত তৎ; যদা, নিরন্তরং সদা অলবি লবচ্ছেদস্তুদ্রহিতং কেনাপা-
নাশ্রমিতার্থঃ। তত্রত্যানামচ্ছেদকমিতি। রাজমানজ্যোতিঃ প্রদীপ্ততেজস্বং চক্রং সুদর্শনাখ্যং যত্র তৎ, (গোং ৩। উ.
৩০) চক্রেণ রক্ষিতা মথুরা” ইতি শ্রুতেঃ। যদা, নিরন্তরমেব অলবিরাজমানং রবিনা বিনৈব রাজমানমিত্যর্থঃ,—বলয়ো-
রেকত্বস্মরণাং; জ্যোতিশ্চক্রং প্রকাশমণ্ডলং যত্র তৎ। অবিকর্তনেত্যাদি সূর্যচন্দ্রাদিরহিতমিত্যেবোহর্থোহত্রাপি পক্ষে
সঙ্গমনীয়ঃ;—(শ্বেং ৬।১৪) “ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকে”, (গীং ১৫।৬) “ন তদ্ভাসয়তে সূর্যঃ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ।
কবিঃ শুক্রঃ, মন্দঃ শনিস্তমো রাহঃ। অর্থাস্তরঞ্চ—ন বিগৃহে বিশেষণ কর্তনং কালাদিভিন্নাশো যত্র তৎ, অনিশমেব
ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণো যত্রানিশমীষ্ট ইতি বা, অর্ভোমং ন ভূমিবিকারঃ, অপ্ৰাকৃতত্বাং, বিশিষ্টা বুধা বিজ্ঞা যত্র তৎ; অজীবম্—
অবিদ্যাবৃতপুরুষরহিতম্; অকবিগম্যং ন কবেঃ পণ্ডিতস্তাপি গম্যম্, দৃষ্টেয়ত্বাং। অমন্দমুক্তমং বিকেতু উৎপাতাদিচিহ্ন-
রহিতম্; “কেতুদ্যুতৌ পতাকায়াং গ্রহোৎপাতাদিলক্ষ চ” ইতি বিশ্বঃ। বিতমো বিগতমোগুণম্, নিস্তারকং
নিস্তারকত্বং। নয়গদদেশবস্ত্রাদপি সূর্যাদয়ঃ প্রতীয়ন্ত এবোত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বতেজসেত্যাদি। স্বকাস্ত্যা তু সূভাসদিতি
স্বীয়চিহ্নপ্রকাশবিশেষময়ত্বাদপ্ৰাকৃত্য এব সূর্যাদয়ঃ প্রাকৃত্য ইব প্রতীয়ন্তে, শ্রীকৃষ্ণস্ত নরলীলত্বং তৎপরিষ্কারাং
তেষামপি তথাতথালীলমিত্যর্থঃ। তথা হ্যস্তং শ্রীমংক্ষেপভাগবতায়ুতে—(১।৭২২) “প্রাকৃতভোয়া গ্রহেভ্যোহন্তে চন্দ্র-

ভল্লাতকী-অজুর্ন-শরাদি বৃক্ষে আচ্ছন্ন এবং ময়ূরের দ্বারা শোভিত—এই বন যেমন সদা শোকরহিত মুক্ত-
পুরুষ থেকেও শ্রেষ্ঠ প্রেমিকভক্তকুলের নিবাসভূমি তেমনই অশোক-অতিমুক্ত (মাধবীলতা)-পুরুষ
(পূন্নাগ) প্রভৃতি বৃক্ষে আকীর্ণ।

যতপি এই বৃন্দাবনে জ্যোতিশ্চক্র ঘনিষ্ঠভাবে বিরাজমান তথাপি এখানে কিন্তু প্রাকৃত সূর্য-চন্দ্র-
বুধ-বৃহস্পতি-শুক্রে শনি-কেতু এবং তারকার স্থান নাই। (বাস্তবার্থ—সুদর্শনচক্রের দ্বারা এই বৃন্দাবন
রক্ষিত, এঁর জ্যোতি নিরন্তর প্রকাশমান, আর এঁর জ্যোতিতে এই বৃন্দাবন প্রকাশিত।) (অবিকর্তন)
কালাদির দ্বারা এই বন নষ্ট হয় না, (অনিশেষম্) এই বনে শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর ত্রীড়া করে থাকেন,
(অর্ভোমম্) এই বন ভূমিবিকার নয়, (বিবুধম্) এই বনে বিশিষ্ট বিজ্ঞজন বাস করে থাকেন, (অজীবম্)
অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষরহিত এ বন, (অকবিগম্যম্) পণ্ডিতেরও অগম্য এ বন, (অমন্দম্) এ বনে মন্দ কিছু
নাই, (বিকেতু) উৎপাতাদিচিহ্নরহিত এ বন, (বিতমঃ) এ বন তমগুণরহিত, (নিস্তারকম্) এ বন সকল
জীবের নিস্তারক। যদি কেহ বলেন এই তো অগদদেশের মতই শ্রীবৃন্দাবনেও সূর্যাদি দেখা যাচ্ছে, এর

সুকবিগম্যং সুভানবং সুকেতু স্তমঃ স্তারকম্; ভূবিশেষকমপি ন ভূবিশেষকম্, সদা সক্ষণমপি ক্ষণ-
রহিতম্, ব্যাপকমপি নব্যাপকং কক্ষন নিখিলগুণবৃন্দাবনং বৃন্দাবনং নাম বনম্ ॥

১৮ । যত্র হি -- কচিন্মরকতস্থলী কনকগুণবীরুদ্ধ্রমাঃ, কচিং কনকবীথিকা মরকতস্ত বল্লাদয়ঃ ।

কচিং কমলরাগভূক্ষটিক-গুণবীরুদ্ধ্রমাঃ, কচিং ক্ষটিকবাটিকা-কমলরাগবল্লাদয়ঃ ॥

সূর্যাদয়োঃ গ্রহাঃ । লীলাস্বরূপভূয়ন্তে তথাপি প্রাকৃত্য ইব ॥” ইতি । সুভানবং শোভনো ভাষ্যপুত্রঃ শনির্যত্র তৎ ।
সুভান্বদিতাদীনাং পূর্ববদর্থান্তরঞ্চ । সুভান্বং শোভনচ্ছবিযুক্তম্, শোভনাঃ পীযুষময়াঃ কিরণা অংশবো যত্র তৎ,
শোভনাভিভাভিঃ কান্তিভির্নবম্, সুকেতু শোভনপতাকম্, স্তমঃ শোভনং সুখদায়ি তমোহক্ষকারো যত্র তৎ, ব্রজাঙ্গনানাং
কৃষ্ণাভিসারসাহায্যকারিত্বাৎ শোভনং তারকং মোক্ষদায়কশক্তিবিশেষো যত্র তৎ । ভূবঃ পৃথিব্যা বিশেষকং তিলকরূপম্;
“তমালপত্রতিলকচক্রকাণি বিশেষকম্” ইত্যমরঃ । ন ভূবিশেষকং প্রাকৃত্যো ভূমিশেষো ন তদিত্যর্থঃ । ‘স্বার্থিকাঃ
প্রকৃতিতো লিঙ্গবচনাত্ত্বিবর্তন্তে’ ইতি কল্পস্তম্ ক্রীবত্বম্ । অয়মর্থঃ ।—যথা মহাবৈকুণ্ঠনাথগুণশিনোহপি শ্রীকৃষ্ণস্ত
নরলীলত্বম্, তথা তদ্বায়ে বৃন্দাবনস্তাপি মহাবৈকুণ্ঠাগুণশিভেহপি ভূবিশেষলীলত্বম্, অতএব ভূতিলকায়মানত্বম্; বস্তুতঃ
সিদ্ধান্তেহপি শ্রীকৃষ্ণস্ত নরাকৃতিত্বেহপি ন প্রাকৃতনরত্বং যথা তথা বৃন্দাবনস্তাপি ভূবিশেষাকৃতিত্বেহপি ন প্রাকৃত-
ভূমিশেষত্বমিতি । এতদেবাস্ত বৈকুণ্ঠতো বৈলক্ষণ্যং যদ্যুগপদেব বাস্তবমিথোবিরোধিধর্মদ্বয়াশ্রয়ত্বেনাকৃতকত্বেহপি
কৃতকত্বম্, ক্ষণরাহিত্যেহপি ক্ষণসাহিত্যত্বম্, পরিচ্ছিন্নত্বেহপি ব্যাপকত্বমিত্যেবং প্রায়ঃ সর্বত্রৈবার্থান্তরং বিনৈব
সিদ্ধান্তবিশেষ-প্রতিপত্তৌ ব্যাখ্যায়মিতি । সক্ষণং সোৎসবম্, ক্ষণেন বিকারহেতুকালেন রহিতম্ । যদা, নির্ব্যাপার-
স্থিতিরহিতম্, “নির্ব্যাপারস্থিতৌ কালবিশেষোৎসবয়োঃ ক্ষণঃ” ইত্যমরঃ । ব্যাপারোহত্র ভগবল্লীলা এব, নব্যস্ত স্তব্যস্ত
বস্তুনঃ প্রেমণঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত বা আপকং প্রাপকম্; গু স্তব্যাবিত্যস্ত রূপম্ । নিখিলগুণবৃন্দস্ত অবনং পালনং যত্র তৎ ॥

১৮ । বর্গবৈবিধ্যাদৌচিত্যেন সৌন্দর্যবৈচিত্রীমাহ—কচিন্মরকতমণিময়ী স্থলী অকৃত্রিমভূমিঃ, তত্র কনকময়া
গুণলতাক্রমাঃ সন্তীতার্থঃ । পূর্বোক্তস্বাস্তীত্যস্ত বচনবিপরীণামেনাপাছুষঙ্গঃ । এবমগ্রেহপি যথাসম্ভবং জ্ঞেয়ম্ ।
কনকবীথিকা কনকময়ী বত্মভূমিঃ; যদা, কচিৎকনকমো কনকপঙ্ক্তিঃ স্বর্গশ্রেণ্যেব, ন তু মুক্তিকাপুঞ্জস্তত্রৈব মরকতস্ত
বল্লিগুণাক্রমাঃ ॥

উত্তরে বলা হচ্ছে—স্বীয় চিংশক্তিপ্রকাশ-বিশেষময় বলে যা বস্তুতঃ পক্ষে অপ্রাকৃত্যই তাই প্রাকৃতের মত
প্রতীতি হচ্ছে, এই বৃন্দাবন নিজের তেজে উজ্জ্বল—শোভন সূর্য, শোভন চন্দ্রমা, শোভন মঙ্গল, শোভন
বুধ, শোভন বৃহস্পতি, শোভন শুক্র, শোভন শনি, শোভন কেতু, শোভন রাহু এবং শোভনা তারকা-
রাজ্যে অলঙ্কৃত,—‘সক্ষণমপি’ অর্থাৎ উৎসবময় হয়েও ‘ক্ষণরহিতম্’ অর্থাৎ বিকারের কর্তা কালরহিত
এই বন, এই বন সর্বব্যাপক হয়েও পরিচ্ছিন্নের মত দেখতে (অথবা নব্য+আপক্ অর্থাৎ স্তব্য বস্তু কৃষ্ণের
প্রাপক),—উপর্যুক্তরূপ নিখিল গুণবৃন্দের পালক বৃন্দাবন নামক এই বন ।

১৮ । এখন নানা বর্ণোচিত সৌন্দর্যবৈচিত্রী বলা হচ্ছে—কোথাও মরকতমণিময়ী অকৃত্রিম
ভূমিতে কনকময় গুণ-লতা-বৃক্ষ শোভা পাচ্ছে, কোথাও স্বর্ণময়ী পথে মরকতমণির লতাশি শোভা পাচ্ছে,
কোথাও পদ্মরাগমণির ভূমিতে ক্ষটিকমণিময় গুণ-লতা-বৃক্ষ শোভা পাচ্ছে, কোথাও বা আবার ক্ষটিক-
মণিময়গৃহে পদ্মরাগমণির লতাশি শোভা পাচ্ছে ।

১৯। কিঞ্চ, কচিৎকরকতক্রমাঃ কনকবল্লিভিবেল্লিতাঃ
কচিৎ কনকপাদপা মরকতস্ত বল্লীজুষঃ।
কচিৎ স্ফটিকভূরুহাঃ কমলরাগবল্লীভূতা
ক্রমাঃ কমলরাগজাঃ স্ফটিকবল্লিভাজঃ কচিৎ ॥

২০। যত্র চ— ন সোহস্তি মণিভূরুহো বিবিধরত্নশাখো ন যঃ
সুচিব্রমণিপল্লবা ন খলু যা ন শাখাশ্চ তাঃ।
ন তেহপি মণিপল্লবা বিবিধরত্নপুষ্পা ন যে
ন পুষ্পনিকরোহপ্যসৌ বিবিধগন্ধবন্ধূর্ন যঃ ॥

২১। যত্র চ— বিহারমণিপর্বতপ্রকরতঃ পতন্তি মণি- , অর্থাৎ বৈরিব সুন্দরনির্মিতৈঃ স্মরিতস্ততঃ পুরিতা।
স্থলস্থলরুহাং মণীতরমণীভিরাকল্লিতা, তথা মণিপতত্রিভির্বিলাসিতালবালাবলী ॥

১৯। ন কেবলং ভূমিক্রমাংস্তেবেব পরমোচিতেন পরস্পরবিজাতীয়বর্ণ-রত্নময়তয়া সৌন্দর্য্যাম্, কিন্তু পরস্পর-
মিলিতযৌব্বৃক্ষবল্লোরপীত্যাহ—কচিদিতি। বেগ্নিতা ব্যাখ্যাঃ “বেগ্নিতং কুটিলে প্রোক্তং বাচ্যবদ্বিধুতে গুণে” ইতি
বিশ্বঃ। এবমাত্র পূর্বোক্তা বক্ষ্যমাণাশ্চ বৃক্ষজাতয় এব কাশ্মিরকতাদিমণিময়াঃ কেবলং পত্রাকৃতি-স্বল্পবিজ্ঞাসাদিভিঃ
পরিচায়ন্তে, কাশ্মিন স্বরূপেণাপি স্থিতা জ্ঞেয়াঃ,—ভগবতো বিচিত্রলীলোপয়িকত্বাৎ। অতএব কচিৎ কচিদিতি শব্দপ্রয়োগঃ।
ন চৈবমাদীনামেতাদৃশত্বস্ত কবিবর্ণনামাত্র-প্রমাণত্বং বাচ্যাম্,—বহুতর-পুরাণাগম-সংহিতা-শ্রুতিভিরপ্যেবমেবোক্তত্বাৎ।
কিন্তু তথাভূতেন কদাচিৎ কৈশিকদৃশতে ন দৃশতে চেত্যাди শ্রবকান্তে সপ্তমাংশং বাধ্যাস্তত ইতি ॥

২০। অর্থেকশ্মিরপি বৃক্ষে তথা বর্ণবৈচিত্রীমাহ—স মণিভূরুহো নাস্তি, বিবিধরত্নময়াঃ শাখা যন্ত তথাভূতো যো
ন স্তাৎ, তাশ্চ শাখা ন সন্তি, সুচিত্রা বহুবর্ণা মণিময়াঃ পল্লবা যাসু তথাভূতা যা ন স্তাঃ, তেহপি বিচিত্রা মণিপল্লবা ন
সন্তি, যে বিবিধরত্নময়পুষ্পা ন স্তাঃ, অসৌ পুষ্পনিকরোহপি নাস্তি, বিবিধা মালত্যাди-গন্ধা এব সজাতীয়ত্বাৎ বন্ধবো
যন্ত তথাভূতো যো ন ভবতি, বিবিধানাং গন্ধানামাশ্রয়রূপত্বাদবন্ধুনিতি বা ॥

২১। যেসু বৃক্ষেসু আলবালানামাবলী অস্তি। কীদৃশী? স্থলানাং স্থলরুহাং বৃক্ষাণাঞ্চ মণিভা ইতরমণিভিরা
সম্যক্ কল্লিতা নির্মিতা; বিহারসম্বন্ধি-মণিময়পর্বতানাং প্রকরতো গলন্তিমণিভিবৈরিব সুন্দরনির্মিতৈঃ পুরিতা ॥

১৯। আরও, কোথাও মরকতমণিবৃক্ষ কনকলতায় ছেয়ে আছে, কোথাও কনকবৃক্ষ মরকতমণি-
লতায় আলিঙ্গিত হয়ে আছে, কোথাও স্ফটিকবৃক্ষ পদ্মরাগলতায় আলিঙ্গিত হয়ে আছে, কোথাও আবার
পদ্মরাগমণিময়-বৃক্ষ স্ফটিকলতার দ্বারা সেবিত হচ্ছে।

২০। এরপর একই বৃক্ষে পূর্বপ্রকার বর্ণবৈচিত্রী বলা হচ্ছে—এই বৃন্দাবনে তেমন মণিময়-বৃক্ষ
একটিও নাই যা'র শাখা বিবিধ রত্নময়ী নয়, সেরূপ শাখা একটিও নাই যা' বহুবর্ণা মণিময়-পল্লবসম্বিতা
নয়, তেমন মণিপল্লব একটিও নাই যা নিঃশব্দ ॥

২১। এই বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষমূলবেষ্টিত যে জলাধার আছে তা' শ্রীকৃষ্ণবিহার-সম্বন্ধী মণিময়-পর্বতমালা
থেকে প্রবাহিত গলিত মণিজলের মতো সুন্দর নির্ঝরের দ্বারা চতুর্দিক থেকে স্রবৎ পূর্ণ হতে থাকে; এই
জলাধার স্থলমণি-বৃক্ষমণি এবং অশ্রুমণি দ্বারা স্রষ্ট্রমে নির্মিত, তথা মণিময় পক্ষীদ্বারা সুশোভিত।

● রত্নপুষ্পে ভরা নয়, তেমন পুষ্পও একটিও নেই যা বিবিধ সৌরভের বন্ধু নয়।

২২। যেহমী তরবঃ পরমেষ্ঠিন ইব স্বয়ম্ভুবঃ, বৃজটয় ইব সুজটাঃ; তরণয় ইব সুচ্ছায়াঃ; সনকাদয় ইব সদাবালাঃ; চন্দ্রা ইব সমাঙ্খাদিপাদাঃ; ধমুভূত ইব সুবলিতকাণ্ডাঃ; বিলাসিন ইব সুবঙ্কলাঃ; সুরসৈনিকা ইব সদাচ্ছবিশাখাঃ; কাণ্ডা ইব যোধা ইব সুপত্রাঃ; স্বর্গা ইব বর্ষা ইব বিলসৎসুমনসঃ; কর্মযোগা ইব শরা ইব অব্যভিচারিফলা অবীজসমুৎপন্না অনারোপিতশ্রেণীবন্ধা অপরিপালিতবর্দ্ধিতা অনতিভিক্তস্নিগ্ধা অসময়-

২২। স্বয়মেব ভবন্তীতি স্বয়ম্ভুঃ; তরুপক্ষে—জটা জড় ইতি খাতঃ; “শিকাজটে” ইত্যমরঃ; তরণয়ঃ সূর্য্যঃ; ছায়া কান্তিঃ; পক্ষে—আতপাভাবশ্চ; সন্তি শোভনানি আলবালানি যেষাং তে; আঙ্খাদিনঃ পাদাঃ কিরণাঃ অঙ্গায়শ্চ যেষাং তে; “পাদা রশ্ম্যজ্জি তুর্ঘাংশাঃ” ইত্যমরঃ; কাণ্ডা বাণাস্তরুশরীরেষ্টয়শ্চ, স্তম্ভ বলন্তাঃ কলাশ্চতুঃষষ্টিসংখ্যা যেষাম্; ক্রিবন্তো বল-ধাতুঃ; সদা অচ্ছবি নির্মলো বিশাখঃ কান্তিকৈয়ো যত্র, পক্ষে—সদাচ্ছবিঃ কান্তির্বাগ্ন তথাভূতাঃ শাখাঃ যেষাম্। সুপত্রাঃ, কাণ্ডপক্ষে সুপক্ষাঃ, যোধপক্ষে সুবাহনঃ, বৃক্ষপক্ষে সুদলাঃ; “পত্রং বাহনপক্ষয়োঃ পত্রং পলাশং হৃদনম্” ইত্যমরঃ; সুমনসো দেবাঃ, মালত্যাঃ পুষ্পাণি চ; “সুমনসদ্বিদিবেশা দিবৌকসঃ”, “সুমনা মালতী জাতিঃ”, “দ্বিয়ঃ সুমনসঃ পুষ্পম্” ইত্যমরঃ; ন ব্যভিচারীণি ফলানি, কর্মযোগপক্ষে—অদৃষ্টানি, শরপক্ষে লোহময়প্রাণি, বৃক্ষপক্ষে শস্ত্রানি যেষাং তে; “লাভে সস্ত্রে শরাগ্রে ব্যাঠৌ চ ফলকে ফলম্” ইতি শাস্ত্রতঃ; বীজং বিনৈব সমুৎপন্নাঃ,—কর্মণামনাদিহামূলবীজজ্ঞেয়ভেদাভাবাৎ; শরাণাং বাণানামপি শরবৃক্ষোদ্ভবত্বান্তেনৈক্যম্, ততশ্চ তেষাং চ বীজং

শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ :

২২। এই বৃন্দাবনে যে সব বৃক্ষ আছে—তারা ব্রহ্মার মতো স্বয়ম্ভু অর্থাৎ স্বয়ংই উৎপন্ন, শিবের মতো সুন্দর জটাদারী, সূর্য যেমন উজ্জ্বল কান্তিমগ্ন তেমনই এই সব বৃক্ষ শীতল ছায়াযুক্ত, সনকাদি যেমন সদা বালকরূপে স্থিত তেমনই এই বনের বৃক্ষ সদা আলবালসমন্বিত, চন্দ্র যেমন সদাই আনন্দপ্রদ কিরণসমন্বিত তেমনই এই বৃক্ষ সদা আনন্দপ্রদ মূলসমন্বিত, ধমুধারী যেমন বানের দ্বারা সজ্জিত তেমনই এই বৃক্ষ সুবলিত স্কন্ধসমন্বিত, বিলাসিজন যেমন চৌষটি কলায় পারঙ্গত তেমনই এই বৃক্ষ সকল সুন্দর বঙ্কলে শোভিত, সুরসৈনিক যেমন সদা (অচ্ছ) নির্মল চরিত্র (বিশাখাঃ) কান্তিকসমন্বিত তেমনই এই সব বৃক্ষও সদা (অচ্ছবি) কান্তিমান (শাখাঃ) শাখাসমন্বিত, (কাণ্ড) বান যে প্রকার (পত্রাঃ) নীচে সুন্দর পাখীর পালকসমন্বিত এবং যোদ্ধা যে প্রকার সুন্দর (পত্রাঃ) বাহনসমন্বিত তেমনই এই বৃক্ষ সকল সুন্দর (পত্রাঃ) পত্রসমন্বিত, স্বর্গ যেমন বিলাসী (সুমনসঃ) দেবগণে অলঙ্কৃত তথা বর্ষাঋতু যেমন প্রক্ষুটিত (সুমনসঃ) মালতি পুষ্পে অলঙ্কৃত সেইরূপ এই সব বৃক্ষ প্রক্ষুটিত (সুমনসঃ) পুষ্পে শোভিত, সমস্ত কর্মযোগ যেমন চ্যুতিবিহীন ভাবে অদৃষ্ট-ফল দেয়—বাণ যে প্রকার চ্যুতিহীন ভাবে (ফলা) লৌহফলাসমন্বিত তেমনই এই বৃক্ষশ্রেণী চ্যুতিবিহীনভাবে ফলদান করে, কর্মযোগ যেমন বিনা বীজে সমুৎপন্ন (কর্ম অনাদি হওয়ার দরুণ এর সর্বমূল বীজ অজ্ঞেয় বলে ‘বিনা বীজ’ বলা হল)—শরবৃক্ষ যেমন বিনা বীজে নিজ জটা থেকে উৎপন্ন তেমনই এই সকল বৃক্ষ নিত্যসিদ্ধ হওয়ার দরুণ বিনাবীজে উৎপন্ন, কর্ম স্বরূপেই ধারাবাহিক বলে—শরবৃক্ষ স্বতঃই শ্রেণীবদ্ধ ভাবে থাকে বলে—আর এই বৃক্ষ সকল শ্রীভাগবৎ ইচ্ছায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবেই থাকে বলে এদের এই শ্রেণীবদ্ধতা বাইরে থেকে কারোও দ্বারা আরোপিত নয়, কর্ম তথা শরবৃক্ষ যেমন বিনা পালনেই বর্দ্ধিত হয়—বিনা জলসেকেই স্নিগ্ধ থাকে—এবং সময়ের নিয়ম বিনাই পুষ্পফল দান করে সেই

নিয়মপুষ্পফলাঃ; চিত্রলেখা ইব সুকবি-ব্যাহারা ইব অন্যান্যনতিরিক্তাঃ সর্ব্ব এব সমকালমেবাহুরিত-পল্লবিত-মুকুলিত-কুসুমিত-ফলিত-পচ্যমান-পক্ষফলাস্তদবস্থা এব সর্ব্বদা জরীজন্তুস্তে ॥

২৩। কিঞ্চ, যেবাং বিস্থিতপল্লবৈরুভয়তো বিস্তারভাজামিব
প্রফার-ফটিকালবালবলয়ে ফায়শ্ময়খাস্কুরে।
স্নাতুং নিঃসলিলেহপি পূর্ণসলিল-ভ্রাতৃ ভৃশং পক্ষিণ-
চক্ষুভিঃ পরিতো বিকীৰ্য্য গরুতো ধুসন্তি মজ্জন্তি চ ॥

২৪। কচন— আবালে জলদিগ্জনীলঘটিতে তত্রোচিবামূৰ্মিভিঃ
কালিন্দী-পয়সেব বাতচপলেনাপুরিতে সর্ব্বতঃ।
লক্ষ্যন্তে তরবন্ত এব কতিচিদ্রোমাক্ষিতাঃ কোরকৈ-
র্ধানাবস্থিত-কৃষ্ণকান্তিপটলাশ্লেষপ্রবৃত্তা ইব ॥

বিনৈব স্বজটোৎপন্নত্বাৎ, তরুণায়পাজাত্যানাং বসন্তো নিত্যসিদ্ধত্বাৎ ত্রিংশপি পক্ষেষু তুল্যার্থঃ; ন আয়োপিত কেনাপি শ্রেণিবন্ধো যেবাং তে,—কর্মণাং ধারাবাহিস্বরূপত্বাৎ, শরৎকালমপি স্বত এব শ্রেণিবন্ধত্বাৎ, অত্রত্যতরুণায়পি ভগবদি-
চ্ছয়া তথাভূতত্বাৎ। অপরিণালিতা অপি বর্ধিতাঃ, অনভিযুক্তা অপি স্নিগ্ধাঃ; ন সময়স্ত নিয়মো যেবাং তথাভূতানি পুষ্পাণি ফলানি চ যেবাং তে; কর্মপক্ষে ভোগাৎ প্রাক্পরিণামবিশেষাঃ পুষ্পাণি; শরপক্ষে ফলং নিষ্পত্তিঃ “ফলং বীজে চ নিষ্পত্তৌ” ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ; চিত্রাণাং লেখাঃ শ্রেণয়ঃ ইব সুকবীনাং ব্যাহারা উক্তয় ইব নূন্যতিরিক্তদোষ-
রহিতাঃ; এককালমেব অঙ্কুরিতাশ্চ পল্লবিতাশ্চ মুকুলিতাশ্চ কুসুমিতাশ্চ ফলিতাশ্চ, তথা পচ্যমানানি পকানি চ ফলানি যেবাং তে পচ্যমান-পক্ষফলাশ্চ তে তথা; তদবস্থা বর্ণিতাবস্থাঃ সন্ত এব জরীজন্তুস্তে, অতিশয়েন প্রকাশন্তে ॥

২৩। যেবাং তরুণাং প্রফারশ্চ প্রবৃদ্ধশ্চ ফটিকশালবালানাং বলয়ে মণ্ডলে নিঃসলিলেহপি পূর্ণসলিলভ্রাতৃভ্য পক্ষিণঃ স্নাতুং গরুতঃ পক্ষান্ চক্ষুর্ভিবিকীৰ্য্য ধুসন্তি কম্পয়ন্তি; “গরুৎ পক্ষচ্ছদাঃ পত্রম্” ইত্যমরঃ; মজ্জন্তি স্নান্তি চ। বলয়ে কীদৃশে? ফায়স্তো বর্দ্ধমানা ময়ুখানাং ফটিককিরণানাম্ভুরা যত্র তস্মিন্। যেবাং কীদৃশানাম্? তত্র বিস্থিতৈঃ প্রতিবিম্বিতৈঃ পল্লবৈরুভয়তোহধঃশোপরি চ বিস্তারভাজামিব ॥

প্রকার এই বৃক্ষশ্রেণীও বিনা পালনেই বর্দ্ধিত হয়—বিনা জলসেকেই স্নিগ্ধ থাকে—এবং সময়ের নিয়ম বিনাই পুষ্পফল দান করে, চিত্রলেখার মতো এবং সুকবির কবিতার মতো এই বৃক্ষশ্রেণী নূন্যতা-অধিকতা দোষরহিত, এই বৃক্ষশ্রেণী একই সময়ে অঙ্কুরিত-পল্লবিত-মুকুলিত-কুসুমিত-ফলিত-অর্ধপক্ক-পক্ষফলসমন্বিত হয় এবং সেই অবস্থাতেই সদা অতি উজ্জলভাবে বিরাজমান থাকে।

২৩। আরও, অতিশয় উজ্জল যে ফটিকমণি-আলবালবেষ্টনে প্রতিবিম্বিত হয়ে এই সকল বৃক্ষ নীচে-উপরে বিস্তৃতের মত দেখাচ্ছে, সেই উচ্ছলিত কিরণমঞ্জরীতে দীপ্ত আলবাল জলহীন হলেও জল-ভ্রান্তিতে পক্ষীগণ ওতে স্নানার্থে চঞ্চুদ্বারা পক্ষ চতুর্দিকে বিস্তার করে কাঁপাতে থাকে আর ডুব লাগাতে থাকে ॥

২৪। যার ইন্দ্রনীলমণি-কান্তিতরঙ্গ প্রতীতি জন্মিয়ে দিচ্ছে যেন বাতাসে চঞ্চল যমুনার নীল জলেই এ পরিপূর্ণ সেই উজ্জল ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত কোনও আলবালে প্রতিবিম্বিত কোনও কোনও বৃক্ষ মুকুলের দ্বারা রোমাক্ষিতের মত দেখাচ্ছে, আরও মনে হচ্ছে যেন প্যানে উপস্থিতকৃত কৃষ্ণকান্তিতরঙ্গকে এরা

২৫। অথো চ—কেহপ্যালবালকুরুবিন্দময়ুধবৃন্দৈ-;লাক্ষারসৈর্নিরবধী ব কৃতাভিষেকাঃ।

অন্তর্য মাস্তমিব সন্ততমেধমানং, কৃষ্ণানুরাগরসমেব সমুদ্রমন্তি ॥

২৬। সর্ব্ব এব ভগবদবতারা ইব চিদানুকতয়া বিবিধশক্তিমন্তেন চালৌকিকা এব লোকে লৌকিকা ইব দৃশ্যন্তে ॥

২৭। যত্র চ—বিলাসিণ্য ইব ললিতপদ্মাকুরাঃ, স্বাধীনভর্তৃকা ইব প্রিয়েণ তরুণাভিরামেণ সদোপ-
গুঢ়াঃ, অনুরাগিণ্য ইব সমুৎকলিকাঃ, নাকসংসদ ইব বিলসৎসুপর্বাণঃ, পুষ্পবত্যোহপি নীরজঙ্ঘাঃ, বক্রা
অপি ন বক্রাঃ, চঞ্চলা অপি নাচিররোচিষঃ, সততভ্রমরা অপি অভ্রমরাঃ, মরুদান্দোলিতা অপি ন মরুৎ-

২৪। তদ্রোচিষামিহ্রনীলকাস্ত্রীনাযুর্গিভিরেব বাতচপলীকৃতেন কালিন্দীজলেনেবাপুরিতে আবালে প্রতিবিম্বিতত্বেন
ত এব তরবো ধ্যানেনাবস্থিতমুপস্থিতীকৃতং যৎ কৃষ্ণকাস্তিপটলং তন্ত্রাপ্তেষে প্রেমণালিঙ্গনকর্মণি প্রবৃত্তা ইব লক্ষ্যন্তে ॥

২৫। কেহপি তরব আলবালরূপাণাং কুরুবিন্দানাং রত্নবিশেষানাং ময়ুধবৃন্দৈরেব লাক্ষারসৈর্নিরবধি নিরন্তরমিব
কৃতোহভিষেকো যেষাং তে। উৎপ্রেক্ষিতমপ্যর্থমপহুতা পুরমত্থা সন্তাবয়তি—কৃষ্ণানুরাগরসমেব সমুদ্রমন্তি মূলে-
নোদগিরন্তি, ন তে লাক্ষারসা ইত্যর্থঃ। অত্যাগবাবচ্ছেদক এবকার এবপহু তিলিঙ্গম্। কথমুদ্রমন্তি? অন্তঃ আত্ম-
দেহমধ্যে ন মাস্তমিবকাস্মপ্রাপ্তবন্তম্। কৃতঃ? সন্ততমেধমানং সদা বর্দ্ধমানম্ ॥

২৬। নরোবজুতত্বেন কিমিতি সর্ব্বৈরেব লৌকৈঃ প্রকটং ন দৃশ্যন্তে? তত্রাহ—সর্ব্ব এবেতি। ততশ্চ তেষাং যথা
প্রাকৃততুল্যাকারচেষ্টাদীনামপি বাস্তবজ-চিন্ময়ত্বেনোপাশ্রয়াদিকং শাস্ত্রে নির্ণীতম্, ন তু সাযিকত্বমপি, তথা অমীষাক ॥

২৭। পত্রাকুরাঃ পত্রলেখাঃ, পত্রাণি অঙ্কুরাশ্চ; প্রিয়েণ, কীদৃশেন? তরুণশাসাবভিরামশ্চেতি তথা তেন।
পক্ষে তরুণেতি তৃতীয়ান্তম্। উৎকলিকা উৎকণ্ঠা, “উৎকণ্ঠাৎকলিকে সমে” ইত্যমরঃ; পক্ষে উৎকণ্ঠা কলিকা; নাক-
সংসদঃ স্বর্গসভাঃ, বিলসন্তঃ সুপর্বাণো দেবা যত্র; পক্ষে বিলসন্তি শোভন-পর্বাণি যাসু তাঃ; নিরজঙ্ঘা মালিগারহিতাঃ,
পুষ্পবত্যাঃ স্থিয়ো হি রজস্বলা ভবন্তি, এতাস্ত ন তথ্যেতি বিরোধঃ; বক্রা অনূজ-শরীরা অপি ন বক্রা ন কুরাঃ,—পত্রপুষ্প-

আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হয়ে আছে।

২৫। কোনও বৃক্ষ আলবালরূপ কুরুবিন্দর (রত্নবিশেষের) কিরণচ্ছটায় সদা অভিষিক্ত হচ্ছে,
প্রতীতি হচ্ছে যেন লাক্ষারসেই অভিষিক্ত হচ্ছে—অথবা মনে হচ্ছে যেন সদা উচ্ছলিত কৃষ্ণানুরাগ-রসই
নিজদেহমধ্যে স্থানাভাবে মূল দিয়ে উদগিরিত হচ্ছে ॥

২৬। এই সব বৃক্ষ সমস্তই ভগবদবতারার মতো চিন্ময় হওয়াতে তথা বিবিধশক্তিব্যুক্ত হওয়াতে
অলৌকিকই, কিন্তু এই জগতে জড় চক্ষুতে লৌকিকের মতো প্রতিভাত হচ্ছে।

শ্রীবন্দ্যাবনের লতা :

২৭। বিলাসিনী নারী যেমন চন্দন-রচিত চিত্রে চিত্রিতা তেমনই শ্রীবন্দ্যাবনের লতা পত্রে ও
অঙ্কুরে চিত্রিতা, স্বাধীনভর্তৃকা নারী যেমন তরুণাভিরাম প্রিয়তমের দ্বারা সদা আলিঙ্গিতা তেমনই এই
লতা অভিরাম প্রিয়তম বৃক্ষের দ্বারা সদা আলিঙ্গিতা, অনুরাগিনী নারী যেমন অতিশয় উৎকণ্ঠায় ব্যাকুলিতা
তেমনই এই লতা সুন্দর কলিকায় ব্যাপ্তা, দেবসভা যেমন বিলাসী দেবগণে শোভিতা তেমনই এই সব
লতা নিজের সুন্দর গাঁটের দ্বারা সুশোভিতা, পুষ্পবতী (রজস্বলা) নারী রজোধর্ম প্রাপ্তিতে অশুভ হয়
কিন্তু এই লতা পুষ্পবতী হয়েও শুদ্ধ থাকে, এই লতা বক্রা হয়েও বক্রা নয় অর্থাৎ মিষ্টরা নয় পত্র পুষ্পাদি

স্পৃষ্টাঃ সৰ্ব্বা এব সৰ্ব্বকামপ্রদা বীরুধঃ ॥

২৮। যত্র চ মণিময়ালবালোপরি-কৃতোপধানতয়েব সুখবৃন্তেনেব বিভূগবৃন্তেন ফল-নিকুর্ষেণ পরিতঃ কৃতমূলমণ্ডনৈরিব নারিকেলপোতৈরভিতোহভিরমণীয়ানি, তনুমধ্যমা মধ্যমানামিব করগ্রাহ্যাণাং ফলনিকরাণাং ভরণোধোমুখৈরভিতো বিলম্বমানৈরবৃন্দৈঃ পরিতঃ কৃতকণ্ঠমণ্ডনৈরিব পূগতরুভিরিতস্ততঃ কমণীয়ানি, পরিপাকৈহপি নাহরং গলতা নারঙ্গলতা-ফল-নিকুর্ষেণ সতত-সমুদিতামিত-মঙ্গলা-পরম্পরা-পরং পরাগতানুগ্রহমিব নভস্তলং বিদধানানি, সুপল্লবলীলতাহনটনেন লবলীলতা-নটনেন নয়নরঞ্জনানি, কেশরি-নখরশিখরবিদ্যার-বিকস্মোক্তিক-নিকরেণ রুধিরারুণেন করিকলভ-কুন্তনিবহেন কৃতোপদৈঃ পরিপাক-

ফলাদিভিঃ সৰ্বেষাং প্রিয়াচরণাং; ‘বক্রঃ স্ত্রাং কুটিলে ক্রুরেঃ’ ইতি বিশ্বঃ। ন অচিররোচিষঃ, কিন্তু চিরসময়ব্যাপি-কাস্তয়ঃ; চঞ্চলা বিদ্বাতো হি অচিররোচিষো ভবন্তি; ‘বিদ্বাচ্চঞ্চলা চপলাপি চ’ ইত্যমরঃ; সতত-ভ্রমরা নিরন্তরভ্রমর-যুক্তাঃ; ন ভ্রমং রাস্তি দদতীতি তাঃ; নমরুদ্ভিদেবৈঃ স্পৃষ্টাঃ, কৃষ্ণলীলাস্পদত্বাৎ; ‘মরুভৌ পবনামরৌ’ ইত্যমরঃ ॥

২৮। যত্র চ বৃন্দাবনে কানিচ্ছিপবনানি সন্তি। কীদৃশানি? নারিকেলানাং পোতৈরভিতঃ সর্বতোহভিরম-ণীয়ানি; পোতাঃ পোদা ইতি খ্যাতাঃ; কীদৃশৈঃ? বিভূগবৃন্তেন সত্য ভূমিলগ্নেন পতিতেন ফলনিকুর্ষেণ পরিতঃ কৃতানি মূলশ্চ মণ্ডনানি যৈষ্ঠৈঃ; ফলসমূহেন কীদৃশেন? আলবালোপরি কৃতমুপধানং যেন তস্ত ভাবস্ততা তয়া হেতুনা স্মখং স্পৃষ্টেনেব জনৈরুৎপ্রেক্ষমাণেনেত্যর্থঃ; পূগতরুভিশ্চ বাকরুক্ষৈঃ কমণীয়ানি; কীদৃশৈঃ? ফলনিকরাণাং বৃন্দৈঃ কান্দীতি খ্যাতৈঃ পরিতস্ততুর্দিকু কৃতানি কণ্ঠশ্চ মণ্ডনানি যেষাং তৈঃ; বৃন্দৈঃ কীদৃশৈঃ? ভরণোধোমুখৈঃ, অতএবা-ভিতঃ সর্বতো বিলম্বমানৈঃ; তনুমধ্যমা উত্তমাস্তনাস্তাসাং মধ্যমানাং মধ্যদেশানামিব করগ্রাহ্যাণাং মুষ্টিমাত্রগ্রাহত্বাৎ, পক্ষে বৃক্ষাণামতাতুচ্ছিতত্বাৎ মূলে স্থিৎস্বব করণেব গ্রহীতুং শক্যানাং ফলনিকরাণাম্; ‘মধ্যমং চাবলগুপ্ত মধ্যোহস্ত্রী’ ইত্যমরঃ; নারঙ্গলতা নারঙ্গীতি খ্যাতা, তস্তাঃ ফলসমূহেন সতত-সমুদিতা অমিতা অপরিমিতা মঙ্গলশ্চ মঙ্গলগ্রহস্ত পরম্পরা ক্রমবাহুলাং তৎপরং নভস্তলং বিদধানানি কুণ্ডানি; মঙ্গলশ্চ লোহিতবর্ণহৃদাকাশগতত্বাচ্চ এতৎ ফলসাধর্মাৎ,

দ্বারা প্রিয় আচরণ করে থাকে), এই লতা চঞ্চল হয়েও বিদ্যুতের মতো চঞ্চল কান্দিযুক্ত নয় (স্থির কান্দিযুক্ত), এই লতা সদা ভ্রমর-চুম্বিতা হয়েও ‘অভ্রমরা’ অর্থাৎ অগ্নকে ভ্রমে ফেলে না, মরুতের দ্বারা আন্দোলিতা হলেও ‘মরুৎ’ অর্থাৎ দেবগণের অস্পৃষ্টা এই লতা (কৃষ্ণলীলার উপকরণ বলে) —শ্রীবৃন্দাবনের এইসব লতা সকলেই সকল কামদাতৃ।

শ্রীবৃন্দাবনের উপবন :

২৮। শ্রীবৃন্দাবনে কিছু উপবনও আছে। এই উপবনের চতুর্দিক নারিকেলের ছোট ছোট বৃক্ষের দ্বারা সুশোভিতা, এই বৃক্ষগুলির বোঁটাচ্যুত মাটিতে বয়ে পড়া ফলগুলি মণিময় আলবালকে যেন বালিশ করে সুখে শুয়ে আছে, এতে বৃক্ষগুলির চতুর্দিকে অপূর্ব শোভা হয়েছে; সুন্দরী স্ত্রীলোকের কটিদেশের মত মুষ্টিমাত্রে গ্রাহ্য সুপারিকান্দিগুলির ভারে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়া সুপারিবৃক্ষে কণ্ঠমালার মতো দোলায়িত কান্দিতে শোভন সুপারিবৃক্ষ এই উপবনকে কমণীয়তা দান করেছে; সুপক অবস্থাতেও নারঙ্গ-লতার যে লাল ফলগুলি শীঘ্র বোঁটাচ্যুত হয়ে নীচে পড়ে যায় না, তারা প্রতীতি জন্মাচ্ছে যেন সতত সমুদিত অসংখ্য অসংখ্য লাল রংয়ের মঙ্গলগ্রহ অগ্নগ্রহকে হটিয়ে দিয়ে সমস্ত আকাশ জুড়ে বসে আছে; এই

বিলোহিতৈর্বিদীর্ঘমাণতয়া ব্যক্ত-বীজরাজিভিস্তৎকালাপতিত-শুকচরণাঘাত-সমধিকাবনতৈঃ ফলনিকরৈঃ
 স্তললিতেন নিখিলদিগ্‌বধুসীমন্ত-সিন্দূরপূরমহুভাবয়ৎসু কুসুমসমূহেষু সদালিমীলতাহবনেন দালিমী-লতা-
 বনেন চমৎকারকারীণি, ষড়্‌র্মি-খর্জুর-হিতানি খর্জুর-হিতানি, নিঃসারিতোকোমলেন কোমলেন
 মৃদ্বীকা-মধুরেণ মৃদ্বী-কামধুরেণাবাস্তুর-কাননেন মনোহরীণি, অভিতঃ ফলিনীভিঃ ফলিনীভিঃচ পরম-
 রমণীয়ানি, সকামজন-মনাংসীব সফলকর্মরঙ্গাণি স্বরঙ্গনানীব ললিতরন্তাণি সঙ্গীতানীব বিবিধরমণীয়-

তেনৈব হেতুনা পরাগতঃ পরাস্তোহহুগ্রহো যত্র তথাভূতমিব উৎপ্রেক্ষামাণমিত্যর্থঃ ; ফলনিকুরূষণে কীদৃশেন ? পরি
 সর্বতোভাবেন পাকেহপি সতি ন অরমতিশয়েন গলতা অবতা ; লবলীলতায় লোআলীতি খ্যাতায় নটনেন, স্পন্দবনা-
 দ্মোলিতত্বাৎ ; কীদৃশেন ? সু শোভনাঃ পল্লবা যন্তাং তথাভূতা লীলা যন্তাস্ততা ভাবঃ সুপল্লবলীলতা, তন্তাঃ সুপল্লব-
 লীলতয়াঃ স্থিতিরনটনমগমনং কিন্তু স্থিতিরৈব যস্মিন্ তেন নটনেন ; দালিমীলতয়া দাড়িমীলতয়া বনেন, উল্লোরৈক্যং
 যমকানুরোধাৎ ; কীদৃশেন ? নিখিলানাং দিগ্‌ধুনাং সীমন্তস্ত সিন্দূরপূরমহুভাবয়ৎসু সজ্জাপয়ৎসুৎপ্রেক্ষয়ৎস্থিতি যাবৎ,
 পুষ্পসমূহেষু সদা অলীনাং ভ্রমরাণাং মীলতাং মীলত্বং রসতপ্ততয়া তদ্রামবতীতি তথা তেন ; ‘মীলক্ষ্মীল নিমেষণে’
 পাচাদিঃ । পুনঃ কীদৃশেন ? ফলনিকরৈঃ স্তল্ল ললিতেন ; কীদৃশৈস্তৈঃ ? বিদীর্ঘমাণতয়া ব্যক্তা বীজরাজির্ঘেবাং তৈঃ ;
 তন্মিল্নেব কালে আপতিতানাং শুকানাং চরণাঘাতেন সমধিকং যথা স্তাস্তথা অবনতৈঃ ; করিকলভানাং হস্তিশাবকানাং
 কুন্তনিবহেন সহকৃতা উপমা যেষাং তৈঃ ; কুন্তনিবহেন কীদৃশেন ? কেশরিণাং সিংহানাং নখরশিখরৈর্মথার্থৈর্বিদারা-
 দ্বিকসন্তো মৌক্তিকনিকরা যস্মিন্ স্তেন, অতএব কথিরেণ হেতুনা অরুণেন তদ্‌দগতদ্ব্যমৌক্তিকানাং প্যারুণ্যং প্রাস্তগতং
 জ্ঞেয়ম্ ; ষড়্‌র্ময় এব খর্জুর্যাবিবিশেষঃ ; “কণ্ডুঃ খর্জুশ্চ কণ্ডুয়া” ইত্যমরঃ, তয়া রহিতানি, “শোকমোহৌ জরামৃত্যু
 ক্ষুৎপিপাসে ষড়্‌র্ময়ঃ” ; পক্ষে খর্জুরৈরক্ষভেদৈর্হিতানি ; নিঃসারিতানি দূরীকৃতানি ওকসাং স্থানানাং মনানি তৃণশর্প-
 জঙ্ঘালাদীন যত্র তেন ; মৃদ্বীকাভির্দ্রাক্ষাভির্মধুরেণ. “মৃদ্বীকা গোস্তুনী দ্রাক্ষা” ইত্যমরঃ । অতএব মৃদ্বীনামঙ্গনানাং কামধুরা
 বাঙ্ছিতভারো যত্র তেন ; ফলবতীভিঃ প্রিয়ঙ্গুভিঃ প্রিয়ঙ্গুলতাভিঃ ; “প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী ফলী” ইত্যমরঃ ; সফলে স্বর্গাদি-
 সাধকে কর্মণি রঙ্গঃ কর্তব্যাহেন উৎসাহো যেষু তানি ; পক্ষে ফলসহিতঃ কর্মরঙ্গঃ কামরঙ্গ ইতি খ্যাতো বৃক্ষো যেষু

উপবন শোভন পল্লবমণ্ডিত লবলী-লতার নৃত্যে নয়ন-রঞ্জন হয়ে আছে ; কেশরি-নখরাগ্রে দ্বারা হস্তী-
 শাবকের মস্তক বিদারণে ব্যক্ত রুধিরারুণ গজমতিশ্রণীর সঙ্গে উপমেয়, অত্যন্ত পরিপকৃতায় ক্ষুতিত
 দাড়িম থেকে বিকসিত অরুণবর্ণ বীজরাজিতে শোভন, এবং তৎকালে শুকচরণাঘাতে অত্যন্ত অবনত সুন্দর
 ফলের দ্বারা স্তললিত, নিখিল দিগ্‌বধুসীমন্তসিন্দূরবিন্দুসম অলিমিলিত কুসুমণিকরের দ্বারা লালিত—
 দাড়িমলতাদামের দ্বারা এই উপবন চিত্ত-চমৎকারী হয়ে আছে ; এই উপবনে শোকমোহজরামৃত্যুক্ষুৎ-
 পিপাসা এই ষড়্‌র্মীকরূপ কণ্ডুব্যাধি নাই, খর্জুরবৃক্ষের রসদানে সবার হিতকারী এই উপবন ; তৃণপত্রাদি
 স্থানীয় মলরহিত্যে ললিত, দ্রাক্ষায় মধুর, ব্রজাঙ্গনাগণের সর্ববাস্ত্রাপুরক অবাস্তুর কাননের পোষণে মনোহারী
 এই উপবন ; ফলবতী শ্যামালতায় পরমরমণীয় হয়ে আছে এই উপবনের চতুর্দিক ; সকামজনের মন
 যেমন ‘সফলকর্মরঙ্গানি’ অর্থাৎ স্বর্গাদিসাধক কর্মে উৎসাহিত তেমনই এই উপবন ‘সফলকর্মরঙ্গানি’
 অর্থাৎ ফলযুক্ত কামরঙ্গ। বৃক্ষের দ্বারা শোভিত ; স্বর্গের অঙ্গন যেমন ‘ললিতরন্তানি’ অর্থাৎ রন্তা নামক
 সুন্দরী অম্পরায় অলঙ্কৃত তেমনই এই উপবন ‘ললিতরন্তানি’ অর্থাৎ সুন্দর কদলি বৃক্ষে অলঙ্কৃত ; সঙ্গীত

তালানি, কর্মকাণ্ডানীৱ নিরবধি-সুপাক-কটকিফলানি, রূপকোপরূপকানীৱ সফলশৈল্যানি, মেরুমন্দরশৃঙ্গ-বিশেষ-তেজাংসীৱ জম্বুজনিতশ্যামিম্যানি, নারায়ণতপাংসীৱ বদরিকাবনাধিকরণানি কানিচ্ছপবনানি ॥

২৯। যস্য চ কালাতীতস্ত্যপি যড়ভিরেব ঋতুভির্ভগবল্লীলৌপয়িকতয়াহ প্রাকৃতৈরিপি প্রাকৃতৈরিব ভাসমানৈঃ কৃতবিভাগাঃ; যড়বিভাগাঃ; যথা—বর্ষাহর্ষঃ; শরদামোদঃ; হেমন্তসন্তোষঃ; শিশিরসুখাকরঃ; বসন্তকাত্তঃ; নিদাঘশুভগশ্চেতি ॥

৩০। তেষু চ ভগবদ্ভক্তিযোগ ইব সতত ঘনরসদঃ; ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকার ইব সদানন্দদ-

তানি; স্বঃ স্বর্গস্ত অঙ্গানানি প্রাঙ্গণানি; ললিতা রত্না তন্নায়ী অঙ্গরা নাট্যার্থমাগতা যেষু তানি; পক্ষে রত্না কদলীবৃক্ষাঃ; তালানি নৃত্যবাণনিষ্ঠাঃ; তালবৃক্ষাশ্চ; অষ্ট পাকে পরিণামে সতি কটকযুক্তানি ফলানি স্বর্গাদীনি যেষু—পাতশঙ্কা-মাংসর্ষাস্থ্যাদিদোষবাহুলাং; পক্ষে সুপাক-পনসফলানি; রূপকাণি নাটকাদীনি, উপরূপকাণি নাটিকাাদীনি, সফলাঃ সার্থকাঃ শৈল্যঃ নটা যত্র তানি; “শৈল্য জায়াজীবাঃ কুশাখিনঃ, ভরতা ইতাপি নটাঃ” ইত্যমরঃ; পক্ষে শৈল্য বিহবৃক্ষাঃ; “বিষে শাণ্ডিল্যশৈল্যো” ইত্যমরঃ; মেরুমন্দ্যারো নাম স্নেহরূপার্ঘ্যবর্তিপর্বতঃ, তত্রৈব দ্বীপাখ্যাপকস্ত মহাজম্বুদ্বীপস্ত সত্ত্বাং, বদরিকাবনং বদরিকাশ্রমঃ অধিকরণং আশ্রয়ো যেষাং তানি; পক্ষে বদরীবনস্তাধিকরণানীতি ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ ॥

২৯। যস্য বৃন্দাবনস্ত যড়বিভাগাঃ সন্তি। কীদৃশাঃ? যড়ভির্ঋতুভিঃ কৃতবিভাগাঃ প্রতিদ্বং বিশিষ্ট ভাগা যেষাং তে। তানেনাহ—বর্ষাহর্ষ ইতি। বর্ষাভির্ঋতুভিঃ হর্ষয়তীতি বা সঃ; অথং করোতীতি(পা০ ৫।৪।৬৩)“সুখপ্রিয়াদাহ-লোম্যে” ইতি ডাচ প্রত্যয়ান্তঃ; স্থানান্যাকর ইতি বা ॥

৩০। তেযু বিভাগেষু মধ্যে বর্ষাহর্ষো নাম বিভাগঃ। কীদৃশ? সততং ঘনং নিবিড়ং রসং শ্রীকৃষ্ণানুরাগলক্ষণং

যেমন অনেকপ্রকার রমনীয় তালসমন্বিত তেমনই এই উপবন অনেকপ্রকার রমনীয় তালবৃক্ষসমন্বিত; কর্মকাণ্ড যেমন পরিণামে নিরন্তর ‘কটকিফলানি’ অর্থাৎ পতনাশঙ্কাদি কটকাধিত স্বর্গাদি ফলসম্পন্ন তেমনই এই উপবন নিরন্তর ‘সুপাককটকিফলানি’ অর্থাৎ কাঠালফলে সুরভিত; নাটক নাটিকা যেমন সফল ‘শৈল্যানি’ অর্থাৎ নটসমন্বিত তেমনই এই উপবন সফল শৈল্যানি’ অর্থাৎ বিহবৃক্ষসমন্বিত; মেরুমন্দার পর্বতের শৃঙ্গের অঙ্গত্যাতি যেমন জম্বুদ্বীপের জামবৃক্ষের শ্যামলিমায় শ্যামলতা প্রাপ্ত হয়ে আছে তেমনই এ-উপবনও জামবৃক্ষের শ্যামলিমায় শ্যামলতা প্রাপ্ত হয়ে আছে; নারায়ণের তপস্বিগণের আশ্রয় যেমন ‘বদরিকাবনাধিকরণানি’ অর্থাৎ বদরিকাশ্রম তেমনই এই উপবন ‘বদরিকাবনাধিকরণানি’ অর্থাৎ কুলবনের আশ্রয়।

শ্রীবৃন্দাবনের ঋতু :

২৯। শ্রীবৃন্দাবন কালাতীত হলেও ছয় ঋতুতে বিভক্ত, এর ছয়টি বিভাগ আছে, এই ঋতু ছয়টি ভগবল্লীলার উপায়ন বলে অপ্রাকৃত হয়েও প্রাকৃতের মতো প্রতীয়মান হয়। এই ছয় ঋতুর নাম—বর্ষাহর্ষ, শরদামোদ, হেমন্তসন্তোষ, শিশিরসুখাকর, বসন্তকাত্ত, নিদাঘশুভগ।

বর্ষাহর্ষ বিভাগ ॥

৩০। শ্রীভগবদ্ভক্তিযোগ যেমন সতত শ্রীকৃষ্ণানুরাগরূপ নিবিড় রসদাত্ত তেমনই এই বিভাগ

চিররোচিঃ, পার্বতীবিগ্রহ ইব সদাসমুৎকষ্ঠিত নীলকণ্ঠঃ, শ্রায়গ্রন্থ ইব সদাতৃহকোলাহলঃ, গরুত্মানিব সদা সারঙ্গরুতং বিভ্রাণঃ দিনকর ইব বিকাশিত-ককুভাবলিঃ, লীলোপয়িকতয়া লঘু লঘু নিপতদম্বুকণনিকরনিরন্ত-রোৎপত্তমান-নবমুহল তৃণাকুরান্নরকতমণিশিলাকিরণাকুর-নিকুরম্ব সন্তালনয়া পরিতঃ পরিহায় মরকত-মণিভূমিষেব তংকিরণ-কন্দলীবাঁপ-চ্ছত-সম্ভাষিয়াচামস্তিচ্চমূৰ্-চয়ৈরভিতোহভিতঃ শোভমানঃ, মুহুমুহ-সঞ্চরদিদ্রগোপনিকরৈরিতস্ততঃ সজীবৈরিব কমলরাগ-শকলৈঃ কলিতং নবতৃণাকুরময়-হরিতপট্টকূর্পাসকং ভুবো বঙ্গসি নিধাপয়ন্নিব লঘুতর-শীকরনিকরবাহি কদম্বপরিমল বিমলজলধরানিল শীতলঃ স কিল বর্ষাহর্ষো নাম ॥

দদাতীতি সঃ; পক্ষে ঘনরসো জলং “মেঘপুষ্পং ঘনরসঃ” ইত্যমরঃ; সত্যমানন্দং চিরং রোচিঃ প্রকাশে যত্ৰ; পক্ষে সদানন্দস্তী অচিররোচির্বিদ্যুদযত্ৰ সঃ; নীলকণ্ঠো মহেশো ময়ূরশ্চ, সদা অতৃহে অতিশয়তর্কে বিচারাং কোলাহলো যত্ৰ সঃ; পক্ষে দাতৃহ-কোলাহলেন সহ বর্তমানঃ; “দাতৃহো ডাহকঃ” ইতি খাতঃ পক্ষী; গরুত্মান্ গরুড়ঃ, সদাসারং সদাবলং গরুতং পক্ষং বিভ্রাণঃ; পক্ষে সদা সারঙ্গাণাং চাতকানাং রুতং শব্দং পুষ্পং; “সারঙ্গে চাতকে ভঙ্গে” ইতি মেদিনী; ককুভানাং দিশামাবলিঃ শ্রেণী; “টাপক্ষাপি হলস্তানাম্” ইতি বচনাং দিশা বাচেত্যাদিবং ককুভা-শব্দোহপি টাবস্তো দৃষ্টঃ। তথা চ কণ্ঠপঃ—“ভূমিপুত্রাদয়ঃ সর্বৈ যস্মামস্তমিতে রবো। দৃশ্যন্তে ককুভায়াং বৈ ততোহনিষ্টং বিনির্দেশং ॥” ইতি; পক্ষে ককুভোহর্জুনবৃক্ষঃ; লীলোপয়িকতয়া স্পৃহণীয়ত্বেনেত্যাঃ। লঘু লঘু যথা শ্রান্তথা নিপততামম্বুকণানাং নিকরেণ হেতুনা নিরন্তরমুৎপত্তমানা জায়মানা নবা মুহলাতৃণাকুরান্তান্ মরকতমণিশিলানাং কিরণাকুরা এবৈতে নূনং ভবন্তি, ন পুনন্তৃণাকুরা ইতি সন্তালনয়া সমাগ্দ্ধ্যা নিরুপণেন, পরিত ইতি বামতো দক্ষিণতঃ পৃষ্ঠতশ্চ পরিত্যজ্য, আচামস্তিভূজ্ঞানৈঃ, যথৈবাচমনমতৃপ্তিকরম্, তথৈব তেষামবাস্তবত্বাদতর্পকত্বাদভক্ষণাভিনয়মাত্র-মিতি ভাবঃ। চমুববো যুগভেদাঃ; মুহ মুহ যথা শ্রান্তথা সঞ্চরন্তিরিঙ্গগোপসমূহৈঃ; ইঙ্গগোপা লোহিতবর্ণসূক্ষ্মকীট-বিশেষান্তেঃ, সজীবৈঃ প্রাণবদ্ধিরিব পদ্মরাগখণ্ডৈঃ কলিতং জটিতং নবতৃণাকুরময়ং হরিতং হরিদ্বর্ণং পট্টকূর্পাসকং

সতত প্রবল জলধারাদাতৃ; ব্রহ্মানন্দ-সাক্ষাৎকার যেমন সদানন্দদায়ী চির-আলোকে আলোকিত তেমনই এ সদানন্দদায়ী-চঞ্চল বিদ্যুৎচমকে আলোকিত; পার্বতীদেবী যেমন মহাদেবকে সমুৎকষ্ঠিত করে তেমনই এ ময়ূরকে সমুৎকষ্ঠিত করে; শ্রায়গ্রন্থ যেমন অতিশয় তর্ক-বিচারে কোলাহলপূর্ণ তেমনই এ ডাহক পাখীর কলরবে মুখরিত, শ্রীগরুড় যেমন সদা বলবান পাখায় দীপ্ত তেমনই এ সদা চাতকের ডাকে মুখরিত, সূর্যদেব যেমন দিগ্‌মণ্ডলকে আলোকিত করে রাখে তেমনই অর্জুনবৃক্ষ একে আলোকিত করে রেখেছে; শ্রীকৃষ্ণলীলার উপায়নরূপে যে বিন্দু বিন্দু বারিপাত হচ্ছে তার সেচের দ্বারা উৎপাদিত নব-মুহল তৃণাকুরকে যারা মরকতমণিশিলায় কিরণজাল বলে ভুল করে এপাশে ওপাশে পরিত্যাগ করে মরকতমণিভূমিতে এসে তংকিরণজালকে অতি কোমল তৃণাকুর বলে ভুল করে খাওয়ার মতো ভঙ্গী করছে সেই চমূকমুগদ্বারা এর চতুর্দিক শোভিত হয়ে আছে; মুহ মুহ সঞ্চরণশীল লাল ইঙ্গগোপসমূহে এখানে সেখানে জড়িত নব-তৃণাকুরকে মনে হচ্ছে যেন সজীব কমলরাগমণিকণায় খচিত পীত রেশমি কঞ্চুলিকা এর নব তৃণাকুরময় ধরণীবক্ষে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে; এতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণাবাহী, কদম্ব-পরিমলে সুরভিত, এবং বিমল জলধরসম্বন্ধী শীতল বায়ু প্রবাহিত।

৩১ । বিষ্ণু, সমুন্মিষিত-মালতীকুসুমসুস্মিতা মেদিনী, কদম্বতরুকেরাইকৈঃ পুলকিতা বনানাং ততিঃ ।

অজস্রগলদশ্ভৃৎঘনপয়ঃকণানাং গণৈঃ,রপি দ্যুরমণী সমং যদনুরাগমাত্ত্বতে ॥

৩২ । বিষ্ণু, যত্র—

পূরন্দরধর্জলতাতিলকচাক-ভালস্থলা, তড়িৎকনককেতকীদল-লসন্তমঃকুন্তলা ।

বিলোলবিষকট্টিকা-বিমলমালভারিণ্যসৌ, নবোন্নতপয়োধরা হরিমনোহরা দিগ্‌বধুঃ ॥

৩৩ । সারঙ্গীকুলকাকু-কর্ষণবিধোরাশ্বাসবাস্তানিনী

মানক্ষোদন-পেষণীশ্রমিবলৎসুস্মিক-মস্ত্রধ্বনিঃ ।

শটুকগুলিকাং নিধাপয়ন্ অর্পয়মিব; “চোলকূর্পাসকৌ স্থিরাঃ” ইত্যমরঃ । লঘুতরশীকরনিকরবাহিনেতি মান্দ্যম্, কদম্বানাং পরিগলো যত্র তেনেতি সৌগন্ধ্যম্, বিমলজলধরদম্বন্ধিনেতি শৈথামুক্তম্ । তথাভূতেনানিলেন শীতলঃ স্নিক্কাহং বর্ষাহর্ষে বিভাগঃ, ন তু প্রাক্তন-নিদাঘবদ্রক্ষ ইতি ভাবঃ ॥

৩১ । সম্যগুন্মিষিতৈবিকসিতৈর্মালতীনাং কুসুমৈরেব শোভনং স্মিতং যস্মাঃ সা মেদিনী যথা পুলকিতা পুলক-বতী বনানাং ততিঃ শ্রেণী, তথা দ্যুরমণী দ্যৌরেব রমণী সাপি অজস্রং নিরন্তরং গলদশং বিভর্তি । কৈঃ? ঘনা মেঘাস্তং সম্বন্ধি-পয়ঃকণানাং গণৈঃ, যদ্যত্র বর্ষাহর্ষবিভাগে সমং ভূল্যমেবানুরাগম্, স্মিতপুলকাস্রগাং বর্ষাহুতাবকত্বাং, আত্মতে বিস্তারয়ন্তি । ত্রিশো মেদিনী-বনততি-দ্যুরমণোহনুরাগিণী ইবাংপ্রেক্ষাস্ত ইত্যর্থঃ ॥

৩২ । দিগ্‌বধুঃ দিগেব বধুঃ, হরের্মনোহরা, অপূর্বশোভয়েত্যর্থঃ । পূরন্দর-ধর্জলভেব তদাকারং তিলকং তেন চাকু স্তদং ভালস্থলং যস্মাঃ সা ; তড়িতো বিদ্যাত এব কনককেতকীদলানি তৈর্লসন্তি তমাংস্তেব কুন্তলাঃ কেশা যস্মাঃ সা ; বিলোলাভির্বিষকট্টিকাভিবকপংক্তিভিরেব বিমলমালাভারবতী ; (পা০ ৬৩৬৫) “ইষ্টকৈর্ষীকা-মালানাং চিত-তুল-ভারিষু” ইতি কুসুম; “বলাকা বিষকট্টিকা” ইত্যমরঃ ; পয়োধরঃ স্তনো মেঘশ্চ, “স্ত্রীস্তনার্কৌ পয়োধরৌ” ইত্যমরঃ ॥

৩৩ । সারঙ্গীকুলানাং চাতকীসমূহানাং কাকুভিবৈক্লব্যব্যঞ্জকধ্বনিবিকারৈর্ষঃ কর্ণশ্চ বিধিবিধানং ‘আগত্যাস্মান্ শীঘ্রং জীবয়’ ইতি যৎ প্রার্থনকরণং তস্মাদেতেস্তাস্থাসবাকু ‘ঔৎকণ্ঠ্যেন মা বিদ্যাদত’ এষোহং বর্ষামি’ ইত্যেব-মাকারেত্যর্থঃ । মানিনীনাং মানস্ত ক্ষোদনী পেষণী, তস্মা ভ্রমিশূণীকরণার্থং ঘূর্ণনম্, ততো হেতোর্লন স্নিক্কা মস্ত্রো গন্তীরশ্চ ধ্বনিঃ ; নৃত্যতাং মস্ত্রময়ুরাণাং নোরজো মুরজসম্বন্ধী রবঃ ; প্রাণেশাং স্বকান্তাং বিশ্লেষবতীনাং প্রাণাকর্ষণঃ

৩১ । প্রস্ফুটিত মালতীকুসুমরূপ শোভন মন্দ হাসিতে উচ্ছলিতা মেদিনী, কদম্বকলিকারূপ পুলকে রোমাক্ষিতা বনশ্রেণী, মুঘলধারায় বর্ষণরত মেঘের জলকণারূপ নয়নজলে স্নিক্কা আকাশরমণী—এই তিনই সমান অনুরাগ বহন করছে এই বর্ষাহর্ষ বিভাগের প্রতি ।

৩২ । আরও, এখানে ইন্দধলুলতারূপ তিলকরচনায় চাকু ললাটফলকা, বিদ্যুৎদামরূপ কনক-কেতকীদলে অলঙ্কৃত কালোকেশিনী, চঞ্চলবলাকারূপ মালাভরণাকর্ষী, নবোন্নত মেঘরূপাস্তনী দীগ্‌বধু অপূর্ব শোভাদ্বারা হরিমনোহরা হয়েছে ।

৩৩ । এই বর্ষাহর্ষ বিভাগে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে, শুনে মনে হচ্ছে—যেন চাতকীকুলের বৈক্লব্যব্যঞ্জক ‘বর্ষণ করে শীঘ্র আমাদের প্রাণ বাচাও’ এরূপ কাতর প্রার্থনা হচ্ছে আর তাই শুনে মেঘের আশ্বাস-বাক্য ধ্বনিত হচ্ছে ‘ছুঃখ করো না এই তো বর্ষণ করছি’, যেন মানিনীর মানভঞ্জনের জগু

নৃত্যমত্তময়ুরমোরজরবঃ প্রাণেশ-বিল্লেশিণী

প্রাণাকর্ষণমস্ত্রপাঠ-নিদো মেঘস্বনঃ শ্রয়তে ॥

৩৪ । কদাচিদপি, যত্র—দাতৃহাঃ পরিতো রুবন্তি গণশঃ কোষষ্ঠিকাঃ সর্বতো

মণ্ডুকাঃ প্রচলাকিনন্তত ইতো ধারাধরা ব্যোমনি ।

আসারাঃ পয়সাং ঝগজঝগদিতি স্নিগ্ধাতিমল্লম্বরাঃ

সর্বৈমুগ্ধদৃশাং রতান্তসময়ে স্বাপোৎসবং কুব্বতে ॥

৩৫ । যত্র চ—

মধ্যে গৌরী পরিণতফলৈর্নম্রশালৈ রসালৈ-

রন্তে শ্যামা কচিভিরভিতঃ পক্কজম্বফলানাম্ ।

প্রান্তে পাণ্ডুঃ ক্ষুটম্বরভিভিঃ সূচিভিঃ কেতকানা-

মুগ্ধানশ্রীঃ ক্ষুরতি বিবিধৈর্বর্ণকৈশ্চিত্রিতেব ॥

৩৬ । দ্বিতীয়স্ত ভগবচ্চরণ ইব কমলা-করলালিতঃ, হরিভক্তজন ইব নিরবকরজীবনঃ পরম-

প্রাণনিষ্কাশকো মস্ত্রপাঠস্ত নিদো মেঘস্বনঃ শ্রয়ত ইতি শ্রয়মাণঃ সল্লবমেবমুৎপ্রেক্ষাত ইতি ভাবঃ ॥

৩৪ । কোষষ্ঠিকাঃ টিষ্ঠতি খ্যাতাঃ, গণশো গণে গণে, স্বীয়ে বর্তমান ইত্যর্থঃ । প্রচলাকিনো মম্বরাঃ, ঝগজঝগদিতি রষ্টিশব্দানুকরণম্ ॥

৩৫ । বর্ণকৈরিতালাদিষটিতৈর্মধ্যে গৌরী পীতবর্ণা ; কূতঃ ? পরিণতানি পক্কানি ফলানি যেযাং তৈঃ, অতএব নম্রাঃ শালাঃ ক্ষুদ্রশাখা যেযাং তৈঃ ; “ক্ষুদ্রশাখাশালে” ইত্যমরঃ ; এবক্ষুতৈ রসালৈর্বর্ষাপরিণামিভিরাশ্রভৈর্দৈর্ঘ্য-তুভিঃ ; অন্তে তদ্বহ্নিগুণে শ্যামা, প্রান্তে প্রকৃষ্টে অন্তে সর্বতোবহ্নিগুণে ইত্যর্থঃ । সূচিভিঃ সূচিতুলৈঃ পুষ্পদলৈঃ । অত্র আশ্রাণাং শ্রেষ্ঠত্বাং মধ্যস্থত্বং, জম্বনাং ততোহবরবদে শ্যামতয়া বহ্নিঃস্তম্বাং তদীয়-মরকতপ্রাচীরায়মাণম্বম্, কেতকীনাং নিফলত্বেনাপকুষ্ঠানাং সূচিতুলা-পুষ্পদলতয়া শস্ত্যস্তধারি তদীয়রক্ষকগণায়মাণম্বমিতি বিবেক্তব্যম্ ॥

৩৬ । দ্বিতীয়ঃ শরদানোদো নাম বিভাগঃ । কমলায়াঃ করাভাং লালিতঃ, মুহু মুহু সংবাহিতঃ, পক্কে কমলা-করৈস্তুড়াগৈর্লালিতো ললিতকূতঃ ; নিরবকরং নির্দোষং জীবনং জীবিতং জলঞ্চ যত্র সঃ ; পরমনির্মলা আশা ভক্তিবিষয়া

মানভঞ্জন-পেষণী ঘূরছে আর উচ্চ স্তম্ভগন্তীর শব্দ হচ্ছে, যেন মত্তময়ূরের নৃত্যের ভালে বাদিত মৃদঙ্গের ধ্বনি হচ্ছে, যেন স্বকান্ত-আলিঙ্গনচ্যুত রমনীদের প্রাণাকর্ষণমস্ত্রপাঠের ধ্বনি হচ্ছে ।

৩৪ । কখনও, শব্দসম্ভার এরূপ—চতুর্দিকে চাতক ডাকছে, টিটিপাখী কিচিরমিচির করছে, দাছুরী ডাকছে, ময়ূর কেকারব করছে, আকাশে মেঘ গর্জন করছে, আর জলধারা ‘ঝগজঝগৎ’ স্নিগ্ধ অতিগন্তীর শব্দে বরছে—এইরূপে চাতকাদি সকলে মিলে মুগ্ধা নারীর সুরতান্তকালে যেন শয়নোৎসব রচনা করছে ।

৩৫ । এই বিভাগের উদ্যানশ্রী বলা হচ্ছে—মধ্যভাগের পরিণত ফলভারে নম্রশাখ-আশ্রবৃক্ষের আভায় পীত, বহ্নিগুণের পক্ক জামফলের কাণ্ডিতে শ্যামল, আর সর্ববহ্নিগুণের কেতকীর অতি সুগন্ধী সূচীতুল্য তীক্ষ্ণ পত্রপুষ্পে পাণ্ডু উদ্যানশ্রী দীপ্তি পাচ্ছে বিবিধবর্ণে চিত্রিত চিত্রের মত ।

শরদানোদ বিভাগ :

৩৬ । শ্রীভগবানের শ্রীচরণযুগল যেমন ‘কমলা-করলালিত’ অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীদ্বারা মুহুমুহু মর্দিত

নির্মলাশশচ, বৈকুণ্ঠনাথমিব বিলসচ্চক্রং প্রফুল্লপদ্মঞ্চ, ভগবতঃ পাণ্ডবদূতামিব সমদধার্ত্তরাষ্ট্রহেলিতম্,
অধ্যাত্মযোগমিব সঙ্করংপরমহংসম্, রামায়ণমিব অভিরাম-লক্ষণালাপম্, ভগবদ্বশ ইব কুবলয়ামোদম্,
জলনদিগ্‌বিভাগমিব প্রভিন্নপুণ্ডরীকম্, নৈখাতকোণমিব কুমুদ-মদামোদিত-মধুকরম্, সায়াংসময়মিব
বিলসচ্চক্র-সন্ধ্যাকম্, পরিতো জলাশয়মাদধানঃ, সমরসমারম্ভ ইব বিলসচ্চন্দ্রহাসঃ, সত্যকাল ইব পূর্ণভাবেন
মদমুদিত-বৃষবিলাসঃ শরদামোদো নাম ॥

দিশশচ যত্র সঃ। পুনঃ কীদৃশঃ? পরিতো জলাশয়ং আ সম্যগ্‌দধানো ধারয়ন্‌ পুষ্পমিতি বা। জলাশয়েব বিশিনষ্টি—
চক্রং সুদর্শনং, চক্রশচক্রবাক্যপক্ষী চ, প্রফুল্লা প্রসন্না লক্ষ্মীর্ষত্র, পক্ষে প্রবিকসিতানি পদ্মানি কমলানি যত্র তড়াগে।
ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাণ্ডবদূত্যাং ভারতপ্রসিদ্ধম্। সমদৈর্ঘ্যতরাষ্ট্রপুত্রৈর্‌হংসধনাত্মৈর্‌হেলিতমবজ্ঞাতম্; পক্ষে মন্তানাং
ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হংসবিশেষাণাং হেলিতং চেলা যত্র তন্; “ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সিতেতরৈঃ”, “চেলা লীলা” ইতি চামরঃ; সঙ্করন্
পরমহংস ঈশ্বরঃ, পক্ষে সঙ্করণলীলো রাজা হংসো যত্র পরমশেষো বা তন্; অভিতো রামলক্ষণয়োরালাপো যত্র তন্; পক্ষে অভিরামঃ কমনীয়ো লক্ষণায়াঃ সারস্যা অলাপো যত্র তন্; “হংসস্তা যোষিঘরটা, সারসস্ত তু লক্ষণা” ইতামরঃ; কুঃ
পৃথিবী তস্তা বলয়স্ত মণ্ডলস্ত আনন্দো আনন্দো যতস্তং, পক্ষে কুবলয়স্ত নীলোৎপলস্তামোদো গন্ধো যত্র তন্; জলনো
বহ্নিঃ, অভিন্নো মন্তঃ পুণ্ডরীকস্তরামায়ণদিগ্‌গজো যত্র তন্; “প্রভিন্নো গর্জিতো মন্তঃ” ইতামরঃ; পক্ষে প্রভিন্নানি বি-
কসিতানি প্রভেদযুক্তানি বা পুণ্ডরীকাণি সিতান্তোজানি যত্র তন্; কুমুদো নৈখাতকোণস্তো দিগ্‌গজস্ত মদেনামোদিতা
মধুকরা যত্র তন্; পক্ষে কুমুদেষু মদামোদিতা মধুকরা যত্র তন্; “ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোহংগনঃ। পুষ্পদন্তঃ

তেমনই এ-বিভাগ ‘কমলাকর-লালিত’ অর্থাৎ জলাশয়দ্বারা সুশোভিত; হরিভক্তজনের জীবন যেমন
নির্দোষ এবং ভক্তিবিশয়া পরমনির্মলা আশায় বদ্ধ তেমনই এ-সব জলাশয়ও নির্দোষ পরমনির্মল জলে পূর্ণ,
আরও বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ যেমন ‘চক্রং’ অর্থাৎ সুদর্শনচক্র ও ‘প্রফুল্লপদ্মং’ অর্থাৎ প্রসন্না লক্ষ্মীদেবীদ্বারা
শোভিত তেমনই এ জলাশয়ও ‘চক্রং’ অর্থাৎ চক্রবাক্যপক্ষী এবং ‘প্রফুল্লপদ্মং’ অর্থাৎ প্রসুটিত পদ্মের দ্বারা
শোভিত; ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবদৌত্যের কাজ যেমন মদমত্ত ধূতরাষ্ট্রপুত্রদ্বারা অবহেলিত তেমনই এই
জলাশয় ‘ধার্ত্তরাষ্ট্র’ অর্থাৎ ধার্ত্তরাষ্ট্র নামক মদালস হংসবিশেষের লীলাস্থল, আধ্যাত্মযোগ যেমন পরম-
হংসের সঙ্করণভূমি তেমনই এই জলাশয় রাজহংসের সঙ্করণস্থল, শ্রীরামায়ণ যেমন সর্বত্র শ্রীরামলক্ষণের
কথায় মুখরিত তেমনই এই জলাশয় অভিরাম ‘লক্ষণ’ অর্থাৎ সারস পক্ষীর কুজনে মুখরিত; শ্রীভগবদ্বশে
যেমন ভূমণ্ডল আনন্দিত তেমনই এই জলাশয়ও নীলোৎপলের গন্ধে আমোদিত, অগ্নিকোণ যেমন পুণ্ডরীক
নামক মন্ত দিগ্‌গজে অলঙ্কৃত তেমনই এই জলাশয় প্রসুটিত শ্বেতকমলে শোভিত, নৈখাতকোণের কুমুদ নামক
দিগ্‌গজের অঙ্কনিস্মৃত মদরসে মধুকর যেমন আমোদিত তেমনই এই জলাশয়ের কুমুদমধুতে মধুকর
আমোদিত, সায়াংসময় যেমন রক্তবর্ণ সন্ধ্যায় শোভিত তেমনই এই জলাশয়ও রক্তকমলে শোভিত—এমনই
সর্বসৌন্দর্যের আধার জলাশয়কে এই বিভাগ বর্গে ধারণ করে আছে।

যুদ্ধারম্ভে যেমন খড়্গা বলসিয়ে উঠে তেমনই এই বিভাগ চন্দ্রের উদয়ে আলোয় বলমল করতে
থাকে; সত্যকাল যেমন সুপ্রসন্ন ধর্মের পূর্ণ প্রকাশভূমি তেমনই এই বিভাগ মদমত্ততায় উচ্ছল যুগের
ক্রীড়াভূমি।

৩৭ । যত্র চ—দুর্জ্জনবচনোক্তপুং: সৃজনা ইব বহিরূপতামনুঃ শীতলতাং দধানা মহাহুদাঃ; যত্র চ—
শ্রীখণ্ডখণ্ডাঙ্গরাগা ইব দিগঙ্গনানাম্, পবনাবধূতসিতসিচয়াঞ্চলখণ্ডা ইব নভোলক্ষ্ম্যাঃ, বিতত্যাতেপে দন্তানীব
কর্তনীয়তুলিকানি পবনকণ্ঠকানাং সিততর-জলদ-শকলানি ॥

৩৮ । যেষাঞ্চ প্রতিবিম্বে তরণিহুহিতুরন্তসি সম্ভূতবিলাস-সন্তারে সতি, তন্ত্যা এব সলিলগতানি
সৈকতাস্তরাণীব, অথবা, ভগবদবগাহন-সৌভাগ্যমিবাসাদয়িতুকামা সুরসরিদেব গর্ভবাসমাসসাদেতি সকলৈ-
রমুমীয়তে ॥

৩৯ । বিকচকমলকহ্লারহল্লকামোদমেহুরঃ, সপুচ্ছদসৌরভদানগন্ধিরস্কিতপুষ্পকয়োহল্লকারিতদিগ-
বলয়ঃ, পবন-মতঙ্গজশ্চ যত্র পরমামোদমাতনোতি ॥

সাদর্ভোমঃ সূপ্রতীকশ্চ দিগ্গজাঃ ॥” ইত্যমরঃ; বিকসন্তী বিরাজন্তী রক্তা সন্ধা যত্র তম্; পক্ষে বিকসন্তি স্ফুটন্তি রক্ত-
সন্ধ্যকানি যত্র তম্, “হল্লকং রক্তসন্ধাকম্” ইত্যমরঃ; সমরো যুদ্ধম্; চন্দ্রহাসঃ খঞ্জাশ্লক্ প্রকাশশ্চ; যেষা ধর্মঃ পুঙ্গবশ্চ ॥

৩৭ । উষ্ণতাং কৃত্রিমকোপং তপ্তবৎ বহিঃ, অন্তঃ শীতলতাং দয়াং শীতবৎ দধানাঃ সৃজনাঃ ইব হুদা যত্র শরদা-
মোদবিভাগে তাঃ। যত্র চ সিততরাগতিস্থেতানি জলদশকলানি মেঘখণ্ডানি শ্রীখণ্ডা চন্দনস্ত খণ্ডভূতা অঙ্গরাগা ইব
উৎপ্রেক্ষান্তে ইত্যর্থঃ। পুনস্তেষামাশময়া-গতং চাঞ্চল্যঞ্চ বিলোকাৎ অথোৎপ্রেক্ষতে। পবনেনাবধূতানাং চালিতানাং
সিতবস্ত্রাণামঞ্চলখণ্ডা ইব আকাশশোভাভূতয়াঃ স্রিয়াঃ; পুনরপি লঘূনামেব তেষাং প্রতিগ্গঃ বিস্তারমালোক্য ততো-
অপ্যনুত্থা উৎপ্রেক্ষতে। কর্তনীয়ানি সূত্রনির্মাণযোগ্যানি তুলিকানি কার্পাসভবানীত্যর্থঃ। অতএব বিতত্যা বিস্তার্য
সূর্য্যতেপে দন্তানি অর্পিতানি তানি পবনকণ্ঠকানামিতি, অতএব পবনেন পিত্তা শোষণার্থমাতপে স্বয়মেব চালা-
মানানীত্যর্থঃ ॥

৩৮ । যেষাং সিতমেঘখণ্ডানাং প্রতিবিম্বে; কুত্র? তরণিহুহিতুর্যমুনায়া অন্তসি, তন্ত্যা এব সৈকতাস্তরাণি
বালুকাময়পুলিনাস্তরাণীব লক্ষ্যান্তে ইত্যর্থঃ; “সৈকতং সিকতাময়ম্” ইত্যমরঃ। মেঘখণ্ডানাং চাঞ্চল্যাং প্রতিবিধানামপি
প্রবাহবচ্চাঞ্চল্যমালোক্য অত্থোৎপ্রেক্ষতে—অথবেতি। আসাদয়িতুকামা প্রাপ্তুকামা সুরসরিদগঙ্গা গর্ভবাসং
যমুনায়া গর্ভে বাসম্ ॥

৩৭ । এই বিভাগ দুর্জনবচনে উক্তপু সৃজনের মতো বাইরে উষ্ণ ভিতরে শীতল মহাহুদাশ্রেণীতে
শোভন, আরও দিগঙ্গনাদের অঙ্গের স্থানে স্থানে লিপিত চন্দনরাগের মতো, নভোশোভারূপা রমনীর
অঙ্গের চঞ্চল শ্বেত বস্ত্রখণ্ডের মতো, পবনকণ্ঠাগণের সূতা কাটার যোগ্য-রোদে বিছানো পের্জাতুলার
মতো অতি শুভ্র হাল্কা মেঘখণ্ডে শোভন।

৩৮ । যমুনাতে এ শুভ্র মেঘখণ্ডের প্রতিবিম্ব পরিপূর্ণ বিলাসপরাম্পরা সৃজন করেছে, মনে হচ্ছে
যেন যমুনামধ্যগত অথ কোনও এক শুভ্র বালুকাময় পুলিনই বিরাজমান রয়েছে, অথবা ভগবদবগাহন-
সৌভাগ্য লাভের জন্তু গঙ্গাই যেন যমুনাগর্ভবাস স্বীকার করে নিয়েছে—সকলেরইতো এইরূপ অনুমান হচ্ছে।

৩৯ ॥ প্রস্ফুটিত কমল-কহ্লার-হল্লকের গন্ধের স্নিগ্ধতা, ছাতিন বৃক্ষের মদগন্ধি সৌরভে আকুল
ভ্রমরের কৃষ্ণবর্ণে অলঙ্কারিত দিগ্গমগুল, এবং পবনরূপ গজ—এ-তিন অপূর্ব গন্ধে ও আনন্দে এ-বিভাগের
চতুর্দিক ভরিয়ে তুলেছে।

৪০ । কুজৎসারসকাঞ্চিকা মৃদুদৎকাদম্বপাদাঙ্গদা
চক্রাহবস্তনমণ্ডলা দরদলদ্রাজীবকোষাননা ॥
নীলাস্তোরহলোচনা মধুকরশ্রেণীভ্রমদ্রলতা
যত্রাভাতি পরাগরঞ্জিবসনা মূর্তেব দেবী শরৎ ॥

৪১ । কিঞ্চ, যা কিল দেবহুতিরিব কর্দমে প্রস্থিতে কপিলাস্তনিরীক্ষণক্ষণা ।
কিঞ্চ, স্থলকমলবনাত্তঃ কোম্মং যস্ত তল্লং, বিমলবহুলতারং ব্যোম মুক্তাবিতানম্ ।
বিকসিতচলকাশাশচামরাণাং সমূহঃ, স ঋতুরতুলকান্তির্যত্র রাজেব রেজে ॥

৪২ । কিঞ্চ,
অত্যাঙ্কুষ্ঠা ইব হরিদিভৈর্বে,মবৃক্ষস্ত শাখাঃ প্রত্যাক্রান্তা ইব জলধৈরৈর্নম্রতাং যাঃ সমীযুঃ ।
দূরং যাতাঃ কিমিব হরিতস্তৈর্বিমুক্তা ইহেথং, বর্ষাহর্ষাং ক্ষণমুপগতা যত্র তদ্বস্তু তর্কম্ ॥

৩৯ । বিকচানাং কমলাদীনাংমোদৈর্গন্ধৈর্মধুরঃ; “সাল্লম্বিক্সস্ত মেধুরঃ” ইত্যমরঃ; সপ্তচ্ছদঃ—ছাতিন ইতি
গৌড়ে, সনপন ইতি পাশ্চাত্যেযু খ্যাতো রক্ষস্তস্ত সৌরভেণ দানগন্ধির্মদগন্ধি; “হস্তিনাং মদো দানম্” ইত্যমরঃ। অত-
এব অঙ্কিতা ব্যাকুলীকৃতাঃ পুষ্পঙ্কয়া ভ্রমরা যেন সং; (পা০ ৩২।২২) “নাসিকা-স্তনয়োদ্ধাধেটোঃ”; (পা০ ৩২।৩০)
“নাড়ীমুঠ্যোশ্চ” ইতি যোগবিভাগাং ঋশ্ প্রত্যয়ঃ; “উম্মীল্লিঙ্গকান্তিকৈতকসমাকৃষ্টাক্ষপুষ্পঙ্কয়ঃ” ইতি কবিকল্পলতা;
পরমমোদং গন্ধমানন্দঞ্চ ॥

৪০ । কাদম্বঃ কলহংসঃ, দর ঈশং, দলন্ প্রফুটন্, রাজীবকোষ এবাননং যন্তাঃ সা; পরাগ এব রঞ্জি দ্রষ্ট
রঞ্জকং বসনং যন্তাঃ সা ॥

৪১ । যা শরৎ কর্দমে শ্রীকপিলদেবপিতরি পক্ষে চ, প্রস্থিতে প্রব্রজিতে সতি, পক্ষে গতে নষ্টে সতীত্যর্থঃ;
কপিলস্ত স্বপুত্রস্ত পক্ষে সঞ্চরন্তীনাং কপিলানাম্; আশ্তনিরীক্ষণে মুখদর্শনে উৎসবো যন্তাঃ; পক্ষে সময়বিশেষো

৪০ । কুজনরত সারস যার কটিটটের কাঞ্চি, মৃদুগুজনরত কলহংস যার পায়ের নুপুর, চক্রবাক
যার স্তনমণ্ডল, ঈষৎ বিকসিত কমল যার মুখচন্দ্র, নীলকমল যার ছুটি নয়ন, চঞ্চল ভ্রমর যার দ্রলতা,
এবং পুষ্পরেণু যার সর্বজন-নয়নরঞ্জনী বসন সেই দেবী শরৎ যেন মূর্তিমতী হয়েই শোভা পাচ্ছে এই
বিভাগে ।

৪১ । আরও, কর্দমস্থায়ি দেবহুতিকে ছেড়ে চলে গেলে দেবহুতি যেমন পুত্র কপিলদেবের মুখ
নিরীক্ষণ করে আনন্দ পেতেন তেমনই বর্ষার কর্দম শুকিয়ে গেলে এই বিভাগ কপিলাগাতীর মুখ
দর্শনোৎসবে আনন্দ পায় ।

আরও, স্থলকমলবনের মাঝখানে যার পুষ্পশয্যা, নির্মল নক্ষত্ররাজিতে খচিত আকাশ যার
মুক্তাময়ী চন্দ্রাতপ, বিকসিত চঞ্চল কাশপুষ্প যার চামরশ্রেণী সেই অতুল কান্তিময়ী ঋতু এই বিভাগে
রাজার মত শোভা পাচ্ছে ।

৪২ । আরও, (বর্ষাহর্ষ-প্রদেশ থেকে শরদামোদ বিভাগে আগতজন এইরূপ বিচারপরায়ণ হয়ে

৪৩। অথ তৃতীয়োহপি যত্র ভীম ইব মহাসহা মোদমেছুরঃ, অর্জুন ইব মধুসূদনপ্রিয়সহচরঃ
মহেশ ইব অনুগতবাণঃ, কৈলাস ইব সহাবলোদ্ধঃ, শ্রীভাগবতগ্রন্থ ইব মধুর-সুকোদিতঃ, আয়ুর্বেদ ইব

যস্তা সা; “কালবিশেষোৎসবয়োঃ ক্ষণঃ” ইত্যমরঃ। স ঋতুর্ষত্র বিভাগে রাজা ইব রেজে, দীপ্তি চকার। কোমুং
পতিত-কুসুম-দলময়ম্, মুক্তাবিতানং মুক্তাময়শ্চক্রাতপঃ; বিকসিতাঃ পবনেন চলাঃ কাশাঃ কাশ-পুষ্পাণি॥

৪২। বর্ষাহর্ষাৎ প্রদেশাদ্যত্র শরদামোদে উপগতা জনা ইথমেবং তর্কম্, উহং তদ্বন্তি; বর্ষাহর্ষে আকাশস্ত
সর্বতো মেঘাবৃত্তাদ্দিশাং নিকটবর্তিত্বং হস্তপ্রাপ্যামিব মত্ৰা শরদামোদে তু তদভাবাদ্দিশাং দূরবর্তিত্বং লোচনাত্যাম-
প্যগমাং পরামুশ্য এবমুৎপ্রেক্ষান্ত ইত্যর্থঃ। ব্যোম এব বৃক্ষস্তস্ত শাখা হরিদির্ভৈর্দিগ্গজৈরত্যাকৃষ্টা ইব, অত্যন্তমাকৃষ্ট
অধঃপাতিতা ইবেত্যর্থঃ। যাঃ শাখা জলধরৈর্মেষুস্তেয়াং সাহায্য-কারিভিরিব প্রত্যাক্রান্তা উপরি আকৃষ্ট আক্রান্তা
ইব নত্ৰতাং সমীযুঃ প্রাপ্তাঃ। ইহ শরদামোদে তু হরিতস্তা দিশঃ, কিমিব দূরং যাতাঃ, অত স্তদীয়ৈহঁস্তিভির্ব্যোমবৃক্ষস্ত
শাখা নাকৃষ্টন্তে ইতি ভাবঃ। তত্র কারণমিব তর্কয়ন্তো বিশিঃযন্তি—তৈর্জলধরৈবিমুক্তা ইতি তচ্ছাখাক্রমণার্থং তত্পরি
মেষৈরত্র নাকৃষ্টন্তে, অতঃ সাহায্যাত্যাবাং স্বীয়গজানামভিদূরস্থশাখাকর্ষণশক্তেনিহুতা ইত্যনুমীয়তে ইতি ভাবঃ॥

৪৩। যত্র বিভাগেষু তৃতীয়ো হেমন্তসন্তোষঃ। মহং সতো বলং যস্ত সঃ, মোদেন হর্ষণে মেছুরঃ স্নিগ্ধ ইতি
পদদ্বয়ম্, পক্ষে মহাসহা পুষ্পবিশেষবাচী টাবন্তঃ; “অগ্নানস্ত মহাসহা” ইত্যমরঃ; মধুসূদনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, পক্ষে মধুসূদনানাং
ভ্রমরাণাং প্রিয়ঃ সহচরঃ পীতবিকটী যত্র সঃ; “ইন্দ্রিন্দ্রিশ্চক্ষুরীকো রোলম্বো মধুসূদনঃ” ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ; “পীতা
কুরুটকো বিকটী তস্মিন্ সহচরী দ্বয়োঃ” ইত্যমরঃ; বাণো বলিপুত্রঃ, পক্ষে নীলবিকটী, “নীলা বিকটী দ্বয়োবাণা”
ইত্যমরঃ; অবলয়া ভার্য্যা দুর্গয়া সহ বর্তমানঃ উঃ শত্ৰুস্তং ধরতীতি সগাবলোদ্ধঃ; পক্ষে হাব উল্লাসকো ভাববিশেষঃ,
সহাবো লোদ্ধবৃক্ষো যত্র সঃ; মধুরচাসৌ শুকাবাসপুত্রাহুদিত উদয়ং প্রাপ্তশ্চেতি স তথা, পক্ষে মধুরং

থাকে,—বর্ষাহর্ষে আকাশের চতুর্দিক মেঘে আচ্ছন্ন থাকতে দিগ্গমগুল এত কাছে এসে গিয়েছিল যেন
হাতেই ধরা যায়, কিন্তু শরদামোদে মেঘের অভাবে দিগ্গমগুল যেন দূরে চলে গিয়েছে, চোখেও দেখা
যাচ্ছে না—এইরূপ বিচার করে উৎপ্রেক্ষা করছেন)

বর্ষাহর্ষ বিভাগে দিগ্গজ-বন্ধু মেঘ উপরে উঠে আকাশরূপিণী বৃক্ষশাখাকে আক্রমণ করে যেন
নীচে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল, আর সুবিধাবুঝে দিগ্গজ তাকে জোর আকর্ষণে অধঃপাতিত করে দিয়েছিল,
কিন্তু এই শরদামোদে মেঘমুক্ত-আকাশরূপিণী বৃক্ষশাখা যেন ঐ দিগ্গজ থেকে দূরে চলে গিয়েছে, ঐ
দিগ্গজগণ ওকে আর আকর্ষণ করতে পারছে না—এই বিভাগে এইরূপ তর্কের উদয় হচ্ছে।

হেমন্তসন্তোষ বিভাগ :

৪৩। ভীম যেমন ‘মহাসহা’ অর্থাৎ মহাবলবান এবং ‘মোদমেছুরঃ’ অর্থাৎ আনন্দ-স্নিগ্ধ তেমনি
এই বিভাগ ‘মহাসহা’ অর্থাৎ মহাসহা পুষ্পের ‘মোদমেছুরঃ’ অর্থাৎ গন্ধে স্নিগ্ধ, অর্জুন যেমন ‘মধুসূদন-
প্রিয়’ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ‘সহচরঃ’ সহচর তেমনি এ ‘মধুসূদন প্রিয়ঃ’ অর্থাৎ ভ্রমর প্রিয় ‘সহচরঃ’
অর্থাৎ পীতবিকটীতে শোভিত, মহেশ যেমন ‘অনুগতবাণঃ’ অর্থাৎ বলিপুত্র বাণের আশ্রয় তেমনি এ
‘অনুগতবাণঃ’ অর্থাৎ নীলবিকটী পুষ্পের আশ্রয়ভূমি, কৈলাসপর্বত যেমন ‘সহাবলোদ্ধঃ’ অর্থাৎ পার্বতীসহ
শত্ৰুকে ধারণ করে আছে তেমনি এ ‘সহাবলোদ্ধঃ’ অর্থাৎ উল্লসিত লোদ্ধ বৃক্ষকে ধারণ করে আছে,

প্রবীণহারীতঃ, সাধুসঙ্গ ইব সদামদলাবঃ, ভগবদুপাসক ইব ক্রমশীতলীভবজীবনঃ, অহরহরূপচায়মান-
দোষোহপি নির্দোষঃ, পদ্মিনী-গ্লানিকরোহপি ক্ষণদা-দৈর্ঘ্যেণ পদ্মিনী-মহোৎসবকরঃ স খলু হেমন্তসন্তোষো
নাম ॥

৪৪ । যত্র নবদিনকরকিরণপরামর্শোন্মুখজনমনাংসি দিবসমুখানি, অভিনবারুণকিরণ-নিকর-
নিপাতধিষণতয়া হরিণরমণীভিঃ ক্ষণমুপসেব্যন্তে কুরুবিন্দমণিময়-ধরণিতলানি, নোপগম্যন্তে চ হিমকরকিরণ-
নিকরধিয়া স্ফটিকমণিশিলাবিলাসবীথয়ঃ; কিং বহুনা? শীতভীতেনেব ভগবতা কিরণমালিনহপি দহন-
দিগুপকণ্ঠ এব সোংকণ্ঠমালম্ব্যতে ॥

৪৫ । নবনবাস্কুরনিকরাকারকিরণকন্দলেষু মরকত-মণিবীথিপরিসরেষু সচকিতমভিতোহভিতো

শুকানামুদিতং কৃজিতং যত্র সঃ; হারীতস্তচ্ছাত্রপ্রবর্তকো মুনিঃ, পক্ষে হরিভাল ইতি খ্যাতঃ পক্ষিবিশেষঃ;
মদমহ্কারং লুনাতিতি সঃ, পক্ষে সতত-মদযুক্তো লাবঃ পক্ষিবিশেষো যত্র সঃ; ক্রমেণোত্তরোত্তরপ্রাপ্যমাণাধিক্যেন
ভজনেন শীতেন চ শীতলীভবন্তি জীবনানি জীবিতানি জলানি চ যন্ত যত্র চ সঃ; অহরহঃ প্রতিদিনমুপচায়মানা
বর্ধমানা দোষা রজনী যেন সঃ; টাবস্তো দোষাশঙ্কোহনব্যয়োহপ্যস্তি;—“ততঃ কথাভিঃ সমতীত্য দোষা-, যাক্ষ
মৈতৈঃ সহ পুষ্পকন্তু” ইতি ভট্টপ্রযোগাৎ, “প্রারম্ভো দোষায়াঃ প্রদোষঃ” ইত্যমর-টীকাস্থ প্রদোষণব্যাখ্যানাচ্চ।
পদ্মিতঃ কমলস্তম্বাঃ, ক্ষণদা রাত্রিঃ পদ্মিতঃ সল্লক্ষণবত্যঃ স্ত্রিয়শ্চ ॥

৪৬ । দিবসমুখানি প্রভাতানি; অভিনবানামরুণশ্চ সূর্যশ্চ কিরণানাং নিপাতে ধিষণা নিশ্চয়বতী বুদ্ধির্বাসাং
তাসাং ভাবস্ততা তয়া হেতুনা উপসেব্যন্তে শীতত্রাণার্থমিত্যর্থঃ। স্ফটিকমণিময়ীনাং শিলানাং বিলাসো যাস্থ তথাভূতা
বীথয়ো ভূমিপ্রদেশাঃ পঙ্ক্তয়ো বা, উপকণ্ঠো নিকটদেশঃ, কণ্ঠস্থ সমীপমুপকণ্ঠং তস্মিন্মিতি সপ্তম্যন্ততয়া ব্যাখ্যানে
ভগবতাপি পরদারকণ্ঠে সোংকণ্ঠমালম্ব্যত ইতি দ্বিতীয়োহপি বিরোধো জ্ঞেয়ঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ যেমন ‘মধুর-শুকোদিতঃ’ মধুর এবং শ্রীব্যাসপুত্র শুকদেব কীর্তিত তেমনই এ ‘মধুর-
শুকোদিতঃ’ অর্থাৎ শুকপক্ষীর মধুর নিনাদে মুখরিত, আয়ুর্বেদ যেমন ‘প্রবীণহারিত’ অর্থাৎ প্রবীণ
হারিত মুনি প্রবর্তিত তেমনই এ ‘প্রবীণহারিতঃ’ অর্থাৎ প্রবীণ হরিভাল পক্ষীসমন্বিত, সাধুসঙ্গ যেমন সদা
‘মদলাবঃ’ অর্থাৎ অহঙ্কার দূর করে তেমনই এ সদা ‘মদলাবঃ’ অর্থাৎ আনন্দিত লাবপক্ষীসমন্বিত,
ভগবদুপাসক যেমন ভজন প্রভাবে ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসে তেমনই এর জল শীতের মুহূর্তপক্ষেপে ক্রমশঃ
শীতল হয়ে আসে, এই বিভাগের রজনী প্রতিদিন বর্ধমানা হলেও এ নির্দোষ, এই বিভাগ ‘পদ্মিনী’
অর্থাৎ কমলের গ্লানিকর হয়েও রাত্রির দৈর্ঘ্যতার কারণ ‘পদ্মিনী’ অর্থাৎ সল্লক্ষণবতী স্ত্রীদের মহোৎসবকর।

৪৪ । এই বিভাগে বালসূর্যকিরণ-স্পর্শোন্মুখ জনমাত্র ক্ষণকাল প্রভাতের উপভোগ করেন, হরিণ-
রমণীগণ অভিনব অরুণ কিরণজালের সম্পাতবুদ্ধিতে লাল পদ্মরাগমণিময় ধরণিতলকে ক্ষণকাল আনন্দে
সেবন করে, বিস্তৃত চন্দ্রকিরণজালের সম্পাতবুদ্ধিতে শুভ্র স্ফটিকমণিশিলা বিলাসভূমিতে যায় না, বেশী
আর বলবার কি আছে—শীতভাবে ভীত সূর্যভগবানও অগ্নিকোণের কণ্ঠকেই অবলম্বন করে থাকেন।

৪৫ । এই বিভাগের নব নব যবাস্কুরাকার কিরণমালা বিকরণকারী মরকতমণিপ্রদেশে চমরারমণীগণ

নিরীক্ষমাণাশ্চমূরুরমণ্যো যবাকুরধিষৈব চরন্ত্যো নিরবধি ব্রজচমূরুনয়না-নয়নচমৎকারং কারয়ন্তে ॥

৪৬ । যত্র চ—

ক্রমাদ্তানোরুখা হ্রসতি হিমযোগেন মহতা, বলন্তে বক্ষোজদ্বয়পরিসরেষুবিভবাঃ ।

ক্রমাদৈর্দ্যং রাড্রেভতি হ্রসিমা বাম্যরহসো, বধূনাং শীতার্ভপ্রিয়তমপরিষঙ্গনবিধৌ ॥

৪৭ । কুরুবককুসুমানি কেশপাশে-বলককুলেষু বহন্তি লোপুধূলীঃ ।

স্রজমূরসি মহাসহাপ্রসূনৈ-ব্রজসুদৃশো ন মণীন্দ্রমণ্ডনানি ॥

৪৮ । কালীয়কালেপনমঙ্গরাগে, লীলাগৃহে কেবলধূপধূমঃ ।

তাম্বুলমেলাদি-কটুপ্রয়োগং, নোষেতরো যত্র গুণো গুণায় ॥

৪৯ । অথ চতুর্থোইপি যত্র সুহৃৎসমাগম ইব সমুল্লসিত-বন্ধুজীবঃ, বিশ্বকর্ম্মেব কুন্দারোপিত-

৪৫ । কন্দলং সমূহঃ ; “কন্দলস্ত সমূহে স্তা হ্রপরাগে নবাকুরে” ইতি বিশ্বঃ ; সচকিতমভিতোহভিতঃ কর্ধকা অত্র সন্তি ন বা সন্তীতি নিরীক্ষমাণাশ্চমূরবো মৃগবিশেষান্তেষাং রমণাঃ ॥

৪৬ । বাম্যরহসো বাম্যসুরতন্তু ; “রহোহতিগুহে সুরতে চ” ইতি বিশ্বঃ ; হ্রসিমা হ্রদত্মা, “প্রে হ্রে বা” ইতি তিকারস্ত সংযোগপূর্ব্বস্তাপি লঘুত্বম্ ; প্রিয়তমেতি প্রেমিবাত্র হেতুরিতি ব্যজ্যতে ॥

৪৭ । “অল্লানস্ত মহাসহা তত্র শোণে কুরুবকঃ” ইত্যমরঃ ; ন মণীন্দ্রেতি তেষাং শৈত্যাৎ ॥

৪৮ । কালীয়কং কলম্বক ইতি খ্যাতম্, উষেতরঃ শীতো গুণো যত্র, ন গুণায়, কিন্তু দোষায়ৈব ॥

৪৯ । চতুর্থঃ শিশিরসুখাকরঃ ; বন্ধুনাং জীব আত্মা, পক্ষে বন্ধুজীবঃ ‘দোপহরিয়া’ ইতি খ্যাতঃ পুষ্পবিশেষঃ ; স্বহিতুঃ সংজ্ঞায়াঃ কঠোরতন্তেজঃসংশ্লেষদ্বন্দ্ব্যাকরণায় কুন্দে চক্রভ্রমৌ আরোপিতঃ প্রভাকরঃ সূর্যো যেম, পক্ষে কুন্দ-

সচকিতভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে যবাকুরবুদ্ধিতে ওখানে চরে বেড়াতে বেড়াতে মৃগনয়না ব্রজসুন্দরীদের নয়নচমৎকারকারী হয়েছে ।

৪৬ । এই বিভাগে হিমের ভাব খুব বেশী বল করতে থাকলে সূর্যতাপ কমে যেতে লাগল, আর এদিকে রমণীদের স্তনযুগলপ্রদেশের তাপমাত্রা বেড়ে উঠতে লাগল, রাত্রি ক্রমশঃ দীর্ঘ হতে লাগল, আর বধুগণের শীতার্ভ প্রিয়তম-আলিঙ্গনবিধিতে বাম্যসুরতলীলা কমে যেতে লাগল ।

৪৭ । এই বিভাগে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রেষ্ঠ মণিমুক্তার আভূষণ পড়ে না—তারা পড়ে কেশপাশে কুরুবক কুসুম, চূর্ণকুতলে মাখিয়ে দেয় লোপুধেণু, আর বক্ষোপরি ছলিয়ে দেয় মহাসহা পুষ্পের মালা ।

৪৮ । তারা অঙ্গরাগে কেশরের আলেপন, লীলাগৃহে কেবল ধূপধূম, আর তাম্বুলে তেজস্কর মশলার প্রয়োগ করেন ; ঠাণ্ডা কোন বস্তু গুণকারক বলে নয়, দোষ বলেই বিবেচিত হয় তাঁদের কাছে ।

শিশিরসুখাকর বিভাগ :

৪৯ । সুহৃৎসমাগমে যেমন ‘সমুল্লসিত বন্ধুজীবঃ’ অর্থাৎ বন্ধুর আত্মা সমুল্লসিত হয়ে উঠে তেমনই এই বিভাগে ‘সমুল্লসিত বন্ধুজীবঃ’ অর্থাৎ ছপহরিয়া পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে, বিশ্বকর্ম্মা যেমন ‘কুন্দারোপিত

প্রভাকরঃ, ভগবদৈকুণ্ঠনাথ ইব সর্বদা নবদমনবঃ, মহাবর্ষাগম ইব সমুদ্রসিত-মরুবকামোদঃ, মুনিসমাজ ইব প্রমুদিত-ভারদ্বাজঃ, লঙ্কাসমর ইব ক্রমশো বর্দ্ধমান-মানবাসরঃ, দয়িতপদ্মিনীবিয়োগনির্ব্বল্লভয়েব কৃতো-ত্তরাপথপ্রয়াণেন সকলজনোপসেবিত-পাদেন কিরণমালিনা বিরোচমানঃ শিশিরস্থাকরো নাম ॥

৫০ । যত্র অন্তর্ভবমানমণিগণকিরণবন্দলৈরিব জলতঃ সমুদিতৈর্ধূমায়মানৈর্জলবাপ্পৈরলঙ্কিত-জলানি সরিংসরসী-পঞ্চল-বনানি ধূমায়মিত-বহ্নিমত্তয়েব ঝটিত্যানাসেবমানাভিরিগতরুগীভিঃ সচকিতমীক্ষ্য-মাণানি বাসরমুখানি, যবসশিখর-সমুদীর্ণবিমলমৌক্তিক-জালধিয়া নিশা-নিঃশুন্দি-তুহিনকণপটলানি ভগবতা বিভাবস্মনাপি নিজকোমলকরাগ্রেণ হ্রিয়মাণানি যত্র দিবসমুখেষু মুহূর্ত্তাদেব বিরলায়ন্তে ॥

পুষ্পে আরোপিতাং সমাগ্ জনিতাং প্রভাং কাস্ত্বং করোতীতি স তথা ; “কুন্দশক্রভ্রমো মাঘো” ইতি বিষ্ণুঃ ; সর্বেষাং দানবানাং দমনং যস্মাং সঃ, পক্ষে সর্বদা নবানি দমনকানি ‘দোনা’ ইতি ব্যাভানি যত্র সঃ ; সম্যগ্ভ্রাসিতো মরুভূমা-বপি বকানাং হর্ষো যেন সঃ ; পক্ষে মরুবকস্ত পুষ্পবিশেষস্ত্র্যামোদঃ ; “ভবেয়মরুবকঃ পুষ্পভিচ্ছল্যক্রফণিজ্জ্বকে” ইতি মেদিনী ; ভারদ্বাজো ভারদ্বাজবংশঃ, পক্ষে ভারদ্বাজপক্ষিসমূহঃ ; “ব্যাভ্রাটঃ ভ্রাত্তরদ্বাজঃ” ইত্যমরঃ ; লঙ্কায়ং সমরো যুদ্ধং মানবো মনুবংশোদ্ভবো রাঘবশ্চ ; আসরো রাক্ষসশ্চ, ‘ক্রব্যাদোহতপ আসরঃ’ ইত্যমরঃ ; ক্রমশো বর্দ্ধমানো তে যত্র সঃ, পক্ষে বর্দ্ধমানং মানং পরিমাণং যেষাং তথাভূতা বাসরা দিবসা যত্র সঃ ; দয়িতা পদ্মিত্বেব দয়িতা পদ্মিনী সল্লক্ষণবতী স্ত্রী তস্তা বিয়োগেন নির্বিগ্নতা ‘কিমতঃ পরং গাহস্থ্যাপ্রমেণ’ ইতি নির্বেদস্তয়া হেতুনেব কৃতমুত্তরাপথে বৈরাগ্যার্থমিব প্রয়াণং যেন তেন, ততশ্চ সকলজর্নৈরুপসেবিতা নিজনিজ-পাবিত্র্যার্থমিব পাদাঃ শীতনিবর্তককিরণা এবাঙ্গুয়ো যন্ত তেন কিরণমালিনা সূর্যেণ ॥

৫০ । সরিদাদীন ঝটিতি শীঘ্রম্, ন আ সম্যক্ সেবমানাভিঃ ; কৃতঃ ? ধূমৈরহুমিতো বহ্নিস্তদন্তয়া অলঙ্কিত-জলহাং সরিদাদীণেব বনানি বিতর্ক্য ‘এতানি বহ্নিস্তি ধূমভ্যঃ’ ইত্যেবমুচ্যয়েত্যর্থঃ । ঝটিতীত্যনেন পূর্ব-পূর্ব-সঞ্চারে

প্রভাকরঃ’ অর্থাৎ সূর্যকে কুন্দোপরি চাপিয়ে ঘোরাচ্ছেন তেমনই এতে ‘কুন্দারোপিত প্রভাকরঃ’ অর্থাৎ কুন্দপুষ্প অতি উজ্জল কাহিতে ভরে উঠে, ত্রীবৈকুণ্ঠনাথ যেমন ‘সর্বদানব-দমনক’ অর্থাৎ সর্বদানব দমন-কারী তেমনই এ ‘সর্বদা-নবদমনকঃ’ অর্থাৎ সর্বদা নব দমনক পুষ্পে শোভিত, প্রবল বর্ষার আগমন যেমন ‘মরুবকামোদঃ’ অর্থাৎ মরুভূমিতেও বক পক্ষীর আনন্দ উচ্ছলিত করে তোলে তেমনই এতে ‘মরুবকামোদঃ’ অর্থাৎ মরুবক পুষ্প সৌন্দর্যে সৌরভে উচ্ছলিত হয়ে উঠে, লঙ্কায়ুদ্ধ যেমন ক্রমবর্দ্ধমান ‘মানবাসরঃ’ অর্থাৎ মনুবংশজাত ভগবান্ ত্রীরামচন্দ্র এবং রাক্ষস রাবনে অলঙ্কৃত তেমনই এ ‘মানবাসরঃ’ অর্থাৎ ক্রমবর্দ্ধ-মান দিনের দ্বারা উজ্জলীকৃত, দয়িতা পদ্মিনীর বিয়োগে বৈরাগ্যদশা প্রাপ্ত হয়েই যেন উত্তরায়ণপথে প্রয়াত এবং সকল জনের দ্বারা উপসেবিত শীতনিবর্তক কিরণসমম্বিত সূর্যদেবের দ্বারা উজ্জলীকৃত এই বিভাগ ।

৫০ । এই বিভাগে জলগর্ভস্থ মণির কিরণমালার মতো জল থেকে সমুদিত ধূমায়মান জলবাপ্পে নদী-বিল-সরোবরের জল এবং বনশ্রেণী অলঙ্কিত হয়ে পড়লে ধূম দেখে বহ্নির অনুমানে হরিণতরুগীগণ ঝটিতি ও-সব সেবন করতে না গিয়ে সচকিতভাবে প্রভাত-সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে দেখতে থাকে, আর এদিকে নিশানিসৃতঃ বিন্দু বিন্দু তুষারকণশ্রেণীকে ঘাসের মাথায় তেজে বিকসিত বিমল মৌক্তিকচয় মনে করে ভগবান্ সূর্যদেব নিজ কোমল করাগ্রে ওকে হরণ করতে থাকলে ঐ প্রাতঃকালে মুহূর্ত্তেই ও মিলিয়ে যায় ।

৫১ । ঘনতর-দলনিকর-বিস্তারতয়া নিরস্তহিমনিপাত-চটুলবিটপি-নিকরতলমধ্যমধ্যাস্ত মস্তুর-মভাস্তমানরোমম্ভমধুরেরতীতশীতভীতিভিরভিতঃ কৃষ্ণসারনিকুরশ্বেরতিরমণীয়াশ্চ যত্র বাসরাস্তাঃ, পরিতপ্তায়ঃ-পিওপ্রকাণ্ডসদৃশতরণিবিশ্ববিনিপাত-জলধিজলোদভূতবাপ্পিরিব তুহিনকণৈর্মলীমসেভ্যো দিশাং মুখেভ্যঃ স্বস্বনিবাসোসুখমুখর-খগনিকরবিতত-নভস্তলানি নিশামুখানি, পরিতশ্চ বিনমদতিঘনকিসলয়নিকরসমাসঙ্গ-সঙ্গতোম্বকুলায়কুলকল্লস্থলবিশেষকৃতসুখশয়নানাং খগমিথুনানাং নিকুজস্তিমিতৈস্তরুভিরতিরম্যাঃ শীতভিয়া চকোরৈরপানভিসেব্যমান-শশধরকান্তিকন্দলীকাঃ ক্ষণদাঃ ॥

৫২ । কিঞ্চ গাঢ়ালিঙ্গনরঙ্গমেব শয়নং মানোহপমানং গতো
দীর্ঘেব প্রিয়সংকথা ন রজনী ক্ষীণেতি নিদ্রাহগ্রহঃ ।

৩ত্র জলস্ত দৃষ্টচরত্মরগাং সন্দেহেন বিশেষতো নিভালনার্থং বাসরমুখানি প্রভাতানি বীক্ষ্যামানি প্রকাশ্যাজ্জয়েত্যর্থঃ । 'যবসানাং তৃণানাং শিখরেষু সমুদীর্ণানি বিমলানি মৌক্তিকজ্বালাহেব এতানি, ইতি ধিয়া নিশায়াং নিঃশব্দিতুং শীলং যেষাং তানি হিমকণবৃন্দানি ভগবতাপি বিভাবস্তনা সূর্যেণাপি, স্লেষণে ধনবতাপি ; বিভেতানেন প্রকাশবস্ত্বাং সম্যক্ত-নিভালয়িতুং শক্নুবতাপি করাঃ কিরণা এব করাস্তদগ্রেণ নিজেতাতিলোভান্নাপ্যত্বায়েত্যর্থঃ । কুত এতবদসীয়েত ? তত্রাহ—যজ্ঞেতি, দিবসমুপেধেব, রাজ্যে তু সম্যক স্থিতানীত্যর্থঃ । মুহূর্তাদেবেতি তত্রাপি চৌর্যাকর্মণি দক্ষতেতি ভাবঃ ॥

৫১ । ঘনতরা অতিনিবিড়া দলনিকরা যত্র যথাভূতো বিস্তারো যেষাং তদ্বাবেন হেতুনা নিরস্তো তিমানাং নিপাতস্তেন চটুলাঃ শ্লাঘনীয়ী বিটপিনিকরা বৃক্ষসমূহাস্তেষাং তলমধ্যমধ্যাস্ত তত্রোপবিশ্ত মস্তুরং যথা স্মৃততথা অভাস্তমানেন রোমস্থেন মধুরৈর্দর্শনীয়ৈরিত্যর্থঃ ; “চটুলঃ স্তন্দরে চলে” ইতি ধরদিঃ ; নিগীর্ণঘাসাদীনং পুনঃ সম্যক চর্চণং রোমস্থঃ ; পরিতপ্তময়ঃপিওপ্রকাণ্ডং শ্রেষ্ঠলোহপিওম্ ; “প্রকাণ্ডমুদ্বতল্লজো প্রশস্তবাচকানি” ইত্যমরঃ ; প্রশংসাবচনৈশ্চেতি সমাসঃ ; তৎসদৃশস্ত তরণিবিশ্বস্ত সূর্যমণ্ডলস্ত নিপাতেনৈব হেতুনা জলধিজলোভ্য উদ্বৃত্তৈর্গাপ্পিকুরশ্বভিরিব উৎপ্রেক্ষ্যমাণৈর্মহিম-কণৈঃ, স্ব-স্ব-নিবাসান্ প্রতি উন্মুখমুখৈরস্তদাগমনকালে কুজ্জিঃ খগনিকরৈর্বাপ্তং নভস্তলং যেষু তানি ; বিশেষণ-নমতামতিনিবিড়ানাং কিসলয়নিকরাণাং সমাসঙ্গেন হেতুনা সঙ্গতঃ প্রাপ্ত উগ্না যত্র তথাভূতঃ কুলায়কুলকল্লো নীড়সমূহ-সদৃশঃ স্থলবিশেষস্তত্র কৃতং স্তথেন শয়নং যেষুেষাং খগমিথুনানাম্ ; “ঔপূর্সো মিথুনম্” ইত্যমরঃ । নিকুজং শীত-নিবর্তকোম্বস্থখালুভবেন কুজনাতাবঃ, নির্মক্ষিকমিতিবৎ সমাসঃ : তেন হেতুনা তৎস্বখজ্ঞাপনোৎসাহানন্দরসেন স্তিমিতৈ-

৫১ । এই বিভাগে বৃক্ষপত্রের অতি নিবিড়তায় যেখানে শিশির পড়া বন্ধ হয়েছে সেই স্তম্ভের বৃক্ষশ্রেণীর তলদেশে পা মেলে শুয়ে ধীরে ধীরে মধুর মধুর রোমস্থনরত শীতভয়রহিত কৃষ্ণসারসমূহে চতুর্দিক অতি রমণীয় হয়ে থাকে সায়াংকাল, ‘প্রকাণ্ড জলন্ত লোহপিও সদৃশ সূর্যমণ্ডল যেন জলে পড়ে গেল আর তার তাপে যেন জল থেকে বাষ্প উঠছে’—এরূপ দৃশ্যমান কুয়াশায় অন্ধকার দিক্‌মণ্ডল থেকে নিজ নিজ কুলায় ফিরতে উন্মুখ কুজনমুখর পক্ষীকুলে সাক্ষ্য আকাশের চতুর্দিক যায় ছেয়ে, আর রাত্রিতে চতুর্দিকে বিশেষভাবে নত অতিঘন নবপল্লবশ্রেণীর সম্মেলন হেতু প্রাপ্তোন্ম নীড়সদৃশ স্থলবিশেষে সুখ-শায়িত খগদম্পতী কুজনরহিত হওয়াতে তরুগণ হয়ে থাকে অতি রম্য আর শীতভয়ে চন্দ্রিকার লেশমাত্রও সেবন করে না চকোর ।

৫২ । আরও, এই বিভাগে গাঢ়ালিঙ্গনে শয়নরঞ্জে মান চলে যায়, দীর্ঘ প্রিয়-সংলাপেও রাত্রি

আলেপঃ পরিরন্তণ-ব্যবহিতেঃ কর্তেতিঃ দূরে প্রিয়ঃ

স্পর্শোপা প্রিয়োঃ স যত্র শিশিরঃ কালোহ্যতিপ্রেমদঃ ॥

৫৩। ন হি ভবতি তদানীং সম্ভবো দৈবগত্যা, ক হু দিনমণিভাসো গোচরাঃ পদ্মিনীনাং ।

তদপি কুতুকযোগাদাবলিঃ পদ্মিনীনাং-মুখসি ভজতি যস্মিন্ পৃষ্ঠতঃ সাদরং তাঃ ॥

৫৪। কচভরমধি বন্ধুজীবমালা, দমনকপল্লববল্লভোহবতঃসঃ ।

উরসি চ নবকুন্দকোরকাণাং, অগিতি বধূন দধে মগীন্দ্রভূষাম্ ॥

৫৫। অথ পঞ্চমোহপি যত্র প্রিয়সংযোগ ইবাভিনবোৎকলিকাকুল-রসালঃ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস ইব সদোচ্ছসদতিমুক্তঃ, ভগবত্তত্ত্ব ইব প্রফুল্লরক্তাশোকঃ, শাস্ত্রার্থ ইব নবস্তবককোবিদারঃ, মহাসমরসমাবেশ

রব্যাকুলহেনাদ্রৈস্তুরভিঃ ॥

৫২। রজনী ন ক্ষীণা ইতি চেতোনিদ্রায়ামগ্রহো ন গ্রহঃ, আগ্রহো নাস্তীত্যর্থঃ ; আলেপঃ কুঙ্কমাদিসম্বন্ধী দূরে ত্যক্ত ইত্যর্থঃ । কুত ? পরিরন্তণস্ত ব্যবহিতেব্যবধানস্ত কর্তা ইতি হেতোঃ । ততশ্চ প্রিয়োঃ স্ত্রীপুরুষযোগাটালিঙ্গনে ন স্পর্শে য উগ্ধা স এব প্রিয়ঃ ॥

৫৩। তদানীং পদ্মিনীনাং পদ্মস্তম্বানাং সম্ভবো জন্মৈব ন ভবতি, ক হু পুনর্দিনমণেঃ স্বনায়কস্ত সূর্যস্ত ভাসঃ কিরণাস্তাসাং গোচরাঃ স্মারিত্যর্থঃ । তদপি তথাপি যস্মিন্ শিশিরসুখাকরে পদ্মিনীনাং সল্লক্ষণস্ত্রীগাং ত্রৈণী উষসি প্রভাতে তা দিনমণিভাসঃ পৃষ্ঠদেশেন সেবত ইত্যশ্চর্যম্ ॥

৫৪। দমনকপল্লব এব বল্লভো যত্র সঃ ॥

৫৫। পঞ্চমো বসন্তকান্তঃ । অভিনবানামুৎকলিকানামুৎকঠানাং সমূহেন রসালঃ সরসঃ, পক্ষে অভিনবমুদগতানাং

শেষ হয় না—তাই নিদ্রার জন্ম ব্যস্ততা থাকে না, আলিঙ্গন-ব্যবধানকারী কুঙ্কমাদি প্রসাধন ত্যক্ত হয়, আর স্ত্রীপুরুষের গাটালিঙ্গন-স্পর্শজনিত উগ্ধা প্রিয় হয়—এজন্ম এই বিভাগে সময়টা শীতকাল হলেও অতি প্রেমদ ।

৫৩। এই বিভাগে পদ্মিনীর (কমলিনীর) জন্মই হয় না তো সূর্যকিরণ আর তার নয়নগোচর হবে কি করে, তথাপি কোঁতুকবশতঃ পদ্মিনীগণ (সল্লক্ষণা স্ত্রীগণ) প্রভাতে পৃষ্ঠেরদ্বারা সূর্যকিরণের সেবা করে,—এ এক আশ্চর্য ।

৫৪। এই বিভাগে বধূগণ কেশোপাশোপরি বন্ধুজীবমালা, কর্ণে প্রিয় দমনকপল্লব, আর বক্ষে নব কুন্দকোরকমালা ধারণ করে,—মগীন্দ্রভূষা তাঁরা পড়ে না ।

বসন্তকান্ত বিভাগ :

৫৫। প্রিয়সংযোগ যেমন অভিনব উৎকঠাকুলেরদ্বারা সরস তেমনই এই বিভাগ নবীন মুকুলকুলে ভরা আম্রবক্ষে সরস, শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস-মার্গ যেমন দীর্ঘশ্বাসরূপ অনুভাবে ভূষিত এবং মুক্তকুল-শিরোমণি শ্রীভগবত্তত্ত্বকুলের দ্বারা ভূষিত সেইপ্রকার এ সদা বিকসিতা মাধবীলতায় ভূষিত, শ্রীভগবৎ-ভক্ত যেমন প্রফুল্ল-ভগবতানুরাগী শোকরহিত তেমনই এ প্রফুল্ল রক্তবর্ণাশোকমণ্ডিত, শাস্ত্রার্থে যেমন প্রবিষ্ট

ইব প্রভিন্নপুন্নাগনিকরঃ, মত্ত ইব মধুরসামোদমন্দারঃ, বধুনাথসেনাসন্নিবেশ ইব বিলসংকপিকঃ, জীব ইব সংসারসুখলবঙ্গসামোদিতঃ, ইক্ষাকুবংশ ইব সদাবলমানবকুলঃ, স্বরসমূহ ইব ক্ষুটসপ্তলাপঃ, দানপ্রবাহ ইব প্রভিন্নকরীঃ, রাগীব সদা মন্দকুসুমশুভগো বসন্তকান্তো নাম ॥

৫৬ । যত্র হি—হিমবিগম-বিমলতয়াহমৃতকরোহশি মৃতকরোপিতপ্রাণ ইব পরিবর্তে মধুঃজনী-মধুরজনীঃ, মধুরাকা মধুরা কাশতে । কামধুরা কা মধুরারামরাগীয়কবতী ন ভবতি ॥

কলিকানাং কুলং যত্র তথাভূতো রসাল আত্মবৃক্ষো যত্র সঃ; উচ্চসন্তঃ প্রেমাতুভাবরূপোচ্চাসবন্তঃ; অতিমুক্তা মুক্তানপি মহিমা অতিক্রান্তা ভক্তা যত্র সঃ; পক্ষে উচ্চসন্তো বিকসন্তোহতিমুক্তা মাধব্যো যত্র সঃ । প্রমুগ্লশ্চ রক্তশ্চ ভগবতঃসুহৃদাণী অশোকঃ শোকরহিতশ্চেতি কর্মধারয়ঃ; পক্ষে প্রমুগ্লা রক্তাশোকো যত্র সঃ; নবো নবীনঃ স্তবঃ শ্লাঘা যেষাং তথাভূতানাং কোবিদানাং আরো গমনং এবেশো যত্র সঃ; পক্ষে নবস্তবকো নূতনমুকুলযুক্তঃ কোবিদারঃ কাঞ্চনার ইতি খ্যাতে বৃক্ষো যত্র সঃ; প্রতিভানাং মন্তানাং পুন্নাগানাং পুরুষহস্তিনাং সমূহো যত্র সঃ, “প্রতিভো গজিতো মত্তঃ” ইত্যমরঃ; পক্ষে বিকসিতানাং প্রভেদবতাং বা পুন্নাগবৃক্ষাণাং নিকরো যত্র সঃ; মধুনো রসস্তায়োদেন মন্দমিহতি গচ্ছতীতি সঃ; পক্ষে মধুরঃ সামোদো মন্দারবৃক্ষো যত্র সঃ; বিলসন্তঃ কপয়ো বানরা যত্র সঃ; পক্ষে বিলসং কং সুখং যেষাং তথাভূতাঃ পিকাঃ কোকিলা যত্র সঃ; “সুখশীর্ষজলেমু কং” ইতি বিশ্বঃ সংসারেষু সংসৃতিষু সুখলবং সুখলেশং গদ্যা প্রাপা আমোদিত আনন্দযুক্তঃ; পক্ষে সম্যক্ সারং সুখং যস্মাস্তথাভূতং লবঙ্গং যত্র সঃ; সংসারসুখলবঙ্গো বসন্তঃ দয়মেব তন্ত ভাবস্ততঃ তেনামোদিতঃ সুগন্ধযুক্তঃ, সদাবলং মানবকুলং মনুসংসমূহো মনুষ্যসমূহস্ততঃ প্রজারূপো বা যত্র সঃ; পক্ষে সদা বলমানানি বকুলানি যত্র সঃ; বলভেরয়ং শানচ্ প্রত্যয়ান্তঃ; ক্ষুটঃ স্পষ্টাঃ সপ্তভির্নিষাদাভৈরেব লাপা আলাপা যত্র সঃ; পক্ষে ক্ষুটং প্রমুগ্লাং সপ্তলামাপ্রোতীতি সঃ; “সপ্তলা নবমালিকা” ইত্যমরঃ; প্রতিভাকরিভ্যো মত্তহস্তিভ্য ঈরতি গচ্ছতি শ্রবতীতি যাবৎ; পক্ষে বিকসিতকরীরবৃক্ষঃ; অমলঃ কুসুমশুভগঃ কামো যন্ত সঃ; পক্ষে মন্দঃ কুসুমশব্দকী

হয় নবীন যশশালী পণ্ডিতকুল তেমনই এতে বিরাজিত হয় নূতন মুকুলযুক্ত কাঞ্চনার কুল, মহাসমর-সমাবেশে যেমন মত্তহস্তীসমূহের সমাহার তেমনই এতে বিকসিত বিভিন্ন পুন্নাগ বৃক্ষকুলের সমাহার, মত্তব্যক্তির যেমন মদিরা পানানন্দে মন্দ মন্দ গমন তেমনই এ মধুর গন্ধযুক্ত মন্দার বৃক্ষদ্বারা শোভন, শ্রীরামচন্দ্রের সেনাসন্নিবেশ যেমন বিলাসী সুন্দর বানরসেনায় সজ্জিত তেমনই এ বিলাসী কোকিলের দ্বারা অধ্যুষিত, জীব যেমন লবমাত্র সংসারসুখে আমোদিত তেমনই এ সুন্দর সুগন্ধযুক্ত লবঙ্গ বৃক্ষমণ্ডিত, ইক্ষাকুবংশ যেমন সদা বলশালী মনুষ্যগণে সেবিত তেমনই এ সদা বর্দ্ধনশীল বকুল বৃক্ষের দ্বারা সজ্জিত, স্বরসমূহ যেমন স্পষ্ট উচ্চারিত নিষাদাদি সপ্ত আলাপে মণ্ডিত তেমনই এ বিকসিত নবমল্লিকা লতায় মণ্ডিত, হস্তীমদজল যেমন মদমত্ত হস্তী থেকে প্রবাহিত হতে থাকে তেমনই এতে পুষ্পিত করীর বৃক্ষের যেন প্রবাহ লেগে আছে,—বিষয়ানুরাগিজন যেমন সদা উৎকট কামের তাড়নে প্রবাহিত তেমনই এই বসন্তকান্ত নামক বিভাগে পুষ্পগন্ধবাহী বায়ু সদা মন্দ মন্দ প্রবাহিত ।

৫৬ । এই বিভাগে শীতাবসান হেতু উজ্জলতায় ভরে গিয়ে চন্দ্র মৃতসজ্জিবনীর মত পরমমধুর বসন্তরাত্রিকে আলিঙ্গন করছে, বসন্তের পূর্ণচন্দ্রা রাত্রি মধুর মধুর উদ্ভাসিতা হচ্ছে । এই সময় কোন রমণী-না মধুর উপবনে রম্যা হয়ে শোভা পায় ।

৫৭। যত্র চ শীলিতকুসুমোপবনঃ পবনঃ সেবিতারামা রামাঃ সমদাস্তরুণাস্তরুণা কুসুমিতেনা-
মিতেনানিশবিহারা বিহারাঃ কুসুমনজঃপূর্ণা অপি দিগবলা গবলাভা মধুকরৈর্নীরজসো নীরজসোংকঠৈরপি,
মকরন্দকরন্দদানানপি ন পিবতি কুসুমসমূহান্ সমূহান্মধুকরনিকরো নিকরোতি মত্ততয়াহততয়া
প্রকামকামহেলালসমহেলালসদাননগন্ধেন ॥

বায়ুর্যত্র সঃ ; “আশুগৌ বায়ুর্নিশিখৌ” ইত্যমরঃ ॥

৫৬। অস্ত বিশেষতঃ কামোদ্দীপনত্বং বর্ণয়তি। অমৃতকরশব্দঃ শ্লেষণে অমৃতময়ত্বতঃ সন্, মধুরজনীর্বসন্তরাত্রীঃ,
শ্লেষণে মধুরা বধুঃ ; “সমাঃ সূয়া জনী বধবঃ” ইত্যমরঃ ; পরিবর্ত্তে আলিঙ্গতি। কীদৃশীঃ ? মধুরা জনিরূপপতিষ্ঠাসাং
ভাঃ ; মৃতকেষপি রোপিতাঃ প্রাণা যেনেতি সর্বসুখদায়ীভ্যর্থঃ। মধোর্বসন্তস্তা রাকা পূর্ণচন্দ্রা রাত্রিমধুরা সতী কাশতে
প্রকাশতে। অত্র মধুরাকা মধুরাকেতি চতুর্ভিরক্ষরৈরর্থকমেবমুপরিষ্টাদপি চতুঃপদ্যাদিভিষ্কেয়ম্। কা কাধুরা কামিনী
মধুরেষু আরাগেষু রামণীয়কবতী রমণীয়ত্ববতী ন ভবতি, অপি তু সর্বা এবৈতর্থঃ। রামণীয়কস্ত সদাতনত্বেহপ্যজ্ঞাধিকা-
বিবক্ষয়া কথনম্ ॥

৫৭। তত্র হেতুং বর্ণয়তি—শীলিতং পুষ্পোপস্থানং যেন সঃ ; তথাভূতঃ পবনঃ, অতএব রামা ব্রজতরুণোহপি
সেবিতারামাঃ পুষ্পচয়নচ্ছলে প্রাপ্তোপবনাঃ, অতএব তরুণা যুবানঃ সমদাঃ। অত্র বর্ণনীয়স্ত যুনঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত একত্বেহপি
বহুত্বং প্রকাশবাহুল্যাপেক্ষয়েতি ক্ষেয়ম্। কীদৃশাস্তরুণাঃ ? বৃক্ষেণ কুসুমিতেন পুষ্পিতেন অমিতেনাপরিমিতেন হেতুনা
অনিশং বিহারো যেবাং তে ; অতএব বিহারা বিগলিতকারা বিশিষ্টহারা ইতি বা। কুসুমানাং রজোভিঃ পূর্ণা অপি
নীরজসো নির্মলাঃ, অতএব তদগন্ধেন বলাদাকৃষ্টমাগন্ধাং নীরজেযু সোংকঠৈরপি মধুকরৈর্দিগবলা দিগজনা এব
গবলাভাঃ, গবলং শুঘিরভেদঃ, শ্রামক-চিক্ণত্বাভ্যাং তদাভাঃ ন তু সর্বাংশে গবলাভা ইত্যর্থঃ ; “গবলং মাহিষং শৃঙ্গম্”
ইত্যমরঃ। ব্যবধানেনাপি বিরোধো যমকাত্ত্বরোধাদেব। মকরন্দরূপং করং দদানান্ প্রযচ্ছতোহপি কুসুমসমূহান্
পিবতি, প্রত্যুত নিকরোতি তিরস্করোত্তীভ্যর্থঃ ; “নিকারঃ স্রাং পরিভবে” ইতি ধরণিঃ ; তেন মধুকরনিকরস্ত রাজকীয়-
পুরুষত্বম্, বসন্তস্ত চ রাজহমারোপিতম্। কীদৃশান্ ? সমূহান্, সমাগূহঃ ; ‘কথমস্মাকং মকরন্দং ন গৃহ্নাতি, কিম-
পরাক্রমস্মাভিঃ’, ইত্যেবংলক্ষণস্বকৌ যেবাং তান্। প্রকামং যথা স্তাস্থতা কামহেলা কামসূচকভাবে বিশেষত্বয়া সজ স্ততয়া
অলসানাং সালসত্যমভিনয়স্বতীনাং মহেলানাং মহিলানাং লসতা আননগন্ধেন যা মত্ততা তয়া আততয়া বিবৃত্তয়া ;

৫৭। এই বিভাগে কুসুমোপবনসেবায় মন্দ মন্দ বায়ু বইছে দেখে পুষ্পচয়নচ্ছলে ব্রজতরুণীগণ
উপবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন—আর বৃক্ষের অপরিমিত পুষ্পের শোভায় আকৃষ্ট হয়ে নিরন্তর ঘাঁরা
বিহরণশীল সেই বিশিষ্টহারী যুবাগণ (শ্রীকৃষ্ণ এক হয়েও বহু তাই বহুবচন প্রয়োগ) তরুণীদের
আগমনে আনন্দিত হয়ে উঠলেন—কুসুমসমূহ রজে পূর্ণ হলেও নির্মল তাই তদগন্ধে আকৃষ্ট ও কমলের
প্রতি উৎকণ্ঠ বঁাকে বঁাকে আগত মধুকরের দ্বারা দিগজনা শ্রামল আভায় রঞ্জিতা হয়ে উঠল—‘কেন
আমাদের পান করছ না, আমরা কি অপরাধ করেছি’ এরূপ তর্কপরায়ণ কুসুমসমূহ মকরন্দরূপ কর দানে
ইচ্ছুক হলেও ঐ মধুকরেরা তাদের পান না করে প্রত্যুত তিরস্কার করতে লাগল এক অনির্বচনীয় সুগন্ধের
মত্ততা বশতঃ—তীব্র কামসূচক ভাবে বিভোরা এই ব্রজরমণীদের আলস্রজড়িত সুন্দর মুখের সুগন্ধের ঐ
মত্ততায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তারা।

৫৮ । যত্র চ—কিং শুকচূষবঃ কিং শুকচূষবঃ কিমমী বনাত্তা ইত্যসংপলাশং পলাশবিপিনমমুতর্ক-
য়ন্তি চক্ষরীকাঃ ॥

৫৯ । কিং বহুনা ?—

মাকন্দানাং কলিতকলিকাশ্বাদনঃ কোকিলোহয়ং, চক্ষুঃক্ষুদ্রয়মনদং কণ্ঠমূলং ধূনানঃ ।

গ্রাসীভূতঃ সহ কলিকয়া যত্র লঙ্কাবকাশো, মূর্ত্তো নাদঃ কুহুরিতি বহির্ঘাতি যত্র দিৱেফঃ ॥

৬০ । কিঞ্চ, মদকলকলকণ্ঠকণ্ঠঘণ্টা-, স্নানিনিকরানুমিত-স্বতন্ত্রচারঃ ।

প্রতিসরতি স যত্র মত্তবামা-, কল-কলদঃ স্রগন্ধসিকুরেন্দ্রঃ ॥

৬১ । পুন্নাগৈরবতঃসনং বিদধতী বাসন্তিকাভিঃ স্রজঃ

গুচ্ছাঙ্কং বকুলৈর্ললাট-ফলকে সিন্দুরকং কিংশুকৈঃ ।

“মহেলা মহিলা চ” ইতি দ্বিরূপকোষঃ ॥

৫৮ । কিংশুকানাং কীরাগাং চূষবঃ ; “চুক্ষুশ্চুস্তলস্তালঃ” ইতি দ্বিরূপকোষঃ ; কিমমী বনাত্তা বনপ্রদেশাঃ ;
কীদৃশাঃ ? কিংশুকৈঃ পলাশৈঃ প্রতিভাঃ, (পা০ ৫১২২৫) “তেন বিস্তৃচুক্ষুপ্ চণপৌ” ইতি চুক্ষুপ্-প্রত্যয়ঃ । ইতি সন্দেহেন
অসংপলাশং সম্যক্ পত্ররহিতং পলাশবিপিনম্ ; চক্ষরীকা ভ্রমরাঃ ॥

৫৯ । মাকন্দানামাত্মাণাং কলিতং কৃতং কলিকানামাশ্বাদনং যেন সঃ ; তদৈব স্বপ্রতিবাদি-কোকিলনিদনাকর্ণা
যদয়মনদং কুজিতবান্, চক্ষুস্তী চক্ষুশ্চ সঃ ; কণ্ঠমূলং কম্পয়ন্, ততশ্চ কলিকয়া সহ গ্রাসীভূতো গ্রাসদ্বং প্রাপ্তো দিৱেফো
লঙ্কাবকাশঃ সন্ বহির্ঘাতি । কীদৃশঃ ? কুহুরিতি নাদো মূর্ত্তঃ, মূর্ত্তিমহেন উৎপ্রেক্ষিত ইত্যর্থঃ ; “কুহুঃ স্তাং
কোকিলালাপ-মঠেন্দুকলদর্শয়োঃ” ইতি মেদিনী ; কুহুর্দীর্ঘান্তা হ্রস্বান্তা চ” ইত্যমরটীকা । তেন ভ্রমরস্ত মুকুললগ্নস্ত
কোকিলাগমনানন্তসন্ধানং কোকিলস্তাপি ভ্রমরোহয়ং ন কলিকেত্যবধানেহ্যপ্যাসামর্থ্যং তথা গ্রাসমুখদেহপ্যুচ্চৈঃ কুজনক
মত্ততরৈবেতি জ্ঞেয়ম্ । যত্র বসন্তে ॥

৬০ । কলকণ্ঠাঃ কোকিলাঃ, স্বতন্ত্রচারঃ স্বচ্ছন্দগামী, স্র এবং গন্ধসিকুরেন্দ্রো মহামত্তদ্বন্দ্বান্তত্ববর্ষঃ ॥

৫৮ । এই বিভাগে সম্যক্ পত্ররহিত পলাশবন দেখে মধুকরেরা বিতর্ক করছে—এ কি শুকের
চক্ষু, কি পলাশে শোভিত বনপ্রদেশ ।

৫৯ । আর অধিক বলার কি আছে ? দেখ, এই বিভাগে এই মূর্ত্তিমান নাদস্বরূপ কোকিল
আম্রমুকুল আশ্বাদন করতঃ চক্ষুব্যাদন করে কণ্ঠমূল কাঁপিয়ে কুহু কুহু রব করছে—আর সেই অবসরে
আম্রমুকুলের সহিত অনবধানে গিলিত ভ্রমর অবকাশবুঝে বের হয়ে যাচ্ছে ।

৬০ । আরও এই বিভাগে মদকল-কোকিলকণ্ঠের ঘণ্টাস্নানিপ্রবাহে ঝাঁর স্বচ্ছন্দগামীতা অমুমিত
হয় সেই কামরূপ ছদ্দান্ত মহামত্তহস্তীশ্রেষ্ঠ কলকলরবকারিণী মত্তব্রজাঙ্গনা পরিবেষ্টিত হয়ে চতুর্দিকে
ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

৬১ । এই বিভাগে নাগকেশরে কর্ণভূষণ, মাধবীতে কণ্ঠভরণ, বকুলগুচ্ছাঙ্কে বস্কোমালা, লাল
পলাশে ললাট-ফলকে সিন্দুরবিন্দু, চম্পায় কুচোপরি কাঁচুলি, অশোকে কটিতে অরুণবসন—এইরূপ

চাম্পেয়ৈঃ কুচকঙ্কং কটিতটে শোণাশ্বরং বজ্রলৈ-
নিত্যং মূর্তিমতী সতী বিজয়তে শ্রীর্যত্র পৌস্পাকরী ॥

৬২ । স্মিতকুসুমজুবো মরন্দবাষ্পাঃ, প্রবিলসদকুরজাতরোমহর্ষাঃ ।
নিরবধি কিল যত্র ভাববত্যো, বনলতিকাঃ কতি কান সংলসন্তি ॥

৬৩ । অথ ষষ্ঠোহপি যত্র কশ্মীরদেশ ইব সতোৎপত্তমানতয়া সুরভিতয়া চ বিলসংকপীতনঃ,
কাসার ইব প্রফুল্লমল্লিকাফালিতঃ, শরৎকাল ইব সম্পন্নপাটলঃ, নাক ইব সদাৎফুল্লশত্রুঃ, কমলাকর ইব
ক্ষুটতরশতপত্রকঃ, পর্বতগত-বহ্নানুমানপ্রয়োগ ইব নিয়তধূম্যাটঃ, প্রহ্লাদাশ্ব ইব প্রচণ্ডবিরোচনঃ,
বৈষ্ণবজন ইব স্পৃহণীয়-বিধূপাদঃ, ঈশ্বর ইব অখণ্ডনমজ্জনসুখঃ, সাধুজনসঙ্গ ইব ক্রমহীযমান-

৬১ । গুচ্ছাঙ্গং হারভেদম্ ; “হারভেদা যষ্টিভেদাদ্গুচ্ছগুচ্ছাঙ্গগোস্তনাঃ” ইত্যমরঃ ; বজ্রলৈরশৌকৈঃ, পুষ্পাকরো
বসন্তস্তদীয়া ॥

৬২ । কা বলতিকাঃ কতি ন সংলসন্তি ?

৬৩ । ষষ্ঠো নিদাঘসুভগঃ ; বিলসং কং সুখং যশ্চাৎ তথাভূতং নীতনং কুসুমং যত্র সঃ ; “অথ কুসুমং কাশ্মীর-
জমাগ্নিশিখং বরং বাহ্লীকপীতনে” ইত্যমরঃ ; পক্ষে বিলসন্ প্রফুল্লঃ কপীতনঃ শিরীষো যত্র সঃ ; “শিরীষস্ত কপীতনঃ”
ইত্যমরঃ ; প্রক্ষুটৈর্মল্লিকাক্ষৈঃসভেদৈরলিতঃ শোভিতঃ, “অল ভূষণে” ধাতুঃ ; “মলিনৈর্মল্লিকাফালৈঃ” ইত্যমরঃ ; পক্ষে,
প্রফুল্লাভির্মল্লিকাভিঃ ফালিতঃ শোভিতঃ, পাটলঃ শরদ্রবধাতু বিশেষঃ, “আশুরীহিঃ পাটলঃ স্মাৎ” ইত্যমরঃ ; পক্ষে পাটলা
পুষ্পভেদঃ ; শত্রু ইন্দ্রঃ, কুটজবৃক্ষঃ ; “অথ কুটজঃ শত্রো বৎসকঃ” ইত্যমরঃ ; শতপত্রং কমলং শতপত্রকঃ পক্ষি বিশেষঃ,
“অথ স্মাচ্ছতপত্রকঃ, দার্বাঘাটঃ” ইত্যমরঃ ; নিয়তানবাভিচারিতাং ধূমাং ধূমসমূহমটতি গচ্ছতি অনুসন্ধতে ইতি

নানা প্রসাধনে মণ্ডিত বসন্তশ্রী মূর্তিমতী হয়ে নিত্য সর্বোৎকর্ষের সহিত দীপ্তি পাচ্ছে ।

৬২ । পুষ্পরূপ হাসিতে ঝলমল, মকরন্দরূপ প্রেমাশ্রুতে টলমল, এবং অকুরূপ রোমাঞ্চে
উজ্জ্বল কোন্ ভাববতী বনলতিকা কত কত প্রকারে-না নিরবধি উদ্ভাসিতা হয়ে উঠছে এই বিভাগে ।

নিদাঘসুভগ বিভাগ :

৬৩ । সতত উৎপন্ন এবং সুগন্ধপূর্ণ হওয়ায় অতিশয় সুখদাত কুসুমের আকরভূমি যেমন কাশ্মীরদেশ
তেমনই ষড়ঋতুর মধ্যে ষষ্ঠ এ-বিভাগ প্রফুল্লিত শিরীষ বৃক্ষসমন্বিত, সরোবর যেমন প্রফুল্লমল্লিকা নামক
হংসে শোভিত তেমনই এ বিকসিত মল্লিকাপুষ্পে শোভিত, শরৎকাল যেমন প্রফুল্ল পাটল ধানে শোভিত
তেমনই এ প্রফুল্ল পাটল পুষ্পে শোভিত, স্বর্গলোক যেমন সদাউৎফুল্ল দেবরাজ ইন্দ্রের বিলাসভূমি তেমনই
এ সদা উৎফুল্ল কুটজ নামক বৃক্ষের বিলাসভূমি, সরোবর যেমন প্রক্ষুটিত কমলে শোভিত তেমনই এ অতি
প্রসিদ্ধ শতপত্রক পক্ষীতে শোভিত, পর্বতগত-বহ্নির অনুমানের লক্ষণ যেমন একান্তই ধূমজালের বিদ্যমানতা
তেমনই নিরন্তর ফিঙ্গা পক্ষীর বিদ্যমানতা থেকেই অনুমান করা যায় এটি নিদাঘসুভগ বিভাগ, প্রহ্লাদবংশ
যেমন প্রতাপাবিত বিরোচনের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত তেমনই এ প্রচণ্ড মার্তণ্ডের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত, বৈষ্ণবগণ
যে প্রকার বিধূপাদপদ্ম প্রাপ্তির অভিলাষযুক্ত তেমনই এ চন্দ্রকিরণ প্রাপ্তির অভিলাষযুক্ত, শ্রীভগবান যেমন

দোষাবসরঃ, হরিভক্ত ইব সদানুকূল জগৎপ্রাণঃ, পূণ্যবান্ জন ইব ভদ্রশ্রী-রসবিলাস-সুখো নিদাঘভূতগো-
নাম ॥

৩৩ । যত্র চ—ঘনঘর্মজনিত-মর্মবাধয়া সর্বতঃ পলায়মানেনেব শৈত্যগুণেন ব্রজপদ্মিনীজনস্তন-
দুর্গাশ্রয় এব কেবলং বিধীয়ত ইব । যত্র চ—তরবো বীকৃষশ্চ নিদাঘপীড়িতা ইব নিরন্তরমশ্রোন্ত্য লঘুলঘু-
বিচলন্তিঃ কিশলয়-ব্যজনৈঃ সদয়ং বিজয়ন্তীব, নিজ-নিজ-ঘনবিটপচ্ছায়য়াচ্ছাড্য শিশিরীকৃতেন মণিময়াল-
বাল-সলিলেন কৃপাপ্রপামিবোপকর্য পরমাতিথ্যকুশলা ইব খগ-মৃগকুলস্ত পিপাসানিরাসায় যতন্তে
বিশ্রময়ন্তি চ পূণ্যবৎস্বিব সদাচ্ছায়েষু নিজতলেষু ॥

৩৫ । যত্র চ—খরতর-দিনমণি-কিরণানুবিন্দ দিনমণিমণিপটল সমুদঘটিত-দহনদাহনির্বাপণচণ-
মণিময়-বিহারশিখরিশিখর-নিঃশুল্কমান-শিশিরতর-নির্বার-জলপ্রপাত-শীতলেষু ঘনতর-বিটপিবিটপ-

যাবৎ, সমূহার্থে যৎপ্রত্যয়ঃ; পক্ষে, নিয়তো ধূম্যাটঃ ‘কিঙ্কা’ ইতি খ্যাতঃ পক্ষিবিণেষো যত্র সঃ, “কলিঙ্গভৃঙ্গ-
ধূম্যাটঃ” ইত্যমরঃ; বিরোচনঃ প্রহ্লাদপুত্রঃ সূর্যশ্চ; বিধুবিধুশ্চক্রশ্চ; পাদশরণঃ কিরণশ্চ; অথগুং পূর্ণং নমতাং
জনানাং সুখং যশ্মাং সঃ; পক্ষে ন বিগুতে খণ্ডনং যন্ত তথাভূতং মজ্জনে সুখং যত্র সঃ; ক্রমেণ হীয়মানঃ কীয়মাণো
দোষাণাং বৈগুণ্যানাং রাত্রীণাঞ্চাবসর উদগমঃ ক্রণশ্চ যত্র সঃ; সদা অনুকূলা জগতাং প্রাণা যত্র সঃ; তথা চোক্তম্—
(শ্রীপদ্মপুরাণে) “যেনাচিতো হরিস্তেন তপিতানি জগন্ত্যপি । রজ্যন্তি জন্তবন্তত্র হাবরা জঙ্গয়া অপি ॥” ইতি;
পক্ষে, জগৎপ্রাণঃ পবনঃ, “জগৎপ্রাণঃ সমীরণঃ” ইত্যমরঃ; ভদ্রা শ্রীরবিচ্ছিন্না সম্পত্তিস্তয়া রসবিলাসাং শৃঙ্গারাদি-
বিলাসাং সুখং যন্ত সঃ; পক্ষে ভদ্রশ্রীরসশল্লনদ্বঃ, “ভদ্রশ্রীশ্চন্দনোহস্ত্রিয়াম্” ইত্যমরঃ ॥

৩৪ । কৃপাপ্রপাঃ কৃপায়াঃ পানীয়শালিকাম্, যতন্তে তরব ইতি পূর্বশ্চোবানুযজঃ; বিশ্রময়ন্তি বিগতশ্রমং কুর্বন্তি,
বিভক্তিবিপরিণামেন খগ-মৃগ-কুলমেব । ছায়া বাস্তবাতপ্যাবশ্চ ॥

সর্বাস্তুরণে প্রণতজনের সুখস্বরূপ তেমনই এ স্নানে সুখস্বরূপ, সাধুসঙ্গ যেমন দোষোদগম ক্রমশঃ ক্ষীণ
করে দেয় তেমনই এ রাত্রির ক্ষণ ক্রমশঃ ক্ষীণ করে দেয়, শ্রীহরিভক্তে যেমন জগতের সকল প্রাণী সদা
অনুকূল তেমনই এতে সমীরণ সদা অনুকূল, পূণ্যবান্ জন যেমন প্রভূত ধনব্যয়ে শৃঙ্গারাদি-বিলাসের দ্বারা
সুখ-বিভোর তেমনই এতে চন্দনদ্রব বিলাস সামগ্রী সুখ স্বরূপ ।

৩৩ । এই বিভাগে ঘনঘর্মজনিত মর্মাস্তিক কষ্টে চতুর্দিকে পলায়মান শৈত্যগুণ কেবল শূলক্ষণা
ব্রজাঙ্গনাদের স্তনরূপ দুর্গাশ্রয় করেই যেন বেঁচে আছে, তরুলতাশ্রেণী যেন নিদাঘপীড়িতার মত নিরন্তর
মন্দ মন্দ চলমান কিশলয়-বিজনের দ্বারা পরস্পর অনুকূল ভাবে বীজন করছে, এবং নিজ নিজ ঘনশাখা-
ছায়ার আচ্ছাদনে শীতলীকৃত মণিময়-আলবাল-জলের দ্বারা দয়া-জলসত্র স্থাপন করে পরমাতিথ্য-কুশলী
জনের মত পক্ষী-মৃগকুলের পিপাসা নিবারণের জন্য যত্ন করছে,— পূণ্যবান্ জনের মত সদা ছায়াময়
তাদের তলদেশে সকলকে বিশ্রাম দান করছে ।

৩৫ । এই বিভাগে খরতর সূর্যকিরণযুক্ত সূর্যকান্তমণিসমূহ থেকে অগ্নির মত যে দাহ উৎপন্ন
হচ্ছে সেই দাহ নির্বাপনে পরমকুশলী মণিময় বিহারপর্বতশিখরদেশ থেকে নিঃসৃত নির্বার-জলপ্রপাতে

নিবারিত-বাসর-মণিময়ুখজালেষু বনপথেষু পরম্পরকরাসঙ্গ-ভঙ্গিমরঙ্গবত্যো বর্ণবর্ণায়মানমণিনুপূরনিদ-
সরসং তাদৃশ্যপি নিদাঘে বসন্তকাল ইব সস্তুকং খেলন্তি ব্রজদেব্যাঃ ॥

৬৬ । যত্র চ—দিবসকরকরনিকরজ্জ্বালজটালতয়া বিষমবিষমধরনিঃশ্বাসা ইব করলতরাঃ স্বয়মেব স্বং
স্বমেবোত্তাপয়ন্তুঃ সন্ততমনির্বৃতা ইব, প্রতি-সলিলাশয়ং মজ্জন্তোহপি চাত্মনাং নির্বাপয়িতুমসমর্থী
ইব, ব্রজ-পদ্মিনীজন-স্তনপরিমল-মিলনার্থমিবোপসর্পন্তি শীতলা ভবিতুমনিলাঃ । যত্র চ—দিবসাদিব
সাক্ষসাং ক্ষণদাহপ ক্ষণদাপতি-রুচিরা রুচিরামণীয়কং যদি জনানাং তদা তদাসঞ্জন তে নিদাঘমেব
প্লাঘন্তে ॥

৬৭ । কিঞ্চ, কর্পূরত্রসরেণুবন্ধুভিরপাং নিঃশ্বন্দিতিবিবিন্দুভি-
শচক্ষুসামর-চারু-মারুতধুতৈর্মুক্তাবিতানৈরপি ।
আকীর্ণে জলযন্ত্রবেশ্মনি সরো-বাপ্যাদি-মধ্যস্থিতে
কৃষ্ণে যত্র মৃদা নিদাঘদিবসে শেতে সমং কাস্তয়া ॥

৬৫ । খরতরৈরতিতীর্ক্ণদিনমণিকিরণৈরহুবিক্লেভ্যো দিনমণিপটলেভ্যঃ সম্যগুদ্যতিতো যো দহনাদিব দাহন্তু
নির্বপণচর্গৈর্নির্বাপণেন প্রশস্তৈর্মণিময়বিহারপর্বতশিখরাং নিঃশ্বন্দমর্দনৈঃ শিশিরতরৈর্নিষ'রসম্বন্ধিজলপ্রপাতেঃ শীতলেষু ॥

৬৬ । যত্র চ নিদাঘে যদি ক্ষণদা রাত্রিঃ ক্ষণদাপতিনা চক্ষ্রেণ রুচিরা সতী রুচিরামণীয়কং রোচকহেন রমণীয়ত্ব-
মাপ প্রাপ্তবতী । তত্র হেতুযুগ্মপ্রেক্ষতে—জনানাং তদা দিবসাদিব ঘর্মদুঃসহাং, দিনাদিব সাক্ষসাদ্ভয়াং তদ্বিলোকা
রূপয়া নিবারয়িতুমিবেত্যর্থঃ । তদাসঞ্জন তস্তাং রাজ্যবাসন্ত্যা তচ্ছতাস্থানুভবজনিতয়া নিদাঘমেব 'ধনোহয়ং নিদাঘ-
সময়ঃ, যত্রৈবৈতাদৃশী রাত্রিঃ' ইতি প্লাঘন্তে ॥

শীতলীকৃত, এবং ঘনতর বৃক্ষশাখাতে বাধিত সূর্যকিরণময় বনপথে ব্রজদেবীগণ তাদৃশ গ্রীষ্মকালেও বসন্ত-
কালের মতো মনের আনন্দে পরম্পর হাতধরাধরি করে মনোহর রঙ্গরাগপূর্বক বনবনায়মান-মণিনুপূরের
সরস ধ্বনি তুলে খেলা করে বেড়াচ্ছেন ।

৬৬ এই বিভাগে সূর্যকিরণমালার তাপ অতি জটিল অবস্থা ধারণ করলে বায়ুমণ্ডল বিষমবিষমধর-
নিশ্বাসের মতো অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, নিজে নিজেই উদ্ভাপিত হয়ে উঠতে থাকল নিরন্তর অশান্তের মতো,
প্রতি জলাশয়ে ডুব লাগিয়েও নিজেকে যেন নির্বাপিত করতে অসমর্থ হয়ে শীতল হওয়ার জন্তু শূলক্ষণা-
ব্রজাঙ্গনাদের স্তন-পরিমলের সঙ্গে মিলনের জন্তু ওঁদের নিকট যেতে লাগল । এতে যদি নিশাপতির সম্বন্ধে
নিশা সুন্দর ও দেহমনের রুচিকর হয়ে রমণীয়তা প্রাপ্ত হয়েছে, তখন দিবসের তাপে অতিষ্ঠ হয়ে
জনগনের চিত্ত দিবসের নামেই ভীত হয়ে পড়ছে—কিন্তু রাত্রির শৈত্য-সুখানুভবের হেতু তাতে
আসক্ত হয়ে সেই সম্বন্ধীয় নিদাঘকেও প্লাঘা করছে—(যত্র তুমি হে নিদাঘ যার এতাদৃশী রাত্রি) ।

৬৭ । এই বিভাগে চক্ষুরচামরের চারু বাতাসে কম্পিত-কর্পূরত্রাসরেণুবাসিত-নিরন্তর ক্ষরণশীল
জলবিন্দুদ্বারা এবং ঐ বাতাসে কম্পিত মুক্তাময় চাঁদোয়াদ্বারা শোভিত জলযন্ত্রগৃহ রয়েছে সরোবর-পুকুরের
মধ্যভাগে—যেখানে গ্রীষ্মদিনে শ্রীকৃষ্ণ কাস্তা শ্রীরাধারাগীর সহিত মনের আনন্দে শয়ন করেন ।

৬৮ । ভালপ্রাণনিবদ্ধকুন্তলভরো মুক্তাশ্রজা সুলয়া
বাসঃ কাঞ্চনবারিহারি পবনস্পন্দাহুমেয়ং দধৎ ।
মল্লীকোরক-মালায়া দ্রুততর-শ্রীখণ্ডপঙ্কন চ
দ্বিত্রৈন প্রিয়মগুনেন চ কৃতাকল্লো হরিঃ ক্রৌড়তি ॥

৬৯ । কর্ণালঙ্করণং শিরীষকুমুদৈরুন্নং সনং পাটিলৈ-
মালাং মল্লিভিরাঙ্গদাদি কুটজৈঃ সম্পাদয়ন্ত্যাত্মনঃ ।
আলীভিবনরাজিভিঃ সহ সদৃগ্ভূষাভিরীশাজ্যুয়ঃ
সেব্যন্তে দিবসাবসানসময়ে যস্মিন্নিদাঘাশ্রিয়া ॥

৭০ । এবং দ্বন্দ্বশো দ্বন্দ্বশচ ঋতুভির্বিভেদিতা অপরেহপি ত্রয়ো বিভাগা ইতি নবকাননমেব
বন্দ্যাবনম্, মূলভূতন্তু ষড়্ভিরেব ঋতুভিরূপসেবিতমিত্যঙ্গাঙ্গিভাবেন দশবিভাগমিতি ॥

৬৭ । কর্পূরাণাং ত্রসরেণুবন্ধুভিঃ সূক্ষ্মকণসহিতৈরপাং বিন্দুভির্নিঃশ্রুদ্ভির্নিতরাং অবন্তিঃ, মুক্তাময়বিতানৈ-
শ্চাকীর্ণেবাণ্ডে ; তৈর্দ্বয়ৈঃ ; কীদংশৈঃ ? চক্ষুতাং চক্ষুলানাং চামরাণাং চাকণা মাক্তেন ধৃতৈঃ কস্মিতৈঃ ॥

৬৮ । ভালপ্রাণে নিবদ্ধো দিবা বিভক্তঃ কুন্তলভরো যন্ত সঃ ; বাস উত্তরীয়ং পবনস্ত স্পন্দেন চলনেনাভু-
মেয়মহুমাভুং শকাং নহথোতাতিসূক্ষ্মাং ; কাঞ্চনজলমিব হারি মনোহরম্ ; দ্বিত্রৈণেতি বহুতরাণাং পারণাসনানাং,
তত্রাপি প্রিয়েতি স্বতঃ শৈত্যপ্তপঙ্কনেত্যর্থঃ ॥

৬৯ । উন্নং সনং শিরোভূষণম্ ॥

৭০ । এবং বন্দ্যাবনস্ত ষড়্ভিভাগান্ বর্ণয়িত্বা অপরমপি বিভাগচতুষ্টয়ং তত্ত্বদর্শনেনৈব বর্ণিতপ্রায়মুটঙ্কয়তি—দ্বন্দ্বশো
দ্বন্দ্বশ ইতি । অত্র শব্দেব বাসাবগতো দ্বির্বচনং নোপপত্ত্ব ইতি ন বাচ্যম্,—একৈকশো দেহীত্যাদৌ দ্বির্বচনেনৈব
তদবগতো পুনঃ শব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ ; তথা শূক্রেণ হাসকারেণাপি 'ভোজং ভোজং প্রব্রজতি' ইত্যাদৌ দ্বির্বচন-

৬৮ । এই বিভাগে মোটা মোটা মুক্তামালায় ললাটপ্রাণে নিবদ্ধ কুন্তলভার, পবন-
স্পন্দনানুমেয় সূক্ষ্ম গলিত কাঞ্চনের মতো মনোহর পীতাম্বর, মল্লিকাকোরকমালা, পাতলা চন্দন এবং
দু-তিন প্রকার শীতল প্রিয় অলঙ্কারের আকর ধারণ করে শ্রীহরি ক্রৌড়া করছেন ।

৬৯ । এই বিভাগে নিদাঘশ্রী মূর্তিমতী হয়ে শিরিশকুমুমের কর্ণালঙ্কার, পাটিলের শিরোভূষণ,
মল্লিকাপুষ্পের মালা, কুটজের অঙ্গদাদি ভূষণে নিজেকে বিভূষিত করতঃ একই রকম ভূষণে বিভূষিতা সখী
বনরাজিকে সঙ্গে নিয়ে দিবস-অবসানসময়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবা করছে ।

সর্বঋতুসুখদ বিভাগ :

৭০ । 'শরৎহেমন্ত-শিশিরবসন্ত নিদাঘবর্ষা' এইভাবে ছই ছই ঋতু একসঙ্গে বিভক্ত হচ্ছে বলে
তিনটি বিভাগ শ্রীবন্দ্যাবনে আরও পাওয়া যাচ্ছে ; কাজেই শ্রীবন্দ্যাবন নবকাননযুক্তই বটে—বস্তুতঃ
শ্রীবন্দ্যাবনতো সর্বক্ষণই সর্বত্রই ছয়ঋতুর দ্বারা সেবিত—কাজেই অঙ্গাঙ্গী বিচারে 'সর্বঋতুসুখদ' নামক
একটি অঙ্গী দশমবিভাগ পাওয়া যাচ্ছে—এরূপে শ্রীবন্দ্যাবনে দশটি বিভাগ ।

৭১। যত্র যড়তুকে বিভাগে—

সীমন্তে নবনীপকং করতলে লীলারবিন্দং নব-
স্নিগ্ধং লোপ্ররজঃ কপোলফলকে বন্ধুকমালাং গলে।
কর্ণে বঞ্জুলপল্লবং স্তবকিনং মল্লীশ্রজং কুন্তলে
বিন্ধ্যতো ব্রজসুন্দরঃ প্রতিদিনং কৃষ্ণং সদোপাসতে ॥

৭২। যস্মিন্মঞ্জুলকুঞ্জমণ্ডপকুলং নানামণীন্দ্রালয়-
স্পর্ধাবদ্বিতসৌভগং পিককুলৈর্ভ্ৰৈশ্চ নিক্কুজিতম্।
যস্মিন্নোষধয়ো জলন্তি রজনৌ দীপায়িতাঃ সৌরভং
কস্তুরীহরিণাঙ্গনা বিদধতে লুমেঃচমর্যো মুক্তাম্ ॥

৭৩। এবংভূতস্য বৃন্দাবনস্য মধ্যে ইন্দ্রনীলমণিহারযষ্টিরিব, ইন্দীবর-মাল্যেব, কজ্জল-পরিখ্যেব,

সাপেক্ষেণৈব গমুলা উচ্যতে। ‘পাপচ্যতে’ ইত্যাদৌ দ্বিপচননিরপেক্ষেণৈব যঙা আত্মাক্ষাযুচ্যতে, যথা ছেক এব ভারঃ কদাচিদেকেনৈব কেনচিদুহতে কেনচিদন্তস্যাপেক্ষেণৈব কেনচিদিতি দ্বন্দ্বশো দ্বয়েন দ্বয়েন কৃত্বা ঋতুভিঃ শরদাদি-
ভিষিভেদিভ্য বিভেদং প্রাপিতা, যথা শরদ্ধেমন্তয়োর্দিতিতত্তল্লক্ষণবত্তেন শরদ্ধেমন্তসন্তোষ একঃ, শিশিরবসন্ত-
কাস্তোহন্তঃ, নিদাঘবর্ষাহর্ষোহপরাঃ,—ইতি ত্রয়ো বিভাগাঃ। অঙ্গাঙ্গিভাবেনেতি যড়তুকেবিভাগঃ সর্বতুত্থদ-নামা
খড়ঙ্গী, বর্ষাহর্ষাদয়স্তদঙ্গানীত্যর্থঃ ॥

৭১। সীমন্ত ইতি নীপারবিন্দাদীনি ক্রমেণ বর্ষাদিলক্ষণসূচকানি। বঞ্জুলোহশোকঃ ॥

৭২। যস্মিন্ বর্ণিতলক্ষণে বৃন্দাবনে মঞ্জুলং কুঞ্জমণ্ডপকুলমস্তি। নানামণীন্দ্রা বৈদূর্যদয়ন্তম্যৈরালয়ৈর্গৃহৈঃ সহ
যা স্পর্ধা, তন্ত্যং বর্ধিতং সৌভগং যন্ত ৩৭। নিক্কুজিতমিতি কর্মণি জ্ঞাতম্। তত্শ্চ তে ভৃঙ্গাদয় এব যন্ত গুণ-
স্তবনার্থং বন্দিজনায়ন্তে ইতি ভাবঃ। লুমেঃ পুচ্ছেঃ; পুচ্ছেহস্ত্রী লুমলাঙ্গুলে” ইত্যমরঃ। মুক্তাং মার্জনীকৃত্যং বিদধতে
কুর্গন্তি ॥

৭৩। ইন্দ্রনীলেতি লাবণ্যেন, ইন্দীবরেতি শৈভাসৌগন্ধ-সৌকুমার্যঃ, কজ্জলেতি লোচনরোচকত্বেনাংশেন,

৭১। এই ছয়খাতু সেবিত দশম বিভাগে ব্রজসুন্দরীগণ সীমন্তে বর্ষার নবকদম্ব, করতলে শরতের
লীলাকমল, গণ্ডযুগলে হেমন্তের নবস্নিগ্ধ লোপ্ররেণু, গলে শীতের বাঙ্গুলীফুলমালা, কর্ণে বসন্তের অশোক-
পল্লবগুচ্ছ, আর কুন্তলে নিদাঘের মল্লিকাফুলমালায় সুশোভিতা হয়ে প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণকে সদা উপাসনা
করেন।

৭২। সর্বখাতুত্থদ বিভাগে নানামণীন্দ্রালয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বদ্বিত-সৌন্দর্যে দীপ্ত, পিককুল
ও অলিকুলের মধুরগুঞ্জে মুখরিত, উজ্জ্বল ওষধীলতায় রাত্রি আলোকিত, কস্তুরীহরিণাঙ্গনাদের সৌরভে
সৌরভাষিত, আর চমরীগাভীর পুচ্ছের দ্বারা সম্মার্জিত মঞ্জুল কুঞ্জমণ্ডপকুল বিরাজিত।

শ্রীষমুনা :

৭৩। এবংভূত শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে তাঁর অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীবৃন্দাদেবীর ইন্দ্রনীলমণিহার সুত্রের

অসিতশাটীব বৃন্দাটীবীদেব্যাঃ কাচন যমুনা নাম নদী ॥

৭৪ । যা খলু সতরঙ্গাপি নতরঙ্গাধায়িকা, সকমলাপি নশুংকমলা, সসারসাপি বিসারসারস্তা, মজ্জনসুখদাপি নমজ্জনসুখদা ॥

৭৫ । বিবিধলতিকাকারচিত্রবিচিত্রিতকঞ্চলিকয়েব চিন্মণিশৈবাল-লতিকাবিতত্যা পরিবৃতবক্ষঃস্থল-বিলাসিরথাস্থপয়োধরা, কলিত-কঙ্কলারাদি-পরাগ-পটলচিত্রপটা, ভ্রমদভ্রমরঘটাবদ্ধ-বেণিরিন্দীবরনয়না, বিকসদরবিন্দমুখী, প্রফুল্লহল্লকলসদধরোষ্ঠী, সারসসারসনাঞ্চিতপুলিননিতম্বা, কলহংসহংসকা, মূর্ত্তেব রমণীয়তা দেবী তরলতরুতরঙ্গহস্তেনেব জলজকুসুমৈঃ শ্রীকৃষ্ণারাদনমবাধমনিশমেব কুর্বাণা জরীজ্জ্যতে ॥

৭৬ । যস্তাঞ্চোভয়োরেব কুলয়োঃ কুসুমভর-ভজ্যমানবিটপবিটপি-পটলপ্রতিবিম্বেন সলিলান্তরে-হপি কুসুমিতং কাননান্তরমিব ব্যঞ্জয়ন্ত্যাং সহ-প্রতিবিম্বিতং বিহগকুলমপি বৈসারিণো যত্র জিঘংসবস্তুণেন

অসিতশাটীতি অবাভিচারি-নেপথ্যসাধকত্বেন ॥

৭৪ । সতরঙ্গা তরঙ্গসহিতা, নতানাং নত্বাদ্ভক্তানাম্, রঙ্গস্ত প্রেমসুখস্ত, আধায়িকা অর্পয়িত্রী ; সকমলা পদ্ম-সহিতাপি, ন শস্তি ন হ্রাসং প্রাপ্নুবন্তি কমলানি জলানি যস্তাঃ সা ; ‘শো ভনুর্করণে’ শব্দস্তঃ, “সলিলং কমলং জলম্” ইত্যমরঃ ; ‘এশ অদর্শনে’ ইত্যস্ত রূপে প্রথমোপস্থাপিতে বিরোধঃ ; সারসঃ পক্ষী, বিসারা মৎস্তান্তেষাং সারসস্তং বলং যস্তাং সা, নমতাং জনানাং সুখদা ॥

৭৫ । চিদরূপাণাং মণিময়ীনাং শৈবাললতিকানাং বিতত্যা নিমজ্জা উদগত্বেন পরিবর্তে আবর্তে যমুনারা মধ্যদেশ এব বক্ষঃস্থলম্, তত্র বিলাসিনৌ রথাস্থাবাব পয়োধরৌ যস্তাঃ সা ; সারসাঃ পক্ষিণ এব কুজনসাধর্ম্যেণ সারসনাং কাঞ্চী তেনাঞ্চিতঃ পুলিনরূপো নিতম্বো যস্তাঃ সা ; কলহংস এব হংসকঃ পাদকটকং যস্তাঃ সা ; জরীজ্জ্যতে অতিশয়েন প্রকাশতে ॥

মতো, নীলকমল-মালার মতো কজ্জল-পরিখার মতো, নীল-শাড়ীর মতো কোনও অনির্বচনীয় যমুনা নামক নদী প্রবাহিতা ।

৭৪ । এই যমুনা তরঙ্গময়ী হয়েও ভক্তের প্রেমসুখ-বিধায়িনী, কমলময়ী হয়েও অক্ষয় জলে পূর্ণ, সারসের বিহারস্থলী হয়েও মৎসকুলের সরসতা বিধায়িনী, মজ্জন-সুখদা হয়েও নতজনের সুখপ্রদ ।

৭৫ । বিবিধ লতিকার আকারে চিত্রবিচিত্র কঞ্চলিকার মতো চিন্মণিশৈবাললতার বিস্তারে আচ্ছন্ন বক্ষঃস্থলে বিলসিত চক্রবাক-চক্রবাকীরূপ কুচযুগলে শোভিতা, ঋতপদ্মাদি-পরাগে অঙ্কিত চিত্তরূপ বসন পরিহিতা, ভ্রমণশীল ভ্রমরনিকররূপ বদ্ধবেণিধরা, নীলকমলরূপ নয়না, প্রফুটিত কমলরূপ আননা, প্রফুল্ল লালকমলরূপ সুন্দর অধরোষ্ঠী, সারসরূপ কাঞ্চিযুক্ত পুলিননিতম্বা, কলহংসরূপ নূপুরে অলঙ্কৃত মূর্ত্তিমতী রমণীয়তাস্বরূপ শ্রীযমুনা দেবী অতি চঞ্চলতরঙ্গরূপ করকমলের দ্বারা জলজকুসুমে অবাধে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনা করতে করতে অতি উজ্জলভাবে শোভা পাচ্ছেন ।

৭৬ । এবং এর উভয়কূলে কুসুমভারে অবনতা তরুপল্লবশ্রেণী জলমধ্যে প্রতিবিম্বিতা হয়ে যেন অত্র একটি কুসুমিত কাননের প্রকাশ করছে, আর তার সহিত প্রতিবিম্বিত বিহগকুলকে মৎসগণ হনন

খণ্ডয়ন্তঃ ক্ষণমবতিষ্ঠন্তে, রজনাবপি বিদ্বিতং নক্ষত্র-গ্রহ-নিকরমপি সর্বতঃ কেনাপি বিকীর্ণং লাজজালমিব মগ্নমানাঃ শফরা অপি প্রত্যেকমন্তুমুৎকণ্টন্তে ॥

৭৭। মধ্যে চ যন্তাঃ কর্পূরপূরময়ানীব তিমিরনিকরোদ্বাস্তকাস্ত-কৌমুদীশকলানীব বৃন্দাটবীদেব্যোঃ শ্রীখণ্ডখণ্ডাঙ্গরাগপটলানীব বিশস্তবেগীদগুস্তরাস্তরা-বিরাজমানমালতীমাল্যখণ্ডানীব নবানি পুলিনানি। যেষু চ কুত্রাপি নবনবসমুজ্জ্বলমাণ-মরকতাকুরায়মাণ-তৃণাকুরেষু বিবিধান্নেব কুসুমোপবনানি, অন্তরা অন্তরা মঞ্জুলানি কুঞ্জানি চ, প্রতিপুলিনোপবনং চিন্মণিময় মণ্ডপাশ্চ ॥

৭৮। যেষামঙ্গনেষু সারস-সরারি-কুরুর-চক্রবাক-কলহংসাদিভিঃ সহ তৎকাননচরাঃ শুক-পিকজীব-জীবচকোরকপ্রভৃতয়ো বিহঙ্গমাঃ সরভসমেব কৃষ্ণকথালাপেন মধুরগোষ্ঠীমিব কুবর্বন্তো বর্তন্তে। উভয়তশ্চ পার্শ্বয়োৰ্যন্তা বিবিধমণিবন্ধেষু তটেষু অন্তরা অন্তরা মরকত-কুরুবিন্দ-বৈদূৰ্য্য-বিক্রমাদি-বিবিধ-মণিগণ-

৭৬। কুসুমানাং ভরণ ইব ভজ্যমানাঃ প্রাপ্যমাণভঙ্গা বিটপাঃ পল্লবা যন্ত তথ্ভূতন্ত বিটপিসমুহন্ত প্রতিবিশ্বেন সহ প্রতিবিশ্বিতং বিহগকুলং তজ্জহুপক্ষিসমুহং জিঘৎসংগেহন্তুমিচ্ছবঃ, বৈসারিণো মৎস্তাঃ, অবতিষ্ঠন্তে, (পা০ ১।৩২২) “সমবপ্রবিত্যঃ হুঃ” ইত্যান্নেনপদম্; শফরাঃ শ্রোষ্ঠীনামানো মৎস্তভেদাঃ ॥

৭৭। কর্পূরপ্রবাহময়ানীবত্যেনেন শৈত্য-সৌগন্দ্য-সৌন্দর্য্যং ধনিতম্। ততশ্চ যুগমদপ্রবাহময্যা অপীতি ব্যঞ্জিতয়া উৎশ্রেক্ষয়া জীবিতো বিরোধোপি জ্যোতিতঃ। নহু কর্পূরপূরময়হেনোৎশ্রেক্ষসে চেৎ পুলিনানি, তর্হি কথং তেষাং হৈর্ষমিত্যাশঙ্ক্য অতথোৎশ্রেক্ষতে—তিমিরেতি। নহু তর্হি কুতঃ পরস্পরং পুনরপি বাধ্যবাধকত্বাভাবস্তেষামিত্যাশঙ্ক্য পুনরন্তথোৎশ্রেক্ষতে—শ্রীখণ্ডেতি। নহু তর্হি নদীমধ্যগতাত্তপি তানি তয়া কথং ন বাহিতানীতি পুনরপ্যাশঙ্ক্য পুনস্ততোহপাত্তথা নদীসহিতাত্তেব তাত্ত্যোৎশ্রেক্ষতে—বিশস্তেতি। যেষু পুলিনেষু মধ্যে কুত্রাপি কেবুচিং তেষুগানি বহুনি পুলিনানি তৃণগুন্ডাদিরহিতানি স্বচ্ছবালুকায়ানি সন্তি রাসনাটালীলার্থমিতি ॥

-পর হয়ে ভোজনেচ্ছায় ঠোকরাতে ঠোকরাতে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে পড়ছে। এবং রজনীতে প্রতিবিম্বিত নক্ষত্র-গ্রহশ্রেণীকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া লাজজাল মনে করে ছোট ছোট মৎস্তগণ খাওয়ার জন্য প্রত্যেকে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছে।

৭৭। এবং যমুনার মধ্যে যে নবীন পুলিন বিরাজমান তা কর্পূরপ্রবাহের মতো, ঘন অন্ধকার-রাশি-উদ্দিগরিত মনোহর জ্যোৎস্নাখণ্ডের মতো শ্রীবৃন্দাদেবীর অঙ্গের চন্দনখণ্ড-অঙ্গরাগচয়ের মতো, এবং প্রলম্বিত বেগীদগুণের মধ্যে মধ্যে বিরাজমান মালতিমাল্যখণ্ডের মতো প্রতীয়মান হচ্ছে। এবং পুলিনের মধ্যভাগে কোথাও কোথাও নব নব প্রকাশমান মরকতাকুরসম তৃণাকুরের মাঝে নানাপ্রকার কুসুমোপবন, মধ্যে মধ্যে কোথাও মনোহর কুঞ্জ, ও প্রত্যেক পুলিন-উপবনে চিন্মণিময় মণ্ডপনিবহ বিরাজমান।

৭৮। এই মণিময় মণ্ডপশ্রেণীর অঙ্গনে সারস-সরারি-কুরুর-চক্রবাক-কলহংসাদি জলচর পক্ষীর সঙ্গে তৎকাননচারী শুক-পিক-চকোর-চকোরক প্রভৃতি স্থলচর পক্ষীকুল মনের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণকথা আলাপনে যেন মধুরগোষ্ঠী রচনা করতে করতে বিহার করছে। এই যমুনার উভয়পার্শ্বের বিবিধ মণিবন্ধ

নির্মিতা অবতারাঃ, যেসামভিমুখসমানস্বঘটিততয়া তটয়োরেব সোপানপরম্পরে শোভাদেব্যা দশনপঙ্তী
ইব দৃশ্যেতে ॥

৭৯ । উভয়তশ্চ যেষাং তিরস্কৃত-মণিমণ্ডপানি লতামন্দিরমণ্ডলানি ; তানি চ যথা—

চত্বারস্তুরবশ্চতুর্ষু সরুচঃ কোণেষু তেষামধো
দে দে চোভয়তঃ প্রিয়ে ইব লতে বিশ্বক্ তথাহবর্দ্ধিতাম্ ।
তানাক্রম্য পরম্পরান্তবপুষঃ পুষ্পৈঃ ফলৈঃ পল্লবৈঃ
সাক্ষোপাঙ্গ-মণীন্দ্রমণ্ডপকুচং কুবর্বন্তি সর্ব্বা যথা ॥

৮০ । তৎপ্রকারো যথা—

স্তুস্তাস্তেহমী বড়ভ্যো নিয়তকুসুমিতাঃ স্কন্ধশাখাস্তদীয়া
বল্লীনাং পুষ্পিতানামপি বিটপকুলৈঃ কল্লিতানি চ্ছদীংষি ।

৭৮ । সারসাদিভিজলচরৈঃ, শুকাদয়ঃ স্থলচরাঃ, যশা যমুনায়া দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োঃ বতীর্ষতে এভিরিত্যবতারাঃ, ঘাট
ইতি খ্যাতিঃ । যেসামবতারাণামেকৈকেষাম্, উভয়তশ্চ উভয়োরুভয়োর্বামদক্ষিণপার্শ্বয়োঃ ॥

৭৯ । চতুর্ষু কোণেষু চত্বারস্তুরবঃ সরুচঃ, কগিত্যপলক্ষণম্, স্থোলা-দৈর্ঘ্য-বিস্তারৈরপি তুল্যা জ্ঞেয়াঃ, তেষা-
মেকৈকশঃ অথ উভয়ত উভয়োরুভয়োঃ পার্শ্বয়োর্দে দে, একা দক্ষিণে পার্শ্বে, একা বামে, এবং দে দে বিশ্বক্ উপরি-
চতুর্দিক্ষু চ ওঁচিতি্যরূপেণ তথা অবর্দ্ধিতাং ব্যাপ্তবত্যা ; বর্দ্ধচ্ছেদন-পূরণয়োঃ রিত্যন্ত পরস্পৈপদিনো রূপম্ । যথা তাং
স্তুরনাক্রম্য পরম্পরমাত্তানি গৃহীতানি ভটিতানি বপুষি যাসাং তাস্তথাভূতাঃ সত্যঃ সর্বা অষ্টাবেব লতাঃ পুষ্পাদিভি-
রঙ্গোপাঙ্গসহিত-মণিময়মণ্ডপানামিব কুচং কাস্তিং কুবর্বন্তি ॥

৮০ । তে প্রসিদ্ধা অমী পূর্বোক্তাশ্চত্বরস্তুরবো ভূমিত ঋজুভূয়োথিতভ্য়েন চত্বারঃ স্তুস্তাঃ, তদীয়াস্তরুসম্বন্ধিতাঃ স্কন্ধ-

তটের মধ্যে মধ্যে মরকত-কুরুবিন্দ-বৈদূর্ঘ্য-বিজ্রমাди বিবিধ মণিচয়ে নির্মিত ঘাট বিদ্যমান, এই সব
ঘাটের সম্মুখভাগ সরলরেখায় বিদ্যন্ত থাকায় তটের সোপান পরম্পরা শোভাদেবীর দন্তপঙ্তীর মতো
দেখা যাচ্ছে ।

৭৯ । এই ঘাটের দুদিকে মণিমণ্ডপ হতেও অধিক শোভন যে লতামন্দিরশ্রেণী বিরাজমান তা'
এইরূপ—

এর চার কোণে যে চারটি বৃক্ষ আছে, তা' স্থূলতায় লম্বায় ও বিস্তারে সমান, এই চার বৃক্ষের নীচে
প্রত্যেক দুই দুই পার্শ্বে যে দুই দুই লতা বিরাজমান তা ওদের প্রিয়তমার মতো শোভা পাচ্ছে ; এই লতা
ঐ বৃক্ষের উপর চতুর্দিকে এমন বেড়ে উঠেছে যে ঐ বৃক্ষগুলিকে আশ্রয় করে একে অন্নের দেহ ধরে জড়িয়ে
গিয়ে পুষ্প-ফল-পল্লবরূপ অঙ্গোপাঙ্গের সহিত সকলে মিলে মিশে ঐ লতামন্দিরকে এক অপূর্বশোভা
দান করছে ।

৮০ । উপর্যুক্ত ঐ চারটি সরলবৃক্ষ ঐ লতামন্দিরের যেন স্তম্ভ হয়েছে—ওদের নিয়ত কুসুমিতা
স্কন্ধশাখা বক্রভাবে পরস্পর মিলিত হয়ে চারটি চন্দ্রশালার যেন সৃজন করেছে, উপর্যুক্ত পুষ্পিতা-লতার

কৈশিচ্ছদ্বারোহপি ভঙ্গীবিরচনকচিরা ভিভয়ঃ কৈশিচ্ছদৈঃ

পুষ্পৈঃ প্রালম্বচূড়াকলসবিরচনাচামরাদীনৈঃ কৈশিচ্ছ

৮১। অথ যস্য বৃন্দাবনস্য মধ্যে পুরুষাবতার ইব সহস্রশিরাঃ, সহস্রপাচ্ছ, মহাবিনোদীব অমল-
মণিকটকো বিবিধমণিকুণ্ডলশ্চ, শব্দগ্রাম ইব বিবিধধাতুযোনিঃ, ধ্রুব ইব ভূভৃৎকুলভূষণোহপি ভগবদমু-
গ্রহেণ লজ্জিত-সকলোপরিতনলোকঃ সুনাসীরনাসীর ইব ছরবগাহ গুহালঙ্কৃতঃ, মলয় ইব সর্বতো-
ভদ্রশ্রীরপি ন ভুজগাবাসঃ, হর ইব চন্দ্রচূড়োহপামুগ্রঃ, ভগবানিব বিচিত্রবনমালঃ, আনন্দ ইব মহোৎসবেষ্ঠঃ,

শাখা নিয়তং শুষ্ক বক্রীভূয় পরস্পরং মিলিতাশ্চতশ্চো বড়ভাঃ; বল্লীনাং বিটপকুলৈঃ পল্লবসমূহৈশ্ছদীংষী ছাউনীতি
খ্যাতানি কল্লিতানি। কৈশিচ্ছদ্বীনাং বিটপকুলৈর্ভঙ্গ্যা সংনিবেশকৌশলেন যদ্বিরচনং তেন কচিরাশ্চতশ্চো দ্বারোহপি
কল্লিতাঃ। তথা তৈরেবার্হৈঃ কৈশিচ্ছদ্বিত্তয়স্তথা পুষ্পৈস্তাদৃশ-তাদৃশবিদ্যাসংবিশিষ্টো ন স্থিতঃ; প্রালম্বাদীনীতি তত্র
প্রালম্বানি পটলেভ্যো লম্বমানমালায়ানি, বিরচনা বিবিধপত্রাবল্যাদীনাম্ রচনা; “রচনা স্তাৎ পরিস্পন্দঃ” ইত্যমরঃ ॥

৮১। সহস্রসংখ্যানি শিরাংসি মস্তকানি শৃঙ্গাণি চ, পাদাশ্চরণাঃ প্রত্যন্তশৈলাশ্চ, “পাদাঃ প্রত্যন্তপর্বতাঃ”
ইত্যমরঃ; বিনোদো বিলাসঃ, কটকং বলয়ঃ; পক্ষে “কটকোহস্ত্রী নিতম্বোহদ্রেঃ” ইত্যমরঃ; মণিময়ানি কুণ্ডানি লাভীতি
সঃ; ধাতবো ‘ভূ’-‘যা’-‘বা’-‘দিব’-প্রভৃতি যো মনঃশিলাদয়শ্চ, ভূভৃৎ রাজা পর্বতশ্চ; “ভূভৃৎ ভূমিধরে নৃপে” ইত্যমরঃ;
উপরিতনলোকো মহলোক, পক্ষে বৈকুণ্ঠঃ; সুনাসীর ইন্দ্রঃ, নাসীরস্তস্য সেনা; গুহঃ কার্ত্তিকেশঃ; পক্ষে “দেবখাতবিলে

শাখাজালের দ্বারা যেন ঐ মন্দিরের ছাদ নির্মিত হয়েছে, কোনও কোনও লতার শাখাজালের নিপুণ
সন্নিবেশে যেন মনোহর চারটি দ্বার তৈরি হয়েছে, অথ কোনও কোনও পুষ্পিতা লতার সন্নিবেশে যেন
ভিত নির্মিত হয়েছে, আর ছাদের নীচ থেকে বুলন্ত কোনও কোনও পুষ্পের যথাবিধি বিদ্যাসংবিশিষ্ট
ঝালর-চূড়ার কলস এবং চামরের যেন সৃজন হয়েছে।

শ্রীগিরিরাজগোবর্দ্ধন :

৮১। এই শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যভাগে শ্রীগোবর্দ্ধন নামক গিরিরাজ বিরাজমান—শ্রীভগবানের
পুরুষাবতার যেমন সহস্রশীর্ষা সহস্রপাদা তেমনই এই গিরিরাজ ও সহস্র শৃঙ্গযুক্ত এবং নিকটবর্তী ছোট
ছোট সহস্র পর্বতবিশিষ্ট, মহাবিলাসী ব্যক্তি যেমন উজ্জ্বল মণিবলয়ে এবং বিবিধ মণিময় কুণ্ডলে
বিভূষিত তেমনই এ-গিরিরাজ ও উজ্জ্বল মণিময় সানুপ্রদেশের দ্বারা এবং বিবিধ মণিময় শ্রীরাধাকুণ্ডাদির
দ্বারা বিভূষিত, শব্দগ্রাম যেমন ‘ভূ’ ‘যা’ প্রভৃতি ধাতুর যোনি তেমনই এ-গিরিরাজ গেরু-মনঃশিলাদি
ধাতুর আকরভূমি, ধ্রুব যেমন রাজকুলভূষণ হয়েও শ্রীভগবদমুগ্রহে মহঃলোক অতিক্রম করে বিরাজমান
তেমনই গোবর্দ্ধন পর্বতকুলভূষণ হয়েও শ্রীভগবদমুগ্রহে বৈকুণ্ঠলোক অতিক্রম করে বিরাজমান, দেবরাজ
ইন্দ্রের সেনা যেমন অনতিক্রমণীয় সেনাপতি কার্ত্তিকেশদ্বারা অলঙ্কৃত তেমনই গোবর্দ্ধন ও চুপ্রবেশ গুহা-
দ্বারা অলঙ্কৃত, মলয়পর্বত যেমন সর্বত্র চন্দনবৃক্ষ এবং সর্পের দ্বারা আবৃত তেমনই এ-গোবর্দ্ধন সর্বাঙ্গিক
সম্পত্তির আকরভূমি বটে কিন্তু সর্পের আবাসভূমি নয়, শঙ্কর যেমন চন্দ্রচূড় তেমনই এ-গোবর্দ্ধন চন্দ্রস্পর্শী
শৃঙ্গযুক্ত—এমন হলেও গোবর্দ্ধন কিন্তু শঙ্করের মতো উগ্র নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন আপাদলম্বিত

ভুবলয় ইব লোকালোকরমণীয়ঃ, আনন্দকন্দরবটোহপি আনন্দকন্দরাবটঃ; বনরাজী সত্বানামপ্যবনরাজী সত্বানাং গোবর্ধনো নাম গিরিবরঃ ॥

৮২ । যঃ খলু কৈলাসেনাপি নোপগীয়তে,—অরূপ্যত্বাৎ; ন চ মেরুগাপি,—অজাতরূপত্বাৎ ॥

৮৩ । যত্র আদিরসবর্ণনাবর্ণসমূহ ইব, রূপকোপরূপক-ব্যাপার ইব, মাধুর্যোপযোগী নটবর্গঃ ॥

গুহা” ইত্যমরঃ; সর্গতো ভদ্রশ্রীন্দেনহর্যত্র; পক্ষে সর্গেভোহপি ভদ্রা শ্রীঃ সমুদ্বিষ্ম সঃ; পর্বতপক্ষে চূড়া শৃঙ্গম্ অনুগ্রঃ সৌম্যঃ; বনমালা আপাদলম্বিমালাং বনশ্রেণী চ; মহতি উৎসবে মঙ্গলকর্গবি, ইষ্টঃ প্রশস্তঃ; পক্ষে মহদ্বি-রুৎসৈঃ প্রসবর্ণৈর্দেষ্ঠো বেষ্টনং যন্ত সঃ; “উৎসঃ প্রসবণম্” ইত্যমরঃ; লোকালোকহরামা পর্বতঃ; পক্ষে লোককর্ক-দর্শনম্; আনন্দানাং কন্দং মূলং রাস্তি তথাবিধা বটবৃক্ষা যত্র সঃ; আনন্দরূপকন্দরাণাম্ অবটো গর্ভো যত্র সঃ; সত্বানাং প্রাণিনাগবনেন পালনেন রাজিভুং শীলং যন্ত সোহবনরাজি; সত্বানাং কদম্বানাং বন-রাজীষু সন্তং বর্তমানত্বং যেষাং তেষাং মৃগাদীনামিত্যর্থঃ। বিরোধাভাসছোটকোহপিকারঃ ॥

৮২ । অরূপ্যত্বাদ্ রূপকেণ বর্ণয়িতুমশক্যত্বাৎ, অদৃষ্টোপমত্বাদিত্যর্থঃ; পক্ষে রূপাং রজতং তম্রয়ত্নাভাবাৎ কৈলাশশৈলো হি রজতময়ো ভবতি, অয়ং তু বিবিধমণিশিলাময় ইতি ভাবঃ।—অজাতরূপত্বমিত্যসিদ্ধরূপত্বাৎ; মেরুস্ত প্রকৃতিজরূপ ইতি। পক্ষে জাতরূপং কনকম্, তম্রয়ত্নাভাবাৎ মেরুহি কনকময়ো ভবতীতি ॥

৮৩ । আদিরসস্ত বর্ণনায়াং যো বর্ণসমূহস্ত্র মাধুর্যোপযোগী টবর্গো ন ভবতি। তথা ভাস্করঃ—“মুগ্ধি বর্ণান্তাঃ স্পর্শা অটবর্গা রলৌ লঘু। অব্যক্তির্মধ্যব্যক্তিঞ্চ মাধুর্যে ঘটনা মতা ॥” ইতি। রূপকোপরূপকয়োর্নাটক-নাটিকয়োর্ঘো ব্যাপারস্তত্র মাধুর্যমুপযুক্তে, নটনাং নর্তকানাং বর্গঃ। যত্র গোবর্ধনে নটঃ শোণালু ইতি খ্যাতাস্তেষাং বর্গেহপি মাধুর্যোপযোগী; “নটকটংস্টুকাঃ” ইত্যমরঃ ॥

বিচিত্র মালায় শোভিত তেমনই এ-গোবর্ধন বিচিত্র বনশ্রেণীতে শোভিত, আনন্দ যেমন মহোৎসবে প্রশংসনীয় তেমনই এ-গোবর্ধন চতুর্দিকে ঝরণাতে পরিবেষ্টিত, ভূমণ্ডল যেমন লোকালোক পর্বতের দ্বারা রমণীয় তেমনই এ-গোবর্ধনও ভক্তজনের দর্শন রমণীয়, এ-গোবর্ধন আনন্দের উৎসদাতৃ বটবৃক্ষে শোভিত, এর গুহার ভিতরভাগ আনন্দস্বরূপ, এ বনবাসী মৃগাদি প্রাণী পালনের স্বাভাবিক বৃত্তিসম্পন্ন।

৮২ । এই গোবর্ধন কৈলাসের সঙ্গেও উপমেয় নহে—এ অনুপমেয়, কারণ ‘রূপক’ অলঙ্কারের দ্বারা এর বর্ণনা করা যায় না। (শ্লেষপক্ষে—কৈলাসপর্বত রজতময় আর এ-পর্বতে রজতময়তার অভাব, এ হল বিবিধ মণিশিলাময়—কাজেই অনুপমেয়।) এ মেরুপর্বতের সঙ্গেও উপমেয় নয়—কারণ এ-পর্বত অজাতরূপ হওয়ার দরুণ নিত্যসিদ্ধ রূপবান,—আর মেরুপর্বত হল প্রকৃতি হতে জাত। (শ্লেষপক্ষে, মেরু হল কনকময় আর গোবর্ধন হল মণিশিলাময় কাজেই মেরু উপমার যোগ্য নয়।)

৮৩ । শৃঙ্গাররস বর্ণনার বর্ণসমূহ যেমন ‘ট’ বর্ণরহিত হয়ে এবং নাটক-নাটিকাদি ব্যাপার যেমন নর্তকসমূহ যুক্ত হয়ে মাধুর্যোপযোগী তেমনই এই গোবর্ধনে যে ‘ট বর্ণ’ অর্থাৎ শোণালুবৃক্ষ আছে তাঁর স্বজাতীয় সব বৃক্ষই মাধুর্যোপযোগী।

৮৪ । যত্র কিল কালীয়ক-তরুমূলবাহিনা নির্বারণে পরিমলপরিভাবিতাস্পত্যকাসু সকলা এব তৃণ-জাতয়ো গন্ধতৃণতামভিপত্যন্তে, হরিদ্রবক্রমমূলবাহিষু শুকপক্ষচ্ছবিষু নির্বারণে কৃতাবগাঃ সর্বা এব রুরু-চমর-চমুরু-গবয়-গন্ধর্ব্ব-স্মর-রোহিষ-শশ-সম্বর-প্রভৃতয়ো হরিণজাতয়ো হরিম্মণিঘটিতা ইব পরস্পরং ন পরিচিন্তি ॥

৮৫ । যশ্চ কচন মহানীলমণিশিলাময়ুচ্ছবি-চ্ছুরিত-ক্ষটিকমণিগণ্ডশৈলঃ কলিত-নীলনিচোলো হলধর ইব দরীদৃশ্যতে । কচন চারুচামীকরশিলাকিরণচ্ছুরিতাধোভাগ-মহামরকতগণ্ডশৈলঃ পীতাম্বরো নানায়ণ ইব, কচন চ, কনকমণিশিলাপটু-সংঘটু-ভাসুর-হীরকোপলভিভিন্নরগৌরীবিগ্রহ ইব, কচন চ মরকত-গণ্ডশৈলমনুভয়তঃ প্রপাতি-নির্বরজলো মণ্ডলীকৃতকোদণ্ডঃ সীতাপতিরিব, কচন চ, রজতগণ্ডশৈলো-পরিগতকমলরাগ-শিলাপটু-সন্নিবেশো মহাহংসাদিরূঢ়ঃ কমলযোনিরিব, কচন, চোক্ততরমণিগণ্ডশৈল-শিখরতঃ প্রবলতরতরসা নিঃস্রন্দমানেন বিবিধমণিকিরণচ্ছটাচ্ছুরিতে ন নির্মলনির্বারণে স্বজুভূয় লম্ব-মানসুরপতিকোদণ্ড ইব, কচন চ, বিবিধমণিপাষণশবলীভাব-ভাসুরস্ত সানুনঃ সমুদ্ভিরেণ কিরণ-

৮৪ । কালীয়কঃ কলম্বক ইতি খ্যাতঃ । ভাবিতাস্থ বাসিতাস্থ, উপত্যকাস্থ শৈলসমীপবতিভূমিষু ; হরিম্মণি-মারকতম্ ॥

৮৫ । দরীদৃশ্যতে, দর্শির্ঘটন্তঃ ; চামীকরং কনকম্ ; অহু লক্ষ্যকৃত্য, উভয়তো ভাগদ্বয়ে বক্রোভূয়, প্রপাতিনি প্রপতনশীলানি নির্বরাণাং জলানি যত্র পঃ ; কমলযোনিরক্ষা ; প্রবলতরতরসা অতিবেগিনা নিঃস্রন্দমানেন নিস্পততা নির্মলনির্বারণে হেতুনা বিবিধমণীনাং কিরণচ্ছটাভিচ্ছুরিতে ন, তেনাস্ত রক্ত-পীত-নীলাদिवিবিধবর্ণময়তেন ইন্দ্রধনুঃসাক্ষপান্,

৮৪ । এবং এই গোবর্দ্ধনে চন্দন জাতীয় কলম্বক তরুমূলবাহী নির্বরের পরিমলে সুবাসিত উপত্যকাতে সকল তৃণজাতীয় উদ্ভিদই গন্ধময় তৃণতা প্রাপ্ত হয়ে যায়, এবং হলুদব্র-বর্ণ বৃক্ষের মূলবাহী শুকপক্ষকান্তিযুক্ত নির্বরে স্নাত রুরু-চমর-চমুরু-গবয়-গন্ধর্ব্ব-স্মর-রোহিষ-শশ-সম্বর প্রভৃতি হরিণজাতী সকলেই পীত মরকতমণি-নির্মিত বলে মনে হয় - পরস্পর কেউ কাউকে চিনতে পারে না ।

৮৫ । এই গোবর্দ্ধনে কোথাও কোথাও মহানীলমণিশিলা কিরণকান্তিচ্ছটায় উদ্ভাসিত ক্ষটিক-মণিগণ্ডশৈলকে নীলাম্বর পরিহিত শ্রীবলদেবের মতো দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও সুন্দর সুবর্ণশিলা কিরণকান্তিচ্ছটায় উদ্ভাসিত অধোস্থ মহামরকতগণ্ডশৈলকে পীতাম্বর নারায়ণের মতো দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও হীরকপ্রস্তুত-ভিতের উপর কনকমণিশিলাপীঠের মিলন হরগৌরীর মতো দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও তুর্বাদলশ্যামবর্ণ মরকতগণ্ডশৈলের উপর নির্বর জল পড়ায় যে দৃশ্য হয়েছে তা গোলাকার ধনুতে সজ্জিত সীতাপতি রামের মতো দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও রৌপ্যগণ্ডশৈলের উপর রক্তবর্ণ পদ্মরাগ-শিলাপীঠ সন্নিবিষ্ট হয়ে মহাহংসারূঢ় ব্রহ্মার মতো দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও অতি উচ্চ গণ্ডশৈলশিখর থেকে অত্যন্ত প্রবল বেগে ক্ষরিত বিবিধ মণিকিরণচ্ছটাচ্ছুরিত নির্মল নির্বর দেখতে লম্বমান ইন্দ্রধনুর মতো হয়েছে, কোথাও কোথাও বিবিধ মণি ও প্রস্তুত মিলনজনিত বিবিধ কান্তিমন্ত পর্বতসানুদেশ থেকে

নিকরেণ নভসি নির্মায়মাণঃ শত্রুশরাসন ইব, কচন চ, বৈদূর্যমগ্নিশিখরশিখাসমুদ্ভূত-কিরণকন্দলীভি-
রনবচ্ছিন্ন-ধূমলেখাত্রমেণ ভ্রমদধূম্যাটনিকর ইব, কচন চ, শ্রীকৃষ্ণস্ত মণিসিংহাসনায়মান-সুসীম-
সুযীমশিলাবিলাসঃ, কচন চ, শ্রীকৃষ্ণস্ত রাসবিলাসবিশেষসমুচিতমণিস্থলীপরিসরঃ, কচন চ, শ্রীকৃষ্ণস্ত
মণিমন্দিরাস্রমাণ-কন্দরনিকরঃ, কচন চ, শবনসমুদ্ভূত-বিবিধ-কুসুমপরাগ-বিততি-বিতস্তমান-শ্রীকৃষ্ণার্থক-
সিতবিতানঃ, কচন চামূলবিকসিতলোত্রতরু-নিকরেণাভিতোহভিতঃ প্রতানিতপটকুট্টিমপটলায়মানঃ শব-
খদির-পলাশশল্লকী-নিচুল-শিংগপা-করজ-মধুক-পনস-প্রিয়াল-তালী প্রভৃতিভির্বনরাজিভিরপহতাতপঃ সহজ-
নিবৈর-বিসদৃশ-সম্ব-সমাকুলশ্চ । অপরে তৎপাদা অপি তদৃশা এব ॥

৮৬ । এবমুক্তপ্রকার-গোবর্দ্ধনসমঃ কশ্চন তস্তাদূরত এব নন্দীশ্বরাত্মো দ্বিতীয় ইব নন্দীশ্বরঃ ক্ষিতি-
ধরঃ । যশ্চ চারুতরধবাক্রীড়োহপি মাধবাক্রীড়ঃ, কিং শুকবানপি ন কিং শুকবান্, সুপ্রসংশোভোহপি

শবলীভাবো যিশ্রীভাবস্তেন ভাবরসস্ত বিবিধকান্তিমত ইত্যর্থঃ । সানুনঃ প্রসুদেহশস্ত “প্রসুঃ সানুরজিয়াম্” ইত্যমরঃ ;
ধূম্যাটো ধূমলবর্ণপক্ষিবিশেষঃ ; শোভনা সীমা যাসাং তাসাং সুসীমাণাং শীতলানাং শিলানাং বিলাসে যত্র সঃ ; “সুযীমঃ
শিশিরো জড়ঃ” ইত্যমরঃ ; বিতানঃ ‘চাঁদোয়া’ ইতি খ্যাতঃ, প্রতানিতৈবিস্তারিতৈঃ পট্টেরেব কুট্টিমং শিলচাতুর্যেণোচ্চী-
কৃতমণিবদ্ধভূভাগবিশেষসম্বৎসম্ ইবাচরনঃ ; শল্লকী গজভক্ষ্যো গন্ধদ্রবঃ, নিচুলো হিঞ্জল ইতি খ্যাতঃ ; করজঃ করজঃ,
বনরাজিভিঃ কক্কুভিঃবাদিভিঃ করণৈর্বা অপহত আতপো যত্র সঃ ; সহজং নিবৈরং বৈরাভাবো যেযাং তৈর্বিসদৃশৈর্ব্যাঘ্র-
মুগাদিভিঃ সর্বৈঃ সমাকুলঃ ॥

৮৬ । নন্দীশ্বরো মহেশঃ, অতএবাস্ত শুভবর্ণদ্বিমায়াত্ম । চারুতরৈধববৃক্ষৈরাক্রীড় উচ্চানং যত্র সঃ, মাধবস্ত আ
সম্যক ক্রীড়া যত্র সঃ ; অত্র নঞর্থো মা-শব্দো বিরোধভাসগমকঃ । শুকবান্ কিং ন ? অপি তু শুকযুক্তঃ ; অস্নানং

উজ্জলরূপে বিচ্ছুরিত কিরণমালার দ্বারা আকাশে ইন্দ্রধনুর মতো এক অপূর্ব বস্তুর সৃজন হয়েছে, কোথাও
কোথাও বৈদূর্যমণিপর্বতশৃঙ্গ থেকে সমুদ্ভূত কিরণকন্দলীতে এক অনবচ্ছিন্ন ধূমলেখার সৃজন হয়েছে যাকে
ভ্রমবশতঃ ভ্রাম্যমান ধূমলবর্ণপক্ষী বলে মনে হচ্ছে, আবার কোথাও কোথাও এই গোবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণের
মণিসিংহাসনসম সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট শীতল শীলার দ্বারা শোভিত হয়ে আছে, কোথাও কোথাও এই
গোবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসের যোগ্য মণিস্থলী-প্রদেশের দ্বারা শোভিত হয়ে আছে, কোথাও কোথাও
শ্রীকৃষ্ণের মণিমন্দিরসম গুহাসমূহে সুশোভিত হয়ে আছে, আবার কোথাও কোথাও পবনে কম্পিত বিবিধ
কুসুমপরাগচয়ে রচিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণ চাঁদোয়া, কোথাও কোথাও আমূল-বিকসিত লোত্রতরু-
শ্রেণীতে চতুর্দিকে যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে তা মণিবেদিসম শোভা পাচ্ছে, এখানে রোদ দূর হয়ে
গিয়েছে শব-খদির-পলাশ-শল্লকী-নিচুল-শিংগপা-করজ-মধুক-পনস-প্রিয়াল-তাল প্রভৃতি বনরাজির ছায়া
বিস্তারে, এই স্থান স্বাভাবিক মিত্রভাবে ভাবিত ব্যাঘ্রমুগাদি প্রাণীতে অধ্যুষিত, আর এই গোবর্দ্ধনের
পাদদেশে যে সব ছোট ছোট পর্বত রয়েছে তা এঁরই সমগুণবিশিষ্ট ।

শ্রীনন্দীশ্বর :

৮৬ । এইরূপ উপর্যুক্ত গোবর্দ্ধনসম অদূরে মহেশের দ্বিতীয় কলেবরের মতো নন্দীশ্বর নামক এক

অমুপ্রস্থশোভঃ, বামন ইব সুরসার্থসমুৎপাদনখনিঃস্বন্দমানসলিলনির্ঝরশীতশিবঃ, প্রৌঢ়-মানিনীজন ইব সহচরীপ্রসাদরচনাভেদমনঃশিলাসারঃ, হর ইব সদোপগৃঢ়শৈলজঃ ॥

৮৭। যত্র কাচন রাজধানী ব্রজপুর-পুরন্দরস্থ। যত্র খলু মেখলাশৃঙ্খলাদিষেব খল ইতি, স্বস্বসরঃ-
সেব মংসর ইতি, চন্দ্র এব দোষাকর ইতি, পরিমলাদিষেব মল ইতি, ছত্র-চামরাদিদণ্ডেষেব দণ্ড

প্রাণানাং প্রস্থা একর্ষেণ তিষ্ঠন্তী শোভা ভক্ষ্যপেয়াদিবস্ত্রসৌভালক্ষণা যত্র সঃ ; যত্র ন স্তূষ্ট প্রস্থঃ প্রস্থপরিমাণেন ভা
কান্তির্যন্তু, অপি তু মহাভাৱাদিপরিণামেনৈব কথঞ্চিদিত্যর্থঃ ; “প্রস্থোহস্তী সামুমানয়োঃ” ইত্যমরঃ ; শোভনা রসা
ত্রিপাদপরিমিতা প্রার্থিতা বৃত্তিকরী ভূমিঃ, তদর্থং সমুদগতস্ত্র পাদস্ত্র নখাং নিঃস্বন্দমানেন সলিলনির্ঝরেণ গঙ্গাথেন
শীতঃ শীতলীকৃতঃ শিবো যেন সঃ ; যত্র, সুরসার্থে দেবসমূহে বিষয়ে সমুৎ সহর্ষ ইতি পৃথক্ পদম্ ; তথা পাদনথেতি
পূর্ববদর্থঃ। গিরিপক্ষে সুরসানামর্থানাং বস্তুনাং সমাণ্ডপাদন্তঃ খনয়ো যত্র সঃ ; তথা স্বন্দমানসলিলনির্ঝরেসু
‘গঙ্গায়াং ঘোষঃ’ ইতিবং লক্ষণয়া তন্তুটেসু শীতশিবং ‘শৌকমহরী’ ইতি খ্যাতা লতা যত্র সঃ ; “বিহুঃ শীতশিবং
শম্যাং শৈলেশতপুষ্পয়োঃ” ইতি বিষ্ণুঃ ; সহচরীভিঃ সখীভিঃ প্রসাদরচনাভিরেব ভেদো ভেদুং শক্যো মন এব
শিলাসারো যন্ত্র সঃ ; পক্ষে সহচরী পীতবিকটী, তন্ত্রাঃ প্রসাদরচনা প্রফুল্লতাপরিপাটী তয়া অভেদ আকৃত্যা ভিন্নো
ভবিতুমর্নহো মনঃশিলাসারো যত্র সঃ ; সদোপগৃঢ়া আলিঙ্গিতা শৈলজা পার্বতী যেন সঃ ; পক্ষে উপ সমীপে গৃঢ়ং শৈলজং
শিলাজতুরসো যত্র সঃ ; “শৈলজন্তু শিলাজতু” ইত্যমরঃ ॥

৮৭। অত্রাদি-শব্দেভ্যো যথাক্রমেণ ব্রীহিখল-স্বখলম্পটমুখলাবণ্যম্, তথা ধুমল-শ্রামল-কমলেযু, ইক্ষুদণ্ডভৃজ-
দণ্ডতিখিনক্ষত্রদণ্ডেযু, তথা কাবা-প্রবন্ধেযু, চন্দন-কস্তুরীকর্পূরপঙ্কেষু, তথা রাজাবিকারে, তথা স্তনোপপীড়ালিঙ্গনে ইতি-

পর্বত বিরাজমান, এঁ অতি সুন্দর ‘ধবাক্রীড়োহপি’ অর্থাৎ ধবরুক্ষের উচ্চানে শোভিত হয়েও ‘মাধবাক্রীড়ঃ’
অর্থাৎ শ্রীমাধবের বিলাসভূমি, এ-স্থান পলাশে শোভিত হয়েও শুকের দ্বারা অধ্যুষিত নয় কি, এঁ সুন্দর
শিখরের দ্বারা শোভিত হয়েও প্রাণের জীবাতু ভক্ষ্য-পেয়াদি বস্তুর অপূর্ব সমাহারে সমৃদ্ধ, ত্রিপাদভূমির
জন্তু শ্রীবামনদেব ত্রিপাদপদ্ম উপরে উঠালে সেই পদনখ ক্ষরিত গঙ্গাধারায় শ্রীশিব যেমন শীতলীকৃত
তেমনই সুরস বস্তুর সম্যক্ উৎপাদনের খনিতে তথা এঁর থেকে ক্ষরিত জলপ্রপাতের তটদেশস্থ শৌফ-
মহরী লতায় এঁ শোভন, প্রৌঢ় মানিনীজনের মনরূপ শিলার কাঠিন্য সখীর অনুনয় বিনয় দ্বারা যেমন
ভেদনযোগ্য তেমনই এখানে যে মনঃশিলাসার (বক্তবর্ণধাতু) আছে তা অত্রস্থ পীতবিকটির প্রফুল্লতাপরি-
পাটীতে আকৃতিতে ভিন্ন হওয়ার অযোগ্য, শ্রীমহাদেব যেমন সদা পার্বতী দেবীদ্বারা আলিঙ্গিত তেমনই
এঁ সদা নিকটে লুকায়িত শিলাজতুসমন্বিত।

শ্রীনন্দবাবার রাজধানী :

৮৭। এই প্রকার নন্দীশ্বর পর্বতের উপর ব্রজপুরপুরন্দর নন্দবাবার রাজধানী। এখানে
মেখলা-শৃঙ্খলা-উচ্ছলাদি শব্দের ভিতরেই মাত্র ‘খল’ শব্দটি শোনা যায়, পৃথক্ভাবে নয়—খল ব্যক্তির
একান্ত অভাববশতঃ ; এখানে নিজ নিজ সরোবরেই ‘মংসর’ শব্দটির প্রয়োগ, পৃথক্ভাবে নয়—এখানে
মংসরতা দোষের একান্ত অভাববশতঃ ; এখানে চন্দ্রের উপলক্ষেই ‘দোষাকর’ শব্দের ব্যবহার, অত্র হয়

ইতি, নীবি-রসনাদিবন্ধেষেব বন্ধ ইতি, চন্দনকুঙ্কমাদিপঙ্কেষেব পঙ্ক ইতি, সমাখ্যাদৌ কেবলমাধি-
রিতি, আপীড়াদৌ পীড়েতি শব্দঃ ক্ষয়তে ॥

৮৮ । কিক্ক, কুন্তলাদৌ কোটিল্যম্, হারাদৌ লৌল্যম্, কর-চরণাদিষু রাগঃ, অবলগ্নাদৌ মধ্য-
মাখ্যা, পলোম্মিত এব পলিতম্, কুঙ্কমাদিধূলীষেব রজঃ, অন্ধকার এব তমঃ, রত্নাদিষেব কাঠিন্যম্, যুগ্ম এব
দ্বন্দ্বম্, পবনাদৌ মন্দতা, মধ্যাদাবেব ক্ষীণতা, লোচনাদাবেব চাঞ্চল্যম্, জলেষেব নীচগামিতা, ব্যভি-
চারিভাবেষেব গ্লানি-শঙ্কা-দৈন্ত-বিষাদাদয়ঃ, মুক্তাদিষেব ছিদ্ৰম্, কটাকাদিষেব তৈক্ষ্ণ্যম্, রসবিশেষ এব
কটুতা, জাতাবেব সামান্যম্, রজত এব দুর্বর্ণতা । যত্র চ-সর্ব এব নানাগুণখনতোহপি মুক্তা-

শব্দঃ ক্ষয়তে, ইতিপদদ্বয়েন সর্বজাহ্নয়ঃ । তেন খলজনমাংসসর্ববৈগুণ্যাদীনান্ তত্রাসম্ভব ইতি ॥

৮৮ ৷ কুন্তলাদাবিতাজাদিশব্দভ্যঃ ক্রমেণ কটাক্ষে, বস্ত্রাঞ্চলে, নেত্রান্ত-তাদ্বধরৌষ্ট-জিহ্বা-নখে, মধ্যাঙ্গুলৌ,
কপ্পরলোম্বেধুখুলিষু, স্বর্ণরজতাদিষু, হসিতে, কেশরোমনখে, কিশলয়ে ইতি অত্র অবলগ্নং মধ্যদেশঃ ; “মধ্যাং চাবলগ্নং
চ” ইত্যমরঃ ; যুগ্ম এব দ্বন্দ্বম্, ন তু কলহে, “দ্বন্দ্বং কলহযুগ্ময়োঃ” ইত্যমরঃ ; ইহ ব্যভিচারিভাবেষিত্বাপলক্ষণম্ ।
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধাদানন্দচিদেকমাজ্ঞেন শৃঙ্গারাদিরসেযু পুঙ্ক্তাশ্চেৎ পূর্বোক্তাঃ খলত্ব-মাংসরসাদয়োহপি ভাবা ভূষণাবহা এব,
ন তু দূষণাবরকাঃ । যথা রাধাচন্দ্রাবলীযুথয়োঃ পরস্পরেষ্টানিষ্টবানসাধনাত্যাং খলত্ব-মাংসসর্বদোষোদ্গারাদয়ো দৃষ্টা
এব ; তথা শ্রীকৃষ্ণপিতামহাদীনান্ শতশঃ ঐতি-স্মৃতাগমবাক্যসাধিতনিত্যসিদ্ধভাবানামপি পালিত্যাদিকং বাৎসল্যাদিরস-
পোষকত্বাৎ, (ব্রং সূঃ ২।১।৩৩) “লোকবল্লীলকবল্যম্” ইতি হায়েন কালিকমিব প্রীতিমপাবিরুদ্ধমচিন্ত্যাত্বাদেব, ন তু
তর্কবিরোধমেব প্রমাণ “নিত্যসিদ্ধা মুকুলবৎ” ইত্যাদিবচনজাতমবিস্তৃত্যত্থা প্রতিপত্তব্যম্ ; “অচিন্ত্যাঃ খলু যে
ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ” ইতি প্রভাসখণ্ডবচনেন তত্র তত্র তর্কযোজনয়া নিষিদ্ধাদিতি । আদি-শব্দাভ্যাং
শৃঙ্গ-বংশীনলেষু, বুদ্ধাহুবাগ-নখাগ্রেষু, দুর্বর্ণতা দুর্বর্ণশব্দবাচ্যতা ; “দুর্বর্ণং রজতং রূপাম্” ইত্যমরঃ ; সর্বে ভগদৎ-

না—কারণ দোষাকর ব্যক্তির একান্ত অভাব ; এখানে পরিমল শ্যামলাদি শব্দের ভিতরেই ‘মল’ শব্দের
স্থিতি, পৃথক নয়—কারণ এখানে সব কিছুই নির্মল ; এখানে ছত্রদণ্ড চামরদণ্ড ইত্যাদি শব্দেই ‘দণ্ড’ শব্দের
স্থিতি, পৃথক নয়—কারণ দণ্ডমুণ্ডীয় ব্যক্তির একান্ত অভাব ; এখানে নীবিবন্ধ-মেখলাবন্ধ প্রভৃতি শব্দেই
‘বন্ধ’ শব্দের স্থিতি ; অত্ৰ পৃথক নহে—কারণ বন্ধনীয় ব্যক্তির একান্ত অভাব, এখানে চন্দন-পঙ্ক
কুঙ্কম-পঙ্ক ইত্যাদি শব্দেই ‘পঙ্ক’ শব্দের স্থিতি, অত্ৰ পৃথক নহে—কারণ পঙ্কের একান্ত অভাব ;
এখানে সমাধি-উপাধি প্রভৃতি শব্দেই ‘আধি’ শব্দের স্থিতি ; অত্ৰ পৃথক নহে—কারণ আধির
(মনঃপীড়া) একান্ত অভাব ; এখানে কুঙ্কমাণ্ড ইত্যাদি শব্দেই ‘পীড়’ শব্দের স্থিতি, —অত্ৰ পৃথক
নহে—কারণ এখানে পীড়ার একান্ত অভাব ।

৮৮ । আরও, এই রাজধানীতে কুন্তল-কটাকাদি শব্দকে আশ্রয় করেই ‘কুটিল’ শব্দের স্থিতি,
অত্ৰ পৃথক সত্ত্ব নাই—কারণ কুটিল লোকের একান্ত অভাব ; এখানে হার-বস্ত্রাঞ্চল প্রভৃতি শব্দের
সহিতই ‘চঞ্চলতা’ অর্থে ‘লৌল্য’ শব্দটি শোনা যায়, ললুপতা অর্থে শোনা যায় না—কারণ লোলুপ
জীবের এখানে একান্ত অভাব ; এখানে করচরণাদি সম্বন্ধেই লালিমা অর্থে ‘রাগ’ শব্দ শোনা যায়, আসক্তি

বস্থাঃ ; যত্র চ—অরুণোদয় ইব প্রাচীরাগমঃ, উৎসবপ্রদেশ ইব বিতানিতমণিতোরণঃ, সূর্য্য ইব হরিদশ্ম-
পরীবারা যথোচিতং নানাগুণানাং বৃদ্ধত্ব-তারুণ্য-পৌগণ্ডবাল্যানিষ্ঠানাং বাৎসল্যাতিরসপোষকানাং গুণানাং খনিক্রপা
অপি শ্রীকৃষ্ণপিতামহাদয়ো মুক্তাবস্থাস্ত্যক্ত-কালিকভাবাঃ কালকৃতবিকাররহিতা ইত্যর্থঃ ; পূর্বোক্তযুক্তেরেব “বিশেষঃ
কালিকোহবস্থা” ইত্যমরঃ, সপ্তগন্ধেহপি মুক্তাবস্থামিতি শ্রবণাদিরোধোভাসঃ । এত্যা দিশো বাগেণ রক্তিম্বা মা শোভা
যতঃ সঃ ; পক্ষে প্রাচীরেরগমোহগম্যঃ, বিতানিতং বিতানযুক্তং বিস্তারিতঞ্চ মণিময়ং তোরণং বন্দনমালা সিংহদ্বারাখ্য-
বহির্দারঞ্চ যত্র সঃ ; হরিদশ্মা হরিমণিঃ, তদ্বদ্রশ্ময়ঃ কিরণা যেষাং তে, মহারথ্যা মহান্তো রথবাহকা অথা যস্ত সঃ ;
অতএব হরিদশ্ম ইতি সূর্য্যনাম এসিক্ক্ষম্ ; “রথো বোঢ়া রথস্ত যঃ” ইত্যমরঃ ; পক্ষে হরিদশ্মানাং রথয়ো যাস্ত তা

অর্থে শোনা যায় না ; এখানে অবলম্বাদি অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগ মধ্যাঙ্গুলি ইত্যাদি শব্দের সহিতই ‘মধ্যম’
শব্দ শোনা যায়, অত্বে স্বতন্ত্রভাবে একক শোনা যায় না—কারণ এখানে মধ্যম বলে কিছু নাই সবই উত্তম ;
এখানে ‘পলিত’ শব্দটি পল-পরিমিত (পল=চার তোলা) বাক্যেই শোনা যায়, কেশের গুরুতা অর্থে
শোনা যায় না—কারণ এখানে কারও কেশই পঙ্ক হয় না ; এখানে কুসুম-কর্পূর-গো প্রভৃতি শব্দের সহিতই
‘রজ’ শব্দ শোনা যায় যথা গোরজ, গুণের সহিত নহে—কারণ রজগুণের লোকের একান্ত অভাব ; এখানে
অন্ধকার অর্থেই ‘তম’ শব্দ শোনা যায়, তমগুণ অর্থে নয় কারণ—এখানে এর একান্ত অভাব ; রত্ন
সুবর্ণাদিতেই এখানে ‘কঠিন’ শব্দের ব্যবহার, লোকেতে নহে—কারণ এখানে সব লোকই কোমল প্রকৃতি-
সম্পন্ন ; এখানে যুগল অর্থেই ‘দ্বন্দ্ব’ শব্দের ব্যবহার শোনা যায়, কলহ অর্থে নহে—কারণ এখানে এর একান্ত
অভাব ; পবনাদি শব্দের সহিতই এখানে মন্দ শব্দ শোনা যায়, ভাগ্যাদির সহিত নয়—কারণ এখানে
মন্দভাগ্যের লোকের একান্ত অভাব ; এখানে অঙ্গনাদের মধ্যভাগাদি সম্বন্ধেই ‘ক্ষীণতা’ শব্দটি শোনা
যায়, অত্বে নহে—কারণ এখানে সবকিছুই সমৃদ্ধিমান ; লোচনাদি শব্দ সম্বন্ধেই এখানে ‘চাকল্য’ শব্দ
শোনা যায়, অত্বে নহে—কারণ এখানে সবাই ধীর স্থির ; এখানে কেবল জল সম্বন্ধেই নীচগামিতা শব্দ
শোনা যায়, অত্বে নহে ; কেবল ব্যভিচারিভাবের ভিতরেই এখানে গ্লানি-শঙ্কা-দৈন্ত্য বিষাদাদি শব্দ শোনা
যায়, অত্বে নহে—কারণ এখানে প্রাকৃত গ্লানি-শঙ্কাদির একান্ত অভাব ; এখানে মুক্তা, বংশী প্রভৃতি
শব্দ সম্বন্ধেই ‘ছিদ্র’ শব্দ শোনা যায়—কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে নহে ; এখানে কটাক্ষাদিতেই তীক্ষ্ণতা দেখা
যায়, অত্বে নহে ; রসবিশেষেই কটুতা, অত্বে নহে ; এখানে একমাত্র জাতি সম্বন্ধেই ‘সামান্য’ শব্দের
ব্যবহার শোনা যায়—অত্বে নহে ; রজতাদি সম্বন্ধেই ‘দুর্বর্ণ’ শব্দের ব্যবহার শোনা যায়—অত্বে নহে,
কারণ এ রাজ্যে চুষ্টবর্ণের লোকের একান্ত অভাব ;—আরও, এখানে সকল লোকই নিজ নিজ রস-
পোষক বৃদ্ধত্ব-তারুণ্যাদি গুণের ক্ষণিস্বরূপ হয়েও মুক্তাবস্থায় স্থিত, কারণ এঁদের বৃদ্ধত্ব-তারুণ্যাদিভাব
কালকৃত বিকাররহিত ।

রাজধানীর পুরী :

এ-রাজধানীতে শ্রীন্দাদির যে সব পুরী আছে—তা উষাকাল যেমন পূর্বদিকের তরুণ আভাষ
শোভিত তেমনই অগম্য প্রাচীরের দ্বারা শোভিত ; উৎসবস্থান যেমন চাঁদোয়া এবং মণিময় বন্দনমালায়

রশ্মিমহারথ্যঃ, হরনটনবিলাস ইব মহাট্টহাসঃ, সূর্য্যোদয় ইব নিজমহসৌরুচারিমণি নিশান্তঃ, নারায়ণ ইব চাম্বীকরপটলঃ, ব্রহ্মানন্দ ইব উপযুক্তমুক্তাবলীকঃ, সৎসেনানীসার ইব বিদূরবলভীকঃ, চকোরনিকর ইব শশধরকান্তগোপানসীমঃ, রত্নাদিরিব বিবিধরত্নপ্রষণঃ, হর ইব সদামহোমাজনঃ পুরনিকরঃ ॥

৮৯। যন্ত প্রধানতমং মসারপ্রাচীরং মরকতগৃহং হেমপটলং প্রবালস্তস্তালি স্ফটিকযুতি বৈদূর্য্য-

মহন্তো রথ্যাঃ প্রতোল্যো যত্র সঃ “রথ্যা প্রতোলী বিশিখা” ইত্যমরঃ ; রথ্যা গলীতি খ্যাভা ; অট্টহাসো বিকটহাস্তম্, অট্টালিকা প্রকাশশ্চ ; নিজন্ত মহসা তেজসা উরুচারিমণি সতি অধিকচাকুত্যাং সত্যং নিশায়া রাত্রেবন্তো নাশো যত্র সঃ ; পক্ষে নিজমহসা উরুচারীগি মণিময়ানি নিশান্তানি মন্দিরাণি যত্র সঃ ; “নিশান্তবস্ত্যসদনম্” ইত্যমরঃ ; চাম্বী-করং স্বর্ণং তবর্ণং পটং লাতীতি সঃ ; পক্ষে পটলং ছাউনি ইতি খ্যাতম্। উপযুক্তা মুক্তাবলী মুক্তাশ্রেণী যত্র সঃ ; পক্ষে উপযুক্তাভিরাধিকোন লগ্নাভিরুপলক্ষিতং বলীকং পুজ্জা ইতি খ্যাতে যত্র সঃ ; “বলী কনৌধ্রে পটলপ্রান্তে” ইত্যমরঃ ; যদ্বা, উপযুক্তা মুক্তা আবলীকং বলীকপর্যন্তং যত্র সঃ ; সারো মুখাঃ, বিদূরা বলানাং সেনানাং ভীৰ্ষাং সঃ, যমাপ্রিত্য সেনাঃ পরেভ্যো ন বিভ্যতীত্যর্থঃ ; পক্ষে বিদূরা বলভী পাড়ীতি খ্যাতমন্তগৃহোদ্বর্বাতিদারুখণ্ডং যত্র সঃ ; শশধরন্ত চন্দ্রশ্চৈব কান্তানাং কমনীয়ানাং গবং রশ্মীনাং পানে সীমা মর্যাদা যন্ত সঃ ; পক্ষে চন্দ্রকান্তমণিময়ীভির্গোপানসীভিঃ পাড়ীতিখ্যাতিপ্তির্গোপানশোভা যন্ত সঃ ; “গোপানসী তু বড়ভী ছাদনে বক্রদারুণি” ইত্যমরঃ ; বিবিধৈ রত্নৈঃ প্রবনোহতি-নিবিড়ঃ ; পক্ষে বিবিধরত্নময়ালিন্দঃ ; “প্রঘণ-প্রঘনালিন্দা বহির্ঘারপ্রকোষ্ঠকে” ইত্যমরঃ ; সদা মহ উৎসবো যন্তাং সা ; উমা পার্বতী অঙ্গনা যন্ত সঃ ; পক্ষে সদাম দামযুক্তং হোমাজনং হোমচত্বরং যত্র সঃ ; পুরনিকর উপনন্দাদি-স্বামিকঃ ॥

শোভিত তেমনই তা বিশাল মণিময় সিংহদ্বারের দ্বারা শোভিত ; সূর্যদেব যেমন হিরণ্মণির মতো কিরণে দীপ্ত বড় বড় ঘোড়াসমন্বিত তেমনই তা সবুজমণিকিরণে উজ্জ্বল বড় বড় রাস্তাসমন্বিত ; শ্রীমহাদেবের নৃত্য-বিলাস যেমন মহান্ অট্ট অট্ট হাসিতে উচ্ছল তেমনই তা বিশাল বিশাল অট্টালিকায় শোভন ; সূর্য্যোদয় যেমন স্বতেজে অধিক রমণীয়তা প্রাপ্ত হলে নিশার অন্ত হয় তেমনই তা স্বতেজে অতি চারু মন্দিরে শোভিত ; ভগবান্ শ্রীনারায়ণ যেমন পীতাম্বরসমন্বিত তেমনই তা সুবর্ণবর্ণ ছাদসমন্বিত, ব্রহ্মানন্দ যেমন উপযুক্ত মুক্তকূলে অলঙ্কৃত তেমনই তা উপযুক্ত মুক্তার বালরে মণ্ডিত কার্নিসসমন্বিত ; শ্রেষ্ঠ সেনাপতি যেমন ‘বিদূরবলভীকঃ’ অর্থাৎ আপন সেনানীর ভয়দূরকারী তেমনই তা ‘বিদূরবলভীকঃ’ অর্থাৎ পাড়িতে (অন্তগৃহোদ্বর্বাতিদারুখণ্ডে) শোভিত ; চকোরকুল যেমন ‘শশধরকান্তগোপনসীমঃ’ অর্থাৎ চন্দ্রের কমণীয় কিরণ পানে মর্যাদাশালী তেমনই তা ‘শশধরকান্তগোপনসীমঃ’ অর্থাৎ চন্দ্রকান্তমণিময়ী গোপানসী (গৃহাগ্রভাগে লাগান বক্রকাষ্ঠ) দ্বারা শোভিত ; রত্নপর্বত যেমন বিবিধ রত্নে ‘প্রঘণ’ অর্থাৎ জমজমাট তেমনই তা বিবিধ রত্নখচিত ‘প্রঘণ’ অর্থাৎ বারান্দা দ্বারা শোভিত ; শ্রীশঙ্কর যেমন ‘সদামহোমাজনঃ’ অর্থাৎ জ্যোতির্ময়ী পার্বতীরূপা পত্নীযুক্ত তেমনই তা ‘সদামহোমাজনঃ’ অর্থাৎ মালায় মণ্ডিত হোমচত্বরে শোভিত ।

৮৯। এ-সব পুরীর মধ্যে শ্রীনন্দবাবার পুরী সর্বপ্রধান—এর প্রাচীর নীলমণিময়, গৃহ মরকত-

বড়ভিমহানীলেন্দ্রাট্টং বিমলকুরুবিন্দোপলমহাপ্রতীহারং নানাকৃতিজিতবিমানাবলি পুরম্ ॥

৯০ । কুড্যে যন্ত মণিপ্রবেকরচিতৈঃ শিল্পক্ৰিয়াকল্পিতৈঃ
প্রত্যাসজ্য শুকৈঃ সমং গৃহশুকেষ্বাসাদিত-স্বেমসু ।
সপ্রাণাঃ কিমমী ইমে কিমথ বেতুগ্মীলতঃ সংশয়া-
দাতুং দাড়িমবীজকানি সূচিরং মুহুন্তি মুদ্ধাঙ্গনাঃ ॥

৯১ । যত্র পুরে মূর্ত্ত ইব বাৎসল্যরসঃ, শরীরভূদিব শুদ্ধসত্ত্বম্, সার ইব সকলসৌভাগ্যশ্চ, দ্বীপ
ইবা নন্দসমুদ্রশ্চ শ্রীনন্দো নাম ব্রজরাজঃ । যঃ খলু ভগবৎপিতৃভাব-ভাবুক-শুভগন্তাবুকঃ, চিদ্বিলাস ইব
সদৈকাবস্থঃ ॥

৯২ । যন্ত চ ভগবৎপ্রকাশফলা কল্পবল্লীব, মূর্ত্তিমতীব বাৎসল্যরসশ্রীঃ, সঞ্চারিণীব তেজোমঞ্জরী,

৮৯ । প্রধানতমং শ্রীমন্মদ্ব্যাসিকং পুরম্, প্রতীহারো দ্বারম্, নানাকৃতয়ো বিবিধচিত্রাণি ॥

৯০ । কুড্যে শিল্পৈঃ, মণিপ্রবেকৈঃ মণিশ্রেষ্ঠৈঃ; “ক্লীবৈঃ প্রধানং প্রমুখং প্রবেকানুস্তমোস্তমাঃ” ইত্যমরঃ;
চিত্রিতৈঃ শুকৈঃ সহ প্রত্যাসজ্য প্রত্যাসজিৎ কৃচ্ছা সখ্যং বিধায়েতার্থঃ । অতএব আসাদিতঃ স্বেমা স্বৈর্যং স্বীকৃত-তদ্ব্যর্থতয়া
নিম্পন্দত্বং যেষ্টেষু উন্মীলতঃ সংশয়াৎ উন্মীলনু উদ্ভবন্ যঃ সংশয়ঃ সন্দেহস্তস্মাদ্ধেতোঃ ॥

৯১ । ভগবৎপিতৃভাবঃ পিতৃত্বং তদেব ভাবুকং তেন সুভগন্তাবুকঃ সুভগো ভবভীতি সঃ, সদা একাবস্থা যন্ত সঃ;
শ্রীকৃষ্ণশ্চ চরমকৈশোরে নিত্যস্থিতিবৎ অস্ত্রাপি তিলতুলিত-কেশতাপাদক-প্রথম-বাধকে বয়সি নিত্যস্থিতিরিত্যর্থঃ ।
অস্মিন্নপি তথাবিধ এব নন্দে, উপলক্ষণমেতৎ, অন্তেষামপি ভগবন্তথা তথা-ব্যায়কানাং ত্রৈকালিকানাংমুপাসকানাংমনাদি-
পরম্পরা এব তন্ত্বেসংস্কারপ্রবণাৎ শ্রুতিস্মৃতাগমীয়পরঃশতবচনেভ্যো র্যোবন-কৈশোর-পৌগণ্ডাদতঃ; উপলক্ষণ-
মেতদন্তেষামপি ভগবৎপরীবারাণাং স্বস্বরসপোষকত্বেন তথা তথা ভাবে ঐষেব যুক্তিরহস্ক্রিয়া ॥

মণিময়, ছাদ সুবর্ণময়, স্তম্ভ প্রবালের, দেওয়াল ফটিকের, চন্দ্রশালিকা বৈদূর্যমণির, মঞ্চ মহানীল
ইন্দ্রমণির, বড় বড় দরজাগুলি স্বচ্ছ পদ্মরাগপ্রস্তরের—অনেক প্রকার চিত্রের দ্বারা স্বর্ণীয় গৃহকেও হার
মানিয়েছে এ-পুরী ।

৯০ । মণিমানিক্যখচিত এ-পুরীর ভিত্তে শিল্পচাতুর্যে চিত্রিত শুকের সহিত বন্ধু করে গৃহপালিত
শুক যখন নিম্পন্দতা প্রাপ্ত হয় তখন মুগ্ধ গোপাঙ্গনা ‘এ কি প্রাণবন্ত বা অশুকিছু’ এ-প্রকার সন্দেহের
উদ্রেকে এদের দাড়িমবীজ দেওয়ার জন্য অনেক ক্ষণ মোহিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন ।

শ্রীনন্দ-যশোদা :

৯১ । এ-পুরেই মূর্ত্তিমান্ বাৎসল্যরসের মতো, শরীরী শুদ্ধসত্ত্বের মতো, সকল সৌভাগ্যের সারের
মতো, আনন্দসমুদ্রের দ্বীপের মতো শ্রীনন্দ নামক ব্রজরাজ বিরাজমান । ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃভাবরূপ
মঙ্গলের দ্বারা সদা সৌভাগ্যশালী, চিদ্বিলাসের মতো সদা এক অবস্থায় স্থিত ।

৯২ । আরও, এ-পুরে শ্রীভগবৎপ্রকাশফলা কল্পলতার মতো, মূর্ত্তিমতী বাৎসল্যরসশ্রীর মতো,

স্বকুলযশোদা যশোদা নাম সধর্মচারিণী ॥

১৩ । যত্র চ রাজধান্যাং বহব এব গোহৃহঃ । সর্বৈ পশুপত্যোহপি অহরা অভবা অনুগ্রাশচ
গব্যাজীবা অপি ন গব্যা জীবাঃ ॥

১৪ । তত্র চ কেচন ব্রজরাজশ্চ সনাভয়ঃ, কেচন পরম্পরাসম্বন্ধভাজঃ, তেবামপত্যানি শ্রীকৃষ্ণসহ-
চরাঃ ; কেচন গোহৃহো মূর্তী ইব ভগবদ্বর্মাঃ, তৎপত্ন্যশ্চ মূর্তী ইব ভক্তিবৃত্তয়ঃ, তদ্বৎপন্নঃ কন্তা ভগবৎ-
প্রেষশ্চ ॥

১৫ । যে তু শ্রীকৃষ্ণসহচরা বালকাস্তে সর্বৈ শ্রীসনকাদয় ইব নিত্যকৌমারাঃ, বনপ্রদেশা ইব
সবয়সঃ, হারভেদা ইব পরম্পরতোহবিসদৃশগুণাঃ, শরৎপদ্মাকরা ইব বৃহস্পতিবংশা ইব সদাচ্ছবিকচাঃ,
ঈশানদিগবিভাগা ইব সমদমুপ্রতীকাঃ, শরদ্বিলাসা ইব পদ্মাস্ত্রাঃ, ষড়্ভুজ-মধ্যম-পঞ্চম-স্বর ইব সমান-

১২ । যস্ত চ সধর্মচারিণী যশোদা নামেত্যন্বয়ঃ ॥

১৩ । গোহৃহো গোপাঃ, অহরার্শোরহিতাঃ, অভবাঃ সংসাররহিতাঃ, অনুগ্রাঃ সৌম্যাঃ ; ইরাদীনাং পশুপতি-
বাচকত্বেন বিরোধঃ । গব্যামেব আজীবো জীবিকা যেমাং তে, গোঃ পৃথিবী তদ্ববা গব্যাঃ, দিগাদিত্বাদ্যং । তে জীবা
গব্যাঃ পার্থিবা ন ভবন্তি, কিন্তু চিন্ময়া ইত্যর্থঃ ॥

১৪ । সনাভয়ঃ সপিণ্ডাঃ ॥

১৫ । নিত্যকৌমারা ইতি শ্রীকৃষ্ণ-সবয়স্যাং প্রায়ো নিত্যকৈশোরত্বেহপি তৎক্রিয়াকারিত্বাসম্ভবাৎ নিত্যকৌমারা

সধর্মচারিণী তেজোমঞ্জরীর মতো স্বকুলযশোদা যশোদা নামক সধর্মচারিণী বিরাজমান ।

শ্রীব্রজের গোপ-গোপী :

১৩ । এই রাজধানীতে বহু বহু গোপের বাস । এঁরা সকলেই হর অর্থাৎ পশুপতি হয়েও-
হর নয় অর্থাৎ চৌর্যরহিত, ভব নয় অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্মে আসক্ত নয়, উগ্র নয় অর্থাৎ সৌম্য । (পশুপতিরই
নাম হর-ভব-উগ্র কাজেই এখানে বিরোধভাস অলঙ্কার হচ্ছে) । ‘গব্যাজীবা’ অর্থাৎ দুগ্ধ-দধি প্রভৃতি
এঁদের জীবিকা হলেও এঁরা ‘ন গব্যাজীবাঃ’ অর্থাৎ এ-সকল জীব কেউ পার্থিব নয়—চিন্ময় ।

১৪ । এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রজরাজের সপিণ্ড-জ্ঞাতি, কেউ কেউ পরম্পরা সম্বন্ধে আত্মীয়,
এঁদের পুত্রগণ শ্রীকৃষ্ণের সখা ;—কোনও কোনও গোপ মূর্তিমান্ ভগদ্বর্মস্বরূপ, তাঁদের পত্নীগণ মূর্তিমতী
ভক্তিবৃত্তিস্বরূপা, তাঁদের কন্তাগণ ভগবৎপ্রেষসী ।

শ্রীকৃষ্ণসখা :

১৫ । শ্রীকৃষ্ণসহচর যে সব বালক রয়েছে তাঁরা সবাই শ্রীসনকাদির মতো নিত্যকৌমার্যে
অবস্থিত ; বনপ্রদেশ যেমন ‘সবয়সঃ’ পক্ষিকূলে শোভিত তেমনই এই সহচর বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত
‘সবয়সঃ’ অর্থাৎ একই বয়সে স্থিত ; পুষ্পাদির হার যেমন একইমূত্রে গ্রথিত তেমনই কৃষ্ণসহচরগণ
সৌহার্দপূর্ণভাবে মিলেমিশে অবস্থিত ; শরতের সরোবর যেমন সদা নির্মল এবং প্রফুল্ল—বৃহস্পতি-বংশ

শ্রুতয়ঃ, কুসুমসমূহা ইব সুস্রাণাঃ অক্ষদেবিন ইব চঞ্চলাক্ষাঃ, রঘুনাতসহায়ী ইব ওজস্বী-সুগ্রীবাঃ, কলভা ইব পীনাযতহস্তাঃ, মথ্যমানক্ষীরনীরধিতরঙ্গা ইব প্রসন্नावক্ষোভাঃ, করিণ ইব পীনকটাঃ, সদা সুখিন ইব মহোরবঃ, চন্দ্রা ইব কোমলপাদাঃ, সৈদকদশা অপি ত্রিদশৈকাধিকাঃ, তে চ শ্রীদাম-সুদাম-বসুদাম-সুবলাদয়ঃ ॥

এবোচ্যন্তে । অতঃ শ্রীকৃষ্ণসখিষু বলদেবাদিকং বিনা সর্বেষাং চেটবিটাদীনাং শৃঙ্গাররসসাহায্যচাতুর্থেপি সনকাদিভিরেব সাধর্ম্যম্ । বয়াংসি পক্ষিগণৈঃ সচিতাঃ, পক্ষে সমানং বয়ো যেষাং তে ; “খগবালাদিনোর্যঃ” ইত্যমরঃ ; গুণাঃ সূত্রাগি, সৌভাদাদয়শ্চ । পদ্মাকরপক্ষে—সদা অচ্ছা নির্মালা বিকচাঃ প্রফুল্লাঃ, পদ্মানাং প্রফুল্লতৈব পদ্মাকরেহপ্যুপচর্যতে । বৃহস্পতিবংশপক্ষে—সদাচ্ছবিঃ সদাকান্তিযুক্তঃ কচঃ শুক্লাচার্যাস্থিতেন এসিকো যেষু, সহচরপক্ষে—কচাঃ কেশাঃ । সুপ্রভীকৌ দিগ্গজঃ ; পক্ষে সমদা মুগমদচর্চাপুত্তাঃ শোভনাঃ প্রভীকা অক্ষানি যেষাং তে । ইদানীং মুখাদি-চরণপর্যন্তং প্রত্যেকমঙ্গলং শব্দসাপেক্ষোণোপমিমানো বিশিনষ্টি—পদ্মানামাস্তা স্থিতির্যেষু ; “সুদাদাস্তা হাসনং স্থিতিঃ” ইত্যমরঃ ; পক্ষে পদ্মতুল্যাননাঃ সমানাস্তলাসংখ্যাঃ শ্রুতয়ো যেষাং তে । তথা হি—সপ্তস্রাণাং দ্বাবিংশতিশ্রুতিকঙ্কে ষড়্জ-মধ্যম-পঞ্চমানাং চতুস্রচতস্র ইতি দ্বাদশ শ্রুতয়ঃ । নিষাদ-গান্ধারয়োর্দেহে, ইতি চতস্রঃ ; ঋষভ-ধৈবতয়োস্তিস্তিস্তিষু ইতি ষট্, ইতোবাং দ্বাবিংশতিরिति ; পক্ষে সমাকর্ণাঃ । চঞ্চলৌ অক্ষৌ পাশকৌ যেষাং তে ; “অক্ষমিঙ্গিয়েনা দূতাক্ষে” ইত্যমরঃ ; পক্ষে স্পষ্টম্ ; ওজস্বী সুগ্রীবৌ যেষু তে ; পক্ষে ওজস্বিনী শোভনা গ্রীবৌ যেষাং তে,—কৃষ্ণেন সহ কোতুকসঙ্গরার্থং তথোচিতাং ; কলভা হস্তিশাবকাঃ, একর্ষণে সীদতীতি প্রসং, সর্দেগ্তার্থত্বাৎ ; এসং প্রসবন্ নবঃ ক্রোভো যেষাং

যেমন সদা কাণ্টিমন্ত এবং কচের দ্বারা উজ্জলীকৃত তেমনই এই সহচরগণ সদা কাণ্টিমন্ত জমকালো কেশে শোভিত ; ঈশান-দিগ্‌বিভাগ যেমন মদমন্ত সুপ্রতিক নামক দিগ্‌গজসমন্বিত তেমনই শ্রীকৃষ্ণসহচরগণ কস্তুরীচন্দনচর্চিত সুন্দর দেহবিশিষ্ট ; শরতের বিলাস যেমন কমলের বিকাশে তেমনই শ্রীকৃষ্ণসহচরগণের বিলাস তাঁদের সুন্দর মুখকমলের হাসিতে ; ষড়্জ-মধ্যম-পঞ্চম স্বর যেমন ‘সমান-শ্রুতয়ঃ’ অর্থাৎ প্রত্যেকে সমান সংখ্যক ঋতসম্পন্ন (দুই স্বরের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম স্বরাংশসম্পন্ন) তেমনই এই সখাগণ ‘সমান-শ্রুতয়ঃ’ অর্থাৎ সমান কর্ণে শোভন ; কুসুমসমূহ যেমন ‘সুস্রাণাঃ’ অর্থাৎ সৌরাভাষিত তেমনই এই সখাগণ ‘সুস্রাণাঃ’ অর্থাৎ সুন্দর নাসিকায় শোভন ; জুয়ারী যেমন ‘চঞ্চলাক্ষাঃ’ অর্থাৎ চঞ্চল পাশায় দীপ্ত তেমনই এই সখাগণ ‘চঞ্চলাক্ষাঃ’ অর্থাৎ চঞ্চল নয়নে শোভন ; শ্রীরামচন্দ্রের বানরসেনাদল যেমন ‘ওজস্বী-সুগ্রীবা’ অর্থাৎ তেজস্বী সুগ্রীবে অলঙ্কৃত তেমনই এই সখাগণ ‘ওজস্বী সুগ্রীবা’ অর্থাৎ তেজস্বী সুন্দর গ্রীবাদেশে শোভন ; হস্তীশাবক যেমন স্থূল লম্বা গুণসমন্বিত তেমনই এই সখাগণ স্থূল বিশাল ভুজসমন্বিত ; মথ্যমান ক্ষীরসমুদ্রতরঙ্গ যেমন প্রবাহিত নবীন চাঞ্চল্যে উচ্ছলিত তেমনই এই সখাগণ প্রসন্ন বক্ষশোভায় সুদীপ্ত ; হস্তী যেমন স্থূল গণ্ডবিশিষ্ট তেমনই এই সখাগণ স্থূল কটিদেশবিশিষ্ট ; সদা সুখীজন যেমন উৎসবে প্রবীন তেমনই এই সখাগণ বিশাল উরুতে শোভন ; চন্দ্র যেমন কোমল কিরণে উজ্জল তেমনই এই সখাগণ কোমল চরণে উচ্ছল ; এ-সখাগণ সদা একদশাতে অবস্থিত হয়েও ‘ত্রিদশৈকাধিকাঃ’ অর্থাৎ দেবতাগণ হতে অধিক । এ-সখাগণ হলেন—শ্রীদাম-সুদাম-বসুদাম-সুবলাদি প্রভৃতি ।

৯৬। দ্বিতীয়গোছ্হাস্ত তাঃ কণ্ঠাঃ, সুকবিতা ইব সুকুমারপদাঃ, মনোরুণ্য ইব নিরুপমা জজ্বালতাঃ, বনবাস-প্রবৃত্তরামরাজ্যশ্রিয় ইব স্ববরজানুগত সকলসৌভাগ্যাঃ, উৎসব-ভূময় ইব ঘনোরুপান্তান্তারোপাঃ, ছরুহগ্রন্থবৃত্তয় ইব প্রকটিতটীকাঃ, বন্ধুজনচিরকালসঙ্গতয় ইব বন্ধুরোদরাঃ, ভগবন্নামকীর্তয় ইব সদাবর্তনা-ভীকাঃ, ভগবৎকৃপা ইব দীনাবলগ্নাঃ, বর্ষাশ্রিয় ইব নবপয়োধরাঃ, হেমন্তশ্রিয় ইব সুবলিতায়তদোষাঃ,

তে; পক্ষে প্রসঙ্গা বন্ধসো ভা দীপ্তির্যেবাং তে; কটো গণ্ডঃ কটিচ, “গণ্ডঃ কটঃ” ইতি, “কটো না শ্রোমিফলকং কটিঃ” ইতি চামরঃ; মহেন উৎসবেন উরবঃ প্রবীণাঃ; পক্ষে স্পষ্টম্; পাদা রশ্ময়শ্চরণাশ্চ, সদা একৈব দশা ঘেবাং তে। শ্রীকৃষ্ণ চরমকেশোরাবিভাবকালে যে ঘটয়সন্তে তথাবয়স্তু নিতাহিতিমন্ত ইত্যভিপ্রাঃ ॥

৯৬। অথ ভগবৎপ্রেয়সীরপি চরণাদি-কেশান্তং তথৈবোপমিয়ানো বিশিনষ্টি—নিরুপমা জজ্বালতা শীঘ্রগামিতা যাসাং তাঃ; “জজ্বালোহতিজবঃ” ইত্যমরঃ; পক্ষে স্পষ্টম্। শোভনে অবরজে কনিষ্ঠে ভরতে অচূর্ণং সকলং সৌভাগ্যং যাসাং তাঃ; পক্ষে স্বয়োরবরয়োজানুর্যোগতং প্রাপ্তং সকলং সৌভাগ্যম্, কিং পুনঃ সর্বাঙ্গেযু যাসাং তাঃ; ঘনো নিবিড় উরুণাং বিপুলানাং রজান্তান্তানামারোপো যাস্ত তাঃ; পক্ষে ঘনভামুরুভ্যাং রজান্তান্তো সৌন্দর্যেণালুপ্তত্বীতি তাঃ, রলয়োরৈক্যাং। টীকাবিবরণম্; পক্ষে প্রকৃষ্টা কটিতটী যাসাং তাঃ; বন্ধুনাং রোদং রোদনং রাস্তীতি তাঃ; পক্ষে বন্ধুর-মখদলবৎ উন্নতানতমুদরং যাসাং তাঃ; সদা আবর্তনেন পুনঃপুনঃরুচ্যারণেন ন বিজ্ঞতে ভীর্ভয়ং কুণ্ঠিতপি যান্তান্তাঃ; পক্ষে সন্ শোভন আবর্তো যন্তাং তথাভূতা নাভী যাসাং তাঃ; দীনেষু অবলগ্নাঃ সঙ্গতাঃ; পক্ষে দীনমবলগ্নং মদ্যদেশো যাসাং তাঃ স্তূৰ্ণ বলিতা প্রতিদিনং বর্দ্ধনান্, অতএব আয়তা দীর্ঘা দোষা রাত্রির্বাস্ত তাঃ; পক্ষে সুবলিতে আঈদায়তে দোষে বাহু যাসাং তাঃ; “দোষা রাত্রৌ ভূজ্জৈপি চ” ইতি বিশ্বঃ; অভিষেকস্থাবসানেহস্তে শিরসঃ

৯৬। এবার অত্ এক বিশেষ কথার অবতারণা করতে গিয়ে গোপকণ্ঠাগণের চরণ থেকে কেশ পর্যন্ত প্রতি অঙ্গের বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে উপমার দ্বারা—সুকবিতা যেমন সুন্দর পদবিশিষ্টা তেমনই গোপ-গণের যে সব কণ্ঠা আছেন তাঁরা সুকোমল চরণবিশিষ্টা, মনোরুত্তি যেমন ‘নিরুপমা জজ্বালতাঃ’ অর্থাৎ নিরুপমা বেগবতী তেমনই এঁরা ‘নিরুপমা জজ্বালতাঃ’ অর্থাৎ নিরুপমা জজ্বালতায় শোভনা, বনবাস-প্রবৃত্ত শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যলক্ষ্মী যেমন ‘স্ববরজানুগতঃ’ অর্থাৎ ভ্রাতৃভক্ত কনিষ্ঠের আনুগত্যেই সর্ব সৌভাগ্যের অধিকারিণী তেমনই এঁরা ‘স্ববরজানুগতঃ’ অর্থাৎ স্বজানুর সৌন্দর্যেই সর্ব সৌভাগ্যের অধিকারিণী, উৎসবভূমি যেমন স্থূল বিশাল কদলি বৃক্ষের স্তম্ভ স্থাপনে শোভমানা তেমনই কদলি বৃক্ষ-স্তম্ভের সৌন্দর্য বিলোপকারিণী স্থূল জজ্বার সৌন্দর্যে এঁরা মনোহরা, ছরুহ গ্রন্থের বৃত্তি যেমন ‘প্রকটিত-টীকাঃ’ অর্থাৎ টীকাতেই ব্যক্ত তেমনই এঁরা ‘প্রকটিতটীকাঃ’ স্তূঠাম কটিতটে মধুরা, বন্ধুজনের দীর্ঘ-বিরহ যেমন ‘বন্ধুরোদরাঃ’ অর্থাৎ বন্ধুর রোদন উচ্ছলনকারী তেমনই এঁরা ‘বন্ধুরোদরাঃ’ অর্থাৎ অশ্বখদলবৎ উন্নত-আনত উদরস্থলের সৌন্দর্যে ললিতা, শ্রীভগবন্নামের ‘সদাবর্তনাভীকাঃ’ অর্থাৎ সদা পুনঃ পুনঃ কীর্তন যেমন অভয়দাতা তেমনই এঁরা ‘সদাবর্তনাভীকাঃ’ অর্থাৎ সুন্দর কুণ্ডলীযুক্ত নাভীতে শোভনা, শ্রীভগবানের কৃপা যেমন ‘দীনাবলগ্নাঃ’ অর্থাৎ দীনজনে সঙ্গতা তেমনই এঁরা ‘দীনাবলগ্নাঃ’ অর্থাৎ ক্ষীণ কটিতে মনোরমা, বর্ষার শোভা যেমন ‘নবপয়োধরাঃ’ অর্থাৎ নব মেঘের আড়ম্বরে তেমনই এঁরা ‘নবপয়োধরাঃ’ অর্থাৎ নবস্তনে মধুরা, হেমন্ত ঋতুর শোভা যেমন ‘সুবলিতায়তদোষাঃ’ অর্থাৎ প্রতিদিন

অভিষেকাবসানশিরঃশ্রিয় ইব বস্তুককঙ্করাঃ, নারায়ণকরশাখা ইব মার্জিতকমলাননাঃ, বসন্তশ্রিয় ইব তিলকুসুমগন্ধবহাঃ, ভগবন্মূর্ত্য ইবেক্ষণানুগৃহীত-কুবলয়াঃ, ভগবদগুণকথা ইব শ্রবণরম্যাঃ, কুবেরপুরশ্রিয় ইব বিলসদলকাভিখ্যাঃ, পশ্চিমদিগবিভাগলক্ষ্য ইব অভিরামকেশকলাপাঃ ॥

৯৭। আসাং মধ্যে সকলরমণীমৌলিমণিমালেব, বৈদভীরাতিরিব মাধুর্যোজঃপ্রসাদাদি-সকল-গুণবতী সকললঙ্কারবতী রসভাবময়ী চ, কনককেতকীব প্রেমারামস্ত, তড়িগুঞ্জরীব মধুরিমজলধরস্ত, কনকরেখিব সৌন্দর্যনিকষপাষণস্ত, কোমুদীবানন্দকুমুদবান্ধবস্ত, ভূজদর্পাবলিরিব কুসুমায়ুধস্ত, সারশ্রীরিব

শোভা ইব কল্পঃ শঙ্খস্তদায়ং কং জলং ধরন্তীতি তাঃ ; পক্ষে কল্পবজ্রিরেখাঙ্কিত্ত্রীবাঃ ; করশাখাঃ করাজুলাঃ, মার্জিতং কমলায়া লক্ষ্মা আননং যাভিস্তাঃ ; পক্ষে মার্জিতং বিমলীকৃতং কমলমিবাননং যাসাং তাঃ ; তিলকুসুমস্ত গন্ধঃ বহন্তীতি তাঃ ; পক্ষে তিলকুসুমমিব গন্ধবহা নাসিকা যাসাং তাঃ ; “ক্লীবে জ্ঞাণং গন্ধবহাঃ” ইত্যমরঃ ; ঈক্ষণেন অবলোক-নেনৈবানুগৃহীতং কুবলয়ং ভূমণ্ডলং যাভিস্তাঃ ; পক্ষে ঈক্ষণাভ্যাং নেত্রাভ্যামনুগৃহীতং স্পর্ধাযোগ্যত্বাসম্ভবাদলুক্সিতং কুবলয়ং নীলোৎপলং যাভিস্তাঃ ; শ্রবণেন শ্রবণাভ্যাক্ষ রম্যাঃ শ্রিয় ইব সম্পদ ইব বিলসন্তী অলকায়াঃ পূর্বাঃ অভিখ্যা শোভা যাভাস্তাঃ ; “অভিখ্যা নামশোভাভয়েঃ” ইত্যমরঃ ; পক্ষে বিলসন্তিরলকশূর্ণকুন্তলৈঃ শোভা যাসাং তাঃ ; অভিরামস্ত কেশস্ত কং জলং তস্ত্রেখরস্ত বরণস্ত কলাঃ শিল্পানি পাত্তীতি তাঃ ; পক্ষে রমণীয়কেশসমূহবত্যাঃ ॥

৯৭। বৈদভীতি, তথা চোক্তমলঙ্কারকৌস্তভে—(৯মকিরণে) “অগ্রস্তিরল্পবৃত্তিবা সমস্তগুণভূষিতা। বৈদভী সা তু শৃঙ্গার করণে চ প্রশস্ততে ॥” ইতি। কেতকীভো বিলক্ষণা অতিমধুরগন্ধা, কনককেতকীতি তৎপ্রেমঃ সর্বপ্রমাচ্ছাদক-অবৈভবকত্মুক্তম্। তড়িদিতি সর্বমাধুর্যগুণস্তাপি মধুরতাদায়কত্বং তন্মাধুর্যম্ ; কনকেতি সর্বসৌন্দর্যগুণেনাপি সর্বোৎকৃষ্ট-

বর্দ্ধমানা দীর্ঘরাত্রিবিশিষ্টা তেমনই এঁরা সুগঠিত ঈষৎ দীর্ঘ বাহুযুগলে শোভনা, অভিষেকান্তে শঙ্খজল ধারণ যেমন মস্তক-শোভন তেমনই এঁরা কণ্ঠে শঙ্খের মতো ত্রিবলিরেখা ধারণে রুচিরা, শ্রীলক্ষ্মীদেবী যেমন শ্রীনারায়ণের করাজুলে মার্জিতাননা তেমনই এঁরা শ্রীকৃষ্ণের করাজুলে মার্জিতাননা, বসন্তশোভা যেমন ‘তিলকুসুমগন্ধবহাঃ’ অর্থাৎ তিলকুসুমের সৌরভে কলিতা তেমনই এঁরা ‘তিলকুসুমগন্ধবহাঃ’ অর্থাৎ তিলকুসুমসম নাসিকায় শোভনা, শ্রীভগবন্মূর্তি যেমন ‘ঈক্ষণানুগৃহীত-কুবলয়াঃ’ অর্থাৎ ঈক্ষণমাত্রে ভূমণ্ডলের অনুগ্রহদাতৃ তেমনই এঁরা ‘ঈক্ষণানুগৃহীত-কুবলয়াঃ’ অর্থাৎ নেত্রের সৌন্দর্যে কমলজেতু, শ্রীভগবৎগুণকথা যেমন ‘শ্রবণরম্যাঃ’ অর্থাৎ শ্রুতিমধুর তেমনই এঁরা ‘শ্রবণরম্যাঃ’ অর্থাৎ রমণীয় কর্ণ-বিশিষ্টা, কুবেরপুরীর ঐশ্বর্যে যেমন তাঁর শোভা উচ্ছলিতা তেমনই এঁরা সুন্দর চূর্ণকুন্তলে মনোরমা, পশ্চিম দিগবিভাগের শোভা যেমন ‘অভিরামকেশকলাপাঃ’ অর্থাৎ অভিরাম জলপতি বরণের শিল্পনৈপুণ্যের পালয়িত্রী তেমনই এঁরা ‘অভিরামকেশকলাপাঃ’ অর্থাৎ রমণীয়া কেশসমূহে বিলক্ষণা।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীশিরোমণি শ্রীরাধারাণা :

৯৭। এই কন্যাগণের মধ্যে—সকল রমণীমৌলি-মণিমালার মতো, বৈদভীরাতির মতো মাধুর্য-ওজঃপ্রসাদাদি সকল গুণবতী, সকল অলঙ্কারবতী তথা রসভাবময়ী, প্রেমোত্তানের কনককেতকীর মতো, মাধুর্যজলধরের তড়িগুঞ্জরীর মতো, সৌন্দর্যনিকষপাষণের কনকরেখার মতো, আনন্দ চন্দ্রমার চন্দ্রিকার

লাবণ্যজলধেঃ, হাসলক্ষ্মীরিব মধুমদন্ত, আকরভূরিব কলাকপলাপন্ত, খনিরিব গুণমণিগণন্ত কাপি
শ্রীরাধিকা নাম ॥

৯৮। যা খলু গৌরী চ গৌরীসহস্রাধিকা, তথাপি শ্যামা, অনাদিরপি কিশোরী, সুরূপাপি
অসুরূপা সখীনিকুরন্ত, সৌকুমার্যবতী চাসৌ কুমার্যবতীহ সকলসৌভাগ্যম্ ॥

৯৯। যাং খলু মহালক্ষ্মীরিতি কেচন, লীলেতি তান্ত্রিকাঃ, আনন্দিনীশক্তিরিতি কেচিদামনতি।
যন্ত্যশ্চ বিশাখা-ললিতাদয়ঃ সমানগুণরূপাস্তৎপ্রতিচ্ছায়ারূপাঃ প্রিয়সখ্যঃ ॥

পরীক্ষয়া উত্তীর্ণত্বং তৎসৌন্দর্যন্ত : কোমুদীতি—সর্গানন্দগুণস্তাপি বিশিষ্টানন্দকতাব্যায়কত্বং তন্নিষ্টানন্দন্ত। তথোক্তম্—
শেষী বোমোৎসঙ্গং শশিনমভিতঃ কাস্তিসহরী” ইতি। ভূজদর্পেতি নিজবিজয়ি-নরনারায়ণাত্তবতারিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্তাপি
তরৈব বিজয়াং। তেন চ সর্গান্তাগণাশকাবশীকরন্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত মানসরোধকত্বং তৎকামতাত্ত্বিকতয়াঃ। সারশ্রীরিতি
সর্বলাবণ্যস্তাপি মূলভূতসম্পত্তিরূপত্বং তল্লাবণ্যন্ত। হাসেতি ভূজদর্পেতিবৎ : মধুর্দমন্তঃ, তেন চ তৎকামতাত্ত্বিকতয়াঃ
সময়গতবৈলক্ষণ্যস্তাপি সার্বদিক্তপ্রতীতিঃ। আকরভূরিব খনোনাং জন্মভূরিব, তেন সর্ববৈদগ্ধ্যগুণস্তাবির্ভাবকপ্রকাশ-
লবকত্বং তদীয়বৈদগ্ধ্যানাম্। খনিরিতি তথৈবার্থঃ। গুণাঃ পূর্ণোক্তেভ্যো ভিন্না দয়াক্ষান্তাদয়ো জ্ঞেয়াঃ ॥

৯৮। গৌরী গৌরবর্ণা, গৌরীসহস্রাং পার্বতীসহস্রাদপ্যধিকা ; শ্যামা শীতকালে ভবেক্ষা উষ্ণকালে চ শীতলা।
স্তনৌ সুকঠিনৌ যন্ত্যঃ সা শ্যামা পরিকীর্ণিতা ॥” ইতুক্তলক্ষণাঃ অসুরূপা প্রাণরূপা, “পুংসি ভূম্যাসবঃ প্রাণাঃ”
ইত্যমরঃ। অসৌ কুমারী সকলং সৌভাগ্যমবতি বশীকরোতি। কীদংশী? সৌকুমার্যবতী ॥

৯৯। আনন্দিনী হ্লাদিনী ; তথা হু ক্তম্—“হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সদশক্তিবরীয়সী। তৎসারভূতা” ইতি।
কেচিদিত্যত্রৈব দ্বারস্তমানন্দিনীভিঃ স্নাভিঃ শক্তিভিরিতি রাসান্তে স্বয়ং বর্ণয়িত্তমাণত্বাং, মহালক্ষ্ম্যাস্ত এতদীয়ৈশ্বর্য-
বৈভবময়াংশভূতাত্মেন তথা লীলাশক্তেঃচ পান্নকান্তিকমাহাত্ম্যপ্রসিদ্ধা এতদীয়বিহারকাননপালিবৃন্দাৎচেন চ (ভাঃ
১০।২৯।৩৭) (সংক্ষেপ) শ্রীবৈষ্ণবভোষণাদিষু নির্ধারিতত্বচ্ছেতি। ললিতায়া জ্যেষ্ঠেহপি বিশাখায়াঃ প্রাধাত্বং রাধয়া
সর্বেক্যদৃষ্ট্য। তথা হু ক্তম্—“নামরূপগুণাদীনানৈকক্যাং শ্রীরাধীকৈব যা” ইতি ॥

মতো, কামদেবের ভূজদর্পাবলীর মতো, লাবণ্যজলসির শোভাসারের মতো, মদমত্তজনের হাস্তশোভার
মতো, চৌষট্টি কলাকলাপের আকরভূমির মতো, গুণমণিগণের খনিসদৃশ শ্রীরাধিকা নামক কোনও
অনির্বচনীয়া কন্যা সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজিতা।

৯৮। ইনি সহস্র গৌরী থেকেও অধিক গৌরবর্ণা, তথাপি শ্যামা অর্থাৎ শীতকালে উষ্ণা, গ্রীষ্ম-
কালে শীতলা, স্তনে সুকঠিনা ; অনাদি হয়েও কিশোরী ; সুরূপা হয়েও ‘অসুরূপা’ অর্থাৎ সখীকুলের
প্রাণস্বরূপা ; সুকুমারী হয়েও জগতের সকল সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বশীকারিণী।

৯৯। কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি এঁকে মহালক্ষ্মী, কোনও তান্ত্রিক ব্যক্তি লীলাশক্তি, আবার কোনও
ভক্ত হ্লাদিনীশক্তি নামে অভিহিত করেন। আরও, বিশাখা-ললিতাদি সমান গুণ-রূপসম্পন্না
প্রতিচ্ছায়ারূপা প্রিয় সখীগণে অলঙ্কৃত ইনি।

১০০। দ্বিতীয়া চ কাচিদ্ব্যুপা চন্দ্রাবলী পরমাত্মাদিনী, প্রকৃতিরিব গুণময়ী, নয়নেন্দ্রিয়বৃত্তিরিব রূপবতী, অপাং বৃত্তিরিব রসময়ী, কুসুমাবলিরিব পরমোদারা, ত্রীচন্দ্রাবলী নাম ললনারত্ম। যস্তাশ্চ পদ্মা-শৈব্যাদয়ঃ প্রিয়সখ্যঃ। এবং ত্রীরাধা-সপক্ষা শ্যামা নাম কাপি যুথপেতি বহু্য এব যত্র যুথশাঃ।

১০১। অথ যত্র রাজধান্যাং মূর্তী ইব ভগবদ্বন্দ্ব্যশ্চোক্ষীগীর্বাণাঃ পরমদয়ালবঃ শম-দম-তিতিক্ষিপ-রতীনাং মূর্তয় ইবাপি সাহস্রশাস্ত্রপ্রবক্তারঃ, তদনুকূলবেদাভ্যাসনিরতাঃ কেচন পঞ্চরাত্রনিষ্ঠা ব্রজরাজ-কৃতদানমাত্রপ্রতিগ্রহীতারঃ, তদেকযাজকাঃ।

১০২। যে খলু জ্ঞানানন্দয়োঃ কাতর্যোপযুক্তা অপি ন কাতর্যোপযুক্তাঃ, বিভাবিত্যোতেষু পরম-চাতুর্যবন্তোহপি ন চাতুর্যবন্তঃ, সদারমাধুর্যা অপি নরমাধুর্যাঃ, প্রকৃতিগুণশাবল্যা অপি ন প্রকৃতিগুণ-

১০০। বৃত্তি শব্দোহত্র স্বরূপবাচকঃ। কুসুমাবলিপক্ষে পরেবাং গোদং বর্ষম্ আ সমাগ্ রাতীতি সা।

১০১। উবাগীর্বাণা বিপ্রাঃ, শমো ভগবন্তিষ্ঠনুক্রিতা, দম ইন্দ্রিয়বলীকারঃ, তিতিক্ষা ক্ষমা, উপরতিবৈরাগ্যম্, সাহস্রশাস্ত্রং ত্রীমদ্বাগবতাদি ; নারদপঞ্চরাত্রোক্ত ধর্মপরাঃ, তমেবং ব্রজরাজমেব যাজয়ন্তি, নাগম্।

১০২। প্রস্তুতত্বাং ত্রীকৃষ্ণসম্বন্ধীজ্ঞানানন্দয়োর্মধ্যে কাতর্যে কাতর্যৈকতরস্ত ভাবঃ কাতর্যং তত্রোপযুক্তাঃ ত্রীকৃষ্ণৈশ্বর্যে কেচিৎ প্রবিষ্টাঃ কেচিৎমাধুর্যে চেত্যর্থঃ। এবমপি ন কাতর্যে কাতর্যে উপযুক্তাঃ, অত্মাহুশবাত্য সিদ্ধান্তজ্ঞা

যুথেশ্বরী ত্রীচন্দ্রাবলী :

১০০। পূর্বোক্ত কল্যাণের মধ্যে ত্রীচন্দ্রাবলী নামক এক দ্বিতীয়া অনির্বচনীয় ললনারত্ম যুথেশ্বরী ও বিভবমানা। ইনি কোটি কোটি চন্দ্রের মতো পরমানন্দদায়িনী, প্রকৃতি যেমন সত্ত্ব-রজ-তমগুণময়ী তেমনই ইনি বহুগুণময়ী, নয়নেন্দ্রিয়ের বৃত্তি যেমন স্বভাবতই ‘রূপবতী’ অর্থাৎ রূপ গ্রহণ করে তেমনই ইনি স্বভাবরূপবতী, জলের স্বভাবধর্ম যেমন রসময়ী তেমনই ইনি স্বভাবরসময়ী, কুসুম সমূহ যেমন ‘পরমোদারা’ অর্থাৎ পরের আনন্দদায়িনী তেমনই ইনি ‘পরমোদারা’ অর্থাৎ পরমোদার চরিতা। এঁর প্রিয়সখী হলেন পদ্মা-শৈব্যাদি কল্যাণগণ। এবং ত্রীরাধা-সপক্ষা শ্যামা নামক কোনও এক যুথেশ্বরী আছেন—এরূপ আরও বহু বহু যুথেশ্বরী ত্রীবৃন্দাবনে আছেন।

রাজধানীর ব্রাহ্মণ :

১০১। অতঃপর ত্রীনন্দাবার রাজধানীতে যে সব ব্রাহ্মণগণের নিবাস তাঁরা যেন মূর্তিমান ভাগবতধর্ম, পরম দয়ালু, শম-দম-তিতিক্ষা-বৈরাগ্যের মূর্তিস্বরূপ, ও ত্রীভাগবতাদি শাস্ত্রবক্তা, আরও এঁরা ত্রীভাগবতাদি শাস্ত্রানুকূল বেদাভ্যাস নিরত—কেউ কেউ আবার নারদপঞ্চরাত্রধর্মপরায়ণ—এঁরা ত্রীব্রজরাজদত্ত দান মাত্রই অঙ্গীকারী, এবং একমাত্র তাঁরই যাজক।

১০২। এই ব্রাহ্মণগণ ত্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী জ্ঞান ও আনন্দের মধ্যে ‘কাতর্যোপযুক্তাহপি’ অর্থাৎ কেউ কেউ ত্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যে কেউ কেউ মাধুর্যে প্রবিষ্ট, এবং ‘ন কাতর্যোপযুক্তা’ অর্থাৎ কাতরতায়ুক্ত নয় অর্থাৎ নিজ সিদ্ধান্তে দৃঢ়মতি; এঁরা অষ্টাদশ বিভাগ বিচারদ্বারা সত্য-উদ্ঘাটনে ‘পরমচাতুর্যবন্তোহপি’ অর্থাৎ

শাবল্যাঃ। কিং বহুনা ? তৈলিক-তাম্বুলিক-মালিক-কাষবিক-গাক্কিক-স্বর্ণকার-ঘটকার-ব্যোকার-পটকার-দয়োহপি চিজ্রপা অপি মনুষ্যধৰ্মাণঃ, মনুষ্যধৰ্মাণোহপি শ্রীদা অপি পুণ্যজনেশ্বরী অপি ন কুবেরা নৈকপিঙ্গা ন নরাবাহনাঃ ॥

১০৩। কিং বহুনা ? পুলিন্দা অপি যত্র বর্ষাভ্রমরা ইব জাতিনামৈব বিকলা অপি সকলসুমনসাং রতিপ্রদাঃ ॥

১০৪। যত্র চ—অতিদীর্ঘতর-মহাফটিক-মণিভিত্তি-চতুষ্টিয়মপি মরকতগোপানসী-খণ্ডাচটুল-চরম-

ইত্যর্থঃ। তথা বিজ্ঞানাসমষ্টাদশানাং বিজ্ঞোভেষু বিচারাভিঃ প্রকাশনেষু; ন চাতুর্ঘ্যাতুরত্বং পরাজয়ন্তদন্তঃ; সর্দৈব-রমাণাং সম্পত্তীনাং ধূষা দারসহিতানাং মেব মাধুৰ্যং যেষাং তে ইতি বা; নরাধামিব মাধুৰ্যং যেষাং তে; প্রকৃত্যা স্বভাবে-নৈব যে গুণা মৈত্রাদয়ন্তে: শাবল্যাং বৈচিত্র্যং যেষাং তে; কিন্তু ন প্রকৃত্যা গুণৈঃ সজ্বাদিভিঃ শাবল্যাং মিশ্রীভাবো যেষাং তে, অপ্রাকৃত্যঃ শুদ্ধসমুদয়া ইত্যর্থঃ। কাষবিক: শঙ্খাবণিক, ব্যোকারো লৌহকারকঃ; মনুষ্যধৰ্মাণামনুষ্যত্বা কুবেরাণ্যশ্চ ত্রয় একপরিচয়ঃ। ন কুংসিতং বেরং শরীরং যেষাং তে; ন এক পিঙ্গোহপি যেষু তে; বিস্তীর্ণো বেতনতো বা ন নরবহনক্লেশভাজঃ; নৈককীর্তিনৈককেশা ইতিবরকো নলোপাভাবঃ ন শব্দেন সহ স্পৃশ্যপেতি বা সমাসঃ ॥

১০৩। জাতিমালতীপুষ্পম, তন্নামৈব বিকলা অপি আনন্দাবেশেন বিহ্বলা অপি সকলসুমনসাং সর্বপুষ্পাণাং রতিপ্রদাঃ, পক্ষে পুলিন্দেতি নামৈব বিকলা নিন্দা অপি সকলদেবানাং রতিপ্রদাঃ; “সুপরিণঃ সুমনস্বিদিবেশা দিবৌকসঃ” ইত্যমরঃ ॥

পরম চতুর হয়েও ‘ন চাতুর্ঘ্যবহ্নো’ অর্থাৎ অন্তের দ্বারা পরাজিত হওয়ার মতো আতুরতা প্রাপ্ত নয়; এঁরা সর্বদা সর্বসম্পত্তির অধীশ্বর হয়েও নরবৎ মাধুৰ্যময়; এঁরা ‘প্রকৃতিগুণশাবল্যা অপি’ অর্থাৎ দয়া-মৈত্রী প্রভৃতি গুণের মিশ্রণে উজ্জ্বল হয়েও ‘ন প্রকৃতিগুণশাবল্যা’ অর্থাৎ প্রাকৃত সত্ত্ব-রজ-তমগুণের মিশ্রণহীন।

অন্যান্য জাতি :

অধিক আর বলবার কি আছে? এখানে যে সব তেলী-তাম্বুলিক-মালী-শঙ্খাবণিক-গাক্কিক-স্বর্ণকার-কুম্ভকার-কর্মকার-তঁাতী প্রভৃতি আছে তঁারাও চিজ্রপা, এবং মনুষ্যধর্মচরণকারী। আরও, এঁরা মনুষ্যধর্মচরণকারী, সম্পত্তিদাতৃ, পুণ্যবান জনের ঈশ্বর হয়েও কুংসিত শরীরধারী নয়, কটাচক্ষুযুক্ত নয়, পাকীবাহকের মতো নরবহনক্লেশভাগী নয়।

১০৩। আর অধিক বলবার কি আছে? বর্ষাভ্রমর যেমন জাতি নামেই নিন্দনীয় হলেও সকল পুষ্পেরই আনন্দপ্রদ তেমনই এখানকার পুলিন্দও কেবল জাতিসম্বন্ধেই নিন্দনীয় হলেও সমস্ত দেবতাদের প্রীতিপ্রদ।

গোশালা :

১০৪। এই রাজধানীর চতুর্দিকে বিস্তৃত রয়েছে মহাগোশালাশ্রেণী। অতি দীর্ঘতর মহাফটিক-

ভাগদীর্ঘ-তরকনকবংশাকীর্ণাঃ, চতুষ্কোণাবস্থিত-মহাগোপানসী-চতুষ্ঠয়াবষ্টক-সুস্থিত-কুরুবিন্দময়কৌণিক-
চতুষ্ঠয়া-বষ্টক-মহাবড়ভীকাঃ, ভূধরভূময় ইব বিমল-নানামণিপটলাঃ, বিচক্ষণা ইব নিস্তম্ভাঃ, সহৃদয়া ইব
বিশদ-প্রাকীর্ণতরাঃ, মহারাজপুরগোপুরনিকরা ইব পরিতোবিরাজি-বহুপ্রতীহারাঃ, ক্ষুরংপবনধূতধূলয়ঃ
পরিতো মহাগোগৃহাঃ ॥

১০৫। যেষামঙ্গনেষু সরস্বতী-শরীরমিব পূর্ণিমা-নক্তমিব সর্বশুক্লম্, নীলমণিশৈলাগ্রমিব শ্রাম-
শৃঙ্গম্, অঙ্গনানিকুরস্বমিব ঘনায়তবালহস্তম্, ভগবচ্চক্রমিব মহাসারিপুচ্ছম্, তীর্থসলিলমিব অতিতরসান্নান-

১০৪। যত্র চ রাজধান্যম্ মহাগোগৃহাঃ; কীদৃশাঃ? অতিদীর্ঘতরে মহাস্ফটিকমণিময়ে ভিত্তিচতুষ্টয়ে যানি
মরকতমণিময়ানি গোপানসীখণ্ডানি চত্বরীত্যর্থাৎ, তেযু অচট্টলৈরচক্ষুর্লৈদৃটনিবদ্বৈরিত্যর্থঃ। চরমভাগো দীর্ঘতরো যেষাং
তৈঃ কনকমণ্যৈর্বংশৈঃ ‘বরগা’ ইতি গোড়ে খ্যাতে: কাঠখণ্ডৈরাকীর্ণা ব্যাপ্তাঃ। পুনঃ কীদৃশাঃ? চতুষ্ট্ব কোণেষু
অবস্থিতেন মরকতময়ং যম্মহাগোপানসীচতুষ্টয়ং তত্রাবষ্টকেন পূর্বগোপানসী উপরিগতা ক্ষুদ্রা, ইয়ন্ত পটলোপাত্তগতা
মহতী জ্যেষ্ঠা। অতএব সুস্থিতেন নিশ্চলেন কুরুবিন্দমণিময়েন কৌণিকানাং কোণাচ্চ’ ইতি খ্যাতানাং চতুষ্টয়েনাবষ্টকা
মহাবড়ভী ‘পাড়ি’ ইতি খ্যাতং উচ্চগতং দাক্ষণ্যং যেষাং তে; বিমলানাং নানামণীনাং পটলং সমূহো যেসু তে;
পক্ষে বিমলং নানামণিময়ং পটলং ‘ছাউনী’ ইতি খ্যাতং যেষাং তে; নিস্তম্ভা নিরহঙ্কতা: স্থগারহিতাশ্চ, বিশদা
নির্মলাঃ, প্রাকীর্ণতরা অসঙ্কুচিতাঃ, পুরগোপুরাণি পুরদ্বারাণি, প্রতীহারা দ্বারপালা দ্বারাণি চ ॥

১০৫। ঘনা নিবিড়া আরত্না দীর্ঘা বালহস্তাঃ কেশসমূহা যশ্চ; “পাশঃ পক্ষচ্চ হস্তচ্চ কলাপার্থাঃ কচাৎ পরে”
ইত্যমরঃ; পক্ষে বালহস্তঃ পুচ্ছপূর্বভাগঃ; “বালহস্তস্ত বালবিঃ” ইত্যমরঃ মহসা তেজসা রিপুং ছাতি ছিনন্তি; ‘ছো
ছেদনে’ কপ্রত্যয়ান্তঃ; পক্ষে মহেন উৎসবেন নিরন্তরশ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিভেন সারি প্রসরণশীলং পুচ্ছং যশ্চ তৎ; অতিতরসা

মণিময় ভিত্তিচতুষ্টয়ের উপরে মরকতমণির চারটি কড়ি (Beam) স্থাপিত রয়েছে—এতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত
রয়েছে কনকময় বরগা যার শেষভাগ লম্বা হয়ে বেড়িয়ে আছে এবং যার দ্বারা গোগৃহ ছেয়ে আছে;
চতুষ্কোণে অবস্থিত বিশাল চারটি কড়িতে লগ্ন ও দৃঢ়বদ্ধ হয়ে আছে কুরুবিন্দমণিময় চারটি ‘কোনাইচ’
যাতে পুনরায় দৃঢ়নিবদ্ধ রয়েছে কাষ্ঠের পাড়ি—এঁর উপরেই গোশালার ছাদ অবস্থিত রয়েছে। পর্বতের
জমি যেমন নানা মণিতে আকীর্ণ তেমনই এ-গোশালার ছাদের তলদেশ নানা উজ্জ্বল মণিতে খচিত,
বিচক্ষণ ব্যক্তি যেমন অহঙ্কাররহিত তেমনই এই গোশালা স্তম্ভরহিত, সহৃদয় ব্যক্তি যেমন নির্মল-অসঙ্কুচিত
বুদ্ধিসম্পন্ন তেমনই এ-গোশালা নির্মল বিস্তৃত স্থানযুক্ত, মহারাজের পুরদ্বার যেমন চতুর্দিকে অনেক
দ্বারপালযুক্ত তেমনই এই গোশালা চতুর্দিকে অনেক দ্বারযুক্ত, এ-গোশালা চকল বাতাসে আপনি
ধূলিযুক্ত।

গো-গোবৎস-রূষ :

১০৫। এই গোশালার অঙ্গনে যে সব উত্তম উত্তম গাভী রয়েছে তাদের কোন কোনটি দেবী
সরস্বতীর মতো পূর্ণিমা রাতের মতো শুভ্রবর্ণা, এঁদের শৃঙ্গ নীলমণিপর্বতশৃঙ্গের মতো শ্রামা, রমণীকুল
যেমন ঘন লম্বা কেশকলাপবিশিষ্টা তেমনই এঁরা ঘন লম্বা পুচ্ছসমন্বিতা, শ্রীভগবানের চক্র যেমন তেজের

মিতম্, গণপতি-শরীরমিব মহাপীনম্, মন ইব অবশম্, তপস্বিকূলমিব সদা সুব্রতম্, চিন্তামণিকূলমিব সকলকামদুঘম্, নিদাঘকাননমিব সদোৎফুল্লবৎসকম্, শূকবিকাব্যমিব নানাবর্ণবিন্যাসঞ্চ নৈটিকীনিকুরম্বম্ ॥

১০৬। যত্র চ—ভূবি নিপতিতাঃ কোমুদীনাং সজীব ইব গর্তাঃ, স্করস্তু ইব শিলাখণ্ডাঃ কৈলাসস্ত, গ্রন্থ ইব হরহাসস্ত হিতীরা ইব ক্ষীরসমুদ্রস্ত, মাংসপিণ্ডা ইব শুদ্ধসত্ত্ব তত ইতো ধাবমানা বৎসনিবহাঃ ॥

১০৭। যত্র চ—গণ্ডশৈলা ইব ক্ষটিকাচলস্ত, মহোর্ময় ইব দধিমহাদধেঃ মুনয় ইব সায়াংগৃহাঃ,

অভিবেগেন স্নানবিষয়ে মিতং মানযুক্তম্; বহা, স্নানং লোককর্ষকমক্ষনম্ ইতং প্রাপ্তম্; পক্ষে অতিতরা সান্না গলকঙ্কলস্তয়া নমিতম্; মহাপীনম্, অতিবিপুলম্; পক্ষে মনঃ আপীনম্ উধো যন্ত তৎ; “উধন্ত ক্লীবমাপীনম্” ইত্যমরঃ; অবশম্ অনধীনম্; পক্ষে ন বিস্ততে বশা বন্ধা যত্র; “বশা বন্ধা” ইত্যমরঃ; সদা স্তন্যমযুক্তম্; পক্ষে সদা সুব্রতা যত্র তৎ;—“সুব্রতা স্তন্যসংদোহা” ইত্যমরঃ; সকলান্ কামান্ দোক্ষি পূরয়তি তৎ; পক্ষে সকলা অপি কামদুঘা যত্র তৎ; সদা উৎফুল্লা বৎসকাঃ কূটজপুষ্পাণি শাবকাস্ত যত্র তৎ; নানাবর্ণানাং মাধুর্যাদিব্যজ্ঞকাক্ষরাণাং বিশিষ্টো হাসঃ সন্দর্ভো যত্র তৎ; পক্ষে শ্বেতনীলপীতাদিবর্ণযুক্তম্; পূর্ণরোক্তং সর্বভুক্তত্বমেকৈকনিকুরম্বমপেক্ষা জ্ঞেয়ম্। অতোহত্র নিকুরম্বমিতি জাত্যপেক্ষয়া একবচনম্ ॥

১০৬। ‘কোমুদীনাং’ ইত্যাদি শুকপ্রাধান্যেন, তত্র ‘কোমুদীনাং’ ইত্যাক্ষাদকঙ্ক প্রাধান্যেনোক্তম্, ‘কৈলাসস্ত’ ইতি শ্বেতিয়া; ‘হরহাসস্ত’ ইত্যনর্গলপ্রফুল্লত্বম্; হিতীরা ইতি মার্দবম্, ‘শুদ্ধসত্ত্ব’ ইত্যপ্রাকৃতত্বম্; ধাবমানা ইতি ভাষ্কর্যশানজাতম্ ॥

১০৭। ক্ষটিকেতি স্বচ্ছকং দৃঢ়কং প্রাধান্যেনোক্তম্ মহোর্ময় ইতি দুর্বারবেগত্বম্; সায়াংমেব গৃহা আশ্রয়িতব্যত্বেন

সহিত শত্রু ছেদনকারী তেমনই ত্রীকৃষ্ণদর্শন-জনিত আনন্দে এঁরা তেজে উর্দ্ধে পুচ্ছ বিস্তারকারিণী, তীর্থ-সলিল যেমন অতি সত্ত্ব স্নানবিষয়ে সন্মানিত তেমনই এই গোগণ অতিশয় স্থূল গলকঙ্কলের ভারে নমিতা, ত্রীগণেশদেবের শরীরের মতো এঁদের স্তন অতি স্থূল, মন যেমন ‘অবশম্’ অর্থাৎ অন্ত কারও অধীন নয় তেমনই এঁরা ‘অবশম্’ অর্থাৎ কেউ বন্ধা নয়, তপস্বিকূল যেমন সদা ‘সুব্রতম্’ অর্থাৎ স্তন্যময় তেমনই এঁরা সদা ‘সুব্রতম্’ অর্থাৎ স্তখে দোহনীয়া, চিন্তামণিকূল যেমন সকল ‘কামদুঘম্’ অর্থাৎ কাম-পূরক তেমনই এঁরা সকলেই ‘কামদুঘম্’ অর্থাৎ কামধেনু, নিদাঘকানন যেমন সদা উৎফুল্ল ‘বৎসকম্’ অর্থাৎ কূটজপুষ্পে শোভিত তেমনই এঁরা সদা উৎফুল্ল ‘বৎসকম্’ অর্থাৎ বৎসে শোভিতা, শূকবির কাব্য যেমন মাধুর্যাদি-ব্যজ্ঞক নানাবর্ণে অলঙ্কৃত তেমনই এ-গোশালা শ্বেত-নীল-পীতা দি নানা বর্ণের গোকুলসমন্বিতা।

১০৬। আরও, ভূমিতে নিপতিত জ্যোৎস্নার সজীব শিশুর মতো, কৈলাসপর্বতের স্করগণশীল শিলাখণ্ডের মতো, ক্ষীরসমুদ্রের কেনের মতো, এবং শুদ্ধসত্ত্বের মাংসপিণ্ডের মতো ধাবমানা গোবৎসনিবহে অলঙ্কৃত এ-গোশালা।

১০৭। ক্ষটিকপর্বতের গণ্ডশৈলের মতো, দধিসমুদ্রের বিশাল তরঙ্গের মতো, সায়াংগৃহা মুনিগণের

জীবমুক্তা ইব স্মৈরচারিণঃ, দিগ্গজা ইব মহাবিষাণাঃ নৃপা ইব মহাকুদাঃ, মত্তা ইব স্তদ্ধারুণ-
লোচনাঃ, মহাগর্ভবন্ত ইব সদাহ্বাদাঃ, বিরক্তা ইব লম্বমানগলকম্বলাঃ, বিবিধ-মণিবপ্রোংখাতরেখা-
শবলিতশৃঙ্গতয়া নানাবর্ণ বিষাণা ইব খুরঙ্গুন্নমণিধরণিরজোভিরভিতো ধূসরা মূর্তিমন্ত্চতুৎপাদা ধর্ম্মা ইব
মহোক্ষাঃ । যন্ত গোবুলন্ত কলাকলাংশেন সুরভিলোকঃ সমপাদি ॥

১০৮ । যন্ত শাখানগরেষু শৃঙ্গাটকানামভিতোহভিতঃ সমসূত্রনিপাতিতা ইব শ্রেণীকৃতাঃ, মহারাজ-
বিজয়সময়া ইব বিলসৎপতাকিণ্ডঃ মুক্তাক্ষোটা ইব মৌক্তিকপ্রালম্বাঃ, বসন্ততরব ইব প্রবালপ্রঘণাঃ,
বিবিধমণিঘটাঘটিতা বিপণিবিততয়ঃ, কাশ্চিদ্রসন্তুশ্রিয় ইব নানাকুসুম-সৌরভ-সুবাসিতাঃ, কাশ্চিদ্রমহা-

বর্তন্তে যেযাং তে ; মতাদস্তা বৃহচ্ছৃঙ্গাশ্চ ; “বিষাণং স্ম্যং পশুশৃঙ্গভদন্তয়োঃ” ইত্যমরঃ ; মহাকুদা ইতি প্রাধান্তে
রাজলিঙ্গে চ বুধাঙ্গে ককুদোংস্ত্রিয়াম্” ইত্যমরঃ ; সদা অহমেব বিদ্বান্ শূর ইত্যেবং বাদো যেযাং তে ; পক্ষে ‘হম্বা’
ইতি শব্দমাদদতীতি তে ; বগ্রঃ প্রাচীরকোণাদিগতো ‘বুরুজ্’ ইতি প্যাতঃ ; সুরভিলোকো গোলোকঃ ॥

১০৮ । শাখানগরেষু নগরপ্রান্তেষু, শৃঙ্গাটকানাং চতুৎপথানামিতি যদী সমসূত্রেত্যনেনাদ্বয়াৎ । পশ্চাদভিতো-
হভিতো বর্তমানা ইত্যনেনাংয়েহপি ন দ্বিতীয়া ;—‘ন হি প্রসক্তো বচনশতেনাপি নিবর্তয়িতুং শক্যতে’ ইতি ভায়াৎ ।
সময়া ইবেতি সময়শব্দো ভূজাশব্দোবং টাবন্তো দ্রষ্টব্যঃ । মুক্তাঃ ক্ষোটাঃ শুভ্রাঃ, মৌক্তিকানাং মুক্তানাং প্রকৃষ্ট
আলম্বো যেযু ; পক্ষে মৌক্তিকৈঃ প্রালম্বমুজুলম্বি মালাং যাসু তাঃ ; প্রবালৈঃ প্রঘণা নিবিড়াঃ ; “প্রবালমন্তুরেহপাদ্রী”

মতো, জীবমুক্তগণের মতো স্বেচ্ছাচারী বড় বড় বলীবর্দ এ গোশালায় বিরাজমান,—দিগ্গজ যেমন
‘মহাবিষাণাঃ’ অর্থাৎ বৃহৎ দন্তুবিশিষ্ট তেমনই এঁরা ‘মহাবিষাণাঃ’ অর্থাৎ বৃহৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট, রাজা যেমন
ছত্র-চামরাদি সমন্বিত তেমনই এঁদের পৃষ্ঠদেশ বিশাল কুঁজে শোভিত, এঁরা মদমত্ত ব্যক্তির মতো স্তদ্ধ ও
রক্তচক্ষুবিশিষ্ট, মহাগর্ভীত ব্যক্তি যেমন সদা মস্ত মস্ত কথার বক্তা তেমনই এঁরা সদা হাস্য-হাস্য রবকারী,
বিরক্ত মহাত্মাদের গলায় যেমন লম্বমান কম্বল তেমনই এঁদের গলায় লম্বমান গলকম্বল, বিবিধ মণিময়
প্রাচীরকোনগত বুরুজ উৎপাটন করার দরুণ শৃঙ্গ ছুটি বিচিত্র হওয়াতে এঁদের নানাবর্ণ শৃঙ্গযুক্ত মনে
হচ্ছে, আর খুরের দ্বারা মণিময় ভূমি খোরার দরুণ মণিময় রজে ধূসরিত এই সব বুভব মূর্তিমন্ত্চতুৎপাদ
ধর্মের মতো প্রতীতি হচ্ছে । এই গোসমূহের কলার কলাংশের থেকে গোলোক উৎপন্ন হয়েছে ।

বিপণি :

১০৮ । শ্রীনন্দবাবার রাজধানীর একপ্রান্তে চৌরাস্তার চতুর্দিকে সমসূত্রে প্রবাহিত স্রোতের মত
শ্রেণীকৃতভাবে বিবিধ মণিখচিত বিপণিনিবহ সজ্জিতা রয়েছে —

মহারাজের বিজয়কাল যেমন দীপ্ত সেনায় সজ্জিত তেমনই এগুলো উজ্জল পতাকায় সজ্জিতা,
বিনুক যেমন ‘মৌক্তিক প্রলম্বাঃ’ অর্থাৎ মুক্তার প্রকৃষ্ট আশ্রয় তেমনই এগুলো ‘মৌক্তিক প্রলম্বাঃ’
অর্থাৎ সুন্দর লম্বমান মুক্তার মালায় অলঙ্কৃতা, বসন্তের বৃক্ষ যেমন ঘন নবীন পল্লবে সজ্জিত তেমনই
এগুলোর বারান্দা প্রবালে খচিত, বিভিন্ন ব্যবসায়ী লোকের আবাসস্থল এ-সব বিপণির মধ্যে কোন
কোনটি বসন্তশোভার মতো নানা কুসুমসৌরভে সুবাসিতা, কোন কোনটি মহাশৈলের অপিত্যকার মতো

শৈলাধিত্যকা ইব বিবিধগন্ধদ্রব্যশুগন্ধাঃ, কাশ্চিদ্মণিখনয় ইব বিবিধমণিগণকান্তিকন্দলিতাঃ, কাশ্চিদ্ধিলাসি-জনবক্ষস্তট্য ইব চন্দনাগুরু-কস্তুরীঘনসারসৌরভোদগারাঃ, কাশ্চিৎ পক্ষশালিকদারবিততয় ইব শালি-পরিমলোদগার-গরীয়স্তো বণিজাং নিবাসভূতাঃ ॥

১০৯ । এবংবিধস্ত ব্রজপুরস্ত পরিতষ্ঠ মহানগরং জলধিতটানীব সমুদ্রসিত-বিদ্রুমাণি, মহাসৈন্ত্যা-নীব বিবিধকুঞ্জরাণি নানাবিধগুল্মানি চ, তপস্বিকুলানীব নানাপ্রকারব্রততীত্রাতানি, রসিকনিকুব্ধাণীব সদাবিলাসেনামোদিত-বয়াংসি বিপিনান্তরাণি ॥

১১০ । যেষু অবিরলগলদনাবিলবস্ত-গুগ্গুণ্ডানির্ঘাসপিচ্ছিলেষু বর্ষাশু পরম্পরনিবন্ধ-করকমলমভি-সরশ্চি বিপিনদেব্যঃ । বনবৃষভ-ককুদ্রকষণ-চূর্ণীভূত-বদরতরুবণ্ড-সমুৎপত্তমান-জতুরজোভিরনবরত-নিঃশ্রুদ-মান-মকরন্দভরনির্ভরতিমিততয়া চরণকমলেঘনায়াস-যাবকপঙ্খানুলেপো জরীজন্ত্যতে বনীদেবতানাম্, মদ-

ইত্যমরঃ; পক্ষে প্রবালময়া অলিন্দা যত্র তাঃ; “বিদ্রুমঃ পুংসি প্রবালম্” ইত্যমরঃ; বিপণিবিততয়ো হটবস্ত্র-সমূহাঃ; শৈলাধিত্যকাঃ শৈলোপরিগতা ভূময়ঃ, ঘনসারঃ কর্পূরম্, শালয়ো ধাত্তানি, বণিজামিতি মাল্য-গন্ধ-রত্ন-চন্দন-ধাত্তাত্ত্যপজীবিনাম্ ॥

১০৯ । ব্রজপুরস্ত সম্বন্ধি মহানগরং শ্রীমরন্দরাজাধিবাসম্, পরিতষ্ঠস্ত চতুর্দিক্; “অভিতঃ পরিতঃ সময়” ইত্যাদিনা দ্বিতীয়া; বিদ্রুমাঃ প্রবালান্যরত্নানি, বিশিষ্টকুমাশ্চ; কুঞ্জরা হস্তিনঃ; পক্ষে বিবিধকুঞ্জবৃন্তানি; গুল্মাঃ সৈন্তবিশেষাঃ, বীৰুশ্চ; নানাপ্রকারেষু ব্রতেষু তীত্র আতঃ প্রবেশসাতত্যাং যেষাং তানি; ‘অত সাতত্যাগমনে’ ইত্যস্মাৎ ষণ্; পক্ষে ব্রতত্যা লতাঃ; বয়াংসি আয়ুংষি পক্ষিগণশ্চ ॥

১১০ । ককুদাং দরকষণং কক্কয়নাথমৌষদ্বর্ষণম্, তিমিততয়া স্তিমিতত্বেন; ‘তিম স্তিম’ আদ্রীভাব ধাতুঃ জরী-

বিবিধ দ্রব্যের গন্ধে সৌরভাবিতা, কোন কোনটি মণিখনির মতো বিবিধ মণির কাণ্ডিতে উদ্ভাসিতা, কোন কোনটি বিলাসিজনের বক্ষস্থলের মতো চন্দন-অগুরু-কস্তুরী কর্পূর সৌরভোদগার যুক্তা, কোন কোনটি আবার পাকাধানক্ষেত্রচয়ের মতো ধানের পরিমলোদগারে অতিশয় গৌরবাবিতা ।

বিপিন :

১০৯ । ব্রজমণ্ডলের এবংবিধ মহানগরের চতুর্দিকে ভিন্ন এক বিপিনশ্রেণী বিরাজমান—সমুদ্রতট যেমন প্রবালের দ্বারা সমুদ্রসিত তেমনই এগুলো বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৃক্ষের দ্বারা সমুদ্রসিত; মহাসৈন্ত্যসমাবেশ যেমন অনেক প্রকার হস্তী ও নানাবিধ বিশেষ বিশেষ সৈন্তে সজ্জিত তেমনই এগুলো অনেকপ্রকার কুঞ্জে ও নানাবিধ গুল্মে সজ্জিত; তপস্বিকুলেব যেমন নানাপ্রকার ব্রতে নিরন্তর তীত্রবেগে প্রবেশ তেমনই এতে নানাপ্রকার লতাশ্রেণীর সমাবেশ; রসিককুল যেমন সদা বিলাসের দ্বারা আয়ুর আমোদ-দাতৃ তেমনই এগুলো সদা বিলাসের দ্বারা পক্ষিকুলের আমোদ-দাতৃ ।

১১০ । এই বিপিনশ্রেণীর অবিরল গলিত নির্মল মনোহর গুগ্গুণ্ডল নির্ঘাসে পিচ্ছিল পথে বন-দেবীগণ পরম্পর হাত ধরাধরি করে বিচরণ করেন । এখানে বনবৃষভের কুকুদ-চুলকানোর ঘর্ষণে চূর্ণীভূত কুল বৃক্ষরাজি থেকে উৎপন্ন জতুরজের সহিত অনবরত চ্যুত মধুধারার মিশ্রণে প্রস্তুত পঙ্ক বনদেবীগণের

মুদিতরোমমুহুরবনমেঘমুখকুহর-সমুদীর্ণজীর্ণকক্কোল-ফলসৌরভ-সুবাসিতানি দিশাং মুখানি, বনমহিষ-
বিষাণশিখরক্ষুর-শরলসুরদাকচাকুরগামোদমেছবং গগনতলম্, বনকরিকরভঘটা-ভগ্নলগ্নশল্লকীপল্লবাস্তীর্ণানি
গিরিতটানি, বনধেগুগণাস্বাদিত-গন্ধতৃণরুচির-শাদ্বলসৌগন্ধ্যবন্ধুনি ধরনিতলানি, কর্ণপূরীভূত-সুললিত-
মরিচপুচ্ছকাভিরভিতঃ পুলিন্দসুন্দরীভিঃ করতলভগ্নকর্ণকদলিকানির্ধাস-সংবাসিত দলিততাম্বুলীদলদংশ-
সরসাভিরবগাঢ়া বিপিনসীমানঃ, কপিকুলকবলীকৃত-নিম্বলনিম্বল-গোস্বতনীফলপুচ্ছ-সমাচ্ছন্নানি ভুবন্থলানি ॥

১১১। কিক্ষাচ্ছাত্তপি কাননানি,—

রসাল-পনসাজুর্ন-ক্রমুক-নারিকেলাসনৈঃ, পলাস-বট-পর্কটী-খদির-বিষ্ণু-জম্বাদিভিঃ।

মধুক-গিরিমল্লিকা-বকুল-নাগ-পুন্নাগকৈ-,রশোক-বক-পাটলী-কনকচম্পকৈঃচম্পকৈঃ ॥

১১২। শিরীষ ধব-শিংশপা-লকুচ-লোথ্র-কোশাতকী-,প্রিয়াল-নট-শল্লকী-শরলশাল-পীল্বাদিভিঃ।

কপিথকরমর্দকৈঃ প্রিয়ক তিন্দুকাম্রাতকৈঃ, করীর করবীরকৈঃ কদলিকা-লবল্যাভিঃ ॥

১১৩। তমালনবমালিকাকনকযুথিকায়ুথিকা-,কুরটক-লবঙ্গিকা-দমনকাতিমুক্তাদিভিঃ।

অপি স্থলসরোজিনীবিচকিলাদিভিঃ কন্দলী-,প্রিয়ঙ্গু-তুলসীমুখৈরপি বিচিত্রবীরুদ্ধগণৈঃ ॥

জ্যোতে অতিশয়েন প্রকাশতে; শল্লকী গজভক্ষ্যা গন্ধবৃক্ষঃ; “গজভক্ষ্যা তু শল্লকী” ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ; “বতুলং
নিম্বলং বৃন্তম্” ইত্যমরঃ; গোস্বতনী দ্রাক্ষা ॥

১১১ অতানি বর্ণিতলক্ষ্যাদবৃন্দাবনাদিতরাণি কাম্যাবনাদীনিতার্থঃ। রসালাদিভিঃ পরিব্রতানীতি চতুর্থশ্লোকশ্চে-
নাযঃ। ক্রমুকো গুবাকঃ, পর্কটী বৃক্ষঃ ॥

১১২। লকুচো উভঃ-কোশতকী বিষাণেশ্বরই’ ইতি খাতা, “জ্যোৎস্না পটোলিকায়াঞ্চ কোশাতকী” ইত্যমরঃ ॥

চরণকমলে অনায়াস-যাবকপঙ্কজুলেপরূপে জল জল করেছে, মদমুদিত-রোমথনে শিথিল গাত্র বনমেঘের
মুখবিবর থেকে নিঃসৃত জীর্ণ কক্কোল ফলসৌরভে চতুর্দিক সৌরভাষিতা হয়ে আছে, বনমহিষের শৃঙ্গের
অগ্রভাগে মর্দিত সরল দেবদারু বৃক্ষের সুন্দর ছালের সুগন্ধে এ-স্থানের আকাশ বাতাস স্নিগ্ধ হয়ে আছে,
বগ্নহস্তীশাবকের শুরের দ্বারা ভগ্ন-লগ্ন শল্লকীপল্লবে চেয়ে আছে এ-স্থানের গিরিতট, সুললিত শ্রামল
মরীচপুষ্পের গুচ্ছে অলঙ্কৃত-কর্ণমূল্য—করতলে মর্দিত কর্পূর-কদলিকা নির্ধাসে সংবাসিত ও দলিত
তাম্বুলিদল-চর্বণে সরসা পুলিন্দ সুন্দরীগণ এই নিবিড় বিপিনসীমান্তে বিচরণ করেন, এর ভূমিতল কপিকুল-
চর্চিত অল্পপম গোলাকার আঙ্গুরগুচ্ছে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

১১১-১১৩। আরও পূর্ববর্ণিত শ্রীবৃন্দাবন থেকে ভিন্ন কাম্যবন-লৌহবনাদি নামক অত্যাচ্ছ বনও
আছে—যথায় রসালাদি নানা বৃক্ষের অপূর্ব সমাবেশ রয়েছে, যথা—আম-কাঠাল-অর্জুন-সুপারী-নারকেল-
পীতসাল-পলাশ-বট-পাকুর-খয়ের-বেল-জামাদি, মহুয়া-গিরিমল্লিকা-বকুল-নাগ-পুন্নাগ-অশোক-বক-পাটলী-
স্বর্ণচম্পা-চম্পা-শিরিশ-ধব-শীশম-লকুচ-লোথ্র-কোশাতক-প্রিয়াল-নট-শল্লকী-শরলশাল-পীলু-কয়েতবেল-
করমর্দক-কদম্ব-গাব-আমড়া-করীর-করবীর-কলা-লবলী-তমাল-নবমালিকা-কনকযুথিকা-যুথিকা-করটক-
লবঙ্গ-মাধবীলতা-স্থলপদ্ম-মল্লিকা-কন্দলী-প্রিয়ঙ্গুলতা-তুলসী প্রভৃতি বিচিত্র লতাবলী।

১১৪ । সিতাসিতবিলোহিতোংপল-সরোজ-কঙ্কারকৈ
 রথাক্স-বক-সারসৈঃ কুরর-হংস-কারগুবৈঃ ।
 বিরাজিত-তরঙ্গকৈর্বিমলবারিভির্বাণিকা-
 তড়াগ-সরসীমুখেঃ পরিবৃত্তানি তোয়াশয়ৈঃ ॥

১১৫ । তেষামেকতমং বৃহদনং নাম বনম্ । যত্র ব্রজপুরপুরন্দরশ্চ যথোক্তপ্রকারং রাজধান্যমুর-
 মাস্তে ॥

১১৬ । উক্তমেতদখিলমলৌকিকমপি ভগবদিচ্ছয়া স্বীকৃত-লোকমধ্যপাতিতং মাংসচক্ষুষো
 লৌকিকমেব পশুস্তি নয়নদোষবশাচ্ছ্রমপি পীতমিব । ভগবদিচ্ছা তু যথা—

১১৩ । অতিমুক্তো মাধবী, বিচকিলো মল্লিকা ; আগন্তুয়োগন্তমালতুলস্তোনির্দেশঃ সর্পেষামপি বৃক্ষাণাং মঙ্গল-
 ময়ত্বসূচকঃ ॥

১১৪ । তোয়াশয়ৈর্জলাশয়ৈঃ পরিবৃত্তানি ; কীদংশৈঃ ? সিতৈত্যাদিভিজলস্থপুংসৈঃ, রথাক্সাদিভিজলচরপক্ষিভিঃ
 বিরাজিতাঃ শোভিতান্তরঙ্গা যেষাং তৈঃ ; বাপীসরসোর্মহদরজ্জাত্যাং ভেদঃ ॥

১১৫ । উক্তপ্রকারং শ্রীনন্দীশ্বরমনতিক্রমা ॥

১১৬ । উক্তম্ (১১শ-অনুঃ) ‘অস্তি সকলবৈকুণ্ঠসারম্’ ইতুপক্রম্য বর্ণিতমলৌকিকং প্রকৃতিজললোকভিন্নং
 কেবলসম্ভিদানন্দরসময়মপীত্যর্থঃ । ভগবদিচ্ছয়েতি অনাদিসিদ্ধয়েবেত্যর্থঃ । ততশ্চ তথাভূতত্বেনবাস্ত নিত্যত্বেহপি
 দ্বিপরাধিবাসানে প্রপঞ্চ্যভাব্বেহপি যোগমায়াকল্পিতস্ত প্রপঞ্চ্যাস্তব্ধতিত্বং জ্ঞেয়ম্ । তথাভূতস্বরূপত্বেনবাস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত নরাকৃতি-
 ত্বেন লৌকিকালৌকিকসর্বতোবিলক্ষণলীলাদিভিন্নার্থবৈকুণ্ঠনাথাদিভ্যোহপি চমৎকারকারিত্বমিব মহাবৈকুণ্ঠাদিভ্যোহপি
 উৎকর্ষো নিঃসীমমাধুর্ঘ্যবিক্ষারেণ ভাগবতামৃতাদিশ্চ সিদ্ধান্তিতো ঘটত ইতি । কিন্তু, প্রপঞ্চ্যাস্তব্ধতিত্বেনপি সর্বপ্রপঞ্চব্যাপকত্ব-
 মস্ত ভগবদ্বিগ্রহস্তোবাতর্ক্যতয়ৈবাস্তি । এতৎপ্রদর্শকদেশেহপি ব্রহ্মণা সপরিষ্করণাং ব্রহ্মাণ্ডকোটীনাং সাক্ষাদ্ভূতাদিতি

১১৪ । এ-সব বন তরঙ্গে উচ্ছলিত নির্মল জলে পরিপূর্ণ পুষ্করিণী-দিঘি-সরোবর প্রভৃতি জলাশয়
 দ্বারা পরিব্যপ্ত—এ-সব জলাশয় শুভ্র-কৃষ্ণ-রক্তবর্ণ কমল-সরোজ-বহ্নারাদিতে আচ্ছাদিত রয়েছে, তথা
 চক্রবাক-বক-সারস-কুরর-হংস-বালিহাস প্রভৃতি জলচর পক্ষীর কলরবে মুখরিত রয়েছে ।

১১৫ । এই পূর্ববর্ণিত বনের মধ্যে শ্রীবৃহদন নামক এক বন আছে, যেখানে ব্রজপুরপুরন্দর
 নন্দবাবার অগ্নি একটি রাজধানী আছে—এ নন্দীশ্বর পর্বতোপরস্থ রাজধানীর তুল্যই ।

লোকবৎ লীলারহস্ত :

১১৬ । প্রথম প্রকরণে ‘অস্তি সকলবৈকুণ্ঠসারম্’ বলে উপক্রমণিকা করা হয়েছে, তাতেই বোঝা
 যাচ্ছে এই ব্রজমণ্ডল অলৌকিক হয়েও শ্রীভগবদিচ্ছায় প্রাকৃত লোকের মধ্যে অবস্থিত । কামলা রোগে
 আক্রান্ত ব্যক্তি যেমন চক্ষুদোষে শ্বেতশঙ্ককে পীতবর্ণ দেখে তেমনই প্রাকৃতজন মাংসচক্ষুতে এই অলৌকিক
 ব্রজমণ্ডলকে লৌকিকের মতোই দেখে থাকে ।

শ্রীভগবানের ইচ্ছা কিন্তু এই প্রকার যথা —

আসাতে পিতৃ-মাতৃ ভাবভবিকৌ কৃষ্ণস্ত যত্রাধিপা-
বেকো নন্দ ইতি প্রথামুপযসাবস্থা যশোদেতি যো ।
তাভ্যাং নিত্যকিশোর এষ শিশুবং প্রাচুর্ভবন্যোদতে
লীলায়াঃ কিমশক্যমস্তি ভগবদ্ব্যস্ম লীলানিধেঃ ॥

লৌকিকং দেশান্তরসাধারণং নয়নয়োদ্যোষঃ পিত্তপ্রকোপস্তদবশাৎ, দেশান্তরসাধারণমস্ত সর্বতোবৈলক্ষণ্যেন নিরূপাধি-
চিন্তাকৰ্ষকত্বলক্ষণমহাগুণাত্ত্ববাদপি জ্ঞেয়ম্ । “পরানন্দো যস্মিন্ নয়নদবীভাজি ভক্তিা, ত্বয়া বিজ্ঞাতব্যো মধুবরবশোহয়ং
মধুরিপুঃ” ইতি ; “যত্র প্রকৃত্যা রতিক্তগনানাং তত্রানুমেয়ঃ পরমোহনুভাবঃ” ইত্যাদেৰ্ভগবতস্তদীয়ানাং ভক্ত-ধামাদীনাক
চিন্তাকৰ্ষকত্বলক্ষণগুণেনাপি পরিচিতত্বোক্তেঃ । অতস্তথাভূত-চিন্তাকৰ্ষকত্ব-ভারতম্যোনাপি তেষামুৎকৰ্ষভারতম্যং লক্ষ্যতে
ভক্তস্বরূপিভিঃ । তথৈবাকুঠেচেতস্তারতম্যোন্নৈব তত্তদদৃষ্ট-রূপান্তমত্ব-ভারতম্যং জায়তে । ন তু বর্ণিতলক্ষণগণিময়বৃক্ষ-
ভূম্যাদিময়ত্বশ্রাদর্শনাদেব উক্তমত্বহানিকরং মাংসচক্ষুঃং বাচ্যম্,—ভগবদিচ্ছয়া বিনা দৃষ্টিযোগ্যজর্নৈরপি তন্ত দ্রষ্টুমশকা-
ত্বাৎ । যথোক্তং (সংক্ষেপ-) শ্রীভাগবতামৃত (১৭৯০)—“লীলাচ্যোহপি প্রদেশোহস্ত কদাচিৎ কিল কৈশ্চন । শূত্র
এবৈক্ষ্যতে দৃষ্টিযোগ্যেবপ্যপটৈরপি ॥” ইতি । তথা সামান্যাকারেণ দৃষ্টানামপি বৃক্ষগুণাদিময়ভূমীনামপি চিম্নয়ত্বমেব
প্রতিপাদিতম্, ন তু তদত্যাগম্ । অলং বিচারবিস্তারণে । (ভা০ ১০।৪৩।১৭) “মল্লানামশনিঃ” ইত্যাদৌ বিরাট্ ত্বেন দৃষ্টস্ত
শ্রীকৃষ্ণেব মাংসচক্ষুর্ভিরনাকুঠমনৈক্যাস্বরভাবাক্রান্তৈরপি দৃষ্টানাং তন্তপ্রদেশানাং নাচিম্নয়ত্বম্, কিন্তু (উঃনীঃ স্থায়ীভাব-
প্রঃ ৩৬) “কৃষ্ণনিষ্ঠং স্বরূপং শ্রাদদৈত্যৈঃ স্রগমং জর্নৈঃ” ইতি-রীত্যা তদানীং তত্তদর্থক্রিয়াকারিত্বাভাব ইতি । ভগবদিচ্ছতি
তাদৃশলীলাস্থিততত্ত্বকৃত্ত্বেনপি তচ্ছব্দেনাভিধানমুপচারেণৈব । স চ তন্তা বিলক্ষণমাধুষ্যাপাদক-তদিচ্ছামাত্রৈকরসত্ব-
বোধক ইতি । “প্রকটাপ্রকট চৈতি লীলা সেয়ং দ্বিধোদিতা” ইত্যাদিনা (সংক্ষেপ-) ভাগবতমুতোক্তয়া (১৭।১৪) দ্বিধা-
ভূতায় এব লীলায়া নিত্যস্থিতিপরিপাটীমাহ—আসাতে ইতি । যত্র গোকুলে যো অধিপো অসীশ্বরো আসাতে, নিত্যং
বিরাজমানো বর্তেতে ইত্যর্থঃ । কীদৃশো ? কৃষ্ণস্ত পিতৃমাতৃভাব এব ভবিকং মঙ্গলং যয়োক্তো । কো তাবিত্যপেক্ষায়া-
মাহ—একো নন্দ ইতি, অত্র যশোদেতি প্রথাঃ খ্যাতিম্ উপ বস্তদেবদেবক্যাদিভ্যোহপি আধিকোন যযৌ, তাভ্যামেব
শ্রীকৃষ্ণো নিত্যকিশোরঃ শিশুরিব প্রাচুর্ভবন্ শিশুবদিতি কৈশোরাচ্ছাদনাত্মমাত্রবিরক্ষয়া, বস্ততস্ত শৈশবাদীনামপি
নিত্যত্বমগ্রিমগ্রস্থে স্পষ্টমেব স্থাপয়িত্তে প্রস্তুকৃত্তা । মোদত ইতি বর্তমাননির্দেশাৎ নিরন্তরমেব তত্র প্রকটলীলায়াং পরম্পরা-
সম্পৃক্তস্বরূপৈর্পর্যভিঃ প্রকাশৈঃ । প্রকটলীলায়াং তু কদাচিৎ কচন ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দে একেনৈব প্রকাশেন তত্র প্রত্যেকমন্তরা-
ন্তরা একটিতাবাস্তবপ্রকাশেনেতি ভেদঃ । নহু নিত্যকিশোরত্বং শৈশবাদিমত্বঞ্চ একত্র যুগপদ্বিয়োধি ত্বাৎ ? তত্রাহ—
লীলায়াঃ কিমশক্যমস্তি, অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বমপি স্মশক্যংবেতার্থঃ । কিমশক্যমিভানেন স্মৃতিচেন দুর্ঘটত্বেন শৈশবাদীনাম-
মপি নিত্যত্বমত্রাপি স্মৃতিতমভূদেবেতি । ভগবন্ত্যো বৈকুণ্ঠনাথাদিভ্যোহপি বর্ষন্ত শ্রেষ্ঠস্ত ; কেন বর্ষাত্বম্ ? ইত্যপেক্ষায়াং
হেতুগর্ভিতং বিশিনষ্টি—লীলানিধেয়িত । তদুক্তম্ (ভা০ ১০।৪৩) —“লীলা প্রেমুণা প্রিয়াধিকাম্” ইত্যাদীতি ॥

এ-গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃ-মাতৃভাবরূপ মঙ্গলবিশিষ্ট যে দুইজন অধীশ্বররূপে নিত্য বিরাজমান—
তাদের একজন নন্দ নামে অম্বুজন যশোদা নামে বিখ্যাত—এঁদের দুইজন থেকে নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণ
শিশুর মতো প্রাচুর্ভূত হয়ে আনন্দিত হন—লীলানিধি সর্বাবতারাভারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-
শক্তির অশক্য কি আছে ।

১১৭ । লীলানিধিঃ চ যথা—

বাৎসল্যামোদয়িতুং তয়োস্তং, শিশুর্ভবন্ পালন-লালনাভ্যাম্ ।
অলৌকিকৈরেব সমস্তভাবৈঃ, স লৌকিকঃ স্বয়মেতি লোকে ॥

১১৮ । গো-গোপ-গোপী-নিকরৈর্বিলাসো-হলোকেহপি তস্মিন্ ভবিতুং ক্ষমত ।
বাল্যাদিলীলাসুরনাশলীলে, লোকং বিনা নাইত এব শোভাম্ ॥

ইত্যনন্দবন্দ্যাবনে ভগবৎস্থানতত্ত্ববল্লীবিস্তারে
প্রথমঃ স্তবকঃ ॥ ১ ॥



১১৭ । নহু তন্ত্ৰ লোকবল্লীলাবজ্জে কিং প্রয়োজনমিত্যপেক্ষায়াং ভক্তবিনোদনং বিনা নাভ্যুখ্যং প্রয়োজনমিতি
সামান্তেন বক্তুং বিশিষ্ট তদেবৈকমাং—তয়োৰ্নন্দযশোদয়োঃ শিশুর্ভবন্ সন্ পালন-লালনাভ্যাং তং প্রসিদ্ধ শৈশবাদি-
চেষ্টোখং বাৎসল্যামোদয়িতুং প্রকাশয়িতুং তদাদিসর্বভক্তসুখার্থম্ ; যদা, অহুমোদয়িতুন্, অপ্রকটলীলায়াং তদাদি-
তাদৃশসিদ্ধান্, প্রকটলীলায়াস্ত সাধকান্ সমস্তানপীতার্থঃ । অলৌকিকৈঃ কুত্ৰাপ্যদৃষ্টাশ্রতচরেণ মাধুর্যেণ তদাচ্ছাদিতৈ-
শ্বর্যেন চ লোকমতিক্রান্তৈঃ সমস্তভাবৈর্বিলাপগোঁড়াভিলোকে অপ্রকটে একটেশপি লৌকিকঃ নরলীলক্ষমেতি
প্রাপ্নোতি । স্বয়ং লৌকিকত্বমেতীত্যনেন লৌকিকত্বস্তেব স্বয়ংরূপস্বলক্ষণমিতি ভাবঃ ॥

১১৮ । নহু কথং কেবলং বাৎসল্যানুমোদনার্থমিতি উচ্যতে, মধুররসস্ত তত্র প্রাধান্তে সত্যপীতি ? তত্র—
তস্মিন্ প্রসিদ্ধে অলোকেহপি প্রপঞ্চাদভিভূতে মহাবৈকুণ্ঠীয়গোলোকেহপি বিলাসঃ শৃঙ্গাররসনিষ্ঠো ভবিতুং ক্ষমত
যুজ্যত । ভবতীত্যুক্ত্য ভবিতুং ক্ষমতেত্যানেন যথা লৌকিকে মাধুর্যপোষণে স্ত্যক্তা ন সম্ভবতীতি দ্ব্যুতয়তি,
—(৫।৫৬) “প্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তাঃ পরমপুরুষঃ” ইতি, (৫।২৯) “লক্ষ্মীসহস্রশতসম্মমসেব্যমানম্” ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতানুসারেণ
সপরিব্রজ্য শ্রীকৃষ্ণস্ত দেবলীলজ্জেন ঐশ্বর্যশ্চৈব পোষণাধিক্যাং । তথাপ্যসৌ তত্র শোভত এব, কিন্তু বাল্যাদিলীলা
তথা অসুরনাশলীলা চেতি হে লোকং বিনা শোভাং নাইত এব । শ্রীকৃষ্ণস্ত দেবলীলজ্জায়তৈশ্বর্যসাক্ষাৎকারেণ তত্র তা-
বাৎসল্যাত্মকিংকরত্বাং, তথা (পঞ্চমপটলে ১৫) “মহানীলনীলাভম্” ইত্যুপক্রমা (পঞ্চমপটলে ১৯) অনঃপুতনাদীন

১১৭ । (পূর্বপক্ষ—লোকবৎ লীলা করণে তাঁর কি প্রয়োজন ? এর উত্তরে বলা হচ্ছে—ভক্ত-
বিনোদন বিনা অণুকিছু মুখ্য প্রয়োজন নাই)

শ্রীনন্দ-যশোদার শিশু হয়ে তাঁদের কৃত লালন-পালনে সেই প্রসিদ্ধ শৈশবাদি চেষ্টোখ বাৎসল্যরস
প্রকাশের জন্ত কুত্ৰাপি অদৃষ্ট-অশ্রুত মাধুর্যের দ্বারা ঐশ্বর্যের আচ্ছাদন করে বাল্য-পৌগণ্ডাদি সমস্ত ভাব
অঙ্গীকার করে পৃথিবীস্থ প্রকটে-অপ্রকটে নরলীল হু যা তাঁর স্বয়ংরূপ প্রাপ্ত হন ।

১১৮ । (শ্রীবন্দ্যাবনে মধুররসের প্রাধান্ত থাকলেও কেবল ‘বাৎসল্যরস প্রকাশের জন্ত’ এ কথা
কেন পূর্বশ্লোকে বলা হল—এর উত্তরে বলা হচ্ছে ‘গো-গোপ’ ইত্যাদি)

নিহন্তং প্রবৃত্তম্” ইত্যাদি-ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণ ধাতু গাং বৈধভক্তানাং প্রাপ্যত্বেন তত্র বর্তমানায়া অপি অসুন্নশ-
লীলায়াশ্চ তথৈব দেবলীলতয়া মর্হৈশ্বর্যদৃষ্ট্যা সঙ্কোচাদিভাবান্নাট্যবদকিঞ্চিকরত্বমেবেতি । অতন্ততদনুমোদনোপলক্ষণ-
ভূতস্ত বাৎসল্যানুমোদনশ্চৈব হেতুত্বপ্রাধান্যং “প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি” ইতি ত্রায়েন বাৎসল্যমানুমোদয়িত্বাক্তম্, ন
পুনর্মধুরবসানুমোদনাদীন্যং হেতুত্বাভাব এব । কেবলমিতি গোলোকস্ত ঐশ্বর্যময়ত্বং (সংক্ষেপ-) শ্রীভাগবতায়ুতে ব্যাক্তম্,
যথা—(১।৭৭৭, ৭৮১, ৭৮২) “যত্নু গোলোকনাম শ্রান্তচ্চ গোকুলবৈভবম্ । তদাজীবভবত্বঞ্চ তন্ত তন্মহিগোপতেঃ ॥”
যথা পাতালখণ্ডে—“অহো মধুপুরী ধন্য” ইত্যাদীতি । অতঃ সাধুকৃত্যপি গ্রন্থকৃতা বর্ণনারম্ভ এব (১৭শ অঙ্কঃ)
“অস্তি সকলবৈকুণ্ঠসারং বৃন্দাবনং নাম বনম্” ইতি । তথা ব্রহ্মলোকদর্শনপ্রস্তাবে চ শ্রীগঙ্গাদীনামনুভবেনাপি ব্যঞ্জয়ি-
ষ্যতে (১৬শ স্তবকে ২৫শ—২৭শ-অঙ্কঃ) চান্তৈব গোকুলন্ত পরমোৎকর্ষ ইতি ॥

আনন্দবৃন্দাবন-সুপ্রবেশে, টীকাহস্তদৃষ্টা সুখবর্তনীয়ম্ ।

সংশোধ্যতামর্হতু তৈর্মহত্তি-র্ষেষাং অসর্বস্বমিয়ং হি লীলা ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্তন্যাং প্রথমস্তবকসঙ্গমনম্ ॥১॥

—•••—

গো-গোপ-গোপীকুলের সঙ্গে যে বিলাস তা মহাবৈকুণ্ঠীয় গোলকেও হতে পারে শোভাও পায়
কিন্তু বাল্যাদি লীলা তথা অসুন্ন-নাশাদি লীলা এই ভোম গোকুল বিনা শোভা পায় না ।

(এখানে ‘ভবতি’ না দিয়ে ‘ভবিতুং ক্ষমেত’ দেওয়াতে বোঝা যাচ্ছে মাধুর্যমণ্ডিত ভোম গোকুলে
লীলার যেমন উচ্ছলতা ঐশ্বর্যধাম মহাবৈকুণ্ঠে তেমন সম্ভব নয়)

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে ভগবৎস্থানতত্ত্ববল্লীবিস্তারে

প্রথম স্তবক ।

—•••—

দ্বিতীয়ঃ স্তবকঃ



১। অথ তয়োঃ পিত্রোস্তথাবিধসৌভাগ্যমেধয়িতুং রাজন্যাপদেশস্বরেতরযুথপায়ুতনির্ভর-ভর-ভজ্য-
মান-বপুষো ধরণিদেব্যাঃ পরমভীলমাভীলমালোক্য পরিদূনেন পরমেষ্ঠিনা নিবেদিতক্ষীরোদশায়িবিজ্ঞাপিত-
মাস্থানঞ্চ লৌকিকলীলয়া রসয়িতুমবতিতীষ্যবনিতলেহপি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সকলমুক্ত-প্রকারমাবির্ভাব-
য়ামাস ॥

দ্বিতীয়ঃ স্তবকঃ

দ্বিতীয়ে স্তবকে কৃষ্ণজন্মলীলাহলবয়ে।

পুরে বৃন্দেনে বর্ণ্যা সমাসব্যাসতঃ ক্রমশঃ ॥

১। তয়োৰ্নন্দযশোদয়োঃ, এধয়িতুং বৰ্ধয়িতুমিত্যেকো হেতুঃ; আস্থানঞ্চ শৃঙ্গারাদির্যৈ রসয়িতুমিতি দ্বিতীয়ঃ।
নন্দেস্তেজস্বিন্যশ্চকটলীলায়াং যোগমায়াকল্পিত-প্রপঞ্চান্তর্ভিষ্ম শ্রীগোকুলপ্রকাশেষু বর্তত এবেত্যত আহ—অবনিতলেহ-
পীতি। মায়িকপ্রপঞ্চান্তর্ভিষ্মলৌকেহপি। অত্র ত্বসাধারণন্ত-হেতুজয়ম্ (৯ম-শ্লোকঃ) “আস্থারামানুধরচরিতৈঃ” ইত্যাদিনা
বক্ষ্যতে। কীদৃশমাস্থানম্? ধরণিদেব্যা আভীলং কষ্টমালোক্য পরিদূনেন পরমেষ্ঠিনা ব্রহ্মণা তত্রাণাং নিবেদিতো যঃ
ক্ষীরোদশায়ী পালনকর্তা বিস্মন্তেন বিজ্ঞাপিতমবতারার্থমিত্যর্থঃ। আভীলং কীদৃশম্? পরমাং ভিয়ং লাতি দদাতীতি
তৎ; “স্তাং কষ্টং কৃচ্ছমাভীলম্” ইত্যমরঃ; উক্তপ্রকারং পিতৃমাতৃবন্ধুকূলং ॥

দ্বিতীয় স্তবক

শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন :

১। (এই দ্বিতীয় স্তবকে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরে এবং মহাবনে জন্মলীলা ক্রমশঃ বর্ণন করা হবে।)
অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিতামাতা শ্রীনন্দ-যশোদার তথাবিধ সৌভাগ্য বর্ধনের প্রয়োজনে,
তথা রাজা নামধারী অসংখ্য অসুরকুলের অতিভারে চূর্ণপ্রায়দেহা ধরণীদেবীর অতি ভয়ঙ্কর হৃৎ-দর্শনে
বিশেষ সন্তপ্ত ব্রহ্মার নিবেদিত প্রার্থনা ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পৌঁছে দিলে সেই সেই
প্রয়োজনে, আর সেই কৃষ্ণচন্দ্রেরও নিজেকে লৌকিক লীলাদ্বারা স্বীয় সুনির্মল প্রেমমধুধারা আশ্বাদন
করবার প্রয়োজনে অবতার গ্রহণের ইচ্ছা হলে প্রথম স্তবকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সেই সমস্ত উক্ত
প্রকারেই ভূমণ্ডলে আবির্ভূত করালেন।

২। বিশেষতঃ স্তম্ভপ্রকারাণাং নিত্যসিদ্ধানাং গোপহৃৎপিণ্ডাণাং লোকমধ্যাবির্ভাবসময়ে সমমেব তৎকামকামিতাঃ শ্রুতয়ো মুনয়শ্চ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ সীতাসখশ্চ দাশরথ্যেবীলাসমালোক্য তথাজাতমনোরথা-
স্তত্ত্বসাধনৈঃ সিদ্ধদশামাপত্তমানাস্তত্ত্বসৌভাগ্যভাজনং বপুরাসাচ্চ উক্তপ্রকারাণাং দ্বিতীয়গোপমিথুনানাং
ভবনে প্রাহুরভুবন ॥

৩। যোগমায়া চ ভগবতৌ ভগবতো নিকূপমা শক্তিরশেষবিশেষদ্ব্যটঘটনাপটীয়স্তমুররীকৃত্য
ভগবৎপ্রেষিতৈব তত্রালক্ষ্যবিগ্রহৈবাবততার ॥

৪। তত্র তাবদব্রহ্মন এব ভগবদবতারতঃ প্রাগেব শ্রীনন্দাদয়োহবতীর্ণাঃ; ভগবদবতারানন্তরং
ভগবতঃ সখায়াঃ প্রেষয়শ্চ নিত্যসিদ্ধাঃ; অনন্তরং দ্বিবিধা অপ্যগ্না ইতি ॥

৫। এবমাসন্নৈ ভগবদবতারসময়ে চিরসময়সমুপসীদদয়িতা দয়িতা ইব হর্ষভরপৃথ্বী পৃথ্বী, ভগবহু-

২। বিশেষতঃ ইতি উক্তপ্রকারদপ্রকটলীলাগতাদয়স্ত বিশেষ ইত্যর্থঃ। নিত্যসিদ্ধানাং শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাदीনাং
তাসাং কামে অভিলাষে কামিতং কামনা যাসাং তাঃ; সমমেব সর্গেব, শ্রুতয়ো বৃহদ্ব্যমনাদিষু প্রসিদ্ধাঃ; তথা তেনৈব
প্রকারেণ স্বেষ্টদেব-শ্রীমদনগোপালে জাতো মনোরথো যেমাং তে ॥

৩। তত্র গোকূলে যশোদায়ামিত্যর্থঃ। বহুদেবেন ততো দেবক্যাস্ততঃ কংসাদিভিশ্চালক্ষ্যবিগ্রহঃ; তস্তা
অংশভূতায়্যা এব তন্ত্রলীলাসিদ্ধ্যর্থম্, পূর্ণতয়া তু গোকুলাদতন্ত্র কাপি ন গচ্ছতি, পূর্ণতমঃ শ্রীকৃষ্ণ এবেতি সিদ্ধান্তঃ ॥

৪। ব্রহ্মন এবেতি তদানীং কেশিভয়েন নন্দীশ্বরে তংপিঞ্জা পর্জন্মেন স্বাত্মমশক্যত্বাং। অগ্নাঃ সাধনসিদ্ধা
দ্বিবিধাঃ—শ্রুতিচর্যো মুনিচর্যোহপি। অবতীর্ণা ইতি পুংলিঙ্গনয়ঃ ॥

প্রেয়সীগণের আবির্ভাব :

২। বিশেষতঃ প্রথম স্তবকে বর্ণিত শ্রীরাধাচন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপকন্যাগণের আবির্ভাব-সমকালে
তৎকামকামিতা শ্রুতিগণ, ও মুনিগণ উক্তপ্রকার গোপ-গোপীর ঘরে আবির্ভূত হলেন। মুনিগণ দণ্ডকারণ্য-
বাসী সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রকে বিলাসপরায়ণ দেখে শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গারসময়ী সেবা করার অভিলাষী হয়ে
তত্ত্বসাধনের দ্বারা সিদ্ধদশা প্রাপ্তিতে তত্ত্ব সৌভাগ্যভাজন দেহলাভ করে গোপীঘরে আবির্ভূত হলেন।

যোগমায়ার আবির্ভাব :

৩। শ্রীভগবানের নিকূপমা শক্তিরূপা ভগবতী যোগমায়া অশেষ-বিশেষ দুর্ঘটঘটনাপটিমা
অঙ্গীকার করে শ্রীভগবানের দ্বারা প্রেরিত হয়েই এই মহাবনে অদৃশ-শরীরিণী হয়ে অবতরণ করলেন।

গোপ-গোপীগণের আবির্ভাব কাল :

৪। আরও, এই ব্রহ্মনে শ্রীভগবানের অবতারের পূর্বেই শ্রীনন্দাদি গোপগণ অবতীর্ণ হয়েছেন ;
আর ভগবানের অবতারের পর তাঁর সখাগণ, নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীগণ, এবং তংপর শ্রুতিরূপা-মুনিকূপা
গোপীগণ অবতীর্ণ হয়েছেন।

পাসকমনাসীব সুপ্রসন্নানি মোদিতভুবনানি ভুবনানি, পাক্জজ্ঞা ইব দক্ষিণাবর্তঃ সমুজ্জলনো জলনোহপি,
ভগবজ্জনাঙ্গসঙ্গ ইব শীতলশ্লিষ্টমধুরো জগৎপবনঃ পবনঃ, ভগবদ্ভক্তহৃদয়মিব নৈর্মল্যপুষ্করং পুষ্করম্,
হরিভজনজনজননানীব সদা সুফলানি নিরাকুলানি কুলানি বিটপিণাম্, বিবুধক্রহামায়ুষ ইবাপলিতানি
পলিতানি, ফলোন্মুখানীব দিবিসদামাশালতানিকুরাণি কুরাণি, হরিতো লক্ষপ্রসাদা হরিতো লক্ষ-
প্রসাদা মনোরুদ্রয় ইব ভাগবতানাম্, মন্ত্রোষধিমণিভিরপহতানীব ধরণ্যাঃ কিস্বিষাণি বিষাণি, প্রাণিনা-
মেব হুঃখানি প্রশমিতানি, শমিতানি চ ভুবনজনমনাংসি, প্রবর্ত্তিতমিব জনানামঙ্গলতামঙ্গলতারুণেন,
উল্লসিতমিব সকলগুণসভাজনেন সভাজনেন, ফলিতমিব সকলভুবনজনানাং সুকৃতেন সুকৃতেন, উন্মীলিতা-
নীব চক্ষুষ্মতাং চক্ষুষামশাতানি শাতানি ॥

৫ । তত্র সর্বেষাং তত্ত্ববস্তুনামুপলক্ষণে প্রথমঃ পক্ষানামপি ভূতানাং হর্ষণে ভাৎকালিকবৈলক্ষণ্যমাহ—চির-
সময়েভ্যো বহুকালানন্তরং সমুপগীদন্ সম্যক্ সমীপমাগচ্ছন্ দয়িতঃ কাস্ত্যো যন্তাঃ সা ; দয়িতা ইব হর্ষভরেণ পৃথ্বী
বিপুলা ; “বিসঙ্কটং পৃথু বৃহৎ” ইত্যমরঃ ; মোদিতভুবনানি আনন্দিতলোকানি ভুবনানি জলানি ; “জীবনং ভুবনং বনম্”
ইত্যমরঃ ; পাক্জজ্ঞো বিষুশঙ্কঃ সম্যগুৎকর্ষণে জলতি ছোততে, জগৎ বিশ্বগেব পূনাতি ; নৈর্মল্যো ন পুষ্করং পুষ্কলং
পুষ্টমিত্যর্থঃ ; যমকানুরোধেন বলয়োরৈক্যম্, পুষ্করমাকশম্ ; হরিং ভজন্তে ইতি হরিভক্তনা জনান্তেষাং জনানি
জন্মানি ; বিবুধক্রহামায়ুস্বরাণামায়ুষঃ পলিতানি জরাবিকৃতানি আ-পলিতানীব আগতানীবৈতি সম্ভাবনা, তেষামায়ুস্বর-
লক্ষণদর্শনাৎ ; ‘পল গতো’ ধাতুঃ ; “পলিতং জরসা শৌক্ল্যং কেশাদৌ” ইত্যমরঃ ; কুরাণি কৌ পৃথিবাং লম্বমানানি ;
বিলবীত্যাদিগতার্থাঃ ; হরিতো দিশৌ লক্ষপ্রসাদাঃ প্রাপ্তপ্রকাশাঃ, হরিতো হরিং প্রাপ্য ; কিস্বিষাণি পাণিষ্টাস্বরসমু-
ভরুপাণি বিষাণি । তদেব বিশিষ্ট বিবরণোক্তি—প্রাণিনামিতি । শমিতানি শং কল্যাণমিতানি প্রাপ্তানি ; অঙ্গলতায়ং

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব :

৫ । এইরূপে শ্রীভগবানের অবতার সময় আসন্ন হলে—দীর্ঘদিন প্রবাসের পর প্রিয়পতির
সঙ্গম-প্রাপ্ত প্রিয়ার মতো পৃথিবী হর্ষভরে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, ভগবৎভক্তের মনের মতো সুনির্মল হয়ে
উঠল ধরণীর আনন্দপ্রদায়িনী জলরাশি, অগ্নিদেব পাক্জজ্ঞা শঙ্কর মতো দক্ষিণাবর্ত হয়ে প্রজ্জলিত হয়ে
দীপ্তি পেতে লাগল, জগৎপাবন পবন ভক্তজনের অঙ্গসঙ্গের মতো শীতল-শ্লিষ্ট-মধুর হয়ে উঠল, আকাশ
ভগবদ্ভক্তহৃদয়ের মতো নির্মলতা প্রাপ্ত হয়ে সীমা ছাড়িয়ে চলল, বৃক্ষশ্রেণী শ্রীহরিভক্তজনের জন্মের
মতো সুফলা এবং নিরাকুলা হয়ে উঠল, দেবদ্রোহী অশুরকুলের আয়ুর শেষলক্ষণ জরাবিকৃতি এসে
উপস্থিত হল, দেবকুলের আশালতাবলী যেন ফলশ্রুত হয়ে পৃথিবীর উপর ঝুলে পড়ল, শ্রীহরি হতে লক্ষ-
প্রসাদ ভাগবতগণের মনোরুদ্রির মতো দিক্‌সকল উজ্জল হয়ে উঠল, মণিমন্ত্রোষধীর শক্তিতে বিষ যেমন
নাশ প্রাপ্ত হয় তেমনই ধরণীর ভারস্বরূপ পাপ অশুরকুল যেন বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে গেল, সমস্ত জীবকুলের
হুঃখ নাশ হয়ে গেল, ভুবনের সকলজনের মন লাভ করল কল্যাণ আর অঙ্গলতা যেন ভরে উঠল রূপ-গুণ-
চেষ্টার প্রাচুর্যে, সকলগুণে অলঙ্কৃত সভ্যজন যেন উল্লসিত হয়ে উঠল, সকল ভুবনজনের অর্জিত বহু বহু
পুণ্য যেন ফলবান্ হয়ে উঠল, চক্ষুষ্মতাগণের চক্ষুর অনাবিল সুখরাশি যেন উন্মীলিতা হয়ে উঠল ।

৬। এবং পরিপূর্ণমঙ্গলগুণতয়া দূষণদ্বাপরান্তে দ্বাপরান্তে নিরন্তরালভাদ্রপদে ভাদ্রপদে মাসি মাসিতে পক্ষেইপক্ষেপরহিতে হিতে রসময়ে সময়ে গুণগণারোহিনীং রোহিনীং সরতি সুধাকরে সুধাকরে যোগে, যোগেশ্বরেস্বরো মধ্যে ক্ষণদায়া: ক্ষণদায়া: পূর্ণানন্দতয়া জীববজ্জননীজঠরসম্বন্ধাভাবাদ্ধা- ভাবাচ্চ কেবলং বিলসংকরণয়াহরণয়া তথাবিধলীলালীলাসিকয়া কয়াচন পূবন্দরদিগঙ্গনোৎসঙ্গ ইব রজনীকর: স্বপ্রকাশতয়া প্রহৃভাবমেব ভাবয়ন্, অগ্রে পূর্বপূর্বজনি-জনিততপঃসৌভাগ্যফলেনোপলব্ধ- পিতৃ-মাতৃ-ভাবয়ো: শ্রীবসুদেব-দেবক্যোর্বাসুদেবস্বরূপেণাবির্ভাবং ভাবয়িত্বা স্তনদ্বয়হাতিমানমেব ক্ষণং তয়ো: প্রকটয়া পশ্চান্নিত্যসিদ্ধ-পিতৃ-মাতৃ ভাবয়ো: শ্রীনন্দ-যশোদয়োরপি শ্রীগোবিন্দস্বরূপেণ স্বরূপেণ তনয়তামাসাদ ॥

মঙ্গলস্ত যন্তাক্ষণং তেন প্রবর্তিতমিবেতি কর্মবিশেষাত্তত্ত্বনিষ্ঠং রূপ-গুণ-চেষ্টাদিকং কর্মদামাচ্চমেব জ্ঞেয়ম্। তচ্চ বস্তুমপি প্রকর্ষণে বর্তিতমিত্যর্থ:। সকলৈগুণৈ: সভাজনং স্ততিষ্যন্ত তথাভূতেন সত্য; অকৃতেন অষ্ট কৃতেন, অকৃতেন পুণেন; চক্ষুঃশ্রী শ্রীতানি স্তথানি অশ্রীতানি অদ্বলানি; ‘শো তল্লকরণে’ ইত্যস্ত রূপম্; ‘শাতং শিতঞ্চ দ্বর্বে’ ইতি মেদিনী ॥

৬। দূষণস্ত দ্বাপর: সন্দেহস্তাপি অস্তো নাশো যত্র তথাভূতে দ্বাপরযুগান্তে; নিরন্তরালস্ত নিবিড়স্ত, ভাদ্রস্ত ভাদ্রসমুহস্ত পদে আশ্রয়ে; সম্ভার্যে ভিক্ষাদিহাদণ্; মাসিতে অসিতে পক্ষে; গুণগণমারোঢ়ুং শীলং যস্তাস্তং সরতি প্রাপ্ত বতি সতি সুধাকরে আয়ুযুতি যোগে; ক্ষণদায়া রাজেঃ, ক্ষণদায়া উৎসবদায়িত্বা:, বিলসন্তী যা করুণা তর্য়েব কেতুভূতয়েত্যর্থ:; অরণয়া অরণবর্ণয়া সর্বজীবং প্রতি অনুরাগবতোত্যর্থ:। কীদৃশ্যা? তথাবিধানং লীলানামালী শ্রেণী তস্তা লাসিকয়া প্রকাশিকয়া; যদ্বা, তথাবিধা করুণাব্যঞ্জনময়ী লালৈব আলী সখী তস্তা লাসিকয়া নর্তক্যা কয়াচন অনির্বাচনীয়য়া ভাবয়ন্ কুর্বন্, ‘‘করোত্যন্ত য: কর্তা ভবতে: স প্রয়োজক:’’ ইতি শ্বতে:। তথাকথনং প্রাহৃভাবাদয়ো লীলাশ্চিন্ময়া: দ্বতত্বা এব দর্ভন্তে; লোকে তাসাং প্রকটনেন দ্বস্ত প্রয়োজকতয়াগতমিতি জ্ঞাপনার্থম্; অগ্রে প্রথমম্, উপলব্ধো জ্ঞাত: পিতৃমাতৃভাবো বাভাব্য, তয়োকপলক্সিত্ত তয়োনির্ভাসিদ্ধত্বং রহস্তত্ব দ্গোপয়ত:; (ভাঃ ১০।৩৩২) ‘‘ত্বমেব

৬। এইরূপে পরিপূর্ণ মঙ্গল গুণের প্রকাশ হলে, অমঙ্গলের সন্দেহ পর্যন্ত যাতে আর থাকে না সেই দ্বাপরান্ত-কালে সর্বমঙ্গলনিলয় ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে দোষরহিত পরহিতকারী রসময় সময় উপস্থিত হলে, এবং চন্দ্রমা সকল গুণশালী রোহিনী নক্ষত্র প্রাপ্ত হলে আয়ুযুতি যোগে উৎসবদায়িনী নিশার মধ্যভাগে যোগেশ্বরেস্বর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণানন্দ হেতু জীববজ্জননীজঠরসম্বন্ধহীন হয়েও কোন বন্ধনের অধীন না হয়েও কেবলমাত্র উচ্ছলিত করুণাজাত অনুরাগে তথাবিধ কোনও অনির্বাচনীয় লীলাপ্রবাহ প্রকাশ করবার জন্য পূর্বদিগের আকাশবক্ষে চন্দ্রমার উদয়ের মতো স্বপ্রকাশকতা হেতু নিজের আবির্ভাব নিজে প্রকাশ করলেন। প্রথমে তো পূর্বপূর্ব জগজাত তপঃসৌভাগ্যফলে উপলব্ধ পিতৃ-মাতৃ-ভাবে ভাবিত শ্রীবসুদেব-দেবকীর নিকট বাসুদেব স্বরূপে নিজের আবির্ভাব প্রকট করে এবং তাঁদের ভিতরে নিজের স্তন্যপায়ী শিশুত্বের অভিমান ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ করে পশ্চাৎ নিত্যসিদ্ধ পিতৃ-মাতৃ-ভাবযুক্ত শ্রীনন্দ-যশোদার নিকট পরিপূর্ণতমরূপ শ্রীগোবিন্দস্বরূপে তনয়তা প্রাপ্ত হলেন।

৭। তদনু কংসভিয়া বসুদেবানীত-বাসুদেব-স্বরূপেণ সইক্যং গতে সতি তত্র শঙ্খ-চক্রাদীশঙ্ক
রূপেণ করচরণয়োরেব স্থিতানি কৌস্তভ-বেণু-বনমালাঃ সহাবতীর্ণা অপি সময়ং প্রতীক্ষমাণা অলক্ষ্যতয়ৈব
স্থিতাঃ ॥

৮। তত্র চ পূর্বমেব নৃশংস-কংসভিয়া দেবকীতরভার্যাকদম্বস্ত স্থানানন্তরপ্রাপণবিধৌ বসুদেবেন
প্রিয়সখস্ত্রী ব্রজরাজস্ত ভবন এব প্রাপিতায়াং শ্রীরোহিণীদেব্যাং দেবক্যাঃ সপ্তমে গর্ভে ভগবতো ধাম-
বিশেষে শ্রীসঙ্কর্ষণে ভগবদিচ্ছ্যৈব ভগবত্যা যোগমায়য়া তদগর্ভং প্রাপিতে সতি সময়ে সাপি তত্রৈব
ভগবদবতারাং প্রাগৈব তমজীজনং ॥

৯। অথ, আত্মারামান্মধুরচরিতৈতত্ত্বক্রিয়োগে বিধস্ত-
ন্নানালীলারস-রচনয়া নন্দয়িষ্যন্ স্বভক্তান্ ॥

পূর্বসর্গেহুঃ পুন্নিঃ স্বায়জ্জবে সতি । তদায়াং স্তুতপা নাম” ইত্যাদিনা তদৃশভক্তিপ্রচারার্থং তদা তদা অবতরতঃ
সাধকরূপান্ তত্তদংশান্ এব তন্ত্বেন নির্দিশতো ভগবতো বচনাদেব, বস্তুতস্ত নিত্যসিদ্ধিযোগেব তয়োস্তত্তদংশপ্রবেশ
এব সাধনসিদ্ধত্ব-খ্যাপক । তদানীং ভগবতা তথোক্তিস্ত তয়োভক্তিবৃদ্ধ্যর্থমৈশ্বর্যভাবপোষাদেব । দ্রোণধরাংশিনোৰ্নন্দ-
যশোদয়োরপি তথাভূত্বেহপি নিত্যসিদ্ধ-পিতৃমাতৃ-ভাবয়ো-রিভুক্তিস্তদানীং তথাহেন কেনাপি তয়োঃ প্রাপিতত্বাদবাদ-
রায়ণিনেব (ভা০ ১০।৮।৪৮) “দ্রোণো বসুনাং প্রবরঃ” ইত্যাদিনা পরীক্ষিতে প্রোক্তত্বাদিতি স্বরূপেণ স্বেনেব পূর্বতমেন
রূপেণ লীলাপুরুষোত্তমাখ্যেনেতার্থঃ । (সংক্ষেপ-) শ্রীভাগবতায়ত্তেহপোবমেবোক্তম্—(১।৭৩৩, ১৩৫) “বৃহঃ প্রাদুর্ভবেদাত্তো
গৃহেহানকহন্দুভেঃ” ইত্যাদিনা, “এতচ্চাতিরহস্তাত্মোক্তং তত্র কথাস্তরে” ইত্যন্তেন ॥

৭। তত্র গোবিন্দে স্থিতানীতি তদর্কঃ সইক্যং গতানীত্যর্থঃ । শঙ্খচক্রাদীনীতি গদায়াঃ করতল এব স্থিতিজ্যেয়া ॥

৮। সাপি রোহিণীদেব্যপি, তত্রৈব ব্রজরাজস্ত ভবন এব তং সঙ্কর্ষণমজীজনং জনয়ামাস ॥

৯। প্রাদুর্ভাবে যথাপূর্বং শ্রৈষ্ঠ্যেন কারণজয়মাহ—আত্মারামানিতি । (ভা০ ১।৮।২০) “তথা পরমহংসানাং মুনী-

৭। অতঃপর কংস-ভয়ে ভীত বসুদেব কর্তৃক গোকুলে আনিত বাসুদেব স্বরূপের সহিত
শ্রীযশোদানন্দন একতা প্রাপ্ত হয়ে গেলে শঙ্খ-চক্রাদি আয়ুধ কর-চরণে শ্রীভগবৎচিহ্নরূপে স্থিত হয়ে গেল,
আর কৌস্তভ-বনমালা শ্রীনন্দনন্দনের সহিত অবতীর্ণ হলেও সেবা-সময় প্রতীক্ষা করে অলক্ষিত ভাবে
অবস্থিতা থাকল ।

৮। এ পরিস্থিতিতে পূর্বেই নৃশংস কংস-ভয়ে দেবকী ছাড়া অণ্ড ভার্য্যাগণকে বসুদেব অণ্ডত
পাঠাবার মনস্থ করে তাঁর প্রিয়সখা ব্রজরাজের ভবনে শ্রীরোহিণীদেবীকে পাঠিয়ে দিলেন—এবার দেবকীর
সপ্তমগর্ভ শ্রীভগবানের তেজবিশেষ শ্রীসঙ্কর্ষণকে শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে শ্রীভগবতী যোগমায়্যা
তত্রস্থা শ্রীরোহিণীদেবীর গর্ভে আধান করলেন—যথাসময়ে শ্রীরোহিণীদেবী শ্রীভগবতবতারের পূর্বেই
সেখানেই শ্রীসঙ্কর্ষণদেবকে প্রসব করলেন ।

৯। অতঃপর, আত্মারামগণকে মধুর চরিতের দ্বারা ভক্তিয়োগে আকর্ষণ করবার জন্ত, নানা

দৈত্যানীকৈর্ভূবমতিভরাং বীতভারাং করিয়া-

মূর্ত্তানন্দো ব্রজপতিগৃহে জাতবৎ প্রাহুরাসীৎ ॥

১০। আবিভূতিভূতিসমকালমেব যোগমায়ামায়াসরাহিত্যেনৈব সম্পাদয়ন্নগিভিত্তিভিত্তিমিতমু-
চ্ছায়াচ্ছায়ামিষেণ সচ্চিদানন্দগুণনিকায়কায়বৃহমিব বিদধানঃ কুসুমসুষমাভর-পরাজিতাহপরাজিতাবল্লি-
মগুপমিব পরমরমণীয়তাস্মৃতি স্মৃতিকাসদনং সদনন্দয়ং ॥

১১। ততশ্চ, অনাস্রাতং ভৃঙ্গেরনপহত-সৌগন্ধ্যমনিলৈ-

রনুৎপন্নং নীরেঘনুপহতমূর্ম্মীকণভরৈঃ।

নামমলাঅনাম্। ভক্তিশোভাগবিধানার্থম্” ইত্যাদিভাঃ। বীতভারাং গতভারাম্, জাতবৎ প্রাকৃতো বালো যথা জাতস্তবৎ ॥

১০। সং সুন্দরং স্মৃতিকাসদনমনন্দয়ং; কদা? আবিভূতেরাবিভাবস্ত যা ভূতিরূপপ্তিঃ; যদা, আবিভূতিরূপা
যা ভূতিঃ সম্পত্তিস্তত্ত্বাঃ সমকালমেব; যোগমায়াং রাসমহিষীবিহারাদিষু মূলগ্রন্থোক্তাভাবাদবীত্যা যুগপদেকৈশ্চ
কায়ান্ত পৃথক্ পৃথগ্-বহুবিধপ্রকাশপ্রকাশিকায়ং স্বরূপভূতাচিন্ত্যাত্মতশক্তিমায়াসরাহিত্যেনৈব সম্পাদয়ন্ তাত্ শক্তিমনা-
লৈশ্চাব তৎকার্য্যমিব প্রকটয়ন্তিত্যাৎপ্রেক্ষেবেম্; ন তু তদৈবেতি তত্র তৎকার্য্যেযু বিশ্বপ্রতিবিশ্বত্যাগোং মণিভিত্তীনাং
ভিদো ভেদাঃ; সম্পাদাদিষ্টাৎ কিপ্; তাস্ম তিমিতাঃ স্নিগ্ধা যাস্তনুচ্ছায়া একৈশ্চৈব দেহস্ত প্রতিবিশ্বাস্তাসাং ছায়া
শোভা তন্মিষেণ, প্রতিবিশ্বাস্তে ন ভবন্তি, কিন্তু দেহা এবৈতৎপক্ষুতা ইত্যর্থঃ। সচ্চিদানন্দগুণানাং নিকায়ো যেযু
এবভূতানাং কায়ানাং ব্যুৎ সমূহমিব; ততশ্চ স্মৃতিকাসদনং কথন্তুতমিব? কুসুমানাং শোভাভরণে পরাজিতং
পরাজান্তং যদপরাজিতালতামগুপং তদিব; অতএব রমণীয়তয়া স্মৃতিরূপপ্তির্য়স্মিন্ তৎ ॥

১১। উক্তলক্ষণো মূর্ত্তানন্দ এব ওজস্তেজঃস্বরূপং তৎ যশোদায়াঃ ক্রোড়ে কুবলয়মিবাভূদিত্যয়ং। অত্র
তদাদিশব্দানাং কচিৎকদেগুলিঙ্গত্বং কচিৎবিধেয়লিঙ্গত্বক ভবেৎ। যথা শরীরসাধনাপেক্ষং নিত্যং যৎ কর্ম তদ্যমঃ, নিয়মস্ত
স যৎ কর্মানিত্যমাগস্তকসাধনমিতি। অতএবাত্র তচ্ছব্দো বিধেয়শোভাসো লিঙ্গং ধন্তে ইতি। ভৃঙ্গেরনাত্মা তং পূর্বপূর্ব-

লীলারস রচনা দ্বারা স্বভক্তগণকে আনন্দিত করবার জন্ত, দৈত্যসেনাপতিগণের অতি-ভারে পীড়িত
পৃথিবীর ভার মুক্ত করবার জন্ত মূর্ত্তানন্দ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজপতি-গৃহে মাতৃগর্ভ হতে জাতবৎ প্রাহুভূত হলেন।

১০। নীলকমলের মতো শিশুটি আবিভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাসবিহারে যুগপৎ বহুমূর্তি
প্রকাশরূপে যে অদ্ভুত অচিন্ত্য শক্তির প্রকাশ তা অনায়াসে সম্পাদিত করে (অর্থাৎ সেই শক্তিকে অবলম্বন
না করেই সেই কার্য প্রকাশ করে) চতুর্দিকে মণিদেওয়ালে স্নিগ্ধা প্রতিবিশ্বের শোভাচ্ছলে সচ্চিদানন্দ-
গুণময় কায়াসমূহের যেন প্রকাশ করলেন (প্রতিবিশ্ব তো নয় এ যেন সাক্ষাৎ দেহই)—এতে স্মৃতিকাগৃহটি
যেন হয়ে উঠল কুসুমসুষমামণ্ডিত অনিন্দ্য সুন্দর নীল অপরাজিতা লতার একটি মগুপ—এইরূপ পরম-
রমণীয় সুন্দর স্মৃতিকাগৃহকে ঐ শিশু আনন্দিত করে তুলল।

১১। মূর্ত্তানন্দ তেজস্বরূপ শিশুটি যশোদার ক্রোড়ে এমন শোভা পেতে লাগল যেন চিদানন্দ
সরসীতীরে একটি নীলকমলের বিকাশ হয়েছে যার সুগন্ধ অণুবণি ভ্রমরের দ্বারা আশ্রিত হয় নাই
(অর্থাৎ পূর্বপূর্ব ভক্তের দ্বারা নারায়ণস্বরূপের আশ্বাদন হলেও এমন মধুর রূপের আশ্বাদন হয় নাই),

অদৃষ্টং কেনাপি কচন চ চিদানন্দসরসো
যশোদায়াঃ ক্রোড়ে কুবলয়মিবোজস্তদভবৎ ॥

১২ । নিজাণে সতি স্মৃতিকাপরিজনে মাত্রা সমং সর্বতঃ
সছো-জাতশিশুস্বভাবসরসং চক্রন্দ বালো হরিঃ ।
ওঙ্কারঃ কিমিবাতনোদভগবতঃ কঠোপকঠং গতঃ
তল্লীলোংসবকর্মণোহস্ত মহতঃ প্রাণ্ডমঙ্গলছোতনাম্ ॥

১৩ । অথ তস্ম কলরোদনশ্বনমাকর্ষ্য তৎকালজাগরিতা ব্রজপুরপুরজ্ঞাঃ, অভ্যক্তমিব সুরভিতম-
স্নেহেন, উদ্বর্তিতমিব সৌরভ্যেন, স্নাতমিব মাধুর্যেণ, মার্জিতমিব লাবণ্যেন, অমূলিপ্তমিব সৌন্দর্যেণ,

ভক্তিনারায়ণাদিরূপমেবাস্বাদিতমিত্যর্থঃ । অনিলৈরিতি পূর্বপূর্বমহাকবীশ্বরনারায়ণাদিযশ এব বর্ণনৈবিস্তারিতমিত্যর্থঃ ।
নীরেষিতি প্রপঞ্চলোকেষু নাবভূতমিত্যর্থঃ । উর্মাৎগেতি প্রপঞ্চগতগুণতরঙ্গৈরম্পৃষ্টম্ ; কচন বৈকুণ্ঠাদবপি কেনাপি
জন্মমাত্রেনৈব ; শ্লেষণে ব্রজগোপাদৃষ্টম্ ; কিংবা, তন্মাধুর্যাদেঃ প্রতিক্ষণমেব নবনবদ্ব্যভাবত্বাৎ তস্তাপ্যাহুরাগিভক্তাংগৈরিপি
অনাত্মাত্মাদিকমিতি ভবতি সর্দৈব, কিম্বুত সাক্ষাত্তদবতারারস্তে এবতি তথোক্তম্ । যদা, তদানীং লোকৈরহুভবেন
তথৈব প্রতীতহ্যন্তথা বর্ণিতমিতি ॥

১২ । সছোজাতশিশুনাং স্বভাবেন সরসং যথা স্তাত্মনা চক্রন্দ । ওঙ্কারশ্চৈব নাসাহরিশেষেণ পুনঃপুনরুচ্চা-
রিতস্ম তৎক্রন্দনমাজাত্যাত্মথোৎপ্রেক্ষতে । ওঙ্কারঃ কঠশ্চোপকঠং সমীপং গতঃ সন্ প্রাক্ প্রথমারম্ভে মঙ্গলছোতনাং
কিমতনোৎ ? যত্নতম্—“ওঙ্কারশ্চাত্মশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রজগঃ পুরা । কঠং ভিত্তা বিনির্ঘাতৌ তেন মঙ্গলিকাবূর্তৌ” ইতি ॥

১৩ । ঐক্ষিত দৃষ্টবতাঃ ; তৎকালোচিতমভ্যঙ্গোদর্তনাদিকং তস্ম স্বত এব সিদ্ধমিত্যুৎপ্রেক্ষতে । সুরভিতমেন
নিরূপাধিনা স্নেহেন বাৎসল্যরতিপরিণামবিশেষেণ বস্তুপ্রভাবতো হঠাৎজনিতেনেত্যর্থঃ । অগোহভাঙ্গস্ত স্নেহাশ্রয়-

অনিলের দ্বারা লুপ্তিত হয় নাই (অর্থাৎ পূর্বপূর্ব মহাকবিশ্বরগণ নারায়ণাদির যশ বর্ণন করলেও এই মাধুর্য-
মূর্তির যশ বর্ণন করতে পারেন নাই), যাঁ কোন জলে উৎপন্ন হয় নাই (অর্থাৎ কোনও প্রাপদিক জলে
উৎপন্ন হয় নাই), তরঙ্গের জলকণা দ্বারা আহত হয় নাই (অর্থাৎ প্রাকৃত গুণতরঙ্গের দ্বারা অম্পৃষ্ট এই
চিদানন্দমূর্তি), কোথাও কারও দ্বারা দৃষ্ট হয় নাই (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি ধামেও এইরূপ জন্ম-মাধুর্য কেউ
কোনদিন দেখে নাই) ।

১২ । মাতা যশোদা সহ স্মৃতিকা-পরিজন সকলে চতুর্দিকে নিজাগত হয়ে পড়লে বালহরি
সছোজাত শিশুস্বভাবে সরসতায় ক্রন্দন করতে লাগল—মনে হল যেন ওঙ্কারই শ্রীভগবানের নিকট গিয়ে
তার মহান্ লীলোংসব-কর্মের প্রারম্ভিক মঙ্গল-প্রকাশক ধ্বনি করছেন ।

ব্রজপুরজ্ঞীগণের বালকৃষ্ণের রূপ আশ্বাদন :

১৩ । অতঃপর শ্রীযশোদানন্দনের মুচ্ছ মধুর রোদনধ্বনি শ্রবণে তৎকাল-জাগরিতা ব্রজপুরজ্ঞীগণ
ঐ মাধুর্যমূর্তিটি দর্শন করলেন—যেন মাতৃস্নেহরূপ তৈলাদিতে মর্দিত, সৌরভে যেন বিলেপিত, মাধুর্যে যেন
স্নাত, লাবণ্যে যেন মার্জিত, সৌন্দর্যে যেন অমুলেপিত, ত্রিলোকের সকল শোভা সম্পদে যেন ভূষিত,

ভূষিতমিব ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা, পূজিতমিব ভবনদেব্যা গন্ধফলীভিরিব স্মৃতিপ্রদীপ-কলিকাপ্রতিচ্ছায়াভিঃ, স্তোکانামপ্যবয়বকিসলয়ানামোজসা কুর্ব্বন্তমিব কুবলয়কলিকায়মানানি স্মৃতিপ্রদীপ-নিকুরম্মাণি, অকুরমিব নবনীলমণীন্দ্রশ্চ, পল্লবমিব তমালশ্চ, কন্দলমিব নবাস্তোদশ্চ, কস্তুরিকা-তিলকমিব ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যাঃ, সিদ্ধাঞ্জনমিব সৌভাগ্যসম্পদঃ, সরসীকুর্ব্বন্তমরিষ্টমপি সকলারিষ্টশমনম্, বালকমপি নবালকম্, যুহুমধুর-তরকরশাখাভির্ভগবল্লক্ষণানি মংস্তাক্ষশাদি-লক্ষ্মাণি গোপয়িতুমিব মুষ্টীকৃতকরকমলকোরকমুত্তানশায়িনং মুকুলিতাক্ষমৈক্ষিষত ॥

১৪ । অনন্তরমাসাগেব হর্ষনিঃস্বনেন জাগরিতা জননী চ—

তৈলাদীনৈব ভবতীতি ততোহস্ত বৈলক্ষণ্যমপি ধ্বনিতম্। এবমগ্রেহপি জ্ঞেয়ম্। সৌরভ্যেণ স্বতঃসিদ্ধ-সাক্ষসম্বন্ধিনা ; উদ্বৰ্জনস্ত কস্তুরীদিগন্ধবদ্বস্তংটিতমেব ভবতি। মাধুর্যশ্রুপাদমস্তক-ব্যাপিত্বাতেন স্নাতমিব, স্নানস্ত মাধুর্যবতৈব জলা-দিনা ভবতি। কিঞ্চ, তৎ স্নানং হি তাৎকালিকীং কামপি সৎসঙ্গশ্চ শোভাং জনয়তি, এতন্মাধুর্যস্ত সার্বকালিকমিতি ধ্বনিতম্! যদন্তমুজ্জলনীলমণৌ (উদ্ধীপনবিভাব-প্রঃ ৩৬) “রূপং কিমপ্যনির্বাচ্যং তনোমাধুর্যমুচ্যতে ॥” লাবণ্যেতি, তল্লক্ষণং তত্রৈব (উদ্ধীপনবিভাব-প্রঃ ২৮) “মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলভমিবাস্তরা। প্রতিভাতি যদজ্জেষু লাবণ্যং তদিত্যোচ্যতে ॥” ইতি। অতত্র মার্জনাং দেব দর্পণায়মানত্কারিলক্ষণকং লাবণ্যং কস্তাপি অচ্ছাদ্যন্তৈব জায়তে। অত্র তু স্ময়ং লাবণ্যেনৈব মার্জনমিত্যতিবৈশিষ্ট্যম্, অতুল্যপুস্ত উচিতাঙ্গবিচ্যুতৈঃ সৌন্দর্যজনকৈরেব কুতুমাদিভির্ভবতি। ভূষিতমিতি ত্রৈলোক্যশ্রুপি লক্ষ্মা সমুদিতশোভ্যৈব ভূষণস্ত যৎকিঞ্চিৎ লক্ষ্মীবস্ত্রিরেব কুণ্ডলাদিভির্ভবতি। ভবনদেব্যা গৃহাধিষ্ঠাত্রীয়া দেবতয়া, গন্ধফলীভিশ্চম্পদৈঃ ; কুবলয়ং নীলোৎপলম্, তৎকলিকাসদৃশানি, এতেনাভিরূপ্যমুক্তম্। তথা চ তল্লক্ষণম্— (উঃ নীঃ উদ্ধীপনবিভাব-প্রঃ ৩৩) “যদাঙ্গীয়গুণোৎকর্ষৈবস্বগল্লিকটস্থিতম্। সারূপ্যং নয়তি প্রাক্ষৈরাভিরূপ্যং তদুচ্যতে ॥” ইতি। শ্রীমৃতিনিষ্ঠান্ গুণানভিবাচ্য সাক্ষাৎ শ্রীমৃতিস্বরূপং বর্ণয়তি—অকুরমিতি, অচ্ছতেন স্তোকত্বেন চ পল্লবমিতি, যুহুমত্বেন কন্দলমিতি। অতিস্নিগ্ধত্বেন কস্তুরীতিলকমিতি, সৌরভবত্বেন সর্পোৎকৃষ্টত্বেন চ সিদ্ধাঞ্জনমিতি, চৈক্কেণোন সর্পাকর্ষণশক্তিগত্বেন চোপমা। অরিষ্টমপি স্মৃতিকাগৃহমপি সকলাগ্নিরিষ্টানি শমনয়তীতি তথা তম্ ; “অরিষ্টং স্মৃতিকাগারে চক্রে চিহ্নে শুভেহশুভে” ইতি বিধঃ ; নবা অলকাস্চূর্ণকুণ্ডলা যশ্চ তম্ ॥

স্মৃতিগৃহের প্রদীপকলিকার প্রতিচ্ছায়ারূপ চম্পক পুষ্পে গৃহাধিষ্ঠাত্রীদেবী দ্বারা যেন পূজিত, সন্তোজাত শিশুসুলভ কোমল শ্রীকরপদপল্লবের জ্যোতিতে স্মৃতিগৃহের প্রদীপসমূহকে যেন নীলোৎপলের সাম্যদাতৃ, যেন একটি নবনীলমণীন্দ্রের অকুর, যেন একটি তমালপল্লব, যেন একটি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর তিলক, যেন একটি সৌভাগ্য-সম্পদের সিদ্ধাঞ্জন-রেখা, স্মৃতিকাগৃহের সরসতা সম্পাদক ও সকল অশুভের নাশক, বালক হয়েও নবচূর্ণকুণ্ডলে শোভিত, যুহু অতিমধুর করাসুলিতে ভগবৎচিহ্ন মংস্তাক্ষশাদি লক্ষণ গোপনের জন্তই যেন করকমল মুষ্টিবদ্ধ করে অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে উত্তানশায়িন অবস্থায় দীপ্ত।

মা যশোদার বালকৃষ্ণের মাধুর্য আশ্বাদন :

১৪ । অনন্তর ব্রজপুরজীর্ণের হর্ষধ্বনিতে জাগরিতা জননীও সন্তান জাত হয়েছে জেনে গুঁর

জ্ঞাহা জাতমপত্যমীক্ষিতুমথ গ্রহভনুস্তভনা-

বালোক্য প্রতিবিস্তিতাং নিজতনুমন্তোতি শঙ্কাকুলা ।

গচ্ছারাদিতি তন্নিরাসনপরা পশুশ্যমুগ্ধাননং

মুক্তাহারমিবোপচৌকিতবতী স্নেহাশ্রুণো বিন্দুভিঃ ॥

১৫ । অথ কন্তুরীকর্দমমিব, শ্যামামৃত-মহোদধি-মখন-সমুদ্ভিন্ন-নবনীতপিণ্ডমিব, মৃগমদরস-মেচকিতং পয়ঃফেনশকলমিব, সুকুমারতমুরপি সন্তাব্যমান-নিজ-তনুপারুশ্চভয়েন স্বাক্ষমারোপয়িতুং বিভ্রতীব, ক্রণমবনততমুরেব স্নেহস্নুতপয়োধরা পয়োধরাগ্রমধরপুটে বিগুস্ত পয়ঃ পায়য়ামাস ॥

১৬ । তদনু ব্রজপুরপুরুষীভিরভিতঃ শিক্ষ্যমাণা নিজাক্ষমারোপ্য পুনঃ পয়োধরং পায়য়ন্তী স্নেহাবেগেন নিরাবাধং রীয়মাণং মূর্তমমৃতরসমিব স্তনরসমশেষপানাসমর্থতয়া মূহলবিদ্বাদধরপ্রাপ্ততো নিপত্য

১৪ । ঈক্ষিতুং গ্রহস্তী তদুর্ঘস্যাস্তথাভূতা সতী নিজতনুমেব তন্তনো বালকতনো প্রতিবিস্তিতামালোকা অনা ইতি শঙ্কয়া আকুলা ‘মৎপ্রসবকালে মায়ায়া মদ্যাকারধারিণী বালকহারিকা যোগিনী কাচিদত্র প্রবিষ্টা’ ইতি ত্রাসেন বিহ্বলে-
তার্থঃ । ততশ্চ ‘আরাদদুরে গচ্ছ’ ইতি তন্নিরাসনপরা নুসিংহনামম্বত্যা তন্নিঃসারণপ্রবৃত্তেতার্থঃ । তদৈব ভয়স্বাসৌখ-
স্বনিব্বাসযোগবশাং প্রতিবিদ্বাদর্শনে সতি অমুগ্ধ আননং পশুশ্যী মুক্তাহারমিবেতি নিঃসীমহর্ষাবেশেন তং ত্রাসমপি বিস্মৃত
বতীতি ভাবঃ ॥

১৫ । কন্তুরীত্যাদিভ্রাণামেমাং সৌকুমার্যেণোত্তরোত্তরং বৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়ম্ । তদপি কন্তুরীতি সৌবভ্য-
শ্রামদ্বাভ্যামপি কর্দমশব্দোৎকর্ষাদিঃ । শ্যামামৃতেতি স্নেহময়স্বরূপত্বেনাপি অকৃতোপেয়ম্ । তত্র শ্যামেতি তদীয়বর্ণ-
সাজাত্যর্থম্, অমৃতেতি তদীয়স্নেহস্তাতিমধুরত্বার্থং মৃগমদস্ত রসেন মেচকিতং শ্রামলীকৃতং দুগ্ধফেনথণ্ডমিবেতি
পাবিজ্যোণাপি ; “কালশ্রামলমেচকাঃ” ইত্যমরঃ । এবং সুকুমারশরীরাপি সা জননী স্ববালকস্তাঙ্গসৌকুমার্যমালোকা
তদপেক্ষয়া সন্তাব্যমানং যন্নিজতনোঃ পারুশ্চং কঠোরত্বং তস্মাদুভয়েন মৎকোড়াভিমর্শেন ব্যাথাং প্রাপ্নোতি বালকোহয়মিতি
শঙ্কয়া কিঞ্চিৎ কুজীভূয়াবনততনুঃ পয়োধরাগ্রং স্তনাগ্রং স্ববামহস্তেনৈব ধৃষ্টা ক্রুশ্চাত্মধরপুটে বিগুস্ত ॥

১৬ । ‘সন্তোজাতবালক এবমক্কে দ্বিত্যে’ ইতি হস্তনিধাপনাদীন্ অভিঃ সর্বতোভাবেন শিক্ষ্যমাণা জননী

উপর মুইয়ে পড়লেন দেখবার জন্ত—সন্তানের দেহে প্রতিবিস্তিত নিজদেহকে অথ কোনও মায়াবীর
প্রবেশ মনে করে শঙ্কাকুলা হলেন—‘দূর হ দূর হ’ বলে ওটাকে তাড়াতে গিয়ে সন্তানের মধুর মুখটি
চোখে পড়ে গেল—এ মুখ দেখতে দেখতে বিন্দু বিন্দু স্নেহাশ্রুপাত হতে থাকল—মুক্তাহারোপহার সম ।

১৫ । অতঃপর কন্তুরীকর্দমের মতো, শ্যামামৃত-মহাসমুদ্র-মস্থন-সমুদ্ভূত নবনীত পিণ্ডের মতো,
মৃগমদরস-শ্রামলীকৃত দুগ্ধফেনথণ্ডের মতো সুকোমল তনু এই সন্তজাত শিশুকে মা যশোদা সুকুমারী তনু
হয়েও নিজ তনুর কঠোরতা সন্তাবনায় অক্কে ধারণ করতে যেন ভয় পেলেন—স্নেহস্নুতপয়োধরা মা
যশোদা ক্রণকাল অবনতা তনু হয়ে স্তনাগ্র অধরপুটে ধরে স্তন-পান করালেন ।

১৬ । অতঃপর ব্রজপুরস্ত্রীগণ কর্তৃক সর্বতোভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে এই শিশুকে নিজকোড়ে স্থাপন
করে পুনরায় স্নেহাবেগে নিরর্গল করিত মূর্ত অমৃতরসসম স্তন-পান করাতে থাকলেন—এ স্তনরস নিঃশেষ

কপোলতলমাপ্লাবয়ন্তু তমথ চীনতরাঞ্চলেন নিঃসারয়ন্তী স্তনদানতো বিরম্য সাদরং সন্মহং তমালোকয়ন্তী
চ পরমবিস্ময়মাপন্না ॥

১৭। নীলমণিনেব সকলাবয়বানাম্, কুরুবিন্দেনেব বিশ্বাধরস্ত, কমলরাগেণেব পাণিপাদস্ত,
শিখরমণিনেব নখরনিকরস্ত নির্মাণমিতি মত্বা কদাচিন্মণিময়োহয়মিতি বা, ইন্দীবরেণেব সকলাবয়বস্ত,
বঙ্কেনেব বিশ্বাধরোষ্ঠস্ত, জবাকুসুমেনেব পাণিপাদস্ত, মল্লীকোরকেণেব নখরনিকরস্তেতি কদা-
চিদয়ং কুসুমময়ো বা কেনাপি নিরমায়ি, ‘ন মমায়ং তনুজঃ’ ইত্যসম্ভাবনয়া বিতর্কয়ন্তী, বক্ষসি
দক্ষিণভাগে মুণালতন্তুক্ষোদ-সাদর-সুভগ-সুস্নিগ্ধ-শ্রীবৎসাখ্য-রোমরাজিলক্ষ লক্ষয়িত্বা স্তন-রস-কণ-নিপাত-
বিশ্বাসবিশেষোহয়মিতি পুনরপি মুছতর-চীনসিচর্যাক্ষলেনাপসারয়ন্তী যদা তন্নাপসরতি, তদা কিমপীদং
মহাপুরুষলক্ষণমিতি চিন্তয়ন্তী, পুনরপি বক্ষসো বামভাগে লঙ্ঘরূপাং লঙ্ঘীমালোক্য তনুতরপীত-
বিহঙ্গিকাপোতেন কৃতাবাসং তমালপল্লবমেবেদং সহজাত্যেব বিদ্যুৎকলিকয়া কলিতো জলধরাকুর

নির্যবাসং নির্যবধানং যথা স্তাস্থা রায়মাণং ক্ষরন্তম্, ‘রীঙ্ শবণে’ দৈবাদিকঃ, তং স্তনরসং চীনতরেণাতিসূক্ষ্ণে-
ণাঞ্চলেন ॥

১৭। শিখরমণিনা মাণিকাভেদেন; “পরদাড়িমবীজাভং মাণিকাং শিখরং বিদুঃ” ইত্যভিধানাৎ। পুনশ্চ
তদঙ্গানামতিমাদবং পরামুশ্ণ মণিময়স্তে কাটিষ্ঠং প্রসজ্জতেত্যত্থা সংভাবয়তি—ইন্দীবরেণেত্যাদিনা। মল্লীকোরকস্ত
জাতিভেদাৎ প্রান্তরক্তত্বেন নথসার্বর্ম্য, মুণালতন্তুনাং ক্ষোদস্ত চূর্ণস্ত সোদরং সদৃশঞ্চ তৎ সুভগঞ্চেত্যাদি লক্ষ লক্ষয়িত্বা
দৃষ্ট্বা প্রাগ্ভবং কপোলাপ্লাবিনং স্তনরসং স্মরন্তী নিশ্চিনোতি—স্তনরসেতি। তনুতরেণাতিসূক্ষ্ণং পীতবর্ণেন বিহঙ্গি-
কাপোতেন ক্ষুদ্রপক্ষিবালকেন পরম্পরিতল্লেষণে তু বিহঙ্গিকা বাঁহকা ইতি প্রসিদ্ধা তন্তাঃ পোতেন, অতিসূক্ষ্ময়া তয়েত্যর্থঃ,—
লঙ্ঘীচিহ্নস্তাপি তথাকারত্বাৎ। অত্র পত্রবিহঙ্গিকরোরোপপ্তিকো ন সংযোগ ইত্যত্থোৎপ্রেক্ষতে—সহজাত্যেতি।

পানের অসমর্থতা বশতঃ শিশুটির মুছল বিশ্বাধরপ্রান্ত থেকে পতিত হয়ে গণ্ডস্থল ভাসিয়ে প্রবাহিত হতে
থাকল—এতে মা যশোদা স্তনদান থেকে বিরত হয়ে তাঁর সূক্ষ্ম বস্ত্রাঞ্চলে ঐ ছদ্মধারা মুছিয়ে দিলেন,
এবং সাদর সন্মহে ঐ কোমল মুখখানি দেখতে দেখতে পরম বিস্ময় লাভ করলেন।

১৭। মনে মনে বিচার উদয় হল তাঁর—অহো, নীলমণি দিয়ে যেন সকল অবয়ব, পদ্মরাগমণি
দিয়ে যেন বিশ্বাধর, কমলরাগমণি দিয়ে যেন পাণিপাদ, শিখরমণি দিয়ে যেন নখরপাতি নির্মাণ হয়েছে—
অহো এ কি মণিময় মূর্তি; আবার কখনও বা মনে করছেন পদ্মে সকল অবয়ব, বাঁধুলি ফুলে
বিশ্বাধরোষ্ঠ, জবাকুসুমে পাণিপাদ, মল্লিকোরকে নখরপাতি—এরূপে বিবিধকুসুমসম্ভারে কখনও বা
কোনও শিল্পীর রচনা এ কুসুমময় মূর্তিটি—‘এ তো আমার পুত্র নয়’ এইরূপ সংশয়ের উদয়ে মনে মনে
তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন; বক্ষের দক্ষিণভাগে পদ্মনালের শ্বেতসূত্রচূর্ণসদৃশ সুন্দর সুস্নিগ্ধ শ্রীবৎস
নামক রোমরাজিচিহ্ন লক্ষ্য করে—‘স্তনরস-ধারার বিশ্বাস-বিশেষ কি এটি’ এইরূপ মনে করে মা
যশোদা পরমকোমল সূক্ষ্ম বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়ে দিতে গেলেন, কিন্তু মুছে না গেলে পুনরায় চিন্তা করতে
লাগলেন—‘অহো এ কি কোনও মহাপুরুষ-লক্ষণ’; পুনরায় বক্ষের বামভাগে স্বর্ণরেখাচিহ্নরূপা

এবায়মিতি কনকরেখয়া রঞ্জিতং নিকষপাষণশকলমেবেদমিতি পুনর্নিভালয়ন্তী কদাচিদরুণতরকরচরণ-
পল্লবতয়া চতুঃপঞ্চারুণ-কমলকোষং যমুনাতরঙ্গমিব মন্থমানা, সত্বো মকরন্দ-সন্দোহাতিপানমদাতি-
শয়েন ভ্রমণাসমর্থতয়া নিশ্চলং মধুকরনিকরমিব কুটিল-কচকলাপম্, প্রতিনবান্ধতমসাক্ষুরানিবাহলক-
প্রকরান্, মুকুলিতনীলোৎপলে ইব লোচনে, দ্রুততরনীলমণিজলমহাবৃদ্‌বুদায়মানং গণ্ডযুগলম্, শ্যাম-
মহোলতিকায়াঃ প্রত্যগ্রোম্মিষিতপল্লবযুগমিব শ্রবণযুগলম্, তিমিরক্রমাঙ্কুরায়মাণং নাসিকাশিখরম্, তরুণি-
তনয়াতনুবৃদ্‌বুদায়মানং নাসাপুটকম্, দ্বিদলজবাকোরকায়মাণমোষ্ঠাধরম্, পরিপক্কস্তোকতর-যমল-জম্বু-
ফলায়মানং চিবুকমপি নিরূপ্য পরিণতমিব মে নয়ননির্ম্মাণফলমিতি মন্থমানা স্নাতমিবানন্দজলনিধা-
বিস্যমাঙ্গানং বিদাঞ্চকার ॥

১৮ । তৎসময়সমকালমেব ‘মহাভাগ ! তব তনয়ো জাতঃ’ ইতি পুরজ্জীজনমুখতঃশিরতরনিদাঘ-
দ্রাঘিমপরিপ্লুগ্য়মাণস্ত পল্লবস্ত বিদারবিবরণং সরসীকৃত্য পূরয়ন্তমমুতাসারমিব চিরতরতনয়বাসনাফলপ্রতিবন্ধ-

তত্র কলিকয়েতি সূক্ষ্মবিসংখ্যা, তদপি বিদ্যতঃ স্বাভাবিকমর্হৈষমাশঙ্ক্য, কনকরেখংতি অত্রাপি নিত্যসংযোগিহাথং
সহজাতয়েত্যত্ববর্তান্ । পুনরিত্তি সামান্যতঃ প্রথমং সর্বাঙ্গমিতার্থঃ । চত্বারো বা পঞ্চ বা অরুণকমলকোষা যত্র তন্ম্ ;
তত্র পঞ্চ বেতি নাভেরপি রক্তকমলকোষসামান্যভিপ্ৰোক্তোভাবসীযতে । ততো মুখারবিন্দং পশ্চন্তী তদবয়বান্ ক্রমেণোৎ-
প্রেক্ষতে—সত্ত্ব ইত্যাদিনা । প্রতিনবং নবান্ নবান্ অন্ধতমসাক্ষুরানিবা । প্রত্যগ্রোম্মিষিতমভিনব-প্রকাশিতম্ ;
“প্রত্যগ্রোম্মিষিতমভিনবো নব্যঃ” ইত্যমরঃ ; তিমিরস্তাতিনিবিড়ত্বেনাতিকটিনেন ক্রমেণ রূপকম্ । ততশ্চ তস্তাক্ষুরতুল্যমিতি
শ্যামত্বেচিক্ণত্বয়োরাপি লাভঃ । শিখরমগ্রদেশঃ, তৎপার্শ্বদ্বয়ং তাদৃশবৃদ্‌বুদদ্বয়ং ভবতি চেষ্টদা নাসিকায়াঃ সাদৃশ্যমিতার্থঃ ।
পরিণতমিব পরিপাকং প্রাপ্তমিব ; ইয়ং শ্রীযশোদা ॥

১৮ । পুরজ্জীজনানাং মুখতঃ কমপি শব্দমাকর্ষ্য । কমিব ? চিরতরস্ত বহুকালব্যাপকস্ত নিদাঘস্ত দ্রাঘিম্ণা

শ্রীলক্ষ্মীকে দেখে মনে করলেন—‘এ কি স্বর্ণবর্ণ ছোট্ট এক পক্ষিছানা যাতে বাসা বেঁধেছে সেই তমাল-
পল্লব ; অথবা এ কি সহজাত বিদ্যুতকলিতে দীপ্ত জলধরাঙ্কুর, অথবা এ কি স্বর্ণরেখারঞ্জিত নিকষপাষণ-
খণ্ড’ ; পুনরায় নিরীক্ষণ করতে করতে কখনও বা অতি অরুণ করচরণপল্লবের মুছতা দেখে মনে হল—
‘এটি চারপাঁচটি অরুণবর্ণ কমলকুঁড়িযুক্ত যমুনাতরঙ্গই বা হবে । পুষ্পমধু সত্ত্ব অতি-পানজনিত মত্ততায়
ভ্রমণ-অসমর্থতা হেতু নিশ্চল মধুকরনিকরের মতো কুটিল কেশকলাপ, নব নব অন্ধতমসা অঙ্কুরের মতো
পার্শ্বের চূর্ণকুন্তল, অর্দ্ধ-নিমীলিত নীলোৎপলের মতো নয়ন, দ্রবীভূত নীলমণিজলের বড় বড় বৃদ্‌বুদের
মতো গণ্ডযুগল, শ্যামজ্যোতির্ময়ী লতিকার সত্ত্ব ঈষৎবিকসিত পল্লবযুগলের মতো শ্রবণযুগল, অন্ধকাররূপ
রক্তের অঙ্কুরের মতো নাসিকাশিখর, যমুনাজলের বৃদ্‌বুদের মতো নাসাপুট, দ্বিদল জবা-কোরকের মতো
অধরোষ্ঠ, পরিপক্ক ছোট ছোট যমজ জামের মতো চিবুক লক্ষ্যকরে মা যশোদা মনে করলেন—‘আমার
নয়ননির্ম্মাণ সফল হল’, নিজেকে আনন্দ জলনিধিতে স্নাত মনে করলেন তিনি ।

শ্রীনন্দবাবার বালকৃষ্ণের মাধুর্য আশ্বাদন :

১৮ । দীর্ঘ গ্রীষ্মের ব্যাপকত্বহেতু খটখটে শুখনো ছোট সরোবরের বিদারিত বক্ষের গহ্বর যেমন

পর্যবিত্ত হৃদয়স্থ পরমনির্বৃত্তিকরণ কমপি শব্দমাকর্ষ্য স্মৃতাৎ ইব হর্ষবর্ষাশু, প্রবিষ্ট ইবামৃতমহার্ণবেষালিঙ্গিত ইবানন্দমন্দাকিচ্ছা, তদবলোকনোৎকণ্ঠাসমুৎপত্তেরগ্রত এব ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকার-চমৎকারেণ বপুশ্চৈব স্বয়মুপব্রজ্য স্মৃতিভবনং প্রবেশিত ইব, চিরসময়সমুপচিত-সুকৃতচয়চাতুর্যেণ দত্তহস্তাবলম্ব ইব, উৎকলিকা-ভগবত্যা পৃষ্ঠতঃ সমধিকং ভূম ইব, ত্বরিতমভ্যর্গমভ্যেত্যা বীজমিব ঘনানন্দশ্চ, অঙ্কুরমিব জগন্মঙ্গলমঙ্গলোদয়শ্চ, পল্লবমিব সিদ্ধাঞ্জনলতায়াঃ, কুসুমমিব চিরতরসময়সমুৎপন্নসুকৃতকল্পমহীকুহারামশ্চ, ফলমিব সকলোপনিষৎকল্পলতাবিতেতে, ব্রজেশ্বরীবপুৰপরাজিতালতায়াঃ প্রসূনমিব তনয়মালোক্য, সম্পন্ন ইব সকলমনোরথসম্পত্ত্যা, সিদ্ধ ইবানন্দসাক্ষাৎকারচমৎকারেণ, উৎকীর্ণ ইব লিখিত ইব পুনঃ

দীর্ঘকেন হেতুনা সর্বতঃ শুদ্ধমাগশ্চ পঞ্চলস্ত্রাস্ত্রসরসোৎসৃতা সারমমৃতসয়ং ধারাসম্পাতমিব। নিবৃত্তিরানন্দঃ; স্মৃতাৎ ইতি আপাদমস্তকং সর্বাঙ্গমেব হর্ষপুলকাকুলিতং জাতমিতি ভাবঃ। বর্ষাস্থিতি বিশ্বমপি চর্ষপূর্ণং মন্থমান ইতি ভাবঃ। প্রবিষ্ট ইতি স্বকর্তৃক প্রবেশোহপি তদৃশানন্দে আলিঙ্গিত উত্তানন্দকর্তৃক প্রবেশোহপি স্মৃতিভূতভয়াহ্বয়ানন্দমহাসম্পদজনিতাং মুচ্ছাং প্রাপ্তবানিতি ভাবঃ। মন্দাকিচ্ছা ইতি তন্ত্রানন্দশ্চ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বং ধ্বনিতম্। তামেবানন্দমুচ্ছাং সর্বেন্দ্রিয়লয়-সাধর্যোগোৎপ্রেক্ষতে—ব্রহ্মানন্দেতি। বপুশ্চৈব মৃতিমতা, তদা স্মৃতিকাগ্ধপ্রবেশোহসম্ভবমপি তয়া আনন্দমুচ্ছ্যৈব স্বকারণতদ্ব্যর্থাত্মবানন্দসংস্কারবিশেষবশাৎ কারিত ইত্যর্থঃ। ননু ঞ্চলনমপি তদা কুতো নাভুৎ? তত্রাহ—চিরসময়েতি। সুকৃতচয়শ্চ চাতুর্যমহত্তো বৈলক্ষণেণ স্বপ্রকাশকারিত্বম্, তেন কত্রী সয়ংদত্তো হস্তাবলম্বো যশ্চ সঃ, ইত্যগ্রেত আকর্ষণং পৃষ্ঠতো ভূম ইতি স্বহস্তাভ্যাং পৃষ্ঠং ধৃত্বা বলেন চালিত ইব ইত্যর্থঃ; “উৎকণ্ঠোৎকলিকে সমে” ইত্যমরঃ; উৎকণ্ঠাসমুৎপত্তেরগ্রত এব মুচ্ছায়া জাতত্বেহপি তন্ত্রাঃ পশ্চাদ্ভ্যুৎকণ্ঠায়াঃ প্রাকট্যাং পূর্বোক্তহেতোরেবেত্যর্থঃ। উৎকণ্ঠ্যৈব বুদ্ধিং গচ্ছন্ত্যা মুচ্ছায়া ভঙ্গে কৃতে সতি অভাৱঃ নিকটভ্যেত্যা তনয়মালোক্য অলৌকিকীং দশামাসাগ্ত স্থিতঃ। কীদৃশম্? ব্রজেশ্বরীবপুৰেব অপরাজিতা লতা তন্ত্রাঃ কুসুমমিব তথা ঘনানন্দশ্চ বীজমিবেতি। এতচ্ছাদেব সর্বোৎপাদনন্দো জায়ত ইতি ভাবঃ। যদা, তন্ত্র তদানীমেব নিঃসীমানন্দদায়িত্বেহপি অগ্রে ভাবি বাল্য-পৌরুষাদিবিলাসময়ং ঘনানন্দমপেক্ষ্য

বর্ষার অমৃতময় ধারাপাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে তেমনই সেই সময়ে সুদীর্ঘ কালের পুত্র-বাসনা প্রতিবন্ধ রূপ হৃদয়ের পরমানন্দকর কোনও অনির্বচনীয় শব্দ ‘হে মহারাজ আপনার পুত্র হয়েছে’ শুনে শ্রীমন্দ-মহারাজ হর্ষবর্ষায় যেন স্নাত হলেন, অমৃত-মহাসমুদ্রে যেন প্রবিষ্ট হলেন, এবং আনন্দমন্দাকিনী দ্বারা যেন আলিঙ্গিত হলেন; পুত্র-অবলোকন উৎকণ্ঠাগাঢ়তার প্রাথমিক বেগই যেন ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকার-চমৎকারের দ্বারা মূর্তিমন্ত হয়ে নিজেই মহারাজের নিকটে গিয়ে তাঁকে যেন স্মৃতিকাগ্ধে প্রবেশ করিয়ে দিল, দীর্ঘকাল-সম্বর্ধিত সুকৃতিরাশির চাতুর্ঘবল যেন নিজেই হস্তাবলম্বন দান করল, ভগবতি উৎকণ্ঠা পৃষ্ঠদেশে হস্ত দিয়ে যেন ঠেলে নিয়ে চলল—শীঘ্র নিকটে গিয়ে পুত্র-মুখ দর্শন করে এক অলৌকিক দশা প্রাপ্ত হলেন শ্রীমন্দমহারাজ। ঘনানন্দের বীজের মতো, জগন্মঙ্গলেরও মঙ্গলোদয়ের অঙ্কুরের মতো, সিদ্ধাঞ্জন-লতার পল্লবের মতো, দীর্ঘকালে সমুৎপন্ন সুকৃতিরূপ মহাকল্পমহীকুহের কুসুমের মতো, সকল উপনিষৎ-কল্পলতাবলীর ফলের মতো, ব্রজেশ্বরী যশোরাগীর দেহলতারূপ অপরাজিতা লতার পুষ্পের মতো অপূর্ব পুত্রকে অবলোকন করে তাঁর সকল মনোরথ সম্পত্তির যেন সফলতা প্রাপ্তি হল, আনন্দ-সাক্ষাৎকার-চমৎকারিতায়

সুপ্তোথিত ইব বলমানবিপুলকপুলকমানন্দবাস্পকণ-নিকরনিপাতনিস্তিমিতামলৌকিকীং দশমাসাচ্চ স্থিতঃ,
 স্বানন্দৈরুপনন্দ-সন্নন্দাদিতীর্ভূত-সুর-বরেণ পুরোধসা কারিত-জাতকর্মা-দি-ক্রিয়ঃ স্বতনয়াভ্যুদয়ায় দীপ্যমানেঃ
 কলধৌতকলধৌতবিষাণখুরৈর্মণিময়-মাল্যলাল্যামানকঠৈর্নবপ্রসূতৈর্গবাং নিকুরম্বকৈরবনির্জরাণাং প্রতি-
 গৃহমেব সুরভিলোকমেকৈকমুৎপাদয়ামাস, প্রত্যঙ্গনমপি তিলপর্বতং হিরণ্যপর্বতং মণিমর্বতমপি
 তেষামেকৈকশো নির্মিতবান্ নিমেঘমাত্রেণৈব ব্রজরাজঃ ॥

বীজমিব, তৎসূচকত্বাদিত্যর্থঃ। জগতাং মঙ্গলস্ত মঙ্গলেন স্বস্তিস্থেন, ন ত্বল্লকালমাত্রনস্বরতেন য উদয়স্ত্যাকুরমিতি
 বীজমিব পূর্ব গর্ভস্থত্বং তস্ত তদ্ব্যজায়িত্বমিচ্ছেরিতি ভাবঃ। সিদ্ধাঙ্গনেনি অঙ্গনস্ত নৈত্ৰসুখদাতাং সিদ্ধত্ব জগদ্বশীকরিত্বাৎ
 কৃষ্ণস্তাপি স্বর্সোল্ল্যেন তথাভূতত্বাৎ তন্নতয়াস্ত দৃশ্যবস্ত্তাদক্কুরবীজদশয়োঃ স্তবনিজবর্ণাভূতপলকৈঃ কৃষ্ণস্তাপি গর্ভস্থিতিচিত্ত-
 স্থিতিদশয়োঃ ননানুভূত-তাদৃশরূপত্বাৎ তৎপল্লবায়িত্বমেব যুক্তমিত্যর্থঃ। চিরতরতি চিরতরাং সময়াৎ সমাপ্তং পূর্ণান-
 পরিণত্যা প্রাকট্যমিব গতানাং পূণ্যকল্পবৃক্ষাণামারামস্ত কুসুমমিবেতি পূর্ণানাং বাহিত-গহাভূতভাষ্যপ্রসবিহাৎ কল্পবৃক্ষ-
 বহুতরত্বাদারামত্বং শ্রীকৃষ্ণস্ত তাদৃশপূণ্যচয়পরফলভূতত্বাৎ, বৃক্ষাণাঞ্চ ফলপ্রয়োজনত্বাৎ, ফলস্ত্যাপ্যপত্তিদশায়াং কুসুমত্বাৎ
 কৃষ্ণস্ত তদ্বিনোৎপন্নস্ত কুসুমেনোপমা যুক্তৈব; উপনিষৎকল্পলতাশ্রেণ্যাস্ত কৃষ্ণস্ত প্রাকট্যামনপেক্ষ্যাপি নিত্যবিব্রাজমান-
 ত্বং প্রতিপাদয়ন্ত্যাস্তদেকমাত্রপ্রয়োজনাতাঃ ফলেনৈব সदैব কৃষ্ণস্তোপমা যুক্তৈব। এবঞ্চ ক্রমেণ বীজত্বাক্কুরত্ব-পল্লবত্ব-
 কুসুমত্ব-ফলত্বান্যামেকৈশ্চ বর্ণ্যগপণেন বর্ণনাদিরোধালঙ্কারঃ। সম্পন্ন ইবেতি বৈষয়িকস্ত, সিদ্ধ ইবেতি তদ্ব্যবস্থাপি সর্বস্বত্ব-
 প্রাপ্তিব্যঞ্জিতা। উৎকীর্ণ ইবেতি আনন্দসাক্ষাৎকারভাবেন প্রথমং বিক্ষিপ্ত ইব, প্রতিপত্তব্যম্ ইবেত্যর্থঃ। ততস্তেনৈব
 জড়ীকৃতো লিখিতশ্চিত্রিত ইব, ততস্তং বোচু মশক্তত্বাদিব, প্রাপ্তমুচ্ছিন্নেন আদৌ স্পৃষ্ট ইব, তত উস্থিত ইবেতি। কৃষ্ণ-
 দর্শনসুখং পুনরনুভবয়িতুমিব চেতনা-দেবোব প্রতিবোধিতত্বেনিতি ভাবঃ। বালমানং বিপুলাং কাং সুখাদিক্রোধোঃ
 পুলকং যত্র তদ্যথা স্তাস্তথা দশমাসাচ্চ স্থিতঃ। বলমানমিতি শানজন্তো বলতিঃ; “সুখ-শীর্ষ জলেষ্ কুম্” ইতি বিশঃ।
 নিস্তিমিতাং নিঃশেষেণাট্টীভূতাম্; কলধৌতেন স্পর্শেন, কলধৌতেন রূপোণ চ, যথাংসংখ্যং যুক্তানি বিষাণানি শৃঙ্গাণি
 খুরাশ্চ যেষাং তৈঃ; “কলধৌতং রূপ্যহেল্লোঃ” ইত্যমরঃ; যথা কলধৌতয়োঃ স্বর্ণরূপায়োঃ কঠৈঃ কিরটৈঃ, রলয়োঃ ক্যাং;
 ক্রমেণ ধৌতানীং শৃঙ্গাণি খুরাশ্চ যেষাং তৈঃ; অবনির্জরাণাং ভূদেবানাম্; তেষাং মধ্যে একৈকশ একৈকশ-
 বিপ্রস্ত প্রত্যঙ্গনমঙ্গনে অঙ্গনে তিলাদিপর্বতত্রয়ং নির্মিতবান্, তেন তদানীং দত্তানি বস্তূনি পর্বতাদিক্রমেণৈব কথঞ্চিদ-
 গণয়িতুং শক্যানি, ন তু টঙ্কাদিক্রমেণেতি ভাবঃ ॥

যেন সিদ্ধদশা প্রাপ্তি হল তাঁর—প্রথমে বিক্ষিপ্তের মতো হয়ে গেলেন পরে চিত্রের মতো নিষ্পন্দ হয়ে
 গেলেন, পুনঃ সুপ্তোথিতের মতো বলমান বিপুল সুখ হেতু পুলকে আনন্দাশ্রকণসমূহ বর্ষণ করতে
 থাকলেন, ভাবের আবেগে একেবারে গলে গিয়ে এক অপূর্ব দশায় উপস্থিত হলেন তিনি।

ত্রীনন্দোৎসব ॥

সানন্দিত উপনন্দ সন্নন্দ প্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুরোহিতের দ্বারা শ্রী ব্রজরাজ স্বতনয়ের
 জাতকর্মা-দি ক্রিয়া সম্পন্ন করালেন, নিজ তনয়ের সমৃদ্ধির জন্য স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিতা শৃঙ্গখুরযুক্তা মণিমালাকণ্ঠী
 নবপ্রসূতা গাভীসমূহে ব্রাহ্মণগণের প্রতিগৃহ যেন সুরভিলোক করে তুললেন, এর মধ্যে আবার এক এক
 বিপ্রের অঙ্গনে তিলপর্বত-হিরণ্যপর্বত মণিপর্বত নিমেঘমাত্রে ব্রজরাজ নির্মাণ করে দিলেন।

১৯। তদ্বিতরণসময়ে চিন্তামণিকল্পতরু-কামধেনুগণশ্চ শক্তিহীন ইব, রত্নাকরা অপি যাদোমাত্রা-বশিষ্ঠা ইব, কিং বহুনা ? ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীরপি লীলাপট্মকশেষা বভূব ॥

২০। অনন্তরঞ্চ শ্রীব্রজপুরপুরন্দরশ্চ শুভকুমার আবিরাসীদিতি জগন্মঙ্গলমঙ্গলো ধ্বনিরধ্বন্যধ্বনি মুখান্মুখতো যদৈব সমন্ততঃ সঞ্চচার, তদৈব তদগ্রতো বা সানন্দোপনন্দ-সন্নন্দপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্ব এব গোহুহো নিজ-নিজপরিজনৈর্বিবিধপটুত্বকল্পিতশিগ্ভির্মণিময়বিহঙ্গিকাভির্মণিঘটপটলপুরিতান্ যুত-দধি-নবনীত-মথিতোদশ্বিদামিচ্ছাদিবিবিধগোরসান্ সমানায্য বিবিধমণিমণ্ডনমণ্ডিতা মঙ্গলহারিদ্ৰবসনানুকারিঙ্গণপ্রভা-প্রভাতিরস্কারি-চারুচামীকরবসনৈঃ কৃতাকল্পাঃ, কনকমণিদণ্ডপাণিকমলাঃ, সমুন্মর্যাদপরমানন্দবারাং-নিধর্মহোন্ময় ইব সকলা এব দিশো ব্যানশিরে ॥

২১। তৎসমকালমেব যাবজ্জগুরননুভূতপ্রভৃতামোদমুদিতমেহুরমনা মনোরথাতীতং কমপি তদুদন্ত-

১৯। তদালোক্য তদানীন্তনজনানাং সম্ভাবনামাহ—চিন্তামণীত্যাদি। অগ্রেযাং স্বপুরুষকনকাদীনাং কা কথা ? যোহয়ং নন্দশ্চ দানাবেশো লক্ষ্যতে, ততশ্চিন্তামণাদীনাং গণশ্চ শক্তিহীনো বভূব, রত্নানি প্রসবিতুমিত্যর্থাৎ। ভবিষ্যতীতি বক্তব্যে ভূতপ্রায়ত্মসম্ভাবনয়া বভূবেভুক্তম্। যাদোমাত্রোতি তদীয়রত্নানি জ্ঞানীয় দত্তপ্রায়াণ্যেবেতি ভাবঃ ॥

২০। তদগ্রতো বেতোবমিব সম্ভাব্যত ইত্যুৎপ্রেক্ষবেয়ম্। বিহঙ্গিকা বাঁহকা ইতি খ্যাতা; “বিহঙ্গিকা ভার-যষ্টিঃ” ইত্যমরঃ; “তক্রংছু দধিমথিতং পাদাষ বর্ধাষু নির্জলম্”, “আমিচ্ছা সা শতোক্ষে যা ক্রী রে শ্রাদ্ দধিযোগতঃ” ইত্যমরঃ; গোহুহঃ; কীদৃশাঃ? মঙ্গলৈরনর্গলমঙ্গলমূচকৈর্হারিদ্ৰৈরিদ্ভারসাক্ষৈর্বসনৈস্তথা তেষাং হুতিতুচ্ছদ্বাস্তদনু-কারিভিত্তংসদৃশৈর্মঙ্গলিক-জন্মোৎসবে হারিদ্ৰবস্ত্রাণাং প্রাধান্যং ক্ষণপ্রভাণাং বিদ্যাংকাস্তীনাং তিরস্কারিভিষ্চারুচামীকর-রসাক্ষেপ বসনৈঃ কৃত আকল্পো বেশো যৈস্তে সমুন্মর্যাদশ্চ মর্যাদাতঃ সমাগুৎক্রান্তশ্চ পরমানন্দমিচ্ছোৎসাহানশিরে ব্যাপ্তবন্তঃ ॥

২১। তৎসমকালমেব ব্রজরাজসদনং ব্রজনগর-নাগরীণাংবালিরিয়ায়েত্যয়ঃ। কীদৃশী? যাবজ্জগুর্জন্মপর্য্যন্তম্, ন অনুভূতঃ প্রভূতঃ প্রচুর আগোদন্তেন, মুদিতং প্রাপ্তহর্ষং মেহুরং সান্দ্রস্নিগ্ধং মনো যশ্চাঃ সা; তদুদন্তং জন্মবার্তাং

১৯। শ্রীনন্দমহারাজের বিতরণ-সময়ে চিন্তামণি-কল্পতরু-কামধেনুকুল যেন শক্তিহীন হয়ে পড়ল, রত্নের আকর সমুদ্রও যেন শুধু জলজন্তুর আকরস্থান হয়ে পড়ল, আর বেশী বলবার কি আছে—ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীও শুধু লীলাপদ্মধারিণী হয়ে রইলেন।

২০। অনন্তর শ্রীব্রজরাজপুরের শুভকুমার আবির্ভূত হয়েছে এই জগন্মঙ্গলমঙ্গল ধ্বনি-প্রতিধ্বনি সকল পথঘাটে চতুর্দিকে যখনই মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে গেল তখনই শ্রীনন্দবাবার সম্মুখে সানন্দ-উপানন্দ-সন্নন্দ প্রভৃতি সকল গোপগণ নিজ নিজ পরিজনের দ্বারা বাহিত মণিময় বাহুকাতে বিবিধপটুশূত্রে বদ্ধ শিকায় ঝুলান যুত-দধি-নবনীত-ঘোল-মাঠা-ছানাди বিবিধ গোরসসমূহে পূর্ণ মণিময় ঘটসমূহ নিয়ে, নিজেরা বহুবিধ মণিময় ভূষণে মণ্ডিত হয়ে, মঙ্গলমূচক হরিদ্ভা বর্ণের বসন-অনুকারী বিদ্যাংপ্রভা-তিরস্কারী স্বর্ণবসনে ভূষিত হয়ে, পাণিকমলে কনকমণিদণ্ড ধরে নিরতিশয় পরমানন্দ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো সকল দিকে বিস্তার লাভ করে ব্রজরাজের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন।

২১। ঠিক সেই একই সময়ে—জন্মাবধি অননুভূত প্রচুর আহ্লাদে পুলকিত সান্দ্রস্নিগ্ধমনা,

মত্যত্বকমনীয়ং কর্ণাবতংসীকৃত্য কৃত্যপরিহারেণ হারেণ সত্য লসত্য ললিতকণ্ঠা, উৎকণ্ঠোত্তরলা,
তরলায়মানমাণিক্যকলা, অশকল্যতিমঞ্জিমকঙ্কণা, কঙ্কণায়মান-হীরকনিকরসুভগাঙ্গদা, অঙ্গদাক্ষিণ্যকারি-
সকলাভরণা, ভরণাইমহার্ছাক্ষিকাক্ষিতজঘনা, ঘনারোহারোহাতিমুখরকিঙ্কীগীকা, কনককমনীয়হংসকা,
হংসকাত্তগতিবিলোকেশবন্ধা, কেশবং ধামনিকামকমনীয়ং তৎকালাবিভূতমবলোকয়িতুং কনকভাজ-
নোপনিত-মঞ্জলনির্মলনিকাইফল-কুসুমদধিদুর্বাশ্রুত-মণিদীপনিকরাদিকমতিমুছলচীনহারিদ্ৰ-বসনশকলেনা-
পিধায় নিজনিজকরকমলতলেনোপগৃহ্য, বণবণায়মান-মণিনুপুরকলনির্নদৈমুখরয়ন্তীব দশ দিশো ব্রজ-
রাজসদনমিয়ায় ব্রজনগরনাগরীগামাবলিঃ ॥

২২ । অনন্তরং প্রবিশ্চ স্মৃতিকাভবনমালোক্য চ তমভিনবং নবং নয়ননির্মাণস্ত ফলমিব সংবি-
জ্ঞান্নো বিফলীভাবাভাবমহৌষধিপল্লবমিব নিজবাৎসল্যসরসো নীলমহোৎপলমিব চিরং জয়েতি মঞ্জলাশীঃ-

কৃত্যপরিহারেণ গৃহকৃত্যমনপেক্ষোত্যর্থঃ । কিঞ্চ, গমনাঙ্গভূতং স্ব প্রসাধনাদি-কৃত্যমপেক্ষাকর্ষ্যবৈভোহ—হারে-
ণেত্যাदि । সত্য বর্তমানেন সাধুনা বা লসত্য কান্তিমতা হারেণ ললিতঃ কণ্ঠা যন্তাঃ সা ; উৎকণ্ঠাভিরুত্তরলা ; তরলে
হারমধ্যগমণো অয়মানং ঘটমানং মাণিক্যকলং মাণিক্যখণ্ডং যন্তাঃ সা ; অশকলোহখণ্ডঃ পূর্ণ এব মঞ্জিমা মঞ্জুং
যেষাং তানি কঙ্কণানি যন্তাঃ সা ; “তরলো হারমধ্যগঃ” ইত্যমরঃ । কমতি মান্তমবায়ং জলগাচকম্, তন্ত কণায়মানৈঃ
কণসদৃশৈরীকনিকরৈঃ শুভগমঙ্গদং যন্তাঃ সা ; অঙ্গানাং দাক্ষিণ্যকারীণি অনুকূলানি সকলাভরণানি যন্তাঃ সা ;
ভরণাইয়া মঞ্জুষিকান্তর এব রক্ষণধারণাইয়া । কিঞ্চ, মহাইয়া উৎসবযোগ্যয়া উৎসবসময়মাত্রার্থয়েত্যর্থঃ । কাঙ্কিয়া
অনুকম্পিতকাঙ্ক্যা অক্ষিতং পূজিতং জঘনং যন্তাঃ সা ; ঘনে নিবিড়ে আরোহে নিতম্বে আরোহ আরোহণং যন্তাঃ সা
চাসৌ মুখয়া চ কিঙ্কীগী যন্তাঃ সা ; “আরোহস্তবরোহেংপি বারারোহা কটাবপি” ইতি মেদিনী । হংসকঃ পাদকটকঃ,
হংসস্তব কাস্তা গতির্যন্তাঃ সা ; কেশবং শ্রীকৃষ্ণং ধাম্মা স্বকাস্ত্যা নিকামং যথেষ্পিতমেব কমনীয়ম্ ॥

২২ । সন্নিদোহভবময্যা বুদ্ধেজ্ঞানো বিফলীভাবো বৈফল্যং তন্তাভাবে নিশ্চিতে মহৌষধিপল্লবমিব ; নয়নেতি

মনোরথাতীত-অনির্বচনীয়-অত্যন্ত কমনীয়-মুখে মুখে প্রচারিত সেই বার্তা কর্ণভূষণ করে গৃহকর্ম ছেড়ে
বালমলে হারে ললিতকণ্ঠা, কৃষ্ণ-দর্শনোৎকণ্ঠায় চঞ্চলা, হারমধ্যগ মাণিক্যখণ্ডে দীপ্তা, অতিসুন্দর অখণ্ড
কঙ্কনে অলঙ্কৃতা, জলকণসদৃশ হীরকে খচিত সুন্দর বাজুতে শোভিতা, অঙ্গের শোভাবর্দ্ধনকারী সকল
আভরণে সজ্জিতা, রত্নবাণিতে ধারণযোগ্য ও উৎসবকালে মাত্র পরিধানযোগ্য অনুকম্পিতা কাঙ্কিতে
পূজিত জঘনা, স্থূল নিতম্বে পরিহিতা মুখরা কিঙ্কীগীতে সজ্জিতা, কনক-কমনীয় নুপুরে মণ্ডিতা, হংসীর
মতো ছলে ছলে চলনে মনোহরা, এলোমেলো কেশবন্ধনে সুশোভিতা ব্রজনগরনাগরীগণ স্বকাস্তিতে
নিরতিশয় কমনীয় সত্তা আবিভূত কেশবকে দর্শনার্থে স্বর্ণপাত্রে মাজলিক আরত্রিকযোগ্য ফল-কুসুম-দধি-
দুর্বা-আতপতগুল-মণিদীপাদি সমূহকে অতি কোমল সূক্ষ্ম পীত বসনখণ্ডে ঢেকে নিজ নিজ করকমলতলে
ধারণ করে মণিনুপুরের বান্-বানানি মুছ শব্দে দশদিক্ মুখরিত করে ব্রজরাজ-গৃহে এসে উপস্থিত হলেন ।

২২ । অনন্তর ব্রজনগরনাগরীগণ স্মৃতিকা ভবনে প্রবেশ করে নয়ন-নির্মাণের ফলেন মতো,
অনুভবময়ী বুদ্ধির অপ্রকাশ-ব্যাধির নিরাময়ের মহৌষধি-পল্লবের মতো, নিজ বাৎসল্যসরসীর

প্রস্থানৈরভ্যর্চ্য বিনিমেঘময়বেলমীক্ষমাণা ব্রজেশ্বরী-সৌভাগ্যসারঃ শরীরবানয়মিতি তামেব স্তবত্যঃ, মুহূর্ত্তা-
নস্তরমলিন্দতলমাসাচ্চ মঙ্গলসঙ্গীতিসুরীতিললিতবদনা অন্তঃগুঞ্জদলিপুঞ্জকলমধুরঝঙ্কারকোলাহললুলিত-
কমলাঃ কমলিষ্ঠ ইব, পরস্পরমতিকৌতুকেন কেনচন প্রণয়ভরসরসকরসরসীরুহকুড্‌মলেন পরস্পর-
বদন-শশধরমণ্ডলমতিবিমল-সুরভিতরতৈলহারিদ্ৰ-দ্রবনবনবনবনীতাদিভিরভিতো দর্শন-কিরণভরালসলসদ-
মলবন্ধুবন্ধুরাধরকিসলয়ং হসন্ত্য এব লিম্পন্ত্যো যদা ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীসৌভাগ্যমধরীচক্রুস্তা নাগর্যাঃ,
তদৈবাজ্ঞনভূবি ব্রজপুরপুরন্দরং সময়া সময়াসাদিত-পরমানন্দসন্দোহাস্ত এব গোহৃহো মহামদমুদিতা
ইব, ইন্দুকন্দুকেরিব নবনীতপিণ্ডে: স্তূলতরকরকানিকরৈরিব আমিক্ষাগেণ্ডুকে:, দধিজলধিকর্দমগোলৈ-
রিব চন্দ্রিকাপললখণ্ডৈরিব দধিপিণ্ডে:, পরস্পরং নিঃসাধ্বসমভিষ্মন্তো মণিময়জলযন্তপুরিতানাং পয়ো-

বহিঃস্বপ্নস্ত, সধিদিত্যাস্তরস্বপ্নস্ত, নিজেতি স্বপ্নময়সাহজিকভাবস্ত চ প্রকাশ:। অন্তরে মধ্যে গুঞ্জভামলিপুঞ্জানাং ভ্রমর-
সমূহানাং কলো মধুরাফুটধ্বনিরৈব মধু তদ্রাতি দদাতি বর্ষভীতি যাবৎ, তথাভূতো ঝঙ্কারকোলাহলস্তেন লুলিতানি
আকুলিতানি কমলানি অপ্রস্থিতদ্বানুখাকারানি পুষ্পাণি যাসাং তাঃ, ‘লুল বিমর্দনে’ সৌত্রোব ধাতুঃ, কমলিষ্ঠ: কমললতা
ইব। অত্র মঙ্গলসঙ্গীতীনাং ভ্রমরঝঙ্কার উপমানম্, মুখানাং কমলানি, তাসাং নারীগণানাং কমলবল্লা ইতি। প্রণয়স্ত
ভরেণেব সরসেন করকমলকুটু লেন দর্শনকিরণানাং দন্তকাস্তীনাং ভরেণ ভারেণ অলসং লসতঃ কান্তিমতঃ, অমল-
বন্ধুকাপি বন্ধুরং সুন্দরমধরকিসলয়ং যত্র তদ্যথা শ্যাস্তথা হসন্ত্য: অধরীচক্রুর্ননীচক্রু:। অঙ্গনভূবীতি অলিন্দে তু
স্ত্রীভিরাবৃত্তেন তত্রানবকাশাদব্রজপুরস্ত পুরন্দরমিষ্টং শ্রীনন্দং সময়া, শ্রীনন্দস্ত নিকটে ইত্যর্থঃ; “অভিত: পরিত:
সময়া” ইত্যাদিনা দ্বিতীয়া; “সময়াস্তিকমধাযো:” ইত্যমরঃ; গোহৃহো গোপাং, করকা বর্ষোপলঃ, আমিক্ষায়া
এব নিবিড়তাং নিস্তলহাচ্চ গণ্ডুকতুল্যত্বং গোলো ‘গোটা’ ইতি খ্যাতে বর্জুলপিণ্ডে:; চন্দ্রিকায়্যা: পললখণ্ডৈর্মাংস-

নীলোৎপলের মতো সেই অভিনব নবকে দর্শন করে—‘বাছা চিরজীবী হও, তোমার জয় হউক’ এইরূপ
মঙ্গল আশীর্বাদরূপ পুষ্পের দ্বারা অর্চনা করে প্রতিক্ষণ অনিমেঘ নয়নে দর্শন করতে করতে ‘অহো এঁ
যে ব্রজেশ্বরীর সৌভাগ্যসার ঘনীভূত হয়ে মূর্তিমান হয়েছে দেখছি’—এইরূপ বলে মা যশোদার স্তব
করতে লাগলেন। এক মুহূর্ত্ত পরে বারান্দায় এসে—অন্তরে গুঞ্জনকারী অলিপুঞ্জের কলমধুর ঝঙ্কার
কোলাহলে আকুলিতা, পুষ্পাযিতা কমললতার মতো দেহা, মঙ্গল-সঙ্গীতের সুরীতিতে ললিত বদনা
ব্রজাঙ্গনাগণ অতি কৌতুকে কোনও অনির্বচনীয় প্রণয়্যতিশয়ে সরস করকমল কলিকা দ্বারা পরস্পর অতি
বিমল সুরভিত তৈল-হরিদ্রাদ্রব-নব নবনীতাদি দ্বারা দর্শন-কিরণভারে অলস দীপ্ত নির্মল সুন্দর বাঁধুলি
পুষ্পসম অধর কিশলয়া একের মুখচন্দ্রমণ্ডল যখন চতুর্দিকে অশ্রু হাসতে হাসতে লেপন করে দিচ্ছিলেন
তখন ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর সৌন্দর্যকে তাঁরা তুচ্ছ করে দিচ্ছিলেন।

সেই সময়েই অঙ্গন-ভূমিতে ব্রজপুরপুরন্দরের নিকট এসে সময়োপযোগি পরমানন্দ সমুদ্রে মগ্ন
গোপগণ মহানন্দে যেন বিহ্বল হয়ে কর্পূরবলের মতো নবনীতখণ্ডের দ্বারা, বড় বড় শিলাখণ্ডসমূহের
মতো ছানাবলের দ্বারা, দধিসমুদ্র-কর্দমবলের মতো-চন্দ্রের মাংসখণ্ডের মতো দধিপিণ্ডের দ্বারা পরস্পরকে
নির্ভয়ে তাড়না করতে লাগলেন।

দধিমণ্ডমণিতোদম্বিদাদীনাং দ্রুতকনকপয়সামিব হারিত্রসলিল'নামপি মহাসুগন্ধিতৈলানাঞ্চ ধারাপাতেঃ
পরম্পরং সিঞ্চন্তো মৃচ্ছমদঙ্গ-পনব-ডমরু-বর্বার-মুচ্ছল-মদলকুল-কাহল-ভেরী-প্রভৃতি-মঙ্গল-বিচিত্রবাদিত্র-
নিনদানুগততালক্রমং নৃত্যন্তো গায়ন্তশ্চ মঙ্গলসঙ্গীতান্তর্গত-চর্চরিকাদ্বিপদিকাজন্তলিকা-তেনাদিনানাবিধ-
গানমনাকলিতমপি সাক্ষাৎকারয়ন্ত ইব তৎকালাবিভূতং তমপূর্বং কুমাং ব্রজরাজমাহ্লাদয়াক্রুঃ ॥

২৩। ইতস্ততশ্চ উর্বীগীর্বাণসঞ্চয়-মঙ্গলাশীঃস্বনসহচর-বেদনির্ঘোষৈরভিতোহভিতঃ সকল-জন-
মুখোদগীর্ণ-জয়জয়-রবৈঃ পরিতশ্চ চারুচারণ-মাগধ-সুত-বন্দি-বন্দ্যোপনীতবাস্তবস্তবস্তবকৈরপি নাদব্রহ্মময়
ইব সময়ঃ সমপাদি ॥

২৪। ততশ্চ তমতিমহোৎসবমহারসং জরয়িতুমসমর্থো বা ব্রজপুরভূমভূং, পুরপ্রণালিকা-
নিকরমুখনিঃসৃত-দধি-ছন্ধাদিধারা-প্রপাতমিষণেণ মুহূর্বমন্তীব সুরভয়তি স্ম চ পুরমার্গান্, যন্ধারাজলং
গৃহীতবিহগাকারা নাকিনোহপি সাদরমুপস্পৃশন্তি স্ম, পিবন্তি স্ম চ ॥

পিঠেত্তরিব, ইতি স্পৃশ্পর্শমুক্তম্। চর্চরিকাদয়ো গীতচ্ছন্দোভেদাঃ; এবম্ভূত-নানাবিধগানং কর্ম, তমপূর্বং কুমাং
প্রযোজ্য কর্মভূতং সাক্ষাৎকারয়ন্ত ইব, অনুভাবয়ন্ত ইব। কিংবা, গানমেব প্রযোজ্যকর্মভূতং সাক্ষাৎকারয়ন্ত ইব
দর্শয়ন্ত ইব, তং কুমাংমিতার্থঃ। গানং কীদৃশম্? অনাকলিতমপি পূর্বমনভ্যস্তমনুভূতমপি তদানীং ভগবদিচ্ছ্যেব
সহসা স্মৃতিতমিতার্থঃ ॥

২৩। চারণা নটঃ, “সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ। বন্দিবস্ত্রমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ ॥”
ইতি ॥

২৪। জরয়িতুং জীর্ণং কতুর্মসমর্থো ইব সা ব্রজপুরভূমুর্হর্বমন্তীবাভূদিত্যয়ঃ। পুরস্ত প্রণালিকানিকরা এব
মুখানি তেভ্যো নিঃসৃতো যো দধি-ছন্ধাদিধারা-প্রপাতস্তমিষণেণ বমন্তীবাভূদিতি সম্বন্ধঃ। নাকিনো দেবাঃ ॥

মণিময় পিচকারিতে ছঙ্ক-দধিমণ্ড-ঘোল-মাঠা, এবং গলিত স্বর্ণজল সম হরিত্রাজল ও মহাসুগন্ধি-
তৈল ভরে নিয়ে তার ধারাপাতে পরস্পরকে ভিজিয়ে দিলেন;—মৃচ্ছমদঙ্গ-পনব-ডমরু-বর্বার-মুচ্ছলমাদল-
কাহল-ভেরী প্রভৃতি বিচিত্র মঙ্গলবাচ্যের শব্দের অনুগত তালে নৃত্যগীত করতে লাগলেন তাঁরা, মঙ্গল-
গীতের অন্তর্গত চর্চরিকা-দ্বিপদিকা-জন্তলিকা-তেনাদি নানাবিধ গান পূর্বে অনভ্যস্ত অননুভূত হয়েও
শ্রীভগবৎ ইচ্ছায় সহসা এসে যেন স্মৃতি পেতে লাগল—এইরূপে ব্রজগোপগণ তৎকাল-আবিভূত সেই
কুমারকে এবং ব্রজরাজকে আহ্লাদিত করলেন।

২৩। আরও, ইতস্ততঃ এখানে ওখানে চতুর্দিকে ব্রাহ্মণদিগের মঙ্গলাশিষ-শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত
বেদধ্বনিতে, চতুর্দিকে সকল জন-মুখোদগীর্ণ জয় জয় রবেতে, এবং চতুর্দিকে সুন্দর চারণ-মাগধ-সুত-
বন্দিসমূহের দ্বারা বাস্তব প্রস্তুত স্তব স্তুতিতে নন্দোৎসব কাল তো নাদব্রহ্মময় হয়ে গিয়েছিল।

২৪। অতঃপর সেই মহামহোৎসবের মহারস যেন সেই ব্রজপুর-ভূমি পরিপাকে অসমর্থ হয়েই
পুরপ্রণালিকাসমূহের মুখ-নিঃসৃত দধি-ছন্ধাদি ধারা-প্রপাত ছলে বমন করতে লাগল, এবং পুরপথ
সুরভিত করে তুলল;—সেই ধারা-জল স্বর্ণের দেবতা পক্ষীরূপ ধরে সাদরে স্নান পান করছিল।

২৫ । তন্মিল্লব সময়ে সকলা এব ধেনবো নবোনীত নবনীত-হরিদ্রা-তৈলকুশিতাঃ কনকমণি-বিভূষণভূষিতাঃ সবৎসা জগৎসারভূতা নিজনিজমনসি কৃষ্ণাবিভাবভাবুকশুভগম্ভাবুকা হর্ষহৃষ্যাবেণ মুখরয়ন্ত্যা ভুবনতলং নাআনমপি সম্মুখঃ, কিমুতাহার-পানাদি ॥

২৬ । এবমতিকালকলিতমহোৎসবমাতীর্নিকুরষ্ণং ভগবতী শ্রীবসুদেব-পত্নী রোহিণী তৈল-সিন্দূরমাল্যবসনাভরণাদিভিরভিপূজ্যাভিনবশুভকুমারাভ্যুদয়মভ্যর্থয়ামাস । বহিঃচতরেতরমনবরত-রভ-সরভসাবশাং সহসহ্ষকৃতবজ্রাবভূতস্নানাস্ত এবোপনন্দাদয়ো ব্রজপুর-পুন্দরং পুরস্কৃত্য প্রতিজনমেব মণি-ময়মগুনমহাইবসন-মালা-চন্দন-তাম্বুলাদিভিরভ্যর্জ্য সবিনয়মভিনব-শুভকুমারমঙ্গলোদয়মাচকাজ্জুঃ ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে প্রাদুর্ভাবলীলালতাবিস্তারে

দ্বিতীয়: স্তবকঃ ॥২॥



২৫ । কৃষ্ণাবিভাব এব ভাবুকং মঙ্গলং তেন সুভগম্ভাবুকাঃ সুভগা ভবন্তা ইত্যর্থঃ ॥

২৬ । রভসস্ত হর্ষস্ত রভসা বেগস্তদ্ব্যাং, রভসা টাবন্তোহপ্যস্তি; “রভসা হর্ষবেগয়োঃ” ইতি ত্রিকাণ্ডশেষপাঠাং ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীমুখবর্ত্তন্যাং দ্বিতীয়স্তবকসঙ্গমনম্ ॥২॥



২৫ । সেই সময়ে সত্তা তোলা নবনীত-হরিদ্রা-তৈলে মর্দিতা, কনকমণি বিভূষণে ভূষিতা-সবৎসা-জগৎশ্রেষ্ঠা ধেনুসমূহ নিজ নিজ মনে কৃষ্ণাবিভাবরূপ মঙ্গলের দ্বারা নিজেকে সৌভাগ্যবতী ভেবে আনন্দে হাস্য হাস্য শব্দে ভুবনতল মুখরিত করে তুলল—তাদের নিজ দেহস্মৃতিই বিস্মরণ হয়ে গেল—আহার পানাদির আর কথা কি ?

২৬ । এইরূপে বহুক্ষণ মহোৎসবে মত্ত ব্রজগোপীগণকে ভগবতী শ্রীবসুদেব পত্নী রোহিনীদেবী তৈল-সিন্দূর-মালা-বসন-আভরণাদি দ্বারা সাদরে পূজা করে অভিনব শুভকুমারের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রার্থনা করলেন,—বহিরাঙ্গনে পরস্পর নিরন্তর আনন্দ-মত্ততায় অধীরতাহেতু হাসিভরা মুখে অল্পস্থিত যজ্ঞের অস্ত্রে স্নান করে উপনন্দাদি গোপগণ ব্রজপুরপুন্দর শ্রীমদবাবাকে সম্মুখে করে উপস্থিত প্রতি-জনকে মণিময় মগুন - মহামূল্যবান বসন - মালা - চন্দন - তাম্বুলাদি দ্বারা অর্চনা করে সবিনয়ে অভিনব শুভকুমারের মঙ্গলোদয় প্রার্থনা করলেন ।



তৃতীয়ঃ স্তবকঃ

...—:০ঃ—...

১। এবং ভুবনবতীর্ণে নরাকৃতিনি পরব্রহ্মণি সমুপগতে চ স্তনক্ষয়তাং পূর্বাবতীর্ণঃ স চ ব্রহ্মভূতো লোকঃ কেবলং লৌকিক ইব লোকৈর্দৃশ্যমানোহপি সহাবতীর্ণয়া শ্রিয়ৈব পুনরপ্যালৌকিকো জায়মানঃ সকলজননয়নমনশ্চমৎকারকারী বভূব ॥

২। তন্মধ্যে এষ লৌকিকতাপনৌ ব্রজরাজে রাজ্ঞঃ কংসস্ত্য বার্ষিকং গোরসাদিকরমুপপাদয়িতুং পরিরক্ষণার্থমাপ্ততম-স্ববিরাতীরনিকরং নিযোজ্য নিযোজ্যৈরেব কয়দ্বিষত্বরাজধানীং গতবতি সতি ত্বরাঅনা তেনৈব কংসাভিধেন নৃশংসেন পূর্বজন্মুযি কালনেমিতয়াখ্যাতেন পূর্ববৈবরমন্মুরতা (ভা০ ১০।৪।১২) “কিং ময়া হতয়া মন্দ কচিচ্ছাতস্তবাস্তবঃ” ইতি যোগমায়াদিতেন তদনুসন্ধানধুরন্ধরতয়া তদপচিকীৰ্ষয়া প্রেযিতঃ পুতনানামবালগ্রহঃ প্রথমমেব তামেব ব্রজরাজ-রাজধানীমাসাদ, সা পুতনা নাম কামরূপিণী

তৃতীয়ঃ স্তবকঃ

তৃতীয়ে পুতনাঘাতঃ শ্রীযশোদাতিরোদনম্।

বর্ণ্যতে মথুরাতোহথ নন্দস্তাগমনং গৃহে ॥

১। স চ প্রসিদ্ধো ব্রহ্মভূতঃ,—শ্রীভাগবতাদৌ সৰ্বেষামপি ভগবদ্বায়াং ব্রহ্মস্বরূপত্বেন নিশ্চিতত্বাৎ, (গো০ তা০ উ০ ২২) “তাসাং মধ্যে সাক্ষাদব্রহ্মগোপালপূরী হি” ইতি শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতেঃ। শ্রিয়া শোভয়া ॥

২। ব্রজরাজে গোরসাদিকং কংসস্ত্যোপপাদয়িতুং গতবতি সতীত্যন্বয়ঃ। কিং কৃত্বতাপেক্ষায়াং পুরপরিরক্ষণে-

তৃতীয় স্তবক

পুতনাবধলীলা :

১। এইরূপে নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে এবং মা যশোদার স্তন্যপায়ী শিশুরূপে লীলাপরায়ণ হলে পূর্বাবতীর্ণ সেই প্রসিদ্ধ ব্রজমণ্ডল পূর্বে সাধারণ লোকচক্ষে কেবল লৌকিকের মতো প্রতীতি হলেও শ্রীকৃষ্ণসহ অবতীর্ণ শোভায় শোভন হয়ে পুনরায় অলৌকিক বলে অনুভূত হয়ে সকলজননয়নমনের চমৎকারকারী হল।

নিরুপমা সুন্দরী মাতৃবেশে পুতনার আগমন :

২। ইতিমধ্যে লৌকিক ভাব-প্রাপ্ত ব্রজরাজ শ্রীনন্দবাবা অতি নিজজন বৃদ্ধ গোপগণকে পুরীর সংরক্ষণার্থ নিয়োগ করে কতিপয় অনুচরের সহিত রাজা কংসের বার্ষিক কর গোরসাদি দেওয়ার জন্য যত্নরাজধানী মথুরায় গেলে পূর্বজন্মের শত্রুতা নিরন্তর স্বরণ-প্রভাবে এবং ‘হে, মন্দ আমাকে মেরে কি করবে—তোমার হস্তা অস্ত্র কোথাও জন্মেছে’ যোগমায়াদেবীর এই কথার প্রভাবে শত্রুর

রূপিনী সৌন্দর্য্যসম্পত্তিরিব সকলজননয়নচমৎকারকারিণী চ সমপাঠত ॥

৩। যামভিবীক্ষ্য উর্ব্বশি উর্ব্বশিবং তে সৌভাগ্যম্, অলম্বুষে অলং বুষণেব তে দর্পেণ, রন্তে-
হরন্তেকীব হুমসি, যুতাচি যুতা চিতেব তে যশোনবনীতাবলীঃ, মেনকে মেন কে ত্য়ামুপহসন্তি, প্রম্লোচে
প্রম্লোচেন গতং তে রূপসৌভগম্, চিত্রলেখে চিত্রলেখেব তে মূর্ত্তিঃ, তিলোত্তমে তিলোত্তমেব তে কীর্ত্তিঃ,
ইতি সকলৈরেব পুরজনৈনাকবেশবিলাসিনীরূপহন্তা কিমিয়ং মূর্ত্তেব ব্রজপুরদেবতা, কিমিয়ং ত্রৈলোক্যে-
লক্ষ্মীঃ, কিমিয়মানম্বুধরা তড়িমগ্বরী, কিমিয়ং নিষ্কুমদবান্ধবা কোমুদী—ইতি বিতর্ক্যমাণা ব্রজপুর-
পরমেশ্বরী-ভবনমেব সা প্রবিবেশ ॥

৪। তথা সতি ইয়ং খলু ব্রজপুর-পুরন্দর-মন্দিরাবতীর্ণ-পরমমহাপুরুষচরণ-পরিচরণ-চাতুর্য্যধূর্ত্যতয়া

ত্যাাদি। নিযোজ্যৈঃ কিস্করৈঃ ; “নিযোজ্য-কিস্কর-প্রেম-ভূজিষ্ণু-পরিচারকাঃ” ইত্যমরঃ ; যদ্বয়াজ্ঞানীং গধুরাম্ ; তন্ত
নিজশত্রোরত্নসন্ধানে ধুরন্ধরতয়া প্রবীণতয়া জাতন্ত নিজশত্রোরপচিকীর্ষয়া অপকারেচ্ছয়া ॥

৩। হে উর্ব্বশি ! উরু অধিকমণ্ডিবমমঙ্গলং যন্ত তথাভূতং সৌভগং তবাভূং, অনয়া স্বীয়সৌন্দর্যেণ তব তিরস্কা-
রাদিতি ভাবঃ। বুষণেব তৃণাদিক্ষেদেনেব ; “কড়ঙ্গরো বুসং ক্রীবে” ইত্যমরঃ। হে রন্তে ! অরং ক্রুতং ভেকীবং
হুম্। হে যুতাচি ! তে তব যশাংশ্চৈব নবনীতানি, তেষামাবলিঃ, সা অধুনা যুতা জলাদিনা সিন্ধা চিত্তা প্রেতদাহিকা
অগ্নিশ্রেণীব ; “গৃ য় সেচনে” ইতি। হে মেনকে ! মে মম সম্বন্ধিনঃ কে ন ত্য়ামুপহসন্তি, অপি তু সর্ব এব ; প্রম্লোচেন,
প্রবাহেন ; চিত্রলেখা রেখা ইব স্তুক্তার্থঃ। তিলোত্তমা তিলাদপ্যন্তয়া অতিশ্রামা অপকীর্ত্তিরভূদিত্যর্থঃ। ইতি নাক-
বেশবিলাসিনীঃ স্বর্গাপ্রসঃ ; উপহন্ত তিরস্কৃত্য ; ব্রজপুরদেবতেতি হস্তধ্বংসংশেন, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীরিতি পরমশোভয়া,
তড়িমগ্বরীতি গৌরবাস্ত্য, কোমুদীতি স্নগীতলচ্ছবিতয়া ॥

অপকার-ইচ্ছাপ্রসূত অনুসন্ধান-তৎপরতায় পূর্বজন্মে কালনেমি নামে আখ্যাত ছুরায়া নৃশংস কংস
বালঘাতিনী পুতনাকে প্রেরণ করলেন—সে প্রথমেই গিয়ে সেই ব্রজরাজধানীতে উপস্থিত হল।

৩। একে দেখে সেই পুরজনেরা স্বর্গীয় অপ্সরাদের উপহাস করতে লাগলেন—ওহে উর্ব্বশি,
তোমার সৌন্দর্য্য তো এর নিকট অতি অমঙ্গলরূপেই দেখা দিচ্ছে ; হে অলম্বুষে তোমার রূপের গরব তো
এবার ভূসিমাল সদৃশ তুচ্ছ হয়ে পড়ছে ; ওহে রন্তে, তুমি তো ব্যাঙ্গের মতো তুচ্ছ হয়ে গেলে হে ;
ওহে যুতাচি, তোমার যশরূপ নবনীতসমূহ তো আজ জলাদিতে সিন্ধা চিতার আকার ধারণ করছে ;
হে মেনকে, আমার জন কেই বা তোমাকে-না এখন উপহাস করছে ; ওহে প্রম্লোচে, তোমার রূপ
সৌভাগ্য তো আজ বন্যার জলে ভেসে গেল হে ; হে চিত্রলেখে, তোমার মূর্ত্তি তো আজ ছবির মতো
নিশ্চল হয়ে পড়ল ; হে তিলোত্তমে, তোমার কীর্ত্তিতো আজ যেন অতিশয় কালিমায় ঢেকে গেল—
এইরূপ উপহাস করবার পর ব্রজজনেরা বিতর্ক করতে লাগলেন—ইনি কি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী, ইনি কি
বিনামেঘে বিদ্যুতমগ্বরী, ইনি কি বিনা চন্দ্রমার চন্দ্রিকা—সকলে যখন এইরূপ বিতর্কমান রয়েছেন সেই
অবসরে পুতনা ব্রজপুরপরমেশ্বরীর ভবনে গিয়ে প্রবেশ করল।

৪। এতে পুনঃ ঐ সকল ব্রজজন স্থির করল এ নিশ্চয়ই ব্রজপুরপুরন্দর শ্রীনন্দবাবার ঘরে

ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীরেব সমুপসর্পতীতি পুনস্তৈরিদমেব নিরটঙ্কি ॥

৫ । অনন্তরং চৌরমূর্ত্তিরিব মহাসাহসা, লোভোপহতা জনতেব নির্লজ্জা, কোপবৃত্তিরিবাসমীক্ষ্য-
কারিণী, সা ভবনং প্রবিণ্ড জলন্তমিব সকলান্তুভসমূহভস্মীকরণচণমহানলক্ষুলিঙ্গম্, নিখিল-রিপুনিকর-
বহলতমঃ-সমুদঘাটনপাটবৈকচটুলং বিলক্ষণং দীপশিখরমিব, সংসার-বিষমবিষ-মহাকুপার-নিঃশেষ-
নিঃশোষকারিণং মুনিবিশেষমিব, মথ্যমানচন্দ্রিকাচয়ঃফেনধবলশয়নতলশয়িতং কর্পূরধূলিকেদারতট-সমুৎ-
পন্নং মহামরকতাকুরমিব, খলবাণীব বহিঃ সরসা, বারীীব বহিরাবতা, মণিকোষাক্তিতা কালায়সকরপালিকেব
দর্শনসুখদা, কল্পলতিকায়মানা বিষলতিকেব, সন্মহং জননীব তমস্কমারোপয়িতুং কৃতমতির্জনন্যা ব্রজপু-
র-পরমেশ্বর্যা বসুদেবভার্য্যার্য্যা চ 'কিমিয়ং ভগবতী গৌরী, কিমিয়ং ভূতধাত্রী, কিমিয়মিন্দ্রাণী, কিমিয়ং

৪ । পুনস্তৈরেব জটৈরিদমেব নিরটঙ্কি নির্ণীতম্ । অত্র পুতনায়ামাবিশ্ত ভগবতো যোগমায়ৈব লীলাসিদ্ধার্থং
তাদৃশসৌন্দর্য্যং স্ফোরয়িত্বা তান্ মোহয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্—তস্মা বরাক্যাস্তামস্মা তয়া মায়য়া শুক্লসত্ত্বাবরণমামথ্যাতথাত্মপ-
পন্তেরিতি ॥

৫ । মহাসাহসেতি সহসান্তঃপুরপ্রবেশসামর্থ্যমুক্তম্ । নির্লজ্জেতি স্বকার্যসাধন এব তাৎপর্যম্ । অসমীক্ষ্যকারি-
ণীতি তাদৃশস্তমোগমূর্ত্তিদর্শনেহপি ষাত্তত্ত্বাবসায়াত্যাগঃ । সা তমস্কমারোপয়িতুং কৃতমতির্জনন্যা ন প্রত্যযেধি । কীদৃশং
তম্ ? সকলানামন্তুভসমূহানাং কাষ্টস্থানীয়ানাং ভস্মীকরণচণং ভস্মীকরণেন খ্যাতং মহাগ্নিকণম্, এতেন দিকারি-
বিশেষানিয়মে নৈব স্পর্শমাত্রেনৈব নিঃশেষপাপহারিত্বমুক্তম্ । নিখিলা রিপুনিকরা এব বহলানি তস্যাং তেযাং সমাশুদ্-
ঘটনস্ত পাটবে দক্ষতায়ানেকং চটুলং চক্ষলং পরমসমর্থমিত্যর্থঃ । এতেন রিপুপ্রভ্যমান-দ্রব্যাপারান্তমাত্রৈগৈব
অক্ষোভেণ তম্ভাশকারি-স্বভাবত্বমুক্তম্ । সংসার এব বিষমস্ত বিষম্ মহাকুপারঃ সমুদ্রস্ত নিঃশেষেণ নিঃশোষকারিণম্-
এতেন তাদৃশ-শত্রুগামপি সংসারবন্ধচ্ছেদকতেন পরমদয়ালুত্বম্ । ইত্যেবং তটস্থলক্ষণেন মহাগুণাত্তট্য তদানীং
স্বরূপলক্ষণেনাপি পরমমার্ধ্যং বর্ণয়তি—মথ্যমানেতি । মথ্যমানানাং চন্দ্রিকাচয়ানাং ফেনমিব ধবলমিত্যুপলক্ষণম্ ।

অবতীর্ণ পরমমহাপুরুষের চরণের পরিচর্যা-চাতুরীতে নিপুণা ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীই সম্মুখে এসে উপস্থিত
হয়েছেন ।

৫ । অনন্তর মহাসাহসী লোভপরায়ণ জনের মতো নির্লজ্জা, কোপবৃত্তির মতো কার্য্যকার্যবিচার-
হীনা সেই পুতনা ব্রজরাজভবনে প্রবেশ করে সকল অন্তুভসমূহ ভস্মীকরণে বিখ্যাত প্রজ্জ্বলিত মহানল-
ক্ষুলিঙ্গ সদৃশ, নিখিল শত্রুকুলরূপ অন্ধকাররাশি বিনাশে নিপুণ পরমসমর্থ বিলক্ষণ দীপশিখার মতো,
সংসাররূপ বিষমবিষসমুদ্র নিঃশেষে শোষণে মুনিবিশেষের মতো, মথিত জ্যোৎস্না-সমুদ্র থেকে উথিত
ফেনসম ধবল শয্যায় শায়িত, কর্পূরধূলিক্ষেত্রে সমুৎপন্ন মহামরকতাকুরের মতো সেই যশোদাতনয়কে
দেখতে পেল । খল-বাণীর মতো মুখে মিষ্টি, বারীর মতো বহির্দেশে আবতা, মণিকোষে রক্ষিত তীক্ষ্ণ
তরবারির মতো দর্শন-সুখদা, কল্পলতা প্রতীয়মানা বিষলতার মতো সেই পুতনা তাঁকে দেখে সন্মহে
জননীর মতো কোলে তুলে নেওয়ার ইচ্ছা করলে ব্রজপুরপরমেশ্বরী ও বসুদেব ভার্য্যা মনে মনে চিন্তা
করতে লাগলেন—ইনি কি ভগবতী গৌরী, ইনি কি ভূতধাত্রী, ইনি কি ইন্দ্রাণী, ইনি কি বরুণ পত্নী,

বরুণানী, কিমিরমগ্নায়ী মদাশ্রজং প্রতি বৎসলতয়া ?' ইতি বিতর্কপরয়া ন প্রত্যবেধি ॥

৬। 'কিমহমশ্রু মাতা কিমিয়ং বা, ইতি নির্দারয়িতুমসংখ্যামেব ব্রজেশ্বর্যাং নিঃসান্বসমেব তমর্ভকমঙ্কে দিধাতুমায়েভে ॥

৭। উরীকৃতাজ্ঞভাবেন জ্ঞানঘনবিগ্রহেণ ভগবতাপি পরমকারণিকেন জননীবেষমাত্রপরিলোচন-
পরিতুষ্টেনেব তয়া স্পৃষ্টমাত্রৈণেব তদঙ্কতলমরুরূহে। সা চ সাদরমঙ্কে নিধায় মাত্রোঃ পশুন্তোঃ পরম-
বৎসলা জননীব পয়োমুখং বিষকুন্তমিব পয়োধরমধরে নিধাপয়ামাস ॥

৮। ততশ্চ, পিবন্ দুগ্ধং স্নিগ্ধোদরদলিত-বন্ধুকলিকা-
দলজ্রোণীতান্নাধরপুট-চমৎকারকলয়া।
অমৃং চক্রে লীলাময়নবশিশুঃ প্রাণধমনী-
সমাকৃষ্টা সত্যঃ সকলকরণপ্রানিবিবশাম্ ॥

শীতলং কোমলঞ্চ যৎ শয়নতলং তত্র শয়িতম্। তত্রোৎপ্রেক্ষাতে কর্পূরধূলীত্যাদি। বহিঃপ্রকাশরূপেণ সরসা, অন্তঃস্বগত-
রূপেণ ভতিক্রুরা বাণী; পুতনাপি বহির্বাৎসল্যপ্রকাশিনী, অন্তস্ত মারণব্যবসায়বতীত্যর্থঃ। দুর্মদগজানাং বন্ধনেন
বশীকরণার্থং বাণী যথা তৃণাদিভির্বিহারিতা, অন্তস্ত বিবরময়ী, তথা সাপীত্যর্থঃ। কালায়সকরণালিকা তীক্ষ্ণখড়্গালতিকা;
বহুদেবভাষয়া রোহিণ্যা চ ন প্রত্যবেধি। গৌরীত্যনুপমসৌন্দর্য্যদৃষ্টা, ভূতধাত্রীতি পরমরূপোদয়দৃষ্টা, ইন্দ্রাণীতি
স্বাধিকারপ্রকাশনদৃষ্টা, বরুণানীতি স্নিগ্ধচ্ছবিদৃষ্টা, অগ্নায়ীত্যতিদুর্দ্ধবদৃষ্টা। বিতর্কঃ ॥

৬। অঙ্কে ক্রোড়ে ॥

৭। উরীকৃতোহঙ্গীকৃতোহজ্ঞভাবোহজ্ঞত্বং যেন তন্ত, সর্বদা মধুবলীলাবিষ্টভ্বেপি উৎপাতাগমকালে সহসৈবৈশ্বর্ঘ্য-
ক্ষুরণস্বভাবত্বাৎ ॥

৮। অমৃং পুতনাং সকলানাং করণানামিন্দ্রিয়াণাং প্রানিভির্বিবশাং চক্রে। প্রাণধমনী প্রাণনাড়ী, তন্ত্রাঃ

ইনি কি অগ্নির পত্নী—আমার পুত্রের প্রতি বাৎসল্যে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন—এইরূপ বিতর্ক-
পরায়ণ হয়ে বাধা দিলেন না।

বিষন্তনচুষণচ্ছলে পুতনাবধ :

৬। 'এর মাতা কি আমিই কি এই সুন্দরী' এ-নির্দারণে ব্রজেশ্বরী অসমর্থ্য হয়ে পড়েছেন,
আর অমনই পুতনা ঐ শিশুকে নির্ভয়ে কোলে তুলে নিতে আরম্ভ করল।

৭। জ্ঞানঘনবিগ্রহ হয়েও যিনি মুগ্ধত্ব-ভাবে অঙ্গীকার করেছেন সেই পরমকারণিক
শ্রীভগবানও জননীবেষমাত্র দেখেই পরিতুষ্ট হয়ে স্পর্শ করা মাত্রই তার কোলে উঠে পড়লেন—সেও
সাদরে কোলে নিয়ে ছুই মায় দেখতে দেখতেই পরমবৎসলা মায়ের মতো পয়োমুখ বিষকুন্তসম স্তন
অধরে লাগিয়ে দিল।

৮। অতঃপর পাপড়ি সমন্বিত স্নিগ্ধোদর বাঁধুলি পুষ্পকলিকার পাপড়িরূপ পানপাত্রীসম তাম্রবর্ণ
অধরপুটে চুষণচাতুর্থে স্তনপান করতে করতে প্রাণনাড়ীতে জোর আকর্ষণের দ্বারা পুতনার সকল ইন্দ্রিয়

৯। অনন্তরম্— মুঞ্চেতি ব্যথমানমানসতয়া ক্ষিপ্তোহপি গাঢ়ং তয়া
চুষ্মেব স্নকোমলাধরপুটেনাতৃপ্তবৎ কৌতুকী।
বিভ্রত্যাঃ সহজাকৃতিং বিষপয়ঃ পীত্বাহস্তিবত্তাং তনু-
মাভাসান্নিরসীসরদ্বহিরসৌ তৎক্ৰোড়বর্তী চ সঃ ॥

১০। তদস্থ চ চক্রবর্তিরাজ ইব সকলপ্রজাকরালঃ, লক্ষাপরিসর ইব বিভীষণমাহাভ্যাঃ গানব্যবহার
ইব তালপ্রবেষ্টঃ, মহামহীধ্র ইব গণ্ডশৈলপয়োধরঃ, বলিরিব পাতালাস্ত্যঃ, মহাশৈল ইব কন্দরাগভীর-

সমাকৃষ্টা সমাগাকর্ষণেন। কথং তদাকর্ষণমিত্যপেক্ষায়াং তদবিশিনষ্টি—ল্লিঙ্গমুদরং যন্তাঃ সা চ দলিতা দলবতী যা
বদ্ধককলিকা তস্তা দলমেব দ্রোণী পানপাত্রী তজ্রপং যন্তাত্তবর্ণমধরপুটং তেন যা চমুংকারস্ত কলা বৈদক্ষী তয়া দৃষ্টং
পিবন্; আবেশেন চুষণশব্দাহুকরণং চমুংকারঃ ॥

৯। মুঞ্চেতি,—‘বালং ন মুঞ্চত্যাপি মাট্রিকেন, যা মুঞ্চ মুঞ্চেত্যপসারিতাপি। তাং পুতনাং মুঞ্চেতি নৈষ বালঃ,
অং মুঞ্চ মুঞ্চেত্যপসারয়ন্তীম্’ সহজাকৃতিং বিভ্রত্যাঃ পুতনায়া বিষপয়ঃ পীত্বৈতি তদানীং লক্ষাবসরয়া সংহারিকয়া শক্ত্যেব
তং পানম্, তস্ত তু ব্যাপদেশমাত্রং “শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ” ইতি জ্ঞায়াৎ। এতচ্চ বর্ণয়িত্তমাণ দাবানলপান-প্রসঙ্গবদেব
জ্ঞেয়ম্। তস্তাস্তাং বিকটাং তত্থং স্বভাবসিদ্ধামাবাসান্নগরাদ্বহ্নিরসীসরং নিঃসারয়ামাস। নগরমধ্যে তৎসম্মদনেন বহু-
তরলোকনাশং পরায়ুশ্চ বহিচ্চিক্ষেপেত্যর্থঃ। স্বয়ঞ্চ তৎক্ৰোড়বর্তীতাহো আশ্চর্যমিতি ॥

১০। তদেহঃ ক ইব? চক্রবর্তী রাজা সর্বমণ্ডলেশ্বরঃ স ইব সকলানাং প্রজানাং করমালাতি গৃহ্নাতীতি সঃ
ব্যাক্যার্থকথনমাত্রায়, কিন্তু আলাতীতি ‘রা লা দানে’ আতশ্চোপসর্গে কঃ, ততঃ যষ্টীসমাসঃ; পক্ষে, সকলপ্রজানাং
সম্বন্ধে করালো ভীষণঃ, বিভীষণস্ত গাহাব্যাং মহিমা যজ্; পক্ষে, বিশিষ্টং ভীষণং ভয়প্রদং মাহাভ্যাং মহাকায়ত্বং যন্ত
সঃ; তালানাং প্রাকর্ষণে বেষ্টনং যজ্ সঃ; পক্ষে, তালো তালবৃক্ষাবিব প্রবেষ্টো বাহু যন্ত সঃ; “ভৃজবাহু প্রবেষ্টো দোঃ”
ইত্যমরঃ; মহামহীধ্রো মহাপর্বতো মেঘাদিঃ, স ইব গণ্ডশৈলেষু পয়োধরা মেঘা যন্ত সঃ; পক্ষে, গণ্ডশৈলাবিব পয়োধরো

গ্লানিতে বিবশ করে দিল ঐ শিশু।

৯। অতঃপর ব্যথায় কাতরমনা ঐ পুতনা ‘ওরে ছুঁছুঁ ছাৰ্ ছাৰ্’ এই বলে ঐ শিশুকে দূরে
ছুঁড়ে ফেলতে চাইলেও ঐ কৌতুকী নবশিশু তার স্নকোমল অধরপুটে অতৃপ্তবৎ গাঢ়ভাবে যখন স্তন
চুষেই যাচ্ছে তখন পুতনা নিজের স্বাভাবিক বিশাল দেহ ধারণ করল—ঐ নবশিশু তখন পুতনার
বিষস্তন নিঃশেষে চুষে নিয়ে তার বিশাল দেহ আমার আঁটির মতো নগরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল—
সে নিজে কিন্তু তখনও তার কোলেই ছিল।

১০। অতঃপর চক্রবর্তিরাজা যেমন ‘সকলপ্রজাকরালঃ’ অর্থাৎ সকল প্রজার কর সংগ্রহীতা
তেমনি পুতনার দেহ—‘সকলপ্রজাকরালঃ’ অর্থাৎ সকল প্রাণীর পক্ষে ভয়ঙ্কর দর্শন, লক্ষা যেমন ‘বিভীষণ-
মাহাভ্যাঃ’ অর্থাৎ বিভীষণের মহিমায় পূর্ণ তেমনই ‘বিভীষণমাহাভ্যাঃ’ অর্থাৎ ভয়প্রদ ও মহাকায়, গান-
ব্যবহার যেমন ‘তালপ্রবেষ্টঃ’ অর্থাৎ তাললয়সমন্বিত তেমনই ‘তালপ্রবেষ্টঃ’ অর্থাৎ তালবৃক্ষসম বাহুসমন্বিত,
মহাপর্বত যেমন মেঘাবৃত গণ্ডশৈলযুক্ত তেমনই ‘গণ্ডশৈলপয়োধরঃ’ অর্থাৎ গণ্ডশৈলের মতো বৃহৎ স্তনযুক্ত,

গন্ধবহঃ মহাযোপসমূহ ইব সংযুগপ্রবলদন্তঃ, ধ্বজিনীসজ্জ্ব ইব মহাধ্বজিহ্বঃ, যাদোগণ ইব মহাহ্রদোদরঃ, বনপ্রদেশ ইব মহাবটাক্ষঃ শালোরুশ্চ, সার্ক্যোজমনব্যাপী তদেহস্তদানীং পুরবাহবনপরিসরে নিপত-
ন্বনিরুহানপি পাতয়ামাস ॥

১১। তদনু তদেতৎ কুহকমিতি জানতী তমাঅজমনবেক্ষমাণা ব্রজরাজমহিষী বৎসবৎসলা গোঁরিব
‘অহো কষ্টমহো কিমিদং ক মে তনয়ঃ’ ইতি মুচ্ছন্তী, ব্রজপুরপুরস্ত্রীভিরাশ্বাস্তমানা সংজ্ঞামবলম্ব্য ‘হা
ধিক্ হা বত নীলোৎপলমিতি কণ্ণাবতংসীকর্তুং কিমপস্তুতো নাকনারীভিঃ, নীলরত্নমিতি শিরঃশেখরী-

স্তনৌ যত্র সঃ ; পাতালে আশ্রা স্থিতির্যশ্চ সঃ ; পক্ষে, পাতালবদাস্তং মুখং যশ্চ সঃ ; কন্দরাস্ত্র গভীরো গন্ধবহো বায়ুর্যত্র
সঃ ; পক্ষে ; কন্দরে ইব গভীরে গন্ধবহে নাসিকে যশ্চ সঃ ; “গন্ধবহো ঘোণা নাসা চ নাসিকা” ইত্যমরঃ ; সংযুগে যুদ্ধে
এব প্রবলন্ অন্তো মরণং যশ্চ সঃ ; পক্ষে, সমাগ্ যুগা ইব প্রবলা দন্তা যশ্চ সঃ ; “ব্রথসৌরাদ্যোযুগঃ” ইতি বিশ্বঃ ;
ধ্বজিনীসজ্জ্বঃ সেনাসমূহঃ ; “ধ্বজিনী বাহিনী সেনা” ইত্যমরঃ ; মহাধ্বজিনং সেনাস্ত্যং হ্রয়তে ইতি সঃ ; পক্ষে, মহান্
অধ্বা মার্গ ইব জিহ্বা যশ্চ সঃ ; মহাহ্রদেষেব উৎকর্ষণে ইয়ন্তি গচ্ছতীতি পচাণ্ডচ্ ; পক্ষে, মহান্ হ্রদ ইব উদরং যশ্চ সঃ ;
মহান্তো বটো অক্ষাশ্চ বৃক্ষভেদা যত্র সঃ ; অক্ষো বহেড়া ইতি খ্যাতঃ ; পক্ষে মহান্তো আবটো গন্তাবিবাক্ষিণী যশ্চ সঃ ;
“গন্তাবটো ভুবি স্বভ্রে” ইত্যমরঃ ; শালাভিঃ শাখাভিঃ শালবৃক্ষৈর্বা উরুবৃহন্ ; পক্ষে, শালবৃক্ষাবিব উরু যশ্চ সঃ ।
অবনিরুহান্ কংসোপভোগ্যফলান্ তদারামস্থান্ তাসসপ্রকৃতীনাত্মাদীনীতি জ্ঞেয়ম্ ॥

১১। তদানীন্তনং ব্রজেশ্বরীচেষ্টিতং বর্ণয়তি—কুহকমিতি । যদয়ং তস্মা দিব্যবেশঃ, ব্যাজময়ং যচ্চ বাৎসল্যমঙ্ক-

বলিরাজের যেমন ‘পাতালাস্ত্রঃ’ অর্থাৎ পাতালে স্থিতি তেমনই ‘পাতালাস্ত্রঃ’ অর্থাৎ পাতালবৎ তোবরা
মুখভ্রম্য, মহাশৈল যেমন ‘কন্দরাগভীরগন্ধবহঃ’ অর্থাৎ গুহায় প্রবাহমানা জমাট বায়ুসংযুক্ত তেমনই
‘কন্দরাগভীরগন্ধবহঃ’ অর্থাৎ গুহার মতো গভীর নাসিকাসংযুক্ত, বড় বড় যোদ্ধা যেমন ‘সংযুগপ্রবল-
দন্তঃ’ অর্থাৎ যুদ্ধে অতি উদ্ভট মৃত্যুর কবলে পতিত হয় তেমনই ‘সংযুগপ্রবলদন্তঃ’ অর্থাৎ লাঙ্গলের
ফালের মতো বিকট দন্তযুক্ত, সেনাশ্রেণী যেমন ‘মহাধ্বজিহ্ব’ অর্থাৎ সেনাপতিকে আহ্বান করে তেমনই
‘মহাধ্বজিহ্ব’ অর্থাৎ রাজপথের মতো লম্বা চওড়া জিহ্বাসমন্বিত, জলজন্তুচয় যেমন ‘মহাহ্রদোদরঃ’
অর্থাৎ মহাহ্রদে সচ্ছন্দে খেলে বেড়ায় তেমনই ‘মহাহ্রদোদরঃ’ অর্থাৎ মহাহ্রদের মতো উদরবিশিষ্ট,
বনপ্রদেশ যেমন ‘মহাবটাক্ষঃ’ অর্থাৎ মহাবট-বহেড়াসমন্বিত তেমনই ‘মহাবটাক্ষঃ’ অর্থাৎ মহা
কোটরগত চক্ষুবিশিষ্ট, বনপ্রদেশ যেমন ‘শালোরুশ্চ’ অর্থাৎ শাল বৃক্ষের স্থিতিতে মহান্ তেমনই
‘শালোরুশ্চ’ অর্থাৎ শালসম উরুসমন্বিত—একপ পুতনার সেই ছয় ত্রোশব্যাপি ভয়ঙ্কর বিশাল দেহ
নগরের বহির্স্থিত বনভূমিতে নিপতিত হয়ে কংসের উপভোগ্য ফলবান্ বৃক্ষাদিকে ভূপাতিত করে দিল ।

যশোদার বিলাপ ও পুত্রপ্রাপ্তি :

১১ অতঃপর এ এক কুহক এইরূপ বুঝতে পেরে ব্রজরাজমহিষী পুত্রের অদর্শনে বৎসবৎসলা গাভীর
মতো চঞ্চল হয়ে ‘অহো কষ্ট, অহো আমার বাছা কোথায়’ এই বলে মুচ্ছাপ্রাপ্ত হলেন—ব্রজপুরপুরস্ত্রী-
গণ কর্তৃক আশ্বাসিতা হয়ে সংজ্ঞা লাভ করে পুনরায় বলতে লাগলেন ‘হা ধিক্, হায় হায়, নীলোৎপল

কর্ত্ত্বং চোরিত ইব নাগনাগরীভিঃ, তমালকুসুমমিতি চিকুরোত্তংসীকর্ত্ত্বং কিমপসারিতো গন্ধর্বাভিঃ, সিদ্ধাজনমিতি নিহুত্য রক্ষিত ইব যোগিনীভিঃ, তুহিনকিরণকোরক ইতি জটাটবীং প্রাপিতো ধূজটিনা, কিং মমৈব প্রবলতরুর্নিয়তিদেব্য। বিলসিতমিদম্, কিমহমযোগ্যা জননীতি স্বয়মেব জনন্যস্তরমাসাদিত-বান্' ইতি পুনঃ শ্বলন্তী মূচ্ছামেব কালক্ষেপকরীমুররীচকার ॥

১২ । তদনন্তরমবিলম্বমেবানয়া তনয়ো লভ্যতামিতি স্বয়মেব মূচ্ছায়া ত্যজ্যামানেব সা পুনঃ সংজ্ঞা-মবলম্ব্য 'হংহো কে জানীথ, কথয়ত, কেনাপ্যপহতং মেহপত্যম্, ক গতাংহং লম্প্য' ইতি প্রবলতর-পবনভুগলবলীলতেব মলিনা পদে পদে শ্বলন্তী ব্রজপুরপুরস্বামীজৈর্ধার্য্যমাণাঃপি সোরস্তাড়নমুচ্চৈস্তরাং রুদতী বিগলিত-চিকুরকলাপা করুণস্ত মূর্ত্তিরিব যাবৎ পুরতোরণমাসসাদ, তাবদেব 'কিমিদং বিনা বাত্যাংমেব নিপতিতং গিরিশৃঙ্গম্, কিময়ং পৃথিব্যা এব মৃতগর্ভঃ, কিময়ং নভসো গলিত এব মাংসপিণ্ডঃ, কিময়ং দিশামহিসজ্বাতঃ, কিময়ং রাক্ষসীদেহঃ' ইতি পরিতো ধাত্ত্বিরাভীরৈস্তুরসি নিঃসাধ্বসমেব খেলন্তুং সর্ব্ব এব মাং পশুয়ুরিতি করুণয়া তদ্ব্যপদেশেন বহির্ভূতমিব, মহাগিরিবরোপরি জলধরাস্কুরমিব লীলাশিশুং তমালোক্য 'অহো ! অদ্ভুতমিদং পুরনিবেশসময়ে যেয়মবলোকিতা, সৈবেয়ং ব্রজপুর-নিধাপনং স্তনদানঞ্চ তদেতং সর্ব্বমহু কুহকমিতি জানতী ; সংজ্ঞাং চেতনাম্ ; হুনিয়তিহুঁরদৃষ্টম্, সৈব দেবী তন্তাঃ ॥

১২ । অন্যয়া মূচ্ছয়া ত্যজ্যামানা ; লবলী লোয়ালি ইতি খ্যাতা ; পুরতোরণং পুরবহির্ভারম্ ; গিরিশৃঙ্গমিত্যুচ্চ-
 ত্বেন, মৃতগর্ভ ইতি লালাত্ত্যবৃত্ত্বেন, মাংসপিণ্ড ইতি অতিবিভত্বাদলক্ষ্যমাণমুখাত্তব্যববিশেষত্বেন, অহিসংঘাত ইতি দংষ্ট্রা-
 নখাদিপ্রদেশদৃষ্ট্যা, পৃথিব্যা নভসো দিশামিতি ক্রমেণ অধস্তউপরিতোঃভিত্তো বা আগতোহয়ং তিস্তভা এতাত্তো বিনা

ভ্রমে স্বর্গরমণীগণ কি কর্ণভূষণ করবার জন্ম অপহরণ করল, নীলরত্ন ভ্রমে চূড়ায় পরবার জন্ম নাগরমণীগণ কি চুরি করল, তমাল কুসুম ভ্রমে গন্ধর্বাগণ কি কেশালঙ্কৃত করবার জন্ম সরিয়ে রাখল, সিদ্ধাজন ভ্রমে কি যোগিনীগণ লুকিয়ে রাখল, চন্দ্রকিরণকোরক ভ্রমে কি শিব তার জটাজালে ঢুকিয়ে রাখল,—অথবা এ কি আমারই প্রবলতর ছুর্ভাগ্যদেবীর বিলাস চাতুরী, অথবা আমাকে অযোগ্যা জননী মনে করে সে নিজেই অহু জননীর নিকট চলে গেল—এই বলে পুনরায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কালক্ষেপণকারী মূচ্ছাকে আশ্রয় করলেন ।

১২ । এরপর 'শীঘ্রই এর পুত্র-প্রাপ্তি হোক' এইরূপ ভাবনায়ুক্তা স্বয়ং মূচ্ছা কর্ত্ত্বকই যেন ত্যক্ত হয়ে তিনি পুনরায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে—'অহো, তুমি কে, জান যদি বল—কে আমার বাছাকে চুরি করেছে, কোথায় গেলে তাকে পাব' এইরূপ বলতে বলতে প্রবল বাড়ের বেগে ছিন্ন লবলী লতার মতো মলিনা মা যশোদা ব্রজপুরস্বীগণ কর্ত্ত্বক ধৃত হয়েও পদে পদে শ্বলিতা হতে হতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে উচ্চস্বরে বোদন করতে করতে বিগলিত-কেশকলাপা করুণমূর্ত্তির মতো যখন গিয়ে পুরদ্বারে উপস্থিত হলেন ঠিক সেই সময়—'অহো এ কি বিনাঝড়ে নিপতিত গিরিশৃঙ্গ, এ কি পৃথিবীর মরাপ্রসবিত সন্তান, এ কি আকাশ থেকে গলিত মাংসপিণ্ড, এ কি দিক্বালের অহিসমষ্টি, এ কি রাক্ষসীদেহ' এই বলে চতুর্দিকে ধাবিত গোপগণ দেখলেন—'ঐ পুত্নমার বক্ষোপরি শিশু কৃষ্ণ নির্ভয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে' :—

পুরন্দরনন্দনদ্রোহার্থমাগতা, স্বয়মেব তেনৈবাপরাধেন ননাশেতি কিমহো ভাগ্যমস্মাকম্' ইতি বিতর্কয়ন্তি-
দৃশ্যমানা এব ব্রজপুরপুরক্সো। গিরিতটমিব তদেহমাক্ষহ তদ্ব্রজঃ স্মিতসুভগবদনমকুতোভয়ং তমাদায়
করাং করাস্তরমুপসাদয়ন্ত্যো ব্রজপুরেশ্বরীং প্রতি—‘অয়ি ! স্মৃতিনি ! তনয়োহয়ময়ং প্রিয়তাং প্রিয়তাম্’
ইতি যদোচুস্তদা তদুদীরিতাং গিরমপি স্বপ্নবাণীমিব মন্ত্যমানা ‘কিং প্রতারয়ন্তি মাং ভবত্যঃ’ ইতি
শোকগ্রহাভিভূতাব সা যদা ন প্রত্যেতি, তদোৎসঙ্গেহপি তস্মৈ স্মৃতস্ত স্পর্শ এব প্রত্যায়াক্ষকার ॥

১৩। তদনু শোকনিদ্রাতো লক্কজাগরেব, পুনরাসাদিত-জীবনেব, পুনরুৎপন্নসংবিদিব, মূর্চ্ছ্যৈব
পরিবর্তিতসকলেন্দ্রিয়বৃত্তিরিব, তনয়মুখমভিবীক্ষ্য যাবন্নির্গণোতি, তাবদেব কৃতকৌতুকমঙ্গলং গোপুচ্ছ-
ভ্রামণ-গোমূত্র-স্পনাদিভিঃ সংস্কার্য্য রোহিণীসহিতা উপনন্দ-সনন্দপ্রমুখভার্যা ব্রজপুরপুরক্সীভিঃ সমং
নিজনিজমত্যনুসারেণ সারেণ ভগবন্নামগ্রামেণ তদঙ্গরক্ষাং বিদধতি স্ম ॥

কুতন্ত্যোহয়ং ভবিষ্যতি, চতুর্থপদার্থস্তাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তদ্যাপদেশেন পূতনাপ্রাণাকর্ষণচ্ছলেন বিতর্কয়ন্তিরাভীরৈদৃশ্য-
মানা ইতি তেভ্যোহপ্যতিত্তরয়া তাসাং প্রথমং তত্র গমনাং তং ব্রজেশ্বরীতনয়ং করাং করাস্তমিতি সর্বাসামেব তাসাং
তদগ্রহণোৎসুক্যাং। তত্র মহতি জনসংঘটে অবকাশাভাবাদেকয়া তমাদায় শীঘ্রমাগন্তমশক্যত্বাচ্ছেত্যর্থঃ। অয়ময়মিত্য-
তিহর্ষণে দ্বিরুক্তিঃ ॥

১৩। লক্কজাগরেবেতি তদপি ঘূর্ণালম্বাদীনীব কার্শ্যমালিঙ্গাদীনী প্রথমং তস্তা ন নষ্টানীতি ভাবঃ। আসা-
দিতেতি ততশ্চ জীবাস্তানা তস্তা দেহে পুনঃ প্রবিষ্টমিবেতি ভাবঃ। উপপ্নেতি ততো বুদ্ধ্যাপি, পরিবর্তিতেতি তত

‘সকলেই আমাকে দেখুক’ এইরূপ করুণার উদ্দেশ্যেই যেন নগরের বাইরে গিয়ে অবস্থিত, মহাগিরি-
রাজোপরি জলধরাক্ষরের মতো লীলাশিশুকৈ দেখে সকলে বললেন—‘অহো এ এক অদ্ভুত ব্যাপার,
যাকে আমরা নগরে প্রবেশ করতে দেখেছিলাম এ-যে দেখছি সেই শ্রীনন্দনন্দনের দ্রোহার্থ এসেছিল,
সেই অপরাধে নিজে নিজেই সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, অহো আমাদের কি ভাগ্য’—এইরূপ বিতর্কপরায়ণ
গোপগণ কর্তৃক দূর থেকে দৃশ্যমানা গোপীগণ সেই অবসরে গিরিতটের মতো বিশালাকৃতি পূতনার
দেহোপরি চড়ে তার বৃকের উপর থেকে হাস্তবদন-সুন্দর-নির্ভয় প্রাণগোপালকে তুলে নিয়ে হাতে
হাতে ব্রজেশ্বরীর নিকট পৌঁছে দিয়ে বললেন—‘ওহে সৌভাগ্যবতী, এই যে এই যে আপনার পুত্র,
ধরুন ধরুন’ এই কথা শুনে তাঁদের মুখের বাক্যও স্বপ্নবাণীর মতো মনে করে যশোমা বললেন—‘তোমরা
আমাকে প্রতারণা করছ’—এইরূপে শোকগ্রহগ্রস্তের মতো তিনি যখন বিশ্বাস করলেন না, তখন তাঁর
কোলে অর্পিত পুত্রের স্পর্শই তাঁকে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিল।

১৩। তৎপর শোকনিদ্রা থেকে জাগরিতব্যক্তির মতো, পুনরায় জীবন ফিরে পাওয়া ব্যক্তির
মতো, পুনরায় জ্ঞান ফিরে পাওয়া ব্যক্তির মতো, মূর্চ্ছাদ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সকল ফিরে পাওয়া
ব্যক্তির মতো যশোমা পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করে যখন বিশ্ববলের মতো এদিক্ ওদিক্ তাকাতাকি করছেন
সেই অবসরে গোপুচ্ছভ্রামণ গোমূত্রস্নান ইত্যাদি দ্বারা মঙ্গলোৎসবময় সংস্কারকার্য সম্পাদন
করে রোহিণীদেবীসহ উপনন্দ-সনন্দপ্রমুখের ভার্যাগণ অগ্গাচ্ছ ব্রজপুরক্সীগণের সহিত মিলিতা হয়ে নিজ

১৪ । অপরতশ্চ সর্ব্ব এব গোজ্জহো মহাটঙ্কৈরিব গিরিবরপাষাণান্ কুষ্ঠারৈঃ পূতনাবয়বান্ খণ্ডশঃ কৃহা নয়নয়োরপরিচিতাং চিতাং বিধায় পুষ্কতিরিক্কনৈরিক্কনৈকাত্রং লিহেন পুরুতরশিখাবতা শিখাবতা দীপয়াঞ্চক্ৰুঃ ॥

১৫ । ভগবত্পূজ্যতয়া তচ্চিতাধূমস্ত কালাগুরুধূপধূম ইব গগনতলমাক্রোছোপরি তন-সপ্তভুবনজন-দ্রাণতর্পণে। বভূব ॥

১৬ । কিং বহুনা? যজ্ঞং পশ্না ধূমযোনয়োহপি যানি যানি সলিলানি বেমুস্তৈরপি ভূরপি সৌগন্ধ্যবতী সমপচ্ছতেত্যহো কিং বক্তব্যং ভগবতঃ কারুণ্যম্, যদিযং বিষমবিষময়পয়ঃ প্রদানার্থং গৃহীত-জননীবেশাভাসাহপি জননীলোকমাসাদিতা ॥

১৭ ॥ এবং সতি দূরতো মথুরাতঃ প্রতিনিবর্ত্তমানে ব্রজপুরপুরন্দরে তদনুবর্ত্তিনো ধূমলেখামবলোক্য

এবৈস্ত্রিয়ারপীতি, তনয়মুখমিতি তত এব দর্শনং সমভবদ্বিতি ভাবঃ । সারেণ শ্রেষ্ঠেন ॥

১৪ । টঙ্কৈঃ টাকীতি খ্যাতেঃ; টঙ্কঃ পাষণদ্যারণঃ” ইত্যমরঃ । অপরিচিতামবিষয়াং দূরে ইত্যর্থঃ । ইক্কনৈঃ কার্ঠৈঃ, শিখাবতা বহিনা;—“শিখবানান্তুশুক্ষণিঃ” ইত্যমরঃ । কীদৃশেন? পুরুতরশিখাবতা বহুতরজালাযুক্তেন, অতএব ইক্কনেন দীপ্ত্যা একং মুখ্যমত্রং দূরগতমেঘমপি লেঢ়ি ব্যাপ্নোতীতি তেন দীপয়াঞ্চক্ৰুর্জ্বালিতবন্তঃ ॥

১৫ । উপরিতনানাং সপ্তভুবনানাং ভুবঃস্বর্মহর্জনস্তপঃসত্যবৈকুণ্ঠানাং যে জনাস্তেষাং দ্রাণতৃপ্তিকারী ॥

১৬ । ধূমযোনয়ো মেঘা বেমূর্ব্বয়ুরিতি যাবৎ । অত্র বমেদন্তোষ্ঠ্যবকারাদিত্ত্বেহপি বেমতুর্ব্বমতুরিত্যুভয়স্তাপি ভগবন্তো দৃষ্টত্বাৎ । তথৈব কবিকল্পক্রেমেহপি ফণাদিমধ্যপঠিতত্বাৎ “ন শশদদবাদিগুণানাম্” ইত্যাদিপ্রতিষেধঃ প্রায়িকঃ ॥

১৭ । জ্যোরেব দেবী তস্তা নীলঃ প্রচ্ছদপটঃ, আগ্রপদং ব্যাপ্নোতীতি খপ্রত্যয়ঃ । পৃথিবীতন্তুদ্রুদগমং সন্তাব্য

নিজ মতানুসারে সমস্ত শাস্ত্রের সারভূত শ্রীভগবন্নাম সমূহের দ্বারা গোপালের অঙ্গরক্ষা বিধান করলেন ।

পূতনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও রূপাপ্রাপ্তি-কথন :

১৪ । অতঃপর সমস্ত গোপগণ বড় বড় শাবলের মতো গিরিরাজের প্রস্তরনির্মিত কুষ্ঠারের দ্বারা পূতনার দেহ খণ্ড খণ্ড করে শহর থেকে দূরে দৃষ্টির বাইরে চিতা সাজিয়ে প্রচুর কাঠের সংযোগে আকাশচুম্বী দীপ্তিমান বহুতর শিখাযুক্ত অগ্নির দ্বারা জ্বালিয়ে দিলেন ।

১৫ । শ্রীভগবানের দ্বারা উপভুক্ত হওয়ার দরুন সেই চিতাধূম কিন্তু কালাগুরু-ধূপধূমের মতো আকাশে উঠে উপরস্থ সপ্তভুবনের সকল লোকের নাসিকার তৃপ্তিকারক হল ।

১৬ । আর বেশী কি সেই চিতাধূম থেকে উৎপন্ন মেঘ যে যে জল বর্ষণ করল তা-ও পৃথিবীকে সৌগন্ধ্যবতী করে তুলল, অহো শ্রীভগবানের করুণার কথা আর কি বলব—যেহেতু বিষমবিষময় স্তনদুগ্ধ প্রদানের জন্য জননীবেশের আভাসমাত্র গ্রহণ করেছিল যে-পূতনা তাকেও মাতুলোক প্রাপ্তি করিয়ে দিল এ-করুণা ।

১৭ । অতঃপর মথুরা থেকে যখন শ্রীানন্দবাবা ফিরে আসছিলেন তখন তাঁর অনুচরগণ দূর

সন্দিহানা: স্বামিনমূচু:—‘ব্রজরাজ ? কিময়ং জ্যোদেব্যা আপ্রপদীনো ধূলনিচোল: পবনেন ব্যাধুয়তে, কিমমূর্বা মূর্বাচ্ছবয়ো ধরণিতলমাচ্ছিত্ব রসাতলত এব মহাহিমগুলীফণমণিবিশেষভাসো বিশ্বমেব জগদগু-
ভাণ্ডবিবরণ পিদধতি, কিংবা, দিক্করিণ এব পরম্পরং যুধ্যমানা ইতস্ততো ধাবন্তি, কিংবা, জলধরা
এব ভুবি নিপত্য পুনরুদগচ্ছন্তো মলিনয়ন্তি দিশাং মুখানি, কিম্বা, ধরণিরেব রজোভাবমাসাত্ত দিবমারো-
হতি, কিম্বা, অকালসন্তমসাত্তেতানি’ ইতি ॥

১৮। কিয়দাসন্নতয়া বিভক্তাকৃতিভেন ‘অহো! ধূমলেখৈবেয়ম্’ ইতি যদা নিশ্চিক্যাস্তদৈব
তৎসৌরভেণ পুনর্জাতসন্দেহা: ‘কথমকস্মদেবৈতাবানগুরুধূপধুম:, কিংবা, পৃথিব্যা নিজগুণো গন্ধ এব
ধূমাকারতামাসাত্ত স্বান্না নভস: শব্দগুণজিগীষয়া বিশ্বমেব ব্যাশ্রুতে’ ইতি বিতর্কয়ন্তু তেযু ব্রজরাজেহপি
‘কিমিদং কিমিদম্’ ইতি শঙ্কমানে ঝরিতমুপব্রজস্তিব্রজস্থৈ: কথিতে সকল এব বৃত্তান্তে বৃত্তান্তে চ
পুতনাখ্যে বালগ্রহে, কুমারানাময়রসময়-বিবরণসমাবেশপেশলতয়া ঝরিতমেবোপগম্য কৃতনয়ে তনয়ে-

পুন: সংশয়ানা আহ:। মূর্বা তুণবিশেষষষ্ঠতুল্যাদীপ্তয়:। বিশ্বমেব সর্বমেব পিদধতি আচ্ছাদয়ন্তি পুনরিতস্ততো বৃহস্তরান্
ধুমখণ্ডানালোক্যাহ:—দিক্করিণ ইতি। পুনরিতি নৈবিড়োনৈকীভূয়োদগচ্ছতো মূলধূমানবলোক্যাহ:—জলধী মেবা:;
পুনস্তত্রতাং ভূতলং ধূমেনাচ্ছন্নমালোক্যাহ:—কিংবা ধরণিরেবেতি। ততশ্চ ইতস্ততো: সর্বমেব ব্যাপ্তমুপক্রামন্তং ধূমসমূহ-
মালোক্যাহ:—অকালেতি। “বিশ্বকসন্তমসং তম:” ইত্যমর: ॥

১৮। নিশ্চিক্যনিশ্চিতবন্ত: ব্যাশ্রুতে ব্যাপ্তোতি। বৃত্তান্তে নির্বাচ্যোহস্তো নাশো যন্ত তথাভূতে বালগ্রহে কথিতে
সতি সকল এব বৃত্তান্তে কথিতে ইত্যনেনৈব পুতনাগমননাশপর্যন্তকথনশ্চাপি সিদ্ধত্বাং, বৃত্তান্তে চ পুতনাখ্যে ইতি পুন:
কথনং পুতনান্তনপানাদিকথ্যাবরণে ব্রজরাজশ্চ মূর্জারন্তমালোক্য কথামন্তরান্তরা সা তু পুতনা মূর্ত্তেব মূর্ত্তেব, তব

থেকে ধূমপুঞ্জ অবলোকন করে সন্দিহান হয়ে তাঁদের প্রভুকে বললেন—‘ব্রজরাজ, এ কি আকাশদেবীর
পদলুপ্তিত নীল উত্তরীয় বাতাসে কম্পিত হচ্ছে, কিংবা এ কি মূর্ধাতৃণবৎ উজ্জ্বল মহাসর্পগুপ্তলীর ফণার
মণিবিশেষের কান্তি কি রসাতল থেকে উঠে এসে ধরণীতলকে আচ্ছাদন করে জগদগুভাণ্ডের সমস্ত ছিন্ন
আচ্ছাদন করে দিচ্ছে, কিংবা দিগ্গজগণ কি পরম্পর যুদ্ধ করে ইতস্তত: ধাবিত হচ্ছে, কিংবা মেঘমালা
কি ভূমিতে নিপতিত হয়ে পুনরায় উপরে উঠতে গিয়ে দিক্‌বধুর মুখকে মলিন করে দিয়ে যাচ্ছে, কিংবা
ধরণীই কি ধূলি হয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে, অথবা এ কি অকালের বিশ্বব্যাপী গাঢ় অন্ধকার।

১৮। কিছু নিকটে এসে আকৃতিভেদ বোধগম্য হলে বললেন—‘অহো এ যে ধূমপুঞ্জ দেখছি’—
এইরূপ যখন নিশ্চয় করছেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে উহার সৌরভপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় সন্দেহযুক্ত হয়ে বললেন—
‘কি করে অকস্মাৎই বা এত অগুরুধূপের ধূয়া এল, এ কি পৃথিবীর নিজস্ব গুণ গন্ধই ধূমের আকৃতি
ধরে আকাশের শব্দগুণকে জয় করবার ইচ্ছায় নিজেই বিশ্বকে আবৃত করে ফেলছে’—অনুচরণ যখন
এইরূপ বিতর্ক করছেন এবং ব্রজরাজও ‘এ কি এ কি’ বলে আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন ঠিক সেই
সময়ে ব্রজজন তাড়াতাড়ি নিকটে এসে বালগ্রহ পুতনার আগমন থেকে নাশ-প্রাপ্তি পর্যন্ত সব কথা

ক্ষণক্ষণপরবশে রবশেষ-বিরতো সূতমক্ষমারোপয়তি রোপয়তি চ পরমানন্দবীজানি হৃদয়ে মূর্ত্তানমা জিহ্বতি,
মনস্তমানিব প্রমোদভরো হর্ষাশ্চভরমিষেণ নয়নাভ্যামুৎসসর্পেব ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে পূতনাবধলীলালতাবিস্তারে

তৃতীয়ঃ স্তবকঃ ॥৩॥

....-১২১২-....

পুত্রস্ত মাতুরক্কে সম্প্রতি খেলয়েব বর্ত্ততে, কিমিতি ক্লাম্যসি' ইতি সাস্ত্বনার্থম্। কুমারস্ত অনাময়-রসময়বিবরণমারোগা-
নিমিত্তকরসময়-গোমুদ্রঙ্গপনাদিসন্ত্যয়নবিরূতিস্তত্র সমাবেশে পেশলতয়া চতুরতয়া ত্বরিতং নিকটমাগত্য ক্রতো নয়ো যেন
তথাভূতে শ্রীব্রজরাজে তনয়স্ত ঈক্ষণেন ক্ষণ উৎসবস্তৎপরবশে, রবাণামানন্দকোলাহলানাং শেষস্ত বিরতো সত্যং স্ততং
ক্রোড়মারোপয়তি আরোহয়তি সতি পরমানন্দানাং বীজানি হৃদয়ে ক্ষেত্ররূপে মনসি রোপয়তি সতি। অত্র সূতস্ত
যদক্ষারোপণং তৎ পরমানন্দবীজানাং হৃৎক্ষেত্রে রোপণগিবেত্যাৎপ্রেক্ষা। হৃদয়ে আনন্দবীজানাং রোপণেন সহ
সুতস্তাক্ষারোপণমিতি সহোক্তির্বা বাঙ্গ্যা। এবম্ভূতে ব্রজরাজে প্রমোদভরো মনসি অমানিব অতিবুদ্ধ্যাবকাশমপ্রাপু বমিব
হর্ষাশ্চভরচ্ছলেন হর্ষাশ্চভরাস্তে ন ভবন্তি, কিন্তু প্রমোদভর এব নেত্রাভ্যামুৎসসর্পেব উচ্ছলিতবানিবেতাপহুতিঃ।
অত্রানন্দবীজানাং হৃৎক্ষেত্রে তদানীমেব রোপণম্, তদানীমেব প্রমোদভরবৃক্ষরূপেণাতিবুদ্ধ্যা তত্রাবকাশাভাবেন বহিঃ-
প্রসরণমিতি সমুচ্চয়ালঙ্কারস্ত ব্যঞ্জিকে সহোক্ত্যাপহুতী ইতি ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনটীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তাং তৃতীয়স্তবকসঙ্গমনম্ ॥৩॥



বলে ফেললেন—কিন্তু পুতনার বিষস্তনপান পর্যন্ত বলতেই নন্দমহারাজকে মূর্ছায় ঢলে পড়তে দেখে
কথার মাঝে মাঝেই বলতে হল—‘মহারাজ শুনুন শুনুন পুতনা বালগ্রহ তো মরেই গিয়েছে আপনি
শাস্ত হন’;—কুমারের শাস্তি-সন্ত্যয়নাদি কর্মের রসময় বিবরণী সংগ্রহের চাতুর্যবলে শীগগীরই পুত্রের
নিকট আগত, পুত্রদর্শনজনিত আনন্দবিহ্বল, পুত্রবৎসল ব্রজরাজ আনন্দকোলাহল থেমে গেলে
পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন—হৃদয়ক্ষেত্রে তাঁর রোপিত হল পরমানন্দবীজ, মস্তকের আশ্রাণ গ্রহণ
করতে লাগলেন, নিরতিশয় আনন্দধারা মনে আর স্থান না পেয়ে আনন্দাশ্রুচ্ছলে নয়নদ্বারে উচ্ছলিত
হয়ে বাইরে প্রবাহমানা হল।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে পূতনাবধলীলালতাবিস্তারে

তৃতীয় স্তবক।

....-০০-....

চতুর্থঃ স্তবকঃ



১। অথ কিয়তা বিলম্বেন কদাচিদৌখামিকে কর্মণি জন্মনক্ষত্রযোগে, বৎসলতা-লতানামিব
মুৎসবভূতানামুৎসবভূতানামিব সুকৃত-মহোদয়ানামহো। দয়াহনারতরতহৃদয়ানামহৃদয়ানামতিকৌতুকালং
কৌ তু কালং কুর্বতীনাং তীব্রজয়োষিতাং ব্রজয়োষিতাং শ্রেণীমাদায়, কৃতনয়ং তনয়ং মঙ্গলাভ্যঙ্গো-
দর্ভননিবর্তনানন্তরমভিষিচ্য মঙ্গলাভিবাঢ়বাঢ়নির্ঘোষে ঘেষেশ্বরী কৃতমার্জনং কৃতমার্জনং মঙ্গলকজ্জলে-
নাহকজ্জলেনাহঞ্জিত-নয়নং নয়নন্দিত-পুরজনারূতাহনারূতানন্দব্রজরাজং ব্রজরাজং পুরস্কৃত্য কৃত্যকৌবিদয়া

চতুর্থঃ স্তবকঃ

চতুর্থেন্নল্লণাবর্ত্তৌ স্বেচ্ছাঞ্চল্যশালিনৌ।

খণ্ড্যেতে শিশুনা মাতুঃ শোকশ্চ স্ববিয়োগজঃ॥

১। কিয়তা বিলম্বেনেতি তৃতীয়ে মাসীত্যর্থঃ;—(ভা০ ২।৭।২৭) “ত্রেমাসিকস্ত চ পদা শকটোহপবৃত্তঃ” ইতি
দ্বিতীয়স্কন্ধাৎ। উত্থানং শিশোরঙ্গপরিবর্তনং তদর্হে কর্মণি ঘোষেশ্বরী শ্রীযশোদা যোষিতাং শ্রেণীমাদায় তনয়মভিষিচ্য
শনৈকঃ শায়য়িত্বা ঘোষযোষিতামর্চনং বিদধতী মুদঙ্গাদিনিদাদিভিত্তস্ত শিশো রোদনকলং নাকলয়ামাসেতাহয়ঃ। ব্রজ-
যোষিতাম্, কাসামিব? বৎসলতয়া বাৎসল্যস্ত লতানামিব। মুৎ আনন্দস্তম্ভাঃ সবভূতানাং যজ্ঞরূপাণাম্; “যজ্ঞ
সর্বোহধ্বরো যাগঃ” ইত্যমরঃ; উৎসবস্ত ভূবি স্থানে উৎপত্তৌ বা উত্থানামিব ঐথিতানামিব সুকৃতানাং মহান্ উদয়ো
যাস্ত তাসাম্; অগ্নৌ আশ্বর্ষে; দয়ায়াসনারতং নিরন্তরমেব রতং হৃদয়ং যাসাং তাসাম্; অকারো বিষ্ণুস্তত্রৈব হৃদৌ মনসঃ
অয়ঃ শুভাবহো বিধিযাসাম্; কৌ তু পৃথিব্যাস্ত কালং সময়মতিকৌতুকেন অললঙ্কৃতং কুর্বতীনাম্। শ্রেণীং কীদৃশীম্?
তীব্রজয়োষিতাং তীব্রস্ত জয়ন্ত মহোৎকর্ষস্ত উষিতাং নিবাসভূমি়ম্ অধিকরণে নিষ্ঠা; যদা, তীব্রেণ জয়েন মহতা সর্বোৎ-
কর্ষণে উষিতাং কৃতবাসাম্। তনয়ং কীদৃশীম্? কৃতনয়ং কৃতো নয়ো নীতিস্তদ্বিনোচিতাচারৌ যত্র তম্ মঙ্গলৈরপি
অভিবাঢ়ানাং নমস্কৃতুং যোগ্যানাং বাঢ়ানাং মুদঙ্গাদীনাং নির্ঘোষে সতি অভিষেকানন্তরং কৃতং মার্জনং যন্ত তম্;

চতুর্থঃ স্তবকঃ

শকটভঞ্জন লীলা :

পার্শ্বপরিবর্তন-ক্রিয়া :

১। অতঃপর কিছুদিন পর কোনও এক সময়ে জন্মনক্ষত্রযোগে গোপালের পার্শ্বপরিবর্তন
ক্রিয়াতে অহো বাৎসল্যলতাস্বরূপা, আনন্দযজ্ঞ স্বরূপা, উৎসবস্থানোৎপন্ন সুকৃতির মহান্ উদয়াল
স্বরূপা, নিরন্তর করণায় আজচিত্তা, নিরন্তর ক্রোধে মনের স্বাভাবিক গতি বিশিষ্টা, পৃথিবীর সমস্ত
সময়কে অতি কৌতুকে অলঙ্করী, সর্বোৎকর্ষের নিবাসভূমিস্বরূপা ব্রজগোপীশ্রেণীকে সঙ্গে নিয়ে মা
যশোদা তদ্বিনোচিত আচারে সেনিত তনয়কে মঙ্গলসূচক তৈলমর্দন ও চন্দনাদি বিলেপন দ্রব্য লাগিয়ে

দয়াদি-সকলগুণাধিরোহিণ্যা রোহিণ্যা সমং কর্পূরপূরবলক্ষলক্ষমূল্যতরুতলে শনৈকৈঃ শায়য়িত্বা
সমায়াতানাং ঘোষঘোষিতামর্চনং বিদধতী মুছ-মুদঙ্গ-পনব-ভেরী-কাহল-ছন্দুভি-নিহ্নাদৈরবনিসুরবরাশী-
রাশিনিঃস্রনৈঃ সূত-মাগধ-বন্দিবৃন্দাদীরিত-গুণগাণোদগারকোলাহলৈঃ সঙ্গীতাচার্য্যব্য-সঙ্গীতসঙ্গীত-কল-
কলতরঙ্গৈশ্চ মুখরিতেষু দিগবলয়েষু ক্ষুদ্রাঘয়া স্তম্বকামস্ত তস্ত লীলাশিশোলীলাশিশোভস্ত রোদনকলং
নাকলয়ামাস ॥

২। অনাকলিতে চ তস্মিন্ রুদিতকলে সকলে সবিধগত-শকটশকলীকরণায় নবদলবদলসবিলস-
দজ্বিতলময়মাশ্চর্য্যোত্তানশায়ী সমুন্মীল্য সমুদক্ষি সমুদক্ষিপং ॥

অতএব কৃতং মা শোভা তস্তা অর্জনং যেন তম্ ; অকং হৃঃখমিবাচরৎ জলং রসো যস্ত তেন ; আচারে ক্রিবস্তাৎ
কিপ্ ; অকজ্জলেন অকুংসিতজলেন, নয়েন নীতানন্দিতৈঃ পুরজনৈরারত।। অনাবৃতে আবরণশূন্তে আনন্দব্রজে
সুখসমূহে রাজত ইতি তং ব্রজরাজং পুরস্কৃত্য দয়াদীনাং সকলগুণানামধিরোহিণ্যা ; নিশ্রেণীকপয়া “নিশ্রেণীকধিরোহিণী”
ইত্যমরঃ। কর্পূরপূরাদপি বলক্ষে শুক্লবর্ণে, লক্ষাণি মূল্যং যস্ত তস্মিন্ শয্যাভলে। শনৈকৈরিতি নিদ্রাভঙ্গক্ষয়্যেতি
ভাবঃ। সঙ্গীতাচার্য্যানাং গানশাস্ত্রাধ্যাপকানাং বর্ষেঃ শ্রেষ্ঠৈঃ সম্যগ্গীতানি সঙ্গীতানি তেষাং কলকলতরঙ্গৈঃ,
লীলাশিশোঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত। কদশস্ত ? ঈরাশিশোভস্ত ঈরাশেলক্ষ্মীসমুৎসাপি শোভা যতস্তস্ত, রেফবহস্ত লভ্যং যমকপদম্ ॥

২। শকলীকরণায় খণ্ডীকতুর্ম, অয়মাশ্চর্য্যরূপ উত্তানশায়ী বালকো নূতনদলবৎ অলসং বিলসচ্চ অজ্বিতলং
সমুদক্ষি সানন্দনয়নং যথা স্তাত্তথা সমাশুদক্ষিপং উৎক্ষিপুবান্। নাতরমবধাপয়িত্বং রোদনরাবৈরপারয়ন্ কৃষ্ণঃ শকট-
বিঘটনশনৈঃ ক্রুদেব তামাকুলীচক্ষে ॥

অভিষেক করলেন মুদঙ্গাদি বন্দনীয় মঙ্গলবাণ্য নিধোষের সহিত। অতঃপর নীতিপরায়ণ পুরজনে
পরিবেষ্টিত, অসীম আনন্দে ভরপুর ব্রজরাজকে সম্মুখে করে গৃহকার্যে নিপুণা দয়াদি সকল গুণশিখরে
আরোহণী রোহিণীদেবীসহ মা যশোদা মার্জনে পরিক্ষিত, সুখপ্রদ রসময় কজ্জলে রঞ্জিত নয়ন তনয়কে কর্পূর-
পূর হতেও শুভ্র বহুমূল্য শয্যায় নীরে ধীরে শয়ন করিয়ে দিয়ে উৎসবে আগত ব্রজাঙ্গনাগণকে সম্মানিত
করতে লাগলেন। এইরূপে মুছ মুদঙ্গ-পনব-ভেরী-কাহল-ছন্দুভি প্রভৃতি বাত্মধ্বনিতে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের
আশীর্বাদবচনধ্বনিতে, সূত-মাগধ-বন্দিবৃন্দ-উচ্চারিত গুণগানোদগারকোলাহলে, সঙ্গীতাচর্য্যবর্ষের মধুর
সঙ্গীতের কলকলতরঙ্গে যখন দিগমণ্ডল মুখরিত হচ্ছিল তখন ক্ষুদ্রায় কাতর স্তম্বকাম কোটিলক্ষ্মীর শোভা-
বর্দ্ধনকারী লীলাশিশুর মুছমধুর ত্রন্দনধ্বনি কেউ শুনেতে পেল না।

শকটভঞ্জন :

২। সেই মুছমধুর রোদনধ্বনি যখন কেউ শুনে না তখন এই আশ্চর্য্য উত্তানশায়ী লীলাশিশু
নিকটবর্তী শকট ভেঙ্গে দেওয়ার নিমিত্ত প্রফুল্ল নয়ন বিস্ফারিত করে নবপত্রের মতো অলস শোভন পঁদতল
উপরের দিকে উঠিয়ে ছুঁড়তে আরম্ভ করল।

৩। তচ্চ তচ্চচরণযুগং মুহূল-কমলদল-মলদ-ললিততাল্ললিতং ন বর্দ্ধিতং নবর্দ্ধিতংসনম্, ন চ তদতিনিকটমেব শকটং তথাপি তথা পিঞ্জলতয়া কটকটায়মান-বিকটকটুরটন-পুরঃসরং বিঘটিতকুপ্যঘট-ঘটীঘটাকমারাদেব বিদলিতাক্ষকুবরবরপ্রাসঙ্গসঙ্গতভূমিতলমিতস্ততো ব্যস্ততয়া পর্যবর্তত ॥

৪। অনন্তরং নিপততস্তমনসোহস্তমনসো রবমাক্রত্য ক্রত্যরঞ্জকং সর্ব্ব এব জনাস্তদ্বেনদনাবেদনা-বেদনাতুরা ইব ধাবমানা ধাবমানাকুলমানসাস্তুরিতমেব তদুপকণ্ঠমুৎকণ্ঠমুৎসম্পূঃ। উপস্থত্য চ ‘অহো কিমিদমাকস্মিকং নঃ সঙ্কটম্, যদিদং প্রভূতকালমেবংবিধমেব নির্বাহতমেব নিস্পন্দমেব ভবনমধ্যে মঙ্গলভূতমিব বরীবৃত্যতে কস্মাদকস্মাদন্ত বিনা বিনাশসামগ্রীং বিপর্য্যস্তং শকটম্, কথং বা সুসম্পন্ন-

৩। আশ্চর্য্যোত্তানশায়ীভ্যাক্তমাক্ষং বিবৃণোতি। তচ্চ তস্ত কৃষ্ণা চরণযুগং শকটভঙ্গকার্য্যার্থং নৃসিংহাবতার-শ্বেব হিরণ্যকশিপুবিদারণার্থম্, ন জাঠ্যেব কাঠিগমিত্যাহ—মুহূলশ্চ কমলদলশ্চাপি মলদা তিরস্কারকারিণী যা ললিততা লালিত্যং তয়া অল্ললিতমথপ্তিতম্। ন চ বামনাবতারশ্বেব কটাহভেদার্থং তৎকালিকীং বৃদ্ধিং প্রাপ্তমিত্যাহ—ন বর্দ্ধিত-মিতি। কীদৃশম্? নবা নবীনা ঋদ্ধির্যত্র তথাভূতং তৎসনমলঙ্কারো যত্র তৎ। পিঞ্জলতয়া অত্যাকুলতয়া, “সমুৎপিঞ্জ-পিঞ্জলৌ ভৃশমাকুলে” ইত্যমরঃ। তথা পর্যবর্তত যথা অনন্তরং সর্ব্ব এব তদুপকণ্ঠমুৎসম্পূর্ণিতাঃ। কটকট ইতি তদভঙ্গ-শব্দানুকরণম্, তদ্বৎ কটুরটনং পুরঃসরং যথা ভবত্যেবমিতস্ততো ব্যস্ততয়া ভগ্নাবয়বত্বেন পর্যবর্তত পতিত্বা বৈপরী-তেনাতিষ্ঠৎ। কীদৃশং শকটম্? বিঘটিতা কুপ্যাদীনাং ঘটী যত্র তৎ; কুপ্যানি স্বর্পরজতাতিরিক্ত-কাংশাদিময়পাত্রাণি; ঘটঘট্যোরহস্তান্নাভ্যাং ভেদঃ। আরাং শিশোনিকট এব বিদলিতৈঃ ঋত্তিতৈরক্ষাদিভিঃ সঙ্গতং ভূতলং যত্র তদ্যথা স্তাদেবম্। অক্ষঃ ‘আখ’ ইতি খাতঃ। কুবরস্ত যুগন্ধরঃ; প্রাসঙ্গো যুগঃ ॥

৪। নিপততোহনসঃ শকটস্ত তৎ রবমাক্রত্য অন্তানি ক্ষিপ্তানি মন্যংসি যেষাং তে। রবং কীদৃশম্? ক্রতীনাং কর্ণানামরঞ্জকম্। তস্ত শিশোবেদনা পীড়া, তস্তা বেদনাজ্ঞাপনং শকটঘাতশব্দেনৈবেত্যর্থঃ, তয়া যা বেদনা স্বপীড়া তয়া আতুরা ইব ধাবমানা ধাবমানানি পৈশুছাদিদোষরাহিতেন শুক্লানি, অতএবাকুলানি মানসানি যেষাং তে; ‘ধাবু গতিশুদ্ধোঃ’ তস্ত শিশোরূপকণ্ঠং নিকটম্, উৎ উচ্চীকৃতঃ কণ্ঠো যত্র তদ্যথা স্তাদেবম্। যদ্যস্মাদিদং শকটং

৩। মুহূল কমলপত্র-তিরস্কারিণী ললিততায় লুলিত, বর্দ্ধিত নয় অথচ নবীনা ঋদ্ধিতে (অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্তির ক্ষমতায়) অলঙ্কৃত এই লীলাশিশুর চরণযুগল শকটের অতি নিকটে পৌছাল না, তথাপি ছোট বড় নানা আকারের সোনা-রূপা-কাসার ঘটি-কলসাদিতে ভরা ঐ শকট অতি অস্থিরতায় বিকট কটু কট-কট-শব্দের সহিত সরে গিয়ে ভগ্নদেহেহু উন্টো হয়ে পড়ে গেল, আর ঐ শকটের ভগ্নাংশ অক্ষ-যুগন্ধর-যুগ ঐ শিশুর নিকট ভূমিতে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে রইল।

৪। সেই শকট-নিপাতনের কর্ণপীড়াদায়ক শব্দ শুনে ওকে ঐ শিশুর ব্যথামূচক কোনও শব্দ মনে করে আক্ষিপ্তমনা সকল জনই বেদনাতুরের মতো, শুদ্ধচিত্ত বলে আকুলতায় গলা উচিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ঐ শিশুর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। নিকটে গিয়ে বললেন—‘অহো আমাদের এ কি আকস্মিক সঙ্কট—যেহেতু এই শকট বহুকাল ধরে এইভাবে গৃহমধ্যে বিনা বাধায় নিস্পন্দের মতো মঙ্গলময়রূপে অচল অটল হয়ে বিরাজমান রয়েছে—কেন অকস্মাৎ আজ বিনা বিনাশ-সামগ্রী এই শকট বিপর্য্যস্ত হয়ে পতিত হল, আর কেনই বা সুসম্পন্ন স্মৃতির পরিপাকস্বরূপ এই শিশুর শয্যাতলের

সুকৃতপরিপাকস্থ পাকস্থ শয়নতলং পরিপত্য পরিতঃ পরিতস্তুবাং ঘটাদীনাং কতমদপি মদপিচ্ছিল ইবাবয়বে ন লগ্নমিতি, ব্রজপুংস্বর ! শুভবতো ভবতো নিখিলসভার্যাস্ত সভার্যাস্ত কীদৃশং স্তবকীদৃশং স্তবনার্থং ভাগধেয়ম্' ইতি চ ক্রবাণেষু তেষু, তদভার্যাসমুপস্থিতাঃ শিশবো যথাবলোচিতং বলোচিতং কলস্বরম্, 'অনেনসানেনসাক্রোশং নাম রুদতা মরুদতাপুণ্ডিতকমলকোরকচরণৌ চরণৌ সমুদস্তাহস্তু তাদবস্থ্যং বিঘটিতং ঘটতঞ্চ ভূমৌ নিপতনম্' ইতি যদোক্তবন্তস্তদা ন কেহপি শ্রদ্ধধিরে দধিরে তু মনসা কিমপ্যলক্ষ্যং কারণমিতি ॥

৫। অথ তৎপতনসমকালমেব তনয়ং প্রতি শঙ্কমানা ব্রজরাজমহিষী মহীতলমধি নিপপাত। ততশ্চসবৈয়গ্র্যং পুরঞ্জীভিঃ সহ রোহিণ্যা সত্তরমুখাপ্য কুমারস্ত সৌবস্তিকবৃত্তবার্ত্তাবার্ত্তয়া সমাশ্বাসিতাহসিতা-পাক্ষী সংজ্ঞামাস্ত বাপ্পমুজ্জগার ॥

প্রভূতকালং বহুতরকালং ব্যাপ্য বরীবৃত্তাতে, অতিশয়েন বর্জতে। পাকস্থ বালকস্ত; “পোতঃ পাকোহর্ভকো ডিষ্টঃ” ইত্যমরঃ। শয়নতলং পরিতঃ শয্যাভলস্ত চতুর্দিকু পরিতঃ পরিতস্তুষামভিতঃ স্থিতবতাং ঘটাদীনাং মধ্যে কতমদপি মদ-পিচ্ছিল মৃগমদেন পিচ্ছিলে ইব অবয়বে অঙ্গে ন লগ্নম্। হে ব্রজপুংস্বর ! শুভবতো মঙ্গলযুক্তস্ত নিখিলাস্ত সভাস্ত আৰ্য্যস্ত শ্রেষ্ঠস্ত ভবতো ভাগধেয়ং ভাগ্যং স্তবনার্থম্; কীদৃশং তদভাগধেয়ং তন্নির্দিকুং বয়ং ন শঙ্কম ইতি ভাবঃ। স্তবকিনী স্তবকযুক্তা ঈর্লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিরিতি যাবৎ, তাং পশ্যতীতি, ঈদৃগপদ্ব্যং কঃ। স্তবকদৃশং সম্পত্তিলতায়ঃ স্তবকং ব্যঞ্জয়তি, তব ভাগ্যমিত্যর্থঃ, অগ্রে তু পুষ্পফলে অপি ব্যঞ্জয়িত্বীতি ভাবঃ। যথা বালোচিতং যথাদৃষ্টং বলো-চিত্তং ক্রীকৃষ্ণপরাক্রমোচিতং কলস্বরং যথা স্তাবথোক্তবন্তঃ। অনেন কুমারেণ অনেনসা এনোহপরাধস্তদ্রহিতেন সাক্রোশং রুদতা ক্রন্দতা ক্ষুধাতুরোহয়ং স্তব্যং পাতুং ন প্রাপ্নোতীতি কোহস্তাপরাধঃ, অতএবাযং নোপালভ্য ইতি ভাবঃ। চরণৌ সমুদস্তাহা বোদনবৈকল্যমুদ্রয়া উৎক্ষিপতা অস্ত শকটস্ত তাদবস্থ্যং তদবস্থ্যং বিঘটিতম্। চরণৌ কীদৃশৌ? মরুতা বায়ুনা অতাপুণ্ডিতয়োরনর্তিতযোঃ কমলকোরকয়োবিব আচরণং স্বধর্মো যয়োস্তৌ ॥

৫। সৌবস্তিকং দস্তিকপং যদবৃত্তং চরিত্রম্; ‘বিনয়াদিভ্যাক্’, তেন হেতুনা বার্ত্তা নিরাময়া যা বার্ত্তা

চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া ঘটাদির মধ্যে একটিও মৃগমদ-পিচ্ছিলসম চিক্কন এই শ্রীঅঙ্গে আঘাত করল না। হে ব্রজপুংস্বর, মঙ্গলনিধান-নিখিল সভার শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রীক আপনার সম্পত্তিলতার স্তবকস্বরূপ কিদৃশ যে ভাগ্য, তা বর্ণনার শক্তি আমাদের কি আছে।’

শিশুর নিকট ঘটনার সময় উপস্থিত বালকগণ তাঁর পরাক্রম যেমন দেখেছিল সেই অনুসারে মুছ মধুর কণ্ঠে বলতে লাগল—‘আপনাদের এই নিরপরাধ কুমার চিৎকার করে বোদন করতে করতে বায়ুতে অকম্পিত কমলকোরক সদৃশ তাঁর চরণ ছুড়তে লাগলে শকটের এই অবস্থা হয়েছে, শকটের এই উল্টো হয়ে পতনরূপ অঘটন ঘটেছে—বালকদের এইরূপ কথা কেউ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করল না, মনে মনে কোনও অলক্ষ্য কারণ অনুমান করল।’

যশোদা-বিলাপ :

৫। অতঃপর এই শকট-পতনের সমকালেই পুত্র সম্বন্ধে আশঙ্কমানা ব্রজরাজমহিষী ভূমিতলে

৬। বালো মে নবনীতশ্চ মৃদুলশ্লেমাসিকোহস্থান্তিকে
হা কষ্টং শকটশ্চ ভূমিপতনাদভ্জোহয়মাকস্মিকঃ।
তচ্ছূড়াহপি ন মে গতং যদস্থভিস্তেনাহস্মি বজ্রাধিকা
ধিঙমে বৎসলতামহো স্তুবিদিতং মাতেতি নাইমব মে ॥

৭। কিঞ্চ, যন্নিপাতজবৈর্মহী বিচলিতা যস্যারবৈঃ সর্বতঃ
সর্কেহমী বধিরীকৃতা নিপতিতে তস্মিন্ সমীপে শিশুঃ।
লক্ষণা ভূরিভয়ং যদেষ তদিতঃ স্মৃড়াহপি জীবতাহো
মদুর্দৈবফলং মহদব্রজপতের্ভাগ্যৈঃ কিয়দ্বার্য্যতাম্ ॥২॥

৮। ইতি সত্বরমুপসর্পন্তী সসাম্বসা সাধবহসাবহতিবিধুরা বিধুরামগীয়কহারিবদনং তমস্কমারোপ্য
মারোপ্যমাণসৌভগং সমালোক্য সমালোক্য-মধুরিমা ধুরি মানসং মানসস্তোষতো ন চকার ॥

বৃত্তান্তঃ ; “বাঙো নিরাময়ঃ কল্যঃ” ইত্যমরঃ ; তয়া সমাস্থাসিতাহসিতাপাদী ক্রীষশোদা সংজ্ঞাং চেতনাম্ ॥

৬। ‘মাতা’ ইতি নাইমব মম, ন তু মাতৃকার্যকারিত্বমিত্যর্থঃ ॥

৭। আরবৈঃ শর্কঃ, তস্মিন্ শকটে সমীপে নিপতিতে সতি যদেষ শিশুভূরিভয়ং লক্ষণা ইতোহস্মাদেব স্থানান্তং
তং শকটপতনং স্মৃড়াহপি অহো আশ্চর্য্য জীবতি, ততস্মাদহুমিতস্ত মদুর্দৈবশ্চ ফলং মহদিদং পুতনাগমন-শকটপতনা-
হ্যংপাত-বাছল্যম্, তথাপি তত্তচ্ছাস্তির্দর্শনলিঙ্গেনানুমিতৈব্রজপতেব্রজরাজস্ত ভাগ্যবহুভিঃ কিয়ং নিবার্য্যতাম্। ন
জানে, পুনরপ্যগ্রে মদুর্দৈবং কীদৃশং ফলিষ্ঠ্যতীতি ভাবঃ ॥

৮। সাধু স্তম্ভ, অতিবিধুরা অতিব্যাকুলা, বিধোশ্চল্লগাপি রামগীয়কহারি রমণীয়ত্ববর্ণনায় বদনং যন্ত তম্, মা
শোভা তয়া রোপ্যমাণং প্রকাশ্যমানং সৌভাগ্যং যন্ত তম্। যশোদা কীদৃশী? সমালোক্যোৎস্কগতেন কৃষ্ণেন হেতুনা

আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। তারপর এক্সব্যস্ত হয়ে রোহিণীদেবী পুরস্ক্রীগণের সহ এসে তাঁকে সত্বর
উঠিয়ে ধরে কুমারের শান্তি-নিরাময়ের বৃত্তান্ত শুনিতে আশ্বস্ত করলে অসিতাপাদী মা যশোদা
সংজ্ঞালাভ করে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

৬। আমার বাছা নবনীত হতেও মৃদুল তিন মাসের শিশু—এঁর নিকট হা কষ্ট, শকটের ভূমিতে
পতনহেতু এই আকস্মিক ভঞ্জন। আর তা শুনেও আমার যে প্রাণ গেল না তাতেই প্রমাণ হচ্ছে আমি
বজ্রাদপি কঠিন—অহো আমার বাৎসল্যে পিক্, মা বলে যে আমার প্রসিদ্ধি এ কেবল নামে মাত্রই।

৭। আরও, যার পতনবেগে পৃথিবী কম্পিত হয়ে উঠল, যার পতনশব্দ চতুর্দিকে আমাদেরকে
বধির করে দিল সেই শকট নিকটে নিপতিত হলে এ-শিশু অত্যন্ত ভয় পেয়ে এ-স্থান থেকেই
নিপতন হয়েছে এ-স্মরণেও অহো কি আশ্চর্য্য জীবিত আছে—এই সব উৎপাত আমার দুর্দৈবেরই ফল—
কেবলমাত্র মহান ব্রজপতির ভাগ্যবলে অনেক কিছু উৎপাত নিবারিত হচ্ছে।

৮। অতঃপর অত্যন্ত ভীত হয়ে শীঘ্র নিকটে এসে অতি বিধুরা মা যশোদা চল্লের রমণীয়তাহারী
বদন শিশুকে ত্রোড়ে তুলে নিলেন—শোভায় দীপ্ত সৌভাগ্যবান পুত্রকে দেখতে দেখতে তাঁর জ্যোতিতে

৯। অনন্তরং তরঙ্গিতমঙ্গলস্বস্ত্যয়নাদিনাহদিনা নীরাজিতং নীরাজিতং স্বমহসৈব সৈবমতিশ্লেহ-
স্মৃতং স্তনরসং নরসঙ্কাশং পরং ব্রহ্ম বালকমপি বালকং মূর্তমপি অমূর্তং পায়য়িহা নিদ্রাণমিব মত্তা পুন-
রশ্রয়নে শয়নেয়তয়া সংযোজ্য যাবৎ স্থাপয়তি, তাবদেব বস্তুদেবভার্যা। স্তুদেবভার্যা মহোৎসবাগত-
ব্রজবনিতা-নিতান্তমানপূজাবশেষং সমাপয়ামাস, ঘোষাধীশোহপি কতমধরামরোদীরিত-১.ঙ্গলস্বস্তিবাচনা-
দিনা পুনরপি শকটং তথৈবাচারলঙ্কতয়া স্থাপয়ামাস ॥

১০। অথ কশ্মিন্নপি রসময়ে সময়ে মণিকিরণপ্রঘণে প্রঘণে সদয়ং মৃৎসঙ্গমৃৎসঙ্গমারোপ্য জনন্তা
জনন্তায়বিদয়া শ্রীযশোদয়া শ্রীযশোদয়াশ্রিয়া লাল্যমানো মানোন্নতবীরধীনমায়ো মায়োগরুচিরো

সমাগালোকয়িতুং যোগ্যো মধুরিমা মাধুর্যং যন্তাঃ সা। ততশ্চ মানশ্চিত্তসমুন্নতিস্তেন সন্তোষতো হেতোধুরি চিন্তায়ং
মানসং মনো ন চকার ॥

৯। স্বস্ত্যয়নাদিনা; কীদর্শেন? আদিনা কারণেন প্রথমতঃ কুতেন, নীরাজিতং নির্মস্থিতম্; কীদর্শম্? স্বমহসা
স্বকাস্ত্যেব নিঃশেষেণ রাজিতং নরসঙ্কাশং নরাকারেণৈব সম্যক্ কাশঃ প্রকাশো যন্ত তম্; নবা নবীনা অলকা যন্ত তম্;
অমূর্তমকঠিনম্; “মূর্তঃ কাঠিষ্ঠ-কায়য়োঃ” ইত্যমরঃ; নিদ্রাণমিবেতি নিদ্রাপূর্বভাবো ব্যঞ্জিতঃ। শয়নেয়তয়া শয়্যে পাবী
তাভ্যাং নেয়তয়া গ্রাহতয়া; “পক্ষশাখঃ শয়ঃ পাবিঃ” ইত্যমরঃ; বস্তুদেবভার্যা রোহিণী; কীদর্শী? শোভনশ্চ দেবশ্চ
দেবজ্ঞাতেরিব ভা কান্তিতয়া আৰ্যা পূজা, মহোৎসবাগতাবিব্রজবনিতাভিঃ সহ তাসামেব বা নিতরং তাত্তমানায়া
বিস্তার্যমাণায়াঃ পূজায়া অবশেষম্ ॥

১০। কশ্মিন্নপীতি একবর্ষবয়ঃপ্রাকট্যে;—(ভা০ ১০।২৬।৬) “একহায়ন আদীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা” ইতি দশম-
স্কন্ধোক্তেঃ। তদন্তরালবর্তিনামকরণাদিলীলোপ্ত্যনেন প্রথমতঃ ঐবৈতদ্বর্ণনস্ত দশমস্কন্ধোক্তক্রমানুরোধেনৈব, ইত্যেবমন্ত-
ত্রাপি জ্ঞেয়ম্। স বালকৃষ্ণঃ সংগংস্তানং প্রবলানিলরূপং দানবং প্রমায় গরিমাণং ততানন্তোদয়ঃ। প্রঘণে অলিন্দে;
কীদর্শো? মণীনাং কিরণৈঃ প্রকরণে ঘনে নিবিড়ে, মুদামানন্দানং সঙ্গো যত্র তদ্যথা স্তান্তথা, উৎসঙ্গং ক্রোড়মারোপ্য

উদ্ভাসিতা মা যশোদার মধুরিমা চেয়ে দেখবার মতো হয়েছিল তখন।

৯। অনন্তর যিনি তরঙ্গিত মঙ্গল স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা নিরাজিত, নিজতেজে উদ্ভাসিত, বালক হয়েও
নব অলকে শোভিত, মূর্ত হয়েও অমূর্ত সেই নরাকার পরংব্রহ্মকে মা যশোদা অতিশ্লেহস্মৃত স্তনদুগ্ধ
পান করিয়ে নিদ্রালু মনে করে হাতে তুলে নিয়ে অস্থ শয্যায় পুনরায় শুইয়ে দিয়ে যখন ঘুম পাড়াচ্ছিলেন
সেই অবসরে শোভন দেবতাদের কান্তিতে পূজিতা শ্রীরোহিণীদেবী মহোৎসবে আগত ব্রজবনিতাগণের
দ্বারা বিস্তারিত পূজার অবশিষ্ট কাজ সমাপন করালেন। এদিকে ঘোষাধীশও কতিপয় ব্রাহ্মণের দ্বারা
উচ্চারিত মঙ্গল-স্বস্তিবাচনাদিতে লোকাচারানুসারে ঐ শকট পুনরায় স্থাপন করালেন।

তৃণাবর্তবধলীলা :

তৃণাবর্তের আগমন :

১০। অতঃপর (এক বৎসর বয়স কালে) কোনও এক রসময় সময়ে মণিকিরণোজ্জ্বল বারান্দায়
জননীরীতি বিশারদা সমৃদ্ধি-যশ-দয়াগুণে অলঙ্কৃত মা যশোদা দ্বারা লালিত, যথাপ্রয়োজন উন্নত

রুচিরোপিত-নরদারকলীলো জ্ঞানঘনোহজ্ঞানঘনোদকো ভ্রময়ন্ কৃতপ্রাকৃতচরিতোহচরিতোহঃ স
বালকৃষ্ণঃ সংগংসুমানমতিরংসুমানমতিরম্বরাস্তুরিয়মাণমুপশমায় প্রমায় প্রবলানিলরূপং দানবং তদা নবং
ততান গরিমাণম্ ॥

১১। ‘মৎকৃতে মম কথং জনয়িত্রী বাত্যয়া পরিভবং সমুপৈতু’ ইত্মসঙ্কগত এব স তাদৃক্ স্তোক
এব বহুত্ববহু আসীৎ ॥

জনতা জনানাং ত্রায়ং পুত্রোপলাননাভাচারং বেত্তীতি, ইগুপধাং কঃ, তয়া ; শ্রীঃ সমুদ্রিশ্চ যশস্চ দয়া চ তাভিঃ শ্রীঃশোভা
যন্তাস্তথাভূতয়া যশোদয়া লল্যমানঃ স বালকৃষ্ণঃ সংগংসুমানং সঙ্গতীভবিশ্যন্তং প্রবলানিলরূপং তৃণাবর্তরূপং দানবম্ । স্বয়ং
কথন্তুতঃ ? অঘরাস্তঃ আকাশগম্যে অতিশয়েন রংসুমানা মতিবিস্তৃতঃ, আকাশসংস্কাররূপক্ৰীড়ার্মমিতার্থঃ । তং কীদৃশম্ ?
উপশমায় নাশায় ইচ্ছমাণং সঙ্কল্প্যমানং প্রমায় নির্দ্বার্য তদ্বধার্থমপীত্যার্থঃ । ইতি প্রয়োজনবহুমুদ্রিষ্টম্ । তদা তস্মিন্
সময়ে নবমভূতপূর্বং গরিমাণং গৌরবং ততান বিস্তৃতবান্ । নহু কেবলমাধুর্য্যাহুভবশালি-শ্রীশোদাদিবাৎসল্যরসাবেশময়-
লীলান্ত তন্তু কুতস্তথা স্মৃতিবৃত্ত্তৃণাবর্তাগমজ্ঞানেন নিজভারকল্পনমিত্যত আহ—মানেন প্রমাণেনোন্নতা ধীযন্ত সঃ । তদানী-
মুৎপাতাগমে নিজসেবাসরমজ্ঞায় সহসৈবোপস্থিত্যায়ামৈশ্বর্যশক্ত্যাং বুদ্ধিবৃত্ত্যাবধানাদিত্যর্থঃ । নহু অত্ৰা তন্তু নির্জৈ-
শ্বর্য্যাস্কৃন্তৌ মায়াবৃত্তং তন্তুং কেনচিৎ কিমিতি নাশঙ্ক্যেত, ইত্যত আহ—অধীনা বশবর্তিনী মায়া বশ্য সঃ । নহু কদা-
চিদ্দৈশ্বর্য্যস্কৃন্তিঃ কদাচিন্নৈত্যেবমনিত্যলীলত্বং কথং তস্মেতি ? তত্রাহ—মায়োগরুচির ইতি । মা শোভা সৌন্দর্য্যং তন্তা
যোগেন রুচিং রাস্তি দদাতি গুহ্যতীতি বা সঃ । নিখিলশক্তিকদম্বসেব্যমানস্ত তন্তু যথা যথা লীলায়াঃ সৌন্দর্য্যেণ
রোচকত্বং ভবতি, তথা তথৈবাবসরে স্বশক্ত্যাহুসোদনমিত্যর্থঃ । তেন ন কেবলমসুরাভাগমে তদ্বধার্থং স্বজনপালনার্থং
চ ঐশ্বর্য্যস্বখাহুভবি-ভক্তাগমে চ তৎপ্রসাদার্থং নিজমহৈশ্বর্য্যস্ফুরণম্, কিন্তু মাধুর্য্যাদো যথা ন ব্যাহতৌত, প্রত্যুত প্রণয়-
গাঢ়াতয়া নিজসম্বন্ধমনস্তাতিদাঢ্যেন সনর্মবিস্ময়কৌতুকাসক্ত্যা পরিপুষ্টেতৈব, তথা নিজনিখিলকাস্তাচক্রবর্তিনীনাং
মহামাধুর্য্যবিবর্তবর্তিনীনাং শ্রীরাধিকাদীনামপি সংসদি দশাবতার-শেষশযাদিলীলাবিকাারার্থমপীতালং বিস্তরেণ । নহু
যদি তদানীমৈশ্বর্য্যং স্ফুরিতম্, তদা বামনাভবতারেষু ত্রিবিক্রমাদিরূপবৎ তদ্বধাহুৰূপং বৃহৎস্বরূপং কিমিতি নাবিস্কন্ধে ?
তত্রাহ—রুচিরোপিতেতি । রুচ্যা রোপিতা নরদারকশ্বেব লীলা যেন সঃ ; বালকবপুষেব তাদৃশত্ববধে বিস্ময়বৈলক্ষণ্যং
স্তাং, ব্রজবাসিনাং মাধুর্য্যাদবিষাভশ্চ ন ভবেদিত্যিতি ভাবঃ । নহু ঈদৃশানেকপ্রয়োজনকর্কষাতুরী সহসৈব তন্তু কথমভূ-
দিত্যি ? তত্রাহ—জ্ঞানঘন ইতি । প্রয়োজনানন্তরমপ্যাহ—অজ্ঞান তৃণাবর্তাদীন্ ভ্রাময়ন্ বালকাকারজ্ঞাপনেন ভ্রান্তান্
কর্তুম্, তথাপি তেষুপি মুক্তিদায়িঘ্নেন দয়ালুত্বমাহ—অঘনোদকঃ, অঘং সংসারদুঃখং হুদতি দূরীকরোতীতি সঃ । ন
চ বালকেষুপি সিংহবালকশ্বেব অসুরান্ প্রতি ভয়ানকত্বপ্রদর্শনমিত্যাহ—কৃতপ্রাকৃতচরিত ইতি । অতএব ন চরিতঃ
সংধরিত উহন্তকৌ যত্র সঃ ॥

বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশে সমর্থ, মায়াধীশ, লীলাসৌন্দর্য্যানুরোধে স্বশক্তির সেবা গ্রহীতা, নরবালকবৎ লীলাপরায়ণ,
জ্ঞানঘনবিগ্রহ, অজ্ঞানজনের সংসারদুঃখহারী, অসুরকুলের ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্তু প্রাকৃত বালকবৎ
আচরণকারী, তর্কের অগোচর সেই বালকৃষ্ণ আকাশে সঞ্চারণরূপ ক্রীড়ার ইচ্ছায় এবং তৎকালে আগত
তার নাশে সঙ্কল্পবদ্ধ তৃণাবর্তরূপ দানবকে বধের উদ্দেশ্যে মাতার কোলে অভূতপূর্ব ভারী হয়ে উঠিল ।

১১। ‘আমার জন্তু আমার মা কেন এ-অসুরকর্তৃক পরাভব প্রাপ্ত হবেন’—এইরূপ চিন্তা

১২। সা চ তদা তদাক্রমণপীড়িতাহীড়িতা ভুবনজনৈবৎসলতয়া লতয়া ফলভরনতয়া সদৃশী কথ-
ন্ধিদেকরসং চিদেকরসং তমাত্মজমাত্মজবেন স্থলন্তং তত্রৈবোপবেশয়ামাস ॥

১৩। অথ ভগবদিচ্ছয়াইচ্ছয়া চ্ছুরিতমানসা মানসারতয়াহবিবেকেনৈব নৈব চিত্তয়িত্বা বিহায়াপি
তং হা যাপিতং তং সময়মবিদতী বিদতী চ সহনীতমিতি মিতিহীনপ্রভাবং তং প্রভাবন্তং গৃহমধ্যে
প্রবিষ্টা যদা কার্যান্তরনিযুক্তা তন্তুযী তস্মিন্নেবাহবসরে যুগপদ্বিপ্রযুক্তনাগ-নাগরীনিকুরন্থশ্চ দীর্ঘোক্ষ-
নিশ্বাস ইব, কাললোহকারেণাক্ষালিতায়া ভূভস্মায়াঃ সমুচ্ছ্বাস ইব, যুগপদেব দিগ্‌মাতজানাং শ্রবণ-
মূর্খাক্ষালনতঃ কম্পমানশ্চ নভসঃ স্তম্ভ ইব, বাতাস্থ্যকোহপি পিত্ত-কফব্যাদিরিব রজস্তমোবহ্ললঃ, খল

১১। ভারপ্রকটনে মুখাং প্রয়োজনমাহ—মৎকৃত ইতি ॥

১২। ভুবনস্থজ্ঞানৈঃ সর্বৈরপি ঈড়িতা স্ততা, কথঞ্চিৎ কষ্টম্ভট্যা উপবেশয়ামাস। একরসমেকরূপদ্বরূপং চিদেকরসং
তদানীং জ্ঞানৈকবীৰ্যম্ ; “শৃঙ্গারাদৌ বিধে বীৰ্যে গুণে রাগে দ্রবে রসঃ” ইত্যমরঃ ॥

১৩। অথ সা যদা কার্যান্তরনিযুক্তা তন্তুযী স্থিতবতী তস্মিন্নেবাহবসরে তৃণাবর্তাখ্যঃ কোহপি বাত্যাবিবর্ত্ত আবি-
রাসীদিত্যন্বয়ঃ। অচ্ছয়া নির্মলয়া ভগবদিচ্ছয়া হেতুনা মানশ্চ পুত্রাতিভর-প্রমাণশ্চ সারতয়া নিবিড়তয়া অবিবেকেনৈব
ছুরিতং মানসং যস্তাঃ সা। অতএব তং পুত্রং বিহায় বহিঃ স্থাপয়িত্বাপি নৈব চিত্তয়িত্বা, হা খেদে, যাপিতং গমিতং
তং ঘোরং সময়মবিদতী অজানতী। কিঞ্চ, অঙ্গনাদ্ যদা প্রবিষ্টবতী, তদৈব পুত্রমপি সচ যেনৈবানীতং বিদতী

করে মায়ের ক্রোড়গত অবস্থাতেই এবং এরূপ ছোট শিশুর ভাবে অবস্থিত থেকেই বালকৃষ্ণ অতিশয়
দুর্বহ হয়ে উঠল।

১২। তখন সেই ভারে পীড়িতা, জগজ্জনের আদৃতা, ফলভারে নতা লতার মতো পুত্রবাৎসল্যে
নতা মা যশোদা—একরূপস্বরূপ হয়েও তদানীং জ্ঞানৈকবীৰ্যশালী, নিজ বেগেই স্থলনোন্মুখ সেই পুত্রকে
কষ্টেস্থষ্টে সেখানেই বসিয়ে দিলেন।

১৩। অতঃপর পবিত্র শ্রীভগবৎ ইচ্ছায় পুত্রের অতিভার ছর্বিসহ হওয়ার দরুণ বিবেকহীনা ও
বিক্ষিপ্তমনা হয়েই মা যশোদা কোন কিছু চিন্তা না করেই পুত্রকে ফেলে রেখেই গৃহমধ্যে প্রবেশ
করলেন,—হায় হায় এই সময়টা যে কি সাংঘাতিক তা না জেনেই এই সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছেন তিনি—
আরও গৃহে প্রবেশকালে ভ্রমে তাঁর এই জ্ঞান হল যেন পুত্রকে নিয়েই গৃহে প্রবেশ করেছেন—নিরতিশয়
ঐশ্বর্যযুক্ত পুত্রের প্রভাবই এ ভ্রমের কারণ।

তৃণাবর্তের রূপ :

গৃহমধ্যে প্রবেশ করে তিনি যখন কার্যান্তরে নিযুক্ত আছেন সেই অবসরে—যুগপৎ বিরহিণী
নাগপত্নী সমূহের দীর্ঘ উষ্ম নিশ্বাসের মতো, কালরূপ কর্মকারচালিত পৃথিবীরূপ হাপরের সমুচ্ছ্বাসের মতো,
দিগ্‌মাতঙ্গের কর্ণরূপ কুলার আক্ষালনে কম্পমান আকাশের চ্যুতির মতো, বায়ুধাতের ব্যক্তির পক্ষে
রজগুণোথ পিত্ত এবং তমোগুণোথ কফ বিরুদ্ধ কিন্তু বায়ুরূপ হলেও রজ-তমময় অর্থাৎ ধুলি-অন্ধকারময়,

ইব বহিঃ শৰ্করাবর্ষী অন্তর্ভূতবিগমঃ, মদ ইব অন্ধকরণঃ, পিত্তজ্বর ইব মহাবেগঃ, সংগ্রাম ইব প্রসরণ-
করেণুসজ্জাতকৃতাক্রকারঃ, পঞ্চভূতাত্মকতামপনীয় একভূতাত্মকং কুর্ব্বন্নিব ত্রিভুবনং কংসপ্রহিতস্তৃণা-
বর্তাখ্যঃ ॥

১৪ । উর্দ্ধোর্দ্ধোবর্তন্যং প্রচুরতৃণরজঃশৰ্করাপূরদূর-
ভ্রংশৈরভ্রংলিহাগ্রো গ্লপিতজননতনুঃ কোইপি বাত্যাবিবর্তঃ ।
কল্লান্তপ্রজ্জলিয়াং ফণিপতিবদন-ব্যূহবহ্নৈরদীর্ঘৈঃ
ক্ষৌণীং নির্ভিষ্ঠ ধূমৈরিব ভুবনজনানন্ধয়ন্নাবিরাসীং ॥

১৫ । অয়মেতি মহানিলোহস্বরঃ, স্বয়মেব স্ববিনাশকারণম্ ।
উররীকুরুতামিতি প্রভূ-র্গ রিমাণং ন তথা ততান সঃ ॥

ভ্রমাদেব জানতী । নহু কথং তাদৃশীনামেবং ভ্রমঃ ? তজ্জাহ—মিতিঃ প্রমাণং তয়া হীনঃ প্রভাবো যন্ত তম্ ; তদিচ্ছা-
প্রভাবেণৈব বিভ্রমোহপি জনিত ইতি ভাবঃ । নহু বিকটবাতয়া বহিঃস্থিতস্ত তস্মাতিহু কুমারদ্বেন পরিভবঃ সম্ভবেৎ,
তত্র নহি ন হীতাহ—প্রভাবন্তম্, ঐশ্বর্যাবেশেন দেদীপ্যমানম্ । যুগপদেককালমেব বিপ্রযুক্তানাং বিরহিণীনাং নাগ-
নাগরীণাং সমূহস্ত নিশ্বাস ইত্যতিকটুত্বেন ভূভদ্রায়া ইতি অতিবিততত্বেন শূন্যঃ ক্ষরণং বিদীর্ঘ উপরিতোহধঃপতনমিতি
যাবদিত্যতিভয়ানকত্বেন । বাত্যাভ্যন্তোঃ সাত্ত্বিকত্বেনাযুর্বেদশাস্ত্রে উক্তত্বাদবিরোধঃ । পিত্তকফয়োস্ত রাজসহ-তামস-
তাত্ম্যম্ ; পক্ষে, রজো ধূলিঃ, তমোহন্ধকারঃ ; শৰ্করা সিতা কর্পরা চ । প্রসরতিঃ করেণুনাং হস্তিনীনাং সংঘাতৈঃ কতো-
হন্ধকারো যত্র ; পক্ষে, প্রসরন্তি কানি স্থানানি যেভাস্তথাভূতৈ রেণুসংঘাতৈরিতি । একভূতাত্মকং পবনময়ম্ ॥

১৪ । কীদৃশঃ ? উর্দ্ধোর্দ্ধমুপযুগ্মপরি আবর্তো ভ্রমিত্ত্বত্ব নৃত্যতামিব তৃণরজঃশৰ্করাপূরণাং দূরতো ভ্রংশৈর্গ্লপিতা
জনানাং তনবো যেন সঃ । কল্লান্তে প্রকর্ষণে জলিয়াং যঃ ফণিপতেরনন্তস্ত বদনব্যূহতো বহ্নিস্তস্ত ধূমৈরিব ক্ষৌণীং নির্ভিষ্ঠ
উপরিগতভুবনস্থজনানন্ধয়ন্ অঙ্কীকুর্বন ॥

১৫ । ন তথ্যেতি । পূর্বং যথা মাতুরন্ধে তথা ন, কিন্তু তদ্বলাহরুপং তু ততানৈবেত্যর্থঃ । অতথাহতিলাঘবেন

খলব্যক্তি যেমন মুখে মিষ্টি অন্তরে কুটিল তেমনই বাইরে কঙ্করবর্ষী অন্তরে তুজ্জৈর্য, অহঙ্কার যেমন
মন্ততা আনয়নকারী তেমনই অন্ধকার সৃজনকারী, পিত্তজ্বরের মতো মহাবেগশালী, সংগ্রামস্থল
যেমন ইতস্ততঃ ধাবিত হস্তিনীগণের পদাঘাতে উখিত ধূলিতে অন্ধকারময় তেমনই ছুঃখ-দায়িনী ধূলিকণা-
সমূহের সন্মিলনে অন্ধকারময়, পঞ্চভূতাত্মকতা দূর করে ত্রিভুবনকে একভূতাত্মক পবনরূপে যেন
পরিণতকারী, কংসপ্রেরিত তৃণাবর্ত নামক অশ্বর এসে উপস্থিত হ'ল ।

১৪ । উর্ধ্ব উর্ধ্ব ঘূর্ণিতে নর্তনছন্দে চঞ্চল প্রচুর তৃণ-ধূলি-কঙ্করানিকর দূর থেকে নিক্ষেপের
দ্বারা লোকের ক্লেশদায়ক কোনও আকাশচুম্বি ঘূর্ণিঝড় কল্লান্তে ফণিপতি অনন্তের সহস্র বদন থেকে
মাটি ফুড়ে নির্গত প্রজ্জলিত বহ্নি-ধূমের মতো পৃথিবীর লোকসকলকে অন্ধ করে দিতে দিতে এসে
উপস্থিত হ'ল ।

১৫ । এই যে এসে গেল প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়রূপ তৃণাবর্ত অশ্বর—সে নিজেই নিজের বিনাশের কারণ

১৬। এবমন্ধতমসাক্ততমসারূপ্যং গতেষু সকলেষু পরিতস্তৃণরজঃশর্করাবর্ষে চ মহতি হতিকারকে সতি ভবনমধ্যমধ্যবস্থায় চিন্তয়ৎসু পুরজনেষু চ মাত্রা যথৈবোপবেশিতং তথৈবাকুতোভয়স্ত কুতো ভয়স্ত কথাইপীতি নিরাতঙ্কং তং কঞ্জনয়নং নয়নন্দিভুবনজনং ভুবনজনন্দিকরচরণতলং রণতলং গতানাং গতানাংস্রোতাং সুরক্রহামন্তকমন্তকরণায় স্বস্ত স মহাসুরো হরতি স্ম ॥

১৭। স চ বালব্রহ্ম ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতো বিতোদঃ প্রকটামোদো মোদোদধুরঃ পটে নিবধ্য নীয়-মানোহনল ইব কণ্ঠশোধনার্থং কণ্ঠে কৃতঃ কালকূট ইব স্বয়ং নিমন্ত্র্যানীয়মানো মৃত্যুরিব তেনাহ্রিয়মাণঃ, সুরপুরপুরজীকৃতদর্শনার্তিপূর্তয় ইব তৎস্বরূপয়া নিঃশ্রেণিকয়া নাকতলমুজ্জিগমিষুর্বিব কিয়দদ্রুমদ্যাতঃ,

গন্ত এবাত্যুচ্চদেশোন্নয়নে স্বস্ত শ্রমঃ সন্তবেদিতি ॥

১৬। অন্ধতমসেন গীঢ়ধ্বাস্তন হেতুনাঙ্কতমৈরতিশয়াক্ষৈঃ সারূপ্যং তুল্যরূপত্যাং গতেষু পরিতঃ সর্বতঃ হতিকারকে ষাতকে সতি তং কঞ্জনয়নং কমলনেত্রং স্বস্ত অন্তকরণায় মারণায় মহাসুরো হৃতবান্, নয়ন নীত্বা তাদৃশদানববধ-নিবন্ধন-তাদৃশচাচুর্ধময্যা নন্দিতা ভুবনজনা দেবাদয়ো যেন তম্। ভুবনং জলং তত্র জাতং কমলং তৎ নন্দি শৈত্য-সৌরভা-সৌকুমার্যাদিসমুদ্ভিক্যুক্তং করচরণতলং যস্ত তমপীতাতিদ্রব্যাভ্রেন তস্ত নির্দয়তরুক্ষম্। কিঞ্চ, সুরক্রহামন্তরাণা-মন্তকম্। কীদৃশামাম্? রণতলং গতানাম্। ‘আছি আযামে’ আঙ্কঃ আযামঃ, ন আঙ্কোহনাঙ্কঃ, গতোহনাঙ্কো যেযাং শৌর্যাস্তায়াগরতামিত্যর্থঃ ॥

১৭। বিতোদো গতবাথঃ, প্রকটো ব্রহ্মরুদ্রাদিলোকপর্যন্তং বাত্যা সঞ্চাৰ্যমান আমোদোহঙ্গসৌরভ্যং যস্ত সঃ, মোদেন তদ্বোধোৎসাহময়হর্ষেণোদ্ধুরঃ। তেন তৃণাবর্তেন পটে নিবধ্যোতি তেনাকর্ষণং ক্রমশঃ। কণ্ঠেতি কৃষ্ণনাকর্ষণং

কণ্ঠে কুলিয়ে নিল—নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালী বালকৃষ্ণ মায়ের কোলে যতটা গুরুভার হয়ে উঠেছিল এখন আর ততটা থাকল না।

বালকৃষ্ণ-হরণ :

১৬। এইরূপে সকলে ঘোর অন্ধকারে একেবারে অন্ধের মতো হয়ে গেলে, চতুর্দিকে মহা পীড়াদায়ক তৃণ-ধূলি-কঙ্করনিকর বর্ষণ হতে থাকলে, এবং গৃহমধ্যে অবস্থিত পুরজন চিন্তাকুল হয়ে পড়লে—মা যেমন ভাবে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন সেইভাবে অবস্থিত, অকুতভয়, যার সম্বন্ধে ভয়ের কোন কথাই উঠতে পারে না সেই নিরাতঙ্ক, কমলনয়ন, দানববধের নীতিকুশলতায় দেবতাগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী, কমলকোমল কর-চরণের দ্বারা শোভিত, যুদ্ধক্ষেত্রে আগত অশেষ শৌর্যাদিবিশিষ্ট, অসুরের সমস্তরূপ বালকৃষ্ণকে সেই মহাসুর নিজ বিনাশের জন্তু নিজেই হরণ করে নিয়ে চলল।

তৃণাবর্ত-বধ :

১৭। ব্রহ্মরুদ্রাদি সেবিত, সর্বাবস্থায় ব্যথারহিত, নিত্য প্রকাশশীল অঙ্গসৌরভযুক্ত, আনন্দে উৎফুল্ল, বস্ত্র-বন্ধনে নীয়মান অগ্নির মতো, কণ্ঠশোধনার্থ কণ্ঠে কৃত কালকূটের মতো, স্বয়ং নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনা মৃত্যুর মতো সেই বালকৃষ্ণকে ঐ মহাসুর হরণ করে নিয়ে চলল,—ঐ মধুর বালক তখন

প্রিয়সুহৃদমিব তং যুগমদ-মেচকিত-বিসবল্লীবল্লীলেন স্তোকেনৈব ভুজবলয়েনাহমিকণ্ঠতটং তথা শনৈঃ
শনৈর্নিপীড়য়ামাস, যথাহস্ত নির্গচ্ছন্তোহপ্যহসবো বিলম্ব্য বিলম্ব্য সপদি চূর্ণপেয়ং পিষ্টা ইব নির্জগ্মুঃ।
অহো কোশলং কুশলিনঃ খেলাশিশোস্তস্য ভগবতঃ ॥

১৮। অথ বিগতাসৌ গতাসৌভগে ভগবদঙ্গসঙ্গাদঙ্গসংগান-সমুচিত্তে প্রাগাবেগবেগতো গতোৎ-
কর্ষেহপি পাংশুশর্করাবর্ষিণি পবমানে পবমানে স্বকুলং তস্মিন্নপি নিপততি তৎকণ্ঠাবলম্বি-নীলমণিহার ইব
অলঙ্কৃতলম্পর্শ এব তেন সহ ভুবন্তলং যাবদালম্ব্যতে, তাবদেব শাম্যতি বাত্যাবর্তে পূর্বমেব তনয়ানব-
লোকশোক-শুশ্রূমাগমনা মনাগপ্যবস্থাতুমসমর্থ্য সমর্থ্যমেব মূচ্ছামবলম্ব্যাবলম্ব্যাহতধীরধীরতয়া ব্রজেশ-
বনিতা নিতাস্তমবনিতলে নিপপাত ॥

বাল্যাদভীত্যেব তৎকণ্ঠস্থ স্বয়মিতি। ততশ তস্য যুত্বাবেবতু্যাক্তম্। অনলস্ত জলাদিনা প্রতীকারোহন্তীতি কালকূট ইতি
তস্তাপি মস্ত্রাদিনেতি চেৎ যুত্বারিতি; স্তরপূরস্ত পূরজ্ঞাভিঃ কৃতা যা দর্শনে আস্তিরুৎকণ্ঠা তস্তাঃ পূর্জয়ে বাত্যাকারয়া
নিঃশ্রেণিকয়া ‘সি’ড়ী’ ইতি খ্যাতয়া যুগমদেন মেচকিতায়াঃ শ্যামলীকৃতয়া বিশ্ববল্লা যুগাললতায় ইব লীলা যন্ত তেন,
শনৈঃ শনৈরিতি একদৈবাতীপীড়নে সহসৈব তৎপ্রাণত্যাগে সতি দূরতো বেগত এব তদ্বপুষঃ পতনে স্বশ্রম আপত্তে-
তেতি ভাবঃ। চূর্ণপেয়মিতি (পা০ ৩৪।৩৫) “শুষ্কচূর্ণরুক্ষেষু পিযঃ” ইতি ণমূল; চূর্ণবৎ পিষ্টেত্যর্থঃ। বিলম্ব্য বিলম্ব্য
নির্জগ্মু রিতি তেন শনৈঃ শনৈস্তদ্বপুষো নিপতনে সতি নিঃশ্রেণিকয়েবাবতরণমপি ভগবতঃ স্তুত্বেনৈবাভূদিতি ভাবঃ ॥

১৮। বিগতা অসবো যন্ত তস্মিন্, তথাপি গতমসৌভগং যন্ত তস্মিন্; কৃতঃ? ভগবতোহঙ্গস্ত সঙ্গং অঙ্গে

স্বর্গরমণীগণের দর্শনাতি পূরকের মতো, ও চক্রবাতরূপ সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে আরোহন-ইচ্ছুকের মতো কিছু
দূর উঠে গিয়ে যুগমদে শ্যামলীকৃত, যুগাললতাসম লীলায়িত ভুজবলয়ের দ্বারা প্রিয় সুহৃদদের মতো ঐ
অমুরের কণ্ঠপ্রদেশ এমন ভাবে চেপে ধরল যাতে এর প্রাণবায়ু বের হতে হতেও বিলম্ব করে চূর্ণবৎ
পেয়িত হয়ে নির্গত হয়ে গেল। চতুরশিরোমণি খেলাশিশু এই ভগবানের অহো কি চতুরতা!
(গলা টিপে তৎকণ্ঠাং মেরে ফেললে অত উচু থেকে নীচে সহসা পতনহেতু নিজেরও ব্যথা লাগতে পারে,
সেই জন্তই প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে নির্গত করাল—ইহাই চতুরতা)

যশোদা-বিলাপ :

১৮। অতঃপর ঐ অমুরের প্রাণবায়ু চলে গেল বটে, কিন্তু অবসান হ'ল তার ছর্ভাগ্যের,
শ্রীভগবদঙ্গসঙ্গে ঐ অমুর-দেহের উৎকর্ষতা প্রাপ্তি হ'ল—তার সকল প্রভাব চলে গেলেও প্রাথমিক
বায়ুবেগের ফলে ধূলি-কঙ্করাদি বর্ষিত হতে থাকল বটে কিন্তু ঐ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত বায়ুতে স্বকুল পবিত্র
হয়ে গেল। ঐ অমুর ভূমিতলে নিপতিত হতে থাকলে নীলমণিহারের মতো তার কণ্ঠাবলম্বী ঐ
খেলাশিশু ভূতলের দ্বারা অস্পষ্ট থেকেই যখন ভূমিতলে এসে পড়ে গেল তখন চক্রবাত থেমে গেল,—
আর চক্রবাত থেমে যেতেই পুত্র অদর্শন-শোকে নীরসমনা নন্দরাণী এক মুহূর্তও আর দাঁড়িয়ে থাকতে
অসমর্থ্য হয়ে আশ্রয় দানে সমর্থ্য মূচ্ছার আশ্রয় গ্রহণ করে লুপ্তবুদ্ধি-বিহ্বলতা বশতঃ ভূতলে লুট্টিয়ে
পড়লেন।

১৯। ব্রজপুরপুরস্বীভিরভিরভ্যমাণা জীবনানুমাণকশ্বাসাশ্বাসামান্দ্যেন বোধয়ন্তীভির্ধয়ন্তীভিরিব
তচ্ছোকানলকীলাঃ কীলালেন মুখমাসিঞ্চন্তীভিঃ কিমপি সমুচে ॥

২০। 'স্বকৃতিনি ! হে কৃতিনি । পরমপরভাগধেয়েন ভাগধেয়েন যেন তাদৃশো দৃশোরতিরসদো
রসদোহবিততনয়স্তনয়ঃ সমাসাদি, তেনৈব স্বস্তি স্বস্তিমানসৌ মানসৌভাগ্যোদয়ো বাৎ দম্পত্যোঃ
পত্যোত্রজপুরস্ত রস্ত এব, তদলমলং মোহেন, মোহেন ক্রেশয় মানসম্, মা ন সন্তাপী হি মানসজ্বরঃ,
স খলু কুশলী সম্প্রতি সম্প্রতিপংস্ততেহকস্মাদেব, কস্মাদেবমুত্তাম্যসীতি তাসাং চিরাশ্বাসগিরা লক্কজাগরেব
সা যচ্চেতনামাপত্তে স্ম, সৈব তস্তাঃ শোকোদগারিণী সমজনিষ্ঠ ॥

২১। তদ্যথা— ইত এব ময়োপবেশিতো, বত বোচুং হুসমর্থয়া ভরম্ ।

মম দুর্নিয়তিস্বরূপয়া, তনয়ো হা ধিগহারিবাতয়া ॥

তস্মিন্ আকারেহপি সঙ্গানমুৎকর্ষন্তস্ত সমুচিতো পবমানে বায়ো স্বকুলং পবমানে পবিজীকুর্বতি তাম্রসুরে নিপত্ততি সতি
অলকভূতলম্পর্শ ইতি ব্যাথাভাবো ব্যঞ্জিতঃ ॥

১৯। অভিরভ্যমাণা আলিঙ্গনাকারেণ ধ্রিয়মাণা, আশ্বাসস্তান্দ্যেন, আধিক্যেনেত্যর্থঃ । ধয়ন্তীভিরহুভবন্তীভি-
রিতি যাবৎ । কীলা জালাঃ, কীলালেন জলেন, আসিঞ্চন্তীভিঃ সর্বতঃ ক্ষালয়ন্তীভিঃ,—অপস্মারাতমূর্ছয়া মুখস্ত
লালাক্লিষ্টত্বাৎ ॥

২০। হে পুণ্যবতি ! হে কৃতিনি পণ্ডিতে ! যেন ভাগধেয়েন ভাগ্যেন । কীদৃশেন ? পরমঃ পরভাগ উৎকর্ষো
ধেয়ো ধার্যো যন্ত তেনাতিরসদোহতিস্বখদঃ ; রসস্তাহুরাগস্ত দোহেন পুরণেন বিত্ততো বিস্তুতো নহো যেন সঃ ! তেনৈব
ভাগধেয়েন হেতুনা স্বস্তিমান্ কুশলী অসৌ তনয়ঃ স্বস্তি স্তথেন অস্তি । কীদৃশঃ ? বাৎ যুবয়োত্রজপুরস্ত স্বামিনোর্মান-
সৌভাগ্যায়োরুদয়রূপঃ রস্ত ইতি তথাত্তেনৈব সর্বৈরহুভবনীয় ইত্যর্থঃ । মা উহেন অপায়তর্কেণ মানসং ক্রেশয়, মানসজ্বরো
হি মা ন সন্তাপী, অপি তু সন্তাপক এব ; মা ইতি নিষেধে ॥

১৯। ব্রজপুরস্বীগণ মা যশোদাকে জড়িয়ে ধরে জীবনের লক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের আধিক্য থেকে
তঁার শোকানল বুকে ও অনুভব করে তঁার মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সান্ত্বনা-বাক্য কিছু বললেন—

২০। হে পুণ্যবতী, হে চতুরে, পরমশ্রেষ্ঠা আপনার যে-ভাগ্যের দ্বারা তাদৃশ অতি নয়ন-সুখদ,
অনুরাগের উচ্ছলনে প্রেমমীতিধারা প্রবাহকারী পুত্র লাভ হয়েছে সেই ভাগ্যের দ্বারাই কুশলী পুত্র স্তুখে
আছে আপনার, ব্রজপুরের স্বামী-স্বামিনী দম্পতি আপনাদের মান-সৌভাগ্যের উদয় এই পুত্র হতেই,
এ সকলে অনুভবও করে থাকে, অতএব এই মোহের প্রয়োজন কি, বুঝা তর্কে মনকে ক্রেশ দিবেন না,
মনের জ্বরই দুঃখদায়ক হয়ে থাকে, সে সম্প্রতি কুশলেই আছে, সম্প্রতি হঠাৎই তাঁকে দেখতেও পাবেন,
কেনই বা এমন দুঃখ করছেন ;—তঁাদের আশ্বাস-বাণীতে বহুক্ষণ পর ঘুম থেকে জাগরিতের মতো মাতা
যশোদা যেই চেতনা লাভ করলেন অমনই তঁার শোক-রসোদগার আরম্ভ হল ।

২১। হায় হায় বাছার ভার সহনে অসমর্থ হয়ে পড়তেই তো এখানেই আমি বসিয়ে রেখে
গেলাম—আমার দুর্ভাগ্যস্বরূপ চক্রবাত হা পিক্ আমার পুত্র হরে নিয়ে গেল ।

- ২২ । ক শিশোর্বত তাদৃশো ভরঃ, সহতে যং বত ন প্রমূরপি ।
অতএব তথাহনুমীয়তে, মম দুর্দৈববিজৃম্বিতং হি তৎ ॥
- ২৩ । নবনীতমিবাতিকোমলো, ব্যথতে যো বত মাতুরকৃতঃ ।
স কথং খরপাংশুশর্করা-তৃণবর্ষণ সহতে স্ম মে স্মৃতঃ ॥
- ২৪ । স যথৈব নিশাচরীবিষ-, স্তনপানাচ্ছকটশ্চ পাততঃ ।
অবিতঃ কিল যেন বেধসা, স ইদানীমপি তং সদাহবতু ॥
- ২৫ । অধুনা পরমেশ্বরেণ চ-, দবিতোহসৌ যদি লভ্যতে স্মৃতঃ ।
ন কদাপি তদাহঙ্কমধ্যাতো, বত ভূমৌ বিজহামি হা পুনঃ ॥
- ২৬ । স্বরিতং পরিতোহবলোক্যতাং, ক নু নীতঃ ক নু পাতিতোহর্ভকঃ ।
মম যাবদপৈতি জীবিতং, ন বহিস্তাবদয়ুং সমানয় ॥'

ইতি ভূয়ো মূর্চ্ছতি ॥

- ২১, ২২ । তৎ শোকোদ্ধারণং যথা দুনিয়তির্দুর্দৃষ্টং সম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥
- ২৩ । ব্যথতে ব্যথাং প্রাপ্নোতি ॥
- ২৪ । স স্মৃতো যেন পূর্বমবিতো রক্ষিতঃ ॥
- ২৫ । পরমেশ্বরেণাস্মদিষ্টদেবেন ॥
- ২৬ । ক নীতো বাভ্যয়েত্যর্থঃ ॥

২২ । হায় হায় কোন্ শিশু এমন তার হয় যা তাঁর মা-ও সহিতে পারে না—অতএব অনুমান হয় এ আমার দুর্দৈবেরই বিলাস ।

২৩ । নবনীতের মতো অতি কোমল হায় হায় যে মায়ের কোলের স্পর্শেও ব্যথিত হয় সেই আমার পুত্র কি করে ভয়ঙ্কর ধূলি-কঙ্কর-তৃণবর্ষণ সহিতে পারল ।

২৪ । আমার বাছাকে বালঘাতিনী, পুতনার বিষস্তন-পান এবং শকট-পতন থেকে যে বিধাতা যে ভাবে পূর্বে রক্ষা করেছেন তিনিই এখনও আমার বাছাকে সদা সেইভাবে রক্ষা করতে থাকুন ।

২৫ । আমার ইষ্টদেব শ্রীনारायण যদি আমার বাছাকে রক্ষা করে দিয়ে থাকেন, যদি আমার বাছাকে কোলে ফিরে পাই তা'হলে হায় হায় আমি আর কখনও তাঁকে কোল থেকে ভূমিতলে নামিয়ে দিব না ।

২৬ । ওহে গোপীগণ, তোমরা শীঘ্র চতুর্দিকে খুঁজে দেখ, চক্রবাত আমার বাছাকে কোথায় নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে ফেলল, আমার প্রাণ যে পর্যন্ত দেহ থেকে বের হয়ে না যায় তার পূর্বে আমার বাছাকে আমার কাছে নিয়ে এস—এই বলে পুনরায় মূর্চ্ছিত হলেন ।

২৭। ততশ্চ ভূয়স্তাভিঃ কৃতার্থাসা স্বাসাপিতমপি জীবিতং জহতী হ তীত্রতরথীবৈধূর্যা ধূর্যা মলিনবদনারবিন্দা রবিং দারুণমিব দহন্তুঃ শোকমাবহন্তী হন্তীব যদা জনমনাং সি, তদৈব পুরতোরণশ্চ পুরতো রণশ্চ প্রথমারম্ভ ইবাহরং ভ ইবাহতিসমীচীনে নির্জিতবিপক্ষোহপক্ষোদ-ভূতশ্চ ভূতশ্চ রিপোরুরসি রসিকো মহাকণ্টকগহনে বিকচমেকমপরাজিতাকুসুমমিব, তৃণস্তম্বাক্ষজীর্ণসরসি সমুদন্তমেকমসিতোংপল-মিব, ঘনতরতিমিরপটলোপরি দীপাঙ্কুর ইব, মহামোহোপরি পদ্মজ্ঞানামৃতমিব, মরুভূমি সুরতরুকড়ম্ব ইব, পরমদুঃখবৃক্ষশিখরে সাদ্রানন্দকুসুমমিব স বালকৃষ্ণো রোচতে স ॥

২৮। তমকুতোভয়মৰ্ভকমাকলয্য ক্রমসমুপচীয়মানে মানেন হীনে জননিচয়ে কেচন 'অয়মেব

২৭। স্বাসেন পূর্বযুচ্ছাক্রান্তানন্তরং নিশ্বাসেন আপিতং আপিতমপি জীবিতং জহতী তাজন্তী, হ ক্ষুটম, ধূর্যা শ্রেষ্ঠা, দারুণং রবিমিব দহন্তুম্। তদিব পুরতোরণশ্চ পুরবহির্বারশ্চ পুরতোহগ্রতো রিপোরুরসি স বালকৃষ্ণো রোচতে স্মেতাভয়ঃ। কীদৃশঃ? রণশ্চ যুদ্ধশ্চ প্রথমারম্ভ ইব, অরং শীঘ্রং ভে নক্ষত্রে অতিসমীচীনে স্বভাবেন স্বরাশিগণনগত্যা চ শীঘ্রবিজয়প্রদ ইব নির্জিতো বিপক্ষো যেন সঃ। রিপোঃ, কীদৃশশ্চ? অপক্ষোদভূতশ্চ চূর্ণীভূতশ্চ, অতিশয়েন নষ্টশ্চেত্যর্থঃ। ভূতশ্চ ভূমি পৃথিব্যাম্ উতশ্চ স্যাত্তন্ত্বেত্যর্থঃ। বিকচং বিকসিতম্। তত্রস্থং তমুৎপ্রেক্ষতে—মহাকণ্টকেতি; স্বাক্ষষ্ট-বিকটতৃণস্তম্ব-শর্করাপুঞ্জভরিতজেন; তৃণস্তম্বাক্ষেতি-বহিঃস্থগাছরন্ধ্রেন তদাকারশ্চ দূর্লভ্যতয়া, ঘনতিমিরেতি তৎসাহজিক-বর্ণধ্বেন দীপাঙ্কুর ইবেত্যেনেন পূর্বোক্তাপরাজিতা-কুসুম-নীলোংপলত্বাভ্যাং তশ্চ প্রাপ্তং তৎসঙ্গজনিতকিঞ্চিৎকৃষ্ণং বারিতম্। জ্ঞানামৃতমিবেত্যেভেন তৎসাহিত্যেহপি তেন স্পষ্ট মশকাৎ ধ্বনিতম্, তন্মোক্ষদায়কত্বম্। মরুভূমি অতি-কঠোরজেন, সুরতরু অতিবিস্ময়াস্পদজেন তদুৎপ্রেক্ষা, পরমদুঃখতিসাদ্রানন্দেভ্যাত্যাং গতজনানামম্বরশরীরং শ্রীকৃষ্ণঃ চ যুগপৎ পশ্চতাং নিঃসীমদুঃখং নিঃসীমসুখঞ্চ যুগপদেব জাতমতি ব্যঞ্জিতম্ ॥

২৮। ক্রমেণ সমুপচীয়মান ইতি প্রথমং দশ, ভতো বিংশতিস্ততঃপ্রতি দিতি ক্রমেণ সংখ্যাবৃত্ত্যেত্যর্থঃ। অতঃ

২৭। অতঃপর পুনরায় যখন ব্রজগোপীদের দ্বারা আশ্বাসিত হয়ে নিশ্বাসের সহিত জীবন ফিরে পেয়েও মায়া মোহাদা পুনরায় ও ত্যাগ করতে যাচ্ছেন, বুদ্ধিতে সর্বশ্রেষ্ঠা হয়েও তার সব বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল, বদনকমল শুকিয়ে গেল, মধ্যাহ্নসূর্যের দহনজ্বালার মতো শোকে মুহুময়ন হয়ে পড়লেন, মরুভূমির মনকে যেন দুঃখে-বেদনায় শেষ করে দিতে লাগলেন ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল পুরদ্বারের সম্মুখে যেন যুদ্ধের প্রথম আরম্ভে, যেন শীঘ্র বিজয়প্রদ অকুসল নক্ষত্রে বিপক্ষদলন-রসিকশেখর বালকৃষ্ণ চূর্ণীভূত ও মাটির সঙ্গে প্রায় গ্রথিত শত্রুর বক্ষোপরি জলজ্বল করছে—মহাকণ্টকাকীর্ণ গহন বনে প্রক্ষুটিত অপরাজিতা কুসুমের মতো, তৃণস্তম্ব অক্ষ জীর্ণ সরসির বুকে সমুখিত এক কৃষ্ণকমলের মতো, ঘোর তিমির-জালোপরি এক দীপাঙ্কুরের মতো, মহা অজ্ঞানের স্তম্বোপরি স্থাপিত জ্ঞানামৃতের মতো, মরুভূমির বক্ষোপরি অকুরিত কল্লবক্ষাকুরের মতো, পরম দুঃখশিখরোপরি প্রক্ষুটিত এক সাদ্রানন্দ কুসুমের মতো।

ব্রজজনে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য স্মৃতি :

২৮। সেই অকুতভয় শিশুকে দেখতে পেয়ে দশ-বিংশ-ত্রিশ এইভাবে বাড়তে বাড়তে জনতা

পামরোহমরোদয়দেবী বাত্যা কৃত্য। কৃত্যান্তরায়ভূতো ভূ-তৌদমিব কুর্বন্ ব্রজরাজকুমারমপহন্তুঃ
কৃতোত্তমোহিত মোহিতঃ স্ব্যৈব কিম্বিবিষজ্জালাহলয়াস্তমপি গন্তমশক্তো নভস্ত এব নিপপাত' ইতি ॥

২৯। কেহপি চ—‘অয়ে! অয়মেব মহাপ্রভাবপ্রভাবদ্বিকুরীশিতা শিতাজ্জমোঘমিব সদা
নমোহপি দানবোত্তমানাং প্রাবল্যমবধায় বধায় তেষামবততারেব, তেনারস্ত এব পরিপূতনামা পূতনামার-
কোহয়মনোভজ্জকো মনোহভজ্জকো জনানামধুনা ধুনানমিব ভুবনমিমঞ্চ ধাতয়ামাসে’ ইতি ॥

৩০। কেচিদপি—‘অয়ে ব্রজপূরপূরন্দরশ্চৈব পূর্বপূর্বজনিজনিততপঃসু কৃতং স্কৃতং যৎ পুঞ্জিতং
জিতং তেনৈব, তদৃতে যদিদমস্ত দমস্ত সকলাপদাং পদান্তরং নাকলয়ামঃ’ ॥

৩১। ইতি গদন্তোহগদং তোকং তমাদায় দায়লকং মহাধনমিব নিঃসঙ্কোচতয়াক্কে কুর্বন্তো নিজ-

ক্গমাতেগৈব মানেন পরিমাণেন হীনে সতি জনসমূহে অমরাণাং দেবানামুদয়দেবী ভুবঃ পৃথিব্যাস্তোদং ব্যথামিব কুর্বন্,
আলয়াস্তং গৃহসমীপম্ ॥

২৯। কেহপীতি মহার্জয়স্তাস্থরশ্চ পতমে স্ব্যৈবেত্যাহ্বাস্তং যুক্ত্যভাসমকিঞ্চিকরং মন্ত্যমানাঃ স্ববুদ্ধিপ্রতিভাতে-
মানুমানেনৈব বাস্তবার্থস্তুতিমন্ত ইত্যর্থঃ। অয়ং বালকঃ, ঈশিতা ঈশ্বরঃ, অস্তুরবধার্থমমোঘং ভীক্সাজ্জমিব,—ঈশ্বরস্বেন
নিশ্চয়াভাবাৎ। অবততার ইবেতি সন্দিগ্ধ নবঃ সনাতনোহপি শিতানুতনপ্রতীতিকঃ, ন তু বস্তত ইদানীন্তন এবত্যর্থঃ।
অমসঃ শকটশ্চ ভজ্জকঃ, মনসশ্চেতসো ন ভজ্জকঃ, ন দূষকঃ, সর্বসুখদায়িত্বাৎ ॥

৩০। কেচিদপীতি, তদ্ব্যস্তমন্তিসাহসং মদ্বা দৃঢ়েম শুক্তান্তরেণৈব সমাদধানা ইত্যর্থঃ। সর্বত্রৈবৈতে তৎপ্রেম-
মাধুরীবিবর্তবন্তি এব যথোত্তরশ্রেষ্ঠা জ্ঞেয়াঃ। তপঃসু মধ্যো পুঞ্জিতং যৎ স্কৃতং পুণাং কৃতং তেনৈব জিতসুৎকর্ষণ
বন্তিতম্। তদৃতে তদ্বিনাশ্ত সকলাপদাং পূতনাদিপ্রযুক্তানাং দমস্ত দমন্ত নাশন্তেতি যাবৎ, পদান্তরং লক্ষণান্তরম্ ॥

ক্রমশঃ অসংখ্যে গিয়ে দাঁড়াল—এর মধ্যে কোনও একজন বললেন—‘এই যে দেবতাদের উৎকর্ষে
বিদেবী, চক্রবাক্রপে সমস্ত কাজের অন্তরায়স্বরূপ পাপী অশুর পৃথিবীকে যেম পীড়িত করতে করতে
আজ এ ব্রজরাজকুমারকে চুরি করতে উছোগী হলে নিজেরই পাপ-বিষজ্জালায় মোহিত হয়ে নিজের
ঘরের দরজায় ফিরে যেতে অশক্ত হয়ে এখানেই আকাশ থেকে পড়ে গেল।

২৯। কেউ আবার বললেন—‘ওহে এই বালক নিশ্চয়ই ঈশ্বর, মহা ঈশ্বরের ছাতিতে উচ্ছলিত,
অস্তুর বধার্থে ভীক্স অমোঘ অস্ত্রের মতো, সদা নব হয়েও মহাপ্রবল দানবগণের শক্তি বুকে বধার্থ
অবতীর্ণ, জন্মারস্ত থেকেই পরমপরিভ্রনামা, পূতনামারক, শকট ভজ্জক এই বালক যদিও লোকের
মন-ভজ্জক নয়, তথাপি তিনিই আজ পৃথিবীর কম্পন-সৃজনকারী প্রবল অশুরকে বধ করলেন।
(সর্বসুখদাতৃ বলে এ তার পক্ষে দূষণ নয়, ভূষণ)।

৩০। কেউ আবার বললেন—‘ব্রজপূর মহারাজ শ্রীমন্দবাবার পূর্ব পূর্ব জন্মের তপস্তার মধ্যে
যে স্কৃতি পুঞ্জীভূত হয়ে জমা হয়েছে, তার দ্বারাই অনায়াসে এই কার্য সম্পাদিত হয়েছে, তা বিনা
পূতনাদি এ-সকল আপদ বিনষ্ট হওয়ার অস্ত্র কোন কারণ দেখি না।

৩১। এইরূপ বলতে বলতে নিজজনের চিত্র আনন্দে পূরণকারী ঐ মুস্থ শিশুকে যৌতুক-লব্ধ

জনানামহুঃপুরমহুঃপুরং প্রাপয়ামাসুঃ ॥

৩২ । হর্ষকলকলেনাহনুমায় কুশলিতাং তদম্ম দনুজদমনশ্চ মনশ্চতীবপীবরেণ বরেণ হর্ষতরঙ্গেন
রঙ্গেন বিকসদ্বদনাভিভ্রজপুরপুরজ্জীভিনিজগদে,—‘জগদেকপূজ্য ভাগ্যবতি ভবতি ভবদ্ভাগ্যেন সমুপসন্মো-
হসন্মোহয়ং ভবন্তনয়’ ইতি হর্ষকথাসাদিতরসা তরসা পূর্ণজলদাবলীজলদাবলীঢ়বনভূমিরিব জীবিতাকুর-
রুচিরাকুরিচিরামণীয়কস্নিগ্ধা ক স ক সঃ’ ইত্যুৎকলিকোৎকলিকোদয়বশ্যাহবশ্যায়লিপ্তকমলাকুতিনয়না-
কুতি-নয়-নামানুরূপগুণা সত্ত্বএব ভবন্তী তনয়াবলোকনার্থমুদগতা মুদগতাধিক্যোনাআনমপি ন সম্মার
যশোদা ॥

৩৩ । ততস্ত্ব ততস্ত্বতিপরাভিরপরাভিরয়ময়মিতি যুতসজীবনোষধিমিব স তত্বংসঙ্গে সংগেয়মহিমা
শ্রাধ্যায়ি ॥

৩৪ । সা চ নষ্টলক্কধনমিবাঙ্কমারোপ্য সম্পৃহমীক্ষমাণাহক্ষমাণামানন্দানুভববহনশ্চ করণানাং

৩১ । অগদং নিরাময়ং তোকং বালকম্ । কীদৃশম্ ? নিজজনানামহুঃ অন্তঃকরণং পিপত্তি পুরয়তীতি কিপ্, তম্ ॥

৩২ । মনসি অতীব পীবরেব পুষ্টেন নিজগদে, যশোদেত্যাং ; অধিকমধিকং পুষ্টীভবতা, বরেণ শ্রেষ্ঠেন । হে
ভবতি ! অসন্মোহনবসরঃ ; তরসা বেগেন, পূর্ণজলদাবলীনাং জলেন দাবলীঢ়া বনভূমিরিব জীবিতেনানুস্মরেণ তৃণাদি-
সম্বন্ধিনা ; পক্ষে, জীবিতশ্চ জীবনশ্চাকুরেণ কুরিষ্য, উৎকলিকায়্যা উৎকণ্ঠায়্যা যা উৎকলিকা উদগতঃ কোরকস্তশ্চ
উদয়েন হেতুনা বশ্য। মুচ্ছোঁথাপনাদিনা বশীকর্ত্তং শক্যা, অবশ্যয়েন নীহারেণ লিপ্তয়োঃ কমলয়োরিবাকুতির্যয়োস্তথা-
ভূতে নয়নে যস্তাঃ সা । অত্র তনয়প্রাপ্তির্যোথস্বাদশ্রবাং শৈত্যালীহারেণোপমা । ইতি মুদগতমানন্দনিষ্টং যদাধিকাং
তেন ॥

৩৩ । ততস্ত্বতিপরাভিবিভূতস্তবকর্ত্তীভিঃ । স শ্রীকৃষ্ণঃ ॥

মহাধনের মতো নিঃসঙ্কোচে কোলে নিয়ে অহুঃপুরে পৌঁছে দিলেন ।

৩২ । অতঃপর আনন্দ-কোলাহল থেকে দনুজদমনের কুশল অনুমান করে মানসসাগরে উৎপন্ন
উচ্ছলিত পরমানন্দ-তরঙ্গরঙ্গে উৎফুল্লিত বদনা ব্রজপুরস্বীগণ বললেন—‘হে ভবতি, ভাগ্যবতি, জগদেক
পূজ্য, আপনার ভাগ্যে সুস্থ-সবল আপনার পুত্র নিকটে এই আগত’—এইরূপ আনন্দময় কথায়
সরসতা প্রাপ্ত হয়ে মেঘাড়স্বরে জলধারা বর্ষণে সজীবিত দাবানল-দহন বনভূমির মতো, জীবনাকুর
উদগমে মনোহারিণী, শোভন সৌন্দর্যে স্নিগ্ধা মা যশোদা বলে উঠলেন—‘কোথায় আমার বাছা, কোথায়
আমার বাছা’—এই বলে উৎকণ্ঠার যে কোরক বহির্গত হয়েছে তার উদয় হেতু মুচ্ছা-উত্থাপনাদির
বশবর্ত্তিণী, শিশিরভেজা কমলাকুতি নয়না, কুতি-নীতি-নামানুরূপ গুণশালিনী, সত্ত্বই পুত্র অবলোকনের
জন্তু উথিতা মা যশোদা আনন্দের উচ্ছলনে নিজেকেও পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেলেন ।

৩৩ । অতঃপর বহুল স্তুতিপরা অপর গোপীগণ ‘এই যে এই যে আপনার বাছা’ এই বলে
যুতসজীবনোষধির মতো, সর্বত্র কীর্তন যোগ্য মহিমাযিত বালকৃষ্ণকে মাতা যশোদার কোলে ধরে দিলেন ।

৩৪ । যশোদা মাতা নষ্টলক্ক ধনের মতো পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে দেখতে দেখতে

পঞ্চমঃ স্তবকঃ

— :: :: —

১। অথ কস্মিন্নপি দিবসে তনয়ং লালয়ন্তী ব্রজপুরপরমেশানাং হিশানাং মেকবিশ্রামভূতস্ত তস্ত
অন্তমাগস্ত বদনকমলং কমলং কুর্বদিব নিরীক্ষমাণা তত্রৈব ধরণি-ধরণিধর-জলধিপূরতরুপ্রভৃতি ভুবনকোষ-
প্রভৃতি ভুবনকোষগৃহ ইবান্মানমাগ্নয়নঃ পতিং চাবলোক্য লোক্যচরিতাতীতং তেন পরমবিস্মিতবাসীং ॥

২। তথৈবাপরেহ্যরপি তনয়মঙ্কমারোপ্য লালয়ন্তী তন্মুখকমলকোষমালোকয়ন্তী চ ব্রজপুরপরমে-
শ্বরী কিমপি সর্কৌতুকমাজগাদ ॥

পঞ্চমঃ স্তবকঃ

জ্জ্বলং বিজ্ঞং নামকরণং গব্যামোষণম্।

যুদ্ভক্ষণং বিশ্বরূপদর্শনং পঞ্চমে ক্রমাং ॥

১। ব্রজপুরপরমেশানাং শ্রীযশোদা তনয়ং লালয়ন্তী জ্জ্বলমানস্ত তস্ত বদনকমলং নিরীক্ষমাণা ধরণ্যাদিকং বিলোকা
পরমবিস্মিতবাসীং। তত্র জ্জ্বলকালস্তাতারপ্রমাণং তন্মধ্যা এব ধরণ্যাদিসমস্তপদার্থপ্রত্যেকাবলোকনমসন্তবদপি
দুস্তূক্যভগবদৈশ্বর্যশক্ত্যা এব তদানীং তনয়নবুদ্ভিমা বিশস্ত্যা নির্বাহিতমিত্যবসেয়ম্। আশানাং মনোরথানাম্, বদনকমলং
মুখপদ্মম্, কং সূত্মম্, অলমতিশয়েন, কুর্বদিব নির্মাণমিব, কং সূত্মমপি ভূষয়দিত্যেতি বা। তত্রৈব সজ্জ্বলমুখকমল এব
ধরণ্যাদিপ্রভৃতিবস্তুভাতমিত্যর্থঃ। ৷ কীদৃশে? ভুবনকোষং প্রকর্ষণে বিভর্তীতি কিপ্, তস্মিন্। ভুবনকোষগৃহ
ইবেত্যত্র ভুবনকোষপদস্ত (সাহিত্যদর্পণে ৭।৪) “উদেতি সবিতা তাম্রস্তাত্র এবাস্তমেতি” ইত্যাদিবদুদ্ভেদপ্রতিনির্দেশ্যত্বেন
পৌনরুক্ত্যমদোষঃ। লোকে ভবং লোকাং চরিতং তদতিক্রান্তত্বেন। অত্র কারিকাঃ—“পুতনাদিবৈশ্বর্যং ন প্রেম
সমরূপম্। প্রভুতাবর্জয়ন্তস্মিন্নরিষ্টপরিশঙ্কয়া ॥ নন্দভাগ্যাদিহেতুনাং তত্রাতুদ্যদি কল্পনম্। ততো নিহেতুবেবেয়মৈশ্বরী
শক্তিরূপম্ ॥ বিদুতদর্শিকা কৃষ্ণদেহে প্রকটমেব হি। তথাপি বিস্মিতবাসীন্মংপুত্রেহুদমন্ত কিম্ ॥ ন বৈশ্বজ্ঞানসংক্রান্তা
বাংসল্যে শিখিলাভবৎ। ন চাত্র সন্তবেৎ কিঞ্চিৎ পূর্ববৎ হেতুকল্পনম্। তচ্চাপি বস্ততো গাঢ়প্রেমোর্মিময়মেব হি। ইতি
নিষ্কম্পতা প্রেমণঃ খ্যাপিতা স্তান্মুহূর্হঃ ॥” এবঞ্চ, “প্রেমদেব্যাঃ পরীক্ষার্থমাগচ্ছতাস্তরাস্তরা। শক্তিরেষা হরঃ কিস্ত
তয়া দাগীকৃতা ভবৈৎ ॥” ইতি ॥

পঞ্চম স্তবক

১। অতঃপর কোনও একদিন ব্রজপুরপরমেশ্বরী মা যশোদা পুত্রকে লালন করতে করতে
ভক্ত-মনোরথের একমাত্র বিশ্রামভূমি বালকৃষ্ণের জ্জ্বলমান মুখ যখন অতিশয় সুখে নিরীক্ষণ করছিলেন
তখন একটা পুরো বাড়ীর ভাণ্ডার ঘরসদৃশ সমস্ত ভুবনের স্বচ্ছন্দ-ধারয়িত্রী ঐ মুখগহ্বরে পৃথিবী-পর্বত-
সাগর-নগর-বৃক্ষ প্রভৃতিকে, এবং নিজেকে নিজপতিকে দেখতে পেলেন—এ এক অলৌকিক ব্যাপার,
তাই বিস্মিত হলেন তিনি।

২। এইরূপে অপর কোনও একদিন পুত্রকে কোলে নিয়ে যখন গালন করছেন আর তাঁর

৩। জুহুস্ত তাত বদনং পরিলোকয়ামি, দন্তাকুরান্তব কিমুন্নিষিতা ন বেতি।
ব্যাদন্ত এব বদনেহস্ত দদর্শ মাতা, লগ্নান্নিজন্তনরসস্ত কণানিবেতান্ ॥

৪। অথৈবং বালনিশাকর ইবাহহশাকর ইবাহরহঃ পুষ্টিদেব্যা সেব্যমানোহব্যমানোহপি পিতৃভ্যা-
মকালকৃতবিশেষোহপি তৎকালকৃতবিশেষ ইব জানু-করচক্ষু মণ-চাতুরীমুরীচকর ॥

৫। মন্দং সুকোমলকরানুজজানুযায়ী, কাঞ্চীকলেন চকিতঃ স্থগিতহমেত্য।
পশ্চাৎ সবিস্ময়বিবর্তিত-কম্বুকণ্ঠ-মালোকয়ন্ বিতলুতে জননী প্রমোদম্ ॥

৬। কিঞ্চ, করাভ্যাং জানুভ্যাং লঘুলঘু চলন্ রত্নঘটিত-
প্রঘাণে তৎপ্রান্তাবরণমণিদণ্ডেষু বসতাম্।
প্রতিচ্ছায়াং বীণামরুণমুজ্জ্বলৈরঙ্গুলিদলৈঃ,
কৃতারস্তো ধৰ্ত্তুং ব্রজপুরপুত্রীঃ স্মরয়তি ॥

২। অপরেদ্যাঃ—অপরস্মিন্ দিবসে ॥

৩। ব্যাদন্তে প্রকাশিতে সতি ; এতান্ দন্তাকুরান্ ॥

৪। আশাস্ত দিষ্টু করাঃ কিরণা যন্ত সং ; পক্ষে, আশাসম্পাদিকঃ। পুষ্টিদেবদেবী, তয়া অহরহঃ প্রতিদিনং সেব্যমান ইবেত্যর্থঃ। ‘ইবেন সহ নিত্যসমাসবচনম্’ ইত্যন্ত (বসুবংশ ১৩) ‘উদাহরিব বামনঃ’ ইত্যাদিদ্ৰষ্টা প্রারিক্ত ভ্যাং পিতৃভ্যামব্যমানোহপি নিজাক্ষবক্ষঃকণ্ঠাদৌ বক্ষ্যমাণোহপি জানুভ্যাং করাভ্যাং চংক্রমণস্ত চাতুরীমলিন্দাদৌ অঙ্গীচকার। ন কালেন কৃতো বিশেষো পরিণামো যন্তোতাপ্রাকৃতত্বাত্থাপি তৎকালকৃতোতি নবলীলবাদিত্যুত্তরোক্তক বাস্তবত্বং তন্ত্যচিন্ত্যশক্তিগন্ধিমিত্তি সার্বত্রিক এব সিদ্ধান্তঃ ॥

■। তন্মাদুর্ঘ্যং বর্ণয়তি—মন্দমিত্যাदिভিঃ ॥

কোমল মুখারবিন্দ চেয়ে চেয়ে দেখছেন তখন ব্রজপুরপরমেশ্বরী সর্কোতুকে একপ বললেন—

৩। হাই তোলা তো বাপধন তোমার মুখ দেখি—দন্তাকুরের উদগম হয়েছে কি না—হাঁ করলে
মা তার মুখে নিজ স্তনদুগ্ধের লগ্ন-কণার মতো দন্তাকুররাজির উদগম দেখতে পেলেন।

■। অভঃপর দিক্ আলো করা কিরণমালায় উজ্জ্বল বালচন্দ্রমার মতো, অহরহ পুষ্টিদেবী
কর্তৃক যেন সেবিত বালকৃষ্ণ পিতামাতার বুক-পিঠে লালিত হয়ে কালকৃত পরিণামশীল না হয়েছে
নবলীলহেতু কালকৃত পরিণামশীল শিশুর মতো হামাগুড়ি চাতুরী অঙ্গীকার করলেন।

৫। বালকৃষ্ণ সুকোমল করকমল-জানু গতিতে ধীরে ধীরে চলতে চলতে কাঞ্চীর মৃদুমধুর
ধ্বনিতে চকিত হয়ে থমকে গিয়ে সবিস্ময়ে পিছন দিকে কম্বুকণ্ঠ ঘুরিয়ে যখন দেখছিল তখন জননীর
আনন্দসমুদ্র উচ্ছলিত হয়ে উঠছিল।

৬। আরও, রত্নখচিত বারান্দায় কর-জানুতে ধীরে ধীরে চলতে চলতে উহার প্রান্ত-আবরণের
উপরস্থ মণিদণ্ড-নিবাসী পক্ষীর প্রতিচ্ছায়ায় অরুণ-মুজ্জ্বল দক্ষিণ করাঙ্গুলিদলে ধরবার উদ্যোগী বালকৃষ্ণ
ব্রজপুরপ্রীগকে স্মররাশিতে ভরিয়ে তুলছিল।

৭। কদাচিদপি চিদপিহিতেব স বালমূর্তিরমূর্তিরতিরমণীয়ঃ পূর্ণজ্ঞানঘনো জ্ঞানমবধায়িতুং
কৌতুকেন,

ক বক্তুং ক শ্রোত্রং ক তব দৃগিতি স্নিগ্ধমুদিতঃ

পুরজ্ঞীভিস্তাশ্চমূলিকিসলয়েনান্ধিগময়ন্ ।

ক দস্তা ইত্যুক্তঃ করকমলমাধায় বদনে

স্মিতেনৈবোৎপন্নামম ন ত ইতি ব্যক্তমবদৎ ॥

৮। কিঞ্চ, কা তে প্রসূৰ্জনয়িত্য তব কো বদেতি, পৃষ্ঠঃ কয়াচিদনতিস্মিতপেশলাস্তঃ ।

তাং তঞ্চ কোমলকরাস্থজপল্লবেন, সন্দর্শয়ন্ প্রণয়িনাং মুদমাততান ॥

৯। অথ তদৈব বক্তুং ক্ষমো ন বেতি নবেহতিকৌতুকে বাৎসল্যরসসন্ধাত্ৰা ধ্যাত্ৰা চ,—

নামানয়োঃ কিময়ি তাত বদেতি পৃষ্ঠো, মন্দমুটাকরমলক্ষ্যবচাঃ স চারু ।

মাতেতি তাত ইতি নামযুগাদিবর্ণো, মাতেতিমাত্রমতিমাত্রমলং জগাদ ॥

৬। রত্নঘটিতে রত্নেন ক্ষটিকাদিনা ঘটিতে প্রঘাণে অলিন্দে বীণাং কপোতাদিপক্ষিণাং প্রতিচ্ছায়াং প্রতিবিশ্ব-
মঙ্গুলিদলৈর্দক্ষিণকরসঞ্চিভিঃ, বামকরশ্চ ভূম্যবষ্টক্কাদিত্যর্থঃ । বীণাং কীদৃশানাম্ ? তস্ত প্রঘাণস্ত প্রান্তাবরণে উপরিতনে
যে মণিদণ্ডা ভিত্তিপটলয়োস্তির্ষগবষ্টক্কাভ্যেবু বসতাম্ ॥

৭। অপিহিতা চিদিব আবৃতং চৈতন্যমিব,—জীবধর্ম্মাত্মকরণাং । অমূর্তিঃ, অতিসুকুমার ইত্যর্থঃ ; ‘মূর্তিঃ
কাঠিন্যকায়য়োঃ’ ইত্যমরঃ ; পুরজ্ঞাভিঃ কৃষ্ণস্ত জ্ঞানমবধায়িতুমুদিতঃ । তানি বক্তৃদীতাদানি প্রত্যেকপ্রপ্নানস্তব-
মঙ্গুলিকিসলয়েন স্পৃষ্টা অধিগময়ন্ জাপয়ন্ ; সম তে দস্তা নোৎপন্ন ইতি ব্যক্তমবদৎ ॥

৮। কয়াচিদিত্যপনন্দপদ্ব্যেতি জ্ঞেয়ম্ । অনতিস্মিতেন পেশলং সুন্দরমাত্মং যস্ত সঃ । তাং প্রসূং যশোদাং তং
জনয়িতারং নন্দং চ ; প্রত্যেকপ্রপ্নানস্তবমিতি সর্বত্র জ্ঞেয়ম্ ॥

৭। নরভাব-অনুকরণহেতু আবৃত চৈতন্যের ভাবে যেন ভাবিত এই বালমূর্তি অতি সুকুমার অতি
রমণীয় পূর্ণজ্ঞানঘন হলেও কোনও একদিন ব্রজপুরজ্ঞীগণ তাঁর জ্ঞান নির্ণয় করবার জন্য কৌতুকপূর্বক
জিজ্ঞাসা করলেন—‘বাছাধন, তোমার মুখ কই, কান কই, চোখ কই’—এইরূপে পুরজ্ঞীগণের দ্বারা
জিজ্ঞাসিত হয়ে স্নিগ্ধ আনন্দিত বালকৃষ্ণ ঐ ঐ অঙ্গে তাঁর কোমল অঙ্গুলিদল লাগিয়ে বুঝিয়ে দিল,—
‘বাছাধন, তোমার দাঁত কই’ এই প্রশ্ন করলে মুখে করকমল ধরে ঈষৎ হাসি হাসি মুখে ‘আমার তো
তা উঠে নাই’—এই ভাবে যা বলবার বলে দিল ।

৮। আরও, ‘তোমার মা কে বাবা কে বলতো দেখি বাছাধন’, এই রূপে কোনও গোপীদ্বারা
জিজ্ঞাসিত হয়ে মন্দস্মিত-সুন্দর মুখল শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কোমল করকমল-পল্লবের নির্দেশে তাঁদের হৃজনকে
দেখাতে দেখাতে অনুরাগিজনের মন আনন্দে ভরিয়ে দিচ্ছিল ।

৯। অতঃপর ঐ সময়েই মুখে কথা ফুটেছে কি না তা বুঝবার জন্য নূতন এক অতিকৌতুকে
অসীম বাৎসল্যরসাধার ধাইমা জিজ্ঞাসা করলেন—‘ওহে বাছাধন, বল দেখি তোমার মা-বাবার নাম

১০। কদাচিদপি— জাহ্নভ্যাং করযুগ্মকেন চ চলন্ রত্নপ্রাণোদরে
স্বচ্ছায়ামবলোক্য চারুচকিতস্তাং পাণিনা লুপ্তি।
ভূয়স্তামপি তাদৃশীং প্রতি ভিয়া সঙ্কোচমেবাচরন্
মাতুঃ ক্রোড়তলং নিবৃত্য চলনাং সাসঙ্কমারোহতি

১১। অথ কিয়তা কালেন মণিময়ভিত্তিমবষ্ঠভ্য মনাগুথিত এব প্রথমপাদবিহার এব নিপতন্তুমি-
বাস্থানং মন্তমানো নিজপ্রতিবিশ্বমেব করালম্বনায় করকমলদলেনৈকেন দধানো নিরবলম্বন এব যদা স্থলতি,
তদা বিল্লানবদনো মাতৃবদনমীক্ষমাণঃ ক্ষণং রুদন্তেব মাত্রা চ করকমলদলাভ্যামভিমুগ্ধা স্বাঙ্গুলিদলং গ্রাহ-
য়িত্বা লঘুলঘু সঞ্চার্যমাণঃ পূর্বরোদনমলিনমানচন্দ্রং স্মিতমুখয়া ধাবয়ম্মাতৃমোদমাতনুতে স্ম ॥

১২। তত ইতস্ততশ্চরণবিহারো হারোল্লসিতবক্ষসোহস্ত্র যদা সমঘটত, তদা তদালোকনকুতুকিনো
ব্রজরাজস্ত্র সমক্ষমেব জনন্যা ধাত্রী কোতুকেন তমুপদিশতি স্ম—বৎস !

৯। নবে নবানে অতিকৌতুকে ; ‘মাতা’ ইতি বক্তব্যে ‘মা’ ইতি, তাত ইতি বক্তব্যে ‘তা’ ইতিমাত্রং জগাদ।
তত্রাপি অতিমাত্রং যথা স্তাস্থা মাত্রা সংস্কৃতাদিনিয়মঃ, তস্মিতক্রমোক্ত্যর্থঃ। তেন তাত ইত্যত্রাদিবর্ণে ‘তা’ ইতি
বক্তব্যেহপভ্রংশভাষয়া ‘বা’ ইতি জগাদেত্যর্থঃ,—প্রশ্নস্তাপ্যপভ্রংশরূপত্বাৎ ॥

১০। তাং স্বচ্ছায়াং তাদৃশীমলুপ্তাকারাং তাং প্রতি, অতএব ভিয়া ভীত্যা সঙ্কুচিতাকারঃ সন্ চলনাঙ্কামুচংক্র-
মণামিবৃত্য ॥

১১। ধাবয়ন্ কালয়ন্ ॥

কি’—এতে যে-বালকৃষ্ণ আবোল-তাবোল কথা বলতে শেখেছে মাত্র সেই মুহূর্ণ্পষ্ট অক্ষরে সুন্দরভাবে
মাতা ও বাবা এই নামযুগলের অক্ষরের মধ্যে আছ অক্ষর দুটি ‘মা-মা—বা-বা’ এইভাবে বার বার
বলতে লাগল।

১০। আবার কখনও, রত্নখচিত বারান্দায় হামাগুড়ি দিতে দিতে নিজ প্রতিবিশ্ব দেখে
চারুচকিত বালকৃষ্ণ ওটি হাত দিয়ে মুছে ফেলতে চেষ্টা করল, পুনরায় ওটিকে ঐ একইরূপে দেখে ভয়ে
সঙ্কোচের ভাব ধারণ করে হামাগুড়ি থেকে বিরত হয়ে মায়ের কোলে উঠে বসল।

১১। অতঃপর কিছুকাল পর মণিভিত্তির অবলম্বনে একটু উঠে দাঁড়িয়ে প্রথম পা ফেলতেই
পড়ে যাচ্ছে যেন নিজেকে এরূপ মনে করে নিজ প্রতিবিশ্বকেই হাত বাড়িয়ে এক করকমলদলে ধরতে
গিয়ে যখন নিরালম্ব হয়ে পড়ে যাচ্ছিল তখন স্নান মুখে মার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে ক্ষণকাল
কাঁদতে লাগল—মা-ও নিজ করকমলে পুত্রকে স্পর্শ করে নিজ অঙ্গুলীদল ধরিয়ে দিলেন—বালমুকুন্দ
তখন মার হাত ধরে ধীরে ধীরে চলতে চলতে পূর্ব-রোদনে মলিন মুখচন্দ্র মুহুমধুর হাসিতে ধুইয়ে দিতে
দিতে মাকে আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিল।

১২। অতঃপর হারোল্লসিত বক্ষদেশবিশিষ্ট বালকৃষ্ণের যখন ইতস্ততঃ এখানে ওখানে সানন্দে ঘুরে
বেড়ানো হচ্ছিল তখন ওর অবলোকন-কৌতুকী ব্রজরাজের সম্মুখেই জননীর ধাইমা কোতুকে আদেশ

স্থালীমানয় পীঠমানয় ঘটীমপ্যানয়েতি ক্রমাদ্-
 যশ্চৈবানয়নক্ষমো ভবতি তৎ স্মিৎইব কিঞ্চিত্তরাম্ ।
 পানিভ্যামবগৃহ্য চারুজঠরে সংযোজয়াম্বুরং
 বিশ্রম্যাহ্ননয়তে ন যত্র পটুতা স্পৃষ্টেব তন্মুক্তি ॥

১৩ । তদা ব্রজরাজসমক্ষমুপনন্দ-সন্নন্দ-পত্ন্যৌ তদবলোকমনসৌ লোকনমনসৌভাগ্যচণচরণং
 তমক্ষমারোপ্য—‘বৎস । মুঞ্চ, মুঞ্চ, স্বমীশ্বরপুত্র ঈশ্বরোহসি, কিমনেন তেহুচিতেন পরিশ্রমেণ’ ইতি
 ধাত্রীং গঞ্জয়ন্ত্যৌ তদুত্তারয়তঃ ॥

১৪ । এবং কদাচিদপি—

ভো বৎস কৃষ্ণ নবনীতমিদং প্রদাশ্বে, নৃত্যেতি কৌতুকবশেন কয়াচিছুক্তঃ ।
 নৃত্যন্ সুতালমভিনীতকরণ সুপাদ-,বিজ্ঞাসচারু জননীমুদমাতনোতি ॥

১৫ । কদাচিদপি—

ভো বৎস বক্ষসি বিরাজতি কিং তবৈতৎ, পাঞ্চালিকেব কনকশ্য সুচারু চিহ্নম্ ।
 কিং তে বধুরিতি রসেন কয়াচিছুক্তো, ধ্বন্ শিরো হসতি হাসয়তে চ সর্বদা ॥

১২ । ততস্তদনন্তরম্, ইত্যন্ততশ্চরণবিহারঃ ; কীদৃশঃ ? ততো বিম্বৃতঃ, জনন্যা যশোদায়া ধাত্রী শ্রীমুখরানামী ।
 বিশ্রম্য মধ্যবস্তুনি ক্ষণং ভূমৌ স্থাপয়িত্বা পুনরুত্থাপ্যানয়ত ইত্যর্থঃ ॥

১৩ । লোকানাং ভক্তজনানাং শ্রীনারদাদীনাং নমনেন যৎ সৌভাগ্যং তেন প্রথিতৌ চরণৌ যশ্চ তম্ ;
 (শাং ৫।২২৬) “তেন বিম্বৃচ্চক্ষুঃ চণপৌ” ইতি চণপ্ । ঈশ্বরশ্য রাজঃ পুত্রোহসি ॥ (১৪)

করতে লাগলেন—‘বাছাধন, খালাটা নিয়ে আসতো, আসনটা নিয়ে আসতো, কলসীটি নিয়ে আসতো’—
 এইরূপ ক্রমশঃ একটার পর একটা বললে যে যে বস্তু আনতে সমর্থ হয়ে যাচ্ছে সেই সেই বস্তু একটু মুচকি
 হেসে দুই হাতে ধরে সুন্দর উদরোপরি স্থাপন করে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করে করে এনে পৌঁছে দিচ্ছে—
 যা পারছে না তা ছুঁয়েই ছেঁয়ে দিচ্ছে বালকৃষ্ণ ।

১৩ । এই সময়ে ব্রজরাজের সম্মুখে উপনন্দ-সন্নন্দের কৃষ্ণদর্শন-লোলুপা পত্নীদ্বয় লোকনমন-
 সৌভাগ্যে প্রসিক্ত চরণকমলবিশিষ্ট বালগোপালকে কোলে নিয়ে বললেন—‘বাছা, ছেড়ে দাও ছেড়ে
 দাও’—তুমি রাজার বেটা রাজা, তোমার এ-বুখা পরিশ্রমের প্রায়াজন কি’ এ-বলে ধাত্রীকে গঞ্জনা
 দিতে দিতে হাত থেকে ঐ সব বস্তু নামিয়ে দিলেন ।

১৪ । এই রূপে কখনও—‘ওহে বাছা কৃষ্ণ, এই ননী দিব একটু নাচতো’—কৌতুকবশে
 কেউ এইরূপ বললে অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারুচরণ-বিজ্ঞাসে মনোহর নৃত্য করতে করতে
 জননীর আনন্দ উচ্ছলিত করে তুলল ।

১৫ । আবার কেউ কখনও বা বললেন—‘ওহে বাছা, তোমার বৃকে ও কি শোভা পাচ্ছে পুতুলের
 মতো কনকের সুচারু চিহ্ন’, আবার কেউ বা রসপূর্বক বললেন—‘এ তোমার বৌ না-কি হে’, এর উত্তরে

১৬। কদাচিদপি— মাত্রা সংপরিধাপিতাং সস্তুতুং শ্রদ্ধালুনা চেতসা
পীতাং চারুংকটীতটীসমুচিতাং শ্লক্ষ্যতিমৃক্ষাং ধটীম্।
সাহনভ্যাসবশাত্তপদ্রবকরীত্যাক্রন্দদীনাননঃ
পাণিভ্যামপসারয়ন্নতিতরাং মাতুমুদেহবর্তত ॥

১৭। কদাচিদপি—
রহসি পুরপুরস্ক্রীমণ্ডলে মণ্ডনেন, ব্রজপতিদয়িতায়াঃ কুব্বতি শ্রীতিভূষাম্।
চপলমতি হঠেনাকৃষ্য সর্বং তদস্মাৎ-মনিয়তপদমেব প্রাপয়ামাস ভূষাম্ ॥

১৮। অথ শ্রীভগবদ্বাল্যলীলাবলোকেন লোকেনবন্দ্যদেবককন্যাতোহপি ধন্যাতোহপি ধর্মময়ী
শুকৃতশতাবরোহিণী রোহিণীয়ং কিয়ংকালং গর্ভে ধৃতবতী, স খলু ভগবদগ্রজনিতয়া জনিতয়া সতত-
বর্তমানর্তমানমহিমতয়া সুপ্রসিদ্ধাঃ সিদ্ধ-মুনি-চারণাদি-বন্দিতোহদ্বিতীয়োহপি দ্বিতীয়ত্বেন ভগবৎসহচরো

১৫। পাকালিকা ‘পুত্রী’ ইতি খ্যাতা; “পাকালিকা পুত্রিকা স্যাৎ” ইত্যমরঃ। শ্রীকৃষ্ণেন উত্তরে ন দত্তে
সতি পুনস্তয়োক্তঃ—তে তব কিমিয়ং বধূর্ভাষা?—গৌরবর্ণাং, প্রিয়তমত্বেন বক্ষসি কৃতত্বাচ্চ। যুক্তং চৈতৎ সন্তবেদেব,
বল্লভজ্যৈব নাম নোচ্চারণসীতি ভাবঃ। ধুম্ন শির ইতি শিরোধুননং সম্মতিস্থোতকম্ ॥

১৬। সা ধটী ॥

১৭। রহসি পুরুষাষ্টগোচরে বিবিঞ্জে মণ্ডনেন বালপাশ্রাদিনা শ্রীতিভূষাং শ্রীতিময়ীং ভূষাং কুব্বতি সতি তৎ
সর্বং বালপাশ্রাদিকমাকৃষ্য অস্মাৎ স্বমাতরি শ্রীযশোদায়ামনিয়তপদমযথাস্থানং যথা স্মাস্তথা ভূষাং প্রাপয়ামাস, স্বহস্তে-
নৈবেত্যর্থঃ ॥

১৮। অথ শ্রীবলদেবসাহিত্যেন তন্মাধুর্যং বর্ণয়িতুংপত্রমভে—অথেনিতি। লোকানাম্ ইনৈঃ পতিভিব্রদ্ধাদিভি-
বন্দ্যা; “ইনঃ সূর্যে প্রভৌ” ইত্যমরঃ। দেবকীকন্যা দেবকী যা ততোহপি ধন্যা, ভগবতোহগ্রে জনিরাগির্ভানো যন্ত তন্ত

সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে নাড়তে নিজেও হাসলেন সবাইকেও হাসালেন।

১৬। কখনও আবার শ্রীতিপূর্ণ মনে মা যখন মনোহর কটিটটির সমুচিত চিত্রন অতিমৃক্ষ পীত
বসন সর্কোতুকে পরিয়ে দিচ্ছিলেন তখন অনাভ্যাসবশতঃ ঐ বসনকে দেহের উপদ্রবকারী মনে করে
কাঁদতে কাঁদতে মলিন বদন বালমুকুন্দ দুহাতে ওটা খুলে ছুরে ফেলতে ফেলতে মাকে পরমানন্দে ভরিয়ে
দিচ্ছিল।

১৭। আবার কখনও অপ্রকাশ্য স্থানে ব্রজপুরস্ক্রীগণ যখন ব্রজরাজমহিষী যশোমাকে শ্রীতিময়
অলঙ্কারে ভূষিতা করছিলেন তখন পার্শ্ববর্তী চপলমতি বালকৃষ্ণ সে-সব কেড়ে নিয়ে মার অঙ্গে উলটা-
পালটা করে পরিয়ে দিচ্ছিল।

১৮। (অতঃপর শ্রীবলদেব-সঙ্গোল্লসিত শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য বর্ণন আরম্ভ হচ্ছে—)

জগৎস্বামী শ্রীব্রহ্মাদির দ্বারা বন্দিতা দেবকী থেকেও ধন্যা-ভাঁর থেকেও ধর্মময়ী-শত শত শুকৃতি
শিখরে অধিষ্ঠিতা রোহিনীদেবী কর্তৃক কিয়ংকাল গর্ভে ধৃত, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে আবির্ভাবহেতু ব্যক্ত ও

যদা সমজনি, তদা স্ফটিকমণিনেব মহামারকতঃ, চন্দ্রমসেব জলদাক্করঃ, পুণ্ডরীকেণেব নীলোৎপলম্, হংসেনেব যমুনাতরঙ্গঃ, জ্যোৎস্নাসকলেণেব তিমিরকঙ্কশো বিড়ম্বিত-নরবাললীলঃ খেলালোলঃ স ব্যরোচত ॥

১৯। তত্র চ— শুদ্ধস্ফটিকনীলরত্নমহসৌ খেলালসেনালসৌ
রেজাতে যদি জঙ্গমাবিব নিধী তৌ শঙ্খনীলৌ তদা।
অন্তোন্ত্যুত্য়তিভিবিভিন্নবপুষোরন্তোন্ত্যুভেদাক্ষমা
রামে কৃষ্ণমতিবভূব জননী কৃষ্ণে চ রামভ্রমা ॥

২০। কিঞ্চ, দৃষ্টানামপি শৃঙ্গীণামভিমুখং নিঃশঙ্কমাধাবতি
ব্যালান্ ধিংসতি পাবকস্ত চ শিখামাক্রান্তমাকাজ্জতি।
বাল্যেনাতিশয়েন লব্ধকুতুকে ভ্রাতৃদ্বয়ে নির্ভয়ে
তন্মাত্রোরনুতাপভীতিকরণাশঙ্কাস্কিতাহসীম্মতিঃ ॥

ভাববস্তুরা তয়া, সত্যমেব বর্তমান স্বতঃ সত্য এব মানমহিমা আদরগৌরবং যন্ত তন্ত ভাববস্তুরা তয়া, জনিতয়া প্রকটিতয়া স্পষ্ট প্রসিদ্ধঃ। তদেতি স্ফটিকমণিরকতভাণ্ডাং স্বচ্ছত্বমুক্তম্, তত্র প্রাপ্তস্ফটিকমণেঃ স্বর্ণ তিরোধানঃ দ্বয়োঃ কাটিগুণ বারয়িতুমন্তথোপমিমীতে—চন্দ্রেতি। দ্বয়োঃ স্নিগ্ধত্বম্, মিথঃ সৌন্দর্যপোষক। পুণ্ডরীকেতি সৌরভাসৌকুমার্যে, হংসেতি স্ন্যময়চেষ্ঠাবস্তুম্, জ্যোৎস্নেতি ছবিমাত্রময়ত্বম্; কঙ্কশোহঙ্করঃ, বিড়ম্বিতা তিরস্কৃত্য নরবাললীলা যেন সঃ। এবং চেষ্টিতুং তে পুনঃ কে বরাকা ইতি ভাবঃ ॥

১৯। খেলানাং রসেন; অনুপ্রাসার্থং বলয়োরেকত্বস্বরূপম্। অন্তোন্ত্যুত্য়তিভিরিতি দ্বয়োরাভিরূপ্যন্যায়ো-
গুণন্তোদগমঃ কাদাচিৎকোহয়ং জ্ঞেয়ঃ—সার্বদিকত্বেনাতিসারস্বত্যাভাবাৎ ॥

সত্যতই বর্তমান সত্য-আদরগৌরবে স্পষ্টপ্রসিদ্ধ, সিদ্ধ-মুনি-চারণাদি বন্দিত, অদ্বিতীয় হয়েও যিনি দ্বিতীয়রূপে ভগবৎসহচর সেই বলদেব শ্রীভগবৎবাল্যলীলা অবলোকনের জন্য যখন আবির্ভূত হ'ল তখন বিড়ম্বিত-নরবাললীল খেলালোল বালকৃষ্ণ স্ফটিকমণির সন্নিধানে মহামরকতের মতো, চন্দ্রমার সন্নিধানে মেঘাক্করের মতো, হংসের সন্নিধানে যমুনা-তরঙ্গের মতো জ্যোৎস্নাখণ্ডের সন্নিধানে তিমির-জালের মতো দীপ্তি পেতে লাগল।

১৯। শুদ্ধস্ফটিক ও নীলরত্ন দ্ব্যুতীতে উজ্জ্বল খেলারসে অলস ছুইভাই কানাই বলাই যখন গতিশীল নীলমণি ও শঙ্খনীলমণির মতো শোভা পেতে থাকে তখন পরস্পর দেহের কাস্তিতে পরস্পরের দেহ মিলেমিশে যাওয়ায় ছুজনের পরস্পরের ভেদ গ্রহণে অসমর্থ। যশোমার বলাই-এ কানাই বুদ্ধি এবং কানাই-এ বলাই বুদ্ধি কখনও কখনও হয়ে পড়ে।

২০। আরও, দৃষ্ট শৃঙ্গীর সম্মুখে ছুভাই নির্ভয়ে ধেয়ে যাচ্ছে, সর্প ধরতে যাচ্ছে, অগ্নিশিখা আক্রমণের ইচ্ছা করছে,—এইরূপে বাল্য-তারল্যে অতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত ভ্রাতৃদ্বয় নির্ভীকের মতো ব্যবহার করতে থাকলে তাদের মাতৃদ্বয়ের মতি অনুতাপ ভয়-করণা-শঙ্কাদ্বারা অন্ধিতা হল।

২১ । অথ শুদ্ধসত্ত্ববসুদেবেন বসুদেবেন প্রহিতঃ প্রহিতঃ সর্ববসুনাং দূনাংহোরংহাঃ স্বতনয়ন্তু নামকরণায় নাম করণায়তপাটবঃ, যজ্ঞবিতান ইব মন্ত্রাত্মা, কপিলাবতার ইব অধীনতত্ত্বগ্রামঃ, স্বরসমূহ ইব ঋতিসম্পন্নঃ, অস্তোষিরিব ন দীনঃ, বিরোচন ইব তমোপহঃ, পরমমহাতপঃ-প্রকাশবহুলশ্চ কুলধরঃ, কুলধরগীধর ইব প্রাবড়ন্তোধর ইব মহাসারঃ, পরমাত্মা পরমাত্মা যদুকুলাচার্যো যুনির্গর্গো নাম যদৃচ্ছয়া

২০ । শৃঙ্গিণাং বৃষাদীনাম্, আধাবতীত্যাদিকং সপ্তমাস্ত্বজ্ঞস্তং ভ্রাতৃত্বয়ে নির্ভয়ে এবমেবংভূতে সতীতার্থঃ । অমৃতাপেত্যাদিশব্দবাচ্যং রসদোষ ইতি নাশক্ৰনং । তদুক্তং কাব্যপ্রকাশে—(৭৮৩) “ন দোষঃ স্বপদেনোক্তাবপি সঞ্চারিণঃ কচিৎ । যথা—“ওংস্কোন কৃতংহরা” ইত্যাদীতি ॥

২১ । শুদ্ধসত্ত্বমেব বসু ধনং তন্ময়েন দেবেন গুণতমানেন, তেন দীব্যতীতি বা, অনেন বসুদেব-শকার্য এব ব্যঞ্জিতঃ—(ভা০ ৪।৩।২৩) “সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশক্তিভূতম্” ইতি চতুর্থস্বক্কোত্তিরুক্তেঃ । প্রহিতঃ প্রেষিতঃ; কৃতঃ ? প্রকৃষ্টং হিতং যস্মাৎ সঃ; দূনং ক্ষীণম্, অংহসাং পাপানাং বংহো বেগো যত্র যস্মাদ্ধা সঃ; ইত্যভ্যাং কাকাক্গোলকতা-য়েন বদূনামিত্যেত্যভ্যভাভ্যমেবাদ্বয়াৎ । অস্ত যদুকুলপুত্রোচিততত্ত্বসূচকং তেষামৈহিকপারত্রিকহিতাচরণমুক্তম্ । নাম প্রাকাশে, করণানামিন্দিয়ানাম্, ত্রৈকালিক-সাত্ত্বিকবিষয়বস্তুনি আয়তং দীর্ঘং পাটবং তদৃচিতকর্মঠতা যন্ত সঃ । এতেনোপনিষদ্যোতিষাগমকর্মতন্ত্রাণ্ডিজ্ঞেতেন নামকরণে সামর্থ্যমুক্তম্ ॥

সূচিতমর্থং স্পষ্টয়তি—বিতানো বিস্তারঃ, মন্ত্রা এব আত্মা যন্ত, তান্ বিনা তন্ত ব্যর্থত্বাৎ । পক্ষে, মন্ত্রে মন্ত্রণায়া-মাত্মা বুদ্ধির্ঘট্টো বা যন্ত সঃ; “আত্মা যন্তো যুতিবুদ্ধিঃ” ইত্যমরঃ । অধীনেতি স্পষ্টম্; পক্ষে, অধিগত ইনস্ত সূর্য্যস্ত প্রাধাত্যং সর্বগ্রহোপলক্ষকস্ত তত্ত্বগ্রামঃ সঞ্চারাতিচারাদিযাথার্থ্যং যেন সঃ; ঋতয়ো দ্বাবিংশতিঃ; পক্ষে, বেদাশ্চত্বারঃ । নদীনাম্ ইনঃ প্রভুঃ; “ইনঃ সূর্য্যে প্রভো” ইত্যমরঃ; পক্ষে, ন দীনো ন দরিদ্রঃ । বিরোচনঃ সূর্য্যঃ, তমোহন্ধকারো-হজ্ঞানঞ্চ । পরমো মহান্ আতপঃ কিরণসমূহো যন্ত সঃ, তথা প্রকাশনে বহুলশ্চ; গর্গপক্ষে—পরমমহতাং তপসাং প্রকাশে বহুলঃ কুলধরঃ, স্বনাম্না বংশপ্রবর্তক ইতি কেবলং গর্গশ্চৈব বিশেষণম্; কুলধরপদস্ত যমকানুরোধাদুপমামণ্ডলমধ্যপাতি-ত্বমদোষঃ । কুলধরগীধরো মেবাদিপর্বতঃ, স ইব মহাসারো মহাস্থিরঃ; অস্তোধরপক্ষে—মহানাসারো ধারাসম্পাতো যত্র

নামকরণ ৩

২১ । শুদ্ধাত্তঃকরণ-ধনে ধনী বসুদেবের দ্বারা নিজ তনয়ের নামকরণের জন্ত প্রেরিত, যদুকুলের বিশেষ হিতৈষী, নিষ্পাপ, জ্যোতির্বিদ্যায় ইন্দিয়ের পটুতাসমন্বিত, যজ্ঞবিস্তার যেমন মন্ত্রাত্মা তেমনই মন্ত্রাত্মা অর্থাৎ মন্ত্রনায় উজ্জল বুদ্ধিবিশিষ্ট, কপিলদেব যেমন ‘অধীনতত্ত্বগ্রাম’ অর্থাৎ সকল তত্ত্বে নিষ্ণাত তেমনই ‘অধীনতত্ত্বগ্রাম’ অর্থাৎ সমস্ত গ্রহের অতিচারাদি তত্ত্বে নিষ্ণাত, স্বরসমূহ যেমন ‘ঋতিসম্পন্নঃ’ অর্থাৎ তার অবয়ব দ্বাবিংশ ঋতিসমন্বিত তেমনই ‘ঋতিসম্পন্নঃ’ অর্থাৎ চতুর্বেদ-পারঙ্গত, সাগর যেমন ‘ন দীনঃ’ অর্থাৎ নদী + ইনঃ নদীর প্রভু তেমনই ‘ন দীনঃ’ অর্থাৎ দীন নন—সকলের প্রভু, সূর্য যেমন অন্ধকার নাশক অতি উজ্জল কিরণ বিকিরণকারী এবং বস্ত্র প্রকাশে বহুল তেমনই অজ্ঞান নাশক পরমমহান্ তপস্যা-প্রকাশে বহুল ও স্বকুল-প্রবর্তক, মেরু আদি পর্বত যেমন ‘মহাসার’ অর্থাৎ মহাস্থির—বর্ষাকালীন মেঘ যেমন ‘মহাসারঃ’ অর্থাৎ প্রবল বর্ষণশীল তেমনই ‘মহাসারঃ’ অর্থাৎ পরমধীর ও পরমানন্দকরোৎসবে আসায় অভ্যস্ত, অতুত্র গিয়ে পরকে পরমার্থ-সম্পত্তি-দাতা, পরমশ্রেষ্ঠ স্বভাব-

প্রাগৃঢ়-গৃঢ়ভাবঃ সন্ ব্রজরাজভবনমাজগাম ॥

২২ । তমথ সমাসাশ্র স মাসাশ্রমানমভিবাশ্র পাশ্রাদিভিরভিপূজা চ হৃদি নিভূতে নিভূতে হর্ষ-
সম্পদা পদাবনেজনীরপ উপস্পৃশ্ত সবিনয়মূচে ব্রজাধিনাথঃ—‘মুনে ! কিমু ন মুনয়ো নয়োদধুরকরণা
ভবাদৃশা দৃশা পুনস্তি জগদদো গদ-দোষবহুলম্, তদপি ভাগ্যবতামতিমতিসুখদং ভবচরণজলাচমনম্,
তদপি মম ঘটতিমিত্যহো মে অগাধেয়ং ভাগধেয়-সম্পত্তিঃ । পাদরেণুনাংহুনাপি ভুবনং পুনানানাং
নানাংহোরংহসঃ সততশুভবতাং ভবতাং শুভাগমনভাগমনবরতমাশাসানানাশা সা নানা নাশ্যপি
কেষামপি বিশ্রাম্যতি । তদনায়াসেনৈব সম্পন্নমিত্যহো অত্বেব মে ফলিতোহফলিতো ভাগধেয়বিটপী ।
মৎকৃতার্থীকরণমাত্রকামশ্রাকামশ্রাত্র ভবতো ভবতোদকশ্র প্রয়োজনবার্তাং বার্তাজশ্র কিং পৃচ্ছামঃ ।
কিন্তু সাধ্বসং সাধ্বসন্তোষকরমিদানীম্’ ইতি মিতিরহিতো নানোৎকষ্ঠাগোরবেণ সমুন্নমনা ন মনাগপি

সঃ । গর্গপক্ষে—মহমুৎসবং প্রতি আসরতীতি স তথা ; কর্মবাণ্ । পরেষাং মা লক্ষ্মীঃ সম্পত্তির্বদ্যদেবজুত অদ্যা
যন্তো গমনাদিবিপারো যশ্র সঃ । অতএব পরমঃ শ্রেষ্ঠ আত্মা স্বভাবো যশ্র সঃ ; প্রাক্ প্রথমম্, উচ্যুঢ়াবো ধৃত-
গৃঢ়াভিপ্রায়ঃ । শ্রীব্রজরাজেনাপি ‘ময়া প্রার্থিতং মৎপুত্রশ্র নামকরণসংস্কারং ন করিষ্যতি’ ইত্যেবমেব প্রথমং জ্ঞাতব্যাং ।
তদনন্তরং তু তৎসম্মত্যা তেন জ্ঞাতাভিপ্রায় এবাভূদিত্যর্থঃ ॥

২২ । তং গর্গং সমাসাশ্র সমীপমাগত্য, স ব্রজাধিনাথঃ, মাভিঃ শোভাভিঃ সাজমানঃ প্রাপ্যমানঃ মানঃ সম্মাননং
যত্র তদ্যথা শ্রাদেবমভিবাশ্র গ্রণম্য নিভূতে বিবিজে দেশে উচে । হৃদি কীদৃশে ? হর্ষসম্পদা নিভব্যাং ভূতে পুষ্টে সতি ।
ভবাদৃশা মুনয়ো দৃশা দৃষ্ট্যা এব জগৎ কিমু ন পুনস্তি, অপি তু পুনস্তোব, গদো জন্মমরণাদিলক্ষণো ব্যাধিশুদ্ধোষবহুলম্,
অহো আশ্চর্যম্, মে ভাগ্যসম্পত্তিরিয়মগাধা । নানাংহসং বিবিধপাপানাং বৎসো বেগাং । শুভবতাং মঙ্গলযুক্তানাং
যুগ্মকং শুভাগমনমেব ভাগঃ সর্বপ্রাপ্যতেন দায়াংশস্তম্ । আশাসানানাং বাহুতাং সা নানা বিবিধা ঐহিকসুখ-ভগবৎ-

বিশিষ্ট যত্নকুলাচার্য গর্গ নামক মুনি প্রথমে নিজের গৃঢ় অভিপ্রায় হৃদয়মধ্যে গোপনে ধারণ করে
ব্রজরাজ নন্দবাবার ঘরে দৈবযোগে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন ।

২২ । ব্রজাধিনাথ গর্গাচার্যের নিকট গিয়ে অতিশয় সন্মানের সহিত প্রণাম এবং পাশ্রাদির দ্বারা
পূজা করে, ব্রাহ্মণপাদোদকের দ্বারা আচমনীয় করে পরমানন্দে উল্লসিত হৃদয়ে নিভূতে বসিয়ে বললেন—
‘হে মুনিবর ভবাদৃশ মুনিকুল কি শ্রীতিদ্বারা উজ্জলিকৃত করণার দৃষ্টিপাতে জন্মমরণমালা-দোষবহুল এই
জগৎ পবিত্র করতে পারেন না—নিশ্চয় পারেন, তার উপরেও ভাগ্যমানের অতিমতি-সুখদ আপনাদের
চরণজলে আচমন, আমার ভাগ্যে সেও ঘটেছে—অহো আমার এ-ভাগ্যসম্পত্তি অগাধ । আপনার
পদরেণুর এক কণ ভুবনকে পাপ-শ্রোতবেগ থেকে উদ্ধার করে পবিত্র করে থাকে । সতত মঙ্গলময় আপনার
শুভাগমনের এক কণা প্রাপ্তির জন্ত নিরন্তর বাহু করে বসে আছেন যারা তাঁদের এই বিবিধ আশার
বিশ্রাম আজ পর্যন্ত কারও হয় নাই, আজ আমার এ অনায়াসেই সম্পন্ন হ’ল, অতএব অহো আজই আমার
অফলা ভাগ্যবৃক্ষ ফলবান হ’ল । আমাকে কৃতার্থকরণে মাত্র ইচ্ছুক নিক্ষিপ্তন সংসার-ধ্বংশক নিরোগ বিগ্রহ
আপনার আগমনের প্রয়োজনের কথা কি জিজ্ঞাসা করব । কিন্তু ইদানীং সাধ্বস অতি অসন্তোষকর হয়ে

বিলম্বং সহমানেন সহ মানেন সমুজ্জললোভবান্ ভবাগ্নয়া প্রার্থ্যতে,—‘ভগবন্ । প্রিয়সখস্থানকহৃন্দুভে-
হৃন্দুভেরিব প্রসিদ্ধঘোষস্ত প্রসিদ্ধঘোষস্ত মম চাপত্যং নাম নামকরণেন চেদনুগৃহীতো
গৃহী তোষবানহং ভবানীতি নীতিবৎসু কিং বহুনা ॥’

২৩ । স চ মুনিরবাদীদবাদী—‘দক্ষিণাশয় । ব্রজনাথ ! নাথতি যদিদং ভবান্, দম্ভবান্ ভবতি,
ভবতি সদা বিনীত এব, নীত এব বশতামেনৈব বিনয়েন সৰ্ব্বঃ । ন হি তুহিনকরো ন কৰোতি কুমুদ-
মুদমিতি মমৈতত্ত্বং সমীহিতহিত-সম্পাদনং যুক্তমেব । কিন্তু কংসনৃশংসো নৃশংসোহিতি ন সহতে, সহ

প্রীতি-তদ্ভজনাগুভিলাষলক্ষণাশা কেষামপি ন বিশ্রাম্যতি, মম তু তদ্বাস্তুতং সম্পন্নং জাতম্ । নাসীং ফলিতা ফল-
বস্তুং যন্ত সং, অষ্টেব ফলিতঃ । ভবতোদকস্ত সংসারনাশকস্ত ভবতঃ, অত্রাগমনস্ত প্রয়োজনবার্তাং কিং পৃচ্ছাগং, বার্তা-
ঙ্গস্ত নিরাময়বিগ্রহস্ত ; “বার্তো নিরাময়ঃ কল্যাঃ” ইত্যমরঃ । কিন্তু ইদানীং সাধবসং বিবক্ষিতেহর্থং মম ভয়ং সাধু স্তু
অসন্তোষকরমিতি, অতএব হেতোৰ্ভবান্ ময়া প্রার্থ্যতে । কীদৃশঃ ? মিত্রিরহিতোহগ্রমেয় ইত্যর্থঃ । নহু সময়ান্তরে তং
প্রার্থ্যতাম্, ইদানীমেব কোহয়মাগ্রহঃ ? তত্রাহ—নানোৎকর্থায়া গৌরবেণাতিভারেণ হেতুনা মনাগপি বিলম্বং ন সহমানেন
সোঢ় মশক্লু বতেত্যর্থঃ । নহবং চেৎ, স্বংপ্রার্থিত-সম্পাদনে মমাপ্যভিপ্রোতস্বন্তো ধনাদিলাভে ভবিষ্যতীত্যতঃ প্রার্থনে
কা চিন্তা নাম ? তত্রাহ—ভবান্ ন লোভবান্ ন লোভী ; তত্র হেতুঃ—মানেন সৰ্বলোককৃতেন সম্মানেন সহ সমুজ্জলন্
তব সম্মানোহপি মহাপ্রদীপ্ত ইত্যর্থঃ । লোভী তু অতিভিরস্কৃত এবতি ভাবঃ । তর্হি প্রার্থনে কিমিতি নিঃশঙ্কোহসি ?
তত্রাহ—সমুন্নয়নাঃ সম্যগার্জ্জচিত্তঃ, তব কৃপালুস্বভাবমালক্ষ্য তত্র সঙ্কোচো মম ন জায়ত ইতি ভাবঃ । প্রসিদ্ধো
ঘোষো বাদনসম্বন্ধী মহাঘণঃসম্বন্ধী চ শকো যন্ত তন্ত মম চ প্রসিদ্ধঘোষস্তাপত্যং রামং কৃষ্ণং চেত্যর্থঃ । তদা অনুগৃহীত-
স্বয়া অনুকম্পিতঃ ; গৃহী ৬০স্থঃ ॥

২৩ । অবাদোঃ উবাচ, অবাদা অনুকুলঃ । যদিদং ভবান্ নাথতি যাচতে, তেন ভবান্ দম্ভবান্ ন ভবতি, কিন্তু
সদা বিনীত এব, অনেনৈব যুনে, কিম্ ন মুনেয় ইত্যাদি বচনপরিপাট্যেণ তেন বিনয়েন সৰ্ব্বেব বশতাং নীতো ভবতি,
কিং পুনরহমিত্যর্থঃ । মম পুনদূরস্থেহপি সদা স্মরি প্রীতিস্বত্ববিনয়াদিনিরপেক্ষা সাহজিকোবেত্ত্যাহ—নহি তুহিনেতি ।

পড়ছে—‘তাই নানা উৎকর্থাভারে পীড়িত, কিঞ্চিৎমাত্র বিলম্বও সহনে অসমর্থ আমি অগ্রমেয় অপার
করণায় আত্মচিহ্ন, সৰ্বলোককৃত সম্মানের দ্বারা দীপ্ত, নির্লোভ আপনার নিকট প্রার্থনা করছি—‘ভগবন্,
হৃন্দুভিবাচের শব্দের মতো প্রসিদ্ধ মহাঘণথ্যাসিসম্পন্ন আমার প্রিয়সখা বসুদেবের এবং গোপকুলে প্রসিদ্ধ
আমার পুত্রের নামকরণ-সংস্কারের দ্বারা যদি আমাকে অনুগৃহীত করেন তবে আপনার অনুগৃহীত এই
গৃহস্থ পরিতোষ লাভ করতে পারে ;—আমি আপনার মতো নীতিজ্ঞানসম্পন্ন লোককে আর বেশী কি
বলতে পারি ।

২৩ । সেই মুনিও অনুকূলভাবে বললেন ‘হে উদারশয়, ব্রজনাথ, আপনার এই যে যাক্ষা এ
দম্ভসূচক হয় নি, সম্পূর্ণ বিনয়পূর্বকই হয়েছে—এইরূপ বিনয় সকলকে বশীভূত করে থাকে, আমার কি
কথা । চন্দ্রকিরণ কি কুমুদকে উল্লসিত করে তোলে না—নিশ্চয় তোলে, আমার পক্ষে আপনার বাঞ্ছিত
এই হিতসাধন যুক্তিযুক্তই বটে, কিন্তু কংস নামক নৃশংস অসুর মানুষের কল্যাণ কিছুতেই সহ্য করতে

তেন ন কোহপি পরিস্পর্কী, স্বয়ং খলতাকলমপি বিষলতাকলমং স খলু সকলমেব জনমুদ্বজয়তি । জয়তি চ সুরানপি, ন পিহিতং ভবতি কুত্রাপি তত্তেজঃ । বিশেষতঃ বস্তুদেবস্তুতঃ কচন বর্তত ইতি জপগগপগগবগ্নিস্বসন্ সাবধানমেব বরীবর্তি ॥

২৪ । বেত্তি মাং যছুকুলাচার্য্যং চার্য্যং তে যদিদং চেৎ কার্য্যমীহেমী হে ব্রজরাজ ! রাজপুরুষা গুটবেশেন সর্ব্বতশ্চরতুস্তদৈব তস্মৈ নিবেদয়িষ্যন্তে, দয়িষ্যন্তে ন চ তে ভোজাপসদাঃ কংসনামানো নামানোকহ-কোটর-কুহরদহনবজ্জলস্তোহলং তোদয়িষ্যন্তি, তেন দুষ্করমেতৎ ॥

২৫ । তন্নিশম্য শম্যপি ঘোষাধীশো ধীশোকং গতঃ, পুনরপি নিজগাদ—‘ব্রহ্মন্ ! যুক্তযুক্তম্, জীবন্মুক্তং জীবন্ কো দ্বেষ্টি, তথাপি অষড়ক্ষীণমিদমক্ষীণমিদমপর ইহ বহিঃস্বঃ কোহপি জনো ন

কংসনামা নৃশংসঃ ক্রুরঃ, নৃশং হর্মহৃশ্বশ শং কল্যাণম্, স প্রসিদ্ধঃ অতি অতীব, ন সহতে, কিঞ্চ, তেন সহ কোহপি ন পরিস্পর্কী । খলতায়্যঃ খলত্বশ্চ ফলং দুঃখমেব, তদ্রূপোহপি নিরন্তরস্বয়তুভাবনাবিপদগ্রস্তোঃপীত্যাঃ । স্বেষণ আকাশলতাকলভুতোহপি অগ্নি শ্বো বা মরিষ্মগণবাদবিজ্ঞমানপ্রায়তেন জ্ঞাতোহপীত্যাঃ ; ন পিহিতং নাচ্ছাদিতং কুত্রাপি ইন্দ্রপুরাদাবপি, কিং পুনরত্র তদীয়দেশ এবতি ভাবঃ । নগপগগবৎ পর্বতবর্তিসর্ব্বং ॥

২৪ । চেদ্যদি ইদং কার্য্যং ত্বংপুত্রনামকরণাদি, আর্ঘ্যং শ্রেষ্ঠম্, চকারন্ত বেত্তিপদস্তাস্তে অহয়ঃ । যদ্বা, চার্য্যমা-চরণীয়ং কতুং যোগ্যমিতি যাবৎ । জেহে চেষ্টে, করোমীত্যর্থঃ । তদা অমো রাজপুরুষাঃ, হে ব্রজরাজ ! নহু নিবেদনস্থং নাম, তথাপি তমগুলাধ্যক্ষমুখ্যে ময়ি সদা সাহুক্ষম্প এবাসাবহুভূতঃ ? সত্যম্, তথাপ্যসৌ ভেতবা এবোতাহ—দয়িষ্যন্তে ইতি বহুবচনং প্রায়স্তংসনাম-সবাসনানাং তদ্ভ্রাতাদীনামহেষামপি গ্রহণার্থম্ । কংসনামানঃ—কংস্তে চিন্তীতি কংস ইত্যেবং স্বয়নামযোগার্থং নৈব তাক্ষান্তীতি ভাবঃ । অনোকহো বৃক্ষঃ, তাদৃশানলদৃষ্টোস্তোহত্যন্তানিবর্ধনেন ॥

২৫ । শম্যপি পরমধৃতিমানপি, ধীশোকং ধির্য়ৈব শোকম্, অতিগাভীর্ষেণ বহিস্তল্লক্ষণানভিব্যক্তেরিত্যর্থঃ । জীবন্মুক্তং ভবন্তং তেন ভবদদেষেণ ময্যপি দ্বেষো ন ভবিষ্যতি ফলতন্তুস্তোতি ভাবঃ । তথাপি শঙ্কাস্পদমিতি চেৎ হে

পারে না, তার সঙ্গে কেউ প্রতিস্পর্কি করে না, স্বয়ং খলতার ফল দুঃখস্বরূপ হয়েও বিষলতার ফলের মতো সকলকে উদ্বিগ্ন দিয়ে থাকে, সে দেবতাগণকে জয় করেছে, তার তেজ কোথাও আর গোপন নাই, বিশেষতঃ ‘বস্তুদেবস্তুত কোথায়’ এইরূপ জপ করতে করতে সে সাবধানে বিরাজমান আছে ।

২৪ । কংস আমাকে যছুকুলাচার্য বলে জানে—আমি যদি আপনার পুত্রের নামকরণরূপ এই শ্রেষ্ঠ কর্ম করে দেই তবে হে ব্রজরাজ, কংসরাজের চরগণ যারা গুপ্তভাবে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা তৎক্ষণাৎ কংসের নিকট সে খবর পৌঁছে দিবে, কংসের সমভাবাপন্ন ভোজবংশজাত তার ভ্রাতাদি ঐ লোকজন কোন দয়া দেখাবে না, বৃক্ষকোটরাগ্নির মতো জ্বলতে জ্বলতে প্রভূত দুঃখ দান করবে, অতএব এই কর্ম আমার পক্ষে দুষ্কর ।

২৫ । এই কথা শুনে পরমধৈর্যশালী হয়েও ঘোষাধীশ শ্রীানন্দবাবা ভিতরে ভিতরে শোকগ্রস্ত হয়ে পুনরায় বললেন—‘ব্রহ্মন্, আপনার কথা যুক্তিযুক্তই বটে, তবে দেহে প্রাণ থাকতে জীবন্মুক্তের প্রতি কে দ্বेष করে থাকে, তথাপি হে অক্ষীন-স্নেহ যেখানে ছয় চক্ষু নাই সেই নির্জন গৃহকোণের এই ব্যাপার

বেৎস্রতি । মূর্ত্তিমতা পরমমঙ্গলেন ভবতা ভবতাপহারকেন ক্রিয়মাণস্ত কৰ্ম্মণঃ কিমুচ্চাৰচমঙ্গলকার্যোপ-
যোগিনাহতোত্যাদিনাহতোহিত্যাদিনা কেবলেনৈব স্বস্তিবাচনেন ভবতৈব সম্পাদনীয়মিদম্ ইতি ॥

২৬ । তদ্বচনানন্তরং স্বয়মাবৃতমপ্যাস্তরং রসং বিকাশয়ন্তীব কাচগর্গরী গর্গরীতিরাসীন্মুখপ্রসাদেন,
ততস্ত মাতৃভ্যামুপনীতয়োস্তয়োৰ্বালকয়োঃ প্রথমং ব্রজেশ্বরীক্ৰোড়গতং শ্রীকৃষ্ণমবলোক্য স মুনির্মমসি
পরামর্শ ॥

২৭ । ‘অহো কিমেতৎ—হস্তায়ং কিমনাদিমোহতমসঃ সজ্জদীপাকুরঃ

কিং য়ীশপ্রতিপাদকোপনিষদাং প্রামাণ্যমাশুং বপুঃ ।

কিং নঃ সৌভাগকল্পভূকহবনস্তাভ্যঃ প্রসূনোদয়ঃ

সাম্প্রানন্দসুখাসুখঃ কিমথবা সা কাপি জন্মস্থলী ॥

অক্ষীগমিৎ ! অক্ষীগম্বেহ ! ‘ঐমিদা গ্বেহনে’ ক্ৰিবন্তঃ । তয়া নয়ি গ্বেহঃ কিং ত্যক্তুং শক্য ইতি ভাবঃ । ইহ মদন্তঃপূরে
পরনবিবিক্তে ইদং কৰ্ম্ম অপয়ো ন বেৎস্রতি । কথন্তুতং ? অষড়ক্ষীগং ন বিদ্যন্তে ষট্ অক্ষীণি যত্র তৎ । স্বান্তরঙ্গপরিবার-
সহিতঃ; ‘অহমেক এব জ্ঞেয়স্বঃ চ’ ইত্যেবং দ্বাভ্যাং কৃতমিত্যর্থঃ; (পা০ ৫।৪।৭) “অষড়ক্ষাশিতত্ত্বং ব্রলক্ষ্মীলম্পুরুষাধু-
স্তরপদাং খঃ” ইতি খপ্রত্যয়ঃ । আতোত্যাদিনা বাত্যাদিনা, অতো হেতোঃ, অত্যাদিনা, অত্ অমুকে মাসি অমুকে
পক্ষে ইত্যাদি-সঙ্কল্পবাক্যেন; যদা, অত্ অত্র দিনে আদিনা কৰ্ম্মপ্রথমগতেন স্বস্তিবাচনেন ॥

২৬ । গর্গরীতিগর্গস্ত চেষ্টিতপরিপাটী, কাচস্ত গর্গরীব কাচেন নির্মিতেত্যর্থঃ । রসং তৈলাদি, প্রেমরসঞ্চ ॥

২৭ । হস্তেতি বিষয়ে, রত্নেতি অতদাপো হি তৈলাদ্যপচয়াভাবেন বাতাদিবিঘ্নেন চ নির্বিশেষ-জ্ঞানযোগ ইব
কালেন নশতাপীতি ভাবঃ । তত্রাপি সদিতি অবতারান্তরবৈলক্ষণার্থমুত্তম্ । অত্র প্রামাণ্যাপেক্ষা চেৎ, অত আহ,—
ঈশস্ত সবিশেষস্ত ষড়ৈশ্বর্যবতো ভগবত ইত্যর্থঃ । প্রামাণ্যমেব কর্তৃ বপুঃ শরীরং প্রাপ্তং প্রাপ, প্রত্যক্ষীভূতগভূদিত্যর্থঃ ।

বহিরঙ্গ কোনও জনই জানবে না । মূর্ত্তিমান পরমমঙ্গলস্বরূপ আপনার দ্বারা কৃত কর্মে ছোট বড়
মঙ্গলকার্যোপযোগী বাতাদিযোগে নানাপ্রকার সঙ্কল্প-বাক্যপাঠের কি প্রয়োজন—কেবলমাত্র স্বস্তিবাচনের
দ্বারাই আপনিই এ-কার্য সম্পাদন করে দিন ।

২৬ । এই কথার পর কাচের গাগরী যেমন ভিতরে আবৃত তৈলাদি রসকে নিজেই বাইরে
প্রকাশ করে দেয় তেমনই অন্তরে গোপনে রক্ষিত প্রেমরসসূচক চেষ্টি-পরিপাটি মুখের প্রসন্নতা দ্বারা
গর্গাচার্য স্বয়ংই বাইরে প্রকাশ করে দিলেন; অতঃপর মাতৃদ্বয়ের দ্বারা উপনীত ছই বালকের মধ্যে
প্রথমেই ব্রজেশ্বরীর ক্রোড়গত কৃষ্ণকে দেখে ঐ মুনি মনে মনে বিচার করলেন ।

২৭ । অহো এ-কি অনাদি মোহতমসার উপর স্থাপিত সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নদীপাকুর, অথবা এ-কি
শ্রীভগবৎপ্রতিপাদক উপনিষদ-বাক্যই মূর্ত্তিমন্ত হয়ে সম্মুখে এসে উপস্থিত হল, অথবা এ-কি আমাদের
সৌভাগ্যরূপ কল্পবৃক্ষবনের সর্বাঙ্গ প্রসূনোদয়, অথবা এ-কি সাম্প্রানন্দ-সুখাসুখির কোনও অনির্বচনীয়
প্রসিদ্ধ আকরভূমি ।

২৮ । কিঞ্চ, যং ব্রহ্মেতি বদন্তি কেচন জগৎকর্তেতি কেচিৎ পরে
 ভ্রাত্ত্বেনি প্রতিপাদয়ন্তি ভগবানিত্যেব কেহপুণ্ডমাঃ ।
 নো দেশান চ কালতো বত পরিচ্ছেদোহস্তি যস্তোজসো
 দেবঃ সোহয়মবাশ নন্দদয়িতোংসঙ্গে পরিচ্ছিন্নতাম্ ॥

২৯ । অহো অতিভূমিরিয়ং বিশ্বয়ন্ত, যদয়ং মাতুরঙ্গগত এব মে,—
 কর্পূরবত্তিরিব লোচনমঙ্গকানি, পক্ষো যথা যুগমদন্ত কৃতামুলেপঃ ।
 শ্রাণং ধিনোত্যগুরুধূপ ইবায়মুচ্চৈ-রানন্দকন্দ ইব চেতসি চ প্রবিষ্টঃ ॥

৩০ । কিঞ্চ, ধৈর্য্যং ধুনোতি বত কম্পয়তে শরীরং, রোমাঞ্চয়ত্যতিবিলোপয়তে মতিঞ্চ ।
 হন্তাস্ত নামকরণায় সমাগতোহহ-মালোপিতং পুনরনেন মমৈব নাম ॥

ন তু নির্বিশেষব্রহ্মপ্রতিপাদকানামুপনিষদাং প্রাগাণামিব কেবলমপ্রত্যক্ষমিতি ভাবঃ । নহেতদদ্ব্যুতভাগ্যং কথং সম্ভবং ? তত্র স্বয়মেব বিতর্কয়ন্তাহ—নোহস্মাকংগেতেনৈবাত্মমিতং যং সৌভগং তদেব কল্পভূরুহবনং তস্তাশ্চো মূলভূতঃ । তস্ত প্রার্থিতবিবিধাশ্রফলদায়িত্বেপি স্বজাত্যেব জনিস্থমাণায় কষ্টেন্দ্ৰচিদিতিমুখ্যায় ফলায় য প্রসূনোদয়ঃ স এব । অস্মাকং সর্বেষামদ্ব্যুতপ্রেমফলকারণমেব মূর্ত্তিধারীত্যর্থঃ । যদ্বা, প্রসূনোদয়ঃ ফলোদয় এব ;—“প্রসূনং পুষ্পফলয়োঃ” ইত্যমরঃ । অথ তদেব তাদৃশপ্রেমফলোপলব্ধিহেতুকং রসাস্বাদভরমহুভূয়াহ—সাস্ত্রোতি । সা প্রসিদ্ধা পূর্বং শাস্ত্রমহাজন-প্রসিদ্ধ্যা শ্রুতৈব, ন হুতুভূতেতি ভাবঃ । কাপি অনির্বচনীয়া, ইদানীন্তু অনুভূয়মানসাত্ত্বেন বক্তু মশকোত্যর্থঃ । জন্মহলীতি তেন মহাবৈবকুণ্ঠনাথাদাবপি তরতমভাবেন হিতানামানন্দানামেতদানন্দ এব মূলকারণমিতি ভাবঃ ॥

২৮ । ব্রহ্মেতি জ্ঞানভ্যাসিনঃ । জগৎকর্তেতি অবিমাণার্থিলৈশ্বৰ্য্যপরাশ্রয়িকঃ ; আশ্রয়িত্যেব যোগাভ্যাসবস্তুঃ ; ভগবানিতি ভক্তোক্তনিষ্ঠাঃ । উক্তমা ইতি এষামেব শৈষ্ট্যম্, কেহপীতি বৈরলাক্ষং, তেন স্বায়মুপাত্তৈব ধ্বনিতম্ ॥

২৯ । প্রবিষ্ট ইতি ধিনোত্যনয়োঃ সর্বত্রায়ঃ ॥

৩০ । মম নাম প্রসিদ্ধঃ, গর্গো নাম ঋষির্মহাবীরোহতিগন্তীরোহচপলো নির্বিকারঃ পরমমতিমানিত্যাদিকা সর্ব-

২৮ । যাকে কেউ ব্রহ্ম, অপর কেউ জগৎকর্তা, কেউ পরমাশ্রয়ী, কোনও ভক্তজন আবার ভগবান্ বলে প্রতিপাদন করেন,—অহো যার ঐশ্বর্য্য না-দেশ না-কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সেই প্রসিদ্ধ দেবতা আজ এই নন্দপত্নীর কোলে পরিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে শোভা পাচ্ছে ।

২৯ । অহো এ আশ্চর্যের পরাকাষ্ঠা যে মাতার ক্রোড়গত হয়েই এই বালক কর্পূরবাতির মতো আমার নেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে নেত্রকে শীতল করে দিচ্ছে, যুগমদপঙ্কের অনুলেপের মতো আমার অঙ্গে প্রলেপিত হয়ে আমার দেহ শীতল করে দিচ্ছে, অগুরুধূপের মতো আমার নাসিকায় প্রবিষ্ট হয়ে পরমতৃপ্তিদায়ক হয়েছে, পরমানন্দের মতো আমার হৃদয়কন্দরে প্রবিষ্ট হয়ে আমাকে আনন্দে আপ্লুত করে দিচ্ছে ।

৩০ । আরও, এ-বালক অহো আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়ে দিচ্ছে, দেহে কম্প এনে দিচ্ছে, রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলছে, বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিয়ে দিচ্ছে,—অহো, এঁর নামকরণে আমি সমাগত,

৩১ । তদধুনা কিনিহিষ্ণে—

পাদৌ দধামি যদি মাং বদিতা জনোহয়-, মুম্বন্তমেব বত বক্ষসি চেৎ কেরোমি ।
তচ্চাতিচাপলমহো ন কেরোমি বা চে-, দৌৎকণ্ঠ্যমেব হি লবিষ্ণুতি ধৈর্য্যবক্রম্ ॥

৩২ । ভবতু তথাপি—

জন্মাচ্চ সাধু সফলং সফলে চ নেত্রে, বিজ্ঞা তপঃকুলমহো সফলং সমস্তম্ ।
আচার্য্যতা ভগবতী হি যদোঃ কুলস্ত, সমাচ্চ হস্ত নিতরামকরোৎ কৃতার্থম্ ॥’

৩৩ । ইতি স্নাত ইবানন্দসিন্ধৌ, পীতবানিব পীযুষম্, জাগ্ৰদেব নিদ্রাণ ইব, জ্ঞানবানিব মুহুম্ভিব, জীবন্মৈব মূৰ্চ্ছম্ভিব, পশুন্নপি অন্ধ ইব, শৃগন্নপি বধির ইব, বদন্নপি মূক ইব, বদ্ধধৈর্য্যোহপি চপল ইব যদি ক্ষণমেবমাসীৎ, তদা সমীপমম্বাভ্যামুপনীতয়োস্তয়োঃ কুমারয়োরয়োনীতস্বস্তিবাচনোহয়ং

লোকঘোষিতা খ্যাতিরিত্যর্থঃ । তত্র ধৈর্য্যং ধুনোভীত্যোৎস্রুচাপল্যে, কম্পদ্বত ইতি প্রীতিরত্যাখ্যঃ হ্যসী, রোমাঞ্চ-
তীতি তদঙ্গভূতো বিস্ময়ঃ, মতিং বিলোপয়তীতি উদ্ভাদঃ ॥

৩১ । তদপি পাদৌ দধামীত্যাদিপরাশ্রমার্গাৎ গুতিরপি বসপরিপাটীভঙ্গাভাবায় লীলাশক্ত্যেব তস্মিন্
সমর্পিতেতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৩২ । হন্তেত্যনুকম্পায়াম্, তথাপি প্রাপ্ততাদৃশমুত্তাবপি গর্গে তস্মিন্ প্রেমা স্বকার্য্যং ত্যক্তু মশকু বন্নিবোদগাদেবে-
ত্যাহ,—স্নাত ইবেতি । দৈহিকসুখস্ত বহিঃপ্রকাশার্থিক্যম্ পীতবানিতি মানসসুখস্তান্তরেবেতি । ততশ্চ জাগ্ৰদিত্যাদিকং
পূর্বপূর্বং ধৃতিলক্ষণম্, নিদ্রাণ ইত্যাদিকমুত্তরোত্তরং প্রেমলক্ষণমিতি ॥

আর এ-ই পুনঃ ভুলিয়ে দিচ্ছে আমার নাম ।

৩১ । তা হ’লে আমি এখন করি কি, যদি ঐ চরণদুটি ধরি তবে লোকে বলবে এ-লোকটি
নিশ্চয় পাগল, অহো যদি ঐকে বক্ষে করি তবে তা হবে আমার পক্ষে চপলতা,—যদি কিছু না করি
তবে উৎকণ্ঠাই আমার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে দিবে ।

৩২ । আচ্ছা এ-কথা যাক্, তবে কথা হচ্ছে—

আমার জন্ম আজ পরিপূর্ণ সফলতা প্রাপ্ত হ’ল, আমার নয়ন দুটি সফল হ’ল এবং আমার
তপস্যা-কুল সব কিছু সফলতা প্রাপ্ত হ’ল, পূজনীয় যতুকুল-আচার্য্যতা আজ আমাকে অহো অত্যন্ত কৃতার্থ
করে দিল ।

৩৩ । এইরূপে আনন্দসিন্ধুতে স্নাত ব্যক্তির মতো, অমৃত পানে উজ্জীবিত ব্যক্তির মতো,
জেগে জেগে ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো, জ্ঞান ফিরে আসার পরও মূৰ্চ্ছার ভাবে স্থিত ব্যক্তির মতো,
চক্ষুন্মান হয়েও অন্ধের মতো, শুনেও না-শুনা ব্যক্তির মতো, মুখর হয়েও মূকের মতো, ধৈর্য্যশীল
হয়েও চপলের মতো যখন গর্গাচার্য্য ক্ষণকাল অবস্থান করছেন তখন মাতৃদ্বয়ের দ্বারা নিকটে আনীত
রামকৃষ্ণ কুমারদ্বয়ের নামকরণে উত্তত হয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ‘স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ’ ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা

নামকরণায়াত্তো ত্বতোরখিলমন্তুভং শুভংযোরনয়োরনয়োপশমনায় নানার্থনিরুক্ত্যা নাম চিকীর্ষ-
রুবাচ ॥

৩৪ । ‘অয়ং বস্তুদেবস্তুতো দেবস্তুতোস্তমবলো বলোচ্ছ্রয়াদবলো বলেন দেবনমস্তুতি বলদেবেতি
বল দেবেতি হাসোচিৎ চ নাম । মহাপুরুষত্বেন পাপসঙ্কর্ষণে সঙ্কর্ষণেতি চ সমুচিতমভিধানম্,
সর্বাভিরামতয়া রামতয়া চৈষ গমিষ্যতি প্রসিদ্ধিম্, বলেন রমত ইতি বলরামশ্চ ॥

৩৫ । অয়ন্তু তবাস্বজ্ঞো ভগবদভক্তিযোগ ইব চাতুর্বর্ণ্যোপযুক্তঃ স্বভাবত ইন্দ্রনীল-নীলতয়া
সিন্ধোহপি প্রতিযুগমংশতঃ করুণাচ্ছবিগ্রহং বিগ্রহং দধনেকবর্ণতাং প্রকটয়তি । ধর্মাবিকৃতে কৃতে গুরুঃ,

৩৩ । অয়েন শুভাবহবিধিনোগ্রীভং স্বস্তিবাচনং যেন সঃ, ত্বতোঃ খণ্ডয়তোঃ শুভংযোঃ কল্যাণবতোঃ ; (পা.
৫।২।১৪০) “অহংশুভমোষুস্” অনয়স্তোপশমনায়, নানার্থনিরুক্ত্যেতি তাং বিনেশ্বর্যাণাং নাম কন্মামুহুশ্চতুর্হপ্যে
ইত্যনয়োলোকদৃষ্ট্যা স্তাৎ । তথৈব বক্ষ্যমাণেন ক-ক্ষণাদিভিরিত্যাদিনা পরমাংশিত্বরূপতাংপর্যার্থবৃতিং বিনা তদ্বদ-
ষ্ট্যাপি অনয়ঃ স্তাদিতি ॥

৩৪ । দেবস্তুতস্তেব উত্তমং বলং পরাক্রমো যন্ত সঃ ; অস্তুতি এতৎসম্বন্ধি দেবনং মল্লযুদ্ধাদি-ক্রীড়নং বলেনৈব
প্রতিভটপ্রতিযোগিনিষ্ঠেন ভবতি, নাগ্ধেত্যাখ্যঃ । ‘বলেন দীব্যতি’ ইত্যমুক্তিরগ্রে বাখ্যাশ্রমানেন বলেন রমত ইত্য-
নেনৈকার্থ্যাং বলদেবেতি হাসোচিৎ চেতি, এতৎ প্রিয়নর্মসথেঃ কদাচিদমং ক্রীড়াময়কৌতুকযুদ্ধে পরাজিত্য বিরুদ্ধ-
লক্ষণয়া হে দেব ! ত্বং বল, বলং প্রকাশয়েতি লোড়ন্ত বলতিপ্রয়োগেণ কারিষ্যমাণো যো হাসন্তুচিৎ চ বলদেবেতি
নাম ইত্যর্থদ্বয়ম্ । মহাপুরুষত্বেন সিদ্ধপুরুষত্বেনেতি প্রকটোহর্থঃ মহৎশৃঙ্গাদিপুরুষেভ্যোহপি মহত্বেনেতি বাস্তবঃ ।
পাপানাং সম্যক্কর্ষণে নিমিত্তে ॥

৩৫ । চাতুর্বর্ণ্যে চতুষ্টয়ং বর্ণেষু ব্রাহ্মণাদিষু উপযুক্তঃ কতুং যোগ্যঃ, স্বার্থে ঞ্জ্ঞাৎ প্রত্যয়ঃ ; পক্ষে, চত্বারো বর্ণাঃ
শুক্লাদয়ো যন্ত তন্তু ভাবশ্চাতুর্বর্ণ্যং তত্রোপযুক্তঃ । তদেব বিবৃণোতি—স্বভাবত ইত্যাদিনা । বিগ্রহং দেহম্ ; কীদৃশম্ ?

স্বস্তিবাচন করে দিলেন, যদিও সমস্ত অমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ শুভদ এরা ছুভাই—তবুও লোকরীতি
অনুসারে তাঁদের অনর্থ দূর করবার জন্য নানাপ্রকার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণে নামকরণের ইচ্ছুক হয়ে
পুনরায় বললেন—

৩৪ । এই যে রোহিণীদেবীর কোলে থাকে দেখছেন ইনি দেবপুত্রের মতো উত্তম বলশালী,
বলে দীপ্ত তাই নাম হ’ল বল ; প্রতিযোদ্ধাদের সহিত দেবনাতে অর্থাৎ মল্লক্রীড়াতে ইনি ‘বল’
প্রকাশ করে থাকেন তাই নাম হ’ল বলদেব ; (মল্লযুদ্ধে পরাজিত এই বালককে নর্মসথাগণ ঠাট্টা করে
বলেন ‘হে দেব, তুমি বল প্রকাশ কর’) নর্মসথাগণের এই হাস্য-পরিস্রবাসোচিত সম্বোধন থেকে নাম
হ’ল বলদেব ; ইনি মহাপুরুষ, জীবের পাপ আকর্ষণ করেন তাই সমুচিত নাম হ’ল সঙ্কর্ষণ ;
সকলের মনোভিরাম বলে রাম নামে ইনি প্রসিদ্ধ হবেন ; বলদীপ্ত ভাবে রমণ অর্থাৎ বিহার করেন বলে
ইনি বলরাম ।

৩৫ । আর এই যে আপনার পুত্র—ইনি ভগবদভক্তিযোগ যেমন ‘চাতুর্বর্ণ্যোপযুক্তঃ’ ব্রাহ্মণাদি
চতুর্বর্ণেরই উপযুক্ত সাধন তেমনই ‘চাতুর্বর্ণ্যোপযুক্তঃ’ অর্থাৎ গুরু-রক্ত-কৃষ্ণ-পীত এই চার বর্ণ

সবর্ণস্ত্রেতায়াস্ত্রেতায়ামপি, দ্বাপরেহেদ্বাপরেণ শ্রাম এব, মূর্ত ইব কলৌ কলৌ পীত ইতি । ক-ঋ-ব-ণাভিঃ পঞ্চভির্বর্ণৈঃ সমবেতস্ত ‘কৃষ্ণ’ ইতি নাম্নঃ চতুর্ভির্বেব বর্ণৈশ্চতুর্য়ুগবর্ণান্ দধাতি, বর্ণানামাদিভূতেনাকারেণ স্বয়মাদিভূতো নীলেন্দ্রমণিসাবর্ণ্যং দধৎ কৃষ্ণ ইত্যাত্মাং ভজতে । কৰ্ষতি ভজতামঘং কৰ্ষত্যমুরক্তানাং মনাংসীতি চ কৃষ্ণঃ, কৃষিঃ সত্তার্থঃ, ৭ আনন্দার্থঃ, তেন চ সন্তানন্দরূপতয়া চ কৃষ্ণ ইতি মুখ্যং নাম ।

করণায়াঃ কৃপায়াশ্চবিং কান্তিং গৃহ্যতীতি ভম্, পূর্ণকৃপায়াস্ত তত্তদংশিনি শ্রীকৃষ্ণ এব সম্যক্ সম্বাদিতি ভাবঃ । ধর্মাণাং তপঃশৌচাদীনামবিকৃতং বিকারাভাবো যত্র তস্মিন্, পরিপূর্ণধর্মময়ে সত্যাত্মো যুগে ইত্যর্থঃ । ত্রেতায়ী অগ্নিত্রয়স্ত তুল্যবর্ণো রক্ত ইত্যর্থঃ; “দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়ৌ ত্রয়োহয়মঃ; অগ্নিত্রয়মিদং ত্রেতা” ইত্যমরঃ । অদ্বাপরেণ অসন্দেহেন, অস্মিন্ দ্বাপরযুগে তস্ত শ্রামস্তাস্মিন্ কৃষ্ণ এব ঐক্যমাপ্তাদয়মেব সঃ, ইত্যেবমভিন্নতালক্ষণেন; “সন্দেহ-দ্বাপরৌ চ” ইত্যমরঃ । কলৌ কলতে মূর্তিযুক্ত ইব পীত ইতি এতদব্যবহিতে আগামিনি কলাবেবেতি জ্ঞেয়ম্, ন তু সৰ্জ্জ । প্রতিসত্তাদি-শুক্রাদীনামিব প্রতিকলিযুগম্—(১২১৫) “কথাতে বর্ণ-নামভাঃ শুক্রঃ সত্যযুগে হরিঃ । রক্তঃ শ্রামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াম্ দ্বাপরে কলৌ ॥” ইত্যনেন (সংক্ষেপ-) শ্রীভাগবতায়ুতে কৃষ্ণবর্ণশ্চৈব যুগবতারেহেন নিরূপিতত্বাৎ; তথৈবাত্রাপি পঞ্চদশে স্তবকে ‘কলৌ কৃষ্ণঃ’ ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ । অত্র পীত ইত্যুক্তিঃ (ভা০ ১০।৮।১০) “শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ” ইতি মূলানুসারানুরোধেনৈব । মূলে চৈকাদশস্থকে (ভা০ ১১।৫।৩১,৩২) “নানা-তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু”, “কৃষ্ণবর্ণশ্চৈব নিরূপয়িত্বমাণত্বেহপি দশমস্থকে “তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ” ইত্যুক্তিরদানীন্তনেন কলৌ পীতবর্ণ ইতি বিজিজ্ঞাপয়িষ্যেব । কিঞ্চ, “আসন্” ইতি ভূতকালানুরোধেনাপাততঃ স্রষ্টে বাখ্যান্তরে ক্রিয়মাণে দ্বাপরযুগাবতারস্ত পীতত্বে (ভা০ ১১।৫।২৭) “দ্বাপরে ভগবান্ শ্রামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ” ইত্যনেন বিরোধঃ স্যৎ । ন চ তত্রস্ত-শ্রামপদস্মার্তান্তরং কল্পামিতি বাচ্যম্, ‘পীতবাসা’ ইত্যনেন শ্রামবর্ণশ্চৈব স্রষ্টু নিরূপিত-ত্বাৎ, শ্রামশ্চৈব পীতবসনোচিত্যাৎ । ততশ্চায়মর্থঃ—যত্তদোর্ণিত্যসম্বন্ধাদযথৈদানীং দ্বাপরাস্ত্রে কৃষ্ণতাং গতঃ স্বয়-ময়মবতারী, তথা তেনৈব প্রকারেণ স্বয়মবতারিত্বেনেত্যর্থঃ । ইদানীং কলিযুগাদিভাগে পীত ইতি কক্ষিৎ স্থলকালমব-লম্বা ইদানীমিতিপদার্থ উভয়াজ্ঞাপ্যত্বেনীতি । নহু তর্হি অধুনা সাক্ষাৎ ক্রিয়মাণোহস্ত কৃষ্ণবর্ণ ইদানীন্তন এব, কিংবা

গ্রহণেরই উপযুক্ত পাত্র, ইনি স্বভাবতঃ ইন্দ্রনীলমণিসম নীল বলে প্রসিদ্ধ থাকলেও প্রতিযুগে আংশিক কৃপানুরূপ কাহিতে উজ্জল দেহ ধারণ করতে করতে শুক্রাদি অনেক বর্ণতা প্রকাশ করেন—যথা, ধর্মের অবিকৃত অবস্থাতে সত্যযুগে শুক্রবর্ণ, ত্রেতায়ুগে রক্তবর্ণ, এই দ্বাপর যুগে নিঃসন্দেহে শ্রামবর্ণ, মূর্তিমান কলহয়ুগ কলিতে পীতবর্ণ । (যুগবতার শ্রামবিগ্রহের সর্বাবতারাবতারী কৃষ্ণেতে ঐক্যপ্রাপ্তিহেতু কৃষ্ণই শ্রাম এইরূপ অভিন্নতা লক্ষণের জন্ম এখানে কৃষ্ণ না বলে শ্রাম বলা হল ।) ‘ক-ঋ-ব-ণ-অ’ এই পঞ্চবর্ণ মিলিত হয়ে ‘কৃষ্ণ’ নামটি নিষ্পন্ন হ’ল, এই নামের প্রথম চতুরক্ষর ‘ক-ঋ-ব-ণ’ দ্বারা ক্রমে চতুর্য়ুগের শুক্র-রক্ত-শ্রাম-পীত বর্ণ ধারণ করেন, আর সমস্ত অক্ষরের আদি অক্ষর ‘অ’ কারের দ্বারা সর্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান ইন্দ্রনীলমণিবৎ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে ‘কৃষ্ণ’ এই নাম অঙ্গীকার করেন । ইনি ভজনকারীর পাপ-অপরাধ দূর করে দেন, নিজের অনুরাগী ভক্তজনের মনকে আকর্ষণ করেন তাই এঁর নাম হ’ল ‘কৃষ্ণ’—‘কৃষি’ শব্দ সত্তা-বাচক ‘ণ’ শব্দ আনন্দ-বাচক—সত্তা এবং আনন্দস্বরূপ হওয়ার দরুণ

কদাচিদয়ং বসুদেবাদপি জাতোহজাতো বিমুক্তাদিতি বাসুদেবোহপি লোকৈরুদ্ঘুষ্যতে।—(ভা• ১০।৮।১৯)
 “নারায়ণসমো গুণৈঃ” ইত্যুক্তে সরস্বতী তমেবার্ণমাত্মগতং ব্যাখ্যাতি স্ব—নারায়ণশাস্ত্র গুণৈরেব সমঃ,
 ন ত্বংশিষ্টেনাপ্যভেদোপচারতো নারায়ণমপ্যেনং বদিস্থ্যন্তি’ ইতি ॥

পূর্বমপ্যাসীদেব? তশ্চৈব প্রাকট্যমধুনেতি তত্র ন কেবলং কৃষ্ণবর্ণ এব পূর্ণমাসীৎ, কিন্তু অত্বেহপি বর্ণা আসন্নৈব
 ইত্যাহ—আসন্নিতি। অল্পযুগং তদুর্গ্ভূতোহস্ত অল্পক্ৰোহপ্যাহঃ শুক্লো রক্তস্তথা উক্তঃ পীতঃ, এবং জয়োহপি বর্ণা
 যথাসম্ভবঃ তদুদ্ঘুগে তদানীং দৃষ্টমানা অপ্যাসন্নৈব, তদুদ্ঘুগে পূর্ণমপি স্থিতানামেব তদানীং তদানীং প্রাকট্যম্, ন
 তু তে তদানীমেবাৰ্ণা অভবন্নিত্যর্থঃ। দ্বাপরকলিযুগাবতারয়োঃ শ্রামকৃষ্ণয়োঃ কৃষ্ণবর্ণত্বাভেদাৎ পৃথগুক্তিঃ। এবঞ্চ
 বৈবস্বতমহত্তরগতাষ্টাবিংশচতুর্ষু গীয়-দ্বাপরকলিযুগয়োঃ স্বয়মেবাবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাহুর্ভবতি। তদুদ্ঘুগদ্বাবতারৌ
 তদা তত্রৈবাস্তুভূতো তিষ্ঠতঃ। তত্র পীতশ্চ বৈশত্বেন কাপ্যুক্তিরিতি, রহস্তত্বাৎ ; (ভা• ৭।১।৩৮) “ছন্নঃ কলৌ যদ-
 ভবন্তিযুগোহথ স ত্বম্” ইতি সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদেনাপি ছন্নত্বেনৈবোক্তত্বাৎ। তচ্ছন্নত্বং চ স্ববর্ণস্বরূপয়োঃস্বীয়বর্ণ-
 ভাবাভাষ্যমরত্বেন তদানীন্তনজ্ঞৈঃ প্রায়ো দুর্লক্ষ্যত্বমেবেতি। দুর্লক্ষ্যত্বঞ্চ তন্ত্ৰস্ত রহস্তবস্তুজাতব্যক্তকতাহেতুকমেবেতি
 ভক্তজ্ঞধীভিরবশ্যমবগম্যম্। তত এব তৎপ্রমাণবশ্য (ভা• ১১।৫।৩১,৩২) “নানাতত্ত্ববিধানেন কলাবপি তথা শৃণু”; “কৃষ্ণ-
 বর্ণং ত্রিষাংকৃষ্ণম্” ইত্যাদিবচনশ্চ যুগাবতারপ্রকরণমধ্যাপ্যচিৎস্তু তথৈব ছন্ন এবার্থোহতিগৃহ্যদবসীয়েতেহর্থাস্তরেণ।
 স যথা নানাকলৌ প্রতিকলিযুগে, অপি-কারাৎ বৈবস্বতাষ্টাবিংশচতুর্ষু গীয়কলাবপি তত্ত্ববিধানে তস্ত্রাখ্যাচারবিধিনা
 ‘স্বৈতো ধাবতি’ ইত্যাদিৎ একপ্রযত্নোচ্চারণে একদৈর্ঘ্যদ্বয়বোধকেন শব্দেনেত্যর্থঃ। শৃণ্বিতি শৃণুত্বমপি রাজানং প্রতি
 পুনঃপ্রেরণং রহস্তত্বেন তন্ত্ৰেণোচ্যমানমর্থং বিশিষ্টাবধাপয়িতুং পরীক্ষিতং প্রতি তু পূর্বোক্তশ্চ “শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ”
 ইতি পতন্ত তথা পীতশব্দস্মারকেণ অত্রতা-তথ্যশব্দেন সংক্ষেপিতং স্পষ্টমেব তমর্থং কৃষ্ণতি প্রতিকলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণং
 কৃষ্ণবর্ণং গ্রহণম্। কৃষ্ণত্বং বাবর্তয়তি—ত্রিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জলমিতি। এককলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণং
 কিন্তু ত্রিষা কান্ত্যাঃকৃষ্ণং পীতম্; অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরমিতি। যদা, কৃষ্ণং প্রসিদ্ধং কৃষ্ণাবতারং বর্ণয়তি, তদ্রূপলীলাদি-
 মাধুৰ্যং সর্বত্রোপদিশতীতি ভূম্। সাদৃশ্যপাদ্যেত্যাদিকমুভয়পক্ষেইপ্যাতচ্ছন্নত্ব-এচ্ছন্নত্বাভাৎ তুল্য এবার্থ ইতি। ‘জানামি
 বা ন জানামি স্বং পুষ্কাম্যেব কেবলম্। শুদ্ধং লিখাম্যশুদ্ধং বা ক্ষমন্ত্যং সাধবোহখিলম্॥’ বর্ণৈরক্ষরৈরেব ককার-
 ঋকার-বকার-ণকারৈর্বর্ণানু ক্রমেণ শুক্ল-রক্ত-শ্রাম-পীতান্ দধাতি ধারয়তি, বর্ণ-শব্দশ্চ উভয়ার্থবাচিন্যৎ। ততশ্চ ক-ঋ-
 ঋ-ণা বর্ণা যত্র স চ্যাসৌ অশ্চেতি বিভ্রাহোহভিপ্রেতঃ। শাকপার্থিবাদিত্বাদবর্ণপদলোপঃ। এবং চ বিদ্যমানসহসেতি-

এঁর মুখ্য নাম হ’ল ‘কৃষ্ণ’। কখনও আপনার এই পুত্র মায়াবিমুক্ত বসুদেব থেকে জাত বলে এঁকে
 লোকে বাসুদেব বলেও ডাকবে।

ভাগবতের ১০।৮।১৯ শ্লোকে নন্দমহারাজকে বলা হয়েছে—‘আপনার এই পুত্র নারায়ণসম
 গুণসম্পন্ন হবে’—এর উত্তরে সরস্বতী এঁর আত্মগত অর্থ বিশ্লেষণ করলেন—‘নারায়ণ আর আপনার
 এই পুত্র বেণুমাধুর্যাদি গুণে নয়, শুধু সত্য শৌচাদি গুণের দ্বারাই সমান এবং এর দ্বারাই অভেদ
 আরোপিত হওয়ার দরুন এঁকে নারায়ণ নামেও ডাকা হয়। কৃষ্ণ নারায়ণের অংশী বলে সেই কারণে
 অভেদ আরোপিত হয়ে কৃষ্ণকে নারায়ণ বলা হয়—এরূপ বলা যাবে না।’

৩৬। ততঃ স এবাহ,—‘কিং বহুনা ? অশ্ব মহিমা নহি মাদৃশাং বাগ্‌বিষয়ঃ। অয়ং তে সর্ব-
সৌভাগ্যফলম্, অনেন সর্বমেব তরিশ্চাসি হুর্গম, হুর্গস্তব্যক্ মনোরথমবাপ্যসি। য এতস্মিন্ রতিমন্তো
ভবিষ্যন্তি, তেষামপি সৌভাগ্যং সর্বজ্ঞা অপি ন জ্ঞাস্তি। ন চেদং কচন প্রকাশনীয়মতিরহস্তম্’
ইতি সমুৎকণ্ঠাকুমাৰৌ কুমাৰৌ তাবন্ধে কৃত্বা সপুলকমাশ্রুগতং কৃষ্ণমালোক্য—‘অহো! কিমিদং

বৎ শব্দশ্লেষণে কাদয়শ্চত্রায়ো বর্ণা এব বর্ণাঃ শুক্লাদয় ইতি, ততশ্চ নামনামিনোরভেদাৎ কৃষ্ণনাম্নি তেষাং বর্ণানাং সম-
বায়ঃ। নামিনি কৃষ্ণেহপি তেষাং শুক্লাদীনামিদানীমন্তর্ভাব ইতি ভাবঃ। অকারণে পঞ্চমেন আদিভূতেনেতি অকারন্ত
সর্ববর্ণাদিভূতত্বমেব কৃষ্ণস্ত শুক্লাত্তবতারাতিভূতত্বং জ্ঞাপয়তি। কিঞ্চ, অকারন্ত কেবলস্তাপি বিসুবাচকত্বেনার্থবস্তুমিব
ন তেষাং ক-ক্স-ক্স-গণানাং তথাভূতত্বমতো ন তেষাং স্বয়ম্ভূতম্। অশ্ব তু তন্ত্ৰৈরপেক্ষ্যেহপি স্বতঃসিদ্ধেঃ স্বয়ম্ভূতমিতি।
সর্দোহপায়ং বস্তুর্থ এব বিবৃতঃ, শ্রীনন্দং বোধয়িতুমিষ্টস্ত কোহপ্যেবংবিধগহাপুরুষঃ শুক্লাত্তবতারাংপাশনয়া তদা তদা
প্রাপ্ত-তত্তৎসারুপাঃ সম্ভ্রুতি কৃষ্ণোভূদিত্যেতৎপ্রকারঃ প্রকট এবার্থঃ। কৃষতি দরীকরোতি, ‘কৃষ বিলেখনে’ ইত্যশ্মাৎ।
মুখ্যমিতি “নায়্যং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাণাং মে পরম্পর” ইতি প্রভাসপুরাণাৎ, সন্তানন্দয়োল্লঙ্ঘনম্বয়শ্চ শক্তিরূপত্ব
ধর্মরূপত্বেহপি ধর্মিত্বমিত্যাদিকং বিস্তরভয়াদভ্রান্তপযোগাচ্চ শ্রীভাগবতসন্দর্ভাদৌ বক্তৃত্বাচ্চ ন বিবৃতমিতি। কদাচিদिति
পূর্নস্মিন্ জন্মনীতি শ্রীনন্দেন বুধ্যতে, ততশ্চ শ্রীবসুদেবস্তাপি পূর্জন্মনি বসুদেব ইত্যেব নামাসীদिति চ; অজাতো
মায়াতঃ। নারায়ণস্ত সম ইতি শ্রীনন্দং বোধয়িতুমিষ্টোহর্থঃ। তেন চ ‘অগ্নির্গাণবকঃ’ ইতিবচুপচারেণ ইমং
নারায়ণমপি বদিস্থন্তি জনা ইতোবসীয়েতে স্মৃতি নারায়ণঃ সমোহস্মেতি তু বাস্তবঃ স্বাভিপ্রেতঃ, তমেব বাস্তবমেব
আশ্রয়তমমন্তবোধং গুণৈরেব (ভাঃ ১।১৬।২৭) “সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্থাঃ সন্তোষঃ” ইত্যাদিভিঃ প্রথমস্কন্ধোক্তৈরেব
ন ত্বসাধারণৈর্গুণাধারস্যবিলাসাদিভিন্নগুণৈরপীতি। ন ত্বংশিত্বেনাপ্যভেদোপচারতো নারায়ণমপ্যেনং বদিস্থন্তীতি,
তেন গুণৈরেবাভেদোপচারতো নারায়ণমপ্যেনং বদিস্থন্তীত্বার্থ আয়াতি। অত্র চ নারায়ণমিত্যনুবাদপদম্, এনমিতি
বিধেয়পদম্, নারায়ণমিতি বিশিষ্টত্বাদিকর্তৃত্বেন প্রসিদ্ধমপি, কিংবা কৃষ্ণাংশাংশভাগ্যরূপমপি এনং শ্রীকৃষ্ণং বদিস্থন্তীতি,
ততশ্চ সত্য-দয়া-ক্ষমাদীন মোক্ষদায়িত্বাদীংশ্চ গুণান্ মূলভূতত্বেন কৃষ্ণনিষ্ঠান্ পর্যালোচ্য নারায়ণে চ তাদৃশত্বেনৈব
স্থিতান্ বিমুখাং গণবকেহয়িপদমিব নারায়ণেহপি কৃষ্ণপদং প্রযোক্তব্যমিতি। তেনাভেদোপচারোহপাত গোণ এবেক্তি
ভাবঃ, ন ত্বংশিত্বেনাপ্যভেদোপচারত ইতি কৃষ্ণস্ত তদংশিত্বসম্ববেহপি কৃষ্ণাংশাংশরূপত্বান্তস্ত মুখ্যং কৃষ্ণাংশত্বং নাস্তী-
তাংশাংশি-সম্বন্ধেন মুখ্য উপচারো ন সম্ভবেদिति সরস্বত্যা অভিপ্রায়ঃ। কৃষ্ণে নারায়ণাদি-শব্দপ্রয়োগস্ত নারায়ণাদীনা-
মবতারাণাং কৃষ্ণেহন্তর্ভাবাদিতি ॥

৩৬। ততঃ স এবাহেতি—বক্ষ্যমাণশাস্ত্র সর্বস্বতীকর্ষকত্বনিরাসার্থম্, ন জ্ঞাস্তুহীতি এতাবত্বনিশ্চয়েনেত্বার্থঃ।

৩৬। অতঃপর গর্গমুনি বললেন—‘আর বেশী বলার প্রয়োজন কি ? এঁর মহিমা মাদৃশ জনের বাগ্‌বিষয় হতে পারে না,—হে নন্দ মহারাজ, এ-বালক আপনার সর্বসৌভাগ্যফল, এঁর দ্বারা সকল হুর্গতি থেকে আপনি উদ্ধার পাবেন, চিন্তার অতীত মনোভিলাষ আপনার পূরণ হয়ে যাবে, এঁর শ্রীচরণে যে রতিমন্ত হবে তাঁরও এমন সৌভাগ্যোদয় হবে যা সর্বজ্ঞব্যক্তিরও জ্ঞানাতীত, এই অতিরহস্ত-কথা কোথাও প্রকাশ করবেন না।’ এইরূপ বলে সমুৎকণ্ঠাকাকু নিরসনকারী ঐ ছই কুমারকে কোলে নিয়ে সপুলকে আশ্রয়তভাবে কৃষ্ণকে অবলোকন করে বলতে লাগলেন—‘অহো, এই তেজের কি

মহস ওজ্জল্যম্—

ইন্দীবরেন্দ্রমণিবারিধরাজনাঈঃ, কিং ভৌতিকৈরিদমভৌতিকমস্ত তেজঃ ।

ঔপম্যমেতু যদতীন্দ্রিয়মেতদেকৈ, ব্রহ্মেতি যন্মণিমণিহ্যতিবদগুণন্তি ॥

৩৭ । ইতি সাদরাদরাভিলাষমালিঙ্গ্য ক্ষণমপি তু পিতুরঙ্কং লম্ভয়িত্বা জিগমিষুরভিবাদিতো
বাদিতোহপি শুভাশিষং কুমারৌ প্রতি ব্রজপতিনা অনুযাতশ্চ কিয়দদূরং স মুনির্যথাগতং নিরগাং ॥

৩৮ । অথ ক্রমত উপরমংপ্রায়ে জানুচংক্রমণে স্তনপানে চ চরণকমলাভ্যামেব শনৈঃ শনৈর্বি-
হরতা হরতা চ নবনীতং ক্রিয়মাণে চ বাল্যলীলাকৌতুকে কোঁ তু কেন প্রকারেণ ন জনিত আনন্দঃ
পরমানন্দকন্দেন তেন ॥

৩৯ । একদা— শূন্যে চোরয়তঃ স্বয়ং নিজগৃহে হৈয়ঙ্গবীনং মণি-
স্তম্ভে স্প্রতিবিশ্বগীক্ষিতবতস্তেনৈব সার্কং ভিয়া ।

সর্বজ্ঞা অপীতি “ন হি খপ্প্সাজ্জানং সার্কজ্যং নিহন্তি” ইতি শ্রায়াং । ‘অঙ্কে কৃত্বা’ ইত্যত্র হেতুঃ সমুৎকণ্ঠয়া যঃ কাকু-
স্তস্ত মারৌ নিরাগকৌ আহেতি পূর্বৈণৈবায়ঃ । যদ যন্মাদতীন্দ্রিয়ং যদেতত্তেজঃ, একৈ মুখ্যবাদিনো ব্রহ্মেতি নিগুণন্তি,
এতত্তেজগো ব্রহ্ম ন ভিন্নমিত্যর্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ—মণীতি, মণিস্থানীয়ঃ কৃষ্ণঃ, মণিহ্যতিস্থানীয়ং ব্রহ্মেতি । অত্র
প্রমাণম্—(গীঃ ১৪১২) “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্” ইত্যাদিগীতাদি-বাক্যানি ॥

৩৭ । সাদরং চ তৎ অদরাভিলাষমল্লাভিলাষং চেতি তদ যথা শ্রাদেবমালিঙ্গ্য, “ঈষদর্থে দরাব্যয়ম্” ইতি
বিশ্বঃ ; বাদিতোহপীতি শুভাশীর্বাদং কারিত ইত্যর্থঃ । ‘জ্যোতির্বিদোবচস্তস্ত গর্গস্ত মুখনিঃসৃতম্ । চিত্তভিত্তৌ লিখংস্তিস্থাং
হিত্বা নন্দো ননন্দ সঃ ॥’

৩৮ । কোঁ তু পৃথিব্যাস্ত ; তেনৈব স্প্রতিবিশ্বেনৈব ॥

ওজ্জল্য—নীলকমল-ইন্দুনীলমণি-মেঘ-অঞ্জনাদি প্রাকৃত বস্তুর সহিত অপ্রাকৃত ঐর তেজের কি উপমা
দিব—কারণ ইন্দ্রিয়াতীত এই তেজকে কোনও পণ্ডিত ব্রহ্ম বলে থাকেন (এই তেজ ও ব্রহ্ম ভিন্ন নয়)—
এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—মণিস্থানীয় কৃষ্ণ, আর মণির হ্যতি স্থানীয় ব্রহ্ম ।

৩৭ । এইরূপে গর্গমুনি ক্ষণকাল সাদরে অত্যন্ত অভিলাষের সহিত কানাই বলাইক আলিঙ্গন
করবার পর পিতার কোলে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছা করলেন, বিদায়কালে শ্রীনন্দমহারাজ মুনিকে বন্দনা
করলেন, মুনিকে দিয়ে কুমারদ্বয়কে শুভাশীর্বাদ করালেন, এবং পরে মুনির পিছে পিছে কিছুদূর পর্যন্ত
চললেন ;—মুনি যেমন স্বেচ্ছায় এসেছিলেন তেমনই স্বেচ্ছায়ই চলে গেলেন ।

ননীচুরি :

৩৮ । অতঃপর ক্রমে ক্রমে হামাগুড়ি ও স্তনপান লীলার প্রায় উপরম হয়ে এলে ধীরে ধীরে
হেটে চলে খেলা করে বেড়াতে থাকলে, ননীচুরি করতে থাকলে বাল্যলীলাকৌতুকে পরমানন্দকন্দ
বালকৃষ্ণ কোন প্রকারে-না পৃথিবীর আনন্দ জন্মাচ্ছিল ।

৩৯ । একদা নিজেদের শূন্য ঘরে যখন স্বয়ং ননীচুরি করছিল তখন মণিস্তম্ভে নিজ প্রতিবিশ্ব

ভ্রাতর্মা বদ মাতরং মম সমো ভাগস্তবাপীহিতো

ভুঙ্ধেত্যালপতো হরেঃ কলবচো মাত্রা রহঃ শ্রীযতে ॥২২॥

৪০ । কৌতুকেনোপসন্নায়াক্ষ তস্তাং সপ্রতিভং স্বপ্রতিবিশ্বমুদ্दिश্য তামুবাচ—

মাতঃ ক এষ নবনীতমিদং স্বদীয়ং, লোভেন চোরয়িতুমচ্ছ গৃহং প্রবিষ্টঃ ।

মদ্বারণং ন মনুতে ময়ি রোষভাজি, রোষং তনোতি ন হি মে নবনীতলোভঃ ॥’

৪১ । অছোহ্যরহি কার্যাস্তুরগতয়াঃ জনন্তাং তথৈব নবনীতং চোরয়তি সতি দৈবাদাগতয়া তয়া তমনালোচ্য সমাজুহবে ॥

৪২ । ‘কৃষ্ণ কাসি করোষি কিং পিতরিতি শ্রীত্বৈব মাতুর্বচঃ

সাশঙ্কং নবনীতচৌর্য্যবিধিতো বিশ্রম্য তামব্রবীৎ ।

মাতঃ কঙ্কণপদ্মরাগমহসা পাণির্মমাতপ্যতে

তেনায়াং নবনীতভাণ্ডবিবরে বিগ্নশ্চ নির্ধাপিতঃ ॥’

৪০ । মাতরিতি, তুমি লোভেন চোরয়িতুং গৃহং প্রবিষ্ট ইতি চেষ্টজাহ—ন হি মে ইত্যাদি, অহং হেতদ্-বারণার্থমেব প্রবিষ্ট ইতি ভাবঃ ॥

৪১ । সমাজুহবে ইতি ভাবসাদনমেব,—কর্মণোহবিবক্ষিতত্বাৎ ॥

৪২ । পিতরিতি বাৎসল্যেন সন্মোহনম্, পদ্মরাগমহসেতি, তস্ত বহ্নিতেজঃ সাক্ষ্যাদৃষ্ট্যা তাদৃশত্বং জ্ঞাপয়তি, তেন বয়ঃসমুচিতং স্বগৌদ্ধাক্ষ মাতরমহুভাবয়তি, অয়াং পাণিঃ ॥

দেখে তাঁর সঙ্গে ভয়ে ভয়ে একরূপ কথা বলছিলো—“ভাই, মাকে আমার এই কর্মের কথা বলে দিও না, তোমার সঙ্গে আমার সমান সমান ভাগতো আছেই, এই নাও খাও,—হরির একরূপ মৃদুমধুর আলাপ গোপনে থেকে মা শুনলেন ।

৪০ । মজা দেখবার জন্য মা নিকটে এলে উজ্জ্বল স্বপ্রতিবিশ্বকে লক্ষ্য করে বালহরি মাকে বললো—

‘মা, ঐ দেখ এ কে, লোভবশতঃ তোমার এ-ননী চুরি করবার জন্য আজ ঘরে প্রবেশ করেছে, আমার বারণ মানছে না, আমি রাগ করলে আমার উপর উন্টে আরও রাগ করেছে,—আমার কিন্তু ননীতে কোনও লোভ নাই ।’

৪১ । আবার অন্য একদিন মা কার্যাস্তুরে গেলে একরূপ ননী চুরি করতে থাকলে দৈবাৎ মা এসে পড়ে তাকে না দেখে ডাকতে থাকলেন—

৪২ । কৃষ্ণ কৈ হে, বাপধন তুমি কি করছো, মায়ের গলা শুনামাত্রই ভয়ে ননীচুরি থেকে বিরত হয়ে একটু থমকে গিয়ে বললো—মাগো, কঙ্কণপদ্মরাগের তেজে আমার হাত জ্বলে যাচ্ছে, তাই আমি ননীভাণ্ডমধ্যে হাত ডুবিয়ে ঐ-তাপ জুড়াচ্ছি ।

৪৩ । তদাকর্ণ্য কর্ণরম্যং জননী চ—‘এহি বৎস ! এহি’ ইতি তমঙ্কমাদায় ‘পশ্যামি বৎস !
তে পাণিং কীদৃক্ তপ্তঃ’ ইতি পাণিং প্রসারয়তস্তস্মৈ পাণিমালোক্য চুষ্ময়িত্বা ‘অহহ ! সত্যমেব তপ্তো-
হয়ং পাণিস্তদিতঃ পদ্মরাগা দূরীকর্তব্যঃ’ ইতি বদন্তী লালয়মাস ॥

৪৪ । অপরেহ্যরপি—

ক্ষুণ্ণাভ্যাং করকুড়মলেন বিগলদ্বাপ্পান্বদৃগ্ভ্যাং রুদন্
হং হং হুমিতি রুদ্ধকণ্ঠকুহরাদম্পষ্টবাগ্‌বিভ্রমঃ ।
মাত্রাসৌ নবনীতচৌর্য্যকৃতুকে প্রাগ্ভৎসিতঃ স্বাঞ্চলে-
নামৃজ্যাস্ত মুখং তবৈতদখিলং বৎসেতি কণ্ঠে কৃতঃ ॥

৪৫ । অথ কদাচন পূর্ণচন্দ্রিকাধৌতে নিজমণিময়াজনে ব্রজপুরপুরজ্ঞীভিঃ সহ কৃতগোষ্ঠ্যাং মাতরি
তত্রৈব খেলন্ কৃষ্ণচন্দ্রশ্চন্দ্রমবলোকয়ামাস । ততশ্চ—

পশ্চাদেত্য হ্রতাবগুণ্ঠনপটে বৈীং করাভ্যাং মুহ-
স্নিগ্ধাভ্যাং লুলিতাং বিধায় জননীপৃষ্ঠং তুদত্যাশ্রজে ।
দেহীত্যক্ষুটগদগদং বিরুবতি স্নেহার্জচিত্তা পরং
পার্শ্বস্থালিজনেষু লোচনযুগং ব্যাপারয়ামাস সা ॥

৪৩ । সত্যমেব তপ্তোহয়ং পাণিরিতি তমোঙ্ক্যাহমোদনং পুনরপি তথাবিধবালাচাপলেহবকাশং বন্ধয়িতুম্ ॥

৪৪ । ক্ষুণ্ণাভ্যাং মর্দিতাভ্যাং করকুড় মলেনেতি জাতাবেকত্বং, কুড় মলীভূতপাণিভ্যামিত্যর্থঃ । বিগলদ্বাপ্পান্ব
মথা শ্রাস্তথা । বোদনে হেতুঃ—মাত্রৈত্যাदि । অস্ত কৃষ্ণশ্রাখিলং তবৈতি তেন স্ববস্ত্রগ্রহণে চৌর্যং ন ভবতি, ময়া

৪৩ । কর্ণরসায়ণ এই কথা শুনে মা—‘এস বাবা এস’ বলে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—
‘দেখি বাবা, তোমার হাত কতটা তেপেছে’—এ-কথায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দেখে তা’তে চুমু খেয়ে—
‘অহো সত্যই তো হাত তেপে উঠেছে—অতএব এখান থেকে পদ্মরাগমণি দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই
কর্তব্য’—এই বলতে বলতে আদর করতে লাগলেন ।

৪৪ । অপর একদিন—

একটু আগে নবনীতচৌর্য্যকৌতুকে মা বালকৃষ্ণকে ধমকিয়েছেন, সে কমলকলিকাসম কোমল
নয়ন দুটি রগড়িয়ে রগড়িয়ে কাঁদছিলো—নয়নজলের ধারা বয়ে যাচ্ছিল—রুদ্ধকণ্ঠবিবর থেকে ‘হ-হ-হ’
এইরূপ অক্ষুট শব্দ ক্ষুরিত হচ্ছিল—মা আর থাকতে পারলেন না, নিজের বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছিয়ে দিয়ে
‘বাপধন, এই যে মাখন-ছানা, এ-সবই তো তোমার’ এ-বলে গলায় জড়িয়ে নিলেন ।

চাঁদধরণে আবদার :

৪৫ । অতঃপর কোনও একদিন পূর্ণচন্দ্রিকাধৌতে নিজমণিময় অঙ্গনে যখন মা যশোদা ব্রজ-
পুরজ্ঞীগণের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করছিলেন তখন সেখানেই খেলতে খেলতে কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র দেখতে পেল ।

৪৬। তদা তাশ্চ সবিনয়প্রণয়োৎসাহনপুরঃসরং স্বসবিধমানীয় নিজগচ্ছঃ,—‘বৎস ! কিমর্থয়সে ?

কিং ক্ষীরং ন কিমুত্তমং দধি ননো কিং কৃচ্চিকা বা ননা-

মিক্ষা কিং নন কিং তবেপ্সিতমহো হৈয়ঙ্গবীনং ঘনম্।

দাস্ত্যামো ন বিষীদ বৎস নতরাং কুপ্যস্ব মাত্রে গৃহোৎ-

পন্নো নো রুচিরিত্যুদঙ্গুলিদলঃ শীতাংগমালোকয়ৎ ॥

৪৭। ততস্তা অপি পুনরুচুঃ,—

‘কলয় ন পিতরেতদ্রস্তু হৈয়ঙ্গবীনং, প্রতরতি কলহংসো ব্যোমবীথীতড়াগম্।

অহমপি কলহংসং প্রার্থয়ে খেলনার্থী, তদ্বপনয়ত ষাবনৈষ পারং প্রয়াতি ॥’

তু হৃথৈব ভৎ সিতমতো মা রোদীরিতি ভাবঃ ॥

৪৫। হৃতঃ শিরপ্রদেশাদধঃপাতিভোঃবগুষ্ঠনপটো যেন তস্মিন্, লুলিতাং স্থলিতাং জনতাঃ পৃষ্ঠং তুদতি, উপরি পাণিভ্যাং বেণীং ধৃত্বা তাংমালম্ব্য ভূমিতঃ স্বপাদাবুখাপ্য তাভ্যাং তস্তাঃ পৃষ্ঠমবষ্টভ্য গীড়য়তি সতীতার্থঃ। সর্বমেত-
চ্চাপলং বিস্তার্যমাণকথাবেশাং সখীভিঃ সহ মাতরং স্বপ্রার্থনেহবধাপয়িতুমেবেতি। পার্শ্বস্থালীজনেষু যুযমেব পৃচ্ছত
কিমসৌ যাচত ইতি ভাবঃ ॥

৪৬। “কৃচ্চিকা ক্ষীরবিকৃতিঃ” ইত্যমরঃ। গৃহোৎপন্নো তত্র হৈয়ঙ্গবীনে ন রুচিরিতি ক্রমোত্তরম্। তর্হি কৃত্ত্যো
রুচিরিতি, ততশ্চ উদঙ্গুলিদল উন্নমিততর্জনীকঃ, আ সমাগ্ অদর্শয়ৎ। আকাশোৎপন্নো অস্মিন্ হৈয়ঙ্গবীনখণ্ডে মম
রুচিরিত্যর্থঃ ॥

অতঃপর—

মায়ের পিছনে এসে ঘোমটা খুলে দেওয়াত কোমল-স্নিগ্ধ হাতে বেণী খুলে দিয়ে তাঁর গীতে
দাপাদাপি করতে লাগলো, অক্ষুট গদগদ কণ্ঠে ‘দাও দাও’ বলে আবদার করতে থাকলো,—
কিছু বুঝতে না পেরে পরম স্নেহাজ্জচিত্তা মা যশোদা পার্শ্ববর্তী সখীর দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে
চাইলেন।

৪৬। তখন সেই সখী তোষামোদ-আদরে উৎসাহিত করে নিজের নিকটে নিয়ে এসে বললেন—
‘বাছা, কি চাও ?

দুধ—না; উত্তম দধি—না-না; ঘন দুধ—না-না; ছানা—না-না; অহো তোমার ইচ্ছা কি,
ঘন টাটকা মাখন—এই দিচ্ছি, দুঃখ করো না, বাছা সব সময় মা’র উপর জিদী করো না;—ঘরে করা
কোন বস্তুতে আমার রুচি নাই—এই বলে তর্জনিদল উঠিয়ে আকাশের চাঁদ ভাল করে দেখিয়ে দিলো।

৪৭। অতঃপর সেই গোপী পুনরায় বললেন—

বাপধন, ও কথা বলো না, হায় হায় এ কি মাখন, এ হ’ল আকাশমার্গ-সরোবরে বিচরণশীল
কলহংস;—আমি তো খেলবার জন্ম কলহংসই চাচ্ছি, ওটাকে ধরে নিয়ে এসো যতক্ষণ-না ওপারে
চলে যায়।

৪৮। ইতি ভূয়ঃ সোংকণ্ঠং চরণযুগং ভুতলে নাটয়ন্ করাভ্যামাসামপি কণ্ঠতটং ধৃত্বা ধৃত্বা দেহি দেহীতি পূর্ববতোহপ্যধিকতরং রোদিতি স্ব। ততশ্চৈবং বাল্যাবেশেন রুদন্তং তমন্ত্যা উচুঃ,—বৎস !

আভিঃ প্রতারিতময়ং নহি রাজহংসঃ, পীযুষরশ্মিরয়মম্বরমধ্যবর্তী।

দেহেনমেব মহতীহ মদীয়বাছা, খেলিষ্যতে তদধুনানয় দেহি দেহি ॥

৪৯। ইতি ভূয় সমধিকমেব রুদন্তং মাতা তমন্ত্যমানীয় ‘বৎস !

হৈয়ঙ্গবীনমিদমেব ন রাজহংসঃ, পীযুষরশ্মিরপি নৈষ ন তৎ প্রদেয়ম্।

পশ্যাহত্র দৈববশতো গরলং বিলগ্নং, তেনৈতদুত্তমমপীহ ন কেহপি ভুঙক্তে ॥

৫০। ততশ্চ ‘অম্বাষ্ম ! কথমত্র গরলং লগ্নম্, তদ্বা কিম্’ ইতি পূর্বাবেশবিরহেণ রসান্তরমাপন্নস্ত কৃষ্ণস্ত কথাশ্রবণশ্রদ্ধায়াং সত্যং সমীচীনমিদং জাতমিতি কৃষ্ণা জননী তমালিঙ্গ্য ‘বৎস ? শ্রয়তাম্’ ইতি কিমপি মধুরমধুরমুবাচ ॥

৫১। ‘বৎস ! অস্তি কশ্চন ক্ষীরোদধির্নাম।’ ‘মাতঃ ! কীদৃশোহিসৌ ?’ ‘বৎস ! যদিদং দুগ্ধমবলোক্যতে, তন্ময়ঃ সমুদ্রঃ।’ ‘মাতঃ ! কিয়তীভিধে’নুভিঃ প্রস্নুতং তৎ, যেন সমুদ্রো জাতঃ ?’

৪৭। ‘অহমপি’ ইত্যাদি কৃষ্ণোত্তরম্, দেহি দেহীতি একৈক্যং প্রতি কথনাদেকবচনম্। এবমুত্তরত্রাপি ॥ (৪৮)

৪৯। গরলং বিলগ্নমিতি কলঙ্কচিহ্নং দর্শয়তি। অত্রপ্রকরণে সম্বোধনপদৈরেব শ্রীকৃষ্ণ-বশোদয়োকৃতি-প্রত্যুক্তা জ্ঞেয়ে। তদ্বা গরলমেব বা কিমেত্তস্ত উত্তরম্, অগ্রে কালকটং নামেতি ॥

৫০। তৎ দুগ্ধম্ ॥

৪৮। এই বলে পুনরায় উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হয়ে মাটিতে পা দাপাতে দাপাতে ছ-হাতে ঐ গোপীর গলা জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে—‘দেও দেও’ বলে বায়না ধরে পূর্বের থেকে বেশী কাঁদতে থাকলো,— অতঃপর বাল্যাবেশে এ-রূপ কাঁদতে থাকলে অম্ম এক গোপী বললেন—বাছা, আরে শোন শোন, এ তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে, এটা আকাশপথে চল্লমা;—এটাই দেও, এটাতে আমার অত্যন্ত অভিলাষ, খেলব যে—অতএব এক্ষণই এনে দেও এনে দেও।

৪৯। এই বলে পুনরায় আরও বেশী কাঁদতে থাকলে মা তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন— বাছা, এ মাখনই বটে, রাজহংসও নয় চল্লমাও নয়, তবে এ তোমাকে দেবার মতো কিছু নয়, দেখ এতে দৈববশে গরল লেগে গিয়েছে, তাই উত্তম হলেও এ-জগতের কেউ এ খায় না।

৫০। অতঃপর, মা মা, কি করে এতে গরল লেগে গেল, গরলই বা কি;—এইরূপে পূর্ব আবেশের বিরামে রসান্তরে প্রবিষ্ট বালগোপালের কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা এলে ‘এ ভালই হলো’ এইরূপ চিন্তা করে মা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে ‘বাছা শোন’ এই বলে মধুর মধুর কোনও আখ্যান বলতে আরম্ভ করলেন।

৫১। বাছা, ক্ষীরসমুদ্র নামে কোনও এক সমুদ্র আছে—মা, তা’কি রূপ—বাছা, তুমি যে

বৎস ! গেছুক্ষং তন্ন ভবতি ।’ ‘মাতঃ ! প্রতারয়সি মাম্, বিনা গাঃ কথং নু ছুক্ষম্ ?’ ‘বৎস ! যেন গোষু ছুক্ষং সৃষ্টম্, স এব তা ঋতং তেহপি তৎ সৃষ্টুমর্হতি ।’ ‘মাতঃ ! কোহর্মো ?’ ‘বৎস ! ভগবান্ জগৎকারণম্ ।’ ‘মাতঃ ! স এব কঃ ?’ ‘বৎস ! স ভগবান্ অগঃ । স গন্তং ন শক্যতে ।’ ‘মাতঃ ! হং সত্যমেব ব্রবীষি, তৎ কথয় ।’ ‘বৎস ! স একদা ছুঙ্কোদধিঃ সুরাসুরাণাং কলহে অসুরমোহনায় তেনৈব ভগবতা মথিতঃ । তত্র মন্দরো নাম গিরির্মহানদণ্ড আসীৎ । বাসুকিনাম নাগরাজো রজ্জুঃ । একতোহসুরা অত্মতঃ সুরা এবাকর্ষকাঃ ।’ ‘মাতঃ ? যথা গোপো দধি মথু স্তি ?’ ‘বৎস ! হুম্ । এবং মথ্যমানে তস্মিন্ কালকূটো নাম গরলমুৎপন্নম্ ।’ ‘মাতঃ ! ছুঙ্কে কথং গরলম্, সর্পেষেব তৎ ?’ ‘বৎস ! তস্মিন্নহেশেন পীতে সতি তচ্ছীকরা যে নিপতিতাঃ, তানেব পীত্বা ভুজগা বিষধরা আসন্ । তেন ভগবত এব সা শক্তির্যদছুঙ্কেহপি গরলম্ ।’ ‘মাতঃ ! হুম্, সত্যমেতৎ ।’ ‘বৎস ! ইদমপি হৈয়ঙ্গবীনং তত এবোথিতম্ । তেনাত্র তস্তাবশেষো লগ্নঃ । পশু, যমিগং কলঙ্ক ইতি সর্বে গায়ন্তি । তদৃগৃহোৎপন্নং ভুঙ্ক্ষু, নেদম্’ ইতি শ্রয়মাণে লীলানিদ্ৰাবশমাগতং জননী চ কর্পূরধূলিধবলে মহাপরাক্রিয়শয়নতলে তমারোপ্য শনৈরসূষুপৎ ॥

৫১ । অগ ন গচ্ছতীতাগঃ, সর্বত্রৈব যন্তিষ্টতীতার্থঃ । তথাপি গন্তং তল্লিকটে যাতুং ন শক্যতে, যতন্তম্ । অগ হ্যং দর্শয়ামীতার্থঃ । সরস্বতী তু অগো গকারহীনো ভগবান্, ভবানেবেত্যর্থঃ । ইতি শ্লেষণে তমেবোক্তবতী ॥

দুধ দেখ সেই ছুধেরই এক সমুদ্র । মা, কত গরু দুধ দিয়েছে যা’তে সমুদ্র হয়ে গেল ? বাছা, গরুর দুধ নয় । মা, আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ, গরুবিনা আবার দুধ হয় কি করে ? বাছা, যিনি গরুতে ছুধের সঞ্চার করেছেন তিনিই গরুবিনাও ছুধের সঞ্চার করতে পারেন । মা, তিনি কে ? বাছা, জগৎকারণ ভগবান্ । মা, তিনিই বা কে ? বাছা, সেই ভগবান্ চলেন না (অর্থাৎ তিনি সর্বত্রই আছেন চলবার দরকার কি), সেই ভগবানের নিকট স্বশক্তিতে যাওয়াও যায় না (অর্থান্তর, ‘স ভগবান্ অগঃ’—স ভগবান্ ন+গঃ ‘গ’ হীনঃ অর্থাৎ স ভবান্ অর্থাৎ বাপধন, তুমিই-তো সেই ভগবান্) । হু, মা-গো তুমি সত্যই বলেছ বটে—এখন আগে যা কিছু আছে বলো । বাছা, কোনও এক সময়ে সুরাসুরের কলহে অসুরমোহনের জন্ম সেই ক্ষীরসমুদ্র সেই ভগবান্ মন্থন করলেন । সেই মন্থনে মন্দার নামক পর্বত মন্থানদণ্ড হলো, আর বাসুকি নামক নাগরাজ হলো রজ্জু—একদিকে অসুরগণ অত্মদিকে দেবতাগণ হলো আকর্ষক । মা, যেমন গোপীগণ দধি মন্থন করে ? হাঁ বাছা, এইরূপে মন্থন করতে থাকলে ওর থেকে কালকূট নামক বিষ উৎপন্ন হলো । মা ছুধে বিষ এলো কোথেকে ? বিষ-তো সাপেই থাকে । তা বটে, কিন্তু বাছা ঐ মন্থনোথ বিষ মহাদেব পান করতে থাকলে তার থেকে গলিত বিন্দু পান করেই সাপ বিষধর হয়েছিল, অতএব ভগবানেরই সেই শক্তি যা’তে ছুধেও বিষ হয় । হু, এ সত্যই বটে মা । বাছা, এবার শোন আকাশে ঐ যে হৈয়ঙ্গবীন (টাটকা মাখন) দেখছ ও-ও ঐ একস্থান থেকেই উঠেছে, তা’ই এতে ঐ বিষের অবশেষ লেগে আছে, ঐ চেয়ে দেখ লোকে যাকে চাঁদের কলঙ্ক বলে গায়; অতএব ঘরে

৫২ । অথাহুদিত এব ময়ুখমালিনি দধিনবনীতাদি সমুপসাত্ত—‘বৎস ! জাগৃহি জাগৃহি’ ইতি করতলেনাযুশ্চ ‘নির্মজ্জনং যামি, পর্যুষিতয়ৈব ক্ষুধা তিষ্ঠসি, তদিদানীমুক্তিষ্ঠ’ ইতি সমুত্থাপ্য সুরভিসলিলে-
নাননকমলং ধাবয়িত্বাঙ্কমারোপ্য কনকভাজনোপনীতং নবনীতাদি দর্শয়িত্বা ‘বৎস ! যদভিরোচতে, তদশু-
তাম্’ ইতি জনন্তা নিগদিতোহভ্যাসবশতন্ত্যুক্তমপি পয়োধরমেব তন্ত্যাঃ পাতুমায়েভে ॥

৫৩ । সা চ ক্ষণং পায়য়িত্বা—‘বৎস ! নবনীতং তে প্রিয়মিদমশুতাম্ ।’ ‘মাতর্নাপরমিদমশ্চামি,
গতয়াং নিশায়াং যুধা কথয়াহং নিদ্রাং গমিতোহস্মি । ক্ষুদ্রাধয়েব ময়া স্থিতাম্ ।’ ‘বৎস ! কস্তদা
চোরয়িশ্চতি নবনীতম্ ?’ ‘মাতর্ময়া কদা তে চোরিতং নবনীতম্ ? যুধা বদসি’ ইতি লীলাবালকেন তেন
বাল্যলীলাপরিপাট্যা বহুনৈব প্রকারেণ জননীমনোরঞ্জনমাততান ॥

৫৪ । কদাচিদপি—

গোশালচত্বরতলে বিচরন্ ভ্রবন্তঃ, বৎসং বিধৃত্য বিনিপাত্য নিজাঙ্কমূলে ।

দোৰ্ভ্যাং বিগৃহ্য মুখমস্ত মুখাম্বুজেন, চুষ্মন্ ভিয়ঞ্চ কুতুকঞ্চ তনোতি মাতুঃ ॥

৫২ । পর্যুষিতয়া খন্তনয়া ॥

তোলা মাখন খাও ঐ আকাশেরটি নয় ।

এইরূপে আখ্যান শুনতে শুনতে কৃষ্ণচন্দ্র লীলানিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লো—মা-ও কর্পূরধূলি-
ধবল বহুমূল্য বিছানায় শুইয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন ॥

৫২ । অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই দধি-মাখনাদি হাতে নিয়ে গোপালের নিকট গিয়ে মা
যশোদা—‘বাছা প্রাণ কানাই আমার, জাগো জাগো’ এই বলে করতলের দ্বারা সস্নেহে চাপড় মেরে—
‘বাপধন, তোমার বালাই লয়ে মরি, বাসিক্ষুধা নিয়ে শুয়ে আছ, এখন উঠ,—এই বলে তাঁকে উঠিয়ে
সুগন্ধী জলে বদনকমল ধুইয়ে কোলে বসিয়ে সোনার থালায় আনীত দধি-মাখনাদি দেখিয়ে—‘তোমার
যা ইচ্ছা তা’ই খাও’ এইরূপ বললে—মায়ের স্তন ছেড়ে দিলেও অভ্যাসবশতঃ ঐ স্তনই পান করতে
আরম্ভ করলো ।

৫৩ । তিনিও ক্ষণকাল পান করিয়ে বললেন—‘বাছারে আমার, নবনীত তোমার প্রিয়, এই
নবনীত খেয়ে নাও’—‘মা, আমি না-অপর কোন কিছু কি এ-মাখন খাব’—গতরাতে মিছামিছি কথায়
আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ক্ষুধাকাতর অবস্থাতেই আমি পড়ে থাকবো’—‘বাছা, তুমি যদি এ-অবস্থায়
পড়ে থাক তবে এখন মাখন চুরি করবে কে ?—‘মা, আমি কখন তোমার মাখন-চুরি করেছি, মিথ্যা
বলছো’—এইরূপে লীলাবালক বাল্যলীলাপরিপাটির দ্বারা অশেষ-বিশেষে জননীর মনকে রঞ্জিত
করে তুললো ॥

গোশালাচত্বরে খেলা :

৫৩ । কখনও আবার—

গোশালার অঙ্গনে দোঁড়াদোঁড়ি করে খেলায় মত্ত বাঁজুরকে চেপে ধরে নিজের কোলে ফেলে

৫৫। অঙ্গনে নিজগবাং ধৃতপুচ্ছ-; স্তব্ধকে সপদি ধাবতি ধাবন।
মগ্ন এষ তদনারুতমেব, ব্রহ্ম মূর্তমহরজ্জনচেতঃ ॥

৫৬। অঙ্কিতো নিজগবাজনপঙ্কৈঃ, শঙ্ক্যতে যুগমদৈরিব লিপ্তঃ।
পশুতাং নয়নয়োরভিরামঃ, সুন্দরে হি কিমসুন্দরমাশ্বে ?

৫৭। কদাচিদপি—উষ্ণীষমীষদতিচারু নিবধ্য মুগ্ধি, মাত্রা বিশিষ্য পরিধাপিতপীতবাসাঃ।
গোরোচনারচিতচিত্রতমালপত্রঃ, স্নিগ্ধাঞ্জনাভ্রনয়নো বহিরপ্যুপৈতি ॥

৫৮। ত্রৈলোক্যমোহনমবেক্ষ্য কুলোকদৃষ্টি-; মা ভূদিহেতি কৃতলৌকিকমাতৃভাবম্।
মাত্রা থুথুৎকৃতিদরক্ষরদাস্তচন্দ্র-; পীযুষবিন্দুভিরপূজি স্তুতস্ত মূৰ্দ্ধা ॥

৫৩। ‘জননী’ ইতি কর্তৃপদম্ ॥ (৫৪)

৫৫। নিজগবামিতি টজ্জভাবঃ। শূদ্রস্বামিকগোবধপ্রায়শ্চিত্তগিত্যদি প্রাচ্যাং বাক্যেন (পা০ ৫।৪।৯২)
“গোরতদ্ধিতলুকি” ইতি টচোহনিত্যজ্ঞাপনাৎ। ব্রজরাজেন কোতুকবশাৎ কৃষ্ণস্বামিকথেন কাশ্চন গারঃ স্থাপিতা ইতি
জ্ঞেয়ম্। তর্গকে বৎসে, নগ্নো দিগম্বরঃ ॥

৫৬। পশুতাং সর্বেষামেব ॥

৫৭। কদাচিদপীতি যাত্রোৎসবাদৌ, তমালপত্রং তিলকম্; “তমালপত্রতিলকচিত্রকানি বিশেষকম্” ইত্যমরঃ ॥

৫৮। ইহ শ্রীকৃষ্ণশরীরে ॥

তুই হাতের মধ্যে ওর মুখটি তুলে নিয়ে চুমু খেতে খেতে বালগোপাল মায়ের ভয়ও জন্মাল আবার তাঁকে
আনন্দে ভরপুরও করে দিলো।

৫৫। নিজ অঙ্গনে ছোট্ট বাছুরটির লেজ ধরলে ও তৎক্ষণাৎ দৌড়াতে থাকলো, আর বাল-
গোপাল ঐ লেজ-ধরা অবস্থাতে তার পিছনে পিছনে দৌড়াতে লাগলো—এই ভাবে নগ্ন এ-বালক
যে অনারুত মূর্তিব্রহ্ম সকল দর্শকজনের মন হরণ করতে লাগলো।

৫৬। নিজ গরুর অঙ্গনের কাদা গায় মাথালে মনে হচ্ছিল যেন যুগমদে লিপ্ত, দর্শকমাত্রের
নয়নাভিরাম এক মূর্তি—সত্যিই যে সুন্দর তার অসুন্দর কি কিছু হতে পারে ?

গোপী-ভবনাজনে খেলা :

৫৭। কখনও আবার—

ছোট্ট অতিচারু পাগড়ি মাথায় বাঁধাতে মনোরম, মায়ের দ্বারা বিশেষভাবে পরানো পীতবাসে
মোহন, ললাটে রচিত চমৎকার গোরচনা তিলকে শোভন, স্নিগ্ধ অঙ্গনে রঞ্জিত নয়ন বালগোপাল যাত্রা
উৎসবাদি উপলক্ষে বাইরেও যেতে আরম্ভ করলো।

৫৮। এই ত্রৈলোক্যমোহন রূপটি দেখে তাঁর উপর কুলোকে দৃষ্টি যা'তে না লাগে তার জঘ
লৌকিক মাতৃভাব অনুসারে থুথুৎকৃতিতে মার মুখচন্দ্র থেকে যে অমৃতবিন্দু ক্ষরিত হ'ল তাই হ'ল পুত্রের

৫৯ । কণ্ঠে রুরোর্নখমনুভমহেমনদ্ধং, শ্রোণৌ মহাইমণিকিঙ্কিণিদাম বিভ্রং ।

মন্দং পুরাদ্বহিরূপেত্য করোতি খেলা-মাভীরনীরজদৃশাং ভবনান্ধনেষু ॥

৬০ । অথ কদাচিৎ সকলা এব ব্রজযোষিতো জয়োষিতোদয়স্ত স্দয়স্ত তস্ত সততবাল্যার্থ্য-কৌতুকং কৌ তু কং নরং ন রঞ্জয়তি, জয়তি বা ন কুত্রেতি মনসি ন সিদ্ধবেদনা বেদনায়, তথাপি ব্রজরাজদারাগামুদারাগামুপজগ্মুরভ্যাসম্ ॥

৬১ । আগত্য চ সহাসং সপ্রণয়ং সকৌতুকং কিমপি সমুচুঃ—‘অয়ি ব্রজরাজভাবিনি ! ভাবি-নিতান্তদ্রুস্তভাবোহয়ং তব কুমারঃ । যদয়ং দ্বিপত্র এবাধুনা ধুনান ইব ভুবনমবলমানসম্পল্লীলোহপি পল্লীলোপি চরিতমভ্যাস্ততি, স্থিত্বা কিংবা বিধাস্ততি ॥

৫৯ । রুরোর্নখমনুভম ॥

৬০ । জয়েন উষিত উদয়ো যস্ত তস্ত, যস্ত উদয়ে বিজয়ঃ সদা তিষ্ঠতীত্যর্থঃ । অতএব সন্ সদা বর্তমানঃ শোভনো বা অয়ঃ শুভাবহো বিধিষ্যন্ত তস্ত; যদা, সদয়স্ত দয়াযুক্তস্ত কীদৃশ-মধুরলীলাবিশ্বারে লোকেষু তস্ত দয়ৈব কারণমিতি ভাবঃ । কৌ তু পৃথিব্যাং তু কং নরং কং মনুষ্যমাত্রমপি কিং পুনস্তাঃ পরমবাৎসল্যপ্রেমবতীরিত্যর্থঃ । কুত্র বা ন জয়তি, অপি তু সর্বত্রৈব জয়তি, উৎকর্ষমেব প্রাপ্নোতি, ন তু সঙ্কোচমিত্যর্থঃ । ইতি—অতএব হেতোঃ, প্রতিদিনং গব্যভাণ্ডক্ষেটনাদিভিরপি তাঃ সিদ্ধবেদনাজাতপীড়া মনসি ন ভবন্তি, কিন্তু কৌতুকার্থং মুখমাত্র এবৈত্যর্থঃ । তথাপি মনসি পীড়িতা ইব বেদনায় তদ্দৃষ্ট্যবিজ্ঞাপনায় শ্রীব্রজরাজদারাগাং শ্রীযশোদায়াঃ, অভ্যাসং সমীপম্ ॥

৬১ । সহাসমিতি, ভাবিনিতাশ্বেত্যাदि, সপ্রণয়মিতি, লুপ্তি তং স্মিতেনেতি, সকৌতুকমিতি দূরে স্থিতো গর্জতীত্যাदि, বিশেষবিচারে তু সর্বত্রৈব সর্বমিতি । ভাবী নিতান্তং দ্রুস্তো ভাবশ্চেষ্টা যস্ত সঃ; কথমনুমীয়তে ইতি চেষ্টত্বং হেতুমাছঃ । যদয়মিতি দ্বিপত্র এবৈতি হৃক্ষোপময়া । ন জানীমো জনিষ্ঠমাণানাং শাখাপল্লবপুষ্পফলাদীনাম্ কীদৃশ-

মস্তকেতে রক্ষা বিধান ।

৫৯ । কণ্ঠতট উত্তম স্বর্ণে জড়িত ব্যাঘ্রনখে ও কটিতট মহাগুল্য মণিকিঙ্কিণিদামে সুশোভিত বালগোপাল ধীরে ধীরে পুরের বাইরে গিয়ে কমলনয়না গোপীর গৃহাঙ্গনে খেলা করতে থাকলো ।

৬০ । যাঁর প্রকাশে সর্বত্র জয় নিশ্চিত সেই করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের সতত বাল্যধৃষ্টতা-কৌতুক পৃথিবীর কোন্ মানুষের মনকে-না রঞ্জিত করে, কোথায়-বা না ইনি সর্বশ্রেষ্ঠতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন—তাই পরম বাৎসল্যপ্রেমবতী গোপীদের ভিতরে ভিতরে বেদনার অনুভব কিছু না হলেও যেন পীড়িত হয়েছেন এই ভাবে অতঃপর কোনও একদিন তাঁরা সবে মিলে উদার ব্রজরাজমহিষীর নিকট চলে এলেন ।

৬১ । এসেই হাসতে হাসতে শ্রীতিগর্ভ-বাক্যে সকৌতুকে কিছু বলতে আরম্ভ করলেন—ওহে ব্রজরাজভাবিনি, আপনার এ-কুমার ভবিষ্যতে অত্যন্ত দ্রুস্ত স্বভাবের হবে, যেহেতু সবেমাত্র দ্বিপত্র চারাগাছের মতো কচি এর বয়স—এরই মধ্যে বিশ্বকে যেন প্রকম্পিত করে তুলেছে, যার লীলা এখনও

৬২ । তথা হি—অদ্রুগ্ভুগ্ধেষ্ণুগবাং গণেষু, নিপায়য়তোষ বিমুচ্য বৎসান্ ।

সন্তুয় ভুয়ঃ ক্রিয়তে যদা তু, রোষস্তদা লুপ্তি তং শ্মিতেন ॥

৬৩ । নিহুত্য যত্নাদ্গহনাক্ষকারে, হৈয়ঙ্গবীনাদি সুরক্ষিতং যৎ ।

প্রবিশ্য পশুন্ স্বমহঃপ্রকাশৈঃ, স্তং সর্বমানীয় বহিষ্করোতি ॥

৬৪ । হেলালসং তং কিয়দেব ভুঙক্তে, শাখামৃগান্ ভোজয়তে প্রকামম্ ।

ন ভুঞ্জতে তে যদি তৃপ্তিমন্তো, ভূমৌ কিরত্যেব বিভিচ্ছ ভাণ্ডম্ ॥

৬৫ । করালভ্যে পীঠং বিরচয়তি পীঠোপরি পুন-

স্তদুর্দ্ধং তচ্চান্তভুতপরি সমারোপ্য চরণৌ ।

সমুদ্বাহুঃ শিক্যাদধি চ নবনীতাদি চ হরন,

নিষিক্ষশ্চেৎ কৈশ্চিৎ ক্ষিপতি সকলং তূর্ণমবনৌ ॥

৬৬ । ধৃতঃ কয়াচিদ্যদি কোতুকেন বা, বিমোট্য পাণী সহসাপসর্পতি ।

দূরে স্থিতো গর্জ্জতি তিষ্ঠ তিষ্ঠ ভো, দক্ষণা গৃহং তাড়য়িতাম্মি বালকান্ ॥

মুদেজকস্বং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ । ন বলমানা সম্পৎ সমুদ্বিগ্ধাস্তথাভূতা লীলা যন্ত সোহপি পল্লীলোহপি পল্লীং নগরীং লুপ্ততীতি তচ্চরিতং স্থিত্বা বা ইত উদ্ঘর্ষিতার্থঃ ॥

৬২ । সন্তুয় মিলিত্বা ॥

৬৩ । নিহুত্য সংগোপ্য ॥

৬৪ । শাখামৃগান্ বানরান্ ॥

বলমান সমুদ্বিতে ভরে উঠে নাই সেই নাকি এর মধ্যেই নগর-ধ্বংসকারী চরিত্রের অনুশীলন করছে—
এ চলতে থাকলে ভবিষ্যতে কি-বা না করে ।

৬২ । গাভীদের ছফ দোহাবার আগেই বাছুর ছেরে দিয়ে আপনার এই বালক ছুখ খাইয়ে দেয়—আমরা সকলে একত্রে মিলে এসে যদি এর উপর রোষ করি তবে তা এঁর মুখ হাসিতে নিভে যায় ।

৬৩ । গহন অন্ধকারে অতি গোপনে মাখনাদি যত্নে সুরক্ষিত করে রাখলে সেই স্থানে প্রবেশ করে নিজের অঙ্গ-জ্যোতিতে দেখে নিয়ে ওসব বাইরে টেনে নিয়ে আসে ।

৬৪ । হেলায়-খেলায় তার কিছু বা খেলো, বানরগণকে যথেষ্ট খাওয়ালো—পেট ভরে গেলে তারা যদি আর না খেলো তবে ভাণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে মাটিতে ছিটিয়ে ফেললো ।

৬৫ । শিকায় উচু করে ঝুলানো মাখনাদি হাতে নাগাল না পেলে শিকার নীচে কোনও একটি আসন রেখে তার উপর উদ্‌খল বসিয়ে দাঁড়াবার স্থান করে নিয়ে তার উপর ছুপায়ে বেশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাত উচু করে শিকা থেকে দধি মাখনাদি চুরি করতে থাকে—এই সময় কেউ যদি তাঁকে নিষেধ করে তবে সব তাড়াতাড়ি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ।

৬৬ । কোতুহল-বশবর্তী হয়ে কেউ যদি তাঁকে ধরে, তবে হাত মুচড়ে দিয়ে হঠাৎ পালিয়ে

৬৭ । চোর এস ইতি কেনচিহ্নতঃ ক্রুদ্ধ এব নিগদত্যতিশ্রুতঃ ।

হং হি চোর ইদমেব মদীয়ং, গেহমস্ত্য সকলং হি মমৈব ॥

৬৮ । বাস্তৌ লিপ্তে স্তুললিতমৃদা চিত্রিতে চারুচূর্ণৈ-

ধূলীপত্রাদিভিরশুচিভিঃ শুদ্ধিহানিং কৰোতি ।

হংসান্নিধৌহধিকশুচরিতোহস্মাদৃশামালয়েষু

স্তেনো ধুষ্টঃ প্রথরমুখরঃ ক্রোধনো গর্জনশ্চ ॥

৬৯ । ইত্যেবং ব্রজবনিতা নিতাস্তমৃষা পরুষা রুষা গিরো যদি নিজগচ্ছঃ, জগচ্ছংসবকরোহপি তদা তদালাপবৈয়র্থ্যং প্রতিপাদয়িতুং মৃষাশ্রকলিলনয়নো নয়-নোদাপরাদ্বোহপি রাদ্বোহপি ধাপয়িতুং তৎসকলং স কলং ব্যাজহার ॥

৭০ । ‘অস্থ ! আসাং মধ্যে কস্ত্যশ্চিদপি স্তুশ্লিষ্টতা ন বর্ততে, ন বর্ততেহবচসি । সত্যমেতা

৬৫ । তদুধ্বং তস্ত পীঠস্ত উধ্বং মুপসি, অগচ্চ তংপীঠং বিরচয়তি ॥

৬৬ । কয়াচিং গৃহিণ্য ॥

৬৭ । কেচিং গৃহপতিনা, অস্ত গেহস্ত, গেহস্থিতমিত্যর্থঃ ॥

৬৮ । গর্জনো লোলুপঃ ॥

৬৯ । নিতাস্তমৃষাহত্যন্তমিথ্যাত্বতয়া রুষা রোষণে পরুষা গিরো নিষ্ঠুরবাক্যানি, মৃষা অশ্রুভিঃ কলিলে ব্যাপ্তে নয়নে যন্ত সঃ । নয়ন্ত নীতেনোদেন দূরীকরণেন হেতুনাপরাদ্বো রাদ্বঃ, অপরাধবান্ জাতঃ, তদপি অপিধাপয়িতু-মাচ্ছাদয়িতুং তৎসকলং দধিচৌর্যাদি । সঃ কৃষ্ণঃ, কলং মধুরম্ ॥

যায়—দূরে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে থাকে ‘ওহে থাক থাক, ঘর-দোর সব পুড়িয়ে দিয়ে তোমাদের ছেলেপিলেদের পিটিয়ে দেবো ।

৬৭ । আবার কেউ যদি তাঁকে চোর বলে, তবে অতি ধুষ্ট আপনার এ-বালক রেগে গিয়ে বলে ‘তুমিই তো চোর, এ ঘর তো আমারই, এ-ঘরের জিনিষপত্র নিশ্চয়ই আমার ।

৬৮ । স্তুললিত মাটি দিয়ে ঘর-দোর লেপে তা চুনের দ্বারা এমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত করে রাখি, আর আপনার বালক করে কি—অশুচি ধূলি-আবর্জনা দি দ্বারা সব অশুচি করে দেয়—আপনার কাছে বেশী বেশী ভাল-মানুষী দেখায়, আর আমাদের ঘরে সে ধুষ্ট-প্রথর-মুখর-ক্রোধী-লোলুপ ।

গোপীকৃত নালিশ-কালনে গোপালের উক্তি :

৬৯ । ব্রজবনিতাগণ নিতাস্ত মিথ্যা ক্রোধের ভাব মুখে টেনে এনে যদি নিষ্ঠুর বাক্যে এই সব বলে শ্লেথন তখন জগতের আনন্দদায়ক বালগোপাল তাঁদের নালিশ মিথ্যা প্রতিপাদনের জন্য মিথ্যা অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া নীতি-বিরুদ্ধ কর্ম করার দরুণ অপরাধী হয়েও সে-সব গোপন করণের জন্য মৃদুধুর কণ্ঠে বলতে লাগলো—

৭০ । মা, এদের কণ্ঠেই স্তুশ্লিষ্টতা নাই, এদের বাক্যও তথৈবচ । সত্যই এরা মিথ্যার

অনুতাঃ, অনুতা চাসাং সমস্তানামেব, যত আসামবালকেষু বালকেষু মে স্বভাবভাববত্তা, তেন তদীক্ষণায় ক্ষণায়ত্তয়া প্রত্যেকমাসাং নিশান্তে নিশান্তে সত্যমেব গয়া গম্যতে। তদবলোচ্য বলোচ্যমানমিদমনুতং বচো মা প্রতীহি, মাতঃ! পরমে মাতঃপরমেব বন্ধুদর্শনায় গন্তব্যম্' ইতি ত্রিগা কক্ষমুখং তনয়মক্কে কৃতা ব্রজেশ্বরী ব্রজযোষিতঃ সন্নিতাবহিৎসমব্রবীৎ,—‘অয়ি! মিথ্যাভাষিণ্য এব ভবজ্যঃ, অয়মেব সত্যবাদী, তন্মৈবং নিরপরাধোহয়মশ্মদালকঃ পুনরুপালভ্যো ভবতীভিঃ’ ইতি তাভিঃ সহ শ্রীতি-সঙ্কথয়া ক্ৰণমবস্থায় রোহিণীদ্বারৈব তাসাং বন্ধুসপৰ্য্যাং বিধায় চ বিসর্জয়ামাস ॥

৭১। অথ নির্গতাসু তাসু কক্ষজননী জননীতিকোবিদা তনয়মক্কে নিধায় ‘বৎস! লোভবান্ ভবান্ নিজগৃহে জগৃহে যদতিচাপলং তদিহ শুশুভে শুভেনৈব, পরসদনেহসদনেকং কৰ্ম্ম ন শ্লশোভতে, শ্লশোভ! তে চরিতমিদং নাতিললিতম্। নিজাজ্ঞন এব খেল’ ইত্যুপদিশতী লালয়ামাস ॥

৭০। নবা স্বততা সত্যতা ইহ বচসি অদ্বুদ্বুদ্বৈষিত্যাদিবাক্যে অনুতা অত্যন্তানুতভাষিহেন অনুতরূপা এবৈভাঃ; সত্যমিত্যর্থঃ। আসাম্ অনুতা ন নুতা মনুষ্যতা নাস্তি, অমামুষ্য এবৈভা ইত্যর্থঃ। বন্ধুর্হোহপি স বহুসা আশতিজ ইতি। অবালং তরুণং কং মুখং যেভাস্তেয়ু, স্বভাবেন নিসর্গেণ ভাববত্তা প্রেমবত্তা তেন হেতুনা, তেষামীক্ষণায় ক্ষণায়ত্তয়া উৎসবাহীনতেন, নিশান্তে গৃহে, নিশান্তে প্রাতঃকালে। বজেন উচ্যমানং হে মাতঃ! হে পরমে পুজ্যে, ইত্যুপদ্যনঃ সূচরিতং ব্যজ্যতে। অতঃপরং মা এব গন্তব্যম্। বন্ধুসপৰ্য্যাং ভিলকাদিক্রিয়াম্ ॥

৭১। জনান্য নীতিযু কোবিদা। লোভবান্ লোভযুক্তঃ। অসং চৌর্ধাশনেকং কৰ্ম্ম, হে শ্লশোভ! তে তব ॥

প্রতিমূর্তি, এদের কারও মধ্যেই মনুষ্যতা বলে কিছু নাই, যেহেতু এদের নব নব লুখলুখপ বালকদের উপর আমার স্বাভাবিক প্রেম আছে, তাই তাদের দেখবার জন্ত আনন্দের অধীরতায় এদের প্রত্যেকের ঘরে আমি যেয়ে থাকি—একথা সত্য। অতএব মা এ-সব বিচার করে গায়ের জোরে উচ্চারিত এ মিথ্যায় বিশ্বাস করো না, হে আমার পরমারাধ্যা! এই বলে রাখি শোন—অতঃপর আমি আর বন্ধুদর্শনেও যাবো না’ এইরূপে ভয়ে রোদনোন্মুখ পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে ব্রজসুন্দরীগণকে ঈষৎ হাসাতে হাসাতে নিজভার গোপন রেখে মা যশোদা বললেন,—‘অয়ি, তোমরা মিথ্যাভাষিণীই বটে, এ-বালকই সত্যবাদী, অতএব বলে দিচ্ছি আমার নিরপরাধ বালকের প্রতি তোমরা মিথ্যা দোষারোপ আর কোনদিন করবে না; এইরূপে তাঁদের সঙ্গে শ্রীতি-আলাপে কিছুক্ষণ কাটিয়ে রোহিণীদেবীদ্বারায় তাঁদের বন্ধুজনোচিত পরিচর্যা করিয়ে বিদায় দিলেন।

জননীর শাসন পিতার আদর :

৭১। অতঃপর তাঁরা চলে গেলে লৌকিক-পুত্রলালননীতি-নিপুণা কক্ষজননী পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—‘বাহা, হে লুন্ধ বালক, তোমার এই বাল্য-অতিচাপল্য নিজঘরের মধ্যেই যদি সীমিত রাখ তবেই এই জগতে অতিশয় শোভন হয়, পরগৃহে চৌর্ধাদি অসং কার্যাবলি শোভন হয় না,—হে সুন্দর, তোমার চরিত্রটি কিন্তু অতি সুন্দর নয়, নিজ গৃহপ্রাঙ্গনে খেলা কর-না’—এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে আদর করতে লাগলেন।

৭২ । তন্মিলেব সময়ে ব্রজরাজোহপি তত্রৈবাগত্য বাগত্যধিকমাধুর্য্যেণ কিমপি তমপিহিতপ্রভাব-
মপি হিতপ্রভাবমাশ্রজমাশ্রজনসুহৃদং সস্বোধ্য নিজগাদ,—

এহেহি বৎস পিতরেহি মমাক্ষমূল-,মিত্যুক্ত এব জনকেন স মাতুরঙ্কঃ ।

আগত্য কণ্ঠমবলম্ব্য জুগুপ্সতে মাং, মাতা কথং বত যুষেতি কলং জগাদ ॥

৭৩ । তদা তদাকর্ণ্য কিং তদিতি পৃচ্ছতি ঘোষাধীশে ধীশেবধিরিব স আশ্চর্য্য-বালোহবালোচা
মাত্রং মাত্ররঞ্জসা হ্রমেব কথয়েতি নিজগাদ । সা চ ঘোষনারীণাং রীণাং মধুধারামিব কথিতাং কথাং
কথিতবতী ॥

৭৪ । তব তীব্রতরাপরোধেয়ং যদনাগসি সততনয়ে তনয়ে মম যুষাদোবাসজনসজনন-
কুতুকিনীনাং গোপরমণীনাং পরমণীনাং দর্শনে সমৎসরাণামিব জনানাং বচসি প্রত্যয় ইতি মহিষীমবহিথয়া
অনুযোজ্য 'তাত ! মদক্ষমূল এব তিষ্ঠ । মা পরমস্তা অঙ্কং গাঃ' ইত্যুক্ত এব পিতুরঙ্কং মাতুরঙ্কং
জবেনারোহতি তনয়ে নয়েন তৌ দম্পতী এব জহসতুঃ ॥

৭২ । বাচ্যমত্যাধিকমাধুর্য্যেণ আশ্রজং সস্বোধ্য কিমপি নিজগাদেত্যর্থঃ । অপিহিত আচ্ছাদিতঃ প্রভাবো যস্য
তম্; কিঞ্চ, হিতাং প্রভাং কান্তিমবতি বক্ষতীতি তম্; জুগুপ্সতে উপালভতে; কলমতিমধুরমক্ষুটকং, বালত্বাদিতি ॥

৭৩ । পৃচ্ছতি সতি, ধীশেবধিঃ ধীনিধিঃ; হে মাতঃ! অঙ্গসা শীঘ্রং রীণাং ক্ষরিতাম্; 'ব্রীড়্ শ্রবণে' ইত্যম্মাং ॥

৭৪ । সততমেব নয়ো বিনয়ো নীতির্বা যন্ত, তথাভূতে মম তনয়ে বিষয়ে যুষা দোবাসজনং দোষারোপস্তন্ত
সজননে উৎপাদনে কুতুকিনীনাং বচসি প্রত্যয়ঃ প্রতীতিরिति পর-মণীনাং পরকীয়রত্নানাং দর্শনে সমৎসরাণামিতি শ্রীকৃষ্ণ-
প্রোৎসাহনেন তাঃ প্রতি অস্ময়া ॥ স্বস্তাস্তবঙ্গতাঙ্কোতনং যশোদারাজ্ঞ মাতৃত্বেহপি তদ্ব্যভাবাৎ বহিরঙ্গজ্ঞাপনম্,

৭২ । ঠিক সেই সময়ে ব্রজরাজও সেখানে এসে আচ্ছাদিত-প্রভাব হয়েও যিনি নিজ
শ্রামকাস্তিতে উজ্জল সেই নিজজনসুহৃদ পুত্রকে অতিশয় মধুর বাক্যে সস্বোধন করে বললেন—

‘এসো এসো বাপধন, আমার কোলে এসো, পিতা এ-রূপ বললে সে মা’র কোল থেকে এসে
তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে মুহু মধুর কণ্ঠে বললো—‘বাবা, মা আমাকে মিছামিছি গাল দিলো কেন ?

৭৩ । বালকের এ-কথা শুনে ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করলেন—‘বাপধন, ব্যাপারটা কি বলতো’—
বুদ্ধির সাগরসম সেই আশ্চর্য্য বালক মা’র দিকে তাকিয়ে বললো—‘মা, তুমিই চট্ করে কথাটা বলে
দাও-না গো’—মা-ও গোপীদের কথিত মধুধারার মতো ক্ষরিত কথাগুলি বলতে লাগলেন ।

৭৪ । এ তোমার বিষম অশ্রায় নন্দরাণী, কেন-না নিরপরাধ, সততই নীতিতে প্রতিষ্ঠিত
আমার পুত্রের উপর মিথ্যা দোষারোপ স্বজনে কোঁতুকিনী-পরধনদর্শনে সমৎসর ঐ সব লোকের
কথায় বিশ্বাস করেছ’,—এইরূপে নিজভাব গোপন রেখে মহিষীকে অনুযোগ করবার পর পুত্রকে
বললেন—‘বাপধন আমার কোলেই থাক এরপর আর মায়ের কোলে যেও না’—এই কথা বলার
সঙ্গে সঙ্গেই পিতার কোল থেকে গোপাল মায়ের কোলে ঝাপিয়ে গিয়ে পড়লেন, পুত্রের এই ভাব দেখে
বাবা-মা দুজনেই হেসে উঠলেন ।

৭৫ । তদনু দনুজদমনমাত্রা সহ সহর্ষহসিতমেব কৃতপ্রকৃতপ্রবৃত্তিতয়া ব্রজরাজঃ কিমপি প্রাস্তৌষীং । অয়মেবক এব বহিরেতি, ন প্রবলো বলোহপি, তেনোরুভয়োৰুভয়োৰেব নৈকাকিবিহারিৎ সমীচীনম্, অতঃ খেলাসহচরাঃ পরিচরণচতুরাঃ পরিচারকাশ্চ কল্পনীয়াঃ, যথামী সততমনয়োঃ সবিধচারিণো ভবন্তীতি বিচার্য্য কিয়ন্তো ধীসচিবাঃ কিয়ন্তো বালপরিচারকাশ্চ তদবধি তেন নিযুযুজিরে ॥

৭৬ । বালসহচরাস্তু প্রাগেব গৃহাদগৃহাদেব মিলিতবন্তঃ । এবং সবলঃ সবালসহচরশ্চ সবাল-দাসশ্চ ধীসচিবৈরুপলক্ষণভ্বেনৈব বীক্ষ্যমাণঃ প্রতিপুররথ্যং ধূলিখেলাকৌতুকে করিবরকলভ ইব চপলকর-দণ্ড-তাণ্ডব-সমুদধূত-ধূলীপটিলেনান্মানং পরঞ্চ ধূসরয়ন্ সহ-সংবাসতয়া শিশুতয়া চ নিঃসঙ্কোচমেব ব্রজবালিকা অপি সহখেলন্তীঃ সহচরবালকসাধারণ্যেনৈব খেলয়া পরিতোষয়ন্ কদাচিদপি তাভিস্তরপি কলহায়মানস্তাস্তানপি তাড়য়ন্তাভিস্তেষ্ণ চ তাড়িতঃ কদাচিদ্রসতি, কদাচিৎ কুপ্যতি ন কুপ্যতি চ ॥

অবহিতয়া অল্পযোগশ্চেতি স্বাক্ষমূল্য রোচকত্বে হেতুত্রয়মিতি । তর্হি তাতঃ স্বাক্ষ এব বন্ধা বা মাং রক্ষিষ্যতি, তথা সতি মাতুরঙ্কে স্থাতুং ন প্রাপ্যামীত্যত ইদানীমেব বলাদিভোহপমৃত্য তত্র যাম্য তেষ্য বাল্যস্বভাবজ্ঞাপকঃ ক্লমস্ত মনসি বিচার এব জবেন মাতুরঙ্কারোহণে হেতুজ্ঞেয়ঃ । নয়নেতি বালকস্ত নীতিরবেয়মিতি জ্ঞাত্বোক্তার্থঃ ॥

৭৫ । কৃতা প্রকৃতা প্রস্তুতা প্রবৃত্তির্বার্তা যেন তন্তু ভাবস্ততা তয়া প্রাস্তৌষীং, প্রস্তাবমকরোং । বলোহপি বল-ভদ্রোহপি; উর্বা ভা কান্তির্ঘয়োস্তয়োঃ; কল্পনীয়া ময়া কল্পয়িতুমর্হাঃ; ধীসচিবা মস্ত্রিণঃ; “মস্ত্রী ধীসচিবঃ” ইত্যমরঃ ॥

৭৬ । উপলক্ষয়ন্তি ইত্যুপলক্ষণান্ত্বেন, রথ্যা প্রতৌলী ॥

৭৫ । অতঃপর দনুজদমন শ্রীকৃষ্ণ জননীর সঙ্গে শ্রীনন্দ মহারাজ হাসাহাসি করতে করতে প্রস্তুত বিষয়ে যে কথাবার্তা করছিলেন তারই জের টেনে কোনও একটি প্রস্তাব করলেন—‘এ-বালক একাই বাইরে চলে যায়—বলভদ্রও তেমন বলবান্ হয় নাই—কান্তিতে উজ্জ্বল তাদের উভয়ের একাকী বিহার সমীচীন হচ্ছে না—অতএব খেলার সাথি ও সেবাচতুর সেবকের কথা ভাবতে হয়, যারা সর্বদা এদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে’—এইরূপ চিন্তা করে সে-সময় থেকে কয়েক জন পরামর্শদাতা-সেবক ও কয়েক জন বাল-সেবক শ্রীনন্দমহারাজ নিযুক্ত করে দিলেন ।

পথে পথে ধূলিখেলা কৌতুক :

৭৬ । শ্রীদামাদি সখাগণ পূর্বেই নিজ নিজ ঘর থেকে এসে মিলিত হয়েছিলেন । এইরূপে মিলিত বালসখা বালদাসগণের সঙ্গে তত্ত্বাবধান উপলক্ষে পরামর্শদাতা সেবকগণের দ্বারা বীক্ষ্যমান শ্রীকৃষ্ণবলরাম নগরের প্রতি পথে পথে ধূলিখেলা-কৌতুকে গজেন্দ্রশিশুর মতো চঞ্চল ভুজদণ্ড-তাণ্ডবে সমুচ্ছলিত ধূলিজালে নিজেকে এবং অগ্নিকে ধূসরিত করতে করতে, একই নগরে একত্রে বাস ও শিশুত্বহেতু সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ-খেলাসহচরী ব্রজবালিকাদিকে সহচর-বালকসাধারণভাবে খেলায় পরিতুষ্ট করতে করতে, কখনও বালিকাদের আবার কখনও বালকদের সহিত কলহে লিপ্ত হয়ে তাঁদের পিটনি দিয়ে তাঁদের হাতে পিটনি খেয়ে বালগোপাল কখনও হাসে, কখনও রাগে, আবার কখনও রাগেও না ।

৭৭। কদাচিদপি ধূলীভিরেব প্রাচীরপুরগৃহাদি নির্মিমীতে, কদাচিদপি পরনির্মিতং ভনন্তি।
তেহপি তন্নির্মিতং ভঞ্জন্তি। পুনরপি তন্নির্মিমীতে, পুনরপি ভনন্তীত্যেবমবসরে দিবি দিবিসদন্তদেব
কুতুকং পশুন্তো মনসি সকৌতুহলং পরামমুগ্ধঃ,—

‘যদীয়ো ভ্রভঙ্গঃ কতি ন জগদগুণি শতশঃ, প্রসূতে সম্পাতি ক্ষপয়তি ন তত্র প্রযততে।

স এবায়ং ধূলীপুরগৃহবিনির্মাণরভসে, ভৃশং শ্রান্তঃ স্নিগ্ধস্তদপি ন বিরামং রচয়তি ॥’

ইতি সপ্রমোদমালোকয়ন্তি স্ম ॥

৭৮। এবমতিকালখেলয়া গৃহাগমনমপি বিস্মৃত্য রথ্যাসু হেলন্তং খেলন্তং বালসূর্য্যমিব তৎপুর-
পুরস্কোয়া মাতৃবদতিবৎসলাঃ সলালিত্যমভিধতি ॥

৭৯। ‘এহেহি লাল ললিতাঙ্গনমস্মদীয়ং, তত্রৈব খেলশিশুভিঃ কিদপ্যশান।’

ইত্যুক্ত এব বিহসন্ যুছ ভাষতেহসৌ, ‘নো যামি নাপ্যবসরো মম তাবদাস্তে’ ॥

৮০। ইতুক্ষে সতি তাভিরপ্যতিশয়ং মাতৃবদতিশয়াগ্রহিলাভিঃ প্রসভেন সভেন করকমলমাধৃত্য
ধৃত্যনবস্থিততয়া ততয়া স্বগৃহমানীয় মানীয়মান-সৌভাগ্যোহসৌ ভাগ্যোচিতয়া মজ্জনমার্জনাতিসপর্য্যয়া

৭৮। খে স্তখে নিমিস্তে অলম্ অতিশয়েন খেলন্তম্ “খেমিল্লিয়স্তখে স্বর্গে” ইতি বিশ্বঃ; পক্ষে, খে অঃকাশে,
অলন্তং শোভমানং তম্ ॥

৭৯। হে লাল! ‘লল ঈঙ্গায়াম্’ স্বপ্নঃ, হে লালনীয় ইত্যর্থঃ। অশান ভুঙ্ক ॥

৭৭। কখনও ধূলির দ্বারাই প্রাচীর-নগর-গৃহাদি গড়ে আবার কখনও অন্নের গড়া গৃহাদি
ভেঙ্গে দেয়, অন্নেরাও আবার তাঁরটা ভেঙ্গে দেয়, তাঁরা পুনরায় গড়লে পুনরায় ভেঙ্গে দেয়—এইরূপে
শ্রীকৃষ্ণ যখন ধূলিখেলায় মত্ত তখন আকাশে দেবতাগণ এ-খেলা আগোদের সহিত দেখতে দেখতে মনে
মনে কৌতুহল-পরবশ হয়ে বিচার করছিলেন—

‘অহো যঁার ভ্রভঙ্গে কত-না শত শত জগদগু সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়ে যায় বিনা পরিশ্রমে, সেই
তিনি কিনা এখানে ধূলির নগর-গৃহাদি নির্মাণ-উৎসাহে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, তবুও খেলা থেকে
বিরমিত হচ্ছেন না।’ এই ভাবে সানন্দে দর্শন করতে লাগলেন।

৭৮। এইরূপে অসময় পর্য্যন্ত খেলায় মত্ত হওয়ার দরুণ ঘরে ফেরা পর্য্যন্ত ভুল হয়ে গিয়েছে যঁার
সেই আকাশ-আলোকরা বালসূর্যের মতো, পথতলে সুখ-খেলায় মত্ত বালগোপালকে ঐ পুরস্কীর্ণ
মধুর মধুর বলতে লাগলেন—

‘এস এস লাল, আমাদের ললিত অঙ্গনে এস, সেখানেই শিশুগণের সঙ্গে খেলা কর, কিছু খেয়ে
নেও’ এ’তে সে হাসতে হাসতে মধুর মধুর উত্তর দিল, ‘যাবো না, অবসরও নাই আমার এখন।’

৮০। এইরূপ বললে মায়ের মতো অত্যন্ত বাৎসল্যময়ী, স্নেহমর্ষাদাহত ককণাময়ী গোপীগণ
অতিশয় আগ্রহাঘ্রিত হয়ে হঠপূর্বক হলেও শোভনভাবে করকমল ধরে, প্রেমভরে ধৈর্য হারিয়ে শোভায়

পর্যায়াত্মেহয়া পরিচর্য্য স্নেহমর্য্যাদয়া দয়ালুভিঃ কিঞ্চিৎ সর-নবনীতাত্মাশয়িত্বা সহ সহচরৈর্গৃহায় প্রাহীয়তে ॥

৮১। এবং খেলন্ কদাচিদনুরক্তায়া ব্রজভূবো মহিমানং বর্দ্ধয়ন্নিব জঠরগত-জগৎপাবনায়েব মৃদং ভঙ্জিতবান্। তদথ বলোহবলোক্য কৃতস্মৃকৃতপাকৈঃ পাকৈশ্চ সহচরৈঃ সহ চরৈরিব ভজ্রাভজ্রয়োশ্চপলমেব ব্রজেশ্বরীমাসাঙ সাত্তমানমানসো 'ন সাম্প্রতং মাতরেষ যন্মৃদমাদ মাদন্তে চান্মাকমপি বচনঞ্চ, নন্দয়তি তদদন এব লালসাম্' ইতি নিজগাদ ॥

৮২। সা চ তদা তদাশ্রত্য শ্রুত্যসমঞ্জসং ক্রুশা পরুশা পরয়া রয়ানীতযষ্টিকয়া কয়্যাপি ত্রুটি-কুটিলয়াবলোকনমুদ্রয়া ভায়য়ন্তী 'কথমদান্ত মৃদমংসি, মংসিতাদিকং ন লভ্যতে, মৃদি কঃ স্বাদঃ, ন চ পরগৃহাপরাধবৎ প্রতারণিতুং তারয়িতুঞ্চ স্বদোষমধুনা শক্ষ্যসি। তবাগ্রজোহগ্রজোবস্তব সহচরাশ্চ সর্বৈ সাক্ষিণশ্চ' ইতি নিজগাদ ॥

৮০। প্রসভেন হঠেনঃ কীদৃশেন? সভেন ভা শোভা তৎসহিতেন, পরমবাৎসল্যপ্রেমমুচক্ৰ্যাৎ কৃষ্ণে প্রসভ-স্ত্যপি সশোভত্বমিবেত্যর্থঃ। ধৃতৌ নৈর্ঘ্যে অনবস্থিততয়া আততয়া বিস্তৃতয়া প্রেমভরণে ধৈর্য্যং কতুর্মসমর্থ্যভিত্ত্যভিরিতার্থঃ। মা শোভা তর্ঘ্যৈব আনীয়মানং সৌভাগ্যং যত্র সৌহর্সো। পরি সর্বতোভাবেনাপি অযাতঃ প্রাপ্ত এব স্নেহো যন্তাং তয়া, সরো দুগ্ধদধাদীনামগ্রো ঘনভাগঃ ॥

৮১। পাকৈর্বীলকৈঃ; "পোতঃ পাকোহর্ভকো ডিম্বঃ" ইত্যমরঃ; চরৈঃ সর্হৈব, চপলমেব সত্তরমেব; "সত্তরং চপলং তুর্গদ্ব" ইত্যমরঃ। তে মাতঃ! সাম্প্রতং সাত্তমানং দয়ামানং মানসং যন্ত তথাভূত এষ ন ভবতি, যদ্যস্মাদম্ম আদ ভঙ্জিতবান্। অস্মাকমপি বচনম্, মা ইতি নেত্যর্থঃ, ন গৃহ্নাতীত্যর্থঃ। নন্দয়তি বহুলীকরোতি ॥

উজ্জল সৌভাগ্যবান্ বালগোপালকে নিজ ঘরে এনে নিজেদের ভাগ্যানুসারে স্নেহাতিশয্যে স্নান-মার্জনাদি পরিচর্য্যায় সৎকার করে কিঞ্চিৎ সর-নবনীতাদি খাইয়ে সখাগণের সহিত ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

মুদ্রুক্ষণ লীলা :

৮১। এইরূপে খেলতে খেলতে কদাচিৎ অনুরাগিণী ব্রজভূমির মহিমা যেন বাড়াবার জন্যই জঠরগত জগৎকে পবিত্র করবার মানসেই বালগোপাল ব্রজভূমির মাটি খেলো,—এই কাণ্ড দেখে বলরাম মুকুতির পরিপাকস্বরূপ ভালমন্দ-দেখাশুনার গুপ্তচরস্বরূপ সখাগণের সহিত দৌড়ে ব্রজেশ্বরীর নিকট গিয়ে বললো—'মা, শোন শোন, গোপাল এই মাটি খেলো, মাটির স্বাদ পেয়ে সে এখন আর দমবার পাত্র নয়, আমরা পরামর্শ দিলেও তার কোন দাম দিচ্ছে না, ঐ খাওয়ার দিকেই লালসা।

৮২। মা যশোদাও তখন সেই কর্ণ-পীড়াদায়ক কথা শুনে ক্রোধে অগ্নি হয়ে ছুটে গিয়ে লাঠি এনে তার আশ্ফালনে ও কোনও বিশেষ ত্রুটি-কুটিল চাহনির ভঙ্জিতে ভয় দেখিয়ে বললেন—'আ-রে বে চঞ্চল বালক, মাটি কেন খেয়েছো, আমার থেকে কি মিছরিখণ্ডাদি পাও না, মাটির কি স্বাদ?—এখন আর পরগৃহে চৌর্যাদি অপরাধের মতো আমাকে প্রতারণা করতে এবং স্বদোষ-স্ফালন করতে পারবে

৮৩। তদা জননীভিয়া কৃতাপহুবোহপরাঙ্কোহপ্যনপরাদ্ধ ইব যুযাশ্চকলাকলিলনয়নোহনয়নো-
দায় 'মাতর্ন ময়া মৃদশিতা, সর্ব্বেহমী যুযা ভাষন্তে, যদি ন প্রত্যেযি, তদবলোকয় মে মুখম্' ইতি
যদায়মুবাচ, তদা 'ব্যাদেহি বদনম্' ইতি ব্রজরাজমহিষী নিজগাদ। সমনস্তরমনস্তরহসি হসিতপূঃসরং
ব্যাদন্তবদনে নিখিলসৌভগবতি ভগবতি পারাবারবারপরিবারিতসপ্তাস্তরীপাং তরীপারাবারাদিযুতনদনদী-
নদনদীর্ঘাং সবনোপবনাং পবনান্দোলিতলতাতরুণ্ডাং যুগ-যুগরাজরাজমানমেরুলোকালোকাবধিবিবিধা-
চলামচলামখিলনাগনাগরীগণোপসেব্যমান-নাগনায়কাদিমণ্ডিতং নাগলোকঞ্চ কঞ্চন, নিখিলতারকা-গ্রহ-
নক্ষত্র-কৃত-দিনভোগং নভো গন্ধর্ব্ব-সিন্ধু-কিল্লর-চারণ-বিজ্ঞাধরাদি-বিজ্ঞাধরাদি-মুনিগণগণনীয়-শোভং
যশোভং নাকমপি কমপি মহর্লোকাদিকমন্তুঞ্চ শৃংখলদঞ্চজীবনিকায়কায়মখিলমেব ব্রহ্মাণ্ডমাগ্নানমাগ্নানঃ
পতিমাগ্ননোহপত্যং তমপি সব্রজলোকমালোকয়ামাস ॥

৮২। ঋত্যাঃ কর্ণয়োরসমস্তসং পরয়া কৃষা পরুষা কৃক্ষা। মৎ মন্তঃ সিতাং কং শর্করাদিকম্। অত্রাজো
যোহগ্রবর্তী ॥

৮৩। অনয়-নোদায় অনতিদূরীকরণায়; অশিতা ভক্ষিতা, পারাবারাণাং সমুদ্রাণাং বারেণ সমুহেন পরি-
বারিতাঃ সপ্ত অন্তরীপা দ্বীপা যস্তাং তাম্, তরী নৌকা পারাবারে তীরে আদিশঙ্কান্ততরা মন্তুচ্ছাদয়ন্তেযু তানাং
যুক্তানাং নদ-নদীনাং নদনেন গর্জনেন দীর্ঘাম্, যুগরাজঃ সিংহঃ, অচলাং পৃথ্বীং ভূলোকমিত্যর্থঃ। নিখিলস্তারকাদিভিঃ
কৃতো দিনস্ত ভোগো জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তো যত্র তথাহুতং নভ আকাশং ভুবলোকমিত্যর্থঃ। বিজ্ঞাধরাদয়ো বিজ্ঞানাং

না, এই যে সম্মুখে তোমার দাদা বলরাম ও সখাগণ সকলেই সাক্ষী হয়ে উপস্থিত রয়েছে।

৮৩। তখন জননীভয়ে দুর্ধর্ম গোপনেচ্ছু, অপরাধী হয়েও নিরপরাধীবৎ, মিথ্যা-অশ্রুণায়
আকুলিত নয়ন বালগোপাল নীতিবহির্ভূত কর্মের দোষ ক্ষালনার্থে বললো, 'মা, আমি মাটি খাই নি,
এরা সকলে মিছামিছি বলছে, যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় এই আমার মুখ দেখ।' এতে
শ্রীব্রজরাজমহিষী বললেন, 'আচ্ছা হাঁ করো তো দেখি।' অনন্তর অনন্ত রহস্যময় নিখিল সৌভাগ্যবান্
ভগবান্ হাসতে হাসতে মুখ-ব্যাদান করলে মা যশোদা তাঁর সেই ছোট্ট মুখের মধ্যে অহো দেখলেন
এক অপূর্ব দৃশ্য—'তিনি দেখলেন সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত সপ্তদ্বীপ, তীরে তীরে তরীমন্তুচ্ছাদিসমন্বিত-নিরন্তর
গর্জনশীল নদনদী, বন-উপবন, পবন-আন্দোলিত লতা-তরু-গুণ্ডা, যুগ-সিংহ, সূমেরু থেকে লোকালোক
পর্বত পর্যন্ত বিবিধ পর্বত এত সবে পরিবৃত এই বিরাট পৃথিবী; অখিল নাগনাগরীগণের দ্বারা সেবিত, নাগ-
নায়কেরদ্বারা অলঙ্কৃত কোনও এক অপূর্ব নাগলোক; আরও নিখিল গ্রহ-নক্ষত্রকৃত দিনভোগযুক্ত ভুবলোক,
গন্ধর্ব্ব-সিন্ধু-কিল্লর-চারণ-বিজ্ঞাধরাদি-বিজ্ঞাধরাক মরিচী আদি মুনিগণের দ্বারা মাণ্ড শোভায় দীপ্ত-যশের
দ্বারা উজ্জ্বল স্বর্গলোক; এর থেকে অন্তপ্রাকার কোনও মহর্লোকাদি; কীট-পতঙ্গাদি নীচপ্রাণী ও উচ্চকোটি
ব্রহ্মাদি প্রাণীসমূহের দেহসমন্বিত অখিল ব্রহ্মাণ্ড; আরও, নিজেকে-নিজপতি নন্দমহারাজকে-নিজের
পুত্র বালগোপালকে, তথা সমস্ত ব্রজবাসিসমন্বিত ব্রজমণ্ডলকে।'।

৮৪ । আলোক্য চ ‘কিময়ং মে ভ্রমঃ, কিময়ং মে স্বপ্নঃ, কিময়ং দেবমায়া, কিমিদৈমল্লজালিকম্, কিমশ্চৈব ভ্রামকঃ শক্তিবিশেষঃ?’ ইতি নির্ণেতুমপারম্ভ্যন্তী রয়ং তীত্রমাপ মোহন্ত । তদনন্তরং তদনন্ত-
রংহসৌহন্ত বৈভবমিতি বিজ্ঞায় বিজ্ঞা যত্ততোহপি ন বিস্মরন্তী ‘যদবীনতয়ানতয়া ময়েদমালোকিতম্,
স এব মে শরণম্, তদবলোকেন কেনচনাস্তুতচরিতস্ত তস্ত তদলৌকিকং বৈভবং বৈ ভবঞ্চ মোহয়িতুং
সমর্থম্’ ইতি জানতী তমেব স্মৃতমেব স্মৃতরামীশ্বরত্বেনাবগচ্ছন্তীচ্ছন্তী চ পুত্রভাবমুভয়োরেব ভয়োরেব-
মতিভরেণ ভুগ্না পূর্বভাবং বিহায় চরম এব ভাবে প্রসজ্য পুনরঙ্কে নিধায় লালয়ামাস ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কাল্যানীলালতাবিস্তারে মৃদুগ্গণসঙ্কণো নাম

পঞ্চমঃ স্তবকঃ ॥৫॥



ধরা ধারকাঃ, আদিমুনিগণা মরীচ্যাদয় এতৈর্গর্গনীয়া ষোভা যত্র তন্ম্, যশসাং তত্রত্যসম্বন্ধিনাং ভা দীপ্তির্যত্র তং নাকং
স্বর্গম্, অখিলমেব সমস্তমেব ব্রহ্মাণ্ডম্ ; কীদৃশম্ ? ত্রুতং কীটপতঙ্গাদীনাং, উদকতাং ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং জীবনিকায়ানাং
কায়া যত্র তন্ম্ ॥

৮৪ । ইন্দ্রজালে ভবমৈল্লজালিকম্, মোহন্ত তীত্রং রয়ং বেগম্ আপ প্রাপ্তবতী । অস্ত বৈভবমিতি বিজ্ঞায়েতি
নাহং ভ্রান্তা, নাপি শয়ানা, নাপি কচিদপি দেবে সাপরাধা, নাপ্যত্র কশ্চিদৈল্লজালিকৌহন্তি । কিঞ্চ, মৎপুত্রস্তাস্ত
নামকরণসময়ে পূর্নসিদ্ধং যোগৈশ্বর্যমপি গর্গেণোক্তমিতি বিতর্কাস্তে নিশ্চয়াদिति ভাবঃ । তদ্বিশ্বদর্শনম্, অনন্তরংহসা-
হপারৈশ্বর্যবেগস্ত বিজ্ঞা পণ্ডিতা আনততয়া আনততয়া তদবলোকেন বিশ্বদর্শনেন বৈ নিশ্চিতং ভবং মহেশঞ্চ । ইচ্ছন্তী চ
পুত্রভাবমিতি তথাভূতৈশ্বর্যদর্শনেহপীত্যতঃ পুত্রভাবস্ত প্রভাবস্ত প্রাবল্যং দর্শিতম্ । তেন দেবকাঃ থলু ঐশ্বর্যভাবেন পুত্র-
ভাবো বিলাপ্যতে, বিরোধিত্বাৎ ; অস্তাস্ত পুত্রভাবেনৈব ঐশ্বর্যভাবো বিলাপ্যতে, বলবত এব বাধকত্বসম্ভবাদिति ভাবঃ ।
যুগপদেব উভয়োরীশ্বরভাবপুত্রভাবয়োৰ্যে ভে শোভে তয়োঃ ; এবমেনে প্রকারেণাতিভরেণ ভুগ্না ক্গ্ণা ঘয়োরেব কাস্তি-
চ্ছটাঘাতেন পীড়িতেত্যর্থঃ । পূর্বভাবং বিহায়েতি তস্তাগস্তকত্বেন দৌৰ্লভ্যাৎ । চরমে ইত্যস্ত স্বাভাবিকত্বেন প্রাবল্যাদ্র

৮৪ । এই অদ্বুত ব্যাপার দেখে মা যশোদা মনে মনে বিচার করতে লাগলেন—‘এ কি আমার
ভ্রম, কি আমার স্বপ্ন, এ কি দেবমায়া, কি ইন্দ্রজালের ব্যাপার, কিম্বা এ-বালকেরই কোনও ভ্রান্তিকর
শক্তিবিশেষ?’ এইরূপে কিছু নির্ণয় করতে না পেরে মোহের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেলেন তিনি । তদন্তর,
‘এই বালকের অনন্ত ঐশ্বর্যবেগের এ এক বৈভব’—এইরূপ বুদ্ধির উদয়ে বিজ্ঞা হয়েও মা যশোদা এই
বিশ্বরূপদর্শন ব্যাপারটি যত্নেও ভুলতে না পেরে প্রার্থনা করলেন—‘যাঁর শ্রীচরণে অধীনতা ও বিনম্রতা
হেতু আমি এই অদ্বুত ব্যাপার দর্শন করলাম সেই শ্রীনারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয় হউন, কোনও
অনির্বচনীয় অদ্বুত চরিত এ-বালকের এ-অলৌকিক বৈভব-দর্শন মহেশ্বরকেও মোহিত করে দিতে পারে ।’
এইরূপ ঐশ্বর্যজ্ঞানের উদয়ে মা যশোদার চিত্তে প্রতীতি হ’ল আমার এ-পুত্রই স্মৃতরাং ঈশ্বর, তাঁর চিত্তে
এই ঈশ্বরভাব এসে গেলেও তিনি পুত্রভাবে ফিরে যেতে ইচ্ছা করলেন—তখন তিনি এই উভয়
ভাবে কাস্তিচ্ছটার আঘাতে পীড়িত হয়ে আগন্তুক দুর্বল ঈশ্বরভাব ছেড়ে দিয়ে স্বাভাবিক চরম পুত্রভাবে

সমাহিতং (ভা০ ১০।৮।৩৬) শ্রীবৈষ্ণবভোষণ্যাং 'যথা তাদৃশতদৈশ্বর্যশক্তিৰেব তু স্বয়ং বা তমালিঙ্গ্য বা তদভীষ্টলীলারস-
সম্পাদনায় মাতরি কোপাচ্ছাদকভাবান্তরাপাদনেন তথা সর্বমেবাস্তান্তবিণ্ডতে, ন কিমপি ভক্ষয়তীতি তদ্বচঃসত্যাপনেন
চ নিজপ্রভুসাহায্যায় বিশ্বয়াদিদ্বারা মাতুস্তংগ্রেমপোষায় চ বিশ্বং দর্শিতবতী' ইতি ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবন্দাবন-টীকায়াং শ্রীমুখবর্ত্তাং পঞ্চমস্তবকসঙ্গমনম্ ॥৫॥



অমুরক্ত হয়ে পুত্রকে পুনরায় কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন ।

ইতি শ্রীমদানন্দবন্দাবনে বাল্যলীলাবিস্তারে মুদ্রাক্ষণ ও বিশ্বরূপদর্শন

নামক পঞ্চম স্তবক ।



ষষ্ঠঃ স্তবকঃ

—:X:—

১। অথৈবং শৈশবকলাকৌশলবান্ স বালভগবানেকদানেকদাসীগণেষু বিত্তমানেষু বিত্তমানেষু কার্যাস্তরকরণায় নিয়োজিতেষু জিতেষু নিজাজ্জয়া স্বয়মেব দামসমুৎকর্ষকর্ষণ-জনিত-পর্যায়-পর্যায়ন্তেন চলমরকত-বলয়নট-নটন-বাক্ষারমুখরেণাথরেণামলতরেণ মদকারণ-রণদলি-দলিতকমলমলকারিণা কর-পল্লবেন যুগলদণ্ডদণ্ডনপণ্ডিতেন ভুজযুগলেন চাঙ্গলতা-গলতা শ্রমজলকণভরেণ নির্ভরেণ নির্ভরিতম্, অলককুলাকুলায়মান-ভাল-ভা-ললিতম্, পীবরকুচতট-বিহারহারলতান্দোল-দোলংকঙ্কলিকম্, অমলতর-ঐতিয়ুগল-গলদলাব-লাবণ্য-সুধাসুধারায়মাণ-বর্ণভূষামণি-কিরণমঞ্জরী-জরীজ্জ্যমাণ-মাধুর্য-ধূর্যতর-ভুজ-

ষষ্ঠঃ স্তবকঃ

ভাণ্ডক্ষেট্টো দামবক্কোইজ্জুনমোক্ষঃ ফলক্রয়ঃ।

বন্দাবনে প্রয়াগক্ ষষ্ঠে বিস্তার্য বর্ণ্যতে ॥

১। স বালভগবান্ মাতরং স্বয়মেব করপল্লবেন দধিমখনমাদধানাং বীক্য মহানদণ্ডমাদধারেত্যহঃ। বিত্তমানেষু দধিমহ্ননার্থমেব তত্রাগত্য বর্তমানেষু ময়ৈবাজ মথনীং যুগ্মাভিঃ কার্যাস্তরং ক্রিয়তামিতি নিয়োজিতেষু মখনকর্ম-তাজন এব তংপর্যম্। কার্যাস্তরেহতাসাং বহ্নীনাং দাসীনাং তত্র তত্র সদা তংপর্যাগং সদভাবাদেবেত্যর্থঃ। তত্র তস্তাজনে হেতুঃ—দিদি তাদৃশমথনে তাদৃশনপনীতোংক্রমণজ্ঞানে বিষয়ে ন বিত্ততে মানঃ সম্মানো যেষাং তেযু। স্বস্তলোভ্যতাদৃশনবনীতোংক্রমণযোগ্যতামহাচতুরাস্ত তাস্ত দাসীষু বর্তমানাপি ন সম্ভাবিতা প্রেমচাপল্যাদেবেতি ভাবঃ। নহু জনিয়মাণং তস্তান্ত্র মহাশ্রমং জ্ঞাত্বাপি দাসীগণেন ততঃ কিমিত্যপস্মতম্? তত্রাহ—নিজাজ্জয়া জিতেষু পরাভূতেষু মজ্জমগালক্ষ্য বলাদেতা দাস্ত এব মথিষ্ণুন্তি ইত্যাক্ষ্য তত্র তয়া স্বাত্মমপি ন দীয়তে, যাত যাতেতি

ষষ্ঠ স্তবক

দামবন্ধন লীলা :

দধিমহ্ননকালে মা যশোদার শোভা :

১। অতঃপর একদা অনেক দাসী দধি মহ্ননের জন্তু গৃহপ্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হলেও গোপালের মন-লোভানো উত্তম মাখন তুলতে এঁরা অসমর্থ এই বুদ্ধিতে নিজহাতে দধিমহ্নন করবেন বলে ঐ দাসীদিকে নিজাজ্জয় পরাভূতা করে অগ্র কাজে পাঠিয়ে দিলেন মা যশোদা—অতঃপর নিজ হাতেই মহ্ননরজ্জু আকর্ষণ-বিকর্ষণ জনিত পরিশ্রমে শ্রান্ত দেহা, চঞ্চল মরকতমণিখচিত বলয়নটের নৃত্য বাক্ষারে ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত-অতিপবিত্র-মত্তঅলিগুঞ্জরিত প্রফুল্লদলকমল-বিজয়ী সৌন্দর্যে শোভিত করপল্লব ও যুগলনালশোভাদগুণী অতিদক্ষ বাহুযুগলের দ্বারা মহ্ননের শ্রমে নির্গত বিন্দু বিন্দু ঘর্মাতিশয্যে পরিব্যাপ্তা দেহা, কেশদামে আচ্ছন্ন-অতিসুন্দর কাহ্নিতে দীপ্তা ললার্টফলকা, স্থূল কুচতটবিহারী

শিরো-ভূজ-শিরোহধিকম্, অধিকমঞ্জুল-পৃথুল-শ্রোণিভার-ভা-রমণীয়মণীয়মিত-বর্ণবর্ণায়মান-কাঙ্ক্ষিকাঙ্ক্ষি-
তম্, অতিশিথিল-কবরীকলাপকলাপ-বিশ্রংসমান-সমান-কুসুম-নিকরাপদেশেন তিমির-নিকর-রম্যমাণ-
তারাভারাবনিকৃতশোভাভরম্, অতিবর-বিবর-বিব্রিয়মাণ-ঘনঘোরঘোষোদগিধিগর্গরীমুখসমুচ্ছলদচ্ছল-
দক্ষদধিশীকর-নিকর-নিতাহ্রাকীর্ণ-স্বর্ণশাটিকান্তকান্তম্, স্ব-তনয়-নয়ন-লোভনীয়-নবনবনীতনীতমানসহেন
মানসহেন দধিমধনমাদমানাং মা দধানাং বীক্ষ্য মাতরমাতরলক্ষদয়ো বিরচিতপয়োধরসাকাজ্জক্ষাকাজ্জক্ষা-
মতামভিনীয় 'কুরু বিলম্বং মা মথনতঃ, মা মথ, ন তৌদয়, দেহি মে স্তনরসম্' ইতি সকলজনমনোমস্থা
মস্থানদন্তমাদিধার ॥

মুহমুহবিস্ম্যাস্ত এব কিং কণ্ঠবাৎ তাভিরিতি ভাবঃ। করপঙ্কবেন; কথম্বুতেন? দায়াং সম্যগ্ভংকর্ষণে যৎ কর্ণমা-
কর্ষণমবকর্ষণঞ্চ তস্মৈ জনিতঃ পর্যায়ঃ পুনঃপুনরাহুতিস্তেন হেতুনা পরি সর্বতোভবেন আয়ন্তেন পরিপ্রাস্তেন মদ-
কীরণেন মন্ততারণনিমিত্তেন রণন্তো গুঞ্জস্তোহলয়ো ভ্রমরা যত্র তথাভূতং দলিতং প্রফুল্লদলং যৎ কদলং তস্তাপি মল-
কারিণা মালিন্যকারিণা অঙ্গলতয়া গলতা অবতা নির্ভরেণ অতিশয়েন নিঃশেষেণ ভ্রিতং পুত্রিতং যন্তাস্তদযথা স্তাস্থতা।
অলকানাং কুলৈরাকুলায়মানস্ত ভালস্ত ভা কান্তিললিতা যতস্তং, পীবরে কুচতে বিহারো যস্তাস্থথাভূতয়া হার-
লতয়া আন্দোলেন দোলন্তী কঙ্কলিকা যতস্তং। অমলতরাং শ্রুতিযুগলাদঙ্গলন্তী নিঃসরন্তী চ অলাবং বিচ্ছেদ-
বহিতং লাবণ্যং যস্তাস্থথাভূতা চ স্তয়া অমৃতস্ত স্তু ধারায়মাণা চ যা কর্ণভূষাস্থমণীনাং কিরণমঞ্জরী তস্তাস্থয়া বা
জ্বরীজ ভূষামণ্যতিশয়েন প্রকাশমানং মাধুর্যং তস্মৈ ধূর্যতরা অতিশয়েন ধারকা ভূজশিরআদয়ো যতস্তং, তত্র ভূজ-
শিরসী স্বকৌ ভূজো বাহু শিরোধিঃ কক্ষরা। শ্রোণিভারস্ত ভা কান্তিস্থয়া রমণীয়া চ মণিভির্মিতা জটিতা চ বর্ণবর্ণায়-
মানা চ যা কাঙ্ক্ষিকা তয়া আকিতং পূজিতম্। কলাপকলা ভূষণশিল্পবিদ্যাসঃ। তারাগামবতারোহবতরণং পতনং
বদ্র তথাভূতয়া অবনে: পৃথিব্যাঃ কৃতঃ শোভাভরো যতস্তং। অতিবরপৃথুলত্বাৎ অতিবরে বিবরে বিব্রিয়মাণো

হারলতার দোলনে দোলায়িত কঙ্কলিকায় শোভিতা, অতিচার কর্ণযুগল থেকে দোলায়মান নিরবচ্ছিন্ন
লাবণ্যময় অমৃতধারাপ্রবাহস্বরূপা কর্ণভূষামণির কিরণমঞ্জরীতে অতিশয় প্রকাশমান মাধুর্যের আতিশয্যের
ধারক বাহু-স্কন্ধ-কণ্ঠদেশা, অতিস্থূল মঞ্জুল শ্রোণিভারের কান্তিতে রমণীয় মণিতে খচিত-বনবানায়মান
কাঙ্ক্ষিতে পূজিতা, ঘোর অন্ধকারে ঝকমকে তারকারাজি ভূতলে খসে খসে পড়লে যেরূপ শোভার সৃজন হয়
সেইরূপ ভূষণশিল্পবিদ্যাস ও সুন্দর কুসুমচয় অতিশিথিল কবরী থেকে খসে খসে ভূতলে পড়াতে শোভায়
রমণীয়া, যার অতিশ্রেষ্ঠ মুখবিবর থেকে উথিত হচ্ছিল সান্ন্যগস্তীর শব্দসমুদ্র সেই দধিগর্গরীর মুখ থেকে
যে দধিকণা উচ্ছলিত সমুচ্ছলিত হচ্ছিল সেই শিল্পকলাচতুর দধিকণানিচয়ে নিরন্তর আকীর্ণ স্বর্ণবস্ত্রাঙ্কলের
শোভায় কমনৌয়া, নিজপুত্রের নয়ন লোভন নব নবনীত প্রাপ্তির মানসহেতু ও উত্তম মাখন তুলতে
আমিই একমাত্র পারি এইরূপ গর্বের বিদ্যমানতায় হুষ্ঠা মা যশোদাকে দধিমস্থনে রত দেখে শৈশবকলা
কৌশলবান সেই ভগবান্ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো—মায়ের স্তন্যদুগ্ধ পানের আকাজক্ষায় ক্ষুধাপীড়িতভাবে
অভিনয় করে বললো—‘মস্থনে বিলম্ব করো না, মস্থন রাখো, আমাকে ছুঁখ দিও না, আমাকে
স্তন্যদুগ্ধ দেও’—এই বলে সকলজনের মন-মথনকারী সেই বালগোপাল মস্থনদণ্ড চেপে ধরলো।

২। তদপহায় সমনস্তরমনস্তরমণীয়চরিতমতিকোমলং বালকং লম্বালকং তমস্কে নিধায় স্তনরসং
পায়য়ন্ত্যাং মাতরি মাতরিখনা ক্ষুভিত-দহনজ্বালায়ালয়াস্তিকান্তিকাবদনাধিশ্রিতপয়ঃস্থালীস্থালীনপয়ঃ-
সমুচ্ছসনবেগমবলোক্য তত্ৎপতনাশঙ্কয়া কয়াচন ভবনোদরে তনয়োপবেশমীহিত্বা হিত্বা চ তং প্র-
যাতবত্যাং মাতরি, কৃতমনোহরুয়া রুয়া তত উথায় স্বরিতমেব শিলাশকলেন দধিগর্গরীং বিভিভ
বিভিভমানমনা রোষ-ভয়াভ্যাং সর্বতঃ সরীসৃপ্যমাণমথিতধারার্থোতে প্রঘনতলে ভবনাস্তরং গতো
রঙ্গতো বিজনগতং জনগতঞ্চ যম্ ভবতি, তদপি হৈয়ঙ্গবীনং নবীনং নবপ্রযত্নেন সমুভার্য্য কিয়দশিত্বা
কিয়দবচিঘানোহঘানোদিতকোপস্তদাদায় যাবজ্জননী নায়াতি, তাবদেব দেবেদেবেন্দ্রাদিবন্দিতচরণে

ঘনঃ সান্দ্রো ঘোরো ঘোষোদধিঃ শব্দসমুদ্রো যন্তাং তথাভূত্যা দধিগর্গরীয়া মুখাং সম্যগুচ্ছলন্তোচ্ছলদক্ষা ন কস্তচিদ্-
ব্যাজে চতুরা যে দধিশীকরনিকরান্ধিতান্তং সন্ততমার্কাণঃ স্বপশাটিকায়া অন্তঃ কান্তঃ কমলীয়ো যতন্তং। তাদৃশে
নবনীতে নীতং প্রাপিতং যানসং যয়া তস্তা ভাবন্তত্বেন হেতুনা মানস্ত মথনবৈশিষ্ট্যেন বিলক্ষণনবনীতোথাপনে অহমেব
চতুরান্মাত্যেবলক্ষণগদন্ত সজ্জেন বিত্তমানত্বেন মাদস্ত হর্ষস্ত ধানং ধারণং যন্তান্তাম্। ক্ষামতাং ক্ষুধা ক্ষীণতাং
মথনতো হেতোর্মা কুরু বিলম্বম্, অতএব মা মস্থ, মথনং মা কুরু; ‘মস্থ বিলোড়নে’ ইতি ভোবাদিকঃ। ন তোদয়,
ন হুঃখং দাপয়, অতথা ভাণ্ডাদিক্ষোষ্টেনোপি ত্রামুদ্বৈজয়িত্বামীতি ভয়প্রদর্শনম্। সর্বমিদং তস্তাঃ প্রেমপোষকমেব।
মনোমস্থা ইতি কর্তরি অস্বল্পম্ ॥

২। তদপহায় দধিমথনং ত্যক্ত্বা মাতরিখনা পবনেন আলয়াস্তিকে বাসগৃহনিকটে অস্তিকা চুল্লী; “অধিশ্রয়ণী
চুল্লীরস্তিকা” ইত্যমরঃ; তস্তা বদনে অধিশ্রিতা আরোপিতা পয়ঃস্থালী দুগ্ধপাকপাত্রম্। অত্রস্থত্বা আলীনস্ত পয়সঃ
সম্যগুচ্ছসনং সমসমংকারেণ পৃথুলীভবনং তস্ত বেগমবলোক্য তস্ত পয়স উৎপতনাশঙ্কয়া, তদভঙ্ক্যবস্তুত্বপি কাপ্যপেক্ষাতা
যয়া পুনঃ সোধপি সমেত্যপেক্ষ্যতাম্। প্রেমণো বিচিত্রা পরিপাট্যদোরিতা বোধ্যা, তথা প্রেমবতীভিরেব যা অত্র
দুগ্ধাবর্তনকারিণ্যো দাস্তোহপি তত্রাবিচক্ষণতা-দোষারোপেণ পূর্ববৎ ‘অহমেব স্বতনয়ভক্ষণীয়ং দুগ্ধমাবর্তয়িতুং জানামি’
ইত্যভিমানেন তয়া বিসর্জিতা এবতি জ্ঞেয়ম্। কয়া কোধেন হেতুনা; কীদৃশা? কৃতমনোব্রণয়া; “ব্রণোহস্ত্রিয়ামীর্মমকঃ”

মহ্ননভাণ্ড ভেঙ্গে পলারনপর গোপালের পশ্চাৎ মার ধাবন ॥

২। অতঃপর দধিমহ্নন ছেড়ে দিয়ে অনন্ত রমণীয় চরিত, অতি কোমল দীর্ঘ কেশদামে শোভিত
সেই বালককে কোলে নিয়ে স্তন্যদুগ্ধ যখন পান করাচ্ছিলেন মা যশোদা তখন বাসগৃহের নিকটে চুল্লীমুখে
স্থাপিত দুগ্ধপাকপাত্রের দুগ্ধ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতাপে উথলানোর বেগ দেখে তা উছলিয়ে পড়ার আশঙ্কায়
তিনি নিজগৃহমধ্যে তাঁকে বসিয়ে রেখে দুগ্ধ নামাতে চলে গেলেন—এতে বালগোপালের মনে
হৃদব্রণের মতো পীড়াদায়ক ক্রোধের সঞ্চারণ হল—সে সেখান থেকে ঝট্ করে উঠে গিয়ে শিলাখণ্ডের
দ্বারা দধিমহ্ননভাণ্ড ভেঙ্গে ফেলল—এতে মথিত দধির ধারা যখন চতুর্দিকে আঁকাবাঁকা গতিতে বয়ে
গিয়ে বারান্দাটি ধুইয়ে দিচ্ছিল তখন মনের ছিন্নভিন্ন অবস্থায় রোষমিশ্রিত ভয়ে সে অগ্নগৃহে চলে
গেল, একান্তে কিম্বা বহুজনের মধ্যে যা হবার নয়, সেও আবার নবীন, এইরূপ মাখন নবপ্রযত্নে নামিয়ে
নিয়ে কিছু খেল, কিছু পাত্রের উপর-উপর থেকে তুলে নিল। অতঃপর সম্পূর্ণভাবে ক্রোধের শান্তি হলে

জননীভিয়াভিষাতঃ, পলায়নসপক্ষপক্ষদ্বারেণ নিষ্কম্য বহিরঙ্গনে রঙ্গনেয়চরিতোহবহননসময়াস্তসময়াতথা-
ভূতাবস্থিতেরুদ্ধলস্ত খলস্ত নিহস্তা হস্তাবলম্ব্য পৃষ্ঠং চকিত-চকিত এব শাখামৃগশাবকান্নবকান্নবনীতং
তদাশ্রয়মবতন্তে ॥

৩। অথ পয়ঃস্থালীমবতীর্ষ্য তীর্ষ্যমাণজগজ্জনা নিজসৌভাগ্যেন ভাগ্যেন কেনাপি লব্ধতদৃশতনয়া
নয়াসাদিত-যশোভারা যশোভারামণীয়কবতী তনয়মক্ষে কর্তৃমুপসীদন্তী সীদন্তী চ যথাস্থানমবস্থাপিত-
মনালোক্য কং গতি ইতি তমমুসন্দধতী দধতী চ মনসি খেদং বীক্ষ্য চ পুরতোভগ্নদধিগর্গরীয়োহগনিত-
মখিত-ধারাবলিত-বলিতপৈচ্ছিল্যং ভবনোদরং নোদরংহসা শকলিতকর্পরপরঃশতঞ্চ কিমিদমহোহকস্মাৎ
কস্মাদভয়েয়ং দধিগর্গরীতি রীতিনির্ণয়ং কর্তৃমশকুবান। শিলাশকলাকলনেন তস্মৈবেদং দুর্জলিতমিতি

ইত্যমরঃ; রোষভয়ভ্যাং বিশেষণে ভিগ্নমানঃ মনো যন্ত সং; ততশ্চ প্রবণতলে তথাভূতে মতি; অবচিহ্নানন্তত্তং-
পাত্রেভ্যোহগ্রমগ্রভাগমুখাপয়ন্ তন্নবনীতমাদায় গৃহীত্বা; কীদৃশঃ? অহু তদনন্তরম অ। সম্যকপ্রকারেণ নোদিতো
দূরীভূতঃ কোপো যন্ত সং,—কোপন্ত স্বকার্যনাশস্বরূপত্বাৎ। যদ্বাক্ত্বম্ ‘কামস্তাস্তস্ত কুতুভ্ভ্যাং ক্রোধৈস্তত্তং ফলোদযাৎ’
ইতি আড়া দধিগর্গরীভেদেন সত্যপি পূর্বকোপশেষ আসীদিতি জ্ঞোতিতম্। পলায়নস্ত সপক্ষং সহায়যুক্তং পক্ষদ্বারং
‘খিড়িকীদ্বার’ ইতি খ্যাত্যং তেন; ‘পক্ষঃ সহায়ৈষি’ ইত্যমরঃ; রঙ্গে নাট্যাদিস্থলে নেহমভিনেতুং যোগ্যং চরিতং
ভাণ্ডফোটন-পলায়নাদিকং যন্ত সং। অবহননসময়াদতৃশ্চিন্ সময়ে অতথা-ভূতা অধোমুখতয়া অবস্থিত্বিত্ত্ব তন্ত পৃষ্ঠ-
মবলম্ব্য, চকিতচকিত ইতি মাতুরাগমনবজ্জনি দত্তনেত্রতয়া সাবধান ইত্যর্থঃ। আশ্রয়ন্ ভোজয়ন্ ॥

৩। যশশ্চ ভা কাস্তিচ্চ ভাভ্যাং রামণীয়কবতী, নোদরংহসা নিঃক্ষেপবেগেন শকলিতানাং খণ্ডিতানাং
কর্পর্যাণাং পরঃশতঞ্চ বীক্ষ্য পরঃশতাঙ্কান্তে যেযাং ‘পর্য্য সংখ্যা শতাদিক্যাৎ’ ইত্যমরঃ; অশকুবান। ইতি (পা০ ৩২।১২২)
‘তাচ্ছীলাবয়োরবচনশক্তিযু চানশ্’ ইতি চানশ্। শিলাশকলস্ত শিলাখণ্ডস্ত আকলনেন দর্শনেন লিঙ্গেন। মুগ্ধস্ত

যতক্ষণ-না জমমী এসে পড়ছেন সেই অনসরে দেবদেবেন্দ্রাদি-বন্দিতচরণ মায়ের ভয়ে পালিয়ে যেতে
মনস্থ করল, পলায়ন-অনুকূল খিড়কীর পথে বের হয়ে গিয়ে বহিরঙ্গনে ধান-কোটার সময়বিনা
অন্ত সময়ের নিয়মে উল্টে-রাখা উদ্ধেলের পীঠাবলম্বনে দাঁড়িয়ে অহো খল-নিহস্তা, নাট্যমঞ্চে
অভিনয়যোগ্য-চরিত গোপাল মায়ের ভয়ে চকিত-চকিত তাঁর আগমন-পথের দিকে চেয়ে বানর-শাবকদের
সেই নবনবনীত খাওয়াতে খাওয়াতে দীপ্তি পেতে লাগল।

৩। নিজ সৌভাগ্যবলে জগজ্জনতারিণী, কোনও অনির্বচনীয় ভাগ্যবশে তাদৃশ পুত্রলাভে ধন্যা,
কায়সজ্জতভাবেই প্রাপ্ত যশোভারাবনতা, যশের কাস্তিতে পরমরমণীয়া মা যশোদা অতঃপর দুহ্মপাক-
পাত্র চুল্লী থেকে নামিয়ে রেখে যেখানে পুত্রকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন সেস্থানে পুত্রকে কোলে
মিতিত্রে এসে তাকে না দেখতে পেয়ে দুঃখীত হয়ে ‘কোথায় গেল’ এই বলে খুঁজতে লাগলেন—মনে
তার অনুতাপের উদয় হলো, সম্মুখে দেখতে পেলেন ভগ্ন দধিমস্থনভাণ্ড, তার থেকে গড়িয়ে আসছে
অগনিত মাঠার ধারা যা ষবলিত-চিক্কন-পিচ্ছিল করে দিয়েছে গৃহের মধ্যপ্রাঙ্গণ, আরও দেখলেন
প্রস্তরখণ্ডের আঘাতবেগে খণ্ডিত শতাধিক খাপড়া; এই সব দেখে তিনি ভাবলেন, ‘অহো অকস্মাৎ

নাসিকাশিখর-নিহিত-ললিতবামতর্জনীকং ক্ষণমবলোকয়ন্তী স্ময়মানা, স্ময়-মানাভ্রামণি সমবদাতহৃদয়া
দয়লুরপি কৃতকৃতকপ্রতিধা অপ্রতিঘাতমহেসো মহেসোস্ময়মানমানস্ত তস্ত সূতস্ত্রাশ্বেষণায় যদা বহ্নিরিষ্মায়,
তদৈব তামালোক্য সহসা সহ সাধবসেনোথিতা চপলা পলায়নপরা পরাক্রমেণ ক্রমেণ সজ্জবং ধাবমানা
বমানায় শঙ্কমানা সা কাচন শ্যামলা স্তনদ্বয়ী মোহনদেবতা স্বরিতমলুধাবন্ত্যা জনন্যা জনন্যায়বিদাপি
নিজগদে—‘জগদেকধূর্ত ! মা ধাব মা ধাব’ ইতি ॥

■ । স চ পলায়মানো মানোন্নতমনা মনাগ্‌বিন্ধিতগ্রীবমায়্যাত্তি ন বেতি নবেহিভিয়ে মাতরমা-
তরলিতমনসমাধাবমানাং মাধাবমানাজীমালোক্য ধাবতি স্ম । ততশ্চ,

ধাবং ধাবমতিত্বরং সচকিতঃ পশুগ্নুত্মাতরং

গ্রীবাভঙ্গমনোহরং তরলিতে পশ্চাদ্দূর্শো বিক্ষিপন্ ।

স্তোভক্ষুদ্রতয়া ন ধাবিতুমলং যাবন্তদা কাতরঃ

শীতঃ শীতলস্নাককার কৃতকক্রোধং জনন্যা মুনঃ ॥

শিশোরপি কথমদৃশী প্রগল্ভতাভূদিতি স্ময়ো বিস্ময়ঃ, ময়ি সর্বত্র মহাসাবধানায়াং সত্যামশোবং কতুমশকদ্বিভি মানো
অহঙ্কারস্তাভাং হেতুভাং সদ্ভামপি সমাগ্‌ অবদাতং শুদ্ধং হৃদয়ং যন্তাঃ সা, কৃত্য কৃতক্য কৃত্তিমা প্রতিধা ক্রোধোৎপন্ন
বা যয়া সা ; “প্রতিধা কট্‌ ক্রোধো দ্বিয়াম্” ইত্যমরঃ ; নাস্তি প্রতিঘাতো যন্ত তন্মহো যন্ত মহে লীলাচৌর্যাদ্বাংসবে
সোস্ময়মানোহতিশয়েন জায়মানো মানো জ্ঞানং গর্বো বা যন্ত । জনন্যায়বিদা জনন্যা জনানাং ত্রায়াং নীতিং
বেত্তীতি তয়া ॥

এ কি ব্যাপার—কে এই দর্শিভাণ্ড ভাঙ্গলো—কারণ-নির্ণয়ে যখন অসমর্থ হয়ে পড়ছেন এমন সময়
একটি শিলাখণ্ড চোখে পড়ল—এর দ্বারাই বুঝে নিলেন ‘চুল্লিলিত পুত্রেরই এ-কাজ’—এইরূপ মনে হতেই
নাসাগ্রে তাঁর সুন্দর বাম তর্জনী ঠেকিয়ে ঈষৎ হাসিভরা মুখে ঐ দিকে চেয়ে রইলেন । মুগ্ধ বালকের
নির্ভীকতা দেখে বিস্ময়, আর সর্বদা তাঁর এত সতর্ক দৃষ্টির মধ্যেও বালকের এইরূপ শক্তির স্বরূপে
অহঙ্কার—এই ছ-ভাবে বিভাবিতা হয়েও শুদ্ধ হৃদয়বতী মা যশোদা বাৎসল্যে বিগ্নলিত-চিন্তা হয়েও
মুখে কৃত্তিমভাব টেনে এনে অপ্রতিহত তেজস্বী, চৌর্যাদি-লীলোৎসবে প্রথরবুদ্ধিতে দ্বীপ্ত তাঁর পুত্রের
অশ্বেষণে যেই বাইরে এলেন, অমনই তাঁর দর্শনে সে সহসা ভয়ে উঠে চকলভাবে পলাতে লাগল—
তেজের সহিত ক্রমশঃ দ্রুত হতে দ্রুততর ধাবমানা-অপমান ভয়ে ভীতা সেই কোকণ্ড অধিবচনীয়া
শ্যামলা স্তনদ্বয়ী মোহনদেবতাকে দ্রুত পশ্চাৎ ধাবমানা সাধারণ জননী-রীতিনীতি বিজ্ঞা মা যশোদা
বললেন,—‘হে জগদেক ধূর্ত বালক, দৌড়িও না দৌড়িও না’ ।

৪ । বাম্যভাবে উন্নতমনা পলায়নপর সেই বালগোপাল মা ‘আসছেন কি আসছেন না’ এই
চিন্তায় চকিতে পশ্চাতে গ্রীবা ফিরিয়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ানোতে বিশেষ চকলমনা-শোভাতে উজ্জ্বল
মা’কে দেখতে পেয়ে নূতন করে অতি ভয়ের উদয়ে দৌড়াতে লাগল । এরপর খেয়ে চলেতে চলেতে

৫। সাপ্যচে—‘ধূর্ত ! কতোবং ধাবিষ্যসি ? ক বা গন্তব্যম্ ? তন্মা ধাব, তিষ্ঠ।’ তয়া তথোক্তে ‘যদি ন তাড়য়সি, করতশ্চ যষ্টিং পাতয়সি, তদা মা পরং ধাবিতব্যম্’ ইত্যুক্তবন্তং দূরত এব স্থিতং সা পুনরুচে;—

তাড়নে যদি তবাতিশয়া ভী-,স্তং কিমন্ত দধিভাণ্ডমভাজ্ঞীঃ।

মাতরেবমপরং ন করিষ্যে, পাতয় স্বকরতো বত যষ্টিম্ ॥

৬। তদাকর্ণ্য মনসা স্ময়মানা বহিঃকৃতককোপা নিকটমনুসরন্তী ধূর্তং যদারেভে, তদৈব পুনরপি সত্ত্বং ধাবমানঃ পুনরনুধাবমানাং মাতরমবলোক্য কাতরমনাঃ পুনরুচে;—

মাতঃ পাতয় পাণিতঃ খরতরাং যষ্টিং ন মভাড়নং

কার্য্যক্ষেতি কুরুষ সত্যমনঘে তদ্যামি তে সন্নিধিম্।

ইত্যাকর্ণ্য স্মৃতস্ত কাতরবচঃ সা পাণিতোহপাতয়দ্-

যষ্টিং দূরত এব বীক্ষ্য তদসৌ বিশ্রান্তুবান্ ধাবনাং ॥

৪। মানেন বাগ্যেন উন্নতং মনো যশ্চ সং; আয়াতি ন বা আয়াতি মাতা ইতি নবে নূতনে অতিভয়ে সতি মা শ্রীজয়া ধাবমানানি নির্মলাস্ত্রজানি যশ্চাস্তাং মাতরমালোক্য; ধাবিত্বং যাবর অলং ন সমর্থঃ; তাবত্তদা কাহরঃ সন্শীতঃ অলসঃ; “শীতকোহলসোহনুষ্ণঃ” ইত্যমরঃ; কৃতকঃ ক্রোধো যত্র তং মনঃ ॥

■। কৃষ্ণঃ প্রভূচে—মাতরেবমিত্যাदि ॥

মনোহর গ্রীবাভঙ্গিতে চঞ্চল নয়ন পশ্চাতে নিষ্কেপ করতে করতে সচকিতে বার বার মাকে দেখতে দেখতে জড়তা-স্কন্ধতাহেতু যখন আর দৌড়াতে পারল না তখন তাঁর কাতরতা-অলসতা জননীর মনের কৃত্রিম ক্রোধকে শান্ত করে আনল।

৫। মা যশোদা বললেন, ‘হে ধূর্ত এ-ভাবে আর কত দৌড়াবে, যাবেই বা কোথায়, অতএব আর দৌড়িও না, থাম’—মা এ-রূপ বললে পুত্র বলল—‘যদি তাড়না না কর, হাত থেকে যষ্টি ফেলে দেও, তবে আর দৌড়াব না।’ পুত্র এরূপ বললে মা দূরস্থিত পুত্রকে পুনরায় বললেন, ‘তাড়নে যদি তোমার এত ভয় তা হলে আজ কেন দধিভাণ্ড ভাজতে গেলে’—এতে পুত্র বললো, ‘মা অতঃপর আমি আর এরূপ করবো না, হায় হায় তোমার হাত থেকে যষ্টি ফেলে দেও-না গো।’

৬। এ-শুনে মনে মনে হেসে বাইরে ক্রোধ প্রকাশ করে মা তাঁকে অনুসরণ করতে করতে নিকটে এসে যেই ধরতে যাবেন অমনই আবার দ্রুত ধাবমান হলো সে, পুনরায় অনুধাবমানা মাকে দেখে বললো, ‘মা হাত থেকে খরতর ঐ যষ্টিটি ফেলে দেও বলছি, আর তা-ছাড়া আমাকে তাড়নার প্রয়োজনই বা কি, হে অনঘে, এই সত্য করছি এ করলে তোমার নিকট নিশ্চয়ই যাবো, পুত্রের এরূপ কাতর বাক্য শুনে তিনি হাত থেকে যষ্টি ফেল দিলেন, দূর থেকেই তা দেখে গোপাল দৌড়ানো থেকে বিরমিত হলো।

৭। এবমতিকৌতুকং দিবি দিবিষদো বিলোকয়ন্তঃ পরমবিস্ময়স্ময়জুষঃ পরম্পরমূচুঃ—‘অহোহিত-চিত্রম্ !

যদ্রক্ষণোইপি চ পরাৰ্ক্যুগাবসানে, বৈকল্যকারি পরমং কিমুতাপরেষাম্।

তদৈ ভয়ং নিয়তমেব যতো বিভেতি, সোহয়ং প্রসুকলিতযষ্টিকৃতেহতিভীতঃ ॥

৮। তদাশ্বসিত-সমীরণান্দোলিত-কঞ্চুলিকাঞ্চলা শ্রমজলকণালঙ্কৃত-বদনসরোজা ললিতমানকচ-কলাপা ক্ষণধাবনাবসন্নপদকমলা তনয়স্ব করং যদা গৃহীতবতী, তদা সকাতর্য্যং ‘মাতর্মা তাড়য়িস্বসি, মা তাড়নীয়ম্’ ইতি গলদশ্রুতকলা-কলিলমীক্ষণকমলয়ুগলমভিনবপদ্মপলাশকোমলাভ্যাং করতলাভ্যাং বিম্বজন্মন্দমন্দগদগদকলবচনসুধাবিন্দুনিঃস্রুত-তুন্দিলবদনচন্দ্রবিম্বো ভীতভীত এব রুদন্ বিলোকনীয় আসীৎ। তদৈবং মাতা মনসি বিচারয়ামাস—‘ক্ষণময়ং বন্ধা পরিরক্ষণীয়ঃ। যত্নয়ং ন বধ্যতে, তদা কদাচিদ-মর্ষণোহয়মমর্ষবশাদ্যত্র কুত্ৰাপি বনাদৌ গন্তুমর্হতি। তং সম্প্রতি বন্ধনমেব করোমি’ ইতি বিকসিতচারু-দন্তং রুদন্তুতুমাদায় তৈশ্চোবলুখলস্ব সবিধমাগম্য গম্যামানেতরমহিম্নো বিহিতানুবন্ধায় বন্ধায় দাসীগণ-মাহুয় ‘অয়ি কুরঙ্গবতি ! অয়ি লবঙ্গবতি ! লুলিতললিতপট্টদামানমানয় ক্রতম্’ ইতি ॥

৬। সত্যং শপথম্; “সত্যং শপথতথ্যায়োঃ” ইত্যমরঃ ॥

৭। পরমবিস্ময়েন স্ময়জুষঃ, মন্দহাস্তযুক্তাঃ। পরাৰ্ক্যোয়ুগন্ত যুগলস্বেবসানে অস্তে ॥

৮। অমর্ষণঃ ক্রোধনঃ। গম্যামানাদিতরোহগম্যামানো দুর্বিগাহো মহিমা যন্ত তন্ত কৃষ্ণস্ত বন্ধায় বন্ধনার্থং বিহিতো যোহনুবন্ধ উপায়ন্তস্মৈ, তং সম্পাদয়িতুমিতার্থঃ; (পা০ ২।৩।১৪) “ক্রিয়ার্থোপপদন্ত” ইত্যাদিনা চতুর্থী; লুলিতাং

৭। এইরূপ অতিকৌতুক আকাশ থেকে দেবতাগণ দেখতে দেখতে পরম বিস্ময়-মন্দহাস্তযুক্ত হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন,—অহো অতি আশ্চর্য্য।

যে মৃত্যুরূপ ভয় দ্বিপারাৰ্ককাল গত হলে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও বৈকল্যকারী হয়ে থাকে অশ্রুর কা-কথা সেই স্বয়ং ভয়ও সর্বদাই যার ভয়ে ভীত সেই তিনি কি-না জননী-ধৃত যষ্টি থেকে আজ অতি ভীত।

মায়ের বন্ধনোত্তম :

৮। ঐ সময় দীর্ঘশ্বাসবায়ু-বেগে আন্দোলিতা কঞ্চুলিকাঞ্চলা, ঘর্ম্মবিন্দুতে অলঙ্কৃত-বদনকমলা, শিথিল কেশকলাপা, ক্ষণকাল ধাবনেই অবসন্ন পদকমলা মা যশোদা পুত্রের হাত ধরে ফেলতেই সে সকাতরে বললো,—‘মা, আমাকে মেরো না, আমাকে মারার প্রয়োজন কি’ এই বলে অশ্রুবিন্দুতে সজল নয়নকমল অভিনব পদ্মপত্র-কোমল করতলে মুছতে মুছতে, মন্দ মন্দ গদগদ অস্পষ্ট মধুর বচন সুধাবিন্দু ক্ষরণশীল পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলমুখা বালগোপাল ভয়ে ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে চেয়ে দেখবার মত সুন্দর হয়েছিল; মা তখন মনে মনে বিচার করলেন,—‘ক্ষণকাল একে বেঁধে সাবধানে রক্ষা করাই উচিত, একে না বেঁধে রাখলে ক্রোধী এই বালক ক্রোধবশে কোনও এক সময় যে কোনও স্থানে বনাদিতে চলে যেতে পারে, অতএব এখন বেঁধেই রাখি’ এই বলে বিকসিত চারুদন্তে শোভিত ক্রন্দনপরায়ণ

৯। তাভ্যাং সমানীতয়া তয়া জগদেকবন্ধুং বন্ধুং সমুচ্চতয়াং মুদ্যতয়াং ব্রজেশ্বর্যাং বাৎসল্যসার-
মণীষ রমণীষু সকলসম্পন্নীলাসু পল্লীলাসু কামুচন সমাগতাসু তাভিঃ সমং সমুপসন্নেষু নবালকেষু
বালকেষু যদভুত্তদতিচিত্রম্ ॥

১০। তদ্যথা— আত্মং দাম কটীরবেষ্টনবিধৌ বীক্ষ্য প্রসূদ্যঙ্গুল-
ন্যূনং তত্র জুগুপ্স যৎ পরমহো তচ্চাভবত্তাদৃশম্।
তত্রাত্মজ জুগুপ্স যৎ স্মৃতিনী তচ্চেদৃশঞ্চদহো
ব্রহ্মেবাজনি হ্রাসবুদ্ধিরহিতা সা দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতা ॥

১১। ততস্তম্ভাঃ কোপাবেশমুপশুত্বীভিঃ পশুত্বীভিঃ পুরপুরজ্ঞীভিঃ সা নিজগদে, জগদেকবন্ধু !
চিত্রমিদং যদতিপরিমিতপরিমাণেন কনকমেখলাসুত্রেণ বেষ্টিতমিদমস্ম কটিতটং তদধুনা গৃহস্থিতেন
যাবতৈব দান্না ন পরিমীয়তে, সর্বমেব দামনিকুরং দ্ব্যঙ্গুলন্যূনমেব সম্পদ্যতে। তদবশ্যমেব কেনাপি

মার্জিতাং ললিতাং কোমলাম্, পট্টদামানম্, ন তু কর্কশগিতার্থঃ ॥

৯। তাভ্যাং কুরঙ্গবতী-লবঙ্গবতীভ্যাং তয়া তাদৃশপট্টদান্না জগতামেকং মুখ্যং বন্ধুগিতি বন্ধনানর্হত্বেন বিরোধঃ।
মুদি আনন্দে দায়ঃ কোমলত্বদর্শনেন জনিতে ইত্যর্থঃ। যতয়াং রতয়াং পল্লীং নগরং লাঙ্গি বাসার্থং স্বীকৃষ্তীতি তাসু
পুরবাসিনীষ্টিত্যর্থঃ। নবালকেষু নবীনালকযুক্তেষু ॥

১০। দ্ব্যঙ্গুলন্যূনমিতি (পা০ ৫।৪।৮৬) “তৎপুরুষস্তাঙ্গুলঃ” ইত্যাদিনা অচ্ সমাসান্তঃ, তেষাং সর্বেষামেব দান্নাং
সা দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতা ব্রহ্মতুল্যা অজনি অভূৎ,—হ্রাসবুদ্ধিরাহিত্যসাধর্ম্যাৎ। অত্র নিজপ্রভোইষ্টবস্তারক্ষণায় বিভূত্যাশঙ্ক্যেব
সা দর্শিতেতি ভাবঃ ॥

১১। উপ আধিক্যেন, শূন্তীভিদূরীকৃত্বীভিঃ; ‘শো তত্বকরণে’ ইত্যস্ত রূপম্। কেনাপি রহস্তেনেতি অস্ত

সেই ছবিগাহমহিমকে জোর করে ধরে সেই উদ্বলনের নিকট নিয়ে এসে যথাবিহিত উপায়ে বন্ধনের
জন্ত দাসীগগকে ডেকে বললেন,—অয়ি কুরঙ্গবতী, অয়ি লবঙ্গবতী, রেশমি রজ্জু নিয়ে এসো তো
তাড়াতাড়ি।

৯। দাসীগণের আনীত রজ্জুতে কোঁতুকাক্রান্ত ব্রজেশ্বরী জগদেক বন্ধুকে বাঁধতে সমুচ্চত হলে
বাৎসল্যরসসারমণি রমণী, সকল সম্পত্তি-লীলাস্বরূপিণী পুরবাসিনী কেউ কেউ সে-স্থানে এসে উপস্থিত
হলেন আর তাঁদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হ’ল নব অলকে শোভিত বালকগণ,—তখন যা হ’ল সে এক
আশ্চর্যজনক ব্যাপার। তৎযথা—

১০। প্রথম রজ্জুটি কটিবেষ্টন-ব্যাপারে ছ’আঙ্গুল কম দেখে যা তার সঙ্গে অস্থ্য একটি যা
জুড়ে দিলেন অহো তা’রও সেই অবস্থা হ’ল, তার সঙ্গে আরও একটি যা জুড়ে দিলেন স্মৃতিনী যা
যশোদা তা’রও অহো সেই একই অবস্থা হ’ল—সেই ছ’আঙ্গুল ন্যূনতা হ্রাসবুদ্ধি রহিত ব্রহ্মের মতো
হয়ে রইল।

১১। অতঃপর ব্রজেশ্বরীর ক্রোধাবেশ দূরীকরণে অতিশয় যত্নবতী, এই লীলা দর্শনকারিণী

রহস্যে ন ভবিতব্যম্, তদিতঃপরমেব বিরমেতি তদ্বচনবিরতৌ বিস্ময়োৎকর্ষপরবশয়া অবধিঃস্তাবশ্যমেব
বিলোকয়িতব্য ইতি কৃতনির্বন্ধয়া সস্মিতমূঢ়িরে তা অপি—‘অয়ি ! মদগৃহে নৈতাদৃশানুপরাগি সন্তি
দামানি, ভবতীনাং গৃহেষু যানি বা সন্তি, তানুপ্যানয়ত’ ইতি । ততশ্চ,

ন ক্রোধান চ বৈরতো ব্রজপুরুষা ন চ ত্রাসতো

যাসাং যেষু গৃহেষু সন্তি পরিতো যাবন্তি দামানুথ ।

তাবশ্যেব হি তাভিরত্র পরমাদানন্দকৌতুহলা-

ল্লোকাভীতচরিত্রবীক্ষণবশাদানিহিরে তৎপুরঃ ॥

১২ । তমথ তথৈব শৈশবনাট্য-পরিপাট্যানিশকৃত-নয়নকমলজলকণনিপাতপরিমূজা-দুঃস্থিতবর-
সরসিজমতিগদগদগদন-কলভাস্বরস্বরমতিমুচ্ছ মধুরতরং রুদন্তমপি কপটরোষাবেশেন পুনস্তানি সকলানি
কলানিপুণতয়া প্রত্যেকমেব সংগ্রথ্য কটিতটঘটিত-পূর্বসংগ্রথিত-দামানি সংযোজ্য বগ্নতী গ্রন্থতী গূঢ়তর-

ললাটপত্রে বিধাত্রা বন্ধনং ন লিখিতমিত্যতুসীযত ইতি ভাবঃ । বিরমেতি তদন্তর্যাকরণং তয়া অশক্যমিতি ভাবঃ । সন্তি
সাদৃশি কোমলপটুময়ানীত্যর্থঃ; তৎপুরঃস্তা যশোদায়া অগ্রে ॥

১২ । অথ পুনরপি তৎ বগ্নতী সা সর্বাণ্যেব দামানি দ্ব্যঙ্গুলনূনানুত্তরলোক্য পুনর্বন্ধনোপায়ং চিন্তয়ামাসেত্যহং ।
শৈশবনাট্যস্থ পরিপাট্যা অনিশকৃত্য নিরন্তরমেব কৃত্য যা নয়নকমলয়োজলকণানাং নিপাতস্থ পরিমূজা পরিমার্জনং তয়া
দুঃস্থিতে করসরসিজে যন্ত তম্; অত্র শৈশবস্থ নিত্যত্বেহপি মুখ্যত্বেন যৎ প্রত্যাযনং তদেব কপটম্, মুখ্যত্বস্ত বস্তুতঃ

পুরঞ্জীগণ তাঁকে বললেন—‘হে জগদেক ধাত্তে, এ আশ্চর্যই বটে—যেহেতু অতি পরিমিত মাপের
কনকমেখলাসূত্রে বেষ্টিত হয়ে আছে এর এই যে-ছাট্ট কটিতট তাই কি-না এখন ঘরের সমস্ত রজ্জুতেও
বেষ্টন করে উঠতে পারছে না, সমস্ত রজ্জুশ্রেণীকে ছু-অঙ্গুলী নূন করে দিচ্ছে, অতএব এতে অবশ্যই
কোনও রহস্ত থাকা সম্ভব, অতএব অতঃপর তুমি এ-কার্য থেকে বিরত হও’—এরূপে এদের কথা শেষ
হলে অত্যাধিক বিস্ময়ে বশীভূত হয়ে ‘এ-ব্যাপারের শেষটা অবশ্যই দেখা প্রয়োজন’ এরূপ জেদ দ্বারা
চালিত হয়ে যশোদা হাসতে হাসতে তাঁদের বললেন—অয়ি, আমার ঘরে আর এতাদৃশ অপর রজ্জু
নাই, তোমাদের ঘরে যা কিছু আছে তা সব নিয়ে এসো । অতঃপর না-ক্রোধাবিহিত হয়ে, না-বৈরীতা
বশতঃ না-ব্রজেশ্বরীর ভয়েও শুধু পরমানন্দ কৌতুহলবশতঃ লোকাভীত চরিত্র দেখবার ইচ্ছায় যে
গোপীরা যে ঘরে যতটুকু রজ্জু এদিকে-ওদিকে ছড়ান ছিল তার সবটুকুই নিঃশেষে নিয়ে এসে ব্রজরাণীর
নিকট পৌঁছে দিল ।

১২ । অতঃপর বালগোপাল নিত্যকৈশোরে স্থিত হয়েও শৈশবলীলা-অভিনয়চাতুর্যে অঝোরে
ঝরিত নয়নজল মুছতে মুছতে করকমলকে উদ্যস্ত করে তুলল, অতি গদগদ অস্পষ্ট-দীপ্ত-মুচ্ছ মধুর হতেও
মধুর স্বরে সে কাঁদতে থাকলেও মা কপট রোষাবেশে পুনরায় পুরঞ্জীদের আনীত রজ্জুসমূহ কলানৈপুণ্যে
প্রত্যেকটিকেই জোড়া দিয়ে কটিতটে পূর্বে লাগান রজ্জুর সহিত জোড়া দিয়ে গ্রন্থি লাগিয়ে বাঁধতে চেষ্টা

মন্তুঃকুতুকেন বিলসন্তীষু হসন্তীষু হরিণনয়নাসু সৌহৃদেন কৃষ্ণরোদনমালোক্য চারুদংশু রুদংশু
বালকেষু পুরেব সৰ্বাণ্যেব দ্ব্যঙ্গুলন্যাত্তবলোক্য স্বসনসমীরণ-বেগ-বেগমানবক্ষঃস্থলমবয়বকিশলয়-
সমুদ্রাস্তকান্তশ্রমজলকণ্ঠরনির্ভরমাকুল-বিগলৎকবরীভারবিশ্রংসমান-মালতীদাম শ্রমমাত্রশেষকোপফলা
নিষ্ফলপ্রয়াসেব পুনর্বন্ধনোপায়ং চিন্তয়ামাস ॥

১৩। ততশ্চ, নিস্পন্দানি বিলোচনানি বিগলৎশ্রদ্ধানি গেহং প্রতি

স্বাস্তানি গ্রহতাঃ সমস্তবিষয়ে সংস্কারশেষা অপি ।

নির্দামানি বভূবুরেব ভবনাগ্নাভীরবামক্রবাং

মাত্রা কৌতুককুণ্ডাদ্ধুতশিশোর্বন্ধানুবন্ধে কৃতে ॥

১৪। ন কচিদপি কেনাপি চিদ্রক্ষুং শক্যতে, ন চানন্দঃ, ন চ জ্ঞানম্, ন মহোহপি ; তৎ কথমহো

কৈশোরশ্চৈব । যদুক্তম্—(ভং রং সিং ২।১।৬৩) “বয়সো বিবিধত্বেহপি সৰ্বভক্তিরসাত্মকঃ । ধর্মো বৈশোর এবাজ
নিত্যনানাবিলাসবান্ ॥” ইতি, অত্রাপ্যত্রৈ বিবিচ্য সমাধাশ্রুতে । তানি ভাবিভারানীতানি দামানি । অন্তঃকুতুকেনেতি
কৃষ্ণশ্রাদৃষ্টগতং বন্ধনং নাস্তীত্যস্বদ্বচনমমানিতবত্যা ব্রজেস্বর্যাঃ প্রোচিঃ কিয়দবধির্ভবিষ্যতীত্যন্ত পশ্যাম ইতি । চারবো
দস্তা যেযাং তেষু,—রোদনার্থং মুখব্যাদানে দন্তানাং প্রকাশ্যং । বালকেষু স্রবলাদিষু কৃষ্ণবয়শ্চেষু, স্বসনসমীরণ
ইত্যাদিনা শ্রমবাহুল্যম্, অবয়বকিশলয়েত্যাদিনা শ্রমশ্র বহুকালব্যাপিৎসম্, আকুলবিগলদিত্যাদিনা বন্ধনর্থপ্রযত্নৈকোপ-
মনস্বং ব্যঞ্জিতম্ । শ্রমমাত্রমেব শেষোহবশিষ্টং কোপশ্র ফলং যন্তাঃ সা ॥

১৩। কৌতুকেন কুপ্যতীতি কৌতুককুণ্ডা ভাবশ্রুতাতা তয়া হেতুনা ; অদ্ধুতশিশোরিতি—ন চ দেহো বর্ধতে,
অতিপরিমিতপরিমাণেন কমকমেখলাসুজ্ঞেণ বেষ্টিতমশ্রু বটিতটমিতি গুণোক্তেঃ, ন চ দামাত্তপি হ্রসন্তি,—‘যাবতৈব
দাম্মা, সর্বমেব দামনিকুরষ্ম’ ইত্যাহ্যাক্তেঃ, প্রত্যক্ষমেব যথারূপেণ তেষাং দৃশ্যমানত্বাৎ । অতঃ শিশুনির্ধমেবাদ্ভুত-
ত্বমিতি ॥

করলেন, তখন হরিণনয়না পুরজীগণ গুচতর অন্তঃকৌতুকে ভাসছিলেন, হাসিতে তাদের মুখভরে
গিয়েছিল, আর স্নন্দর দন্তে শোভিত শ্রীদামাদি বালকগণ কৃষ্ণকে কাঁদতে দেখে কাঁদতে শুরু করেছিল—
এই পরিস্থিতিতে মা যশোদা সমস্ত রজ্জু ছ-অঙ্গুলী ন্যূন দেখে পুনরায় বন্ধনোপায় চিন্তা করতে লাগলেন,
তখন তাঁর দীর্ঘশ্বাস-বায়ুর বেগে বক্ষোস্থল কম্পিত হচ্ছিল, তাঁর প্রতি-অঙ্গরূপ নবীনপত্র থেকে নিঃসৃত
কমনীয় ঘর্মবিন্দুর আধিক্যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন তিনি, তাঁর কবরীভার বিগলিত হয়ে
পড়ছিল, মালতীমালা খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল—কিন্তু তাঁর কোপের ফল শ্রমমাত্রেই পর্যবসিত হ’ল—
এইরূপে প্রয়াস নিষ্ফল হলে মা যশোদা পুনরায় বন্ধনোপায় চিন্তা করতে লাগলেন ।

১৩। আর, তখন মা যশোমতি কৌতুক-কোপবশতঃ এ-অদ্ধুত শিশুর বন্ধনে জেদ ধরলে
উপস্থিত সূত্রদের চক্ষুস্থির হয়ে গেলো, গৃহের প্রতি শ্রদ্ধা বিগলিত হয়ে গেল, সমস্ত বিষয়ের অশেষ
সংস্কার অন্তঃকরণ থেকে মুছে গেল তাঁদের—গৃহও ওদিকে হয়ে উঠল দামশূন্য ।

১৪। কেউ কখনওই না-বাঁধতে পারে চিংবস্ত্রকে, না-আনন্দকে, না-জ্ঞানকে, না-তেজকে—

চিদানন্দ-জ্ঞানমহোময়বপুষং তমসৌ বধ্নাতু ? তথাপি হি—

অন্তর্যস্ত ন বিত্ততে ন চ বহির্যোগেহন্তর্বহিচ্চিত্তয়া-

নন্দত্বেন মহন্তয়া চ সদৃশঃ পূর্ণোহপরিচ্ছেদবান্ ।

নো পূর্বং ন পরঞ্চ যস্ত তমহো মাতা কথং কোপতো

বধ্নীয়াদিতি তৎকৃপৈব কৃতিনী চিত্তাঘিতাহবর্তত ॥

১৫ । অথ তথাপি বন্ধনির্বন্ধনির্ভরপরিশ্রমলুলিত-কলেবরাং মাতরমভিবীক্ষ্য সজ্জাতকরণো ভজজ্ঞান-পরিশ্রমো নিজকুপা চেতি দ্বাভ্যামেবায়ং বন্ধো ভবতি, নাহুথেতি যাবদ্দ্বয়ানুৎপত্তিরাসীত্তাবদেব

১৪ । অত্র সমাদধাতি—ন কচিদতি । চিৎ চৈতন্যং জ্ঞানম্, আনন্দনিষ্টমহুভবম্ । উক্তমর্থমেব বিশদয়ন্ প্রস্তোতপযোগিত্বেন শক্ত্যন্তরপ্রাচুর্ভাবমাহ—অন্তরিতি । বন্ধনং হি বহিঃ পরীতেন দাম্নাস্তর্যাত্তস্ত সম্ভবতি । যস্ত অন্তর্ন বিত্ততে, বহিঃ ন বিত্ততে, তত্র ক বা দাম্না হ্যাতব্যম্, কিং বা তেন বেদনীয়ম্ । অত্র অন্তরভাবে বহিরভাবে এব হেতুর্ভবিরভাবে চ অন্তরভাবে ইতি দ্বয়োঃ পরস্পর-সাপেক্ষত্বেন সিদ্ধত্বাৎ, কিন্তু সর্বেষামেব বস্তুনামন্তর্বহিচ্চিত্ত সদৃশ-স্তল্য উভয়ত্রাপি বিত্তমানত্বাৎ ; কিঞ্চ, পূর্বাপর্যাবভাগবদবস্তু পূর্বতো দাম্ পরতো বধ্যতে, যস্ত ন পূর্বং ন পরঞ্চ তং কথং বধ্নীয়াদিতি । অত্র পূর্বং ‘মাতরন মন্তাডুনাদিকং কার্যম্’ ইত্যাদিকাকুভিঃ কারিতসত্যায়্যাপি মাতুঃ স্ববন্ধনব্যবসায়মালোক্য কৃষ্ণস্ত কুপিতশিশুহঠবস্তাদ্বাভাব্যেন বন্ধনাসম্মতো জাতায়াং ‘মৎপ্রভুং কা বধ্নীয়াৎ’ ইতি তত্র বিতুতাশক্ত্যা স্বয়মেব প্রাচুর্ভূতম্, ততশ্চ তথাপি বন্ধননির্বন্ধানিবৃত্তিমতিশ্রমঞ্চ মাতুরালোক্য কৃষ্ণশ্চৈব স্বপ্রৌঢ়িত্যাগেচ্ছায়াং বিতুতাশক্ত্যা তত্রৈবান্তভূতম্ ;—কৃষ্ণ-তদভ্যন্তর্যোর্মধ্যে ভক্তশ্চৈব প্রৌঢ়ৈবলবৎদর্শনাৎ ; (ভা০ ১।৯।৩৭) “স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞাম্” ইত্যাদেৱিতি । ততশ্চ মাতুঃ শ্রমদর্শনজনিতস্নেহপরবশতয়া ‘অধুনা মম বন্ধনমেব মম স্নেহদম্’ ইত্যাকারায়্যং মনোবৃত্তৌ কুপাশক্ত্যা শক্ত্যন্তরবৃত্তিপরাভাবিহা প্রাচুর্ভূতমিত্যাহ—তৎকৃপৈবেতি । কৃতিনী পণ্ডিতা, অতিবিক্রমমপি সমাধাতুমিত্যর্থঃ ॥

১৫ । ন্যূনতারাং দ্যক্ষুলমাত্রাৎ রহস্যপ্রদর্শকং নিদানমাহ—ভজজ্ঞানপরিশ্রম ইতি । সিদ্ধ-সাধক-ভারতম্যোন শ্রমশ্রান্নত্ব ভারতগ্যং জ্ঞেয়ম্, তথাত্মসারেণ কুপায়া অপি ভারতম্যং জ্ঞেয়ম্ । শ্রমত্বঞ্চ লোকপ্রতীত্যেব জাতরতিষু ভাঙ্কেষু

তবে কি করে অহো এদের সকলের সমষ্টি চিদানন্দজ্ঞানতেজময় বপু এ-বালককে বাঁধা যাবে ?

এই সিদ্ধান্তর পুষ্টিসাধনে বলা হচ্ছে—যাঁর ভেতর নাই বাইরও নাই, যিনি চিৎ-আনন্দ-তেজ হওয়ার দরুণ সমস্ত বস্তুর ভেতর-বাইর এই উভয়ের তুল্যতা সম্পাদক এবং পূর্ণ, যিনি পরিচ্ছিন্ন নন, যাঁর পূর্বাপর নাই তাঁকে মা কি করে ক্রোধবশে বাঁধতে পারবেন ? এইরূপ ভাবনায় শ্রীকৃষ্ণের অতিবুদ্ধিমতি কুপা চিত্তাঘিতা হয়ে পড়লেন ।

গোপালের বন্ধনাস্পীকার :

১৫ । এততেও মা যশোদার জেদের অন্ত নাই—এই বন্ধনের জেদবশতঃ অতিপরিশ্রমে তাঁর দেহ টলতে লাগলো—আর এ-দেখে গোপালের চিন্তে করুণার উদ্রেক হ’ল । ‘ভক্তের ভজনশ্রম, আর তদোখ কৃষ্ণকুপা, একমাত্র এই দু-এর সংযোগেই কৃষ্ণ বদ্ধ হ’ন, এতে আর অগ্ৰথা হয় না ।’—

দায়াং দ্ব্যঙ্গুলন্যনতাসীং, সম্প্রত্যভয়মেব জাতমিতি পুনরুত্তমমাত্রৈ তয়া ত্রিস্রমাণ এব বন্ধনমুরী-
চকার ॥

১৬ । ততঃ সিদ্ধার্থৈব সা সহচরবালকান্ প্রতি ‘ভো ভো ভবন্তিরবলোকনীয়োহয়ং স্বয়মাখ্যানং
মোচয়িত্বা যদি পলায়তে, তদাহমাকারণীয়া’ ইতি প্রোচ্য পুরপুরস্ত্রীভিঃ সহ ভবনমধ্যমাবিবেশ ।
গতায়াক্ষ তস্তাং বিগতরোদনমল্লিনিমানমানচক্ষমতিপ্রসঙ্গমাদধানো জননীকৃতো বন্ধঃ কার্য্যাহুরোপ-
যোগী ভবত্বিতি পরমযোগীশ্চস্ত নিজপরমপ্রিয়ভক্তস্ত নারদস্ত নারদস্ত বচনামৃতমৃতমৃতমেব কইং
তদভিশাপলক্কতরুজন্মনোধনদতনুজন্মনোৰ্নলকুবর-মণিগ্রীবয়োবলুগ্রহগ্রহিলমনা মন্দমন্দমুদুখলং বিকর্ষন্
জালুকরচংক্রমণেন তয়োরাভ্যাসমভ্যাসযৌ ॥

১৭ । তদনু সহচরবালকা অপি চলিতবন্তো দূরে সদসতোরিব একমূলয়োঃ, জ্ঞানবর্শ্ণণোরিব পৃথক্-

কৃষ্ণস্বন্ধেন তস্ত স্তব্ধময়ঙ্ঘেনৈবালুভবাং । দ্ব্যভ্যাগিতি প্রথমো ভক্তনিষ্ঠঃ, দ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণনিষ্ঠো গুণস্তাভ্যাং হেতুহেতুঃ স্ত্যা-
মিত্যর্থঃ । তয়া যশোদয়া ॥

১৬ । নারদস্ত ‘নু বিক্ষেপে’ ইত্যস্মাৎ, নারং তয়োর্মদিবাকৃতবিক্ষেপং ত্বতি শাপব্যাঞ্জনং খণ্ডয়ত্বীতি তস্ত ;
যদ্বা, ‘নু নয়ৈ’ ইত্যস্ত ক্লপম্, নীতিপ্রদস্তেত্যর্থঃ । স্বতমেব, সত্যমেব, অভ্যাসং নিবর্তম্ । ‘প্রণয়রসনয়া তদানাগো-
দুখলাস্তঃ, স্বপচমপি নিবন্ধো মোচয়ে মুভূপাশাং । বিধিমপি পরিব্রাজ্যমদংশং চেদবদ্ধো, মুনিমপি নয়করাগারমধ্যে
ক্ষিপামি ॥ ইতি বত গম বদ্ধসৈব যদ্যোচকত্ব-ব্রতমিহ ন জনন্ত্যং সার্থকত্বং প্রযাতি । তদুপপুরত্বো দ্রাগকুনৌ
মোচয়ামী-’, তমুশদিব মুকুন্দচতুসমীপং জিহানঃ ॥’

এই নিয়মে যতক্ষণ ঐ ছুটির উৎপত্তি হয় নাই ততক্ষণই রজ্জুর দু’অঙ্গুলী ন্যূনতা ছিল, সম্প্রতি উভয়েরই
উৎপত্তি হয়ে গেল, তাই পুনরায় মা উত্তম করা মাত্রই বন্ধন স্বীকার করে নিলো বালগোপাল ।

১৬ । অতঃপর মা যশোদা কার্ষিসিদ্ধিতে তৃপ্ত হয়ে উপস্থিত শ্রীদাম স্তম্ভমাদি সখাগণকে
বল্ললেন—‘আরে শোন শোন, তোমরা সকলে একে দেখে রাখবে, নিজে নিজে বন্ধন মুক্ত হয়ে যদি
পালায় তবে আমাকে ডেকে দিবে’ এই বলে পুরস্ত্রীগণের সঙ্গে গৃহান্ত্যত্বরে প্রবেশ করলেন তিনি ।

তারা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রোদন থেমে গেলো, শ্রীমুখচন্দ্রের মলিনতা চলে গেল,
প্রসন্নতায় বলমল করে উঠল সে, চিন্তা করলো আচ্ছা জননীকৃত বন্ধন কার্য্যাহুরের উপযোগী হো’ক-না
কেন ?

যমলাজু’নভঞ্জন :

এই ভেবে নিজপরমপ্রিয়ভক্ত, কুবেরপুত্রদ্বয়ের মদপানজনিত বিক্ষেপ-খণ্ডনকারী পরমযোগীশ্চ
নারদের সত্য-বচনামৃত সত্যই যাতে হয় তাই করবার জন্ত তাঁর অভিশাপে তরুজন্ম প্রাপ্ত কুবেরপুত্র
নলকুবের-মণিগ্রীবকে অল্পগ্রহ করবার আগ্রহে মন্দ মন্দ উদুখল আকর্ষণ করতে করতে হামাগুড়ি দিয়ে
তাঁদের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হ’ল বালগোপাল ।

পৃথক্কাণ্ডয়োঃ, সামযজুযোরিব বহুশাখয়োঃ, মহারাজকীর্ত্তিপ্ৰতাপযোরিব বিদূরবিস্তারযোগিগিরিবরঘন-
বরযোরিব মহাসারযোর্বর্ষাশরৎকালযোরিব বহুতরাক্‌য়োঃ, ব্রহ্মাণ্ডবিরাড়-বিগ্রহযোরিব মহাস্থলয়োঃ,
ভীমাজুজকার্ত্তবীৰ্য্যযোরিবাজু ন-নামধেয়োনকুল-সহদেবযোরিব যমযোর্মহীৰুহয়োঃ সমীপমুপসর্পন্তঃ
তমালোক্য দিনকরকিরণাসহিসুতয়ানয়োর্মূলমবলম্ব্যত ইতি যদা বিভর্ক্যাস্থভূঃ, তদৈব দৃশ্যমান এব
তয়োর্মূলমধ্যমধ্যান্ত তিৰ্য্যাক্কৃতোলুখলঃ খলহস্তা স আশ্চর্য্যবালকোহবালকোহমলবপূরপূর্বচিত্রচরিত্রো
বিনা প্রযত্নেনৈব তাবতুলুখল-সজ্জটনতঃ সমূলমুন্মূলয়ামাস ॥

১৮ । এবং তন্মামকীর্ত্তনেন সবাসনেহংহঃসজ্জ ইব তেন সমুন্মুলিতে তরুদ্বয়ে জগদণ্ডাণ্ডবিবরবর্জিত-
সকলশব্দ-নির্বাপকঃ কশ্চন প্রলয়ঘনঘটানির্মুক্ত-মহাশনিপ্রকরভৈরবাবাবাহুকারী মড়মড়েতি ধ্বনিবিশেষঃ

১৭ । সদসতোঃ স্থলশৃঙ্গতত্ত্বয়োরেকমূলয়োদয়োরেব প্রকৃতিপুরুষভবত্বাং তুলাকারণকয়োবিস্তারো বিস্তৃতিঃ ;
পক্ষে, বিটপঃ “বিস্তারো বিটপোহস্ত্রিয়াম্” ইত্যমরঃ; মহাসারযোরিতি গিরিবরে সারঃ হৈর্যম্, ঘনবরে আদ্যারো
ধারাসম্পাতঃ মহীৰুহয়োঃ সারো ঃজ্জা ইতি, বহুতরাক্‌যোরিতি বর্ষাস্থ অন্ধা মেঘাঃ, শরদি অপাং দা শুদ্ধিঃ ‘দৈপ্
শোধনে’ ইত্যম্মাদি অন্ধাঃ, মহীৰুহয়োঃস্বাস্তদ্বয়োঃ পরিচ্ছেদকবৎসরাঃ । অবগতা ব্যস্ততয়া লম্বিতা অলকাস্চূর্ণ-
কুন্তলা যশ্চ সঃ, অমলশরীরঃ, সংঘটনতঃ সঞ্চালনাং ॥

১৭ । বালগোপাল চলছে, আর তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীদাম শুবলাদি সখাগণ,—দূর থেকেই
তাঁদের সকলের দৃষ্টি পড়ে গেলো দুটি মহীৰুহের উপর, স্থল-শৃঙ্গ তত্ত্বের মূল যেমন এক তেমনই এই
বৃক্ষ দুটির মূল এক, জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ডের বিষয়বস্তু যেমন পৃথক্ পৃথক্ তেমনই এঁদের কাণ্ড পৃথক্
পৃথক্, সামবেদ যজুর্বেদ যেমন বহুশাখাসম্বিত তেমনই এঁরা বহুশাখাসম্বিত, মহারাজের কীর্ত্তি ও
প্রতাপ যেমন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তেমনই এঁরা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, গিরিবরের উৎকর্ষ যেমন মহান
স্থিরতায় ও ঘনঘটীর উৎকর্ষ যেমন ধারা সম্পাতে তেমনই এঁদের উৎকর্ষ অতি উত্তম গজ্জায়, বর্ষাকাল
যেমন মেঘাড়াঘরে ঢল ঢল ও শরৎকাল যেমন নির্মল জলে মনোহর তেমনই মহীৰুহ দুটি বছবৎসরের
প্রাচীনতায় গম্ভীর, ব্রহ্মাণ্ড এবং বিরাট বিগ্রহ যেমন মহাস্থল তেমনই এঁরা মহাস্থল, ভীমের ছোট ভাই
ও কৃতবীৰ্যের পুত্রের নাম যেমন অর্জুন তেমনই এঁদের নাম অর্জুন, নকুল সহদেব ছ’ভাই যেমন
যমজ তেমনই এ-মহীৰুহ দুটি যমজ ।

এই যমজ মহীৰুহের নিকট গোপালকে যেতে দেখে শ্রীদামাদি সখাগণ যখন মনে মনে বিচার
করছেন ‘অহো সূর্যকিরণ সহ্য করতে না পেরেই বোধ হয় আমাদের সখা এই বৃক্ষ দুটির মূলে আশ্রয়
নিচ্ছে’ সেই অবসরে দেখতে দেখতেই এই যমজ বৃক্ষদ্বয়ের মূলমধ্য্যে প্রবিষ্ট হয়ে এলোমেলো বিলম্বিত
চূর্ণকুন্তলে শোভন, পবিত্রদেহ, অপূর্ব বিচিত্র-চরিত্র সেই খলহস্তা আশ্চর্য্য বলক উদুখলকে তেরছা
করে একটিমাত্র ঝটকা টানে বিনা প্রযত্নেই বৃক্ষদ্বয়কে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলল ।

১৮ । শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তনে যেমন বাসনার সহিত সমস্ত পাপ-অপরাধ সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়

সবিশেষমুৎপপাত, তদ্বয়ঞ্চ নিপপাত। পতিতয়োশ্চ তয়োর্মধ্য এব স উলুখলনিবন্ধস্তাদৃশেনাপি
ভৈরবেন রবেণ নতরামুদ্বিগ্নমনা মনোগপি ন চকিতঃ প্রসন্নবদনস্তয়োরাআনাবিব মুক্তিমহৌ পরমতেজস্বিনৌ
দিব্যমূর্তী পুরুষাবালোকয়ামাস। তাবপি শাপনিমুক্তৌ নিত্যমুক্তমপি বদ্ধং নিত্যশুদ্ধমপি নবনীতা-
পহারদূষিতং জগদ্বন্ধমোচকমপি মাতৃবাৎসলেন স্বীকৃতবন্ধং তমভিতুষ্ঠু২তুঃ ॥

১৯। 'জয় জয় সক্তিদানন্দঘন! ঘনঘটামেছুর! ছুরবগাহলীল লীলয়াকৃত-ধরণিতলাবতরণ,
রণসর্বদানব সর্বদানব-পরাভব-ভবৎপটিচটুলভুজবল জবলবাৎসাত-মহাজুর্নদ্বন্দ্ব নির্দ্বন্দ্বির্ভরপুরুষ কুপণ-
জনবৎসল জনবৎসললিত-বিলাসব্রজ ব্রজপুরমঙ্গলাবতার তারকেশক্লেশকর-বদনবিষ্ব বিষ্ববন্ধু করচির-
মধুরাধরধরণিতলালঙ্কারকার কারণহীনকৃপা-কৃপাণলতিকালূনয়াহনাভ্যবিভয়ানন্দিতমতিমজ্জন মতিমজ্জন-
নির্বিশয়লীলাহকৃপার! পারমহংস্তপথাধিগম্য-চরণকমল! কমলজশিতিকর্পাদি-কর্পাভববীর্যতত্ত্বগণগণ!
গণনাভীত-লোকোত্তরপ্রভাব! প্রভাবহুল! বহুললিতবিহার! হারবিলসদক্ষঃস্থল! স্থলকমলবিমলপদ-

১৮। প্রলয়কালীনাভির্ঘেষট্যভিনিমুক্তানাং বিস্থটানাং মহাবজ্রপ্রকরণাং যো ভৈরবো ভয়প্রদ আরাবো
ধ্বনিস্তময়কতুং শীলং যশ্চ সঃ ॥

১৯। রণে যুদ্ধবিষয়ে যে সর্বদৈব নবা অতিবলিষ্টদ্বারবীনা ইব সর্বে দানবাস্তেবাং পরাভবনিমিত্তে, ভবৎ উৎপত্ত-

তেমনই সমূলে তরুদ্বয় যখন উৎপাটিত হয়ে গেল তখন জগদগুণাণ্ডবিবরবর্তী-সকলশব্দ-নির্ধাপক,
প্রলয়মেঘাড্ঘর-নির্মুক্ত মহাবজ্রসমূহের ভয়প্রদ শব্দসদৃশ কোনও এক অদ্বুত ভয়ঙ্কর 'মড় মড়' উচ্চ শব্দ
অকস্মাৎ উথিত হ'ল,—আর সেই সঙ্গে ভুলুষ্ঠিত হ'ল তরুদ্বয়।

ভুলুষ্ঠিত ঐ তরুদ্বয়ের একেবারে মাঝখানে অবস্থিত, উদুখলে নিবন্ধ বালগোপাল তাদৃশ ভয়ঙ্কর
শব্দে একটুও উদ্বিগ্নমনা একটুও চমকিত হয়নি, সে প্রসন্নবদনে চক্ষু মেলে দেখতে পেলো তরুদ্বয়ের
আত্মার মতো পরমতেজস্বী দিব্যমূর্তি দুটি পুরুষ। নিত্যমুক্ত হয়েও ভক্তিবন্ধ, নিত্যশুদ্ধ হয়েও নবনীত
অপহরণদোষে দূষিত, জগদ্বন্ধমোচক হয়েও মাতৃবাৎসল্যে বন্ধন-স্বীকারকারী বালগোপালকে সেই
পুরুষদ্বয় শাপনিমুক্ত হয়ে স্তব করতে আরম্ভ করলেন।

যমলাজুর্নের স্তুতি :

১৯। জয় জয় সক্তিদানন্দঘন, ঘনঘটামেছুর, ছুরোধ্যলীল, লীলয়াকৃত-ধরণি-তলাবতরণ,
রণে সদা নবীন, সর্বদানব-পরাভব নিমিত্ত আবির্ভাবিত চাতুর্যে চটুল ভুজবল, শক্তির সামান্যমাত্র
প্রয়োগেই যমলাজুর্নভঙ্গক, উচ্ছলিত কৃপা মহাসাগর, দীনজনবৎসল, অশেষ সললিত নরলীল,
ব্রজপুর মঙ্গলাবতার, চন্দ্রমার ক্লেশকর বদনমণ্ডল, জয় জয় বিশ্বফল ও বাঁধুলি পুষ্পসম মধুর অধর,
ধরণিতল অলঙ্কারকার, অহৈতুক কৃপারূপ খজ্রাদ্বারা অনাদি অবিচ্ছিন্ন ছেদনহেতু আনন্দিত-বুদ্ধিমান
জনের প্রাণারাম, বুদ্ধিপ্লাবী-বিষয়াভীত লীলাসমুদ্র, পরমহংসের ভজনপথে প্রাপ্য চরণকমল, ব্রহ্মা-
শিবাদির দ্বারা আভরণস্বরূপে কণ্ঠে গৃহীত গুণসাগর, অগণিত অলৌকিক প্রভাব, প্রভা-বহুল

যুগ ! যুগচতুষ্কৃতাংশাবতার ! তারকাবদগণেশ্যনামরূপ ! নির্মলযশোবদাত ! দাতরভিমতানামভিমতা-
নামখিললোকনাথ ! নাথ নমস্তে নমস্তে । জগতি সমস্তে সমস্তে কোইপরঃ, পরমপুরুষ । তব কুহকং
কুহ কং ন মোহয়তি, ত্বর্ঘটঘটনচাতুরী চাহিতুরীকরোতি কশ্চ ন মনো মনোরম ! মূর্ত্তানন্দ নন্দ-
নন্দন নন্দনবনবিহারিণাং মুকুটমহামরকত ! কতমো ভবন্তুমুত্তমশ্লোকমুপশ্লোকয়িতুমর্হতি । স্বমসি
মূর্ত্তামূর্ত্তানন্দেন ব্যাক্তাব্যাক্তাকারতয়া, নন্দয়সি নিজভজনকারিণোহধ্যাত্মবিদশ্চ । তেন নিরর্গলগলদমন্দ-
চিন্মকরন্দমন্দাকিনীমেত্রে তব চরণারবিন্দে বিন্দেব রতিমরতিমপাকুর ॥

২০ । কিঞ্চ, বাঞ্ছাবহে কিমপি নাইপরমার্ভবক্কো, ত্বংপাদপঙ্কজপরাগনিষেবি-সঙ্গাৎ ।

শাপোহপি যমুনিপতেরভবৎ প্রাসাদঃ, কৈর্নাজিয়েত তদহো মহতাং প্রসঙ্গঃ ?

২১ । বাগন্ত তে স্তুতিষু তাবকপাদপদ্ম-;ধ্যানে মনস্তব কথাশ্রবণে শ্রুতী চ ।

কিং ভূরিণা বত হ্রযীকপতেহস্মদীয়ঃ, সেবারসেন রসিকোহস্ত হ্রযীকবর্গঃ ॥

মানন্, পটিলি চাতুর্যে, চটুলং ত্রয়াযুক্তং ভুজবলং যন্ত হে তথাভূত ! জনবৎ লোকান্তকারী সললিতো বিলাসমুহো
যন্ত ; কারণহীনা নিহেতুকা কুপৈব কৃপাণলতিকা খঞ্জালতিকা তয়া লুনয়া ছিন্নয়া অনাদিরূপয়া বিস্তয়া হেতুনা
আনন্দিতা মতিমন্তো জনা যেন ; মতেবুর্দ্ধির্মজ্জনমাপ্রাবো যত্র স চ নির্বিষয়ো বিষয়াতীতশ্চ লীলাসমুদ্রো যন্ত ; “সমুদ্রো-
হক্লিরকুপারঃ” ইত্যমরঃ ; নির্মল্যশোভিবদাতা শ্বেতীকৃতোৎপঃ । অভিমতানামভিমানবিষয়াণাম্, অভিমতানামভী-
পিতানাম্, দাতঃ হে দায়ক ! ‘নমস্তে নমস্তে’ ইতি হর্ষণে বিরক্তিঃ । সমস্তে জগতি তে তব সমোইপরঃ কঃ, ত্বমেব

-বহু ললিত বিহার, হারে শোভিত বক্ষস্থল, স্থলকমল বিমল পদযুগল, চারিযুগে অবতীর্ণ অংশাবতার,
জয় জয় তারকাবৎ অগণিত নাম-রূপ, নির্মল যশোবদাত, অভিমানের এবং অভীপ্সিত বিষয় দাতা হে
অখিললোকনাথ, হে নাথ আপনাকে প্রণাম করি প্রণাম করি, সমস্ত জগতে আপনার সম কেবা
আছে হে, আপনিই আপনার সম, হে পরম পুরুষ, আপনার মায়া কোথায় কা’কে না মোহিত করে,
আপনার ত্বর্ঘটঘটনচাতুরী কার-না মন ব্যাকুলিত করে হে মনোরম, হে মূর্ত্তানন্দ নন্দনন্দন নন্দনবন-
বিহারী দেবতাদের মুকুটমহামরকতমণি ! উত্তমশ্লোক আপনার যশ-বর্ণনে কে বা সমর্থ হবে, আপনি
মূর্ত্তামূর্ত্ত আনন্দ বলে এবং সবিশেষ নির্বিশেষ উভয় স্বরূপে বিদ্যমান বলে নিজভক্তদের এবং জ্ঞানিদের
উভয়ের আনন্দদাতৃ ;—অতএব প্রার্থনা যেখান থেকে নিরন্তর ক্ষরিত হচ্ছে উত্তম চিংকরন্দ-মন্দাকিনী
সেই অতিস্নিগ্ধ আপনার চরণারবিন্দে প্রদান করুন রতি, আর দূর করুন অশ্রীতি আমাদের দু’জনের ।

২০ । আরও, হে আর্ভবক্কো, আপনার পাদপঙ্কজ-নিষেবি ভক্তসঙ্গবিনা অপর কিছুই
বাঞ্ছা করি না, যেহেতু মুনিপতি নারদের শাপও প্রসাদ হয়েছে, অতএব অহো কে-না মহৎপ্রসঙ্গের
আদর করে ?

২১ । আপনার স্তুতিতে আমাদের বাণী, আপনার ভক্তের পাদপদ্মধ্যানে মন, আপনার
কথা শ্রবণে শ্রুতি নিয়োজিত থাকুক, হে হ্রযীকেশ, অহো আর অধিক বলার কি আছে আমাদের

- ২২ । দেবর্ষিণা তব পদাক্রমধুব্রতেন, ভূয়নকারি বত নৌ শপতা প্রসাদঃ ।
লীলালবোঢ়জগদগুপারঃসহশ্রো, যেন ত্রমক্ষিবিষয়োহদ্রুতবালখেলঃ ॥
- ২৩ । কে বর্ণয়ন্তু ভগবন্ ভবতো জনতাঃ, সৌভাগ্যমেতদতিভূরি যয়াসি বন্ধঃ ।
যৈশ্চকলেশশতভাগমপীহ নাপু-ত্রক্ষা শিবঃ শতমথশ্চ মহর্ষয়শ্চ ॥
- ২৪ । ন জ্ঞানিনাং সকলবেদবিদাং চ ভূমন্, যোগৈকনিষ্ঠমনসাং চ ভবান্ সুখাপঃ ।
তেষামতীবমূলভঙ্কুমসীহ যেষাং, নন্দাঅজ্ঞে হয়ি রতিনরবাললীলে ॥

২৫ । তদনুজানীহি নাথ ! নাথয় নৌ মনোরথং যথা ভবদীয়চরণারবিন্দ এব রতিমুদ্রহন্তৌ
হন্তৌচিত্যেন প্রারন্ধফলমুপভুঞ্জানৌ সময়ং গময়াবহে ॥'

২৬ । ইতি যাবদন্তুহিত্য তৌ দিশমুত্তরামুপযযতুস্তাবদেব দেব-দিঙনাগ-নাগপুরনাগরীবাধি-

ত্বংসম ইত্যর্থঃ তত্র হেতুঃ—তব কুহকং মায়া কুহ কুত্র কং ন মোহয়তি, কুত্রেত্যর্থো কুহেত্যব্যয়ম্, আতুরীকরোতি
বাকুলীকরোতি, উপশ্লোকয়িতুং শ্লোকৈরুপশ্লোভুন্, মূর্ত্তামূর্ত্তেত্যাদি যথাসংখ্যোন্যার্থো জ্ঞেয়ঃ, বিন্দেব লভেবহি ॥ (২০, ২১)

২২ । লীলালবেন উচ্যমানি যুতং জগদগুণাং পরঃসহশ্রং যেন সঃ, তথাভূতোহপি অদ্রুতা বালখেলা যন্ত সঃ ॥

২৩ । যন্ত সৌভাগ্যন্ত ॥ (২৪)

২৫ । নৌ আবাহং মনোরথং বাঞ্ছিতং নাথয় যাচয়, প্রার্থনাং কারয় ॥

সমস্ত ইন্দ্রিয় আপনার সেবারসে রসিত হোক ।

২২ । আপনার পদকমলমধুকের দেবর্ষি নারদ শাপ দিতে দিতে আমাদের মহান্ কৃপা
করেছেন, যে কৃপার ফলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডধারী অদ্রুত বাললীল আপনি আমাদের দৃষ্টির বিষয়িভূত হয়েছেন
অবলীলাক্রমে ।

২৩ । হে ভগবন্, আপনি যাঁর ভক্তিবন্ধ সেই জনমীর অতি মহান্ এই সৌভাগ্যের কথা কে
বর্ণন করতে সক্ষম হবে, যে সৌভাগ্যের শতাংশ ভাগও ব্রহ্মা পায় নাই, শিব পায় নাই, ইন্দ্র
এবং মহর্ষিগণও পায় নাই ।

২৪ । হে ভূমন্, আপনি জ্ঞানিগণের, সকল বেদবেত্তা কর্মিগণের, ও একনিষ্ঠমনা যোগীগণের
সুখাপ নন,—কিন্তু যাঁদের নন্দাঅজ নরবাললীল আপনাতে রতি আছে এই ভুলোকে তাঁদের অতীব
সুলভ আপনি ।

২৫ । অতএব হে নাথ, আমাদের আঞ্জা করন, আমাদের মনোভীষ্ট প্রার্থনা করান, যাতে
অধঃপতিত আমরা ছ'ভাই ভবদীয় চরণারবিন্দেই শ্রীতি ধারণ করতে থাকি, আর খুশি মনে প্রারন্ধ ফল
ভোগ করতে করতে সময় কাটাতে থাকি ।

দামবন্ধন-মোচন :

২৬ । এইরূপে প্রার্থনা করবার পর নলকুবের মণিগ্রীব যেই অন্তর্হিত হয়ে উত্তর দিকে চলে

কারিণা ত্রাসিতঘোষণে ঘোষণে তেন পততোল্লক্শাপ-সংযময়োৰ্ধময়োৰ্জুনয়োৰ্গতরসা তরসা সৰ্বেব বাল-
বৃদ্ধনর-নারীসংহতিব্রজেস্বরী চ বিতৰ্কং পুরস্কৃত্য কৃত্যপরাড্ মুখহৃদয়া হৃদয়াকটপরমশঙ্কয়া কয়াচন
তত্রৈবোপসসাদ ॥

২৭ । আগত্য চ ভগবতে বালকৃষ্ণায় দগুবৎপ্রণামার্থ্য পতিতায়্য ভুবো হস্তাবিব পাতালবিবরাদ-
যুগপদ্বর্দ্ধমুখায় পৃথগ্ঘিয়াসন্তাবজগরাবিব ভগবতৈব যুগপৎ পাতিতাবাদিদৈত্যৌ মধুকৈটভাবিব পতিতো
মহাভ্রমাবন্তরাহন্তরাগ্ন-রহিতমনাকুলমকুতোভয়ং কুতোভয়ং বিতরস্কমিব তং বালমুকুন্দং মুকুন্দং নিধিমিব
বিলোকয়ন্তঃ ‘কিমিদং কিমিদমহো বিনা বাত্যয়াহত্যয়াসাদনেন ভুবি নিপতিতাবেতো মহার্জুনৌ
কস্মাদকস্মাদয়ং বোভয়তো ভয়তোদকরাবেতাবন্তরাস্তরালেখ্যগতং নবপয়োদ-শকলমিব শিশুরয়ং সমু-
জ্জিহীতে হী তে ন ভাগ্যং নোহধিককতরং বলীয়ো যদয়ং নিরাকুল এবাস্তে ॥

২৬ । দিগ্‌নাগা দিগ্‌গজাঃ, ত্রাসিতো ঘোষো গোকুলং যেন তেন ঘোষণে হেতুনা গতৌ রসো যন্তাঃ সা ॥

২৭ । হস্তাদিতি ইয়ন্তয়া দয়োৰ্ধনানাতিরিক্তত্বম্, অজগরাবিবেত্যাদির্দৈৰ্ঘ্যম্, মধুকৈটভাবিবেতি ভয়ানকত্বমুক্তম্,
অন্তরা মধ্যে অন্তরায়ৈর্বিদ্যৈ রহিতম্, কুত ইতি কুঃ পৃথিবী তন্ত্বে, সার্বভিত্তিকিস্তসিঃ; অভয়ং বিতরস্কং দদতমিব মুকুন্দং
তন্মানমম্; তথা চ ক্রমদীপিকারাম্—“ইন্দ্রনীলমুকুন্দান্তান্ মকরানঙ্গবচ্ছপান্ । শঙ্খপদ্মাদিকাংশৈব নিধীনষ্টৌ ক্রমাদ-
যজ্ঞে ॥” ইতি । অতয়াসাদনেন নাশপ্রাপ্তা, “দিষ্টান্তঃ প্রলয়োহত্যয়ঃ” ইত্যমরঃ; কৃষ্ণস্ত ভয়করৌ আত্মনশ্চ তৌদ-
করৌ ইত্যভয়তোদকরৌ, অন্তরালেখ্যামন্তশিঞ্জম্ সমুজ্জিহীতে সমুদগচ্ছতি, হীতি বিশ্ময়ে ॥

গেলেন তখনই লক্শাপ সমাপ্তি কালে যমলার্জুনের পতনহেতু দেবতা-দিগ্‌গজ-নাগপুরনাগরীগণের
বধিরতাকারী গোকুলের ভীতিকর যে ভয়ঙ্কর শব্দ হলো তার দ্বারা শুষ্কহৃদয়া সকল বালবৃদ্ধনারীগণ তথা
ব্রজেস্বরী নানারূপ জঘন্য-কল্লনা করতে করতে সমস্ত কর্তব্য থেকে পরাভুগ হয়ে কোনও বিশেষ শঙ্কায়
আকুলচিত্তা হয়ে দ্রুত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন ।

২৭ । এসেই তাঁরা ভগবান্ বালকৃষ্ণকে দগুবৎ প্রণামার্থে লম্বা হয়ে পতিত পৃথিবীর বাহুযুগলের
মতো, পাতাল-বিবর থেকে যুগপৎ উর্দ্ধে উঠে এসে পৃথক্ পৃথক্ গমনেচ্ছুক অজগরের মতো, ভগবানের
দ্বারা যুগপৎ ভূপাতিত আদিদৈত্য মধুকৈটভের মতো ভূতলে পতিত ছই মহাভ্রমের মধ্যে নির্বিশ্ব-
অনাকুলিত-অকুতভয় অবস্থায় পৃথিবীকে যেন অভয় দান করছেন এই ভাবে বিরাজমান মুকুন্দকে
মুকুন্দমণির মতো দেখতে দেখতে বললেন—‘অহো এ-কি এ-কি বিনা-ঝড়ে কি করে অকস্মাৎ এই
মহার্জুনযুগল বিনষ্ট হয়ে ভূমিতে নিপতিত হল—অহো এই দেখ আমাদের বালকের ভয়প্রদ আর
আমাদের দুঃখপ্রদ এইরূপে উভয়ের দুঃখদায়ক এ ছই রক্ষের মধ্যে চিত্রে অঙ্কিত নবমেঘখণ্ডের মতো
আমাদের শিশু ঐ উজ্জল ভাবে দীপ্তি পাচ্ছে—অহো আমাদের ভাগ্য অধিকতর বলবান্ যেহেতু
এ-বাগক নিরাকুল অবস্থায় বিরাজিত রয়েছে ।

২৮। কিমেনয়োশ্চিরকালীনতয়োপনতয়োপপ্লবকারিণ্যা জরন্তরতয়া মূলমেব বিজীর্ণম্, তেন নিজবিস্তারভারেণৈবানয়োনিপাতঃ? ন চ তথা, মূলমনয়োঃ সরসমেব, সমে বহুলশিফানিবহে স্নিগ্ধতা স্থলতা চেতি মীমাংসামানেষু সমানেষু সুখদুঃখাভ্যাং ব্রজজনেষু ব্রজপূরপূরন্দরোহদরোদিত-স্মিত-সুখালেশপেশলাস্তং লাস্তং কুব্ধৈব মনসা স্বরমাণেন পিতরমালোক্য সমুল্লসন্তমুল্লসন্তং বালকৃষ্ণং মোচয়িত্বাহঙ্কেকৃত্য কৃত্যকোবিদামপি সভার্যাং স ভার্যাং ‘মহদনার্যং কৃতং ভবত্যা’ ইতি জুগুপ্সমানো গর্গগিরমমুস্বত্য স্মৃত্যবিরোধেন জ্ঞাতমহিম্নঃ পুত্রস্ত্রৈবেয়ং কৃতিরিতি মনসি বিদাঞ্চকার ॥

২৯। তস্মিন্লেব সময়ে সহচরাঃ শিশবোহপি ‘ভো ভো অনেনসানেন সাম্প্রতং তির্থগেব কৃত্বো-
লুখলং সমেখলং সমেতভরেণাকর্ষণেন সমূলমুন্মূলিতাবেতৌ’ ইতি যদৃচিরে, চিরেণাহপি ন তং কেহপি প্রতীয়ুঃ। অনন্তরং কৃতস্বস্ত্যয়নং সকলস্বস্ত্যয়নং তং বালকৃষ্ণং দধিদূর্বাঙ্কতাদিনাঙ্কতাদিনারায়ণগুণাধিক-
গুণং নির্মম্ব্য কৃতমঙ্গলতূর্যঘোষণেণ ভাবনং প্রবেশয়ামাস ঘোষাবীশঃ ॥

২৮। উপনতয়া প্রাপ্তয়া, সমে দ্বয়োরপি তুল্যে শাখাসমূহে, মীমাংসামানেষু বিচারয়ন্তু। সুখদুঃখাভ্যামিতি কৃষ্ণস্ত স্বস্তিদ্ভিষ্টা ভয়সন্তাবনয়া চ। পেশলং সুন্দরম্, “পেশলো কচিরে দক্ষ” ইতি বিখ্যঃ। সমুল্লসন্তমিতি পিতরমিত্যস্ত বিশেষণম্, মুদা লসন্তমিতি বালকৃষ্ণমিত্যস্ত, স নন্দো ভার্যাং শ্রীযশোদাং সভাস্থ আৰ্যাম্, অনার্যং নিন্দ্যং জুগুপ্সমানো নিন্দন্ গর্গগিরং (ভা০ ১০।৮।১৯) “নারায়ণসমো গুণৈঃ” ইত্যাদিকাং স্মৃত্যবিরোধেন ধর্মশাস্ত্রোক্তং যং কৃষ্ণস্ত্রৈবস্বং তদ-
যথার্থতয়া প্রকারান্তরেণ জ্ঞাতমপি নন্দবাৎসল্যস্ত বিরোধং নাকরোদিত্যর্থঃ। যদা, স্মৃতিরিচ্ছা তদবিরোধেন পুত্রপ্রভাবঃ পিত্রোঃ স্মৃথ্যৈব স্তাদিতি “স্মৃতিরিচ্ছা ভয়োর্থমসংহিতায়ামপি স্মৃতিঃ” ইতি বিখ্যঃ ॥

২৮। ‘বহুকালের প্রাচীনত্ব হেতু উৎপাতজনক অতিবৃদ্ধ অবস্থা এসে গিয়েছে বলেই কি এদের মূল একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে, যার ফলে নিজ বিশাল দেহভারেই এদের পতন হল? না, তা-ও তো না, এঁদের মূল তো সরসই দেখা যাচ্ছে—হুয়েরই একই রকম বহু শাখানিকরে স্থলতা-স্নিগ্ধতা রয়েছে দেখছি’—সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন ব্রজবাসিগণ যখন এরূপ বিচারে ব্যস্ত রয়েছেন সেই অবসরে ব্রজপূরপূরন্দর স্মিতসুখালেশে সুন্দর মুখো, নৃত্যপরায়ণ নটের মতো চঞ্চল মনা, উল্লসিত এবং পিতার দর্শনে আনন্দে উচ্ছলিত বালকৃষ্ণের বন্ধনমোচন করে দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে সর্বকর্মে পারদর্শিনী সভাতে সম্মানীয়া নিজ ভার্যাকে এইভাবে নিন্দাবাদ করলেন—‘অহো এ তুমি বহুতরই অগ্ণায় কার্য করেছ।’ কিন্তু ‘এ-বালক নারায়ণসম গুণবান হবে’ ইত্যাদি গর্গবাক্য স্মরণ করে তিনি মনে মনে জানলেন ধর্মশাস্ত্র অনুসরণে জ্ঞাতমহিম পুত্রেরই এই কর্ম।

২৯। ঠিক সেই সময়ে শ্রীদামাদি সহচর বালকগণ বলে উঠলো—‘গুনুন গুনুন নিরপরাধ এ-কানাই এই এক্ষণই সমেখল উদুখলকে তেরছা করে জোরে আকর্ষণ করতেই বৃক্ষছটি সমূলে উৎপাটিত হয়ে পড়ে গেলো’—তারা যদিও বার বার এরূপ বলতে লাগলো কিন্তু কেউ তাঁদের কথা বিশ্বাস করলো না, অনন্তর ঘোষেশ্বর নন্দবাণী সমস্ত মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ নারায়ণ হতে অধিক গুণসম্পন্ন এই

৩০। অথ তথৈব কদাচন ধূলিখেলালসং লালসং বয়স্খ্যবালকেষু নিজপরাগপটলেন ধূসরগন্ডী-
বরমিব ধূলিধোরণি-কলিলমমলকলেবরমভ্রবিভ্রমং ভ্রমন্তমিতস্ততস্ততখেলনকুতুকাবেশেন গমিতামিতকালং
সরামমভিরামচরিতং যথাকালমালয়মপ্রাপ্তমবলোক্য সখেদয়া দয়াবত্যা ব্রজপুরপরমেশ্বরী প্রহীয়ামাণা-
হহীয়ামানানন্ত-পরম-সুকৃতাধিরোহিণী রোহিণীদেবী হরিতমাগত্য গত্যবসাদেনাপ্যসন্নপদকমলা দূরত
এব 'তাত ! প্রাতরারভ্য সন্তত-তন্তুমানখেলয়াহহলয়াগমনমপি বিস্মৃতম্ ; গগনমধ্যমধ্যবরুহ তপতি
ললাটন্তপস্তপন এষঃ, কথমনেন নবনীতকোমলেন বপুষা ঘনঘর্মাঘাতমপি সহসে ? সহসেমং খেলারস-
মপহায় সহ সহচরৈরেব সমেহি, সমে হি কালে কৃতমজ্জনো ভবদভিরামেণ রামেণ পূর্বজনিনা সহ
কৃতাসনো জননীমনঃ প্রমোদয়' ইত্যুচে ॥

৩১। ইতি তদুক্ত্যপি যদি খেলাতো ন বিররাম রামকনীয়াংস্তদা গৃহগত্যাং রামমাতরি মাত-

২৯। অনেকনসি অনেকন অনেকন কুঞ্জন সমেপলং মেপল সহিতং সমেতভরেণ সংপ্রাপ্তভরেণ তন্ত্যাকর্ষণেন অক্ষতং
ক্ষতাব্যঃ ॥

৩০। ধূলিখেলায়াং বসো যন্ত তম্, লালসীতীতি লালস্মত ইতি বা পচাশ্চ লালসম্ ধূলীনাং ধোরণীভিঃ
শ্রেণীভিঃ কলিলং সঙ্কীর্ণম্ ; অভ্রবিভ্রমমিতি পুনরভ্রোপমা ইতস্ততো ভ্রমণসাধার্যেণ লীলামৃতং ষ্ট্যা চ, ততো বিস্মৃতঃ খেলনে
এব যঃ কুতুকাবেশস্তেন ; প্রহীয়ামাণা প্রস্থাপ্যামানা, বর্ধমানসামীপো বর্ধমানবত্যাং প্রহিতেত্যর্থঃ ; অহীয়ামানানি ত্যক্তু-
মযোগ্যানি অনস্থানি পরমসুকৃতানি অধিরোচুমধিরোহয়িতুং বা শীলমন্তাঃ সা ; ন স্নেহে বিশীর্ণে পদকমলে যন্তাঃ সা ।
রামকৃষ্ণয়োর্দর্শনস্থাবেশাদিতি ভাবঃ । ললাটন্তপ ইতি (পা০ ৩২।৩৬) “অসূর্যললাটয়োর্দৃশিতপোঃ” ইতি খশ্ ॥

বালকৃষ্ণের শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন করবার পর আরত্ৰিক করিয়ে মৃদঙ্গ-পনবাদি নানাবাद्यযন্ত্রের ধ্বনির সহিত
গৃহে প্রবেশ করালেন ।

গোপালের প্রাতঃভোজন :

৩০। অতঃপর এইরূপে কখনও ধূলিখেলারসে লালস, ধূলিজালে ধূসরিত অমল কলেবর,
নিজপরাগনিকরে ধূসরিত নীলকমলের মতো নয়নাভিরাম, ইতস্ততঃ ভ্রমণে মেঘভ্রান্তি উৎপাদক,
বয়স্খগণের মধ্যে নানাবিধ খেলন-কৌতুকাবেশে বহুকাল স্থিত গোপালকে বলরামের সহিত যথাসময়ে
গৃহে ফিরতে না দেখে ছঃখাশ্বিতা করুণাময়ী ব্রজপুরপরমেশ্বরী অক্ষীণ-অনন্ত-পরমসুকৃতির সোপান-
স্বরূপ রোহিনীদেবীকে ডাকতে পাঠালেন । দ্রুত চলার পরিশ্রমেও অশ্রাস্ত পদকমলা রোহিনীদেবী
তাড়াতাড়ি এসে দূরে দাঁড়িয়েই বললেন—‘ওহে বাপধন, সকাল থেকে নিরন্তর নানাবিধ খেলায় মত্ত
হয়ে ঘরে ফেরাও যে ভুলে গিয়েছ—সূর্য মধ্যাকাশে আরোহণ করে তোমার ললাটটিকে সন্তপ্ত করছে,
কি করে তোমার এই নবনীত কোমল দেহে এই ঘনঘর্মাঘাত সহ্য করছ, এখনই এ-খেলারস ত্যাগ করে
সহচর বালকগণসহ চলে এসো, যথাকালে স্নান করে তুমি নয়নাভিরাম বড়ভাই রামের সহিত আহারে
বসে জননীর মনকে প্রমোদিত করো ।’

বিশ্ববেগতো গতোংসাহা ব্রজেশ্বরী স্বয়ং স্বয়ম্ভরণা হরিতমাগত্য রামমামন্ত্য নিজগাদ—‘বৎস রাম ! হরিতমেহি, মে হিতং বচনমাকর্ণয়, তব মুখমীক্ষমাণো ব্রজপুরপুন্দরোহপি নিরশন এব বর্ততে।’ বিশেষতশ্চ আহ—‘হে বৎস ! কৃষ্ণ ! ভবতোহু জন্মক্ৰমোণে মঙ্গলাভিষিক্তঃ ক্ষিতিসুরবরাশিষা সমর্চিতঃ সমাচারসমুচিতং ত্বমপি তেভ্যঃ কনকবসনাদি জনকোপনীতমুপকল্য জনকেন সহ ভোক্তুংসহসি ॥’

৩২ । ইতি নিগদন্তী দন্তীজগামিনী নিকটমভ্যেত্য ‘বৎস এহি’ ইতি কৃষ্ণকরকমলমাধৃত্য বলদেব-মগ্নতঃ কৃষ্ণা সহচরানপি সহানয়ন্তী নয়ং তীব্রমুপপাদয়ন্তী স্বয়মেব সহোদরয়ো রয়োপনায়িত-মঙ্গলাভ্যঞ্জে-দ্বর্তন-স্পর্শন-মার্জন-পরিধাপনানুলেপন-ভূষণ-মালাদি-সকলসামগ্রীক দলদিন্দীবর-সৌদর্যতঃ কলেবরতো বরতো ধূলীমপনীয়াতিমিততিমিতবসনশকলেন পরিমূঢ়্য চ পুনরভ্যঙ্গাদিনোপচর্য্য তদবসরমীক্ষমাণস্ত ব্রজরাজস্তাভিমুখমুপনির্নায় রামকৃষ্ণৌ ॥

৩১ । মাতৃবিশ্ববেগতঃ পবনবেগেন হরিতমাগত্য স্বয়ম্ভরণা স্বখেদেন স্বভাবত এব সদা দানপ্রিয়ং কৃষ্ণং তত্ৎসাহ-মুংপাশ্চ খেলাতো নিবর্তয়তি—বিশেষতশ্চেতি ॥

৩২ । নয়ং তীব্রগতি মাতুরীদৃশ্চৈব নীতিঃ প্রশস্ততে, যৎ পুত্রস্ত পেলাসুখম্পীযং ন সহতে ভোজনাপেক্ষয়েতি ভাবঃ । রয়েণ বেগেন উপনায়িতা দাসীবৃন্দদ্বারৈব নিকটমানায়িতা মঙ্গলাভ্যঞ্জেদ্বর্তনাদি-সামগ্রী যয়া সা । বিকসিত-নীলাম্বুজসদৃশাদঙ্গাং প্রথমং স্পর্শগণিভাং স্বাক্ষলেন বা ধূলীমপনীয়া পুনরভিস্থমুখলীনিরসনায় অতিমিতমতিপরিমিতং মহাসুস্কৃতস্তময়দ্বাং ত্রিমিতমার্জীকৃতম্ ; ‘ত্ৰিম টিম আর্জীভাবে’ ইতি ধাতুঃ ॥

৩১ । রোহিণীদেবী এক্রপ বলা সঙ্ঘেও রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ যদি খেলা থেকে বিরত না হল, রামমাতা একা ঘরে এলেন, তাঁকে একা দেখেই বেদনাভারে গতোংসাহা ব্রজেশ্বরী স্বয়ং বায়ুবেগে অতি শীঘ্র খেলাস্থানে গিয়ে রামকে সম্বোধন করে বললেন—‘বৎস কাম্য, তাড়াতাড়ি এসো, আমার হিতবাক্য শোন, তোমার মুখ চেয়ে চেয়ে ব্রজপুরপুন্দর না খেয়ে বসে আছেন । আরও বিশেষ কথা—‘হে বৎস কৃষ্ণ, আজ তোমার জন্মকক্ৰমোণে, এই যোগে মঙ্গলকর্মের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে, ও ব্রাহ্মগণের দ্বারা বিশেষ আশীর্বাদযোগে অর্চিত হয়ে পিতৃদেব কর্তৃক আনীত উৎসব-সমুচিত কনক-বসনাদি ব্রাহ্মগণকে দান কর, অতঃপর পিতার সহিত ভোজনের জন্ত প্রস্তুত হও।’

৩২ । এইরূপ বলতে বলতে গজগামিনী যশোদাদেবী নিকটে এসে ‘বাছা এসো’ বলে হাত ধরে বলদেবকে অগ্রে করে সখাগণসহ কৃষ্ণকে ঘরে নিয়ে এলেন । প্রশংসনীয় জননী-নীতি-অনুসরণে আপনা থেকেই চিন্তে চকলতা ভাবের উদয়ে মা যশোদা দাসীগণের দ্বারা দ্রুত মঙ্গলিক-দ্রব্য তৈল-হরিদ্রা-গন্ধ-স্নানের জল-গামছা-পরিধেয় বস্ত্র-কপ্তরাদি অনুলেপন-ভূষণ-মালাদি সকল সামগ্রী আনিয়া নিলেন, প্রফুল্ল কৃষ্ণাঙ্গ থেকে ধূলি দূর করে অতি পরিমিত আঙ্গু বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা পরিমার্জিত করে তৈল-হরিদ্রাদি দ্বারা পুনরায় সাজিয়ে কৃষ্ণাগমনপথ চেয়ে অপেক্ষমান ব্রজরাজের সম্মুখে রামকৃষ্ণ ছ’ভাইকে উপস্থিত করিয়ে দিলেন ।

৩৩। উপসন্নয়োঃ তয়োঃ প্রমুদিতমনা মনাক্ শ্মিতপূৰ্বমবেক্ষ্য বদনং নিজমঙ্গমারোপয়ামাস ব্রজরাজঃ ॥

৩৪। তদহু তনয়াভ্যাং সহভোজনারম্ভে সহোপসন্নান্ সহচরানপি ভগবজ্জননী নিজতনয়সাধা-
রণেন ভৃত্যজ্ঞৈঃ কারিতাভ্যঙ্গাদি-সকলোপচারান্ সমাহুয় কৃষ্ণেন সহৈব বিশ্বিদাশয়িত্বা নিজগৃহান্
প্রাপয়িষুরপি ‘বৎসাঃ! মা পরমেতাবস্তং কালং খেলনীয়ম্; যন্তপ্যয়মতিচকলো মদ্বালঃ খেলাং ন
পরিহরতি, তথাপি ভবদ্বিঃ ক্ষণমেব খেলিত্বা মদগৃহে স্বগৃহে বাগমুভ্যম্। তথা সতি কথমেকক এষ খেলতু’
ইতি সদয়ং তান্ বিসর্জয়ামাস ॥

৩৫। অথাপরেছ্যুরপি কয়্যাপি ফলবিক্রয়িণ্যা ‘কেন ক্রেয়ানি ফলানি’ ইতি নীতিচতুরয়া রয়াসা-
দিতব্রজরাজপূরদ্বারয়া পুনরুদীরিতে ব্যবহারে হারেণ বিলসদ্বঃস্থলঃ স্থলকমলচরণঃ করপুটপুটকিনী-
প্রস্থনাভ্যাং গৃহান্তরতঃ ক্রমনির্গলনেন দ্বিত্রাশ্রাবশিষ্টং শাশ্বাজলিমাদায় বণবণংকারিকাক্ষনকিঙ্কণীকো
বহিরিয়ায় যদা, তদা জলমুগ্ধামমুগ্ধাহমলং মূর্তানন্দকন্দকল্পং তমালোক্য মুগ্ধাশ্রানমপি বিশ্বরন্তী সা
সুকৃতবতী কৃতবতী করকমলাঞ্জলিপ্রপূরং ফলবিতরণম্। অথ তস্তা ভাজনান্তরে জনান্তরেণালক্ষিতানি
বস্ত্রাণ্যেব বভূবুঃ ॥

৩৩। তয়োৰ্দনং শ্মিতপূৰ্বং মনাগবেক্ষ্যতি হৰ্ষসংস্পৰ্শকমতিগাষ্ঠীৰ্ষং জ্যোতিতম্ ॥ (৩৪)

৩৫। করপুটে এব পুটকিনীপ্রস্থনে কমলে ভাভ্যাম্; “নালীকিনী পুটকিনী নিসিনী নলিনীতি চ” ইতি

৩৩। রামকৃষ্ণ দু’ভাই সম্মুখে উপস্থিত হলে আনন্দে উৎফুল্ল ব্রজরাজ ঈষৎ হাসিমুখে তাদের
মুখ দেখে নিয়ে নিজ অঙ্কে তুলে নিলেন।

৩৪। অতঃপর পুত্রদ্বয়ের ভোজনারম্ভে সঙ্গে আগত সখাগণকে ভগবজ্জননী নিজপুত্র-নির্বিশেষে
ভৃত্যজনের দ্বারা তৈল-হরিদ্রা সকল উপচারের দ্বারা সাজিয়ে ডেকে এনে কৃষ্ণের সঙ্গেই নানাবিধ বিশানে
থাইয়ে নিজ গৃহে পাঠাতে ইচ্ছা করে বললেন—‘বাছাগণ এত বেলা পর্যন্ত খেলা উচিত নয়, যদিও
আমার এ-চকল বালক খেলা ছাড়ে না, তথাপি তোমরা কিছুকাল খেলেই আমার ঘরে বা নিজ ঘরে
চলে আসবে, তোমরা একরূপ করলে কি করে আর সে একা খেলবে’—এই বলে সদয়ে ঘরে পাঠালেন।

ফলবিক্রয়িনীকে রূপা :

৩৫। অতঃপর অপর একদিন কোনও ফল-বিক্রয়িনী ‘কে ফল নেবে গো’ বলে বেচাকেনার
চাতুর্যে হাঁক দিতে দিতে দ্রুত ব্রজরাজের পূরদ্বারে এসে উপস্থিত হয়ে বাগ্‌বিশ্বাস প্রয়োগ করে পুনরায়
হাঁক দিতেই হারে শোভিত বক্ষস্থল স্থলকমলচরণ বালগোপাল করপুটকমলে প্রাঙ্গন থেকেই ক্রম-
নির্গলনে অবশিষ্ট দু-তিনটি শাশ্বযুক্ত অঞ্জলি নিয়ে কাঞ্চন-কিঙ্কণীতে বণবণাং শব্দ উঠিয়ে যখন বাইরে
এসে দাঁড়াল তখন মেঘতিরস্কারিণী কান্ধিতে মনোহর অমল মূর্তানন্দপুঞ্জস্বরূপ সেই মধুর মূর্তি দর্শনে
বিমূঢ় হয়ে শ্রুতিশালিনী কর্মনিপুণা সেই ফল-বিক্রয়িনী আত্মবিস্মৃত হয়ে ঐ করকমলাঞ্জলি ভর্তি

৩৬। অথ কদাচিদপি তেনৈবান্তর্যামিণা প্রের্যমাণাত্তঃকরণৈরুপনন্দ-সন্নদাদিভিঃ স্থাবিরাভীর-
মুখ্যৈঃ সরভসমাস্থানীমাস্থানীতমানসতয়া সমাস্থায় ব্রজরাজঃ সাদরমুচে,—‘ব্রজেশ্বর । তব সম্পদা সম্পদা-
স্মাকী, মানবং ন বংহিষ্ঠাসীভাগ্যং কাপি ভগবৎসদৃশমীক্ষ্যামহে, মহেচ্ছ ! যস্ম তবায়মীদৃশঃ সকলজনকা-
কুমারঃ কুমারঃ সমজনি, সমজনিকালমেবাস্ম জায়মানাশ্চরিত্তাশ্চরিত্তাহারভ্য কিমত্ৰপ্রভৃতি ন দৃশ্যন্তে ॥

৩৭। প্রথমং নিশাচরী চরীকরীতি স্ম প্রলয়মিব । ততঃ পরমনো-নিপাতো মনোনিপাতোপমঃ
সর্বেষাম্, তদস্ম তৃণাবর্তবাত্যা বাত্যাহিতং কিং ন চকার । সাম্প্রতমুচ্চৈরনয়োরনয়ো নিপাতেন
সংবৃত্তঃ ॥

হারািবলী । জলমুগ্ধভ্যো মেঘেভ্যোহপি ধাম্মা কান্ত্যা মুগ্ধং মনোহরং চ তমমলঞ্চ তম্, যমকানুরোধেন বিধেয়াংশুবিদর্শঃ
সোঢব্যঃ । মুগ্ধা মুঢ়াঃ ॥

৩৬। আহ্বানীন্ ‘আখা’ ইতি পাশ্চাত্যোযু খ্যাতাং সভাং সমাস্থায় সমগালম্ব্য আস্থয়া অপেক্ষয়া, আনীতং
করিত্তমাণমন্ত্রণায়ং ভদ্রাভদ্রবিবেকার্থমেকাগ্রীকৃতং ন কাপি চালিতং মানসং যৈন্তেষাং ভাবস্তস্তা তয়া ; ‘আস্থা চালল্য
স্থানযত্নাপেক্ষাস্থ কথ্যতে’ ইতি বিশ্বঃ । ভবৎসদৃশং বংহিষ্ঠসৌভাগ্যং মানবং বয়ং কুত্রাপি ন পশ্যামঃ । মহেচ্ছ হে
মহাশয় ! ‘মহেচ্ছস্ত মহাশয়ঃ’ ইত্যমরঃ । কাকুমারঃ শোকাদিকৃতদুঃখহস্তা । জন্মসমকালমেব ব্যাপ্য ; অরিষ্ঠান্তঃ
স্মৃতিকাগৃহমধ্যাত এবারভ্য ‘অরিষ্টং স্মৃতিকাগৃহম্’ ইত্যমরঃ ॥

৩৭। চরীকরীতি স্ম, অতিশয়েন কৃতবতী, অনোনিপাতঃ শকটনিপাতঃ, তৃণবর্তবাত্যা বাত্যা বা কিমত্যাহিতং
ন চকার ? ‘অত্যাহিতং মহাভীতিঃ’ ইত্যমরঃ । অনয়োরনয়ঃ প্রস্তুতত্বাৎ অজুন, ক্ষয়োনিপাতেন উচ্চৈরনয়ো মহান্
অত্যাঃ ॥

করে ফল দিয়ে দিলেন । অতঃপর তার ফলের কাঁকার ভিতর নিরালায় অলক্ষিতে রত্নরাশির সৃজন
হয়ে গেল ।

গৌকুল ছেঁরে বৃন্দাবনে ষাণ্ডয়ার পরামর্শ ৩-

৩৬। অতঃপর কোনও একদিন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই অন্তর্যামিরূপে হৃদয়ে প্রেরণা দিয়ে যে ভাবে
চালিত করলেন সেই ভাবে চালিত হয়ে উপনন্দ-সন্নদাদি বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপগণ হর্ষাবেগে ভালভাবে সভা
করে বসে কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করবার মানসে ব্রজরাজকে সাদরে বললেন—‘আপনার সম্পদ থেকেই
আমাদের সম্পদ, আপনার মতো বহুভাগ্যশালী মানুষ কোথাও আমাদের চোখে পড়ে না—যেহেতু হে
মহাশয়, আপনার ঘরে সীদৃশ সকলজনের দুঃখহারী কুমার জন্মেছে—কিন্তু এর জন্মের সমকালে স্মৃতিকাগৃহ-
মধ্য হতেই আরম্ভ করে অত্যাধি যে বিপদরাশির উদ্ভব হচ্ছে তাও কি আমাদের চোখে পড়ছে না ?

৩৭। প্রথমেতো নিশাচরী পূতনা প্রলয়ের মতো মহা উৎপাত সৃজন করেছিল, অতঃপর
সকলজনের মনো-নিপতনসদৃশ মহা শকট নিপতন, অতঃপর তৃণাবর্ত নামক বাত্যানুর কি মহাভয়ের
সৃজন করে নাই, সাম্প্রতি এই যমলার্জুন নামক বৃক্ষদ্বয়ের পতনরূপ মহা অত্যাঘ ঘটতে গেল ।

৩৮। তৎ কিমত্র নিদানম্? নাস্তু জন্মলগ্নলগ্নমস্তি কিমপি দূষণম্। সর্ব এব শুভমাত্রগ্রহা
গ্রহাঃ। তবাপি লোকোত্তরমেবাদৃষ্টং দৃষ্টঞ্চ, যেনৈতজ্জগৎপত্যংশকলিতমপত্যং শকলিতমহাপদকস্মাদেব
দেবদুর্লভং সংপাদিতমস্তি ॥

৩৯। তদস্মাভিরিদমমুমিতম্,—‘অশ্বেষ স্থলস্ত দূষণমেতৎ। তদিদমপহায় হায়নমধ্যে সর্বদা
সুখদং সর্বভূগুণবৃন্দাবনং বৃন্দাবনং নাম বনং যামঃ, যদতিবহুত্বং, বহুত্বং ভবতি যদাসাদিতবতাং
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীঃ, লক্ষ্মীশ্চ যত্র নিরন্তরকৃতনিবাসেব সেবমানা বর্ততে। যত্র গোবর্ধনো গোবর্ধনো নাম
গিরিঃ। যদি ভবতি মতির্মতিমতাংবর! ভবতো ভব তোষপ্রদোহস্মাকং তদা তদাসাদনেন ॥’

৪০। তদা তদাকর্ণা ঘোষাধীশো ধীশোধিতস্তানুবাচ—‘মমতা মম তাবদিহ ভবাদৃশাং কুতে,
কুতে ভবন্তিরশ্বেতাদৃশি দোষাবলোকে লোকেন কথমত্র স্থাতব্যম্? তদধুনা সাধুনা সামঞ্জস্যেন চল্যতাম্’

৩৮। এহাঃ পূর্য্যাত্মা নব, দৃষ্টং ফলদর্শনেन সাক্ষাৎকৃতং চ; যেনদৃষ্টেন অকস্মাদেবৈতৎ কৃৎস্নাযমপত্যং
সম্পাদিতমস্তি; জগৎপতেন্নারায়ণস্তাংশেন কলিতং কৃতম্, গর্গব্যাক্যপ্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ। অতএব শকলিতা খণ্ডিতা
মহতী পাপদ্বিপিপ্তির্ধেন তৎ ॥

৩৯। তদ্দিন এব যিষ্যসুত্রেপি হায়নমধ্য ইত্যুক্তিস্তারল্যপ্রকাশসঙ্কোচেন। সর্বেষামুত্থানাং বসন্তাদীনাং গুণ-
বৃন্দামবতি স্বস্মিন্ রক্ষতীতি তৎ। যামো যান্ত্রামঃ; বর্তমানসমীপ্যে লট্। যদবৃন্দাবনমতিবহুনি ত্বণানি যত্র তৎ,
গবাং সুখদাদিত্যর্থঃ। ন কেবলমেতাবদেব, কিন্তু বৎ আসাদিতবতাং প্রাপ্তবতাং জনানাং ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীঃ
ত্রৈলোক্যাত্ম সম্পত্তির্বহুত্বং ত্বণতুল্যা ভবতি; ঈষদসমাপ্যার্থে (পা০ ৫।৩৬৮) “বিভাষা সুপো বহুচ” ইত্যাদিনা
পূর্বস্তাদ্বেচ্চ প্রত্যয়ঃ। ‘লঘুর্বহুত্বং নরঃ’ ইতিবৎ প্রকৃতিবৎ লিঙ্গত্বম্। গোবর্ধনো গবাং বুদ্ধিকরঃ। তদা তদাসাদনেন
তত্র গমনেনাস্মাকং তোষপ্রদো ভব ॥

৩৮। অতএব চিন্তনীয়, এর মূল কারণ কি? এর জন্মলগ্নেও-তো কোনও দোষস্পর্শ হয় নাই,
সকল গ্রহগণই তো শুভফলদাতরূপে অবস্থিত, আপনার অদৃষ্টও-তো লোকোত্তরই বটে—দেখাও-তো
তাই যাচ্ছে, আপনার অদৃষ্টের জোরেই-তো জগৎপতি নারায়ণের অংশযুক্ত মহা আপদ খণ্ডনকারী
দেবদুর্লভ এই পুত্র সহসাই আপনার লাভ হয়ে গিয়েছে।

৩৯। অতএব আমাদের অনুমান এ এই স্থানেরই দোষ, সুতরাং এ-স্থান ত্যাগ করে বৎসরকাল-
মধ্যে সদাসুখদ সর্বঋতু-গুণবৃন্দ-ধারণক বৃন্দাবন নামক বনে চলে যাব, যা বহু ত্বণসমন্বিত, যে জনের
ঐ বনপ্রাপ্তি হয় তাঁর নিকট ত্রিলোকের সম্পদ ত্বণতুল্য তুচ্ছ হয়ে যায়, লক্ষ্মীদেবীও যে স্থানে নিরন্তর
বাস করে সেবায় নিযুক্ত থাকেন, যেখানে গোগণের বুদ্ধিসম্পাদনকারী গোবর্ধন নামক পর্বত
বিরাজমান। হে বুদ্ধিমানশ্রেষ্ঠ, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আপনি তথায় গমনের দ্বারা আমাদের
সন্তোষ বিধান করুন।

৪০। অতঃপর এই কথা শুনে শুদ্ধবুদ্ধি ঘোষাধীশ নন্দাবাবা তাঁদের বললেন—‘এই গোকুলের

ইতি তেনানুমতে পরিজনৈঃ সহ প্রথমমমনসাং মনসাং চ জড়িমানমানয়ন্তঃ সর্ব মুমুদিরে ॥

৪১। অনন্তরমৈরাবততৈরিব চতুর্দন্তিঃ, গৃহীতমোনব্রতৈরিব নবদন্তিঃ, সুমেরোরবয়বৈরিব কনক-
শৃঙ্গৈঃ, রামবলৈরিব সুব্রতহনুমমুখৈঃ, সংগীতাচার্যৈরিব প্রথরথুরলীলৈঃ, আদিচ্ছন্দোভিরিব সমচতুষ্পাদৈঃ,
বলকৈরপি নরলকৈঃ, প্রচলায়ত-বালমিলতৈরিব অবালাধি বপুর্দধানৈঃ, অনন্তোতৈরিব নন্তোতৈঃ, কিস্কিনী-
জাল-মালমল্লকতককরৈরনুজুস্তিরতিরুমগীয়েষু, উপরি-পরিতানিসিত-হরিত-পাটল-পাণ্ডুর-পীতারুণকির্মাণ

৪০। ধাশোধিতঃ, ধীশোধঃ সঞ্জাতো যন্ত সঃ, শুদ্ধবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। মম তাবৎ ভবাদৃশাং কৃতে নিমিত্তে ইহ
বৃহৎ মমতা মগত্বং। অনসাং শকটানাং দাঢ্যং বহুবিধবস্তাদিচালনার্থং, মনসাংকায়ত্যানুশোচনাভ্যর্থং ॥

৪১। অনন্তদ্বিরতিরুমগীয়েষু শকটেষু স্বপরিব্রাজনারোপা গাঃ পুরোগাঃ কতুং বিচারয়ন্তো যদা অবতস্থিরে,
কদা প্রাচুর্যতো হেতোঃপ্রধারলিঃ শকটাবল্লিক ক্রমতঃ প্রযাতুং ন ঘটতে ইত্যন্তে ধেরাবলি-শকটাবলী যুগপদেব
পংক্তিধয়েন চলিতে, ততো গমাং গন্তব্যদেশং প্রাপ্তেহপি হেরং ত্যক্তবাং পদং বৃহৎনাথ্যং ন জহিতো ন ত্যজত
ইত্যর্থঃ। অনন্তুঃ কীদৃশৈঃ? নবদন্তিঃ, মৌনিপক্ষং ন কথয়ন্তিঃ; অনন্তুং পক্ষং নষ্টম্। তত্র দন্তানাং চতুঃসংখ্য-
নবসংখ্যে বয়োনাধিকত্ববাক্যে। অসংখ্যঃ সূচরিত্রা হনুমদাদয়ো যত্র তৈঃ; পক্ষঃ, সূবন্তানি সূবলিতানি হনুমন্তানি

ইতি আমার যা-কিছু মমতা তো আপনাদের নিয়েই, আর সেই আপনাই যদি এর এতাদৃশ
দোষদৃষ্টি করছেন তখন কি করে আর এখানে থাকি যাবে? অতএব এখন সুস্থভাবে সব সামঞ্জস্য
করে নিয়ে এখান থেকে চলে যাওয়াই স্থির;—এইভাবে শ্রীন্দবাবার অহুমতি লাভ হ'লে সকলে
পরিজনের সহিত শকট এবং মনের দৃঢ়তা সম্পাদনের কাজে লেগে গিয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

শ্রীন্দাবনঘাত্রার উদ্যোগপর্ব :

৪১। অনন্তর সেই সব দৃঢ় শকটে বলদ যোজিত হলো। শকটে যোজিত সেই সব বলদের
কোনটা প্রব্রাবতের মতো চার দাঁতেল, কোনটা আবার মৌনব্রত অবলম্বিগণের মতো 'নবদন্তি'
অর্থাৎ মৌনব্রত অবলম্বিগণ যেমন 'নবদন্তি' ন+বদন্তি অর্থাৎ কথা বলেন না তেমনই এই
বলদের কোনটা 'নবদন্তি' নব+দন্তি অর্থাৎ নয় দাঁতের, সুমেরু পর্বত যেমন সুবর্ণময় তেমনই এই
বলদগুলির শৃঙ্গ সুবর্ণমণ্ডিত, শ্রীরামের সেনা যেমন 'সুব্রতহনুমমুখৈঃ' অর্থাৎ সূচরিত্র হনুমানাদি
রমনরমেনাসমম্বিত তেমনই এই বলদগুলি 'সুব্রতহনুমমুখৈঃ' অর্থাৎ সূবলিত চোয়ালসমম্বিত, সংগীতাচার্য
যেমন 'প্রথরথুরলীলৈঃ' অর্থাৎ প্রগল্ভ নৃত্য-অভ্যাস শিক্ষা দেন তেমনই এই বলদগুলি 'প্রথরথুরলীলৈঃ'
অর্থাৎ প্রথর থুরে শোভন, শ্রী-নারী-মুগী ইত্যাদি আদি-ছন্দসমূহ যেমন সমান চার চরণবিশিষ্ট
তেমনই এই বলদগুলি সমান চার চরণসমম্বিত, বর্ণে ধবল হয়েও সংখ্যায় তাঁরা নবলক্ষ, লম্বা পুচ্ছবিশিষ্ট
হয়েও এঁরা মুহূর্ত্তবুদ্ধিদীপ্ত শরীরধারী, শকটে যোজিত হয়েও এঁরা নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ—এইরূপ উত্তম
বলদসমূহ কন্ধরাতে কিস্কিনীজাল-মালাদ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে শকটে যোজিত হলো।

এই যে সমুদ্রে শকটগুলি সার সার দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রত্যেকটির উপরিভাগ শুভ্র-হরিত-

চীরমণ্ডপেষু পরিভোরতীকৃত-নানাবিধ-পরাক্ষ্য-পটবসনেষু কনক-কলসোপরি-পরিপতংপতাকা-নিকরবস-
নাভিরিব দিনকরকিরণকলাপং কলাপণ্ডিততয়া লেলিহানেষু পরিহস্তমানামর-বিমানেষু বিমানেষু সাধু-
জনেষিব নির্দোষপ্রাসঙ্গেষু, হরিভক্তেষিব স্বক্ষেষু, তড়াগেষিব শুচত্রেষু, অলকাপুরীপরিমরেষিব সদা-
সম্ললকুবরেষু শকটেষু স্ব-স্ব-পরিকরানারোপ্য কেবচন কনক-রজতারকূট-ভাত্র-কাংস্ত্রাদি-নির্মিতানি
বিস্মিতসকলসভাজনানি ভাজনানি চ পুরোগাঃ পুরো গাঃ কতুং বিচারমন্ত্ৰচারমন্ত্ৰচ বদ্যকতস্থিরে
বত স্থিরেনৈব মনসা সৰ্বে ॥

৪২। প্রাচুর্য্যতো ন ঘটতে ক্রমতঃ প্রযাতুং, ধ্বংসলিঙ্গ শকটাবলিরপ্যথেতি ।

পঙক্তিদ্বয়েন চলিতে যুগপদ্দতা তে, গম্যং গতে অপি পদং জহিতো ন হেয়ম্ ॥

মুখানি যেবাং তৈঃ; প্রথরাং প্রগল্ভাং খুরলীং নৃত্যভ্যাসং লাভি দদতীতি তৈঃ; “অভ্যাসঃ খুরলী যোগ্যা” ইতি
ত্রিকাণ্ডশেষঃ। আদিচ্ছন্দোভিঃ শ্রী-নারী-মুগী-সমানিকেদ্রবজ্রাদিনামভিঃ; বলকৈঃ ধবলৈঃ; “বলকো ধবলোহজুনঃ”
ইত্যমরঃ; নবলক্ষসংখ্যাকৈঃ; প্রচলা আয়তা বালবিলতা যেবাং তৈঃ; “কালহস্তচ-বালধিঃ” ইত্যমরঃ; ন-বলা-অট্টা
ধীরত্র তং, মহাবুদ্ধিযুক্তং বপুৰিত্যর্থঃ, ইঙ্গিতমাত্রবিজ্ঞত্বাং। অনসি শকটে ওঠেথোজিওঠেনসি-নাসিকায়ামোঠেথোথিতৈঃ।
উপরি প্রদেশে পরিতানিতা বিলাসবিশেষবিশ্ভারেন নির্মিতাঃ প্রত্যেকঃ সিতাদিচীরময়মণ্ডপা যেষু তেষু; পরিতন্তেষাং
মণ্ডপানাং চতুর্দিকু বৃত্তীকৃতানি প্রাচীরীকৃতানি নানাবিধানি শ্বেতরক্তাদিবর্ণানি পর্য্যথানি বহুমূল্যানি পটবসনানি যেষু
তেষু। লেলিহানেষিতি ‘লিহ আবাদনে’ যঙন্তঃ; বিমানেষু বিশিষ্টমানেষু। প্রাসঙ্গঃ প্রকৃষ্টা আসক্তিঃ; শকটাবয়বচ;
“প্রাসঙ্গো না যুগাদযুগঃ” ইত্যমরঃ। অক্ষমিঙ্গিয়ং চ, চক্রং চক্রবাক্ষচ, সদা সন্-বর্তমানো নলকুবক-কুবেরপুত্রো ॥

পাটল-পাণ্ডুর-অরুণ এবং চিত্রবিচিত্র বর্ণের কারুকার্যের সহিত নির্মিত বস্ত্রমণ্ডপের দ্বারা কি সুন্দর
সজ্জিত করা হয়েছে! মণ্ডপের চতুর্দিক আবার নানাবিধ বহু মূল্যবান রেশমি বসনের দ্বারা ঘেরা হল,
এ শকটে স্থাপিত কনক কলসোপরি উড্ডীয়মান পতাকাসমূহ যেন জিহবার মতো সূর্যরশ্মিজাল
কলাপাণ্ডিতে আবাদন করছিল, দেববৃন্দের রথকে ধিকৃত করছিল এই শকটনিবহ, অতিমাণ্ড সাধুসঙ্গ
যেমন ‘নির্দোষপ্রাসঙ্গেষু’ অর্থাৎ নির্দোষ প্রকৃষ্টভগবদাসক্তির জনক তেমনই এই শকটশ্রেণী
‘নির্দোষপ্রাসঙ্গেষু’ অর্থাৎ নির্দোষ প্রকৃষ্ট অবয়বযুক্ত, হরিভক্ত যেমন ‘স্বক্ষেষু’ অর্থাৎ সুন্দর
ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট তেমনই এই শকটশ্রেণী ‘স্বক্ষেষু’ অর্থাৎ সুন্দর চাকাসম্বিত, কুবের পুরীর সমীপস্থ ভূভাগ
যেমন ‘সদাসম্ললকুবরেষু’ অর্থাৎ সদা নলকুবেরের বিলাসভূমি তেমনই এই শকটগুলি ‘সদাসম্ললকুবরেষু’
সদা জোয়ালসম্বিত।

শ্রীসুন্দাবনযাত্রা :

৪২। এইরূপ উত্তমরূপে সজ্জিত কোন কোন শকটে নিজ নিজ পরিবারবর্গকে উঠিয়ে আবাদ
কোন কোন শকটে স্বর্ণ-রৌপ্য-পিতল-তামা-কাঁসা নির্মিত, দর্শকমাত্রের বিস্ময়জনক পাত্র ধরে গোশ্রেণীকে
অগ্রভাগে রাখার বিচারপরায়ণ হয়ে যখন অহো গোপগণ সকলে স্থিরচিত্তে অবস্থান করছেন তখন

৪৩। এবমনবচ্ছিন্নতয়া আবৃন্দাবনসীম আবৃহদ্বনমধ্যমমুযমুনঃ চলন্তী সা ধেনুপঙক্তিরচলন্তীব কৃতবিতর্কা বিতর্কান্তরাঙ্গাদং বভূব ॥

৪৪। কিমিয়ং যমুনয়া সহ রহঃকথাভিলাষুকতয়া সমাগতা সুরধুনীধারা কিমিয়ং বৃন্দাবনরেণু-জিহ্বকয়াহংকয়া সমুপসীদন্তী কীরনীরনিধেস্তরঙ্গপরম্পরা, কিমিয়ং কীরোদশায়িনঃ শয়নভাবমপহায় বৃন্দাবনদিদৃক্ষ্যৈব সমুপসীদতো ভোগীজ্ঞস্ত পরমপ্রাঘীয়সী ভোগকাণ্ডলতা, কিমিয়ং ভুবো মুক্তাবলী। এবং বিলসৎ-কনক-কলসাগ্রজাগ্রস্থিচিত্রতরপতাকানিকরকরহিত-ললিতাট্টগোপুরঘটাঘটিত-পরমপদভাগঃ ছর্গপ্রাচীরমিব, যমুনাতটঘটমানখেলালসাঃ শিশব ইতি করুণয়া কুলিশকরণাকৃত-পক্ষচ্ছিদা কনক-গিরি-কৈলাস-গৌরীপুরু-প্রভৃতি-মহামহীধররাজনিকরাণাং পঙক্তীভূয় চলন্তী কুমারশ্রেণিরিব শকটাত্তপি জনৈর্বাদ্যশূন্ত। এবং চলৎশু তেষু তথৈব নভসি শ্রেণীভূতা ধূলীপটলী নিরালম্বং মার্তিকং ছর্গমিব সমপত্তত ॥

তেষু; পক্ষে, আসন্নমাসক্তিঃ, ভাবকান্তম্, তৎ লাভীতি আসন্নলঃ কুবরো যেষু তেষু; “কুবরস্ত যুগন্ধরঃ ইতামবঃ। আরকুটঃ পিত্তল ইতি প্রসিদ্ধঃ। পুরঃ প্রথমং গা এব পুরোগা অগ্রগামিনীঃ কর্তুং পরামুশন্তঃ, ততস্তাশ্চালয়ন্তশ্চ, বলয়োরৈক্যাৎ ॥ (৪২)

৪৩। অমুযমুনং যমুনাবদীর্ঘা, (পা০ ২।১৫, ১৬) “অমুযং সময়া, যন্ত চায়ামঃ” ইতি সমাসঃ। কৃতবিতর্কেতি কিকিদ্দূরৈর্হর্জনৈরিত্যর্থঃ ॥

৪৪। অথবা, যমুনাদৈর্ঘ্যসদৃশ-দৈর্ঘ্যোপলক্ষিতা ধেনুপংক্তিঃ, সুরধুনী গঙ্গা, তত্র তদানীমেব রহঃকথাকারকণম-লক্ষয়ন্, তদেষমাত্রবতিনীক্লগতধূলীধোরণীশ্চ পশুন্, মন্তমহোকপংক্তীনাং ধেনুপংক্তীনাঞ্চ উচনীচত্মন্তরাস্তরা পরা-মুশন্তথোৎপ্রেকতে—কিমিয়মিতি। কীরনীরধেভগবদ্ধামদ্বৈপি বৃন্দাবনস্ত তত উৎকর্ষো ব্যঞ্জিতঃ। পুনস্তস্তা অপি বৃহদ্বনমূলত এব নিঃসরণম্, ন তু ততঃ পরত ইতি পাতালোপ্তিত্বেনোৎপ্রেকতে—কিমিয়ং কীরোদশায়িন ইতি; ভোগীজ্ঞস্ত, শেযনাগস্ত তত্রাপি তন্ত তদাধারদ্বৈপি পূর্ববহুৎকর্ষঃ। পুনস্তাতিথেতিমচাকচক্যং ভুবঃ শোভাং চালক্যাহ

সংখ্যার প্রাচুর্যবশতঃ ধেনুশ্রেণী ও শকটশ্রেণী আগে পরে করে ক্রমশঃ এক সারিতে চলতে না পারায় দুই সারিতে পাশাপাশি একত্রে চলতে লাগল, কিন্তু তাতেও সারি দুটি এত লম্বা হ'ল যে তাদের অগ্রভাগ গম্যস্থান শ্রীবৃন্দাবন পৌঁছে গেলেও শেষভাগ পরিত্যাজ্য মহাবন ছাড়তে পারল না।

৪৩। এইরূপে অনবিচ্ছিন্নভাবে বৃহদ্বনের মধ্য থেকে বৃন্দাবনের সীমাপর্যন্ত যমুনার মতো দীর্ঘপ্রবাহে চলমান কিন্তু অচলের মতো সন্দেহ উৎপাদক সেই ধেনুশ্রেণী অপর নানাবিতর্কের আকরভূমি হয়ে উঠল।

৪৪। এ-কি যমুনার সহিত রহে কথা বলার ইচ্ছায় সমাগতা সুরধুনীধারা, কি শ্রীবৃন্দাবনের রজঃগ্রহণেচ্ছায় নিকটে আগমনরতা অক্ষয় কীরসমুদ্রের তরঙ্গ-পরম্পরা, কি কীরোদশায়ী বিষ্ণুর শয্যাভাব ছেড়ে দিয়ে শ্রীবৃন্দাবন দেখার ইচ্ছাতেই আগমনরত শেযনাগের অতিদীর্ঘ নাগদেহের কাণ্ডলতা, কিম্বা এ-কি পৃথিবীর মুক্তাবলী।

৪৫। অথবা, গোকপেণ পুরা সুরারিকদন-ব্যাহারহেতোরগা-
 ছীকৃষ্ণস্ত পদাজ্জঙ্গমসুখং ব্যাহতুঁকামা কিমু।
 ধূলীধোরনিভিধৈর্যমধুনা ধূতাভিরুধ্বানিলৈ-
 ধাতুধাবতি ধাম ধৈর্য্যরহিতা স্বং ধাম ধ্বা পুনঃ ॥

৪৬। এবমিতরেতরমেহি যাহি নয়ানয় চালয় নিধাপয়েত্যাদি প্রত্যেকমগ্রত একীভূতেহপি
 ক্রমশঃ সংভূয় ভূয়স্বমাসাথ পশ্চাচ্ছভয়োরেব বক্তৃবক্তব্যয়োঃ শ্রবণতুর্বিভাব্যহমাগতে বচসি কেবলং হস্ত-
 সংজ্ঞয়েব ব্যবহার আসীৎ ॥

—মুক্তেতি। দেখুপংক্তিং বর্ণয়িত্বা শকটপংক্তিমপি বর্ণয়তি—এবমিতি। বিলসতাং চাকচিক্যবতাং কনককলসানামগ্রে
 জাগ্রতিশ্চিত্ততরৈঃ পতাকানিকরৈঃ কর্ণস্থিতানাং ললিতাট্টপুরুষাণাং ঘটাবির্ভটিতঃ কল্লিতঃ পরমঃ পরভাগঃ শোভা
 যত্র তৎ। তর্হি কুতো জঙ্গমভূমিত্যত আহ—যমুনাতটেতি। কনকগিরিঃ স্রুমেরুঃ, গৌরীপুর্নহিমালয়ঃ; কুমারশ্রেণিঃ
 কীদৃশী? যমুনাতটে ঘটমানঃ খেলারসো যস্তাঃ সা, অতএব পংক্তীভূয় নির্বিবাদেন চলন্তী। নহু পক্ষচ্ছেদকপরমশত্রু-
 বজ্রধরন্তু বিঘ্নমানত্বেহপি কথমেবং প্রাগলভ্যম্? তত্রাহ—শিশব ইতি। ইতি হেতোবিশিষ্টেন খেলৎস্ব শিশুসু বজ্র-
 নিক্ষেপেণ বৈরসাধনমতিজুগুপ্সিতমিতি স্বয়মেব পরামুশ্চেত্যর্থঃ। মার্তিকং মুক্তিকাবিকারম্ ॥

৪৫। তস্তা উধ্বাধ্বপ্রচলনং ন সম্ভবতীত্যত আহ—অথবেতি। অগাং ধাতুধাম ব্রহ্মলোকমিত্যর্থঃ।
 গোকপেণেতি অতিথেদেন স্বরূপং সমুদ্রং বিহায় দৈতুবোধনামিত্যর্থঃ। অধুনা পুনঃ স্বং ধাম নিজরূপং ধ্বংসাত্যাহর্ব-
 বোধনামিত্যর্থঃ। তত্রাপি ধাবতি, তত্র হেতুধৈর্য্যরহিতেতি। ধোরনিভিঃ শ্রেণীভিঃ। পূর্বং মহাদুঃখময়পাপিজনভারা-
 সহিষ্ণুতয়া খেদেন শনৈঃ শনৈর্গমনম্, অধুনা শ্রীকৃষ্ণপদাজ্জঙ্গময়হর্ষমহাভারাসহিষ্ণুতয়া ক্রতমেবাস্তা গমনমিতি ভাবঃ ॥

৪৬। সম্ভূয় তত্রৈবোপগতানাং বহুনাং তাদৃশবচোভিঃ সহ মিলিত্বা, ভূয়স্বং বহুতরহম্; হস্তসংজ্ঞয়া হস্ত-

আরও, এই শকটশ্রেণী লোকের চোখে প্রতীয়মান হচ্ছিল যেন চক্চকে কনককলসোপরি
 স্থাপিত অতিবিচিত্র পতাকাশ্রেণীখচিত, ললিতাট্টালিকা-সিংহদ্বারশ্রেণীর দ্বারা রচিত পরমশোভন
 দুর্গপ্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে, যেন যমুনাতটে অনুষ্ঠিত খেলারস নির্বিবাদ-আশ্বাদনশেষে সার সার
 চলেছে স্রুমেরু-কৈলাস-হিমালয় প্রভৃতি বিশাল পর্বতরাজসমুদায়ের কুমারগণ—শিশু বলে করুণায়
 পরমশত্রু ইন্দ্রহস্তে এদের পক্ষচ্ছেদন হয়নি। শকটশ্রেণী এ-ভাবে চলতে থাকলে আকাশে উথিত
 জমাট ধূলিজালে নিরালস্য মুগ্ধয় দুর্গের মতোই একটা কিছু যেন গড়ে উঠেছিল সেখানে।

৪৫। অথবা, পুরাকালে পৃথিবী দৈত্রে গোকপ ধারণ করে অসুর-পীড়ন বলবার জন্য ব্রহ্মলোকে
 মনোহুখে ধীরে ধীরে গিয়েছিলেন, অধুনা কি সেই পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণপদাজ্জঙ্গমসুখ বলবার জন্য উর্ক
 অনিলের দ্বারা কম্পিত ধূলিজালে নিজরূপ ধরে হর্ষাবেগে ধৈর্য্য হারিয়ে বেগে ধাবিত হচ্ছেন সেই দিকেই।

৪৬। সেই সময়ে পরস্পর—‘এসো-যাও-নিয়ে যাও-নিয়ে এসো-সরাও-রাখো ইত্যাদি প্রত্যেকের
 কথা প্রথমে আলাদা-আলাদা একক থাকলেও পরে ক্রমশঃ আগত বহুলোকের আরও পরে বহুতর
 লোকের কথায় মিশে গিয়ে শব্দসমুজ্জতা প্রাপ্ত হলো—বক্তা ও বক্তব্য উভয়ই মুখের কথায় আর কিছু

৪৭। কিন্তু, তুষারবৈৰ্ঘ্যজনপ্রণাদৈ-রনঃশনৈর্ধেতুগণপ্রঘোষৈঃ।

নষ্টেহুশব্দে নভসস্তদানীং, ত এব শব্দা গুণতামুপেয়ঃ ॥

৪৮। অথৈকমেব মণিময়-খেলাগিরিকুহরমধি বিরোচমানৈ একৈকজগন্মঙ্গল-মঙ্গলফলসফলোৎসজে
শুকৃতিসিদ্ধৌষধি-লতিকৈ ইব একমেব শকটরত্নমারুচে নিজ-নিজকুমারালঙ্ঘিয়মান-ক্রোড়তলে শ্রীযশোদা-
রোহিণ্যৌ শ্রীকৃষ্ণগুণগানকলস্বরভাস্বরং ব্যতিভাতে স্ম ॥

৪৯। ইতস্ততঃ শস্ত্রধারিণোহপি কেচন শকটগন্তাঃ, কেহপি পদাতয়ঃ শতশ এব পুরতঃ পরিতশ্চ
পশ্চাৎ চলিতবহুঃ। এবং চলতি ব্রজবলে জ্বলেলিখ্যমানগগনৈব সা মহাবনরাজধানীশ্রীমূর্ত্তিমতীব
স্বয়মগ্নত এব গন্তব্যস্থলীমলঙ্কর্তৃমিব চলিতবতী, কেবলং ভূমাত্রমেব তত্রাবশিষ্টমিব ॥

৫০। অথাগ্রগামিনো গন্তব্যাবধিমাশাচ্চ বিবৃত্যানুযায়িনো নিরীক্ষমাণাঃ ক্রমত উপচীরমানানৈব
বীক্ষন্তে, ন তু মূলজাবধিমিতি তস্মিন্নহনি যমুনাপারপ্রয়াণমঘটমানমিতি তত্রৈব বসতিমিচ্ছবো বিনাপি

সঙ্কেতেন : “সংজ্ঞা স্তাচ্ছেতনা নাম হস্তাষ্টাশ্চাৰ্গপূচনা” ইত্যমরঃ ॥

৪৭। গুণতামিতি শব্দগুণমাকাশমিত্যধ্যাত্মশাস্ত্রাৎ ॥

৪৮। মণিময়কৌড়ীগিরিরিব স্থানীয় শকটগৃহ-ধিকৃতা বিরোচমানৈ বিশিষ্টকাস্তিযুক্তৈ একৈকমেব জগৎ মঙ্গল-
আপি মঙ্গলরূপং যং ফলং তৎস্থানীয়মশতদ্বয়মিভার্থঃ। তেন সফলক্রোড়ে ব্যতিভাতে, পরস্পরশোভাং তদ্ব্যভাতি স্ম ॥

৪৯। জবেন বেগেন লেলিখ্যমানমিব গগনং যয়া সা ॥

শোনা বোঝা গেলো না, তখন কেবল হাতের ইশারায় ব্যবহার কার্য চলতে থাকলো।

৪৭। গোপগণের শিক্ষাধ্বনিতে-হাকডাক শব্দে, শকটের কট্-কট্ শব্দে, ধেনুগণের হাওয়া-
হাওয়া ডাকে আকাশের অগ্ন শব্দসমূহ ঢেকে গেলে শিক্ষারবাদেরই আকাশের গুণভাব প্রাপ্তি হয়ে গেল।

৪৮। অতঃপর একই মণিময় খেলাগিরির গহ্বর অধিকার করে বিরাজমানা, যার প্রত্যেকটি
স্বতন্ত্রভাবে জগতের একমাত্র মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ এইরূপ ফলের দ্বারা সফলীকৃত ক্রোড়সমম্বিতা,
শুকৃতিময়ী, সিদ্ধৌষধি-লতাসম শ্রীযশোদা-রোহিণী নিজ নিজ কুমারের দ্বারা ক্রোড়তল অলঙ্কৃত করে
মুহুমধুর স্বরে শ্রীকৃষ্ণগুণগানে দীপ্তা হয়ে পরস্পরের শোভা বর্দ্ধন করছিলেন।

৪৯। এখানে-ওখানে অস্ত্রধারী গোপগণ কেহ শকটে চড়ে কেহ বা পায় হেটে শতশত সম্মুখে
পশ্চাতে চতুর্দিকে চলতে লাগলেন। এইরূপে ব্রজবাসিদের দল চলতে থাকলে সেই মহাবন-পুন্ডলক্ষী
মূর্ত্তিমতীর মতো নিজেই আগে আগে গন্তব্যস্থলকে অলঙ্কৃত করবার জন্তু বেগে আকাশ ছুঁয়ে ধেয়ে
চললেন—কেবল ভূমিমাত্র অবশিষ্ট থাকলো মহাবনের।

যমুনার পূর্বতটে রাত্র্যাবাস স্থাপন :

৫০। অতঃপর অগ্রগামী গোপগণ গন্তব্যস্থানের প্রাপ্তপর্বন্ত পৌঁছে দেখলেন—পশ্চাতে আগত
বিশাল ব্রজবাসিদল ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যেন উচ্ছলিত হয়ে উঠলো, কিন্তু ঐ জনসমুদ্রের

ঘোষাধীশাজ্জয়া দেশকালজ্ঞাস্তএব তথা সন্নিবেশং কারয়াক্ত্রুর্থথা সৈব পুরশ্চলিতা রাজধানী-শ্রী:
স্বয়মেব স্বসন্নিবেশমকরোৎ ॥

৫১ । তথা হি—আতানিতা: পটগৃহা: পরিতো বিতান-,শ্রণ্যস্তথোধর্মভিত: পটভিত্তয়শ্চ ।

শৃঙ্গাটক-ক্রমত এব সমানসূত্র-,সুশ্রণয়ো বিপণয়ো বণিজাং বিরেজু: ॥

৫২ । কিঞ্চ, যত্রাদৌ প্রথমাগতা কতিপয়ী ভক্তৌ গবাং সংহতি-

সুত্রেব ক্রমত: সমেত্য শনকৈর্বৃদ্ধিং প্রযাতী তত: ।

জ্যোৎস্নাখণ্ডমিবাগ্নত: সমভবৎ পশ্চাদভূৎ পায়স:

কাসার: ক্রমতোহভ্যপচ্ছত তদা ক্ষীরস্র বারাংনিধি: ॥

৫৩ । এবং কৃতবসতি-সন্নিবেশেষু শ্রীনন্দসন্নন্দোপনন্দাদিধুরন্ধরাণাং প্রথমাগতেষু পরিজনেষু যথা-
স্থানং তেষপি সমাসাচ্চ বিশ্রান্তেষু পরিতশ্চাপরেষু যথাস্থলং স্থিতেশ্বাভীরেষু চিরেণ মূলবিচ্ছিন্নাসীং

৫০ । অনুযায়িন: পশ্চাদাগচ্ছত: কর্মভূতান্ ॥

৫১ । বিতানং চন্দ্রোতপাখাম্, উধ্বগতং মহাপ্রাচীরায়মাণা: পটভিত্তয়শ্চ দিক্চতুষ্টয়গতা: পরিত: সর্বতো
মধ্যস্থাস্ত পটগৃহা ইতি । শৃঙ্গাটকানি চতুষ্পাখানি পুরীমধ্যাগতানি, তৎক্রমেণৈব প্রাগ্-বৎ সমানেন সূত্রেণ সূত্রপাতেন
শ্রেণির্ধামাম্, বিপণয়ো হটবজ্জ্বলানি ॥

৫২ । পায়সো দুগ্ধময়: ॥

৫৩ । শ্রীনন্দেতি, অত্রোপনন্দতোহপি সন্নন্দস্তাভ্যাহিতজ্ঞং শ্রীনন্দেন সহাব্যবহিত-সন্নিধিকত্বাৎ । তথোক্তং

সারির মূলের সীমা দেখতে পেলেন না, এতে তাঁরা ধারণা করলেন আজ আর যমুনার ওপারে যাওয়া
যাবে না, অতএব সেখানেই বাস পূর্ব-পরিকল্পিত না হলেও ঘোষাধীশের আজ্ঞায় গোপগণ এমনভাবে
থাকবার সুব্যবস্থা করলেন যা'তে মনে হলো যেন সেই যে আগে এসেছিলেন পুরলক্ষ্মী তিনি নিজেই
নিজপুরির সন্নিবেশ করেছেন ।

৫১ । মধ্যস্থলে তাঁ'বু নামক বজ্রগৃহ সারি সারি খাটিয়ে দেওয়া হল, তার চতুর্দিক ঘিরে উপরে
উঠিয়ে দেওয়া হল মহাপ্রাচীরসম বস্ত্রের ঘের', আর চৌরাস্তার মোড় থেকে আবৃত্ত করে সারি সারি
দোকান সুশ্রেণীতে বিভক্ত করে সন্নিবেশিত হয়ে শোভা পেতে লাগল ।

৫২ । আরও, প্রথমাগত কতিপয় গরুর পাল এসে যেখানে দাঁড়ালো সেখানেই একত্র
মিলিত হয়ে ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকল, অতঃপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে হতে তাঁরা দেখতে হ'ল—প্রথমে
জ্যোৎস্নাখণ্ডের মতো, পরে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দুগ্ধসরোবরের মতো, ক্রমে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে
ক্ষীরসমুদ্রের মতো ।

৫৩ । শ্রীনন্দ-সন্নন্দো-উপনন্দাদি মুখ্য মুখ্য গোপগণের প্রথম আগত পরিজনের দ্বারা তাঁ'বু
আদি বাসস্থান সন্নিবেশিত হয়ে গেলে শ্রীনন্দাদি নিজ নিজ বাসগৃহে প্রবেশ করে বিশ্রাম করতে

ধেমুপঙক্তিঃ শকটপঙক্তিঃ ॥

৫৪ । অথৈবং শকটশটলাদবতরণসু সকলজনেষবতর্যমাণেষু তৎসময়োগ্যোগিভাজনেষু মোচিতেষ্প্যনডুংসু ভদাহারোপপাদনপরেষু তদধিকারিষু যথাযথং ক্রয়বিক্রয়পরেষু পরিচারকাদিষু যসবত্যাতিস্থলপরিষ্কারপরেষু তদধিকারিষু ভগবানশি ময়ুখমালী যামচতুষ্টয়গম্যং গমনপথমতিক্রম্য শ্রান্ত ইব বরুণদিঙনাগরীগৃহে বাসং বিধিৎসন্নিব সমপত্তত ॥

৫৫ । ততশ্চ কুলায়-কুলায় সমুন্মুখতয়া নভসি সমুড্ডীয়মানেষু কলিলকলরবেষু খগকুলেষু উচ্চতরং তরুমনু কতোপবেশেষু ময়ুরাদিষু মণ্ডলীভূয় সর্বতোদিগভিমুখং নিষণ্ণ রোমস্থমস্থরেষু যুগনিকুরেষু কমলকুহরবিহরণবশতয়া বন্দীভবৎসু মধুকরনিকরেষু তিমিরনীলপটাবগুঠনেনাভিসারিকাভাবমাসাদিত-বতীষ্বিবা দিগজ্ঞানসু অভিলষিত-সময়াসাদনেনৈব হসিতবিকসিতবদনাসু কুমুদিনীষু ভবদ্বিরহবিধুরতয়া করুণতরমিতরেতরমনুশোচৎসু কেষুচিদেকেনৈব বিলসতাখণ্ডেন পরম্পরচক্ষুপূটমাবল্লৎসু রথাক্রমিথুনেষু আতপাপায়মলিনতয়া ছায়াশ্বেব বিজাতীয়ত্বেন দরীদ্রশৃগমানেষু দীর্ঘদীর্ঘতর-জনচয়চ্ছায়ানিচয়েষু,

গণোদ্দেশদীপিকায়াম্—(৩০) “উপনন্দোহভিনন্দশ্চ পিতৃবো পূর্জো পিতৃঃ। পিতৃবো তু কনীয়াংসৌ স্তাতাং সন্নন্দনন্দনৌ ॥” ইতি ॥

৫৪ । মোচিতেষিতি ভূতকালপ্রায়োগোহবতরণাৎ পূর্বমেন তেষাং মোচনাং, অত্রোক্তিস্তু তদাহারেত্যাহারোপপাদনেন।

৫৫ । কুলায়কুলায় বাসসমূহায়; “কুলায়ো নীড়মস্ত্রিয়াম্” ইত্যমরঃ। রথাক্রমিথুনেষু চক্রবাকদম্পতীষু ছায়া-শ্বেবেতি কথঞ্চিন্নক্ষত্রাদিপ্রকাশসম্ভাবিতাস্থিতার্থঃ। বিজাতীয়ত্বেনতি স্থোলাতিশয়বদগবাদিচ্ছায়াতঃ। এবকারশ্ছায়া-

লাগলেন, এদিকে চতুর্দিকে অপর গোপগণ যথাস্থানে বিশ্রাম লাভ করতে থাকলে বহুকাল পরে ধেমু এবং শকটের সারি পূর্ব বসতি-মূল ছেড়ে এসে পৌঁছে গেল।

৫৪ । অতঃপর এইরূপে শকটসমূহ থেকে গোপগণ সকলে অবতরণ করলে শকটের মালিকগণ সময়োগ্যোগী বাসনপত্র শকট থেকে নামাবার পর বলদগুলিকে শকট থেকে ছেড়ে দিয়ে বলদের খাবার সংগ্রহে তৎপর হয়ে পড়লেন, তাঁদের পরিচারকগণ যথাযথ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, পাচকগণ রান্নাঘর পরিষ্কারে লেগে গেলেন,—এই অবসরে ভগবান্ সূর্যদেব চার প্রহর বেলার গমন-পথ অতিক্রম করে যেন ক্লান্ত হয়ে পশ্চিম-দিগাঙ্গনা-গৃহে বাস করবার ইচ্ছুক হয়ে যেন ঢলে পড়লেন সেই দিকে।

৫৫ । অতঃপর নীড়নিকরে অত্যন্ত উন্মুখতা বশতঃ কলরবমুগুর পক্ষীকুল আকাশে পাখা মেলে উড্ডীয়মান হলে, ময়ুরাদি অতি উচ্চ বৃক্ষোপরি উঠে বসলে, মণ্ডলাকারে শয়িত যুগযুখ চতুর্দিকে নয়নমেলে রোমস্থন আবেশে অলস হয়ে এলে, মধুকরনিকর কমলকুহর-বিহারাবেশে বন্দীদশা প্রাপ্ত হলে, দিগজ্ঞান তিমিরনীল শাড়ির অবগুঠনে মুখ ঢেকে অভিসারিকাভাব প্রাপ্ত হলে, অভিলষিত সময় প্রাপ্তিতে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলে, চকোর-চকোরী ভাবিবিহর বেদনায় অস্থির হয়ে পরম্পর

প্রতিপটভবনকুহরমধি জ্বালামানেষু বহিরপি সহৃদয়হৃদয়প্রকাশেষিব দৃশ্যমানেষু দীপেষু প্রতिसরणि
সমুপবিষ্টেষু যামিকেষু কাপি প্রদোষলক্ষ্মীভগবন্তুপচরিতুমাজগামেব ॥

৫৬ । তত্র তদা,— আয়াতাস্থখিলাসু ধেনুসু সমং বৎসৈর্ষথেচ্ছং মুদা
বিশ্রান্তাসু নিরাকুলং বিরচিতাহারাসু তৃণাসু চ ।
ভূয়ান্ দোহরবঃ পয়োধি-মথনধ্বানাকৃতিদোহনী-
গর্ভভ্রান্তগভীরমুগ্ধমধুর কৃষ্ণস্ত রস্তোহভবৎ ॥

৫৭ । তত্র চ— নামগ্রাহং প্লুতবচনয়া গোদুহাহুহুয়মানা
হম্বারাবৈঃ প্রতিরবকরী ধাবিতা ধেনুরন্দাৎ ।
অভ্যায়াতা নিকটমসকুং পাণিনা মৃষ্টগাত্রী
কাচিং কাচিং কচন রুচিরা নৈচিকী দৃশ্যতে স্ম ॥

৫৮ । এবং স্মৃথবিহিত-পানাহারবিহারেষু ব্রজনগর-নরনারী-নিকরেষু পর্য্যায়-জাগ্রতাং যামিকানাং
নিজনিজ-জাগরণকৌশলপ্রকাশিকাভিরভিতো মুহুরদিদ্বরীভির্গীর্ভিরপশক্ষং যথাস্মৃথমভিনিজাণেষু চ যামৈক-

নামেব স্থৌল্যদৈর্ঘ্যয়োর্বহত্তরতেন হেতুনা পরস্পরবিজাতীয়ত্বেনোপলব্ধিঃ ; ব্যক্তীনাস্ত তয়োৱল্লভেন বিশেষতো লক্ষয়িতু-
মশক্যত্বাৎ তথাত্ত্বেনাপলব্ধিরিতি জ্ঞাপনার্থঃ । যামিকেষু ‘প্রহরিয়া’ ইতি খ্যাতেষু বস্মরক্ষকেষু ॥

৫৬ । দোহনীগর্ভে ভ্রান্তঃ, অতএব গভীরো মুগ্ধো মনোহরো মধুরঃ,—মাধুর্য্যেণ মনোহরণাৎ ॥

৫৭ । নামগ্রাহং ‘হিহী শবলি ! হিহী ধবলি’ ইত্যোং নাম গৃহীত্বা গোদুহা গোদোহকগোপেন, প্রতিরব-
করীতি তাক্ষীল্যা-টপ্রত্যয়ান্তম্, ‘কাচিং কাচিং’ ইত্যানেন তদ্দিনে অভিশ্রান্ত-বৎসগবীনাং দোহনাভাবঃ স্মৃতিতঃ ॥

করুণভাবে শোক করতে থাকলে, কোন কোনটা আবার একই কমলদণ্ড-তন্তুদ্বারা পরস্পরের চঞ্চুপুট
বঁধে নিলে, ক্রমশঃ দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর জনচয়-ছায়ানিচয় রৌদ্রের অপগমনে মলিনতাপ্রাপ্তিবশতঃ
নিজের ভিতরেই অথ এক বিকৃতরূপে দেখা দিতে লাগলে, প্রতি বঙ্গগৃহের অভ্যন্তরে প্রজ্জ্বলিত দীপ
সজ্জন-হৃদয়ে প্রকাশিত ভাবের মতো বাইরে দেখা দিতে থাকলে, পথে পথে পথরক্ষিগণ পাহারায়
বসে গেলে কোনও অনির্বচনীয় প্রদোষশোভা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্ত এসে উপস্থিত হ’ল ।

৫৬ । সবৎস অখিল ধেনুকুল তখন যথাস্থানে পৌঁছে যথেষ্ট আরামে বিশ্রাম লাভ করত
প্রশান্তভাবে আহার শেষ করে তৃপ্ত হ’ল, অতঃপর সমুদ্রমগ্ননধ্বনিসম ছুদ্ধদোহনধ্বনি উত্থিত হ’ল,
দোহনপাত্র মধ্যে সূর্ণন করতে করতে গভীর-মুগ্ধ-মধুর ঐ ধ্বনি কৃষ্ণের কর্ণরসায়ন হ’ল ।

৫৭ । আরও, ওখানে দোহাল গোপগণ নাম ধরে ধরে প্লুতস্বরে ডাক দিলে হাস্তা-হাস্তা ডাকে
সাদা দিয়ে দৌড়ে দোহালের নিকট আগত, দোহাল হস্তে বার বার মার্জিত দেহা কোনও কোনও
পরমমনোহর উত্তমগাভী দোহান হচ্ছিলো ।

৫৮ । এইরূপে রাত্রি গভীর হয়ে এলে পর্য্যায়ক্রমে জাগ্রত পাহারাদারদের নিজ নিজ জাগরণ-

শেষা রজনী যদি সমজনি, তদা শয়নতলাস্থিতবতীভিরতিশুচিতবশেষভূষাভিরাভীরভীরভিরপি প্রাতি-
পটগৃহালিন্দ-দীপিতদীপং কৃতবাস্তবলিভিরভিতো ভগবদ্বালকৃষ্ণগুণগণগান-কলরব-কর্ণরম্যং যুগপদ্বীয়-
মানস্তু দধিমথনস্তু মণিময়-মঞ্জুমঞ্জীর-বলয়াদি-বিবিধ-ভূষণ-শিজ্জিতসহচরেণ গর্গরীকুহরবিহরমাণ-মস্মণতর-
গভীরনিমদেন গানকলরব-মধুরিম-সরসতয়াহতিশয়-সুললিতেন, জগদঃজল-সমূল-নির্মূলীকরণকুশলেন
দিগজনাগণকৃতানুধ্বনন-বিরচিত-পরিপোষেণ তৎক্ষণমমরাজ্ঞানানামপি পতিশয়ন-জুগুপ্সয়া স্বরিতমেব
জাগ্রতীনামেকান্তভাবেন তমেব ঘোষনির্ঘোষমাকর্ণয়ন্তীনাম্ অবগানন্দো জহতে স্ম ॥

৫৯। সমনস্তরমুদয়তি ভগবতি কিরণমালিনি কিরণমালিছহিতুরপারপারগমন-সমুত্তোগ্যোগ্যেযু
তেষু প্রথমমেব ব্রজরাজনিদেশেন তত্তদধিকারিণো ধেনুবৃন্দমেব পারমাসাদয়িতুমাগেতিরে। যথা—

হীহীকারধ্বনিভিরসকৃদ্বনৈঃ প্রেৰ্যমাণং, হৃদ্যাবৈবল্পমতিকরাণ্যহরাণীব কুৰ্বং।

ক্ষায়দ্ব্যোণং স্বসিতপবনৈরুন্নমৎপূর্বকায়ং, পার্শ্বশ্রোতস্তদথ যমুনাং ধেনুবৃন্দং ততারণ ॥

৫৮। কৃতো বাস্তুবলির্বাস্তুপূজোপহারো যাতিস্তাভিঃ, গর্গরীণাং কুহরে বিবরে এব বিরহমাণঃ, অতএব মস্মণ-
তরো গভীরস্তু যো নিমদন্তেন অমরাজ্ঞানানাম্ তৎক্ষণমেব জাগ্রতীনাম্ অবগানন্দো জহতে স্ম, উৎপাত্ততে স্মেত্যয়ঃ ॥

৫৯। ক্ষায়ন্তী বুদ্ধিঃ যান্তী ঘোণা নাসা যন্ত তন্ত তৎ; পার্শ্বশ্রোতস্যোরপি শ্রোত্রে যন্ত তৎ, শ্রোতসা চাল্য-
মানমিত্যর্থঃ ॥

কৌশল প্রকাশক ‘গৃহস্থ জাগো’ ‘সাবধান রহো’ ইত্যাদি হাকডাক চতুর্দিকে মুহুমুহু উখিত হতে
থাকলে ব্রজনগর-নরনারীসমূহ সুখে পানাহার-বিহার সমাপ্ত করে নিশ্চিন্ত মনে যথাসুখে নিদ্রায়
অভিভূত হয়ে পড়লেন;—যখন রাত্রি একপ্রহরমাত্র বাকী তখন শয্যা থেকে উখিতা, অতি বিদগ্ধ
বশভূষাধারিণী গোপীগণ প্রাতি বস্ত্রগৃহের অলিন্দে দীপদানে বাস্তুপূজা করে নিলেন।

অতঃপর যুগপৎ আরও দধিমথনে সঞ্চালিত মণিময় :পু মঞ্জির-বলয়াদি বিবিধ-ভূষণ-শিজ্জিত এবং
মস্মণভাণ্ড-বিবরে ঘূর্ণায়মান অতিমস্মণ গভীর নিমাদ এই ছ-এর সঙ্গতে মধুর কৃষ্ণগুণগান-কলরব যা
জগতের অমজল সমূলে নির্মূলীকরণে কুশলী তখন দিগাজ্ঞাদের প্রতিধ্বনিতে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত
হচ্ছিল এবং এই শব্দতরঙ্গ একান্ত মনে অবগরতা, পতি জোড়ে ঘূণার উদ্রেকে দ্রুত জাগরিতা
স্বর্গরমণীদের কর্ণরসায়ণ হচ্ছিল।

যমুনার ওপার গমনপর্ব :

৫৯। তদনন্তর ভগবান্ সূর্যদেব উদিত হলে সূর্যচক্ৰিতা যমুনার অপরপারে গমনোদ্যোগ
আয়োজন কর্মে নিযুক্ত গোপগণের মধ্যে প্রথমেই গৌরক্ষকগণ ব্রজরাজের আজ্ঞায় ধেনুপালকে পার
করতে আরম্ভ করে দিলেন। যথা—

গোপগণের হীহীকার ধ্বনিতে প্রেরিত হয়ে, হাঙ্গা-হাঙ্গা ডাকে অনুমতি প্রাপ্তি সূচক উত্তর যেন
দিতে দিতে, ক্ষিত নাসা-দীর্ঘশ্বাস বায়ুর বেগে কম্পিত দেহা-শ্রোতে চাল্যমান নবপ্রসূতা গাভীসমূহ

৬০ । শৃঙ্গাববশাল্লঘ্নি বদনান্যুল্লাসয়তঃ সুখং
 স্তোকছাদপি বস্মণোহতিতরসা নির্লজ্জয়ন্তো জলম্ ।
 পুচ্ছানাং সলিলাপ্লুতৌ গুরুতয়া নোল্লাসনেহিতিক্ষমাঃ
 ক্ষেমং বৎসতরাঃ প্রতেকরভিতঃ স্বস্বপ্রসূপূর্বতঃ ॥

৬১ । কিক্ক, গ্রীবাপীঠেষু কৃষ্ণোরসি মুদুচরণান্ বাহুনৈকেন রুদ্ধা
 বৎসান্ সত্তাঃপ্রসূতান্ প্রভরণপটবো বাহুনাহন্তেন কেচিং ।
 অচ্ছন্দং সংতরন্তুঃ কলিতকলঘন-স্থানমেষাং প্রসূভিঃ
 পশ্চাৎ সংগম্যমানাস্তরগিহিতরং গোদুহঃ সংপ্রতেকঃ ॥

৬২ । পূর্ণাভোগে তরঙ্গান্ সুমহতি ককুদে জর্জরীভাবমাণান্
 গ্রীবাভঙ্গাভিরামং প্রকুপিতমনসস্তাড়য়ন্তো বিষাণৈঃ ।
 শ্রোতো-বেগেহপি তুঙ্গে ত্বরিতমুজুতরং পুঙ্গবাঃ পুঙ্গবানা-
 মুশূকানোহতিদীর্ঘ-শ্বসিতজবভরোদ্ধুতমন্তুঃ প্রতেকঃ ॥

৬০ । বস্মণো দেহন্ত স্তোকছাদ অল্পছাদ স্বস্বপ্রসূপূর্বত ইতি তেন ভাসাং চিন্তাভাবঃ, শীঘ্রতরণেৎসাহচাভু-
 দিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৬১ । কৃষ্ণা স্থাপয়িত্বা, তচ্চরণান্ স্ববাসদক্ষিণস্কন্ধতো ধে ধে কুড়া উরসি বন্ধসি আনীতান্, একেন বায়েন বাহুনা
 রুদ্ধা, অগ্গেন দক্ষিণেন বাহুনা সত্তরন্তুঃ ॥

৬২ । পূর্ণ আভোগঃ পরিপূর্ণতা যত্র তত্র তস্মিন্ তরঙ্গান্ অতিবলমদেন ঝজুতরণারপ্রাণে ককুদি দক্ষিণভাগে
 শ্রোতাবন্ধেনোচ্ছলিতানিত্যং : । তদাঘাতমন্তুভূয় এতে কিমস্তাভিঃ সহ যুদ্ধার্থং সঙ্গত্যাঃ' ইতি প্রকুপিতমনসো বিষাণৈঃ

যমুনা সাতরিয়ে পার হয়ে গেল ।

৬০ । ছোট ছোট বাছুরগুলি শিং না থাকাতে মুখ সুখে জলোপরি উদ্ভাসিত করতে করতে,
 শরীর ছোট হওয়াতে অত্যন্ত দ্রুত জল লজ্জন করতে করতে, পুচ্ছ জলে ভিজে ভারি হওয়াতে বেশী
 ঝাপটানতে অসমর্থ অবস্থায় নিজ নিজ মায়ের পূর্বেই নির্ভয়ে চতুর্দিকে পার হয়ে গেল ।

৬১ । সত্তরগ-পটু কোনও কোনও গোপ ঘাড়ে-পীঠে সছোজাত বাছুর স্থাপিত করে তাদের
 কোমল ছুটি চরণ ঘাড়ের হৃদিকে ঝুলিয়ে দিয়ে এক হাতে চেপে ধরে অন্য এক হাতে সচ্ছন্দে সাতরাতে
 সাতরাতে ওদের মধুর-গম্ভীর হাস্যরসকারী মায়াদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে সচ্ছন্দে যমুনা পার হয়ে
 চলে গেলেন ।

৬২ । বলদীপ্ত শ্রেষ্ঠ ষাঁড়গুলির সুমহান্ ককুদে লেগে তরঙ্গশ্রেণী ভেঙ্গে কুটি কুটি হয়ে ছিটিয়ে
 পড়ছিল—তাতে ষাঁড়দের মনে হলো কেউ-বা যুদ্ধার্থে আগত তাই তারা প্রকুপিত মনে অভিরাং
 গ্রীবাভঙ্গীতে শিং উচিয়ে ঐ তরঙ্গমালাকে তাড়না করতে করতে, মন্তক জলের উপর উঠিয়ে

৬৩। অথ— উত্তীর্ণা ঘনসারধূলিপটলীষছে ততঃ সৈকতে
 শ্রেণীভূয় সমন্ততঃ স্থিতবতী শ্রাস্তেব সম্ভারতঃ।
 একত্রস্থিতিবাহুয়েব মিলিতা পূর্বং ততো বিচ্যুতা
 কালিন্দ্যা সহ জাহ্নবীর রুরুচে সা নৈচিকীনাং ততিঃ ॥

৬৪। অথ অপারঙ্গতাস্যপি পারং গতাসু নিখিলাসু নৈচিকীষু পাতালতলাস্থিতা ইব নাগনাগরী-
 খেলামগিগিরিদ্রোণয়ঃ সুরশিল্লিনো নিজশিল্লকলাকৌশলেন ব্রজরাজ-সমাজমানন্দয়িতুকামসু গগনগঙ্গা-
 প্রবাহত ইব যমুনামিলিতানাং নিজবিজ্ঞানানাং মূর্তয় ইব দ্যুমণিহুহিতুরনুরতঃ সমুত্তীর্ণা ইব বহুপতো
 বিচিত্রজলজন্তু বিশেষবধ ইব তৎকালমিতস্ততো বহুকেনিপাতাঃ সমুপসন্নাস্তবণয়ঃ ॥

৬৫। তাসু সর্বতঃ সমীচীনাং যুত্পবনপাতদর-চলিত-ললিলতপতাকাং মধ্যমদ্যাসিত-বিচিত্র-

স্বদক্ষিণশৃঙ্গে: পুঙ্গবানাং বৃষভাণাং মধ্যে পুঙ্গবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ; অতিদীর্ঘেতি স্বরয়া সস্তারেষ ঋজুশ্রয়াণেন প্রকোপেন চ
 হেতুনেত্যর্থঃ ॥

৬৩। ঘনসারঃ কর্পূরম্, সৈকতে বালুকাময়ে দেশে ॥

৬৪। অপারং গগয়িতুমশক্যত্বমিত্যর্থঃ; যদা, অপগতা অরঙ্গতা রঙ্গাভাবঃ যাসাং তাসু, শ্রমাপনোদনানন্তর-
 মিত্যর্থঃ। পাতালতলাদিতি কুত্ৰাপ্যাহুপলভ্যমানত্বেনৈবালঙ্কৃতাতিবেগবত্বেন নিকটোপস্থিতত্বাং-কিমধস্ত ইহৈবোপস্থিতা
 ইতি সংভাবিতা ইত্যর্থঃ। গগনমেব গঙ্গা তসু প্রবাহত ইতি ‘কিমিহৈব আকাশাং পতিতা’ ইতি। যমুনামিলিতা-
 নামিতি নিজ-নপ্ত্রীত্বেন তত্রৈব সঙ্গমিতানাং বিজ্ঞানানাং শিল্লকৌশলানাং মূর্তয় ইবেত্যেনেন মণি-স্বর্ণাদিখচিত্রং
 নির্মাণবৈচিত্রীভাবধিত্বং চোক্তম্, কেনিপাতা নৌকাদণ্ডাঃ ‘চহাড়ি’ ইতি খ্যাতাঃ ॥

অতি দীর্ঘশ্বাস-বায়ুর বেগে জলকে উচ্ছলিত করতে করতে শ্রোতবেগ তুঙ্গে হলেও স্রবর সোজা পার
 হয়ে গেলো।

৬৩। অতঃপর সেই গোসমূহ যমুনা পার হয়ে কর্পূরধূলিরাশিসম স্বচ্ছ-বিস্তৃত যমুনাপুলিনে
 চতুর্দিকে বিভিন্নশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে বিরাজিত হল, তখন সন্তরণ-পরিশ্রমে তাদের যেন ক্লান্ত মনে
 হচ্ছিল, যমুনার সঙ্গে একত্র স্থিতি-বাহুয় প্রথমে মিলিত হয়ে পরে তার থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁরা
 জাহ্নবীসম শোভা পেতে লাগলো।

৬৪। অতঃপর সমস্ত গরুর পাল সংখ্যায় অগণিত হলেও যমুনা পার হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ
 যেন পাতাল-ফুঁড়ে উথিত নাগনাগরীগণের খেলার প্রসাধন শ্রেষ্ঠমণিখচিত ডিম্বী নৌকার মতো, যেন
 নিজ শিল্লকলা-কৌশল দেখিয়ে ব্রজরাজ-সমাজকে আনন্দ-দানেচ্ছুক বিশ্বকর্মার কোনও বস্তু ‘আকাশগঙ্গা
 থেকে যমুনায় নামিয়ে আনা’ রূপ শিল্লকৌশলের মূর্তবিগ্রহের মতো, যেন সূর্যহুহিতা যমুনাগর্ভ থেকে
 উথিত সরু সরু পায়হাটা পথশ্রেণীর মতো, অথবা যেন বিচিত্র জলজন্তু বিশেষের বধুর মতো বৈঠা
 সংযুক্ত বহু নৌকা এখান-ওখান থেকে নিকটে এসে গেলো।

ভবনামেকামেব তরণিঃ নিজনিজতনয়মঙ্গমারোপ্য শ্রীব্রজরাজরাজমহিষী শ্রীবসুদেব-রমণী চ যুগপদা-
কুহুঃ, উভয়োরপি পরিচারিকাশ্চ। তত্র চ নিজাঙ্গ-রুচিরুচিরমণিতরণি তরণিহিতুর্লঘুতরতরঙ্গভঙ্গি-
মানমানমৎকঙ্করমালোক্য জননী-সন্নিধানতো নিধানতোষণে তরণিপ্ৰান্তমাগত্য গত্যানবস্থতয়া ভূজাদগুং
প্রসার্য্য করকমলেনালোড়য়িতুকামং শ্রীকৃষ্ণমালোক্য মাতরাবেব তরাবেবমাতঙ্কং তং কঙ্কন প্রাপ্তবত্যৌ
যদা নিবারয়িতুং ন শেকতুস্তদা তদাশঙ্ক্যেব ব্রজরাজেহপি তামেব তরণিমারুহু তমাশ্রজমাশ্রজবসহজ উদ্বর্ষ্য
নিজাঙ্কতলমানীয় সাবধান এব তন্তুযি তরণিবাহিনোহ্বাহয়ন্ত তরণিম্। এবমপরেহপি যথেষ্টমতিশূলভাশু
সমানজটিকা-গুণাশু তরণিষু যুগপদেব বিমানসদৃশীষু কৃতারোহাঃ সহ পরিজনৈরেব সুখসন্নিবিষ্টাঃ
সমানকালমেব পারমীযুঃ ॥

৬৬। তদনু প্রতীরমুদ্রীর্ণেষু তেষু তাভিরেব তরণিভিস্তরণিবাহিনো নিখিলমেব শকটব্রজং চ

৬৫। অধিতরণি মধ্যযমুনায়ং চলন্ত্যাং নৌকায়াম্, আঙ্গিষং নমস্তী কঙ্করা যত্র তদ্ব্যথা শ্রান্তথা আলোক্য
নৌকোপরিতনগৃহমধ্যে স্থিত্বেবেতি জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ নিধানং নিধিত্তদ্বিষয়কৈণেব তোষণে হেতুনা গৃহাদবহির্ভূত তরণে:
প্রান্তমাগত্যোতি মধ্যনৌকায়ামেব তদেকপার্শ্বমাগত্যোত্যর্থঃ। তত্র গত্যানবস্থতয়েতি তত্র গতেরনবস্থত্বেন হেতুনা বাম-
হস্তেন তরণিপ্ৰান্তভিস্তিমবলম্ব্য দক্ষিণং ভূজাদগুং তন্তলে প্রসার্যেতি জ্ঞেয়ম্। এবং দুর্নিবারবালাচাপলং কৃষ্ণমালোক্য
মাতরৌ শ্রীযশোদা-রোহিণ্যৌ তরৌ নৌকায়াম্, এবমনেন প্রকারেণ তং প্রসিদ্ধং কঙ্কনাপূর্ব্বম্, আতঙ্কং শঙ্ক্যং প্রাপ্তবত্যৌ ॥

৬৬। প্রতীরমুদ্রীর্ণেষু সংস্রঃ; “প্রতীরঞ্চ তটং ত্রিষু” ইত্যমরঃ। তাভিরেব নৌকাভিঃ শকটসমূহঞ্চ পারং

৬৫। এই সব নৌকার মধ্যে যেটি সবচেয়ে উপযুক্ত, যাতে যুগপৎবনে ধীরে ধীরে পতাকা
পংপং করে উড়ছে, যার মধ্যভাগে বিরাজিত রয়েছে বিচিত্র এক-ঘরওয়ালা বাড়ী, সেই একই তরণীতে
নিজ নিজ তনয়কে কোলে করে শ্রীব্রজরাজমহিষী ও শ্রীবসুদেব-রমণী একই সঙ্গে আরোহণ করলেন,
তাতে আরও আরোহণ করলেন তাঁদের উভয়ের পরিচারিকাগণ। তখন আরও কি হলো—ঐ তরণী যখন
মধ্য-যমুনায় পৌঁছে গেলো তখন কৃষ্ণচন্দ্র নিজাঙ্কান্তিসম কান্তিমতী সূর্যছবিতা যমুনার ছোট ছোট
তরঙ্গমালা-ভঙ্গী ঈষৎ কাঁধ হেলিয়ে দেখে ‘কত নিধি যেন পেয়েছে’ এইভাবে মায়ের কাছ থেকে সরে
কিনারে এসে তরণীর হেলানি-দোলানির ভয়ে বামহাতে তরণীর কিনারা ধরে দক্ষিণ ভূজদগু প্রসারিত করে
করকমলের দ্বারা জল-আলোড়নের ইচ্ছুক হ’ল—তাকে এই অবস্থায় দেখে মাতৃদয় তরণীর মধ্যে সেই
কোনও অপূর্ব আতঙ্ক প্রাপ্ত হয়েও যখন তাঁকে নিবারণ করতে সক্ষম হলেন না তখন একইরূপ আশঙ্কায়
ব্রজরাজও সেই একই নৌকায় উঠে এসে নিজের স্বাভাবিক হৃদয়াবেগে অত্যানন্দে কৃষ্ণচন্দ্রকে নিজের
কোলে তুলে নিয়ে সাবধানে বসলেন—তরণীবাহিগণ তরণী চালাতে লাগল।

এইরূপে অপর সকলেও যথেষ্ট অতিশূলভ সমান শক্তি সামর্থ্যা-দি গুণসম্পন্ন রথসদৃশ নৌকায়
একই সঙ্গে পরিজনসহ উঠে সুখে বসে একই কালে যমুনা পার হলেন।

৬৬। অতঃপর তাঁরা সকলে তীরে উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ঐ সকল নৌকায় মাঝীরা কাঠের শক্ত-

দারবনিস্তরঙ্গনিঃশ্রেণিশ্রেণিনিকরেণারোহিতং কৃতা পারমাসাদয়ামাসুঃ । ব্রজরাজঃ সকলানেব তন্नावিকান্
পরিতোষিকেণ পরিতোষ্য বিসর্জয়ামাস ॥

ইত্যনন্দবৃন্দাবনে বাল্যলীলালতাবিস্তারে যমলার্জুনভঙ্গো নাম

যষ্ঠঃ স্তবকঃ ॥৬॥

—ঃ×ঃ—

প্রাপয়ামাসুঃ । কিং কৃতা ? দারবীণাং দাক্ষয়ীণাং নিস্তরঙ্গাণামচপলদণ্ডানাং নিঃশ্রেণীনামধিরোহিণীনাং শ্রেণীনি-
করেণ পংক্তিসমূহেন, প্রযোজককর্ত্রী, শকটব্রজমারোহিতং কৃতা তাসু তরগিষিত্যর্থঃ । পারিতোষিকেণ বজ্রালঙ্কারাদিনা ।

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্তন্যাং যষ্ঠস্তবকসঙ্গমনম্ ॥৬॥



সমর্থ সিঁড়ির সাহায্যে সমস্ত শকটশ্রেণীকে উঠিয়ে যমুনার ওপারে পৌঁছে দিলেন, ব্রজরাজ নন্দও সেই
সকল মাকীদের পারিতোষিকের দ্বারা সন্তুষ্ট করে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন ।

= জয় শ্রীরাধে =

ইতি আনন্দবৃন্দাবনচম্পুতে বাল্যলীলালতা বিস্তারে যমলার্জুনভঙ্গ

নামক যষ্ঠ স্তবক ।



সপ্তমঃ স্তবকঃ

..... —:—:—

- ১ । আগোবর্দ্ধনমাকলিন্দতনয়া-তীরাদনোমণ্ডলৈ-
রানন্দীশ্বরমর্দকচন্দ্রবদভূদ্বাসঃ স তৎকালিকঃ ।
পশ্চাদপ্রকটৈব পূর্বভগিতা যা রাজধানী তয়া
প্রাকট্যং গতয়া নিজেগুণগণৈরন্যনয়াহভূয়ত ॥
- ২ । নিত্যং সকলস্য যতাপি হরৈর্ধাম্নঃ সুসিদ্ধং তথা-
হপ্যেকস্মিন্নপদস্য সন্মিলনতো নানিত্যতা দৃশ্যতে ।
তেজস্তেজসি বারি বারিণি যথা লীনং চ নো হীয়তে
তদ্বৎ সা চ মহাবনস্থিতপুরী-লক্ষ্মীরিমামাবিশং ॥

সপ্তমঃ স্তবকঃ

বৎসাসুর-বকাঘানাং বধঃ পুলিনজেননম্ ।

বৎসবালহুতিব্রহ্মমোহস্তোত্রে চ সপ্তমে ॥

- ১ । আগোবর্দ্ধনমিত্যাদৌ আঙ্‌মর্ষাদায়াম্, সা চ দূরসীমবাচিনী জেয়া । ব্রজশাষ্ট্রকোশীপরিমিতদ্বাং
রাজধানী নন্দীশ্বরবর্তিনী নিজেগুণগণৈঃ প্রথমস্তবকে বর্ণিতঃ ॥
- ২ । পুর্যা লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিঃ, ইমাং গোবর্দ্ধনকালিয়হৃদয়োরন্তরালবর্তিনীং শকটাবর্তাখ্যং রাজধানীম্ ॥

সপ্তম স্তবক

(এই সপ্তম স্তবকে বৎসাসুর-বকাসুর-অঘাসুর বধ, পুলিন ভোজম, ব্রহ্মার দ্বারা বৎস-বৎসপাল
হরণ, ব্রহ্মমোহন, ও ব্রহ্মস্তুব ইত্যাদি বর্ণিত হবে ।)

ব্রহ্মাগমেনে বৃন্দাবনশোভা :

১ । ত্রীযমুনাতীর থেকে গোবর্দ্ধন ও নন্দীশ্বর পর্যন্ত শকটশ্রেণী সাজিয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সাময়িক
বাসস্থান স্থাপন করা হ'ল। এই গ্রন্থের প্রথম স্তবকে যে রাজধানীর বর্ণন করা হয়েছে, যা পরে
অপ্রকটের মতো অবস্থায় ছিল তা এখন নিজ স্বাভাবিক গুণের সহিত প্রকট হ'লে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত
অবস্থায় দেখা গেল ।

২ । যতাপি শ্রীহরির সকল ধামেরই নিত্যতা সুসিদ্ধ তথাপি একের সহিত অপরের সন্মিলন হতে
পারে, যে মিশে গেলো তাঁর শাস্ত্র প্রমাণে অনিত্যতা প্রসঙ্গ আসে না । তেজ তেজর সহিত মিশে
গেলে, জল জলের সহিত মিশে গেলে যেমন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না সেই ভাবেই মহাবনস্থিত পুরশোভা এই
সত্ত্বপ্রকট নিত্য রাজধানীতে আবিষ্ট হলেন ।

৩। অথ উভয়োরেব পুরশ্রিয়োরেকীভাবে তদন্তরশ্রিয়া শ্রিয়া সর্বতোভাবেন সেব্যমানতায়ং চ সত্যং কিং বর্ণনীয়া তদানীন্তনী বৃন্দাবনস্ত রামণীয়ক-সম্পত্তিঃ ॥

■ । তথাপি— নানাচিত্রপতত্রিহারি হরিণশৃঙ্খলাদি-নানামৃগং
নানাতুরহ-কুঞ্জ-শুল্ক-লতিকা-বাপীসরঃপঞ্চলম্ ।
কালিন্দীপুলিনৈঃ সমুজ্জলমথো গোবর্দ্ধনেনাদুতং
বৃন্দারণ্যমভীক্ষ্য তে মুমুদিরে গোপাশ্চ গোপ্যোহপি চ ॥

৫। অথ পূর্বোদিতায়াং ব্রজরাজপূর্বাং ব্রজরাজো বিবেশ । সমুদাদয়োহপি স্বস্বপুর্নেষু, তদিতরে-
হপি নিজনিজপুরীষু, গোশালাষপি গাবঃ, বিপণিগীথিষপি বণিজঃ, স্বস্ববিপণিষপি তামূলিক-মালিকাদয়ঃ ॥

৬। সর্ব এবাহপ্রকটবৎ প্রকটেহপি তথা বভূবুরিত্যেবমাপুলিন্দমাশ্রায়ভবনসুখসন্নিবিষ্টেষু সর্বল-
জনেষু চিরকালবাসশুস্থিতবৎ বিস্মৃত-পূর্বাবাসেষু বৃন্দাবনভূগসমাশ্বাদ-প্রোজ্ঞংপ্রমোদেষু গোধনেষু গুঢ়তয়া
সেবমানেষু নবনিধিষু দাসীবৎ পরিচরন্তীষ্ঠসিদ্ধিষু চ গুঢ়তয়া স্বয়ং সংশ্রিয়মাণমহৈশ্বর্য্যোহপি নিরর্গল-
ছর্নিবারতয়া কদাচিৎ কদাচিদসংশ্রিয়মাণনিজৈশ্বর্য্যোহপি ভবতি লীলাবালকো ভগবান্ ॥

৩। উভয়োর্বৃন্দন-বৃন্দাবনয়োঃ, একীভাবে মিলনে সত্যতথ্যঃ। তদন্তরং তন্মধ্যং শ্রবণীতি তবন্তরশ্রীস্তয়া
শ্রিয়া শোভিতা ॥

৪। হারি মনোহারি ॥

৫। ‘অথ’ ইতি কতিপয়বর্ধানস্তরম্, পূর্বোক্তায়াং নন্দীশ্বরবর্তিত্ত্বান্। স্বস্বপুর্নেষু সেমরি-সাহারা-দি-নামভিঃ
খ্যাতেষু আবিবিভক্তঃ ॥

৩। অতঃপর বৃহদন ও বৃন্দাবন এই উভয় পুরশোভার মিলনে তন্মধ্যগত শোভা দ্বারা সর্বতোভাবে
সেব্যমান হয়ে তখনকার শ্রীবৃন্দাবনের যে রমণীয় শোভা হল তা কি বর্ণনা করা যায়? যায় না।

৪। তথাপি কিছু বলা হচ্ছে,—নানা চিত্রবিচিত্র মনোহারী পক্ষী-হরিণ-শৃঙ্খলাদি-নানামৃগ-
নানাতুরহ-কুঞ্জ-শুল্ক-লতিকা-বাপী-সর-পঞ্চলে শোভিত, যমুনাপুলিনের দ্বারা সমুজ্জল, এবং গোবর্দ্ধনের
দ্বারা বিস্ময়জনক বৃন্দারণ্য দেখে গোপগোপীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

৫। কয়েক বৎসর পর ব্রজরাজ পূর্বকথিত ব্রজরাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। সমুদাদিও
সেমরি-সাহারা নামে খ্যাত নিজ নিজ পুরীতে, অছাচ্চ সকলেও নিজ নিজ পুরীতে, গোশালায় গরুর
পাল, বিপণিশ্রেণীতে বণিক, নিজ নিজ বিপণিতে তামূলিক-মালাকারগণ প্রবেশ করলেন।

৬। অপ্রকট-লীলায় যেমন ছিল এই প্রকট-লীলাতেও সকল ব্রজবাসিজন তেমনই হলেন,
এইরূপে যখন পুলিন্দ থেকে আরম্ভ করে সকলেই নিজ নিজ গৃহে সুখে বাস করতে থাকলেন, সমস্ত
গোধন যেন দীর্ঘকাল বাসজনিত সুস্থিরতায় পূর্ববাস-মহাবনকে বিস্মৃত হয়ে বৃন্দাবন-ভূগ পরিভূষিত সহকারে
আশ্বাদন করে উচ্ছলিত আনন্দে বিচরণ করতে থাকল, মহাপদ্ম-পদ্মাদি নবনিধি সেবাপরায়ণ হল,

৭। অথাত্র ক্রিয়তা কালেন বৎসপালনক্ষমতামাবির্ভাবয়ামাস। সংস্পি তৎকর্ম-সমুচিতেষু দাসকুমারেষু তথাবিধ-লীলাকৌতুকগ্রহিলতয়া ভগবতৈব প্রেরিতান্তঃকরণে পরমশুকুমারোহপি পরম-
 ছল্লীলোহপি বৎসপালনকর্মণি নিয়োজনীয়োহয়মিতি বিচারয়তি ব্রজরাজে, তত্পাকর্ণ্য বাৎসল্যপার-
 দৃশ্বরীশ্বরী ব্রজনগরস্ত রস্তমনবগচ্ছন্তীচ্ছন্তী চ তদপাকর্ন্তুং তদসহমানা স্তনক্কয়োহয়মধুনা কথমকাণ্ডে
 ক্লেশয়িতব্য ইতি যদা নিজগাদ, স এব লীলাবালকো লীলাবালকোহমলো মাতর্মাতঃপরমেবং বক্তব্যম্,
 বৎসপালনকর্মণি সমাতীব তোষোহতোহসোঢ্যবাস্তে বচনমিদম্, মিদং তে নেমমুরীকরোমি। তদাদিশ
 জননি! জননিকরেণ বালসহচরেণ সহ বৎসান্ চারয়িষ্যে, কৌতুকেন কৌ তু কে ন রজ্যন্তি?’ ইতি
 বাল্যনির্বন্ধেন যদা মাতরমুবাচ, তদা সাপি শিখিলনির্বন্ধা যদি ন কিঞ্চিদপ্যপরমূচে, তদা ব্রজেশ্বরোহপি
 রোপিতকৌতুকো হৃদি স্মুদিনাহমালোক্য সহ বলভঞ্জেণ ভঞ্জেণ সহচরদ্বিবালসহচরৈশ্চ বৎসপালনায়

৬। লীলাবালক ইতি স্বপিতৃভ্যাং তৎসজাভীরৈশ্চ লীলাময়বালকত্বেনৈব সর্দৈব প্রতীয়মান ইত্যর্থঃ ॥

৭। অগ্রেতনামেপ নন্দীশ্বরগণসর্ভাতিমত্রেব প্রসঞ্জন বর্ণয়িত্বা ইদানীং বৎসপালনাদিলীলাং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে।
 অথৈত্যারম্ভে, অত্রৈতি শব্দটাবর্তাখ্য-রাজধান্য। ভগবতেতি পদং তদীয়ংশোহন্তর্যায়্যপি ভগবচ্ছন্দেনোক্তঃ,
 সাক্ষাত্তস্ত তু পিত্রোঃ সন্নিধৌ সর্দদা লীলাবেশময়ত্বাং তৎকাৰ্য্যযোগ্যত্বাং। তথাবিধ-লীলাকৌতুকগ্রহিলতয়েতি—
 তদীয়ংশস্ত অন্তর্যায়গন্তথা প্রেরণে হেতুৰুক্তঃ। বিচারয়তি স্মৃদ্ধিঃ কৈশ্চিং সহ তয়া ভার্য্যৈব বা সহৈতি মন্ত্রণাং
 কুর্ভতি সর্ভাতাত্রাপি কৃষ্ণস্ত তথাবিধলীলাকৌতুকগ্রহিলতয়েত্যেয হেতুর্জ্ঞেয়ঃ, তত্রৈব স্বপুংপ্রীতিমালক্ষ্য তদুচ্চুল-
 তথাবিধপ্রেমোদয়াং। বাৎসল্যস্ত পারং পরং মৰ্য্যদাং দৃষ্টবর্তীতি দৃশেঃ কনিপ্ বাৎসল্যপারদৃশ্বরীতি। তদসহনে

তথা অনিমা-লম্বিমাদি অষ্টসিদ্ধি দাসীবৎ পরিচর্য্যাপরায়ণ হল, তখন লীলাবালক ভগবান্ নিজেও
 গৃহ্যতা হেতু তাঁর মহাঐশ্বর্য্যকে গোপন করতে থাকলেও ঐ ঐশ্বর্য্যের নিরঙ্কুশ ছনিবারতা হেতু কখনও
 কখনও প্রকাশও করতে থাকলেন।

বৎসচারণলীলা :

৭। অতঃপর গোবর্দ্ধন-কালিয়দহের মধ্যবর্তী শব্দটাবর্তাখ্য রাজধানীতে কিছু কালের বাসের
 পর লীলাবালক ভগবান্ বৎসপালন-ক্ষমতা প্রকাশ করল, তৎকর্ম-সমুচিত দাস-কুমার থাকলেও
 তথাবিধ-লীলাকৌতুকগ্রস্ত ভগবানের দ্বারাই অহংকরণে প্রেরণা লাভ করে ব্রজরাজ মনে মনে
 বিচার করলেন—‘আমার এই বালক পরমশুকুমার হলেও এরই মধ্যে পরম ছল্লীল হয়ে উঠেছে,
 একে বৎসপালন-কর্মে নিয়োজিত করাই সমুচিত’—গোপনে কথাটা কানে এলে বাৎসল্যরসসমুদ্র-
 সীমা-দ্রষ্টা ব্রজনগরের মহারাগীর নিকট ওটা রসজনক মনে হলো না, কথাটা তাঁর অসহ্য মনে হলো,
 অতএব ওটা উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে মহারাজকে বললেন—‘বালক আমার এখনও দুগ্ধমুখ, অকালে
 একে ক্লেশ দেওয়ার কি প্রয়োজন? মায়ের কথা শুনেই ইতস্ততঃ উদ্ভূত চূর্ণকুন্তলে শোভিত স্নন্দর
 সেই লীলাবালক বলে উঠল—‘মা, অতঃপর আর এরূপ কথা বলবে না, বৎসপালন-কর্ম আমার অতীব

স্বয়মেব গবাক্ষনমাগত্য কতিপয়ানেব বৎসানগ্রতঃ সমুপপাত্ত তনুতরাং লোহিতযষ্টিকামেকাং করে ধারয়িত্বা বৎসৈঃ সহ চাল্যমানং তনয়ং স্বয়মপ্যমুচচাল ॥

৮। এবমমুযাস্তং পিতরমমুযাস্তীং চ মাতরং বিলোক্য ‘নিবর্তেতাং ভবন্তৌ বয়মত্রাভিযুক্তাঃ, নাত্র শঙ্কা করণীয়া’ ইতি বদতি তনয়ে ‘মা দূরং গাঃ, ইত এবাচ্চ চারয় স্ববৎসান্, মা বিলম্বশ্চ কার্য্যঃ, শীঘ্রমেবাগন্তব্যম্, ইতি চ ক্রবাণৌ পিতরাবথ নির্বর্ত্য সবলঃ সবালসহচরঃ সর্কৌতুকমেব প্রথমেহহনি কৃতাত্যাস ইব বৎসান্ চারয়ামাস ॥

৯। এবমহরহরহতবিক্রমঃ ক্রমসমেধমানসমেধমানসোল্লাসতয়া তয়া বৎসচারণখেলয়া খে লয়ারূঢ়মনসঃ প্রস্মরানমরাননবরতবরতনুসহিতান্ স হি তান্ প্রমোদয়ন্মোদয়ন্নপি ব্রজবাসিনঃ সহ

হেতুঃ—ঈশ্বরীতি। তল্লিবারণযোগ্যতয়াং তৎকর্ম রস্তং স্বরসোচিতমনবগচ্ছন্তী ন অতুভবন্তী, অতএব তৎ দূরীকর্তৃ-
মিচ্ছন্তী। অকাণ্ডে অনবসরে। স্তনকয়োহয়মিত্যাগাপ্যস্ত স্তনপানে বৈরস্তং ন জাতমিত্যকাণ্ডম্। লীলয়া অব
সমস্তাং ইতস্ততশ্চলিতা অলকাশূর্ণকুন্তলা যন্ত সঃ; অমলঃ সুন্দরঃ; হে মাতঃ! অতঃপরং মা এবং বক্তব্যম্, অতো
হেতোরসোচ্যং সোঢ়ুমযোগ্যমিদং বচনম্। নচু তবৈব ক্লেশমাশঙ্ক্য স্নেহেন ব্রবীমি? তত্রাহ—তে তব ইমং মিদং
স্নেহং ন উরীকরোমি, ন অঙ্গীকরোমি; মিদমিতি ‘এঃমিদা স্নেহেন’ ভাবে কিবন্তং পদম্। জননিকরেণ জনসমূহেন
কৌ পৃথিব্যাং তু কে জনাঃ কোতুকেন ন রজ্যন্তি, অপি তু সর্ব এব। স্তদিনাহং শোভনস্ত দিনস্তাহোরাত্রস্ত সম্বন্ধি
ষদহস্তং ॥

৮। অভিযুক্তা অভিজ্ঞাঃ ॥

৯। ক্রমেণ পূর্বদিনতোহপ্যপরস্মিন্ দিনে তস্মাদপ্যতস্মিন্ দিনে সমাগু এধশানো বর্জমানঃ সমেধস্ত মেধাসহিতস্ত

সন্তোষদায়ক, অতএব তোমার এরূপ বাক্য অসহ্য, তোমার এ-স্নেহ আমি অঙ্গীকার করবো না। সুতরাং
মা তুমি অনুমতি দাও, বালসহচরজনগণের সহিত মিলিত হয়ে বৎস চরাতে যাই, গেলাধূলা উৎসবে এই
পৃথিবীতে কার-না মন রঞ্জিত হয়”,—বালসুলভ হঠে এইরূপ বললে মায়ের হঠ শিথিল হয়ে পড়ল, তিনি
মৌন ধরে থাকলেন। তখন ব্রজেশ্বর কোতুহলাক্রান্ত চিত্তে শুভদিন দেখে নিজেও গোগৃহের অঙ্কনে এসে
কতিপয় বৎস অগ্রে স্থাপন করে বলভদ্র-ভদ্র-সহচরবালকগণের সহিত বৎসপালন করবার জন্ত গমনরত
তনয়ের হাতে লাল এক ছোট্ট যষ্টি তুলে দিয়ে নিজে তাঁর সাথে সাথে চলতে লাগলেন।

৮। এইরূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগত পিতামাতাকে দেখে গোপাল বললো—‘তোমরা ফিরে
যাও, আমরা এ কাজে অভ্যস্ত, তোমাদের ভয়ের কি আছে’ পুত্র এরূপ বললে তাঁরা বললেন—
‘বৎস দূরে যেও না, আজ এই কাছে কাছেই নিজের বৎস-চারণ করো, বিলম্ব করো না, তাড়াতাড়ি
ফিরে এসো’ এই বলে তাঁরা ফিরে গেলে বলদেব এবং নিজ বাল-সহচরগণের সহিত প্রথম দিন যেন
অভ্যাস করছেন এইভাবে বৎস-চারণ করল।

৯। এইরূপে প্রতিদিন অপ্রতিহত-বিক্রম শ্রীকৃষ্ণ দিনে দিনে বুদ্ধিপ্রাপ্ত বুদ্ধিতে দীপ্ত চিত্তের

সহচরৈর্বলভদ্রেণ চ ভদ্রেণ চরিতবৈচিত্রেণ জননীজনকয়োরাণ্ডং মুহুন্তয়ানন্তয়া নবঘনঘটাশ্চামলয়াহমলয়া
ব্রজভূবং চ শ্চামলয়ন্ যদি তস্মামেব লীলায়াং কুশলো বভূব, তদা যাবন্তো বৎসাস্তাবতামেব চারণায়
পর্যুৎসুক আসীৎ ॥

১০। তথা সতি প্রতিদিবসমুদিত এষ কিরণমালিনি ত্রিভুবন-জন-পাবন-জনন্তা জনন্তা
জনন্তাকোবিদয়া দয়ালুহৃদয়য়া স্বয়মেব শয়নোৎথাপন-মুখধাবন-পরিমার্জনাভ্যঞ্জনোদ্বর্তন-স্বপনামুলেপনা-
লঙ্করণকৌশলানন্তরমাশয়িত্বা শায়য়িত্বা চ ক্ষণমনুগতোহর্দ্রপথপর্য্যুতমিত এব নিবর্ত্যতামিতি প্রতিমুহুরতি-
বৎসলাং মাতরমেণামতিমুহুরমধুরতরেণ বচসা নিবর্ত্য সহ বলেন সুবলেন সুদাম্মা সুদাম্মা সুললিতবক্ষাঃ
সহচরৈরপরৈশ্চ শাদ্বলতলমাসাত্ত নবনবশম্পাঙ্কুরনিকরসমাস্বাদাসাদিতমোদেষু বৎসনিকরেষু চরৎসু
বিবিধকৌমারখেলাকৌতুকেন গময়ন্ সময়ং পুনরপি সময়মাকলয় মাধ্যন্দিনাশনার্থং নিজপরিজনে-

মানসশ্চ চেতস উল্লাসো যশ্চ তশ্চ ভাবশ্চ তয়া। তয়া লোকে প্রসিদ্ধয়া থে আকাশে লয়নানন্দমূর্ছামাক্রুৎ মনো
যেষাং তানমরান্, অনবরতং নিরন্তরং বরতকুসহিতান্ স্ত্রীসহিতান্। স ঈক্ষুঃ, হি নিশ্চিতম্, প্রমোদমোদয়োঃ
কাদাচিত্তকল্প-সার্বদিকস্বাভ্যাং ভেদঃ, তয়া শরীরেণ মুহুরানন্দং তয়ানো বিস্তারয়ন্ ॥

১০। পাবনজনন্তা পাবিত্রোৎপাদিকয়া, আশয়িত্বা ভোজ্যিত্বা, অনুগতঃ কৃতানুগমনঃ; সুদাম্মা তন্মাসখ্যা,
সুদাম্মা শোভনমালয়া। শাদ্বলো নবতৃণহরিভবর্গদেশঃ। নিয়তং চাতুর্দ্বিধ্যং ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং চর্য্য-চোদ্যুলেহপেয়ানাং

আনন্দোচ্ছ্বাসের সহিত সেই লোকপ্রসিদ্ধ বৎসচরণ খেলা খেলতে খেলতে আকাশে সদা স্ত্রীগণে-বেষ্টিত
আনন্দমূচ্ছারুঢ়মনা অতিশয় বুদ্ধিশীল দেবতাগণকে প্রমোদিত এবং ব্রজবাসিগণকে আমোদিত করতে
করতে, নিজ সহচর এবং বলভদ্রের সহিত মঙ্গলময় লীলাবৈচিত্রীর অনুষ্ঠানে নিরন্তর পিতামাতার আনন্দ
বিস্তারকরতে করতে, নবঘনঘটা-শ্চামসুন্দর তাঁর তনুর শ্চামলিমায় ব্রজভূমিকে শ্চামল করতে করতে যখন
ঐ বৎসচারণলীলায় নিপুণ হয়ে গেল তখন ঘরে যত বৎস ছিল সবগুলিকে একসঙ্গে চারণের জন্তু বিশেষ
উৎসুক হ'ল।

১০। এইরূপ চলতে থাকলে প্রতিদিবস সূর্যোদয়ের পূর্বে ত্রিভুবনজন-পবিত্রকারিণী, লোক-
নীতিবিশারদা, দয়ালুহৃদয়া মা যশোদা নিজের হাতে গোপালের শয়নোৎথাপন-মুখধাবন-পরিমার্জন-
তৈলাদিতে অঙ্গমর্দন-হরিজাগন্ধজ্যাদিদ্বারা অঙ্গমার্জন-স্নানগন্ধাদি লেপন-অলঙ্করণ ইত্যাদি কর্ম নিপুণতার
সহিত সম্পাদন করত তাকে খাইয়ে ক্ষণকাল বিশ্রাম করান, অতঃপর যখন তিনি বনপথে
গমনরত গোপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্দ্ধপথ পর্যন্ত চলতে থাকেন তখন শোভনমালিকায় সুললিত
বক্ষদেশা গোপাল 'এখান থেকেই ফিরে যাও, ফিরে যাও' এইরূপ মুহুমূহু অতি মুহুরমধুরতর
বাক্যে অতিবৎসলা মাতাকে নিবর্তিত করে বলরাম-সুবল-সুদাম এবং অপর সহচরগণের সহিত
কৌমল-সবুজ-নব তৃণময় মাঠে পৌঁছে যান। সেখানে নবনব সবুজ তৃণাঙ্কুরনিকর আশ্বাদনে
আমোদিত বৎসপাল যখন সুখে চরে বেড়াতে থাকে তখন সে বিবিধ কৌমারখেলাকৌতুকে সময়

নাশ্রুতমেন ব্রজপুরপরমেশ্বরীপ্রেমিতং শ্লকবিকাব্যমিব সুরসম, পুরুষার্থসার্থমিব নিয়ত-চাতুর্বিধ্যম্,
পুরুষার্থসাধনমিব অশীতলপ্রায়ম্, বিশ্বমিব প্রভূতমন্নমাসাচ্চ সহ সহচরনিকরেণ কুতূহলিনা হলিনা চ
সমং সমন্ততো মণ্ডলীভূয় সপরিহাসহাসকৌশলং ভুক্ত্বা পুনরপি বৎসানুপদীনো দীনোদ্ধারণঃ কাননবিহরণ-
রণংকিঙ্কণিকঃ কোমলতলচরণকমলাভ্যাং ধরণীহস্তাপমুৎসারয়ামাস ॥

১১। এবমল্পদিনমেব যামার্কশেষে দিবস এব সকলবৎসনিকুরষ্মবধায় চালয়ন্নালয়াভিমুখং
যদাগচ্ছতি, তদাধ্বনি কৃতনয়না ধ্বনিকৃতশ্রবণা চ তনয়বৎসলতয়োৎকণ্ঠমানা পুরতোহভিব্রজতি ব্রজ-
তিলকবল্লভা সাহপি তজ্জননী ॥

১২। আয়াতে চ ভবনং সংস্থপি দাসদাসীনিকরেসু স্বয়মেব পূর্বদবয়বকিশলয়পরিমার্জনাদিনা
পরিষ্কার্য কার্যকুশলা সা সায়াশনমাশয়িত্বা প্রদোষং প্রদোষং সমুত্তর্য পরাক্ষয়নমারোপ্য শায়য়ামাস ॥

চ যত্র তৎ তচ্চ। অশীতলমনলসমধিকারিণং প্রাকর্ষণে অয়তে প্রাপ্যোত্তীতি তৎ। পক্ষে স্পষ্টম্। প্রভেদে ব্রজতি উৎম; পক্ষে, প্রচুরম্। বৎসানামনুপদমন্নিচ্ছন্তীতি বৎসানুপদিনঃ স্তবলাদবস্তেষাম্ ইনঃ শ্রেষ্ঠঃ, কোমলে তলে যয়োস্তাভ্যাং চরণকমলাভ্যাং ॥

১১। দিবসে যামার্কশেষে সতি যদা আগচ্ছতি, তদা অধ্বনি কৃতে নয়নে যয়া সাধবনো বৎসবালাদীনাং কৃতে শ্রবণে যয়া সা, ব্রজস্ত তিলকতুল্যাঃ শ্রীনন্দঃ, তস্ত বল্লভা শ্রীযশোদা ॥

যাপন করতে থাকে। অতঃপর যথাসময়ে অতি প্রিয় নিজপরিজনের হাতে দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য ব্রজেশ্বরী যে ভোজ্যদ্রব্য পাঠান তা শ্লকবির কাব্যের মতো সুরস, পুরুষার্থসমূহ যেমন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বিধ ভেদের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত তেমনই চব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় এই চতুর্বিধ ভেদবিশিষ্ট, পুরুষার্থ-সাধন যেমন 'অশীতলপ্রায়ম্' অর্থাৎ অলসতাপশূন্য অধিকারী মুখে প্রাপ্ত হয় তেমনই 'অশীতলপ্রায়ম্' অর্থাৎ প্রায় গরম গরম, এবং বিশ্ব যেমন 'প্রভূতমন্নম্' অর্থাৎ ব্রহ্মে গ্রথিত তেমনই 'প্রভূতমন্নম্' অর্থাৎ বিরাট বিশ্বের মতো প্রচুর। এই সব ভোজ্যদ্রব্য সহচর বালকগণের এবং কুতূহলী বলদেবের সহিত একত্রে মণ্ডলাকারে বসে হান্ত্যপরিহাসের সহিত ভোজন করত পুনরায় বৎসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে চলতে দীনোদ্ধারণ, কানন বিহরণে রুণুরুণু ধ্বনিত কিঙ্কণীসমন্বিত বালকৃষ্ণ চরণকমলতলের মধুর স্পর্শে ধরণীর হস্তাপ দূরীভূত করে দেয়।

১১। এইরূপ দিবসের অর্দ্ধপ্রহর বেলা থাকতেই বৎসপালসমূহকে এবত্র করে গৃহের দিকে চালনা করে যখন বালগোপাল বন থেকে ফিরে আসে তখন পথের দিকে নয়ন মেলে এবং আগমন শব্দের দিকে কান ফেলে পুত্রবাৎসল্য-বেগে উৎবেগিতা বর্মনিপুণা ব্রজতিলক নন্দবাবার প্রিয়া কৃষ্ণজননী যশোদারানী ঘর থেকে বেরিয়ে পুত্রের সম্মুখে চলে যান।

১২। এবং শ্রীকৃষ্ণ ঘরে এলে দাসদাসী অনেক থাকলেও নিজেই পূর্ববৎ তাঁর অবয়ব-কিশলয় পরিমার্জনা দ্বারা পরিষ্কার করে সাক্ষ্য-ভোজন করিয়ে সন্ধ্যাকালের পর ললিত ভূজ তাঁর বালককে

১৩। ইত্যেবং গতেষু কতিপয়েষু দিবসেষু কস্মিংশ্চিদহনি বৎসাংশ্চারণতা বৎসগণানামন্তরেব বিহিতসাস্তবশো মহাশাক্ত ইব, পরমতজিষ্ণুশ্চা বিস্তারিতাস্তিকাকারশ্চাবাক ইব, সর্বশ্বজিহীৰ্ষয়া সমুপসাদিত-মিত্রভাবশ্চৌর ইব, মৃদুলতরতৃণাচ্ছাদিতমুখো বারীগর্ভ ইব, কোহপি কংসানুচরো বৎসাকারঃ সহ বৎসগণৈরেব চরন্ ন কেনাপি প্রকারেণ লক্ষ্যমাণঃ কেনচিদপি, তেন সকৃদেবাবলোক্য বিপক্ষো-হয়মিতি জানতা নিখিলসর্বজ্ঞচক্রচূড়ামণিনা পূৰ্বজং প্রতি ‘আর্য্য ! কিময়ং ব্রজচরো বৎসঃ, উত বা কৃত্রিমঃ কোহপি’ ইতি বদতা তদনির্ণয়মান এব পশুংসু সকলেষ্বেব সহচরেষু মৃদুতর-কমলকুড়-মলকোমলেন বামকরতলেন পশ্চাভ্রম্য চরণযুগলমাকৃষ্য ধূম্বা সমুন্নীয্য মুহুরলাতচক্রবদাঘূৰ্ণয়তা কপিথতরুকাণ্ডমধি

১২। আয়াতে তনয়ে সতি সা যশোদা প্রদোষং প্রকৃষ্টভূজং শ্রীকৃষ্ণং সায়ে অশনং ভোজনং যন্ত তথাভূত-ময়াগ্নাশয়িত্বা ভোজয়িত্বা প্রদোষং সমুত্তর্য্য প্রদোষসময়ানন্তরম্, প্রদোষে শয়নানৌচিত্যং প্রেমগুণশ্চ ওচিত্যগ্রাহি-স্বভাবদ্বয়ং ॥

১৩। বৎসান্ চারণতা তেন কৃষ্ণেন বৎসাকারঃ কোহপি কংসানুচরো যমসদনং গময়াস্বভূবে ইত্যম্বয়ঃ। বিহিতসাস্তবশ ইতি মহাচতুরমাভায়াং তু তথাত্ত্বাকিঞ্চিকরত্বম্, প্রভূত তৈশ্চ লঙ্কাবজ্রাদগাদিপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। বিস্তারিত আস্তিকাকারো বেদপ্রামাণ্যগ্রাহিত্ব লক্ষণো যেন, দশ্য নাস্তিকত্বং প্রচ্ছাদ্য স চাপ্যকো বোদ্ধঃ, তথাপি বিজ্ঞা-চাকুর্ধ্যবতো মহাপণ্ডিতস্য নাস্তিকেন হৃজ্জেরমতত্বজৈয়ত্বঞ্চ, প্রভূত অচিরাদেব নিজস্বরূপাবিস্কারো দণ্ডশ্চ তেন লভ্যত ইতি ভাবঃ। মিত্রভাবশ্চৌর ইতি, তথাপি মহাবাহিকং সর্দৈব ধর্মো রক্ষতি, চৌরস্য তু নাশ এবিতি ভাবঃ। যদা, মহত্তমস্য দ্বভাবেনৈব তত্রাদম্বাদেব চৌরোহয়মিতি বুদ্ধিঃ স্কুরতি, ততশ্চ তস্য নাশ এবিতি ভাবঃ। বারীগর্ভ ইতি মত্ততাময়ে হস্তিহেব তৎফলোদয়ঃ, ন তু মত্তমাত্রে কস্মিংশ্চিদপীত, তেন যজ্ঞপ্যসৌ চিরাদপি তথাবর্তিহ্যং, তদপি কৃষ্ণস্থানাং কিঞ্চিদভয়ং নাভবিহ্যং, প্রভূত তৈশ্চ সদা কৃষ্ণভয়াদচেতনপ্রায়ত্বমেবাস্থাদিতি ভাবঃ। তেন শ্রীকৃষ্ণেন

বহুমূল্য শয়নে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন।

বৎসানুর বধ :

১৩। এইরূপে কতিপয় দিবস গেলে কোনও একদিন বৎসচারণরত কৃষ্ণ বৎসানুর নামক কোনও এক কংসানুচরকে যম-সদনে পাঠিয়ে দিলেন। বৈষ্ণববেশ পরে বৈষ্ণবসভায় প্রবেশক মহাশাক্তের মতো, পরমত পেটে পুরে নেওয়ার ইচ্ছায় আস্তিকের ভাব প্রকাশকারী চাবাকের মতো, সর্বশ্ব-হরণেচ্ছায় সম্মুখে আগত মিত্রভাবধারণকারী চৌরের মতো, মৃদুলতর তৃণে আচ্ছাদিত হস্তি ধরার খাদের মতো সেই কংসানুচর বৎসগণের ভিতর মিশে গিয়ে কোনও প্রকারেই কারো-ই দ্বারা লক্ষিত না হয়ে চরে বেড়াচ্ছিল;—নিখিলসর্বজ্ঞচক্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একবারমাত্র দেখেই ‘এ বিপক্ষ’ এ-রূপ বুঝতে পেরে বড়ভাই বলদেবকে বললেন—‘আর্য্য, এ-কি ব্রজচর বৎস কি কৃত্রিম কোনও কিছু’—এ-কথা শুনে ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে না পেরে সহচরগণ সকলে যখন ঐ দিকে চেয়ে দেখেছেন তখন শ্রীকৃষ্ণ অতি মৃদুল কমলকুড়িসদৃশ কোমল বামকরতলে ওর পিছনের চরণযুগল চেপে ধরে উপরে উঠিয়ে

নিষ্পিংশতা প্রয়াণাভিমুখেষু প্রাণেষু ধৃতনিজবিকৃতাকারো যমসদনং গময়াস্বভূবে ॥

১৪ । বভূবেদমেব সুরসভারসভাবকারি কারিহননং হর-বিরিক্টিমুখ-মুখরিতং চ, বস্ততো দুর্ঘট-
ঘটনপটায়সো দুষ্করকর্ম-কর্মঠস্থ নৈতদদ্ভুতম্ ॥

১৫ । তদনু দনুজদমনো মনোরমহেলালসো লালসো নিজসহচরনিকরেষু গগনাজনচরমভাগশীত-
করকরমালিহ্নমলিনতামরসময়ং সময়ং বীক্ষ্য দিনানুরবং সামুচরো বৎসামুচরো ভবন্ ভবনমাজগাম ॥

১৬ । ভবনমাগম্য গম্যমানেরচরিতস্থ তস্থ ললিতবপুক্ষলং পুক্ষলং বৎসবৎ সর্বাযয়বস্থ দানবস্থ
মারণং রণং বিনৈব কৃতবতো লীলাবিলসিতং সর্বমেব সর্বে নিজনিজ-জননীজননীয়মানা অপি শিশবঃ
প্রথমমেব ব্রজপুরপরমেশ্বর্যে কথয়াস্বভূবুঃ ॥

তৈঃ সখিভিরনির্ণয়মানমেব নিষ্পিংশিতা বেগক্ষেপেণ সংচূর্ণয়িত্বা, যমসদনমিতি তদানীন্তনলীলাপরিকরলোকপ্রতীত্যভি-
প্রায়েণোক্তম্, বস্ততস্ত যমোপলক্ষিতস্তাষ্টাঙ্গযোগস্ত সদনরূপং ব্রহ্মরূপমিত্যর্থঃ ॥

১৪ । ইদমেব কারিহননম্, ঈষচ্ছত্রহননম্, সুরগভায়া দেবসমূহস্য রসেন ভাবকারি প্রীতিকরণশীলং বভূব, অঘ-
বকাদিগহাসুরহননম্ অগ্রেতনং তু কিং বস্তব্যমিতি ভাবঃ । ঈষদর্থে চেতি কোঃ কাদেশঃ । কর্মঠো নিপুণঃ ॥

১৫ । হেলালসঃ খেলারসঃ, লালসোহতিশয়কান্তিযুক্তঃ । সময়ং বীক্ষ্য । কীদৃশম্ ? গগনমোহজনং তস্থ
চরমভাগং পশ্চাদ্ভাগং তজতে প্রাপ্যোতি, অশীতকর উষ্ণকিরণঃ সূর্য্যস্তস্য করাণাং কিরণানাং মালিহ্নেন হেতুনা মলিনানি
তামরসানি পদ্মানি তন্ময়ম্, বৎসানামমুচরভীতি তথাভূতো ভবন্ সন্ ॥

১৬ । গম্যমানাদিতরমগম্যং চরিতং যস্থ তস্থ কৃষ্ণস্থঃ, লীলাবিলসিতম্; কীদৃশম্ ? ললিতমানন্দানুভবেন

মূহমূহ্ আলাতচক্রের মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কপিথ রক্ষের কাণ্ডে ছুড়ে ফেল দিলেন ওকে,
এতে নিষ্পেষিত হয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে নিজ বিকৃতরূপ ধারণ করে ঐ বৎসাসুর
যমালয়ে চলে গেল ।

১৪ । এই এক ছোট শত্রুহনন কার্যই দেবতাগণের প্রীতিকর হয়ে গেল—শিবব্রহ্মাদি
দেবতাগণ স্তুতিতে মুখরিত হয়ে উঠলেন, বস্ততো দুর্ঘটঘটনপটায়সী দুষ্কর কর্মনিপুণ কৃষ্ণের পক্ষে এ
কিছু অদ্ভুত নয় ।

১৫ । অতঃপর নিজসহচর পরিবেষ্টিত হয়ে মনোরম খেলারসে মত্ত অতিশয় কান্তিযুক্ত
দনুজদমন গগনপ্রাঙ্গণের শেষপ্রান্তে হেলে পড়া সূর্য্যকিরণ-মালিহ্নে মালিহ্ন-প্রাপ্ত পদ্মের পাণ্ডুরতা দেখে
সেই অনুসারে সময় বুঝে নিয়ে অগ্নিদিনের মতো অমুচরগণের সহিত বৎসগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহে
চলে গেল ।

১৬ । অগম্যচরিত শ্রীকৃষ্ণের বিনা যুদ্ধে গোবৎসাকার সর্বাযয়বযুক্ত দানব-বধরূপ শ্রেষ্ঠ লীলা-
বিলাস, যার বর্ণন আনন্দানুভব-দানে বস্তা-শ্রোতা-জষ্ঠার অঙ্গের শোভা সৃজন করে তা ঘরে ফিরে
শিশু সব নিজনিজ জননীদ্বারা নীয়মান হলেও হঠপূর্বক চলে এসে ব্রজপুরপরমেশ্বরীকে প্রথমেই বলে
দিল ।

১৭। ভগবানপি জনকজননীরাজিতো জননীরাজিতো দিনান্তরবৎ কৃতসায়ন্তন-স্নানানুলেপো জনকেন সহ কৃত-সায়াননঃ স্মৃৎস্মৃণো রজনীমনৈবীং ॥

১৮। পরেত্ববি ত্ববি চানুদিত এব যমুনা জনকে জনকেলিকলাকুশলঃ কৃতাহারো হারোল্লসদ্বক্ষাঃ স এষ গিলিতেষু সহচরেষু সবলেন বলেন সহ পূর্ববৎ সকলবৎসকলনয়া নয়্যবিরোধেন বনান্তরমাসাত্ত নবশাদ্বলতলমালোকয়ন্ কচন জলাশয়োপকণ্ঠে ললিতানি নবনবাকুরিতানি শম্পাণি পানীয়সম্মিকর্ষ-স্মৃমেতুরাণি সমালোক্য বৎসকুলং তত্রৈব নিবেশয়ামাস।

১৯। সমনন্তরমনন্তরসঃ স বৎসপালঃ পালয়িতা ররাজ সকললোকপালানাম্, অনতিদূরে পূতনা-সহোদরোহদরোজুঙ্গবকশরীরঃ কংসসম্মতো মহাবীরঃ কোহপি দমুতনয়ো নুতনয়োহখিলদানবগণেন, গণেন ইব ভগবন্তমনুসন্দধানো দৈবগত্যাবগত্যায়মেব স ইতি ধরণিতলমুন্নময়ন্নিব ধরণিতলনিহিতো-

শোভিতং বপুঃ বহুঃ দৃষ্টুঃ শ্রোতৃণাং করোতীতি তং, রলয়োরৈক্যাং; পৃঙ্কলং শ্রেষ্ঠং বৎসতুলাসর্বাঙ্গত্বং; নিজনিজজননী-জর্নৈব জৈশ্বর্য্যং সহ গ্রামান্তপথপর্যন্তমার্গতৈর্নিজনিজগৃহবজ্রা প্রতি নীয়মানা অপি বলাস্ততো নিবর্ত্যেত্যর্থঃ। ‘মহাবলস্ত দৈত্যস্ত গোবৎসদ্বং কুতো ভয়াং। তদ্বধে বা শিশোঃ শক্তিঃ ক্রৈতি যেনে মূর্ষেব সা ॥’

১৭। জনকজননীভ্যাং সহ রাজিতো দীপ্তো জর্নৈঃ সর্বৈরেব নির্মঙ্কিতঃ, প্রেমগেত্যর্থঃ ॥

১৮। পরেত্ববি পরদিনে, “সন্তঃ পুত্রং পরার্থৈষমঃ পরেত্ববাত্ত পূর্বেহ্যঃ” ইত্যাদিনা সিদ্ধম্। ত্ববি আকাশে, যমুনা জনকে সূর্য্যো, সকলবৎসানাং সর্বসহচরবৎসানাম্, কলনয়া সংমেলনেন ॥

১৯। পালয়িতা সকললোকপালানামিত্যনেন তাদৃশখেলাবেশময়ন্তাপি তন্ত মনসি দুষ্টাগমসময়লব্ধ-সেবাবসরা

১৭। ভগবানও জনকজননীর সাহচর্য্যে দীপ্ত হয়ে সকলের দ্বারা নীরাজিত হয়ে অতদিনের মতো সান্ধ্যকালীন স্নান-অনুলেপনাদি ধারণ করে জনকের সহিত সান্ধ্য আহার করে স্নখে ঘুমিয়ে রাত্রিযাপন করল।

বকাসুর বধ :

১৮। পরদিন তখনও আকাশে সূর্য্য উদিত হয় নাই, সেই সময় নরবৎ খেলাধুলায় নিপুণ, হারে দীপ্ত বক্ষ সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রাতরাশ শেষ করবার পর যখন সকল সহচরগণ এসে মিলিত হলো তখন বলশালী বলদেবের সহিত পূর্ববৎ নিজের ও সহচরগণের বৎসসমূহকে একত্রিত করে যথারীতি অশ্ব এক বনে গিয়ে নব সবুজ তৃণময় মাঠ খুঁজতে খুঁজতে কোনও জলাশয়ের নিকটে জলের নৈকট্যেহু স্নকোমল স্নন্দর নবনব অঙ্কুরিত তৃণ দেখে বৎসপালকে সেখানেই চরতে পাঠিয়ে দিল।

১৯। এরপর অনন্তরসবিগ্রহ ব্রহ্মাদি সকল লোকপালগণের পালয়িতা সেই বৎসপাল শ্রীকৃষ্ণ সর্বোৎকর্ষের সহিত শোভা পেতে লাগল। অনতি দূরে পূতনাসহোদর-বিশাল উচ্চ বকশরীরধারী-কংসানুমোদিত মহাবীর-অখিল দানবগণের দ্বারা প্রশংসিত-নীতিজ্ঞ কোনও দৈত্যশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জ্যোতিষের মতো খুঁজতে খুঁজতে দৈববশে অবগত হয়ে গেলো ‘অহো এই-তো সন্মুখে সেই,’—জেনেই

ত্তরচক্ষুর্দিবমবনময়গ্নিব দ্যুতল-বিনিবেশিতোদ্ধর্ষচক্ষুশ্চ যুগপদেব দেব-দনুজ-মহুজাদি-সকলজীবজীবনা-
কর্ষণায় বিততায়ত-মহাসদংশং বিবৃত্য স্থিত ইব কালপুরুষঃ সকলৈরেব ভয়ভরনির্ভরভজ্যমান-মানসৈ-
রাতক্ষপক্ষিলৈরিব সহচরৈরালুলোকে ॥

২০। আলোক্য চ 'সখে! নায়াং পক্ষী, অপি তু সকলানেব নো গিলিতুমিব কৃতারন্তেণ
গুরুতরদন্তেন কেনাপি বকাকৃতিনা দানবেনৈব ভবিতব্যম্। তদিতঃ পলায়নমেবাস্মাকং পথ্যম্। অথবা,
কৈলাসশিখরিশিখরজ্রাঘীযসঃ শরীরাদপি দীর্ঘদীর্ঘতরাম্ চক্ষুপুটাদস্ত কথং পলায়নমপি' ইতি তেষু মীমাংস-
মানেষু 'প্রাণসমানেষু প্রাণরক্ষণার্থং নাশঙ্কনীয়ম্' ইতি দরহসিত-সুধাপেশল-সলালিত্যমাভাষমাণমকুতো-
ভয়মভয়দমখিললোকস্ত সহেলমভিমুখমুপসর্পতুং তমখিলভুবনৈকবন্ধুমহুপাধিনিরবধিকরুণৈকসিদ্ধুমব্যয়ম-
ব্যাহত-মহাপ্রভাবমতিসাহসঃ স পামরোহমরোপহতিকরঃ করালতরুতুঃ সহসোপপত্য পশুংসু সকলেষু
দিবি দিবিষংসু গিলতি স্ম ॥

ঐশ্বরী শক্তি দুঃসংহারায় সহসৈব পর্যক্ষুরদিত্তি ছোতিতম্। অদরমনল্পম, হুতঃ স্ততো নয়ো নীতিযন্ত সঃ। গণয়ন্ত্ৰি
গণা গণকাস্তোষামিনঃ, দৈবজ্ঞশ্রেষ্ঠ ইব গণয়িত্বা অবগত্যেত্যর্থঃ। ধরণীতলে নহিতো বেৎপ্রকারেণাপিত উত্তরচক্ষু-
রধশ্চক্ষুর্ধেন সঃ। কিমর্থমিব? ধরণীতলমুৎপাট্য উন্নময়গ্নিব, উদ্ধর্ষং নেতুমিব। এবং দিবঃ স্বর্গমধো নেতুমিব, পুনশ্চ
মহাবাতুকস্বভাবমলক্ষ্য অত্থোৎপ্রেক্ষতে—যুগপদেবেতি। সংদংশং 'সাঁড়াসী' ইতি খ্যাতম্ ॥

২০। সখে হে শ্রীকৃষ্ণ! কৈলাসশিখরিণঃ শিখরাদপি দ্রাঘীয়োহতিদীর্ঘং যৎ শরীরং তন্মাদপি দীর্ঘদীর্ঘতরান্ত
চক্ষুপুটং কথং পলায়নমপি শক্যমিত্যর্থঃ। মীমাংসামানেষু বিচারয়ন্ত সৎসু বয়স্তেষু তং শ্রীকৃষ্ণং গিলতি স্মেত্যন্বয়ঃ।

সে ধরণীতল উৎপাটিত করে যেন উর্দ্ধে নিয়ে ফেলবে এই ভাবে ধরণীতলে নীচের চক্ষু ঠেকিয়ে, আর
স্বর্গকে যেন নীচে নামিয়ে নিয়ে আসবে সেই ভাবে উপরের চক্ষুকে আকাশে ঠেকিয়ে মহা সাঁড়াসীর
আকারে মুখ-ব্যাদন করে যুগপৎ দেব-দানব-মহুশ্য সকল জীবকে আকর্ষণ করবার জন্ত যেন কালপুরুষের
মতো বসে থাকল, আর ওদিকে অত্যন্ত ভয়ভারে মানসিক সাম্য হারিয়ে আতঙ্কে মলিন হয়ে সখাগণ
বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল সেই দিকে।

২০। চেয়ে দেখতে দেখতে তাঁরা বলল—'সখে এ'তো পক্ষী নয়, আমাদের সকলকে যেন
গুরুতরদন্তে গিলতে আরম্ভমান কোনও বকাকৃতি দানবই বা হবে। অতএব এখান থেকে পলায়নই
আমাদের শ্রেয়—তবে কথা হচ্ছে, কৈলাসপর্বতশিখর থেকেও অতিদীর্ঘ এর শরীর থেকেও দীর্ঘদীর্ঘতর
ঐ চক্ষুপুট থেকে পলায়নই বা কি করে সম্ভব।' এইভাবে সখাগণ বিচারপরায়ণ হলে শ্রীকৃষ্ণ 'হে
আমার প্রাণপ্রিয় সখাগণ প্রাণরক্ষার জন্ত আশঙ্কা কর না' এইরূপে ঐযং হাসতে হাসতে কথায় সুধা
ঝরিয়ে সলালিত্যে যখন সখাদের অভয় দিচ্ছিল তখন অতিসাহসী-দেবতাদের উপদ্রবকারী-অতিকরাল
তুণ্ডসম্মিত সেই পামর বকাসুর অকুতভয়, অখিললোকের অভয়দ, হেলায় ঐ অসুরের সম্মুখে গমনরত,
অখিলভুবনের একমাত্র বন্ধু, অহৈতুক নিরবধি করুণৈকসিদ্ধু, অব্যয় অব্যাহত মহাপ্রভাব শ্রীকৃষ্ণের

২১। তদনু তদনুপায়মপায়মিবাঅনাং মত্তমানাঃ সর্ব এব সহচরাঃ সহ চ রামেণ হাহেতি নিগদন্তো গদং তোদমতিমহাস্তমাপত্তমানা দিবি চ দিবিচরাঃ ‘অহো কষ্টম্, অহো কষ্টম্’ ইতি ব্যথমানা মানাপহারেণ যদা মুহুন্তি স্ম, তদৈব জলদনলমিব কাকুদং কাকুদং দহন্তুং ক্রমেলক ইব প্রামাদেন গিলিতং নবসহকারপল্লবমিব প্রবলতরগলদণ্ডাকুঞ্চন-প্রসারণবিকলঃ সত্রাসপক্ষতি-বিধূননকাতরন্তরসা নির্যন্তিঃ প্রাণৈরিব বহির্নিঃসার্যমাণং তমতিবেগেনৈব বিবৃতগলচক্ষুপুটস্তংক্ষণেনৈব ববাম ॥

২২। তেনোদগীর্ণ এব বিধুস্তদ-বদনতো নিষ্ক্রান্তচন্দ্রে ইব, ঘনতরঘনঘটাকোটরতো বহির্গতঃ কিরণমালীব, গিরিবরগুহাকুহরতো বিনিষ্ক্রান্তঃ কণ্ঠীরবশাবক ইব, দন্তুরতমতমঃসমূহ-সমূঢ়সংসারকূপতো নিমুক্তঃ স্বভক্তজন ইব, তদগলগলিত-ক্লদলবাক্লিষ্মবসনভূষণতয়া শোভাতিশয়মেব বিভ্রাণো ‘ন ভেতব্যম্’ ইতি মধুরতর-সপ্রণয়কলস্বরমখিলসখিজনান্ মুচ্ছাতো বিরময্য, পুনরাক্রোশেন চক্ষুপুটবিঘট্টনয়া

দর ঈষৎ, হসিতসুধয়া পেশলং সুন্দরং সলালিতাঞ্চ যথা স্তাস্তথা। অগরাণাং দেবানামুপহতিমুপঘাতং করোতীতি সঃ ॥

২১। তদনু তদনন্তরং তং বকাসুরেণ কৃষ্ণস্ত গিলনম্, আত্মনামনুপায়মুপায়শূন্যমপায়ং বিপদং মত্তমানাঃ, গদং ব্যাধিম্; “রোগব্যাধিগদাময়াঃ” ইত্যমরঃ। কীদৃশং তোদম্? ব্যথাকরম্, মানাপহারেণ চেতনাপহারেণ, ‘মন্ জ্ঞানে’ ঘঞ্স্তঃ। তদৈব তং শ্রীকৃষ্ণং কাকুদং শোকভীত্যাদিময়বিকারপ্রদম্; কূতঃ? জলন্তমনলমিব কাকুদং তালু দহন্তুং তংক্ষণেনৈব ববামেত্যমরঃ; “তালু তু কাকুদম্” ইত্যমরঃ। ক্রমেলক উষ্ট্রঃ, সহকার আত্মঃ; প্রবলতরং যথা স্তাস্তথা, গলদণ্ডাকুঞ্চনং রোধপীড়াহুভবেন সঙ্কুচিতকরণং প্রসারণমুদ্বমনার্থং বিস্তৃতকরণং তাভ্যাং ব্যাকুলঃ, পক্ষতী পক্ষো তয়োবিধূননমিতি বৈয়াক্লক্ষণং নির্যন্তিঃ নির্গচ্ছন্তিঃ ॥

২২। চন্দ্র ইবেতি বয়স্তান্ প্রতি ব্যাখ্যাতোবিস্মারণার্থং স্বদ্যধুর্জ্ঞাপনয়া কিরণমালীবেতি, অস্তুরান্ প্রতি ত্রাসনার্থং হুঃসহোত্র-সপ্রতাপ-বাজ্ঞনয়া, গিরিবরেতি-কণ্ঠীরবেত্যাভ্যাং দেবান্ প্রতি শঙ্কানিরাসার্থং স্বব্যথাভাবসূচনয়া,

উপরে সহসা ঝাপিয়ে পড়ে আকাশে দেবতাসকল দেখতে দেখতে গিলে ফেললো।

২১। অনন্তর বকাসুরের কৃষ্ণগিলনকর্ম নিজেদের প্রতিকারহীন বিপদ মনে করে সকল সখা বলদেবের সহিত ‘হা হা’ করে চিৎকার করতে করতে, আর আকাশে দেবতাগণ নিজেদিগকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিগ্রস্ত মনে করে ‘অহো কষ্ট অহো কষ্ট’ এইরূপ কাতরাতে কাতরাতে চেতনা হারিয়ে যখন মুর্ছিত হয়ে পড়লেন ঠিক সেই মুহূর্তে অনবধানতাবশতঃ নবআত্মপল্লব গলাধঃকরণ করে উষ্ট্র যেমন উগরিয়ে দেয় তেমনই ঐ বকাসুর অতিপ্রবলভাবে গলদণ্ড সঙ্কুচিত-বিস্তৃতকরণের ব্যাকুলতায় ও ভয়ে পাখা ঝাপটানর কাতরতায় বেগে নিঃসৃত প্রাণবায়ুর চাপেই যেন নিঃসার্যমান, শোকভীত্যাদিময়-বিকারপ্রদ শ্রীকৃষ্ণকে তালুদহনকারী জলন্ত অনলের মতো অতিবেগে গলা ও চক্ষুপুট ব্যাদন করে তৎক্ষণাৎই উগরিয়ে ফেলে দিল।

২২। রাহুর কবল থেকে নিষ্ক্রান্ত চন্দ্রের মতো, অতিঘোরতর মেঘাভ্রম্বর-কোটর থেকে নির্গত সূর্যের মতো, গিরিবর-গুহারন্ধ্র থেকে বহির্গত সিংহশাবকের মতো, অতিদুর্দান্ত তমঃসমূহ পরিপূর্ণ সংসারকূপ থেকে নিমুক্ত স্বভক্তজনের মতো তৎমুখবির-উদগীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ অস্তুরগল-গলিত-

নিকোষয়িতুমাপততঃ পততস্তস্মৈ বামকরকমলকুণ্ডমলেনোদ্ধিতচঞ্চুদলং দক্ষিণকরকমলকোশেনাধরচঞ্চুদলমব-
ধৃত্য সহচর-বালকানাং দুঃখশোকাভ্যাং সহ, সন্তাপভরনমদগরনিকরাহুঃকরণানাং ভয়েন সহপ্রবলতর-
দলুজদৈতেয়-পরিষদাং হর্ষোৎকর্ষণে সহ, সহসৈব হসন্মুখকমলো হেল্যৈব বীরণতৃণস্তেব বিদারণং বিধায়
নিরর্গলগলদস্ফুগ্ধারা-ধোতধরণিতলমভিতোহভিতশ্চিহ্নমাননাড়ীনাগমবিবলমেদঃস্রুতি বপুষঃ শকলদ্বয়ং
গিরিশিখরদ্বয়দ্বয়ং পাতয়ামাস ॥

২৩। পততোশ্চ তয়োঃ শকলয়োঃ পততি স্ম মদমুদিতবিবুধঘটায়নবৃষ্ণমাণনন্দনবনকুসুমসং-
হতিরপি দিবো হর্ষভরজনিত-নয়নসকজ্জল-জলবিন্দুভিরিব দেবদ্রুমবিলাসিভিরিলিভিঃ সমম্, সমন্ততশ্চ
গন্ধর্ব-কিন্নরযুবতয়ো বত যোজিতহর্ষং ননুতুরভিতোহভিতশ্চ চন্দ্রভয়োহভয়োদীরিতা নেছুরতিসুমহদাশ্চর্য্যং

প্রত্যুত ক্রীড়াস্থখান্দদ্ববোধনয়া চ। স্বভক্তজন ইবেতি বৈকুণ্ঠগতসাধনসিদ্ধপার্ষদান্ প্রতি তত্ত্বপূর্ণানুভবস্মারণার্থং
তথাকারমাদ্ভুত্যাপি কৌতুকভরেণ সাদৃশ্যসম্ভাবনয়া উৎপ্রেক্ষা ইতি ক্লেদলবৈরাগিয়ানি বসনভূষণানি যন্ত, তথাভূততয়েতি
প্রশ্নমুক্তে চজ্রে পাটলবর্ণলেশো রাহুচিহ্নবিশেষঃ শোভৈব, মেঘমুক্তে কিরণমালিনি মেঘখণ্ডলেশসম্পর্কো দুঃসহতেজস্ব-
প্রতিপাদক এব দুর্দিনোখিতে সূর্যে লোকে তথানুভবাং। গিরিশুভাকুর-নিষ্ক্রান্তে কঙ্গীরবেহপি তদীরগৈরিকাদিচিহ্নলেশঃ
খেলাকৌতুকজ্যোতক এব, সংসারনির্মুক্তে ভক্তজনেহপি সিদ্ধদশ প্রণয়ক্ষণে বাধিতানুভবস্তিষ্ঠায়েন, স্বভক্ত্যে সতি স্বপান-
থানুসন্ধানশেষ ইব বিষয়স্থখানুভবশেষো বিশ্বয়াবহ এবতি চতুষ্পি সাধর্ম্যবল্লভং ছোতিহৃতি। বিদ্যুতনয়া চালনেন,
নিকোষয়িতুং ঠোংকারেণ অর্দয়িতুং, আপতত আগচ্ছতঃ পততঃ পক্ষিণঃ; “পতংপত্ররথাণ্ডজাঃ” ইত্যমরঃ; নিরর্গলং
নির্নিবারং গলন্ত্যা অস্ফুগ্ধারয়া ধোতং ধরণিতলং যত্র তথাভূতং যথা স্মাতথা, অবিরলমেদসাং স্রুতিঃ শ্রাবো যত্র
তদযথা শ্রাব্যং। শকলদ্বয়ং খণ্ডদ্বয়ং গিরিশিখরদ্বয়প্রমাণম্; প্রমাণার্থে ‘দ্বয়স্চ’-প্রত্যয়ঃ ॥

২৩। তয়োঃ পততোঃ সতোঃ, পততি স্ম, অগতং। নয়নসকজ্জলেতি দিবো নায়িকাদমারোপিতম্, বত

ক্লেদলবল্লভ বসনভূষণে এক অপূর্ব শোভার আতিশয়োই দীপ্ত হয়ে অতিমধুর সপ্রণয় কলস্বরে ‘ভয়
করো না’ এইরূপ বলে অখিল সখাগণের চুচ্ছা ভাজালেন।

পুনরায় ঐ পক্ষীরূপ বকাসুর ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে চঞ্চুপুট চালিয়ে ঠুকরিয়ে বধ করবার জন্য
এগিয়ে এলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর উদ্ধিতচঞ্চুদল বাম করকমলকোরকের দ্বারা ও নীচের চঞ্চুদল দক্ষিণ করকমল-
কোরকের দ্বারা চেপে ধরে সহচর বালকগণের দুঃখশোকের সহিত, সন্তাপ ও ভয়ে বিবল দেবতাগণের
অন্তঃকরণের ভয়ের সহিত, অতিপ্রবল দৈত্যদানব-সভাপরিষদগণের হর্ষোৎফুল্লতার সহিত হাসতে
হাসতেই সহসাই অনায়াসেই বীরণ তৃণের মতো তাকে ছ-ভাগে বিদারণ করে গিরিশৃঙ্গদ্বয়ের মতো
বিরাট ঐ দেহের খণ্ডদ্বয় ছুড়ে মাটিতে ফেলে দিল—তখন ঐ খণ্ডদ্বয় থেকে অবিরলভাবে ক্ষরিত রক্ত-
ধারায় ধরণীতল ধুয়ে যাচ্ছিল, এখানে-ওখানে চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন তার নাড়ীনাগ থেকে শ্রাবিত হচ্ছিল
চর্বি অবিরল ধারায়।

২৩। বকাসুরের দেহখণ্ড দু’টি ভূপতিত হলে আনন্দোচ্ছসিত দেববৃন্দের দ্বারা অবিরল
ধারায় বৃষ্ণমান নন্দনবন-কুসুমসমূহ আকাশ-রমণীর হর্ষভরজনিত কাজলধোয়া অশ্রুবিন্দু সদৃশ ভ্রমর

তদিতি মঘানা মঘানায়িতা মুনয়োহপি তুষ্ঠুবুঃ ॥

২৪ । ইহ চ সহচরাঃ প্রমোদভরভজ্যমানহৃদয়া হৃদয়াধিনাথং তমেকৈকশো বকরিপুং করিপুঙ্গব-
গামিনমালিঙ্গ্য লঙ্কজীবিতা ইব, বিলোক্য দিবসাবসানমশেষমপি দিনান্তরবৎ সমবর্হায্য বৎসকদম্বকং
কদম্বকন্দুকললিততর-করকমলেন তেন প্রিয়সথেন সকলসৌভগবতা ভগবতা সমং ভবনমাগত্য
গত্যবসাদাসাদিত-মাধ্ব্য-মাধ্ব্যধ্ব্যমুৎকণ্ঠা-কণ্ঠাগ্রীক্রিয়মাণমিব তদেব বকহননং ব্রজপুরপরমেশ্বর্যৈ
কথয়াস্বভুবুঃ ॥

২৫ । ‘মাতঃ ! পরং মাহতঃ পরং কৌতুকম্, কৌতুকং ন বিশ্বাপয়তি তৎ, যদন্ত সখ্যা স
খ্যাপিতভুজপরাক্রমঃ পরাক্রমঃ কৃতঃ ॥

২৬ । তথা হি—নিজমদপর্বতায়মানং পর্বতায়মানং সর্বানুব নো গিলিতুমুদ্রতং মুদ্রতং জলন্তমিব
বিশ্ময়ে, যোজিতহর্ষং যথা শ্রান্তথা, অভয়গম্ভীরাভিভো নিঃশঙ্কতম্; তেন উদীরিতাঃ । মনুনা বৈবস্বতেন, আনায়িতাঃ
স্বজনদ্বারা তত্র প্রাপিতা ইত্যর্থঃ ॥

২৪ । গতাবসাদেন অত্যোৎস্রক্যাদতিশীঘ্রগমনশ্রমেণ হেতুনা আসাদিতং মাধ্ব্যম্, অতিশ্বাসভূয়া একপ্রযত্নেন
উচ্চারণাসামর্থ্যং তেন যন্মাধ্ব্যং তস্য ধ্ব্যং যথা শ্রান্তথা কথয়াস্বভুবুঃ; “ধূর্দহে ধূর্দধৌরেয়ধূরীণাঃ” ইত্যমরঃ; বকশ
বকাসুরস্ত হননং হননবৃত্তান্তম্ । কীদৃশম্? উৎকণ্ঠয়া কণ্ঠাগ্রীক্রিয়মাণমিবেতি সমাসো যমকাতুরোধেন কৃতঃ ॥

২৫ । হে মাতঃ ! অতঃ পরং কৌতুকং মা ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ । তৎ কৌতুকম্, কৌ পৃথিব্যাং তু কম্? অপি তু
সর্বমেব জনম্ । সখ্যা শ্রীকৃষ্ণেন, সৌহৃদ্যাসদৃশত্বেন প্রসিদ্ধঃ, পরস্তু শত্রোরাক্রমঃ, সখিকর্তৃকস্তু পরাভব ইত্যর্থঃ ।
কীদৃশঃ? খ্যাপিতো ভুজস্ত পরাক্রমো যন্মাংসঃ ॥

যা কল্পবৃক্ষ-বিলাসি তাদিকে বৃকে নিয়েই ভূমিতে পড়তে লাগল । চতুর্দিকে অহো অপূর্ব কিন্নরযুবতীগণ
হর্ষপূর্বক নৃত্য করতে লাগল, চতুর্দিকে নির্ভয় ছন্দুভিসমূহ অভয় ধ্বনি করে বাজতে লাগল—‘অহো এ এক
অতিসুন্দর আশ্চর্য ব্যাপার’ এই মনে করে মনুপ্রেরিত মুনিগণ স্তব করতে লাগলেন ।

২৪ । এদিকে আনন্দের আতিশয্যে টলমল হৃদয় সখাগণ তাঁদের হৃদয়াধিনাথ বকরিপু
গজশ্রেষ্ঠগামী শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যেকে একে একে আলিঙ্গন করে যেন জীবন ফিরে পেলেন, তখন তাঁরা
স্বায়ংকাল উপস্থিত হলে অল্প দিনের মতো বৎসপালকে একত্রিত করে কদম্বকন্দুকে শোভিত অতি
সুন্দর করকমলা, সকলসৌভাগ্যবান ভগবান তাঁদের প্রিয়সখার সঙ্গে ঘরে ফিরে এসে অত্যাৎকণ্ঠাহেতু দ্রুত
চলার শ্রমে মত্তরতা প্রাপ্ত হয়ে, ঘনঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের বেগে একবারে সবটা বলার অসামর্থ্যতার দরুণ
মুখেচোখে বিকসিত মাধ্ব্য-পরাকণ্ঠায় রমণীয় হয়ে উৎকণ্ঠার দ্বারা কণ্ঠে আনিত সেই বকহনন-বৃত্তান্ত
ব্রজপুরপরমেশ্বরীকে বলতে আরম্ভ করল—

২৫ । ‘মা, শোন এর অধিক আর অতঃপর কৌতুক কিছু হতে পারে না—আজ আমাদের
সখা এই যা ভুজপরাক্রম-খ্যাপক পরাক্রম প্রকাশ করল তা পৃথিবীতে কাকে-না আশ্চর্য্যস্থিত করে ।

২৬ । ব্যাপার কি বলি শোন—নিজ গর্বের উচ্ছ্বাসে ফুলে পর্বতপ্রমাণ-আগুনের মতো

পাবকং বকং তীক্ষ্ণচক্ষুং চক্ষুর্যমাণং করসরোজাভ্যামাভ্যামাহিতহেলং হেহলং স্কৃতিনি ! তব কুসুম-
সুকুমারঃ কুমারঃ সপদি বীরণতৃণমিব পাটয়ামাস ॥’

২৭। ইতি বৎসপালক-বালককলবচনমাশ্রুত্যাশ্রুত্যাতিকৌতুকপ্রদমপি ভয়দমুভয়দশায়ামেব বিস্ময়-
স্ময়জনকমথ পুরপুরস্ক্রীভিঃ সহ সহসা ব্রজেশ্বরী কিমপি কথয়িতুমাৰেভে ॥

২৮। ‘হংহো— যদর্থমজহামহং বত মহাবনাবস্থিতিং
তদেতদতিভীতিদং দিতিজকৃত্যঃস্মীলতি ।
অয়ং পরমচঞ্চলঃ পরমসাহসোহসাম্বসঃ
ক যামি করবাণি কিং হতবিধেৰ্ণ বেদ্যীহিতম্ ॥

২৬। নিজমদেন যৎ পূৰ্ব উৎসবন্তেন ভায়মানং বিস্তীৰ্যমাণং গিলিতুযুক্তং কৃতোক্তমং মুদযতং মুদ্য আনন্দভো-
যতমুপরতম্, আসন্নমুত্যাভ্যং । চক্ষুর্যমাণং কুটিলগামিনম্; (পা০ ৭।৪।৮৮) “উৎপন্নস্তাতঃ”, (পা০ ৭।৪।৮৭) “চরফলোশ্চ”
ইত্যুগ্মগামো । করসরোজাভ্যাম্ আভ্যামিতি বৃক্ষহস্তৌ স্বতর্জন্তা স্পৃষ্টৌ দর্শয়ন্তি, আহিতহেলং যথা স্তাৎ, ইতি
আয়াসাতাবস্চনম্ । হে অলমতিশয়ং স্কৃতিনি ! তবৈব স্কৃতবশাদেব তাদৃশবলবদুপবধে অস্ত ভূজয়োর্বলমুদযতে,
অত্থা তু ক্রীড়াবাহুক্ষে অস্মাভিরপি কতিবারং পরাজিতস্ত স্ত কুতস্তথা স্বতো বলসম্ভাবনেতি ভাবঃ । স্কৃতিনীত্যস্ত
সংবাদনপদশ্চৈতন্মাতৃভিরেবং বিবিধ বিপত্তৌ ব্রজেশ্বরাং বহুধা প্রযুক্তস্ত বালসম্ভাবাদ্যথাক্রতধারণয়া অহুকথনরীত্যা
এভিরপি প্রয়োগঃ কৃত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥

২৭। কুশলিনঃ পুত্রশাস্ত্রুতচরিত্রমিতি শ্রুতোরতিকৌতুকপ্রদম্, গিলিতুকাস্ত মহাবকস্ত বধঃ পুত্রকর্তৃক ইতি
ভয়দম্, যুগপদেব উভয়দশায়াঃ কৌতুকদশায়াং ভয়দশায়াঞ্চ বিস্ময়েন স্মরো মন্দহাস্তং তস্ত জনকম্ । তথাবিধচরিত্রে-
হপি পুত্রস্ত কুশলিষদর্শনমিতি কৌতুকদশায়াং বিস্ময়ঃ; “বিস্ময়োহুতমাস্চর্যম্” ইত্যমরঃ । তাদৃশবকস্ত কোমলাঙ্গ-
শিশুনাপি বিদারণমিতি ভয়দশায়াং চ বিস্ময় ইতি ॥

২৮। অজহাং ত্যক্তবত্যস্মি, অয়ং মৎপুত্রঃ ॥

অলস্ত-তীক্ষ্ণ চক্ষুঃশিশু-কুটিলগামী-আনন্দবঞ্চিত এক বকাসুর আমাদের সকলকে গিলিতে উদ্যত হলে
হে অতিশয় স্কৃতিশালিনী মা যশোদে, তোমার কুসুম-সুকুমার কুমার তৎক্ষণাৎ তার করসরোজে
অবহেলায় বীরণ তৃণের মতো তাকে চিরে ফেলে দিল ।

২৭। বৎসপালক-বালকগণের মুখে এইরূপ কর্ণের অতি কৌতুকপ্রদ হলেও ভয়দ, এ উভয়
দশাতেই বিস্ময় ও হাস্তজনক, মধুর আধআধ কথা শুনে ব্রজেশ্বরী পুরস্ক্রীণের সঙ্গে সহসা এইরূপ
বলতে আরম্ভ করলেন—

২৮। ‘অহো, যার জন্ত আমি মহাবনবাস ত্যাগ করলাম সেই অতি ভীতিদ দিতিপুত্র দৈত্যগণের
উৎপাত এখানেও আরম্ভ হল—আমার এ-বালকও পরমচঞ্চল-পরমসাহসী-সম্ভ্রমহীন । ভাগ্যহীনা আমি
হায় হায় কোথায় যাই, কি করি, বিধির যে কি ইচ্ছা জানি না ।

২৯। ইতি ক্ষণমুচিহ্ন্য দিনান্তরবদ্বালকান্ স্থালয়ান্ বিসৃজ্য তনয়স্ত সময়োচিতাভ্যঞ্জনোদ্বর্তনাদি কারয়িত্বা প্রণয়ব্যবসায়ী সায়াশনমাশয়িত্বা 'তাত ! গৃহ এব ভবতা স্থীয়তাম্, নাতঃ পরং বনান্তরে গন্তব্যম্, বৎস । বৎসরক্ষণক্ষণস্তে বিরমতু, বৎসরক্ষণে, বহবঃ সন্তি, কিং তবাহমুনায়াসেন' ইতি জননী-জননীতিকরবচনমাকৰ্ণ্য 'মাতৰ্মা তব ভয়ং কিমপি, সৰ্বেহমী মূষৈব বদন্তি, তদলং চিস্তয়া' ইতি নিদ্রামভিনয়তি সতি লীলাবালকে ভগবতি জননী চ তমতিপরাদীক্ষয়নতলে সলালমমসূষুপং ॥

৩০। এবং-লীলালস্ত লস্তমানচরিতস্ত তস্ত নিত্যসলীলতাকল্পতাকল্পভূতমেতৎ শৈশবাди বিবাদি বিরুদ্ধ্যতে যদিপি মূর্ত্তানন্দেহেন নিত্যকৈশোরতয়াহবিকারিত্বাৎ, তথাপি তথা পিহিতপরমৈশ্বর্য্যস্ত হিত-পরমৈশ্বর্য্য স্তদ ললিতং তস্ত তল্লীলায়িতম্, যেন স্বস্ববাসনাবাসনানাবিধভক্তানুগ্রহপরবশতয়া সচ্চিদানন্দ-ঘনে নিত্যকৈশোর এব সকলভাবপুষ্টি বপুষ্টি তথা তথাপ্রকাশঃ, ন তু সাবস্থা কালিকী, কিস্তুচিস্ত্য-

২৯। প্রণয়ে ব্যবসায়ো যস্তাঃ সা ; সায়াশনং সায়াং কালে অশনং ভোজনং যস্ত তৎ, পানক-শুক্লী-লাডু কাদি। জননীতিকর ইতি বচনবিশেষণম্, অতিপরাদে পরাদ্ধম্। মপ্যতিক্রান্তে শয্যাতে। অসূষুপং স্বাপয়ামাস ॥

৩০। এবং শেষকৌমারমুপসেদ্যঃ শ্রীকৃষ্ণশ্রীকৃষ্ণাদাবিত্তং বেণুগানাত্যাস-বনমালাদিপ্রসাধনৈর্মাধুর্য্যস্তাতি-বৈলক্ষণ্যং বর্ণয়িত্বা প্রসঙ্গান্নিত্যকৈশোরেহপি তস্মিন্ বাল্য-পৌগণ্ডলীলয়োরবিভাব-তিরোভাববতোয়পি নিত্যস্থিতি-পরিপাটীপ্রকারমুপশিক্ষয়তি—এবমিতি। এবং লীলাং লাতি গৃহাতি তস্ত, ইত্যনেনাবর্ণিতাত্যপি লীলাস্তরাণি স্মৃতিতানি।

২৯। এইভাবে ক্ষণকাল চিস্তা করে অশ্রুদিনের মতো রাখাল বালকগণকে নিজ নিজ ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে সময়োচিত অভ্যঞ্জন-উদ্বর্তনাদি করিয়ে শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবে স্থিতমতি মা যশোদা সায়াংকালিন খাবার খাইয়ে পুত্রকে বললেন—‘বাপধন, তুমি গৃহেই থাকো, অতঃপর আর বনে যেও না, এখনকার মতো বৎসচারণ থেকে বিরমিত থাকো, বৎসচারণের জন্ত বহু রাখাল আছে, এ’তে তোমার পরিশ্রমের কি প্রয়োজন’। জননীনীতিকর এই কথা শুনে—‘মা, তোমার কোন ভয় নাই, এরা সকলে মিথ্যা মিথ্যাই বলছে, তোমার চিন্তার কিছু নাই’ এই বলে লীলাবালক ঘূমের ভাব দেখালে কৃষ্ণজননী তাঁকে বহুমূল্য শয্যাতে আদর করতে করতে শুইয়ে দিলেন।

বেণুগান-অভ্যাস :

৩০। (এইরূপে কুমার অবস্থার শেষ সীমায় পৌঁছেলে অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের শেষের দিকে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাজে বেণুগান-অভ্যাসে এবং বনমালাদি-প্রসাধনে মাধুর্য্যের যে অতিবৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেলো তা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে নিত্যকৈশোরে স্থিত হলেও শ্রীকৃষ্ণে যে আবির্ভাব তিরোভাবময়ী বাল্য-পৌগণ্ডলীলা দেখা যাচ্ছে তার নিত্যস্থিতি-পরিপাটিপ্রকার ব্যাখ্যা করা হচ্ছে—‘এবং-লীলালস্ত’ ইত্যাদি।)

শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তানন্দ এবং নিত্যকৈশোরে স্থিত বলে অবিকারী, কাজেই পূর্ববর্ণিতরূপে লীলাপরাণ শোভন চরিত্র শ্রীকৃষ্ণে তাঁর নিত্যলীলারূপ কল্পলতার ফলস্বরূপ তত্ত্বলীত্যলীলাময় শৈশবাди যদিও বিরুদ্ধ হয়ে পড়ে তথাপি লীলাশক্তি দ্বারা কৈশোরোচিত পরমৈশ্বর্য্য আচ্ছাদিত হয়ে বাৎসল্যরসপোষক

বৈভবত্বে বৈ ভবত্বে তদেব সকলং বাল্যাচ্চপি নিস্তর্কনিত্যমেব । এবং নির্বালীকমুরলীকলমুরলীকুর্বন
কলগানগানবত্বেন বৈণবিকত্বেন ব্রজপুরপুরস্ক্রীণাং বিশ্বয়মাততান ॥

৩১ । আগত্য চ তাস্তস্ত সন্নিধি—

হে কৃষ্ণ মাতৃকুচকুচকৃষণেহপি, নালং যদেতদধরোষ্ঠপুটং তবাসীৎ ।

তেনাচ্চ তে কতিপয়েষু দিনেষ্বকস্মাৎ, কস্মাদ্গুরোরধিগতঃ কলবেণুপাঠঃ ॥

নিত্যসলীলতা নিত্যলীলাবস্তুং সৈব কল্পলতা কল্পবল্লী তত্তদনুরক্তবিবিধভক্তবাহুতপূরণং, তৎকল্পভূতং শৈশবাতি তত্ত-
ল্লিতালীলাময়ং বেতার্থঃ । আদি-শব্দাং পৌগণ্ডক, যদপি যত্বেপি, বিরূপাত ইতি বাল্যকৈশোরয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাব-
তাং । নহু জ্ঞানচক্রমণাদি নিকৃষ্টবিহারাত্মোর্বাল্য-কৈশোরলীলয়োঃ গপদেব শ্রীকৃষ্ণে ধর্মিণি বিরোধঃ, কালভেদবাবস্থয়া
তু কুতস্তয়োর্বিরোধঃ ? তত্রাহ—নিত্যকিশোরতয়েতি । নহু যত্বেবং তর্হি জন্মানর্য প্রাকৃতবালকশ্চেবাস্ত কথং তথা
তথা বিকারিত্বপ্রতীতিঃ ? তত্রাহ—অপিহিতমাচ্ছাদিতং পরমৈশ্বর্যং স্বয়ংভগবত্বেন মহাবৈষ্ণবং যন্ত, তদিচ্ছাবশালীলা-
শক্ত্যেবেতার্থঃ । তন্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত তেন নিত্যভূতং বৈষ্ণবমিব নিত্যকিশোরত্ব-স্বরূপমপি তদানীং তথৈব বাল্যলীলারস-
পুষ্ঠ্যর্থমাচ্ছাদিতং তিষ্ঠতীতির্থঃ । নহু কথমেবমুচ্যতে, পুতনাদিবধবিশ্বরূপদর্শন-বন্ধনদাম-দ্বাদুল্লানতাপাদক-বিচিত্রৈশ্বর্য-
সম্বলিতত্বেনৈব তত্তদবাল্যলীলায়া অপি দৃষ্টত্বাদিত্যত আহ—হিতং বিশ্বয়ানিষ্টশঙ্কাদিভির্ধাৎসল্যারসস্ত পোষকম্, ন তু
তদ্বিঘাতকং যৎ পরমৈশ্বর্যং তন্ত শ্রুদেন বেগেন ললিতং প্রাপ্যশোভং তৎ প্রসিদ্ধং তন্ত তথালীলারিত্যং যেন নিত্যকৈশোরে
এব বপুষি তথা তথা বাল্যাদিপ্রকাশঃ । কীদৃশে ? সকলান্ বাৎসল্য-সখ্য-মধুরাদীন সখ্যানেব ভাবান্ পুষ্যতীতি
তস্মিন্, তেন বাল্যদিবপুষ্যস্তাদৃশত্বাভাবাং তৎপ্রকাশত্বমেব । তথোক্তঃ শ্রীভক্তিরসায়ুতসিকৌ—(২।১।৬৩) “বয়সৌ
বিবিধত্বেনপি সর্বভক্তিরসাস্রয়ঃ । ধর্মী কিশোর এবাত্র নিত্যনানাবিলাসবান ॥” ইতি । প্রকাশে কো হেতুঃ ? তত্রাহ
—স্বস্বভাবসান্ন বাৎসল্যাভিভাবমাত্রময়ী বাসো নৈশচল্যং যেযাম্, তথাভূতা যে নানাবিধভক্তান্তেষামনুগ্রহাধীনতয়া
তেনানাদিসিদ্ধবেদাগমাদিপ্রসিদ্ধ-তত্ত্বদুপাসনাপরম্পরাগ্রবাহাদেব তত্তল্লীলায়া নিত্যং সূচিতম্ । অতএব নিত্যস্থিতৈশ্চ
বাল্যাদেঃ প্রকাশ এব, ন তু সা কালিকী কালকৃতা । নহু স্বলোচিতকাল এব তস্তাস্তস্ত অবস্থয়া জ্ঞত্বেনৈব প্রতীতে:
কথং কালিকত্বগুণম্ ? প্রতীতিরবাস্তবীতি চেৎ, প্রতীতিসম্মত্বেব সর্বাণি তানি তানি লীলারিত্যনানীতি তেষামপি
অবাস্তবত্বপ্রসক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিস্তিতি । ন চিত্ত্যং চিত্ত্বিত্বং শক্যং নৈভবং যন্ত তন্ত ভাবস্তত্বে সতি, তস্তাচিত্ত্য-

যে পরমৈশ্বরের প্রকাশ হচ্ছে তার বলে ললিত সেইরূপ সেইরূপ লীলাময় শৈশবাতি অবস্থা তাঁর
সক্ৰিদানন্দঘন নিত্যকিশোর বপুতেই প্রকাশিত হচ্ছে—বাৎসল্যাভি ভাবমাত্রে নিষ্ঠ নানাবিধ ভক্তের প্রতি
অনুগ্রহপরবশতাহেতু, এই বাল্যাভি অবস্থা কালকৃত নয় । শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিমত্তা স্বীকার করলে
এ-সব বাল্যাভি সকল অবস্থাই নিশ্চয়ই নিত্য—এ সম্বন্ধে তর্কের কোন অবকাশ নাই । এইরূপে কৈশোর
অবস্থার প্রকাশে প্রিয় মুরলী-কাকলীতে কলগান নির্ভুলভাবে অভ্যাস করতে করতে বেণুবিছায়
প্রবীণতা লাভ করে ব্রজপুরপুরস্ক্রীণকে বিশ্বিত করে তুললেন শ্রীকৃষ্ণ ।

৩১ । তাঁরা তাঁর নিকট এসে বললেন—

‘হে কৃষ্ণ, তোমার এই যে-অধরোষ্ঠপুট মাতৃকুচের বোঁটা চুষণেও অসমর্থ ছিলো তার দ্বারা
আজ কয়দিন মধ্যেই তুমি কোন্ গুরুর নিকট অকস্মাৎ অধিগত করলে এই কলবেণুপাঠ ।

৩২ । নির্মলনং তব নয়ামি মুখস্ত তাত, বেণুং পুনর্ললন বাদয় বাদয়েতি ।

উচ্যদা স্বজননীজনকোপকণ্ঠে, তং বাদয়ন্ত তদা সরসীকরোতি ॥

৩৩ । তমালবর্ণং তমালবর্ণং বাঙমনসাবসানং বসানং চ বসনং কেশরপরাগভরপিঞ্জর-তমালিন-
মিব বনমালিনমিব বনকুঞ্জরশাবকং বকবৈরিণমালোকয়িতুমহরহরেব নভসি ভসিতধারিণী দেবেন সহ সহ
কমলজনিনা চ সুরনগরনাগরাঃ সমুপসীদন্তি ॥

৩৪ । এবং স্থিতে কশ্মিরপাহনি অনুদিত এবাহস্করে পুষ্করেক্ষণো জননীমুবাচ—‘মাতরন্ত নিরবন্ত-
বিপিনভোজনে ভো জনেশ্বরি । বিহিতলালসোহস্মি, তদছাত্রা নাশনীয়ম্, নাশনীয়ং চ ন মে বচনমিদং
শুভবত্যা ভবত্যা’ ইতি তনয়োদিতমনয়োদিতমবগম্য ব্রজরাজবধূর্জবধূয়মান-বদনং ‘ন ন ন ন’ ইতি যদা

শক্তিমত্ত্বস্বীকারে সতীত্বার্থঃ । বৈ নিশ্চিতম্, নিস্তর্কেতি “অচিন্ত্যঃ থলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ । প্রকৃতিভাঃ
পরং যন্তু তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণম্ ॥” ইতি, তত্র তর্কযোজনস্ত নিষিদ্ধত্বাদিতি । নির্বালীকং প্রিয়ম্, “ব্যালীকমপ্রিয়াকার-
বৈলক্ষ্যোষপি দৃশ্যতে” ইতি বিখ্যঃ । কলগানগং মধুরাস্কুটগানপ্রাপকম্, অনবন্তত্বং প্রশংসাইদম্, তেন বৈণবিকত্বেন
বেণুবাদনশীলত্বেন ॥ (৩১)

৩২ । হে ললন ! হে লালনীয়ত্বার্থঃ । তং বেণুং সরসীকরোতি ॥

৩৩ । তং শ্রীকৃষ্ণম্, আলবর্ণং হরিতালবর্ণং বসনং বসানং পরিদধতম্ ; “তালমালাং চ হরিতালকে” ইত্যমরঃ ।
পুনঃ কীদৃশম্ ? বায়নসয়োশ্চিন্তনবর্ণনাভ্যামবসানং সীমা যস্মিন্শব্দম্ ; বনগালিনম্, (শ্রীরাধাকৃষ্ণগোদেহ-দীপিকায়াম্
পরিশিষ্টে ১৩২) “পত্রপুষ্পসমী মায়া বনমালা পদাবধিঃ” ইতি বিবক্ষিতলক্ষণমালাযুক্তম্ । বনকুঞ্জরশাবকমিবেতি—
ইবেত্যস্ত প্রাগ্ভাবো যমকানুরোধেন, ‘ইবেন সহ নিতাসমাসবচনম্’ ইত্যস্ত প্রায়িকত্বাৎ । অহরহঃ প্রতিদিনমেব,
ভসিতং ভস্ম, তদ্ধারিণী শস্ত্রনা, কমলযোনিনা ব্রহ্মণা, গমনে অনয়েরপ্রাধান্ত্যং পুরাতনপুরুষত্বেন গান্ধীযাদর্শনোৎসুক্য-
শাল্লাবিক্ষরাৎ । সুরনগরন্ত নাগরা ইন্দ্রাদয়ঃ ॥

৩২ । হে বাপধন, হে ললন, তোমার মুখের বালাই লয়ে মরি, আর একবার বেণুবাদন করছে
কর, শুন’—এ-রূপ তাঁরা বললে তিনি নিজ জনকজননীর নিকট বেণু বাজাতে বাজাতে বেণুকে সরস
করে তুললেন ।

৩৩ । বাক্য-মনের অগোচর, পীতবর্ণ বসনধারী, কমলকেশরপরাগ-ধূসরিত পীত ভ্রমরসম,
বনকুঞ্জর-শাবকসম, তমালশ্যাম বকবৈরী বনমালীকে দেখবার জন্ত প্রতিদিন আকাশে ভ্রম্মাচ্ছাদিত
শিব ও কমলজনি ব্রহ্মার সঙ্গে স্বর্গের ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এসে উপস্থিত হন ।

পুলিনভোজনলীলা :

ভোজ্যদ্রব্য সহ বনযাত্রা :

৩৪ । এইরূপ পরিস্থিতিতে কোনও একদিন সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ মা’কে
বললেন—‘হে জনেশ্বরি মা, আজ অতি সুন্দর এক বিপিনভোজন-খেলায় অত্যন্ত লোলুপ হয়েছি,
আজ আর ঘরে আহার করব না, সৌভাগ্যবতী তুমি আমার এ-কথা অত্যাচার করতে পারবে না, পুত্রের

নিজগাদ, তদা পুনরপি সনির্বন্ধং লীলাবালকোহলকোল্লসদ্ভালো ভালোকবিষটিততমা বিষটিততমামান্ননো
লালসামালোক্য তদৃষ্টনসদৃশপথেন শপথেন মুহুরনুনাথ্য তদনুমোদনং কারয়ামাস ॥

৩৫ । তদনু দেবেন বলদেবেন বলপূরিতশৃঙ্গধ্বনিবাহনিনাহহিতবিলম্বং নিজনিজান্ননাগারাদা-
গারদাগতেষু সহচরেষু ‘দেহি নো জননী ; জন-নিকামমদনীয়মদনীয়ম্’ ইতি নাথতি নাথতিলকে
ত্রিভুবনস্ত বনস্ত যোগ্যানি ভোজ্যানি জ্যানিবিহীনানি, দধিমহোদধিমহোষ্টপঙ্কপিণ্ডানীদ দধীনি, পীযুষ-
কিরণপললানীদ ললিতানি নবনীতানি, ক্ষীরনীরধিহিণ্ডীরা ইব মাংসলাঃ পয়ঃসরাঃ, নয়নানুমোদঘটকাঃ
পর্পটকা বটকাশচ সুরস-সুরভি-বহুমূল্যাঃ শঙ্কুল্যাদয়শ্চ, স্ত্যান-তুহিনশবলানীদ আমিক্ষাখণ্ডানি

৩৪ । জনেশ্বরীতি অতুলোককৃতস্ততিসম্বোধনপদানুবাদেন স্বার্থীপ্তিতে তত্র সম্মতিপ্রার্থনা ছোত্যাতে । তত্র গৃহে
ন অশনীয়ং ন ভোক্তব্যম্, প্রত্যাখ্যান্যমানাং মাতরণাশঙ্ক্যাহ—ইদং বচনং মম ভবত্যা ন নাশনীয়ং ন ছেবমিতি প্রত্যুত্তরং
ন দাতব্যমিতিার্থঃ । শুভবতোতি—অত্র শুভকার্যে বাধা তবানুচিতোতি ভাবঃ । তনয়স্ত উদিতং বাক্যম্, অনয়স্ত
উদিতমুদয়ো যত্র তথাভূতং, জবেন বেগেন ধুয়মানং বদনং যথা ভবত্যেবম্ । ভাভিরঙ্গকান্তিভিরালোকেন দৃষ্টা চ
বিষটিতং দূরীকৃতং তমো ধ্বাস্তমজ্ঞানঞ্চ অন্তদীয়ং যেন তথাভূতোহপি নিজক্ষুৎক্ষামত্যাশঙ্কোদিতবৈয়গ্র্যায়া মাতুরগ্রে
তথাভূতত্বেনৈশ্বৰ্যপ্রকাশস্তাপ্যকিঞ্চিকরত্বমিতি ভাবঃ । আলোক্যাবগম্য ; শপথেন কীদর্শেন ? তদৃষ্টনস্ত স্বার্থীষ্টপ্রাপ্তেঃ
সদৃশঃ পস্থা যতন্তেন । ‘মাতর্মমৈব শপথো যত্ত্বং তং নানুমহসে, তথা তবৈব শপথো যত্ত্বং গৃহে প্রাতভূজ্যে’
ইতোবাং লক্ষণেন মুহুরনুনাথ্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থ্য তস্তা অনুমোদনং কারয়ামাস । ‘বৎস হঠিল ! যথাভিরোচতে তুভ্যম্’
ইতি বাচয়ামাসেত্যর্থঃ । এতচ্চ তদ্বৈয়গ্র্যামনার্থং তদানীং তদদত্তপকল্পাদিকং তুর্জ্জেনবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৩৫ । তং শ্রীকৃষ্ণম্, অনু লক্ষীকৃত্য দীব্যতি ক্রীড়তীতি তেন বলেন উচ্চৈঃ কৃত্বা পুরিতঃ শৃঙ্গে ধ্বনির্ঘন তেন,
অধ্বনি গোচারগার্বনপ্রয়ণবস্ত্রানি ন আহতো বিলম্বো যত্র তথাভূতং যথা স্তাভবা । মনাক্ সন্ধদেব অরাং সমীপ-
মাগতেষু নিজনিজাদাগারাং গৃহাং ; ‘বিজাদাগরমাগারম্’ ইতি দ্বিরূপকোষঃ ; ‘সন্ধদর্থো মনাক্’ ইত্যমরটীকায়াং

এ-বাক্য নীতিবিরুদ্ধ মনে হলে ব্রজরাজবধু খুব জোরে মাথা ঝেকে বললেন—‘না না না এ হতেই
পারে না’ এরূপ বললে অলকে উজ্জ্বল ললাট-অঙ্গকান্তির দীপ্তিতে অজ্ঞানান্ধকারহারী লীলাবালক
নিজ অভিলাষ অন্তথাভূত হতে দেখে পুনরায় সনির্বন্ধে ‘তা যাতে হয়’ সেইরূপ শপথের সহিত বার বার
অনুরোধ করে মায়ের অনুমোদন আদায় করলেন ।

৩৫ । এই-তো শোনা যাচ্ছে—লীলাবিলাসী শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে উচ্চস্বরে শৃঙ্গধ্বনি
করছে । তা শুনে অনতিবিলম্বে নিজ নিজ ঘর থেকে যুগপৎ সখীগণ সকলে গোষ্ঠ-গমনের রাস্তার নিকট
এসে উপস্থিত হল । এদিকে ত্রিভুবন-মুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণ মাকে বললেন—‘মাগো, সকলেরই লোভনীয়-
আনন্দপ্রদ-উপাদেয় খাত্তব্রব্য আমাদের দাও’ । পুত্রের এ-যাক্ষায় মা যশোদা বন-ভোজনের যোগ্য
সত্ত্বকৃত বহু টাটকা খাবার এনে উপস্থিত করলেন—দধি-মহাসাগরের বিশাল পঙ্কপিণ্ডের মতো দধি-
সমারোহ, চন্দ্রমা-দেহের মাংসপিণ্ডের মতো ললিত নবনীত, ক্ষীরসাগরের ফেনের মতো পুষ্ট দুগ্ধদধির সর,
নয়নানন্দকর পাণ্ড ও বড়া, সুরস-সুরভিত বহুমূল্য শঙ্কুলি পিষ্টক, পুঞ্জীভূত হিমখণ্ডের মতো ছানাখণ্ডচয়,

দেবানামপি নয়নামোদকানি মোদকানি, পূর্ণিমাচন্দ্রমণ্ডলা ইব সুরূপাঃ পূপাঃ, অগলংকরকা ইব সিতোপলা-শকলনিকরাঃ, অতিসুরভি-মেধ্যমোদনানি দধ্যোদনানি, জনিতসুধামাধুর্য্যবেপথুকা ঘনসার-সুরভিপয়ঃ-সিক্তপৃথুকাঃ, আবর্তিতকৌমুদীসারসম্পন্নানি পরমাম্লানি, সুরস-সুরভীনি সন্ধানফলানি, সকলাংশেব মাতৃবাৎসল্যানীব অপরিমিতানি উপাদেয়ানি পেয়ানি, মনসাপ্যনুহানি লেহ্যানি, নয়ন-সুখানুপূর্য্যাণি চৰ্ভ্যাণি, কেনাপি কথঞ্চিদশ্যদৃশ্যাণি চুষ্যাণি, এবং চতুর্বিধাশ্চপি বিবিধানি, মাতুরচিতাশ্চপি ন মাতৃপরিচিতানি, অনেকবাহ্যাশ্চপি ন বাহ্যানি, হিতাশ্চপি ন হি তানি ক্বাপি স্নুলভানি, তানি বিলোকয়তায়তানন্দেন তেন সহচরাঃ সমুচিরে—‘রে সখায়ঃ ! কাননভোজনার্থমেতানি সমাদক্ষং মাদক্ষংসেন’ ইতি সপ্রণয়মুক্তা মুক্তাভিমানতয়া নতয়া মনোবৃত্তা সর্ব এব তে বতেমানি সকলাংশেব গ্রহীতুকামাঃ, কামাবুর্দাবুর্দাধানকারি-সৌরুপ্যেণ তেন পুনরুচিরে—‘অচিরেণ ভো অধ্যাত্মবিদাং

ভরতেন। নোহম্ভাং জনানাং নিকাগং মদনীয়ং হর্ষো যত্র তৎ ; ‘মদী হর্ষে’ ভাবে অনীয়ঃ। অদনীয়ং ভঙ্গযোগ্যং বস্তু নাথতি যাচ্যমানে সতি। জ্যানির্জরা, তয়া বিহীনানি নবেদ্যবানীত্যর্থঃ। পীযুষকিরণশ্চ চন্দ্রশ্চ পললানি মাংসানি শৈত্যসাধুষ্ক-শুভ্রতাভিঃ ; মাংসলাঃ পুষ্টিঃ, পর্পটকাঃ ‘পাপড়’ ইতি খ্যাতাঃ ; ‘ফুলী ‘পুষ্টি’ ইতি খ্যাতা ; স্ত্যানানি পুঞ্জিতানি হিমশঙানীব ; ‘আমিকা সা শতোক্ষে যা ক্ষীরে শ্বাদদধিযোগতঃ’ ইত্যমরঃ। চন্দ্রমণ্ডলা ইবেতি সিতাঘটিতং ত্বেন শুভ্রতয়াপি, করকা বর্ষোপলা, সিতোপলা ‘মিশ্রী’ ইতি খ্যাতা। মেধ্যানি পবিত্রাণি, মোদনানি হর্ষকাণি, বেপথুঃ কপ্পঃ, ঘনসারঃ কর্পূরঃ, আবর্তিতানাং পাকেন ঘনীকৃতানাম্, কৌমুদীনামিব সারেন সম্পন্নানি সন্ধানফলানি তৈলাদি-সংহিতাত্তজস্বীরাদীনি। উপ আধিক্যেনাদেয়ানি গ্রহীতুং যোগ্যানি, অনুহানি তর্কয়িতুমপ্যশ্যক্যানি, অপূর্ব্বাদামুভবা-দিত্যর্থঃ। বিবিধানি তত্তদভেদেন। ন মাতৃভিঃ পরিমাণকর্তৃভিঃ পরিচিতানি। পরিচয় এব নাস্তি, কৃতশুভ্গণনেতি

দেবতাগণেরও নয়নানন্দকর লাড্ডুসমূহ, পূর্ণিমাচন্দ্রমণ্ডলের মতো সুরূপা পুয়া, কঠিন শিলের মতো মিছিরিখণ্ডচয়, অতি সুরভিত পবিত্র আনন্দদায়ক দধিমাখা অন্ন, সুমাধুর্ষ-ধিকারকারী কর্পূর-বাসিত দুগ্ধসিক্ত চিড়া, অগ্নিআলে ঘনীকৃত চন্দ্রমানির্ধাসে যেন বাসিত ক্ষীরের পরমান্ন, সুরস-সুরভিত তৈলে ফেলা আচার। এই সকল বস্তু সবই মাতৃবাৎসল্যের মতোই অপরিমিত ছিল—পেয়বস্তু যা ছিল তা সব অনেক বেশী পরিমাণে গ্রহণ-যোগ্য ছিল, লেহ্যবস্তু যা ছিল তা সব অপূর্ব আশ্বাদন-অমুভবহেতু ভালমন্দ বিচারের বাইরে ছিল, চর্ব্যবস্তু যা ছিল তা আগাগোড়া নয়নানন্দকর ছিল, চুষ্যবস্তু যা ছিল তাতে দোষ ধরবার কারোর কোন প্রকারেই উপায় ছিল না। এরূপ চর্ব্যচুষ্যলেহ্যপেয় চতুর্বিধ বিবিধ বস্তু সবই মায়ের নিজের হাতে কৃত হলেও পরিমাণকারিদের অপরিচিত ছিল অর্থাৎ বস্তুগুলি অপরিমিত ছিল, এদের বহনে বাহকের প্রয়োজন হলেও এ-সকল বস্তু হেয় ছিল না, এ-সকল অপ্রাকৃত বস্তু হিতকারী হলেও প্রাকৃত লোকের কখনো-ই স্নুলভ ছিলো না।

এ-সকল বস্তু বিলোকনজনিত আনন্দে ত্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বললেন—‘আরে সখাগণ লজ্জা-অভিমান ছেড়ে দিয়ে বন-ভোজনের জন্ত আনিত এ-সব বস্তু তুলে নাও’—সপ্রণয়ে এরূপ বললে মুক্তাভিमानে ও বিনম্র মনোভাবে তাঁরা সকলেই এই সকল বস্তুর সব কিছুই নিতে ইচ্ছা করলেন, কিন্তু

মনাংসীব নীরসতয়া কঠিনপ্রায়্যাণ্যেব গৃহীত, যানি বৎসানুপদং ধাবৎসু ভবৎসু ন গলন্তি' ইতি তথৈব তেষু স্ব-স্বসমুচিতমেব বিভজ্য গৃহমাণানি তানি প্রভৃতাশ্চপি স্তোকপ্রমাণাত্বেব বভূবুরপরিমিতত্বাত্তেষাম্ । তদবলোক্য ভগবজ্জননী পুনরন্যাত্মপি তানি তানি হসন্তী সমুপসাদয়ামাস ॥

৩৬ । তদনু তাত্মপি সমুচিতং বিভজ্য নিজনিজ-চিত্রতরবিহঙ্গিকা-সঙ্গি-শিক্যেযু সমুচিত-ভাজন-স্থানি বিধায় চলনসুসজ্জেষু তেষু স্বয়মপি ভগবজ্জননী বিরচিত-সমুচিত-বেশভূষণ ভগবন্তং বেণু-বনমালাদিভিঃ পুনরপি বিশিষ্য ভূষয়িত্বা স্নেহস্নুতপয়োধরপয়ঃ-কর্ণনিকর-ক্লিন্নবক্সুকাগ্রপারিসর্যা কিয়দ্দূরমনুভ্রজন্তী সহ পুরঞ্জীভিরগ্রে চালিতানামপরিমিতানাং কৃষ্ণবৎসানাং তথা তদনুচরগণশ্চাপি প্রতিজনমনেকেবাং বৎসানাং পরস্তাদগ্রে চলতঃ কেনাপি হেতুনা গৃহস্থিতিকুতূহলিনি হলিনি কেবলস্ত স্বতনয়স্ত পশ্চাচ্চলতাং চ তেষামনুচরাণাং চ রামগীয়কমতিলোকোস্তরমাকলয়াৎকার ॥

ভাবঃ । ন বাহ্যানি, ন হেয়ানীত্যর্থঃ । ন হি নৈবেত্যর্থঃ । বিলোকয়তা পশুতা, আয়ত আনন্দো যস্ত তেন শ্রীকৃষ্ণেন সমাদধৎ যুয়ং গৃহীত, মাদধৎসেন অহঙ্কারভ্যাগেন । কামার্বদুস্তাপি অবুদো ব্রণভেদস্তত্ত্ব আধানকারি সৌরূপ্যং যস্ত তেন; “অবুদো মাংসকীলে স্তাদদশকোটিষু চাবুদম্” ইতি বিশ্বঃ । অধ্যাত্মবিদামপি তাদৃশাত্মপি মনাংসি এতল্লালা-মাধুর্যবলাদাকৃষ্ট গৃহীতেতি সরসত্যা ভঙ্গী চ জ্ঞেয়া ॥

৩৬ । বিহঙ্গিকা ‘বাহুউকা’ ইতি খ্যাতা, প্রতিজনম্, একৈক্য জনস্ত্যেত্যর্থঃ । বৎসানাং পরস্তাং পশ্চাদগ্রে, প্রথমং কেনাপি হেতুনেতি শৃঙ্গমাধুর্য গন্তুমুত্তেহপি তস্মিন্ তদৈব মিলিতদৈবজ্জনপ্রোক্ততদ্বিবসীয়নক্ষত্রগ্রহাদিশাস্তিক-

রূপমাধুরিতে অবুদ কামদেবের হৃদপীড়াজননকারী শ্রীকৃষ্ণ তাদিকে পুনরায় বললেন—‘ওহে, জ্ঞানীদের মনের মতো রসশৃংখলাহেতু যেগুলি প্রায় শক্ত-শক্তের মতো হয়েছে সে-গুলিই শুধু শীঘ্র শীঘ্র নিয়ে নাও যাতে বৎসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াবার সময় রস না ঝরে । এই নির্দেশানুসারে সখাগণ নিজ নিজ বিবেচনায় বিভাগ করে নিয়ে ঐ সকল বস্তু গ্রহণ করতে থাকলে পরিমাণে প্রভূত হলেও বালকগণের সংখ্যার অনুপাতে উহা কমই পড়ে গেল—তা দেখে ভগবজ্জননী পুনরায় যা-যা কম পড়ে গেল তা-তা হাসতে-হাসতে এনে পূরণ করে দিলেন ।

৩৬ । অতঃপর সেইগুলিও সমুচিত ভাবে বিভক্ত করে সমস্ত খাণ্ডদ্রব্য তাঁদের অতি বিচিত্র বাক্যে ঝুলানো শিকায় স্থাপিত সমুচিত ভাণ্ডে রেখে সখাগণ যখন বনে যাওয়ার জন্তু সুসজ্জিত হয়ে গেলেন তখন পূর্বেই সমুচিত বেশভূষায় শ্রীকৃষ্ণ সজ্জিত থাকলেও তাঁকে স্নেহস্নুতন্তনহৃদ্ধনিকর-ক্লিন্ন বক্সকের ছওড়া অঞ্চলে শোভনা জননী যশোদা পুনরায় বেণুমালাদি দ্বারা সাজিয়ে পুরনারীগণের সহিত তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর পর্যন্ত চললেন—অগ্রে চলছে কৃষ্ণের অগণিত বৎস, তথা তাঁর অনুচর এক-এক জনের বহুসংখ্যক বৎস, কোতূহলী হলধর যাত্রাকালে এঁদের সঙ্গে চলতে থাকলেও কোনও হেতু বশতঃ ঘরে থেকে গেলেন, কেবল স্বতনয় ও তাঁর অনুচরগণ চললেন এই বৎসপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ । এদের সকলের পশ্চাতে চলতে চলতে রমণীয় অতিলোকোস্তর এক দৃশ্য মা যশোদার নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—

৩৭ । যথা—বেণু বামে করকিশলয়ে দক্ষিণে চারুযষ্টিং, কক্ষে বেত্রং দলবিরচিতং শৃঙ্গমভ্যদ্বুতং চ ।

বহৌত্তংসং চিকুরনিকরে বস্তুকঠোপকঠে, গুঞ্জাহারং কুবলয়যুগং কর্ণয়োশ্চারু বিভ্রং ॥

৩৮ । কিঞ্চ, সজ্জালালঙ্কারনিকরেষাদধানোহবহেলাং, বহ্যাকল্পে বিরচিতরুচিবংসপালামুকৃত্যা ।

ধাবন্নগ্রে ব্রজশিশুগণশ্রোল্লসদৈজয়ন্তী-, মালঃ শ্রীরঞ্জিতলসদ্রোভিস্তিরাভাতি কৃষ্ণঃ ॥

৩৯ । অংসে চারুবিহঙ্গিকাগ্রবিলসচ্ছিক্যস্থ-ভাগোদনা

কক্ষে বেণু-বিষাণ-পত্রমুরলী-শৃঙ্গানি যষ্টিঃ করে ।

গুঞ্জান্তংসময়ূরপিচ্ছরচনা মৌলৌ গলে গোঞ্জিকো

হারঃ শ্রোণিতটে ধটীতি মধুরো বেশঃ শিশূনাং বভৌ ॥

৪০ । কেয়ুরে বলয়ানি কিঙ্কিণিঘটা হারাবলী কুণ্ডলে

মঞ্জীরৌ মণিতুন্দবন্ধলতিকা যন্তপ্যামীষাং বভূঃ ।

নাসীত্তত্র তথাপি মাতুরচিতাকল্পেষু তেষাং গ্রহঃ

কামং বৎসক-রক্ষণোচিতবনাকল্পে যথা লালসঃ ॥

মঙ্গলাভিষেকার্থং জনত্বেব ততো নিবারিতে সতীতি জ্ঞেয়ম্ । কুত্‌হলিনীতি তন্ত্ৰ চ বহুগোদর্শাদিদানপ্রিয়ত্বাৎ ॥

৩৭ । কুবলয়যুগমিতি—কুণ্ডলস্ত পীতিয়া অস্ত চ নীলিয়া শোভাধিক্যাৎ ॥

৩৮ । শ্রীঃ কনকরেখাকারা ॥

৩৯ । অংসে বামস্কন্ধে চার্বী বিহঙ্গিকাঃ কীদৃশী? অগ্রে বিলসতোর্বিরাজমানয়োঃ শিক্যয়োস্তিষ্ঠৎস্থ ভাগেণ ওদনানি যন্তাম্ । ওদনেতি সর্বভক্ষাবস্থ নামূলক্ষণম্ ॥

রাখালবেশে কৃষ্ণ ও গোপশিশুগণ ॥

৩৭ । বামকরকিশলয়ে বেণু, দক্ষিণে চারু যষ্টি, কক্ষে বেত্র ও পত্র বিরচিত অতি অদ্বুত শৃঙ্গ, কেশকলাপে ময়ূরপাখার শিরোভূষণ, কর্ণদেশে মনোহর গুঞ্জাহার, এবং চারুকর্ণে নীলকমলযুগল ধারণ করে—

৩৮ । বহুমূল্যবান্ শ্রেষ্ঠ রত্নালঙ্কারনিকরে অবহেলা-ভাব, ও বহুবেশে রুচি থাকায় বৎসপালামুরূপ বেশে সজ্জিত, উৎফুল্লিত বৈজয়ন্তী মালায় শোভিত, স্বর্ণরেখা-রঞ্জিত উজ্জ্বল বক্ষদেশা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজশিশুগণের অগ্রে ধাবিত হতে হতে শোভা পাচ্ছেন ।

৩৯ । বামস্কন্ধে চারুবিহঙ্গিকাগ্রে দীপ্ত হচ্ছে শিক্যস্থ অন্নভাগ, কক্ষে বেণু-বিষাণ-পত্রমুরলী-শৃঙ্গ, করে যষ্টি, কর্ণে গুঞ্জাভূষণ, শিরে ময়ূরপিচ্ছমুকুট, গলায় গুঞ্জাহার, শ্রোণিতটে ধটি—এত সবে শিশুদের বেশ হয়েছিল মধুর ।

৪০ । বাহুতে কেয়ুর, করে বলয়, কটিতে ঘন্টিমেখলা, গলে হারশ্রেণী, কর্ণে কুণ্ডল, চরণে নূপুর, কোমরে মণিপাটালতিকা—এ-ও যদিও শিশুদের ছিল তথাপি মাতুরচিত এ-সব বেশে তাঁদের তেমন আগ্রহ ছিল না যেমন ছিল প্রচুর লালসা বৎসক-রক্ষণোচিত গুঞ্জাহারাদি বহুবেশে ।

৪১ । এবমতিকৌতুকাকৃষ্টমনাঃ সাচি সা চিরতরমালোকয়ন্তী খেলাকুতূহলেন দূরতরং গতেষু তেষু শনকৈর্ভবনমুপজগাম ব্রজরাজমহিষী ॥

৪২ । এবং বৎসানগ্রে চালয়িত্বা চলতি ভগবতি তদনুপমকুতূহলবিলোকনায় পরমশুভিরতমস্ত্র সকললোকপিতামহস্ত্রাপি তা মহস্ত্রাপি কতমা বৃত্তয়ো বভূবুঃ । পরমাত্মারামস্ত্রাপি নীলকণ্ঠস্ত্র নীলকণ্ঠস্ত্রদ ইব মুদিরবিলোকনমুদি, রবিলোকন ইব কমলাকরস্ত্র, সমুৎকণ্ঠাভরস্ত্রৈব সমপত্তত, যথা নভসি নির্নিমেঘতয়া চিত্রলিখিতাবিব তাবাস্ত্রাম্, কিং পুনঃ কুতুকলম্পটাঃ শতমথমুখাঃ ॥

৪৩ । এবং সতি ভগবতি পুরোগামিনি তৎসংস্পর্শনপণপণিতমতয়োহহংপূর্বিকয়া কয়াপি ধাবন্তো-
হনুচরাঃ পরম্পরং ময়ৈবাগ্নতোহয়ং স্পৃষ্ট ইতি বিবদমানাঃ পরম্পরজিগীষয়া শ্রীকৃষ্ণমেব সাক্ষিহেন
যদ্বয়ুগত, তদা হসিত-সুধাস্রপিত-দশন-বসনং দশনমযুখমঞ্জরীভিরভিতো বলক্ষয়ন্ লক্ষয়ন্তথ সকল-
সহচরমুখং ‘কিং বঃ পৌৰ্বাপর্য্যং পর্য্যক্ষনীয়ম্, যুগপদেব পদে বর্তমানা মাং প্রাপুর্ভবন্তুঃ’ ইতি
নিজগাদ ॥

৪০ । কেয়ুরে অঙ্গদে ॥

৪১ । তেযু কৃষ্ণাদিষু ॥

৪২ । সকলানাং লোকানাং পিতামহস্ত্র ব্রহ্মণোহপি তাঃ প্রসিদ্ধা মহন্ত উৎসবস্ত্র অপি নিশ্চিতং কতমা বৃত্তয়ো
বভূবুঃ । নীলকণ্ঠস্ত্র রুদ্রস্ত্র সম্যগুৎকণ্ঠাভরঃ সমপত্তত । কীদৃশঃ? মুদিরস্ত্র মেঘস্ত্র বিলোকনমুদি দর্শনানন্দে সতী
নীলকণ্ঠস্ত্র ময়ুরস্ত্র শুদ ইব নৃত্যাদিবেগ ইব । রবীতি—তেন বিনা তন্ত্র স্বরূপস্ত্রাপানুপলন্ত ইতি বিবক্ষয়া ॥

৪৩ । হসিতসুধয়া স্রপিতে স্নানং কারিতে দশনবসনে ওষ্ঠাধরৌ যথা তথা নিজগাদ । বলক্ষয়ন্, ধবলীকূর্ন

৪১ । খেলার আনন্দে তাঁরা বহুদূরে চলে গেলে এ-রূপ ভারি মজা দেখায় আবিষ্ট ব্রজরাজমহিষী
আড়চোখে তাঁদের দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে স্বভবনের নিকট এসে গেলেন ।

৪২ । এইরূপে বৎসগণকে আগে আগে চালিয়ে ভগবান্ ব্রজের পথে চলতে থাকলে সেই
অনুপম আমোদ দর্শন করবার জন্য পরমবৃদ্ধতম সকললোকপিতামহ ব্রহ্মার হার্দিক মহোৎসবের সেই
প্রসিদ্ধ বৃত্তি নিশ্চয়ই কতই-না উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল, পরম আত্মারাম হয়েও শিবের সমুৎকণ্ঠাবেগ
হয়ে উঠেছিল মেঘবিলোকনজনিত আনন্দবেগে নৃত্যশীল ময়ুরের মতো, সূর্যবিলোকনজনিত আনন্দবেগে
প্রফুল্লিত সরোবর-কমলের মতো,—তাই তাঁরা আকাশে নির্নিমেঘভাবে চিত্রলিখিতের মতো অবস্থান
করছিলেন, আমোদপ্রিয় ইন্দ্রাদি দেবতাগণের কথা আর কি বলবার আছে ।

বনভোজনপথে কৃষ্ণসঙ্গে গোপশিশুদের আনন্দ-হুল্লোড় :

৪৩ । এইরূপে ভগবান্ আগে আগে চলতে থাকলে—‘তাকে কে আগে ছুঁতে পারে’ তাই
নিয়ে পণ রেখে ‘আমি আগে ছুঁবো আমি আগে ছুঁবো’ বলে কোনও কোনও ধাবনপর অনুচর ‘আমিই
আগে ছুঁয়েছি’ বলে পণ জেতার ইচ্ছায় পরম্পর বিবাদমান হয়ে শ্রীকৃষ্ণকেই যখন সাক্ষী মানলেন
তখন হাসির সুধায় ওষ্ঠাধরকে ধুইয়ে দন্তের কিরণমঞ্জরীতে চতুর্দিক শুভ্রতায় ভরিয়ে দিয়ে সহচরগণকে

৪৪ । তদনু দম্ভজদমনে দমনেয়মনসাং মনসাং দুর্লভে বৎসানুপদং চলতি চলতিমিরকড়ম্ব ইব
কৌমুদীকদম্বানুবর্তিনি পরম্পরং তেবামজনি খেলাপরিমলঃ ॥

৪৫ । কেচিং কস্ম হরন্তি শিক্যমপরে মুঞ্চন্তি কেবাং করা-
দন্তো তং প্রতিপাদয়ন্তি চ ততঃ সংক্ৰম্য তৎস্বামিনে ।
অপ্যন্তো পরিবর্তয়ন্তি চকিতং ভক্ষ্যেণ ভক্ষ্যং নিজং
দৃষ্টে তেন পুনর্দদত্যপি লসদ্ধাসং বিলাসালসাঃ ॥

৪৬ । কিঞ্চ, কশ্চিং কস্ম চ যষ্টিকামপহরত্যন্ত্য বেণুং পরঃ
শৃঙ্গং কস্ম চ কোহপি কস্ম চ পরো গুঞ্জাশ্রজং কণ্ঠতঃ ।
তস্মাং কোহপি ততশ্চ কশ্চেন ততঃ কোহপীতি চৌর্যোৎসবে
দৃষ্টে তৎক্ষণতঃ স এব লভতে তদ্যন্ত্য যৎ স্ত্যামিজম্ ॥

লক্ষয়ন্ পশুন্, পদে স্থানে ॥

৪৪ । দম্ভজদমনে চলতি সতি খেলাপরিমলস্তেবামজনি । কীদৃশে ? দমনে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহেণ নেয়ানি বস্তানি
মনাংসি যেবাং তেবাং মহামুণীনামিত্যর্থঃ—“বেশস্ত নেয়ঃ” ইত্যমরঃ । মনসাং দুর্লভে চঞ্চলতিমিরাকড়ম্ব ইব ॥

৪৫ । কস্ম কস্মচিদিত্যর্থঃ । ততো মুঞ্চন্ত্যঃ সংক্ৰম্য সমাগাচ্ছিত্ত্যর্থঃ । তেন ভক্ষ্যস্বামিনা দৃষ্টে সতি ॥

৪৬ । ইতি এবং প্রকারেণ চৌর্যোৎসবে সতি, দৃষ্টে ইতি যষ্টিকাস্ত্যন্তমে পরকীয়বুদ্ধ্যা প্রথমং হতে তৎক্ষণত

দেখতে দেখতে তিনি বললেন—‘তোমাদের পূর্বাপর কি গণনা করা যায় ? এ-স্থানে বর্তমান আমাদের
বৃগপৎ-ই তোমরা সকলে পেয়েছ।’

৪৪ । অতঃপর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের দ্বারা মনকে বশে এনেছেন যারা সেই মহামুনিগণের মনেরও
দুর্লভ দম্ভজদমন যখন উচ্ছলিত জ্যোৎস্নাধারার অনুগামী চঞ্চল তিমিরাকড়ম্বের মতো বৎসপালের অনুগামী
হলেন তখন সখাগণের পরম্পরের খেলার আনন্দসৌরভ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল ।

৪৫ । কোনও সখা কারও শিকার চুরি করছেন, অপর কেঁউ চোরের উপর বাটপাড়ি করে
ওটা নিয়ে নিচ্ছেন, অথবা কেঁউ আবার ঠুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঐ শিকার মালিককে প্রত্যর্পণ
করে দিচ্ছেন । খেলার খুশিতে ঢলঢলে অথবা কিছু সখা হাসির হিল্লোলে উদ্ভাসিত হয়ে নিজের
খাচ্ছত্রব্যের সহিত চকিতে অস্ত্রের খাচ্ছত্রব্যের অদলবদল করে নিচ্ছেন—দেখে ফেললে পুনরায় ফিরিয়েও
দিচ্ছেন ।

৪৬ । আরও, কেঁউ কাঁরোও যষ্টি, কাঁরোও বেণু, অথবা কাঁরোও শিঙা ছিনিয়ে নিলেন—কেঁউ
বা কাঁরোও গুঞ্জামালা কণ্ঠ থেকে ছিনিয়ে নিলেন, তাঁর থেকে অথবা কেঁউ, আবার তাঁর থেকে অথবা
কেঁউ, এইভাবে চৌর্যোৎসব চলতে থাকল—দেখে ফেললে কিন্তু যার যা তৎক্ষণাৎ তা তিনি ফেরত পেয়ে
বাচ্ছেন ।

৪৭ । এবং খেলন্তুঃ কিয়দদূরং গচ্ছা নবতৃণাকুরনিকুরহুসমাশ্বাদাদতিতৃণ্তমাসাচ্চ ক্ষণং বিশ্রান্তেষু
বৎসনিকরেষু কচন কচিরতরতরুতলে নিজ নিজ বিহঙ্গিকাদি-সকল-সামগ্রীনিধায় শ্রীকৃষ্ণং পরিতোষয়ন্তো
হাসয়ন্তুশ্চ পুনঃ খেলান্তরং বিরচয়াংচক্রুঃ ॥

৪৮ । কেচিন্মৃত্যুমারাম্মদকলশিখিনং বীক্ষ্য নৃত্যন্তি তদ্বৎ
কেচিদাপ্যাদিকচ্ছে বকমহু স ইবাকুক্ষিতাঙ্গং বসন্তি ।
একে ভেকেন সার্কিং পয়সি পরিপতন্তুধ্বংমুৎপ্রুত্য দূরং
ছায়াং ধাবন্তি কেচিন্নভসি তত ইতো ধাবতামগুজানাম্ ॥

৪৯ । কেচিচ্ছাখায়ুগাণাং বদনমহু মুখস্তাতিবৈকৃত্যপূর্বং
তাহুৈষ্ঠৈর্ভীষয়ন্তে বিদধতি চ তদাকর্ষণং ধূতপুচ্ছাঃ ।
আরোহন্তি ক্রমাগ্ৰং ক্ষণমপি সহ তৈস্তৈঃ সমং চ প্লবন্তে
কেচিদগায়ন্তি নৃত্যন্ত্যপি লঘু কতমে কেহপি তাংস্তান্ ইসন্তি ॥

৫০ । রাজা কশ্চিদ্ধবতি কতমন্তস্ত মন্ত্রী তথাগো
দগুস্বামী কতিচিদপরে হস্ত সামন্তবর্গাঃ ।
কশ্চিচ্চৌরস্তমথ কতমোহভ্যাসমানীয় রাজঃ
ক্রুদ্ধো বিজ্ঞাপয়তি স চ তচ্ছাসমাজ্ঞাং বিধত্তে ॥

এব নৃষ্টে সতি যন্ত যৎ যষ্টিকাদি নিজং স্বীয়ং শ্রাৎ, তৎ স এব তৎস্বামী এব লভতে ॥ (৪৭)

৪৮ । বাপী দীর্ঘিকা ॥

৪৯ । মুখস্তাতিবৈকৃত্যমতিবিকৃতাকারত্বম্, তৎপূর্বকং যথা শ্রান্তথা, ধূতশালিতান্তেষাং পুচ্ছা যৈন্তে ॥

৪৭ । এইরূপে খেলতে খেলতে কিছুদূর গিয়ে নব তৃণাকুর আশ্বাদনে অতি তৃপ্ত বৎসপাল
কিছুকাল বিশ্রাম করতে থাকলে কোনও অতি মনোহর তরুতলে নিজ নিজ বাঁকাদি সকল সামগ্রী রেখে
শ্রীকৃষ্ণকে পরিতুষ্ট করতে করতে হাসাতে হাসাতে পুনরায় অন্য খেলারসমারাপ্রবাহ রচনা করলেন ।

৪৮ । কেঁউ নিকটে আনন্দমন্ত ময়ূরকে নৃত্যরত দেখে তার মতো নাচতে লাগলেন, কেঁউ দীঘির
তটে বকের অনুকরণে তার মতো কুক্ষিত শরীরে বসে রইলেন, একজন আবার ভেকের সঙ্গে উপরে
লাফিয়ে উঠে ঝপাৎ করে জলে গিয়ে পড়লেন, কেঁউ আবার আকাশে উড্ডীয়মান পাখীর দূরবর্তী ছায়ার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন ।

৪৯ । কেঁউ কেঁউ বানরের মুখের অনুকরণে মুখ অতি বিকৃত করে উচ্চ চিংকারে তাদের ভয়
দেওয়াতে লাগলেন, বুল্যানো লেজ ধরে টানাটানি করতে লাগলেন, কিছুকাল তাদের সঙ্গে বৃক্ষের
আগড়ালে চড়ে বসলেন, আবার তাদের সঙ্গে নীচে লাফিয়ে পড়লেন—কেঁউ গাইতে লাগলেন, কেঁউ
নাচতে লাগলেন, আবার কেঁউ কেঁউ টক্ করে নাচিয়ে গাইয়েদের ভেজাতে লেগে গেলেন ।

৫০ । কেঁউ রাজা সঙ্গে বসলেন, কেউ বা হলেন মন্ত্রী, কেঁউ বা হলেন দণ্ডকর্তা, আর অপর

৫১ । কৌচিন্মেষায়মাণাবতিশয়তরসা সোপসর্পাপসর্পো
মূর্ণা মূর্ণা নতেন প্রমদকুতুকিনৌ যুধ্যমানাবভাতাম্ ।
কেচিদ্ভ্রাশ্রয়মাণাঃ কটুপটুরটনেনাপরান্ ভীষয়ন্তে
পশ্চাদাগত্য কেষাঞ্চিদপি পিদধতে কেহপি নেত্রে করাভ্যাম্ ॥

৫২ । রংহঃসজ্জেন সৈংহাঃ শিশব ইব মহাসিংহশাবোন্তমেন
প্রত্যগ্রোদগ্রজাগ্রমদকরিকলভেনেব মন্তুদ্বিপার্ভাঃ ।
মূর্ত্তানন্দেন মূর্ত্তা ইব রভসরসা গ্রাম্যবালেন সর্বে
গ্রাম্যা বালা ইবামী বনভূবি কুতুকান্তেন সার্কিং বিজহুঃ ॥

৫৩ । অথ সর্ব এব পরম্পরং মন্তুয়ন্তুঃ—

কৃষ্ণস্তরস্বী কিমহো ব্যং বা, জানীত ভো ভ্রাতর ইত্যদীর্ঘা ।
শাবন্ত এতে দ্বরয়্যাপি যাস্তং, ত্রীকৃষ্ণমারাদতিচক্রমুস্তম্ ॥

৫৪ । এবং ত্রীকৃষ্ণস্তাগ্রতোহজাগ্রতো জাগরুকস্ত ধাবমানাঃ কিয়তি দূরে বকীবকরোরাসাদিভ-

৫০ । শাসনে শাস্তিবিষয়ে আজ্ঞাম্ ॥

৫১ । পিদধতে আচ্ছাদয়ন্তি ॥

৫২ । প্রত্যগ্রোদ অভিনবেনোদগ্রমুত্তং যথা স্তাস্থথা । জাগ্রতা মন্তকরিশাবকেন, রভসরসা হর্ষরসময়াঃ ॥

৫৩ । তরস্বী বেগবন্তরঃ ॥

কতজন অহো হলেন সামন্তবর্গ—আবার কেঁউ বা হলেন চোর, আর কতজন তাঁকে ধরে রাজার সামনে
হাজির করে রাগতভাবে এত্বেলা দিলেন, রাজা তাঁর শাসন-আজ্ঞা জারি করলেন ।

৫১ । দুই জন সখা মেঘের ভাব দেখিয়ে নীচ হয়ে অত্যন্ত বেগে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে চুচু
খেলার আনন্দ-কোঁতুকে মেতে উঠলেন, তাঁদের দেখাচ্ছিলো যেন যুদ্ধ করছেন—কেউ আবার ব্যাশ্রের
ভাব দেখিয়ে ভয়প্রদ সূচতুরচালে গমনের দ্বারা অশ্বদের ভয় দেখাচ্ছিলেন—পশ্চাতে এসে কেঁউ আবার
কারোও চোখে হাত দিয়ে আচ্ছাদিত করে ধরছিলেন ।

৫২ । সিংহশাবকেরা যেমন মহাসিংহের অতি বলদৃপ্ত শাবকের সঙ্গে খেলায় কুঁদে বেড়ায়,
অভিনব উন্নতজাতের মদমন্ত হস্তীশাবক যেমন সাধারণ মন্ত হস্তীশাবকের সঙ্গে খেলে বেড়ায় তেমনই
আনন্দরসের মূর্তি গ্রাম্যবালকগণ মূর্ত্তানন্দস্বরূপ গ্রাম্যবালকবৎ লীলাপরায়ণ ত্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজভূমিতে
আনন্দে বিভোর হয়ে বিহার করতে লাগলেন ।

৫৩ । হে ভাইসব শোন, কৃষ্ণই দ্রুত দৌড়াতে পারে কি আমরা এটা আজ দেখতে হবে—
এই বলে দৌড় দিয়ে সখারা ত্রীকৃষ্ণ দ্রুত দৌড়ালেও তাঁকে অল্প কিছু অতিক্রম করে চলে গেলেন ।

বনভোজন-পথে অযাসুরবধ :

৫৪ । এইরূপে মায়ার অগ্রে জাগরুক যিনি সেই ত্রীকৃষ্ণের অগ্রে অগ্রে ধাবমান সখাগণ—

মৃত্যুগর্ভয়োঃ সগর্ভয়োঃ সমবর্তি-সদনবর্তিতয়া জনিতয়োঃ ক্রোধ-শোকয়োঃ কয়োচ্চিদতিশয়াবেগেন বেগেন বৈরশুদ্ধিকামং কামং ক্রুরমতিমতিপামরমেব তমধ্বানমধ্বানমাক্রম্য বর্তমানমানতমধিধরমধরমধিগগনো-
দ্ধিমূদ্ধিমূদ্ধিতয়োষ্ঠমাধায় গ্রাসিতুমিব ত্রসং ত্রসন্তুগাবিরিক্তমমরচয়ং রচয়ন্তুং মূর্তমঘমঘনামানমসুরং নিরীক্ষ্য
বর্ণয়ামাসুঃ ॥

৫৫ । ‘অহো ! বিচিত্রেয়ং গিরিদরী দৃশ্যতে । পশ্যত পশ্যত শ্রুত শ্রুত চ বিভ্রমং, বিভ্রমং চাস্তা
বীক্ষ্য কো তু কে কোতু কেন নোপরুধ্যন্তে, যেয়ং মহাব্যালস্ত্র ব্যালস্ত্রবিবৃততুণ্ডশোভামালম্বতে ॥

৫৬ । যথা তস্ত্র দংষ্ট্রাবলী তথাস্ত্রা উভয়তো ভয়তোষকরাণি শৃঙ্গাণি, যথা চ তস্ত্র ভয়রাজিহ্বা
জিহ্বাদ্বয়ী, তথাস্ত্রা মরুদান্দোলিতা যোজনবল্লীবল্লীদ্বয়ী বহিঃস্ফুরতি ॥

৫৪ । কৃষ্ণস্ত কীদৃশস্ত ? অজায়াঃ প্রকৃতিরজস্ত ব্রহ্মণো বা অত্রোহাগ্রে জাগরুকস্ত্রাগ্রে ধাবমানা অঘনামানমসুরং
বীক্ষ্য বর্ণয়ামাসুঃ । বকী পুতনা, বকশ্চ তয়োঃ সগর্ভয়োঃ সোদরয়োঃ সমবর্তিসদনবর্তিতা যমগৃহবাসঃ ; ‘সমবর্তী পরেত-
রাট্’ ইত্যমরঃ, তয়া ; জনিতয়োঃ ক্রোধশোকয়োঃ তিশয় আবেগন্তেন হেতুনাবেগেন শীঘ্রং বৈরশুদ্ধিঃ প্রতীকারস্ত্রাং
কাময়ত ইতি তন্ম । ক্রুরমতিং ঘাতুকধিয়ম্, অরমেব ক্ষিপ্তমেব তং প্রসিদ্ধমধ্বানং পছানম্, অধ্বানং নিঃশব্দং যথা ভদ-
তোষমাক্রম্য ; কেন প্রকারেণ ? অধিধরং ধরা পৃথবী তস্ত্রাগানতম্ সগ্যক্ নতমধরমাধায় অপরিহা তথা অধিগগনোদ্ধি-
গগনাদপি উর্ধ্বপ্রদেশে উর্ধ্বমূর্ধতয়া উর্ধ্বমন্তকত্বেন ওষ্ঠমাধায় ত্রসং চরাচরম্ ; ‘ত্রসদিকং চরাচরম্’ ইত্যমরঃ ।
গ্রাসিতুমিব বর্তমানমাবিরিক্তং বিরিক্তিপৰ্যন্তমমরচয়ং ত্রসন্তুং ত্রাসযুক্তং রচয়ন্তুং কুর্বন্তম্ ॥

৫৫ । বিশিষ্টং ভ্রমং শ্রুত শ্রুত দূরীকৃতত ; ‘শো তনু করণে’ দিবাदिঃ । অস্ত্রা গিরিদরী বিভ্রমং শোভাম্ ; যা
ইয়ং মহাব্যালস্ত্র মহাসর্পস্ত্র বিশিষ্টেনালস্ত্রেন হেতুনা বিবৃতং যং তুণ্ডং তস্ত্র শোভাম্ ॥

৫৬ । ভয়তোষকরাণি—বৈকট্যাভয়ম্, অদ্বুতহাত্তোষক কূর্ণন্তি, ভয়ানাং রাজিং শ্রেণীং হ্রয়তে ইতি সা ।
যোজনবল্লীবল্লী মঞ্জিষ্ঠালতা ; ‘যোজনবল্ল্যপি মঞ্জিষ্ঠ’ ইত্যমরঃ ॥

সহোদর ভাইবোন বকবকী মৃত্যুগর্ভে পতিত হলে তাদের যমগৃহবাস-জনিত ক্রোধ-শোকের কোনও
অতিশয় আবেগে শীঘ্র প্রতিকার বিধান ইচ্ছায় নীচের ঠোঁট পৃথিবীতে বেশ ভালভাবে ঠেকিয়ে মাথা
উচিয়ে উপরের ঠোঁট আকাশেরও উপরে ধরে চরাচর বিশ্বকে যেন গ্রাস করবার জন্ত গোষ্ঠের প্রসিদ্ধ
রাস্তা জুরে বিরাজমান, মূর্তিমান পাপস্বরূপ, ক্রুরমতি, অতি পামর অঘাসুরকে কিছুদূরে গিয়ে দেখে
তার বর্ণনা করতে লাগলেন ।

৫৫ । অহো, ভাইসব শোন, এ-গিরিগুহাতো বড় বিচিত্র বলে প্রতিভাত হচ্ছে, দেখ হে দেখ,
আর মনের ভ্রম দূর করো, এ পৃথিবীতে কার মনকে-না মজায় পেয়ে বসে এ-গিরিগুহা দেখে—যা
মহাসর্পের বিশেষ কোন আলসে ব্যাদিত মুখ-শোভাকে মনে করিয়ে দেয় ।

৫৬ । মহাসর্পের যেরূপ ছ-পার্শ্বে দম্বরাজি থাকে এ-গিরিগুহার ছ-পার্শ্বে ভয় ও সন্তোষপ্রদ
শৃঙ্গরাজি বিরাজমান আছে—মহাসর্পের যেরূপ ভয়প্রদ দুটি জিহ্বা থাকে সেইরূপ এ-গুহার বাইরে
শোভা পাচ্ছে মরু-আন্দোলিত দুটি মঞ্জিষ্ঠালতা ।

৫৭। যথা চ তস্মা বিষমবিষ-মহাগ্নিকণাস্তথাস্মা বিবিধধাতুকণা বহির্নিঃসরন্তি, তস্মা মহাকাবুদ-
কাকুদবদস্তা উপরিতনকুরুবিন্দশিলাবিলাসঃ, তস্মাধমধমনিবদস্তাঃ কুহরহরণোন্মুখী নানালতাবিততিঃ ॥

৫৮। উপরি চোভয়তো লোভয়তো লোচনে লোচনে ইব তস্মাস্মাঃ কমলরাগমণীন্দ্রো, দেদীপ্যন্তে
হপ্যন্তে তস্মা স্বাসা ইব বিধূতোপবনাঃ পবনাঃ, তস্মা বিষানলধুমধুমলাঃ কান্তয় ইবাস্তা মারকতমণি-
দীপ্তিতয়ঃ। তন্নূনমিয়ং ব্যালতুণ্ডাকৃতির্গিরিকন্দরা কন্দরাহিতুরং করোতু ॥

৫৯। তৎ সাম্প্রতং সাম্প্রতং হ্রোবাত্র প্রবেশঃ' ইতি নিশ্চিত্য পুনঃ সংদিক্শয়া দিক্শয়া চ সাম্বসেন
ধিয়া পুনরন্তোন্ম—‘অরে ভ্রাতরঃ! সত্যমেব যদি বলবদ্রূপসর্পঃ সর্পঃ স্তাদয়ং তদা প্রিয়সহচরো
নঃ সকলবৈরিলাবকো বকোপমমেনং মারয়িষ্যতি। তারয়িষ্যতি তাবদস্মানপি, ন পিধাপনীয়োহয়মর্থঃ

৫৭। মহাকাবুদমতিভয়শোকবিকারপ্রদং যৎ কাবুদং তালু ভবৎ; “তালু তু কাবুদম্” ইত্যমরঃ। অধমধমনিবং
কুংসিতনাড়ীবং কুহরং বিবরম্, প্রতিহরণোন্মুখী আকর্ষণোন্মুখী ॥

৫৮। তস্মা সর্পস্ত লোচনে রোচনে কচিযুক্তে লোচনে নেত্রে ইব। কীদৃশস্ত? লোভয়তো লোভং যতঃ
প্রাপ্নুবতঃ, তস্মা স্বাসা ইব অস্তেহপি অস্তাঃ পবনা দেদীপ্যন্তে, অতিশয়েন প্রকাশন্তে, বিশেষণ ধূতানি ঋণ্ডিতানি উপ-
বনানি যৈরিতি খরতরদ্বম্। কং দরাতুরং ভয়াতুরং করোতু? অপি তু ন কমণীত্যর্থঃ; “দরোহস্ত্রিয়াং ভয়ে স্বভে”
ইত্যমরঃ ॥

৫৯। অত্র সাম্প্রতিগিদানীং প্রবেশঃ সাম্প্রতমেব যোগ্যমেবেত্যর্থঃ; “সাম্প্রতং চাধুনার্থে স্তাদ্ যুক্তার্থেহপি চ
সাম্প্রতম্” ইতি বিশ্বঃ। ন পিধাপনীয়ঃ, নাচ্ছাদয়িতুং শকাঃ। সর্বৈরেব শব্দেব একটমেবোপলভ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ।

৫৭। মহাসর্পের বিষম বিষরূপ মহাগ্নিকণা যেরূপ বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকে সেইরূপ এর
গৈরিকাদি বিবিধ ধাতুকণা বাইরে বেরিয়ে আসছে, ওর মুখের উপরের দিকে যেমন অতি ভয়-শোক-
বিকারপ্রদ তালু থাকে সেইরূপ এর উপর দিকে রয়েছে কুরুবিন্দশিলার চন্দ্রাতপ, ওর কুংসিত নাড়ী
যেরূপ ওর মুখের দিকে পোকামাকড় আকর্ষণ করে নিয়ে আসে তেমনই এর আছে নানা লতাজাল
যা মানুষকে এ-গুহার ভিতরে আকর্ষণ করে নিয়ে আসতে উন্মুখী।

৫৮। মহাসর্পের উপরের দিকে ছ-পার্শ্বে যেমন শোভাপায় জনমনলোভা সুন্দর ছুটি নয়ন
তেমনই এর উপরের দিকে ছ-পার্শ্বে শোভা পাচ্ছে শ্রেষ্ঠ ছুটি কমলরাগমণি, ওর ফৌস-ফৌসানি
যেমন বাইরে খরতররূপে প্রকাশ পায় তেমনই এর থেকে যে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে তা বাইরের
উপবনাদিকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, ওর বিষানলধূম-ধূমল দেহের মতো এর দেহ মরকতমণিগঞ্জরীর
দীপ্তিতে ধূমল! এ তো দেখছি মহাসর্পমুখো গিরিগুহা, অতএব এ আর কাকে ভয়াতুর করবে?

৫৯। স্মৃতরাং সম্প্রতি এ-গুহায় প্রবেশই নিশ্চয় উচিত, এরূপ নিশ্চয় করলেও পুনরায়
সন্দেহকাতরতা হেতু ভীত-ভীত মনে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন—‘আরে ভাইসব, সত্যই
যদি বলদর্পে আমাদের নিকট কিলবিল করে এগিয়ে আসছে—এমন একটি সর্পই হয়ে পড়ে এটি!
অহো, তা হলেই বা কি, সকল বৈরীনাশক আমাদের প্রিয়সহচর ঠিক বকাসুরের মতোই একে

পরেণ কেনাপি' ইতি কলিতকরতালতাললিতং ভগবতি কৃতবিশ্বস্তাত্মবিশ্বস্ততালেন যাবদনেন চারুবদনেন চারুণাহরুণাক্ষেণ ন নিষিধ্যন্তে, তাবদেব দেবতনয়প্রতীকাশান্তে তদাননবিবরং প্রবিদিশুঃ ॥

৬০। তদনু তদনুপদমেব 'মা বিশত মা বিশত, ভো ব্যালোহয়ং ব্যালোহয়ম্' ইতি সার্বস্বরং স্বরস্তরচারিমধুরঘোষো ঘোষরাজতনয়ো নয়োদ্ধুরং যাবছুবাচ, তাবদেব তে তদাননপ্রবেশমাত্রৈণৈব বিষজ্জালায়া লয়ারুটসকলেন্দ্রিয়াঃ কৃষ্ণ এবাসন্, কৈঃ শ্রোতব্যং তদ্বচনম্ ॥

৬১। ইত্যবসরে স রেরীয়মাগনয়নানুবিব, করতশ্চ্যুতান্মিথীনীব, তাননুশোচনতিকরুণোন্নতিকরুণো যুগপদেষাং জীবনমস্ত চ মরণং কথং শ্রাদ্ধিতি চিত্তিতকার্য্যদ্বয়োহদ্বয়ো মতোভয়যোগে যোগেশ্বরস্তদনু-পদমেব তদাননং বিবেশ ॥

৬২। তদা তদাননং বিশতি ভগবতি—

ইতি হেতোঃ কলিতঃ করে সর্পাপসর্পগাথমিব তালো যৈশ্চেষাং ভাবস্তস্তা তয়া ললিতং যথা স্তাস্তথা, বিশ্বস্ততা বিশ্বাসস্তয়া আশ্বস্ততা আশ্বাসস্তদ্বলেন। অনেন শ্রীকৃষ্ণেন ॥

৬০। স্বঃ স্বর্গস্ত অন্তরচারী মধ্যগামী মধুরো ঘোষো যন্ত সঃ ॥

৬১। রেরীয়মাগ ইতি 'রীড়্ শ্রবণে' যঙস্তঃ। অতিকরুণোরভ্যা অতিক্রপোদগমেন হেতুনা করুণঃ শোকবান্, অদ্বয়ঃ একাকী, মতয়োঃ সম্মতয়োরুভয়য়োঃ সখিজীবন-দুষ্টমরণয়োৰ্যোগে বিষয়ে যোগেশ্বরঃ পরমসমর্থঃ; যদা, সখীনাং রক্ষণেন দুষ্টস্ত চ মোক্ষদানেন যদভয়ং তস্ত যোগে মতঃ সম্মতঃ ॥

বধ করে ফেলবে—চোখের সামনের এই পদার্থটিকে অপর কেউ-ই লুকিয়ে রাখতে পারবে না যতক্ষণ-না সখা আমাদের উদ্ধার করে।' এই বলে দেবশিশুর মতো সুন্দর বাৎকগণ চারুবদন-চারু অরুণ নয়ন তাঁদের সখা নিষেধ করতে না-করতেই কৃষ্ণবিশ্বাসের আশ্বস্ততা বলে বলীয়ান হয়ে করতলে সুন্দর সাপ-তাড়াবার তালি বাজিয়ে সেই মুখবিবরে প্রবেশ করে গেলেন।

৬০। অতঃপর তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে চলতে ঘোষরাজতনয় হ্রায়দীপ্ত আকাশমধ্যচারী মধুর আর্তধ্বনি করে উঠলেন—'আরে ভাইসব, ও-তে ঢুকো না, ঢুকো না, ওটা এক মহাসর্প মহাসর্প' কিন্তু এ-কথা বলতে না-বলতেই তাঁরা ঐ সর্পমুখে প্রবেশ করে গেলেন—প্রবেশমাত্রই বিষজ্জালায় তাঁদের সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণে লীন হয়ে গেল, তাঁরা কৃষ্ণময় হয়ে রইলেন। ঐ আর্তধ্বনি আর কে শুনবে ?

৬১। ইত্যবসরে কৃষ্ণের নয়ন থেকে যেন নয়নজল ঝরে পড়তে লাগল, 'হাত থেকে যেন প্রাপ্তনিধি হারিয়ে গিয়েছে' এই ভাবে তাঁদের প্রতি অতিশয় ক্রপোদগম হেতু শোকাচ্ছন্ন হয়ে, 'সখাদের জীবনরক্ষা এবং অঘাসুর মারণ' এই কার্য্যদ্বয় যুগপৎ কি করে সমাধা হয়—সে সম্বন্ধে বিচারপর হয়ে, উভয় বিষয়ে কর্তব্য স্থির করে নিয়ে পরমসমর্থ শ্রীকৃষ্ণ একাকী সখাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ সর্পমুখে প্রবেশ করে গেলেন।

৬২। ভগবান ঐ সর্পমুখে প্রবেশ করে গেলেন—আকাশে দেবতাগণ অনুতাপের সহিত

হাহাকারো দিবি দিবিষদামুচ্চারণুতাপৈ-

হীহীকারোহস্মরপরিষদাং সপ্রকর্ষৈঃ প্রহর্ষৈঃ ।

যোগে যোগেশ্বর-পরিবৃচ্ছদ্বয়স্তাতিহেলো

ব্যত্যা সেন স্বয়মুপদধে মানসং মানসন্ধঃ ॥

৬৩ । স চ মহাব্যালো মহাব্যালোলমনা ভগবৎপ্রবেশাপেক্ষয়া ক্ষয়ায় চাত্মনো নো তাবৎ সংববার বদনম্ ॥

৬৪ । প্রবিষ্টে তু ভগবতি কৃতার্থমাগ্নানং মন্থমানো মানোদ্ধত-ধীরধীরত্বৈব শাস্ত্রবীরীয়ান্ বদনং সংবরীতুমনা মনাগপি ন শশাক ॥

৬৫ । ভগবতি কৃতো হি ভাবোহভাবোপযোগী ন ভবতীতি তথৈব ব্যাত্তাননো ন নোদয়িতুমশক-দাত্মনো ব্যাত্তাননতাম্ ॥

৬৬ । অন্তর্গলং কীলায়মানে কীলায়মানেন তেজসা দহতি হতিসরসং সমেধমানে নিখিলকলা-সৌভগবতি ভগবতি স করুণাকর্ণাপাঙ্গতরঙ্গরিঙ্গং সুধাসুধারয়া সহচরান্ জীবয়তি যতিহৃদয়েহপি ঘৃণীয়মানে

৬২ । তদ্ব্যস্ত হাহাকার-হীহীকারয়োর্ব্যত্যা সেন বিপর্যাসেন যোগে বিষয়ে মানসং চিত্তমুপদধে, অধুনা অঙ্গরাগং হাহাকারো ভবতু, দিবিষদাং তু হীহীকার ইত্যেবম্ । যতো মানসঙ্কো মানং সম্মানং বিজয়রূপপ্রশংসামেব সমাগৃহ্যন্তে, ন তু পরাজয়রূপমবমানমিতি সঃ; যদা, মানে সম্মানে সন্ধা মর্যাদা যন্ত সঃ; “সন্ধা প্রতিজ্ঞা মর্যাদা” ইত্যমরঃ ॥

৬৩ । ন সংববার, ন সংবৃত্তবান্ ॥

৬৪ । মানোদ্ধতদীর্গবোদ্ধতবুদ্ধিঃ; শাস্ত্রবীরী যার ॥

৬৫ । অভাবোপযোগী নাশবান্ ন ভবতীতি দৃষ্টান্তীভূত উৎপ্রেক্ষিত ইতি ভাবঃ । ন নোদয়িতুং ন দূরীকৃতুং ॥

৬৬ । অন্তর্গলং গলমধ্যে কীলায়মানে কীলতুল্যে ভগবতি হতিসরসং যথা স্তাত্তথা বর্ধমানেন সতি কীলায়মানেন

‘হাহাকার’ ধ্বনি, আর অস্মর-সভাপারিষদগণ অত্যন্ত খুশীতে উচ্ছলিত হয়ে ‘হীহীকার’ ধ্বনি করে উঠল। জয়ের প্রশংসা যার অঙ্গভূষণ, কার্য-সাধনে যার পরিশ্রম করতে হয় না সেই যোগেশ্বরের ‘হাহাকার’ ‘হীহীকার’ এ-ছয়ের অদলবদল করে দিবেন বলে স্বয়ং মন স্থির করলেন ।

৬৩ । সেই মহাসর্প অত্যন্ত চঞ্চলমনা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ অপেক্ষায় এবং নিজ বিনাশ সাধনার্থে তাঁর না-টোকা পর্যন্ত মুখ সঙ্কুচিত করলো না ।

৬৪ । কিন্তু ভগবান্ প্রবেশ করলে নিজেকে কৃতার্থ মন্থমানা, ও গর্বে অবিনীত-বুদ্ধি সেই শ্রেষ্ঠ মায়াবী অস্থির ভাবে মুখ সঙ্কুচিত করতে গিয়ে এক চুলও পারল না ।

৬৫ । ভগবৎসৃষ্ট অবস্থা বিনাশশীল নয়—এ শাস্ত্র প্রসিদ্ধ, তাই অঘাসুর তার এই মুখব্যাদন দূর করতে সমর্থ হল না ।

৬৬ । তখন নিখিল বিদ্যানিপুণ ভগবান্ লোহার গৌজের মতো বহ্নিজ্বালা সদৃশ জ্বলিত হয়ে গলমধ্যে অত্যন্ত পীড়া দিতে দিতে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন, আর করুণামাখা অরুণ কটাক্ষপাতে সুধা-ধারা

তদন্তরপি সমেধমানে স মহামহিমা পরিপচ্যমান-কর্কটীফলবহুংপপাট ॥

৬৭ । পাটিতে চ তন্তু তস্মিন্ দেহে বিবুধদ্রুহি দ্রুহিণতুহিন-কিরণশেখর-শতমখ-মুখমুখরিতজগৎ-পাবনস্তবনমালিনি বনমালিনি প্রবেষ্টকামং তন্মহো মহোজ্জ্বলং সূর্য্যচন্দ্রয়োৱন্যতরদিব তরদিব গগন-সরোবরং নিরবলম্বনমেব তাবদাসীং ॥

৬৮ । যাবত্তদবস্থাবস্থানচটুলস্ত দীর্ঘাভোগস্ত ভোগস্ত কুহরতো হরতো গিরিদরীশোভামুদয়গিরি-গহ্বরাদ্গভস্তিমালীব বনমালী সমুজ্জীহিতে, হী তেহপি শিশবো লক্কজীবিতা জীবিতাধিনাথঃ প্রাগেব বহির্ভূতাঃ ॥

৬৯ । তদনু বহির্ভূতে ভূতেশাদি-নূতচরণে ভগবতি সুরাসুরাদিভির্দরীদৃশ্যমানমেব তন্মহো নব-জলদমেতুৱে তস্মিন্বেব লয়মাসাদ । কিমহো বর্ণনীয়ং তন্তু মহানুভাবস্ত চরিতম্, যদসৌ প্রথমমাত্মনি ভগবন্তু নিবেশ্য পুনর্ভগবত্যেব স্বয়ং নিবিবিশ ইতি ॥

বহিঃকালাসদৃশেন ; বহুধ্বয়োজ্জ্বলকীলো” ইত্যমরঃ । স করুণস্ত অরুণাপাক্ষস্ত অনুরাগিনেত্রান্তস্ত তরঙ্গাং রিঙ্গন্ত্যাঃ প্রসরন্ত্যাঃ স্খায়াঃ স্তম্বরধারয়া । যতীনাং সন্ন্যাসিনাং হৃদয়েহপি স্থণীয়মানে স্থণাঃ কুর্বাতি জুহুপ্সয়েব তত্র প্রবেষ্টুং সঙ্কচতীত্যর্থঃ । তস্তাঘাসুরস্তান্তরেহপি সম্যগ্ বর্ণমানে দ্বিতীকচরিত্বাদিতি ভাবঃ । অতঃ সোহঘাসুরঃ স্তবা ইতি ভাবঃ ।

৬৭ । দ্রুহিণো ব্রহ্মা, তুহিনকিরণশেখরো মহেশঃ, শতমখ ইন্দ্রঃ । তস্তাঘাসুরস্ত মহো জীবরূপং তেজঃ, তস্তাদৃশ-ত্বেহপি তমোক্ষে সন্দিহানানাং কৃতর্কভূতাং বিজ্ঞমানিনাং মুখগোটনার্থং ভগবদিচ্ছ্যেব দৃশ্যত্বম্ । গগনমেব সরোবরং তৎ তরদিব তৎপারং গচ্ছদিব ॥

৬৮ । তদবস্থা মরণদশা, তস্তা অবস্থানেন হেতুনা চটুলস্ত চঞ্চলস্ত দীর্ঘ আভোগঃ পরিপূর্ণতা যন্ত তন্তু, ভোগস্ত ফলস্ত ; হীতি বিস্ময়ে ॥

বইয়ে সহচরদিগকে জীয়ে তুলছিলেন । জ্ঞানী সন্ন্যাসীর হৃদয়েও যেতে যিনি স্থণা বোধ করেন সেই তিনি গলমধ্যে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকলে সেই মহামহিম অঘাসুর পরিপক্ক কর্কটীফলের মতো ফেটে চোঁচির হয়ে গেল ।

অঘাসুরের ক্রক্ষে প্রবেশ :

৬৭-৬৮ । দেবদ্রোহী ঐ দেহ ফেটে গেলে ব্রহ্মাশিবইন্দ্রাদি দেবগণের মুখনিঃসৃত জগৎপাবন-স্তবনমালী বনমালীতে প্রবেষ্টকামী, সূর্যচন্দ্রের মতো মহোজ্জ্বল অঘাসুরের জীবতেজ নিরবলম্বনরূপে গগনসরোবরে ‘যেন তার পারে যাচ্ছে’ এ-ভাবে সেই পর্যন্ত অবস্থান করছিলো যতক্ষণ-না মরণদশায় অবস্থান জনিত চঞ্চলতায় দীর্ঘ সম্পূর্ণ বিস্তারিত ফণগহ্বর থেকে নির্গত হয়ে গিরিগুহাশোভাহারী বনমালী উদয়গিরিগহ্বর থেকে নির্গত কিরণমালীর মতো দীপ্তি পেতে লাগলেন । অহো কি আশ্চর্য, লক্কজীবন ঐ শিশুগণও তাঁদের জীবিতাধিনাথের পূর্বেই বাইরে বেরিয়ে এসে গিয়েছিলেন ।

৬৯ । অতঃপর শিবাди-স্ততপদ ভগবান্ বাইরে এলে সুরাসুরাদি সকলের চোখের সামনেই

৭০। ততশ্চ, ভেরীভাঙ্কারবৈঃ পটুপটহুনাঘাত-সংঘাতঘোরৈ-
 রুচ্চৈর্গুর্ভুগুমানাং ধ্বনিভিরবিরলৈর্হুন্মুভীনাং প্রণাদৈঃ।
 গানৈর্গন্ধর্ব-বিজ্ঞাধর-তুরগমুখপ্রেয়সীনাং মুনীনাং
 স্তোত্রৈঃ শব্দান্তরেষু ক্ষণমিব বধিরাঃ স্বর্গিণস্তে বভূবুঃ ॥

৭১। উর্বশ্চাচ্চা ননুতুরভিতঃ সিদ্ধবধো বভূবুঃ, মর্দঙ্গিক্যো জগুরতিকলং সুভ্রবঃ কিম্বরাণাম্।
 দেব্যো দেবক্রমস্মমনসাং বর্ষমুচ্চৈর্বিতেহুঃ, মন্ত্বেবাসীদমরনগরী সা গরীয়ঃ-প্রমোদৈঃ ॥

৭২। কিং বহুনা? ভ্রাম্যচ্চূড়াগ্রচন্দ্রশ্বলদম্বতরসেনাপ্লুতৈর্মুণ্ডমালা-
 মুণ্ডৈর্লক্ষা শরীরং নটনপটু নরীমৃত্যুমানেঃ পরীতঃ।
 চণ্ডৈর্গট্টাট্টহাসৈর্ডগরুডিমিডিমিৎকারসংস্কারসারৈঃ
 কুব্ধং ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং ক্ষুটিতমুদতনোত্তাণ্ডং চণ্ডিকেশঃ ॥

৬৯। হুতচরণে স্ততপদে ॥

৭০। তুরগমুখপ্রেয়সী কিম্বঃ। শব্দান্তরেষু অতশব্দবিষয়েক্ষণং ব্যাপ্য বধিরা ইব ॥ (৭১)

৭২। অতিপ্রচণ্ডে মৃত্যাবেশে জাতে সতি ভ্রাম্যতচ্চূড়াগ্রবর্তিনশ্চন্দ্রাং শ্বলতা অম্বতরসেনাপ্লুতৈরতএব মুণ্ড-
 মালাহুমুণ্ডৈঃ শরীরং লক্ষা নটনপটু যথা শাস্তথা অতিশয়েন মৃত্যুস্তিঃ পরীতঃ যুক্তঃ ॥

সেই তেজ নবজলদমেছুর তাঁতে লীন হয়ে গেলো।

দেবদেবীগণের আনন্দোৎসব ॥

অহো সেই মহানুভবের চরিত কি আর বর্ণনা করবো—কেননা ইনি তো প্রথমে নিজ দেহেতে
 ভগবান্কে প্রবেশ করিয়ে পুনরায় নিজেই ভগবানে প্রবেশ করে গিয়েছিলেন।

৭০। তারপর ভেরীর ভাঙ্কার ধ্বনি, পটু মুদঙ্গের ঘন আঘাত-সংঘাতজনিত গম্ভীর শব্দ,
 ভিত্তিমের উচ্চ প্রচণ্ড ধ্বনি, আর হুন্মুভীর অজস্র উচ্চ নাদ, গন্ধর্ব-বিজ্ঞাধর-কিম্বরপ্রেয়সীগণের গানের শব্দ,
 মুনিগণের স্তোত্রপাঠের শব্দ—এ-সব শব্দ-তরঙ্গের আঘাতে দেবতাগণ ক্ষণকাল বধিরের মতো হয়ে
 গিয়েছিলেন—অন্য শব্দ সম্বন্ধে।

৭১। চতুর্দিকে উর্বশী প্রভৃতি স্বর্গীয় নটীগণ নাচতে লাগলেন, সিদ্ধগণের বধূরা মুদঙ্গ বাজাতে
 লাগলেন, আর সুন্দরী কিম্বরীগণ অতি কলস্বরে গাইতে লাগলেন, স্বর্গের দেবীগণ কল্পবৃক্ষ-পুষ্পের শারাবর্ষণ
 করতে লাগলেন—এই আনন্দোচ্ছ্বাসে অমরাবতী যেন মত্ত হয়ে উঠল।

৭২। আর অধিক কি বলবার আছে—চণ্ডিকাশ্বামী শিব প্রচণ্ড অটু অটু হাসি ও ডমকর
 অতি উচ্চ তালে চমৎকার ডিমি ডিমি বাজের সহিত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড বিদীর্ণ করতে করতে তাণ্ডব নৃত্য বিস্তার
 করলেন—ঐ নৃত্যের ঘূর্ণনে চূড়াগ্রচন্দ্র থেকে নিঃসৃত অমৃতে আপ্লুত মুণ্ডমালার মুণ্ড নটনপটু শরীর
 লাভ করে শিবকে ঘিরে নৃত্য আরম্ভ করল।

৭৩। অথ মৃত্যুমুখাদাগতা ইব তে বালা বালাতপোজ্জুস্তমাণকমলনয়নং নয়নন্দিভুবনং ব্রজরাজ-
কুমারং সুকুমারং সুখবৈবশ্চেনৈকৈকশ্চেন পরিরভ্য 'সখে! সখেলং বিষমবিষমহানলজ্বালাবলীঢ়ানশ্মান
কথমজীবয়ন্তুবান' ইতি ভগবন্তমুচুঃ। স চ সচমৎকারং তানগদং—'অগদদক্ষোহস্মি বিষমশ্চ, যেনাগদেন
নাগদেন গন্ধমাত্রাদেব গতাসবোহবগতাসবোৎসবা ইব সমুল্লসিতজীবনা ভবন্তি' ইতি ॥

৭৪। তদুদিতমুদিতমুদাকর্ণ্য পরস্পরমপি পরমপিহিতসৌহৃদা হৃদা নির্ভরমালিঙ্গ্য 'ভো ভো!
ভ্রাতরস্তদৈব দৈবজ্ঞা ইব বয়মবোচাম, বকমিবামুগয়ং নিহনিষ্যতি' ইতি জগতুঃ। জগতুস্তরচরিতেন তেন
ভগবতাদিষ্টা দিষ্টাতিশয়বন্তস্তে তত ইতো বিস্ময়ান্ স্ময়ানিব বৎসান্ যথীকৃত্য ব্রজপুরপুন্দরমহিষী-
দত্তান্নপানাদিবিহঙ্গিকা বিহঙ্গিকানিকরৈরেব রক্ষ্যমাণাঃ সমানীয় চ ভগবন্তমনুসঙ্গঃ ॥

৭৫। সমনন্তরমনন্তরহসা করুণাচারুণা চামীকরবসনেন সবৎস-বৎসপেন নির্জনভোজনভোচিৎ

৭৩। বিষম অগদে ঔষধে দক্ষোহস্মি, যেন অগদেন নাগদেন নাগং সর্পং ছুতি খণ্ডয়তীতি তেন, গতাসবো
গতপ্রাণা অপি জনাঃ, অবগতোহুভূত আসবোৎসবো মধুপানোৎসবো যৈস্তথাভূতা ইব ॥

৭৪। তদুদিতং তস্মিন্ কৃষ্ণে উদিতং কৃতোদয়ম্, উদিতং বাক্যম্, ন পিহিতং ন আচ্ছন্নং সৌহৃদং যেযাং তে। জগ-
তুস্তরং লোকোস্তরং চরিতং যন্ত তেন ভগবতা দিষ্টা আজ্ঞাপ্তাঃ, দিষ্টং ভাগ্যং তদতিশয়বন্তঃ। স্ময়ান্ যুগভেদানিব বিস্ময়ান্
বিশিষ্টকূর্দনাদিগতিশীলান্, তেষামপ্যঘোদরপ্রবেশমহাবিপদোক্ষাদেব তর্ষোদ্রেকাদিভি ভাবঃ। বিহঙ্গিকাঃ পক্ষিঙ্গিয়ঃ ॥

সখ্যারসে নিমজ্জিত রাখালগণের কৃষ্ণসঙ্গে পুনর্বাচন :

৭৩। অতঃপর মৃত্যুমুখ থেকে যেন ফিরে এসেছে এই ভাবে ঐ বালকগণ বালরোদে বিকসিত
কমলসম স্নিগ্ধ নয়ন, নীতি বিস্তারে ভুবনানন্দ ব্রজরাজকুমার সুকুমারকে সুখবৈবশ্চো এক-এক করে সকলে
আলিঙ্গন করে বললেন—'সখে, খেলতে খেলতে আমরা বিষম বিষমহানল-জ্বালায় শেষই হয়ে
গিয়েছিলাম, তুমি আমাদের কি করে বাঁচালে? এ-কথার উত্তরে তিনি আশ্চর্যের সহিত বললেন—
'অহো আমি যে-বিষের ঔষধে নিপুণ, ঐ ঔষধে সর্প পরাস্ত হয়ে যায়, ঐ ঔষধের গন্ধমাত্রাই প্রাণহীন
ব্যক্তি মধুপানজনিত আনন্দসম আনন্দ অনুভব করে।

৭৪। কৃষ্ণমুখ-নির্গত বাক্য শ্রবণ করে অনাচ্ছাদিত সৌহার্দের আতিশয্যে পরস্পর বক্ষে-বক্ষে
গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে বালকগণ বললেন—'আরে আরে ভাইসব, তখনই তো দৈবজ্ঞের মতো আমরা
বলেছিলাম-না—'আমাদের সখার হাতে বকের মতো এ-ও নিহত হবে।' এ-কথা বলবার পর
লোকোত্তর-চরিত সেই ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে অতিশয় সৌভাগ্যশালী সেই-সখাগণ যুগের
মতো ইতস্ততঃ কূর্দনরত বৎসপালকে একত্রিত করে পুন্দরমহিষী-দত্তান্নপানাদির বিহঙ্গিকাসমূহ যা
এতক্ষণ একমাত্র পাখীদ্বারাই রক্ষিত হচ্ছিল তা স্বন্ধে তুলে নিয়ে ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে আরম্ভ
করলেন।

ভোজনস্থলী নির্বাচন :

৭৫। এরপর অনন্তরহস্তায়, করুণায় সুন্দর, কনকবসনধারী, বৎস ও বৎসপালগণে বেষ্টিত,

স্থলমনুসন্দধতা দধতা চ বয়স্থান্ প্রতি প্রণয়ং ক্রিয়তা দূরেন সরসঃ সরসঃ পুলিনপরিসরো দদৃশে ॥

৭৬ । দৃষ্টা চ ‘ভো ভোঃ সবয়সো বয়সোহপি নাত্র সন্ধারো বর্ততে । নয়নপ্রমোদজননী জননী-
ক্ৰোড়বদতিবিশ্বসনীয়য়ং পুলিনপদবী, পদবীথিকাপি ন দৃশ্যতেহত্র লোকস্ত, তদিহৈব ভোক্তব্যম্,
তদিমমভ্যাসমভ্যাসয়ং চরন্ত বৎসগণাঃ, বয়মপি ভৃঞ্জামহে ʼ

৭৭ । ইতি নিগদতি জগদতিজরীজন্তুমাণবিচিত্রচরিত্রে ‘ভো বয়স্থ ! বয়মপ্যশনায়য়া নায়য়ামহ
ইব কষ্টেনৈব কালম্ । নহি সময়া সময়ান্তরং ভোজনমপেক্ষীয়ম্ । তদেবমেব মে বচনম্’ ইতি সরস-
মেকৈকশ্চেন বদতি সহচরচয়ে ‘রচয়েয়মত্র ভোজনস্থলম্’ ইতি মিত্তিরহিতমহিমা তেন ঘনতর-তরুতরুণ-
চ্ছায়াচ্ছায়ামে ঘনসারসারধূলিধবলেহবলেপরহিতে হিতে পুলিনে বিকচকমলকমলশীকরনিকরনির্ভরপব-
মানমাননীয়ৈ সৌগন্ধিক-গন্ধিকমনীয়ৈ মধ্যমধ্যবস্থিতৌ কৃত্যাং তেহপি পরিতোহবতস্থিরে স্থিরৈর্গৈর
মনসা ॥

৭৫ । অনন্তরহসাহংসপারহস্তেন ; যদা, অনন্তস্ত সন্ধর্ষণস্তাপ্যতিগুহেন, অত্রাগ্রে বলদেবেনাপ্যজ্ঞাতমানতত্ত্বকত্বাৎ ;
“রহোহতিগুহে সুরতে বসন্তে” ইতি বিশ্বঃ । চামীকরং কনকম্ ; ভোজনস্য ভা শোভা তদুচিতম্, সরসস্তড়াগস্য
পুলিনপরিসরঃ । কীদৃশঃ ? সরসঃ ॥

৭৬ । বয়সোহপি পক্ষিণোহপি, তস্মাদিমং প্রদেশমভ্যাসয়ং সর্বতোভাবেন নিকটং রেষত্ব । কীদৃশমভ্যাসম্ ?
নির্ভয় এব আস উপবেশো গতির্বা যত্র তম্ ॥

৭৭ । অশনায়য়া বৃদ্ধকয়া ; “অশনায়া বৃদ্ধা ক্ষুৎ” ইত্যমর । নায়য়ামহ ইতি কালোহস্মারয়তি, তং বয়ং
নায়য়ামহে ইতি গিচ্ প্রত্যয়ঃ । সময়ান্তরং সময় সময়ান্তরস্ত নিকটে ইত্যর্থঃ । সময়শব্দযোগে ‘অভিতঃ পরিতঃ’ ইত্যাদিনা
দ্বিতীয়া । মিত্তিরহিতমহিমা, অপরিমিতমহিমা তেন শ্রীকৃষ্ণেন, ‘অত্র ভোজনস্থলং রচয়েয়ম্’ ইত্যুক্তবা তত্র পুলিনে
মধ্যমধিকৃষ্ণ অবস্থিতৌ কৃত্যাং সত্যং তেহপি সহচরাঃ পরিতোহবতস্থিরে ইত্যনয়ঃ । কীদৃশে পুলিনে ? ঘনতরাণাং

নির্জনভাজনশোভার সমুচিত স্থান অনুসন্ধানরত, বয়স্থগণের প্রতি প্রণয়বান্ শ্রীকৃষ্ণ কিছুদূরে জলপূর্ণ
এক সরোবরের প্রশস্ত তটভূমি দেখতে পেলেন ।

৭৬ । দেখেই বললেন—‘ওহে ওহে সখাগণ, দেখ, এই স্থানটি পক্ষীকুলের পর্যন্ত গতায়াত
শূণ্য । এই তটভূমি নয়নানন্দজনক, জননীক্ৰোড়ের মতো বিশ্বাসনীয়, অহো লোকের পায়চলা রাস্তা
পর্যন্ত চোখে পড়ছে না এখানে, অতএব এই হ’ল বনভোজনের যোগ্য স্থান, বৎসকুল শয়নে-চলাফেরায়
নির্ভয় হয়ে এই নিকটেই চরতে থাকুক, আর সেই অবসরে আমরাও খাওয়া-দাওয়া করতে থাকি ।

৭৭ । যাঁর বিচিত্র চরিত্র জগৎভরে অতি উজ্জলভাবে প্রকাশিত রয়েছে সেই শ্রীকৃষ্ণ এক্রূপ
বললে সখাগণ সকলে এক-এক করে চিন্তাকর্ষকভাবে বললেন—‘ওহে সখা, আমরাও-তো এতক্ষণ
ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়েই কষ্টে সময় কাটিয়েছি, ভোজনের জন্তু আর সময়ান্তরের অপেক্ষা করা
উচিত হবে না । অতএব আমাদেরও বলবার কথা ঐ একই’—সহচরগণ এক্রূপ বললে অপরিমিত
মহিম শ্রীকৃষ্ণ বললেন—‘বেশ তা-হলে এ-স্থানেই ভোজনস্থলী রচনা করছি’—বলেই তিনি অতিঘন

৭৮। সহস্রপত্রসহস্রপত্রীব সা মণ্ডলী ব্যরাজত রাজতপয়সা ধৌত এব তত্র পুলিনোদরে কিঞ্জক-
বৃতবিলক্ষণবীজকোষ ইব কনকরুচিরুচিরাশ্বরো ভগবান্। সুপরিচ্ছদচ্ছদপঙ্ক্তয় ইব শিশবঃ ॥

৭৯। তত্র চ সন্ডাবলয়া বলয়াকারাস্ত্রিচতুরাস্ত্রিচতুরাভাঃ পঙ্ক্তয়ঃ। তাসাং চ প্রণয়ভুব্যবহিতানাং
ব্যবহিতানাং চ পরম্পরং প্রতিজনমভিমুখমুখকমলতয়া বর্তমানঃ প্রত্যেকং 'মমৈবায়মভিমুখমুখঃ'
ইত্যভিমানমানয়ন্ (গী০ ১৩।১৩) 'সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্' ইতি প্রাচাং বাচাং বাহয়মভিনয়ন্ 'ভো ভো
ভো-ভোজ্জলনিকাঃ! নিকাসয়ত ভক্ষ্যসামগ্রীমগ্রীয়াম্' ইতি শ্রীকৃষ্ণো যদা নিজগাদ, তদৈব' শিক্যতো

তরুতরুণানাং ভোজনাপেক্ষণীয়-বিতানকার্যকারিণাং ছায়াভিরচ্ছো নির্মল আয়ামো যন্ত তস্মিন্। ইত্যাতপরাহিতেন
সুখদন্তম্। দণ্ডকারণাশিখণ্ডিযুবান্ ইত্যাদিবং তরুণশব্দস্ত পরনিপাতঃ। বনসারেতি সুখম্পর্শেন মোগন্ধোদন চ।
অবলেশমহিত ইতি পাবিত্র্যেণ, হিতে ইত্যশ্বাস্পদভেন; বিকচানি প্রফুল্লানি কমলানি পদ্মানি যত্র তথাভূতস্ত কমলস্ত
জলস্ত শীকরনিকরাণাং নির্ভরো যত্র তেন পবমানেন পবনেন ভোজনাপেক্ষণীয়শিশিরব্যজনকার্যকারিণা মাননীয়ে;
“সলিলং কমলং জলম্” ইত্যমরঃ; সৌগন্ধিকস্তেব গন্ধোহশ্বেতি সৌগন্ধিকগন্ধি, তচ্চ তৎকমনীয়ক্ষেতি তস্মিন্নিতি ভোজনা-
পেক্ষাধুপাদিসৌভাব্যভেদে। অত্র সমকানুরোধাৎ বিধেয়াংশাবিমর্ষঃ সোচ্যঃ ॥

৭৮। সহস্রপত্রস্ত কমলস্ত, সহস্রাণাং পত্রাণাং সমাহারঃ সহস্রপত্রী সেব; রাজতেন রজতবিকারেণ জলেন
ধৌতে প্রক্ষালিতে ইব বীজকোষঃ কর্ণিকাবিলক্ষণ ইতি শ্রামবর্ণন্যৎ ॥

৭৯। সন্ডাবেন লয়ঃ সংশ্লিষ্টঃ সন্নিবেশো যাসাং তাঃ; তিশো বা চতশ্রো বা ত্রিচতুরাঃ পংক্তয়ঃ। কীদৃশঃ?
ত্রিচতুরা আভাঃ কাস্তয়ো যাসাং তাঃ; প্রথমা পংক্তিঃ পীতা, দ্বিতীয়া রক্তা, তৃতীয়া শ্রামা,—ইত্যেবং তিস্র আভাস্তথা
চতুর্থী শ্বেনী হারিতী বেতি। ব্যবহিতানাং ব্যবধানেন স্থিতানামপি তাসাম্, চকারোহপ্যর্থো। প্রণয়স্ত ভুবি সন্তায়াং
প্রাপ্তৌ বা, অবহিতানাং কৃতাবধানানাং প্রতিজনম্, একৈকস্ত জনস্ত (গী০ ১৩।১৩) 'সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষি-
শিরোমুখম্। সর্বতঃ ক্রতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥' ইতি বাচামিব অয়ম্। অভিনয়ন্ অভিনয়েন দর্শয়ন্, ইবার্থে

নবীন তরুছায়ায় অমল ভূমির বিস্তারে সুখদ, অবলেশ-রাহিত্যহেতু পবিত্র, প্রফুল্ল কমলম্পর্শী জলকণা-
নিকরবাহী পবনের দ্বারা মাননীয়, সৌগন্ধীকমল-সুগন্ধে কমলীয় পুলিনের মধ্যদেশে বসে গিয়ে নিজের
আসন স্থাপন করলে সখাগণ শান্ত মনে তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে বসে পড়লেন।

বনভোজনোৎসব :

৭৮। রৌপ্যজলে ধোয়া স্থানের মতো শুভ্র সেই পুলিনের মধ্যদেশে কিঞ্জকবৃত বিলক্ষণ
বীজকোষের মতো চারু কনকবর্ণ বসনপরাহিত শ্রীভগবান্কে ঘিরে কমলপত্রচয়ের মতো শিশুগণের সেই
মণ্ডলী কমলঘিরে সহস্রপত্রের সমাহারের মতো শোভা পেতে লাগল।

৭৯। আর এই মণ্ডলীতে সন্ডাবহেতু গায়-গায় লেগে বসা সখাগণের সারি পীতাদি তিন-চার
বর্ণের তিন-চারটি হলো,—এই সারিগুলি পরস্পর বাবধানের সহিত সন্নিবেশিত হলেও কৃষ্ণপ্রণয়প্রাপ্তি
বিষয়ে ঝাঁরা হুঁশিয়ার সেই সখাগণের প্রতিজনের অভিমুখে মুখকমল মেলে ধরে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ
প্রত্যেকের মনে 'আমার দিকেই সখা মুখ করে বসে আছে' এইরূপ অভিমান আনয়ন করিয়ে গীতার

নিষ্কাশ্য কেচিং সুপরিচ্ছদেষু চ্ছদেষু, কেচিং কুসুমেষু কুসুমেষু, কেচিদ্ভিন্নলতাখণ্ডেষু লতাখণ্ডেষু কেচন সুরশিম্বু রশিম্বু, কেচন অচপলেষু পলেষু স্তবকেষু, কেচিদ্ভিন্নস্তবকেষু স্তবকেষু, কেচিদ্ভিন্নস্তবক-সংস্পর্শসফলেষু ফলেষু, কেচিদ্ভিন্নলতাখণ্ডেষু লতাখণ্ডেষু মলবসনানাম্, কেচিং সুরেখানিকরেষু করেষু, কেচিদ্ভিন্নরূপেষু পনিধায় নিজ-নিজভোজ্যাদগ্রামগ্রামতিশয়সারং শ্রীকৃষ্ণায় পত্রপুটকেষু নিধায়োপকল্পয়ামাসু: ॥

৮০। স চ ভগবান্ মধুরমধুরবচনপেশপেশলমধুরিম-সুধাসুধারার্থোদদশন-বসনতয়াতিচারুতয়া-মিহ সন্ হসন্ হাসয়ন্ স যন্ পরমকৌতুকম্, দরোদরোপনীবিবিনিহিতমুরলীকোহলীকোজ্জিতলক্ষণে কক্ষ-তলেহক্ষতলেপিপ্যমানমধুরিমণি বিভূস্তবেত্রবিষাণঃ করতলে পরমাভিরামে বামেহবাত্তদধ্যোদনকবলো-হবলোলেষু তদঙ্গুলিদলেষু কৃতসম্ভানফলবিশেষো বিশেষোপলভ্যমানসৌন্দর্যলক্ষ্মীকো দিবি দিবিসদ্বন্দ-বৃন্দারকৈঃ কমলজ-শিতিকণ্ঠপূবন্দরাদিভিরমরনগরনাগরীভিরপি সকৌতুকমালোক্যমানোহলোক্যমানো

বাক্যঃ। ভো ভো ইত্যতিহর্ষণে বিবৃন্ম। ভাং শোভাম্ উভস্তি প্রয়স্তুতি ভোভা অতএব উজ্জ্বলা নিষ্কাশ্য পদকানি যেবাং তে। অগ্রীয়াম্ উত্তমাম্; ছদেষু পাত্রেষু কুসুমেষু কো পৃথিবাং শোভনা মা শোভা যেবাং তেষু; বিমলতয়া নৈর্মল্যো-খণ্ডেষু পূর্ণেষু: সুরশিম্বু সুকান্তিম্বু রজ্জুসু উপলেসু প্রস্তুরেসু। অতিস্তবকেষু তিস্তিমংসু স্তবকেষু কুণ্ড মলেসু স্তলক্ষণো রেখানিকরো যেযু তেষু; উরুসু বহংসুপনিধায়, ভক্ষ্যসামগ্রীমিতি পূর্ণেণাত্মবক্ষঃ। অগ্রায়গ্রভবং ভাগম্ ॥

৮০। স চ ভগবান্ বুভুজে। কীদৃশঃ? মধুরমধুরো বচনপেশঃ;—‘পিশ অবয়বে’ বাক্যাবয়বে ইত্যর্থঃ। স এব পেশলমধুরিমা শোভনমাধুর্যা সুধাসুধারা অমৃতস্য ধারা তয়া ধোতে প্রক্ষালিতে দশনবসনে ওষ্ঠাধরো যন্ত তন্ত ভাবস্ততা তয়া হেতুনা ইহ ভোজনাবসরে অতিচারুতয়া মতিসৌন্দর্যে সন্ বর্তমানো হসন্ সখীনাং নর্মোক্ত্যা হাসয়ন্ স্বকৃতনর্মভিঃ সখীনিত্যর্থঃ। সঃ শ্রীকৃষ্ণো যন্ গচ্ছন্ প্রাপ্নু বসিত্যর্থঃ। দরোদরং কুশোদরম্, উপনীবি নীবিনিকটং চ তয়োনিহিতা মুরলী যেন সঃ; তথা কক্ষতলে বিভূস্তবেত্রবিষাণে যেন সঃ। কীদৃশে? অলীকোজ্জিতং সতামেব লক্ষণং সামুদ্রোক্তং

‘সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্’ এই প্রাচীন বাক্যকে অভিনয় করে দেখাতে দেখাতে বললেন—‘ওহে ওহে, শোভারও শোভাস্বরূপ উজ্জ্বল পদকধারী সখাগণ, তোমাদের ভক্ষ্যসামগ্রীমধ্যে যা-যা উত্তম বের করতো’। শ্রীকৃষ্ণ এ-রূপ বললে সখাগণ সজে সজে নিজনিজ ভাণ্ড থেকে বের করে কেঁউ কেঁউ চারুপাত্র, কেঁউ কেঁউ সর্বসৌন্দর্যের সার-সৌন্দর্যবিশিষ্ট কুসুমে, কেঁউ কেঁউ নির্মলতায় পূর্ণ লতাখণ্ডে, কেঁউ কেঁউ অতিসুন্দর রজ্জুতে, কেঁউ কেঁউ উত্তম প্রস্তুরে, কেঁউ কেঁউ অত্যন্ত প্রশংসিত পুষ্পকুণ্ডিতে, কেঁউ কেঁউ নিজনিজ করস্পর্শে সফলিকৃত ফলে, কেঁউ কেঁউ অচঞ্চল অমল বসনাঞ্চলে, কেঁউ কেঁউ স্তলক্ষণ রেখাযুক্ত হাতে, কেঁউ কেঁউ স্তূল উরুতে ভোজ্যবস্তু ধরে ও-থেকে প্রথমে অতিশয় সার অগ্রভাগ উঠিয়ে পাতার দোনায়ে ধরে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে দিলেন।

৮০। সেই ভগবান্ও ভোজন-অবসরে মধুর মধুর বচনপরিপাটির শোভন মাধুর্যময় অমৃত-ধারাপ্রবাহে তাঁর ওষ্ঠাধরকে ধুইয়ে দিতে দিতে অতি সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে নর্মোক্তিতে হাসতে হাসতে সখাগণকে হাসাতে হাসাতে পরমকৌতুক লাভ করছিলেন—কুশোদরের কটিবন্ধনীতে গোঁজা মুরলী, সামুদ্রিক-শাস্ত্রোক্ত শুভ লক্ষণে চিহ্নিত-উচ্ছলিত মধুরিমায় প্রাবিত বাম কক্ষতলে স্থাপিত

নিজনিজ-ভক্ষ্যমাধুর্য্যধূতাপ্রখ্যাপনপণনচতুরৈঃসক্তিঃ সক্তিঃ শিশুভিহাস্তমানো ভুঞ্জানৈঃ সহ সহচরৈঃ
স্মিতলেশপেশলবদনকমলো বভূজে ভুঞ্জে চলতা দক্ষিণেন, কথাস্তরমপ্যস্তরাস্তরা কথয়ন্ সহচরাণামতীব
হৃদয়াবগাহী বভূব চ ॥

৮১। ইত্যেবং যদ্ববসরোহজনি, সরোজনিজনিহি তদা হিতদাক্ষিণ্যপরোহপি তমঘাসুরবধবিভব-
মালোক্য জাতবিস্ময়ঃ স্ময়মানঃ স্ময়মানপরঃ পরঃসহস্রীভূতানাং পরমেশ্বরানাং পরমেশ্বরস্ত পুনরৈশ্বর্য্য-
পরীক্ষণক্ষণনিমিত্তমুদ্রামমাততান ॥

৮২। তচ্চ তস্মৈ, কতিপয়ঃ পয়ঃপ্রসর ইতি পয়োম্বিপয়োহপি তদবশিমধিজিগমিষৌষষ্ঠিনিক্ষেপ ইব,

যত্র তস্মিন্। অকৃতং যথা ভবত্যেবং লেলিপামানোহতিশয়েন লিপ্তভবন্ মধুরিমা যত্র তস্মিন্। তথা করতলে অবাস্তো
গৃহীতো দধোদনকবলো যেন সঃ। বামে ইতি কক্ষতল-করতলয়োর্বিশেষণম্। অব্যেত্যাস্তাকারলোপে নঞা অবলোলেষু
অচলেসু অচঞ্চলেষিতার্থঃ। সন্ধানফলং তৈলসন্ধিতকরকরীরাদিঃ; ইন্দারকৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ; ন লোকাং লৌকিকং মানং
প্রমাণং যন্ত সঃ। নিজনিজভক্ষ্যস্ত বস্তনো মাধুর্য্যধূতায় মাধুর্য্যধিক্যাস্ত প্রখ্যাপনে যৎ পণনং পণন্তত্র চতুরৈঃ, চলতা
ভুঞ্জেতি কথ্যভিনয়প্রদর্শনার্থমিত্যর্থঃ ॥

৮১। যদ্ববসরোহজনি জাতস্তদা সরোজনি কমলং তত্র জনিষন্ত স ব্রহ্মা, হিতমেব যদদাক্ষিণ্যং সরলতয়া সাধুত্বং
তৎপরোহপি স্ময়মানপরঃ স্ময়েন মদেন ব্রহ্মাচং নিজমৈশ্বর্য্যং বিবিধসুষ্ঠ্যাবেশেহপি জ্ঞান্যম্যেবেত্যভিমানপরঃ স্ময়মানঃ।
অয়ং তু প্রাকৃতবালকচেষ্টাবেশান্নিজমহৈশ্বর্য্যং বিশ্বতবানিবেতাভিপ্রোত্য ঈষদসন্ তথাপ্যাস্তরাদিবধজ্ঞাপিতমৈশ্বর্য্যমহো
হস্ত বর্ভত এবতি জাতবিস্ময়ঃ। ততচ্চ পরঃসহস্রীভূতানাং সহস্রাং পরসংখ্যাবতান্; “পরঃশতাভ্যন্তে যেষাং পরা
সংখ্যা শতাধিকাং” ইত্যমরঃ। পরমেশ্বরস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত ঐশ্বর্য্যস্ত পরীক্ষণমেব ক্ষণ উৎসবস্তম্নিমিত্তম্। এবঞ্চালঙ্কিতমেব
ভগবন্মায়য়া প্রথমমেব ব্রহ্মণো মহামোহো জাত ইতি ভাবঃ ॥

বেত্রবিষাণ, পরমাভিরাম বাম করতলে গৃহীত দধিমাখা অন্নের গ্রাস, আর অচঞ্চল অঙ্গুলীদলের ফাঁকে
ফাঁকে তৈলে ফেলা আচার—এইরূপে প্রকাশিত বিশেষ উপভোগ্য সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে স্বর্গের ব্রহ্মা-শিব-
ইন্দ্রাদি দেবতাস্ত্রৈষ্ঠগণ এবং দেবান্ধনাগণ সর্বোতুকে চেয়ে দেখছিলেন। আর তাঁদের নয়ন সম্মুখে
অলৌকিক নিজনিজ ভক্ষ্যমাধুর্য্যের শ্রেষ্ঠতা প্রখ্যাপনে পণচতুর সখাগণের দ্বারা হাস্তমান, স্মিতলেশ-
শোভন কমলবদন শ্রীকৃষ্ণ এক সঙ্গে ভোজনরত সখাগণের সঙ্গে ভোজন করতে লাগলেন, আর এই
ভোজনের মাঝে মাঝে কথার সঙ্গে দক্ষিণহস্ত অভিনয় ভঙ্গীতে নাড়াতে নাড়াতে একথা ও-কথা বলতে
বলতে সখাগণের অতীব হৃদয়গ্রাহী হলেন।

ব্রহ্মার গো-গোপাল হরণ :

৮১। এ-ভোজনলীলার অবসরে সরলতাহেতু সাধুত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েও অহঙ্কারে ক্ষীত পদ্বজ-
ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই অঘাসুর বধরূপ মঞ্জুমহিমা দর্শনে যুগপৎ হাসি ও বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে অসংখ্য
ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বরেরও পরমেশ্বর সেই অঘনাশনের ঐশ্বর্য্য-পরীক্ষণোৎসবের উদ্বোগ আয়োজনে মেতে
উঠলেন।

কিয়ংপ্রমাণং গগনতলমিতি মিতিমিচ্ছতো মানরজ্জ্বনিপাত ইব, জাতমোহস্ত হস্তমানমভূৎ ॥

৮৩ । যিদিদং মায়াবলেন ভগবতো বৎসকুলাপহরণং তচ্চ কুপাকুপারয়োরিব জলাশয়ত্বে, খণ্ডোত্ত-
খণ্ডোতকরমহেসোরিব মহেশ্বিত্বে, তমিশ্রায়াস্তমসস্তমসশ্চেব মহোবারকত্বে, স চ পিতামহো মহোন্মত্ত
ইবাহস্তভগবতোমায়াবিত্তে সামান্তবিশেষভাবং ন বিদাঙ্ককার ॥

৮৪ । অপহৃতে চ বৎসকুলে বৎসপাশ্চামী ভগবতা সহ সরসমদন্তো দন্তোজ্জলকিরণধোতাধরতয়া
হসন্তঃ সন্তঃ সন্ততমতিমধুরকথোপকথোপযোগেন বিস্মৃতবৎসা দৈবাসাদিত-তৎস্মরণেন তৎসংস্কারস্থলমবেক্ষ
বৎসগগনবলোকেন লোকেননাথং তমূচিরেহচিরেণ ॥

৮২ । তস্ত ব্রহ্মণস্তচ্চ উত্তমপ্রকটনং হস্তমানমভূদিত্যুত্থয়ঃ। কস্তেব? পয়োধে: সমুদ্রস্ত পয়ো জলম্ অধি
অধিলক্ষ্য, তস্ত সমুদ্রস্তাবধিং তলসীমানমধিজিগমিষোজ্জিহ্বাসো: যষ্টি: সাস্তবিতস্তিকং লকুটং তস্তা নিক্ষেপ ইব, ইতি
ভগবদৈশ্বর্যশ্চ মহাহরবগাহত্মমুক্তম্, গগনয়াপি অপরিচ্ছেদমাহ—কিয়দিতি ॥

৮৩ । কিং তদুত্তমপ্রকটনমিত্যপেক্ষায়ামাহ—যদিদমিতি। তচ্চ তদপি ন বিদাঙ্ককার, ন পরামর্শ। তদেব
কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ—আত্মনো ভগবতশ্চ যন্মায়াবিত্তং তত্র সামান্তবিশেষভাবমিতি। কয়োরিব? কুপোহপি জলাশয়ঃ,
অকুপার: সমুদ্রোহপি জলাশয় ইতি জলস্থানীয়মায়ায়া: পরিমাণস্তান্নত্ববহুভাভায়ুপমা। খণ্ডোত্তো জ্যোতি:কীট:; খে
আকাশে ত্তোতকরাণি দীপ্তিকারীণি মহাংসি যস্ত স: খণ্ডোতকরমহ: সূর্য:, তাবুভাবেব মহেশ্বিনাবিতি জাতিপরিমাণয়ো:,
তমিশ্রায়া: কুহুরজ্জ্বাস্তমসোহঙ্ককারস্ত তমসো রাহোশ্চ মহন্তেজস্তস্ত বারকজ্জ ইতি মায়ায়া আবরণরূপধর্মস্ত জ্ঞাপনার্থম্।
অয়ং ভাবঃ—কুপ-খণ্ডোত্ত-রাহুণাং সমুদ্র-সূর্য-কুহুরাজ্জিভ্যোহন্তজ্জৈব স্থিতি: স্বপ্রভাবজ্ঞাপিকা। তত্র তজ্জৈব স্পর্ধয়া
প্রবেশস্ত স্বসস্তায়া অপি বিনাশকর ইতি। অত্র তমস ইতি ক্রমভঙ্গো যমকাতুরোধাদঙ্গীকৃত: ॥

৮৪ । লোকানাম্ ইনা: প্রভবো মহেশাদয়ন্তেষামপি নাথম্; “ইন: সূর্যে প্রভো” ইত্যমর: ॥

৮২ । এর জলের গভীরতা কতটুকু—এই জিজ্ঞাসায় সমুদ্রের তলসীমা মাপবার জন্য সাড়ে
তিন হাত যষ্টি নিক্ষেপের মতো, এই অনন্ত আকাশতলের পরিমাণ কতটুকু—এ-জিজ্ঞাসায় সীমিত এক
রজ্জু নীচে ক্ষেপনের মতো মোহপ্রাপ্ত ব্রহ্মার এই উত্তমপ্রকাশ হাস্তকরই বটে।

৮৩ । শ্রীভগবানের বৎসকুলের এই যে মায়াবলে অপহরণ প্রচেষ্টা এ বিষয়ে পিতামহ ব্রহ্মা
মহা উন্মত্তের মতো একথাও কি বিচার করতে পারলেন না-যে কুপ ও সমুদ্রের জলাশয়ত্বে, খণ্ডোত
ও সূর্যের তেজস্বিতায়, অমাবস্তাকার ও রাহুর আলো-আবরকত্বে যেমন সামান্ত-বিচারে ভেদ না
থাকলেও বিশেষ বিচারে বিস্তর ভেদ আছে তেমনই তাঁর নিজের ও শ্রীভগবানের মায়াবিত্তে সামান্ত-
বিচারে ভেদ না থাকলেও বিশেষ-বিচারে বিস্তর ভেদ আছে।

৮৪ । ব্রহ্মার দ্বারা বৎসকুল অপহৃত হলে ভগবানের সহিত ভোজনরত, দন্তের উজ্জল কিরণে
শোভিত অধরপ্রান্তের হাসিতে ঝলমল ঐ রাখালগণ ভোজনাবেশে বৎসকুলের কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন,
হঠাৎ মনে পড়ে যেতেই গোচারণস্থান খুঁজে বৎসকুলকে না দেখে ব্রহ্মাশিবাদির প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দৌড়ে
গিয়ে বললেন—

৮৫। ‘কৃষ্ণ ! সখে ! সখেদাঃ স্বঃ, নৈকোহপি দৃশ্যতে বৎসঃ, মন্ত্রে নবতৃণাকুরলালসালসাভাবা-
দতিদূরং গতাস্তদধুনা তদনুসন্ধানায় সন্ধানায়কৈর্ভবিতব্যমস্মাভিঃ’ ইতি তদুদিতাতুদিতাভিযোগে ভগবানপি
স্মিতলেশলে শশিতিরস্কারিণি বদনে কবলমাদধান এব মাদধানো নিজগাদ ॥

৮৬। ‘ভো ভো ভবন্তিরিহৈব ভূয়তাময়মহমনুসন্দধামি’ ইতি করকৃতকবলোহধিকবলোহধিককতল-
মাহিতবেত্রবিষাণে জঠরপটপটদ্বৈগুণ্য বৎসগণানুসন্ধানমনুববন্ধ ॥

৮৭। সারতরচমংকারকারকমহোভারভরিতবনোদেশো দেশোচিতবেশো মুহুরিতস্ততো বিচরন্
খরখুরখুরলী-লক্ষ্মলক্ষ্মীমবনাবনালোচ্য প্রত্যগ্রজাগ্রহুদপ্রতাপ তৃণানামবলোকয়ন্ ‘নানেন পথা সমচরন্
বৎসাঃ’ ইতি তত্রৈবাবর্তমানোহমানোন্নতধীরধীরমনা মনাশ্বিস্মিতোহনন্তরমনন্তরমণীয়মায়েন তেনৈব বৎসপ-
গণে চাপহস্তে দ্বয়মেব পরিতো বিচারয়ন্ বৎসান্ সহচরানপি নৈকতাক্ততাত্ত্ববলস্তদা সন্দেহোপরমে

৮৫। তৃণাকুরলালসয়া হেতুনা অলসাতাবাং অনালস্তাং। তন্তস্মাত্তেষাং বৎসানামনুসন্ধানার্থম্। সন্ধাং সীমানং
প্রতি আনায়কৈরানয়নকর্তৃভিরস্মাভির্ভবিতব্যম্ : ‘সন্ধা প্রতিজ্ঞা মর্যাদা’ ইত্যমরঃ। বদনে কৌদৃশ্যে ? স্মিতলেশঃ লাতি
গুহ্যতীতি তস্মিন্। শশিনক্ষত্রস্তাপি তিরস্কার-কারিণি বদনে কবলমাদধান এব অর্পয়ন্তেব মাদধানো মাদং হর্ষং দধাতীতি
ধানো নন্দ্যাদিঃ ॥

৮৬। অধিকং বলং যস্য যস্য সঃ, জঠরপটে পটন্ গচ্ছন্ বেপূর্ষস্ত সঃ : ‘অটপট গতো’ ॥

৮৭। খরাণাং খুরাণাং খুরলী সঞ্চারঃ পোনঃপুত্রম্ ; ‘অভ্যাসঃ খুরলী যোগ্যা’ ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ, তস্তা লক্ষ্ম-
লক্ষ্মীং চিহ্নশোভামবনো ভূতলে প্রত্যগ্রামভিনবাং জাগ্রতীম্। উদগ্রতামুন্নতাত্রতাম্, অমানা অপরিমিতা উন্নতা ধীরস্ত
সোহপ্যধীরমনা বৎসাদিবিষয়কস্ত প্রেমণঃ সহসা সর্বাচ্ছাদকত্বশক্তিরিতি ভাবঃ। অনন্তরং তেনৈব ব্রহ্মাণিব বৎসপগণে

৮৫। ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে সখা, আমরা বড় ছুখে পড়লাম-যে, একটি বৎসও খুঁজে পেলাম না,
মনে হচ্ছে নব তৃণাকুর লালসায় আলস্য ত্যাগ করে অনেক দূরে চলে গিয়েছে ওরা, অতএব এখন ওদের
অনুসন্ধানের জন্য ওদের আনয়নকর্তা আমাদের এ-বনের সীমানার দিকে যাওয়া উচিত।’ এদের কথা
শুনে ভগবানও এ-বিষয়ে উৎসাহী হয়ে মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে চন্দ্রতিরস্কারী বদনে গ্রাস তুলতে তুলতে
আনন্দের সহিত বললেন—

নুকের মতো অনুসন্ধানপর কৃষ্ণের ব্রহ্মমায়া ভেদ :

৮৬। ওহে সখাগণ, তোমরা এখানেই থাকো, বৎসপালের অনুসন্ধানে আমি যাচ্ছি’—
এই বলে অতি বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাতে দধিমাখা অন্নের গ্রাস, বাম কক্ষতলে গুস্ত বেত্রবিষাণ, আর
জঠরপটে গৌজা বেণু—এ-অবস্থাতেই বৎসগণকে খুঁজতে এগিয়ে গেলেন।

৮৭। বনোদেশোচিত বেশে ভূষিত শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র পরমচমংকারকারক উজ্জ্বল অঙ্গ-
জ্যোতিতে বনভূমি আলোকিত করে বার বার ইতস্ততঃ বিচরণ করতে করতে বৎসকুলের তীক্ষ্ণ
খুরাঘাত-চিহ্ন ভূমিতে পর-পর না দেখে এবং নূতন গজানো তৃণাকুরকে মাথা-উচানো দেখে—‘এ পথে
তো বৎসকুল বিচরণ করে নাই’ এ-ভাব মনে আসতেই অপরিসীম তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাঁর স্বর্ণাবর্তে পড়ে

পরমেষ্টিনৈব বিহিতমিদমিতি নিশ্চিত্য সত্ত্ব এব—

যে যাদৃগ্-গুণ-বর্ণ-রূপ-বয়সো যাদৃক্শ্বরো যাদৃশ-
প্রজ্ঞা যাদৃশ-ভাব-নাম-কৃত্যস্তত্ত্বদ্বিধাস্তেইখিলাঃ ।
বৎসা বৎসপালকাস্চ মুরলী শিক্যং বিষাণো দলং
ভূষা দাম বিহঙ্গিকা লুটিকা সর্বং স এবাভবৎ ॥

৮৮ । আনন্দাঅচিদাত্মকঞ্চ তদিদং স্নৈনৈব সম্পাদিতং
শুদ্ধং যত্মপি কার্যজাতমখিলং নো কারণান্তিহতে ।
লীলোপাধি তথাপি ভিন্নমবত্তেষাং স্বভাবোদয়াৎ
সোহনির্বাচতয়াদ্ভুতঃ পরমভূৎ সর্গো নিসর্গোত্তমঃ ॥

৮৯ । অথ তত্ত্বত্বাপারৈর্গোপকুমারাকৃতিভিরাঅভির্ভবৎসাকৃতীনাত্মন আত্মনৈব নৈব বিকৃতেন তেন

চাপহুতে সতি । ননু ভগবৎসখানাং তেষাং মহাবৈকুণ্ঠবাদিপার্শ্বদৈরপি পরমবন্দ্যতমানাং ক্ষুদ্রস্ত ব্রহ্মণ এব মায়য়া কথং
মোহিতত্বসম্ভবঃ? তত্রাহ—অনন্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্তৈব রমণীয়া মায়া যত্র তেন ব্রহ্মণা ব্রহ্মমায়য়াপি ভগবন্মায়্যাসক্ত্যা
অনুমোদিতত্বাৎ ভববন্মায়্যাস্তমিতার্থঃ । যথোক্তম্—(ভাঃ ১০।১৪।৪৩) “কৃষ্ণমায়াহতা রাজন্ কণাধ্বং মেনিরেইর্ভকাঃ”
ইতি ; তথা (ভাঃ ১০।১৩।৪৪) “স্বয়ৈব মায়য়াজোহপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ” ইতি । ব্রহ্মমায়্যৈব ব্রহ্মণো মোহিত-
ত্বোক্তের্মায়্যাস্চ স্বাশ্রয়ব্যামোহকস্বভাবত্বাসম্ভবাত্তস্য ভগবন্মায়্যাস্তমেব । সর্বং স এব শ্রীকৃষ্ণ এব । অত্র তেষামেব
যদনানয়নং তদ্ব্রহ্মণ্যমেব স্বীয়বৈভবাবর্তে নিপাত্য ব্যাকুলীকর্তৃং তথা স্বং পুত্রীয়ন্তীন্তন্তমাতৃঃ পূর্গাভিলাষাঃ কর্তৃং
তথা মহাবৈকুণ্ঠনাথাদিষু কৈমুত্যাপাদনায় শ্রীবলদেবমপি বিশ্বাপয়িতুমিচ্ছাং বহুত্বেব প্রয়োজনানি জ্ঞেয়ানি ॥

৮৮ । আনন্দেতি মায়িকসৃষ্টা তত্ত্বংপ্রতিনিধিত্বাসম্ভবেনস্বকীড়া ন সিধ্যতীতি ভাবঃ । সর্গঃ সৃষ্টিঃ ॥

গেলো, তিনি চঞ্চলমনা হয়ে কিঞ্চিং বিস্মিত হলেন, অনন্তর তাঁর রমণীয় মায়্যাসক্তির অনুমোদিত
ব্রহ্মমায়্যাতে বৎসপালকগণ অপহৃত হলে অথগু ঐশ্বর্যময় সেই ভগবান্ নিজের ঐশ্ব্যের দিকে দৃষ্টি না
দিয়ে মুগ্ধের মতো বৎস এবং বৎসপালক দুই-ই খুঁজতে খুঁজতে সন্দেহের উপরমে ব্রহ্মাই এ-কাজ করেছে’
এরূপ নিশ্চয় করে তৎক্ষণাৎ-ই—

কৃষ্ণের বৎস-গোপালাদি অপূর্ব সৃষ্টি :

যাঁর যেরূপ গুণ-বর্ণ-রূপ-বয়স, যেরূপ কণ্ঠশ্বর, যাদৃশী বুদ্ধি, যাদৃশ ভাব-নাম-আচরণ সেই সেই
গুণবর্ণাদিবিশিষ্ট অখিল বৎস ও বৎসপালক, তথা মুরলী-শিকা-বিষাণ-দল-ভূষা-মালা-বিহঙ্গিকা-যষ্টি সব
কিছু তিনি নিজেই হলেন ।

৮৮ । শ্রীকৃষ্ণসত্ত্বা থেকে সম্পাদিত গো-গোপালাদি এই অখিল সৃষ্টিকার্য কার্য্য-কারণ অভেদ
হেতু যদিও সচ্চিদানন্দময় এবং শুদ্ধ তথাপি লীলা-প্রয়োজনে এতে পূর্ব বৎস-বৎসপালকদের স্বভাব
উদয় হেতু ভিন্ন—ভিন্ন হলেও এ-সৃষ্টি অনির্বচনীয় বলে পরম অদ্ভুত উত্তম স্বভাবসম্পন্ন ।

৮৯ । অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ দিব্যবাসান দেখে যাঁর যেরূপ ভাব সেই ভাবপ্রাপ্ত গোপকুমারাকৃতি

দিবসাবসানমবলোক্য ভবনায় বনায়নাং সমবহারয়ন্ বেণুমবীবদৎ ॥

৯০ । তমথ মণনকৃতং মনসো বেণুরবং নিশমা সর্ব এবাঅভূতা ভূতারল্যকৃতঃ সহচরাঃ শৃঙ্গবেণু-
দলশৃঙ্গাদিরবৈ রবৈধমান-মানসতোষাঃ পরিতোহপ্যাঅভূতানখিলবৎসান্ সমবহার্যা দিনান্তরবদ্রজ-
মাবিশন্তি স্ম ॥

৯১ । মাতৃভিরভিব্রজন্তীভিঃ পূর্বং তনয়াননাদৃত্য যথা কৃষ্ণসন্দর্শনং কৃতং তথা স্বস্বতনয়েষেব কৃষ্ণ-
সাধারণং প্রেম লভমানাভিরপি সম্প্রতি চ প্রতিচমৎকৃত-মানসতয়েব কুব্জীভিরেব নির্বত্রে ॥

৯২ । তেহপি ত ইব মাতৃবৎসলতয়া তয়া পূর্বপূর্ববৎ স্পনাদিক্রিয়য়া মাতৃঃ শ্রীণয়মাস্রয়ং খলু
বিশেষোহশেষোপতাপশমনা অমী অমীবহারিণস্ত ইব ভগবতো দিনকৃতং ন কথয়ামাসুঃ ॥

৮৯ । গোপকুমারাকৃতিভিরাঅভিঃ সহ বৎসাকৃতীন্ আত্মনো বনরূপং ষদয়নমাস্পদং তস্মাৎ সকাশাৎ ভবনায়
ভবনং প্রাপয়িতুং সমবহারয়ন্ সন্যাগাকর্ষয়ন্ বেণুমবীবদদবাদয়ামাস ॥

৯০ । শৃঙ্গাদিরবৈভূবঃ পৃথিব্যা অপি তারল্যাং হর্ষহেতুকং কুব্জীতি তে, দলঘটিতং শৃঙ্গাকারং দলশৃঙ্গম্ ॥

৯১ । তত্তমাতৃগাং পূর্বতঃ স্বভাববিশেষং তদানীমলক্ষিতমুৎপন্নং দর্শয়তি । মাতৃভিঃ সুবলাদিজননীভিঃ পূর্বং
তনয়ান্ অনাদৃত্য যথা কৃষ্ণসন্দর্শনং কৃতম্ ; (ভা০ ১০।১৪৪৯) “ব্রহ্মণ্ পরোদ্রবে কৃষ্ণে” ; (ভা০ ১০।১৪৫৫) কৃষ্ণমেন-
মবেহি ত্বম্” ইত্যাদি-শুকপরীক্ষিৎসংবাদগতসিদ্ধাস্তান্তসারাং তথা সম্প্রতিপি কৃষ্ণদর্শনং কুব্জীভিরেব নির্বত্রে নির্বতির-
লভ্যত । অয়ং তু বিশেষঃ—পূর্বং তনয়াননাদৃত্য, সম্প্রতি তু প্রতিচমৎকৃতমানসতয়েবেতি । তত্র হেতুঃ—স্বস্বতনয়ে-
ষিত্যাদি ; কৃষ্ণসাধারণং কৃষ্ণতুল্যম্, ন তু কৃষ্ণনিষ্ঠ ;—তেষাং কৃষ্ণস্বরূপত্বেহপি তত্ত্বস্থিতচররূপগুণমাত্রাবিকারাং ।
কৃষ্ণস্ত তু সর্বগুণাবিকারাং স্বীয়রূপে স্থিতত্বাৎ মূলভূতত্বাচ্চাপূর্ববৈশিষ্ট্যমস্তোবেতি ভাবঃ ॥

নিজ-স্বরূপ সহ বৎসাকৃতি নিজ-স্বরূপকে বনাশ্রয় থেকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য সম্পূর্ণ অবিকৃত নিজ
শ্রীবিগ্রহের মুখে বেণুস্থাপন করে ধ্বনি করলেন ।

৯০ । অতঃপর মনোমথনকারী ঐ বেণুরব শ্রবণ করে পৃথিবীর ও চঞ্চলতা উৎপাদনকারী আত্মভূত
সহচরগণ উচ্ছলিত আনন্দে শৃঙ্গ-বেণু-দলশৃঙ্গাদিধ্বনিদ্বারা আত্মভূত বৎসকুলকে চতুর্দিক থেকে একত্রিত
করে অগ্নিদিনের মতোই ব্রজে প্রবেশ করলেন ।

আত্মভূত বৎস-বৎসপালদের দর্শনে মায়েদের অপূর্ব ভাব :

৯১ । দর্শনোৎকণ্ঠায় উত্তরগোষ্ঠের পথে প্রতিদিন এগিয়ে যান যারা সেই জননীগণ পূর্বে
নিজনিজ তনয়কে অনাদর করে যেরূপ কৃষ্ণ-সন্দর্শন করতেন আজ কিন্তু আর তাঁদেরকে সেরূপ অনাদর
করে নয় আজ নিজনিজ তনয়ে কৃষ্ণতুল্য প্রেমলাভহেতু প্রত্যেকে চিত্তের চমৎকার অবস্থা নিয়েই এগিয়ে
গিয়ে কৃষ্ণদর্শন করে পরমানন্দ লাভ করলেন ।

৯২ । কৃষ্ণাত্মক এই বালকগণ পূর্বভূত সুবলাদির হ্যায় একই প্রকার মাতৃবাৎসল্যতায় পূর্বপূর্বের
মতোই স্নানাদি কার্য সম্পন্ন করে মায়েদের প্রসন্নতা বিধান করলেন,—এখানে বিশেষ কথা এই যে
অশেষ-সন্তাপ শান্তকারী বিরহবৈক্লব্যহারী হয়েও এই কৃষ্ণাত্মক বালকগণ পূর্বভূত সুবলাদির মতো শ্রীকৃষ্ণের

৯৩। বৎসশ্চ দিনান্তরবৎ নিজনিজমাতৃসবিধমুপগতাস্তাভিরপি পূর্বতোহপূর্বতোযতরলহৃদয়া-
ভির্দয়াভিভূততয়া ততয়া লিহ্যমানা হমানানন্দেন পীয়মানা ইব সগদগদগদনঘনঘর্ঘরস্বরাভিরঙ্কে কৃতা এব
সুসুপ্তাঃ ॥

৯৪। কৃষ্ণমপি নিজভবনমাসাচ্চ সাদ্যমানবাল্যবিলাসম্—

দোৰ্ভ্যামুখ্যাপ্য বক্ষোভুবি নিবিড়তরস্নেহপীড়ং নিপীড়্য

শ্মশ্রুস্পর্শে সশঙ্কং যুত্বনি কমলতো গ্ৰাস্ত বক্ত্রে চ বক্ত্রম্ ।

উন্নীয়োক্ষীয়মশ্রুপ্পূতনয়নমবস্থায় চাস্তোত্তমাক্ষং

নাতুযদগোকুলেন্দ্রঃ ক্ষণমথ মহিবীতৃপ্তয়ে তং মুমোচ ॥

৯৫। ততশ্চ জনন্যাহনন্যাতুলবাৎসল্যপতাকয়া কয়াচিদিব কৃতাভ্যঞ্জেদ্বর্তনাদিকোহনাদিকোহমল-
তনুস্তনুমানিব জননীবাৎসল্যসারঃ কৃতাহারো হারোপকৃতবক্ষাঃ প্রক্ষালিতপাদঃ ক্ষপিত-ক্ষণকতিপয়ঃ পয়ঃ-
ফেনবলক্ষলক্ষমূল্যশয়নতলে কৃতশয়নোহর্সো নিশামনৈযীৎ ॥

৯২। তেহপি কৃষ্ণাঙ্কু বালাঃ, ত ইব পূর্বভূতসুবলাদয় ইব। অমীবং বিরহবৈক্লব্যম্ ॥

৯৩। পূর্বতো গবাগপি স্বভাববিশেষ উক্তঃ ॥

৯৪। সান্তমানঃ প্রাপ্যমাণো জ্ঞাপ্যমানো বা বাল্যবিলাসো যেন তম্। সশঙ্কমিত্যত্র হেতুঃ—কমলতোহপি
যুত্বনি স্কন্ধমারে বক্ত্রে বক্ত্রং স্বয়ং, উত্তমাক্ষং শিরঃ; নাতুযৎ নাতুপাৎ, মহিবী শ্রীযশোদা, তস্য স্বপুত্রমুখচুষনোৎ-
কর্ণামালক্ষ্যেতি ভাবঃ ॥

৯৫। কয়াচিদিব অনির্বচনীয়মেব, অনন্যয়া অদ্বিতীয়য়া অতুলবাৎসল্যস্ত পতাকয়া। অনাদিকো নিত্যভূতো

আজকের অঘাসুর বধাদি কথা কিছু বললেন না।

৯৩। বৎসসমূহও অতদিনের মতোই নিজনিজ মাতার নিকট গিয়ে উপস্থিত হ'ল, আর
মায়েরাও পূর্বে কোনদিন যা হয়নি সেইরূপ অপূর্ব আনন্দে চঞ্চল ও বাৎসল্যে অভিভূত হয়ে পড়ল,
অপরিমিত আনন্দে সন্তোষিত পীয়মান বৎসের মতো ওদিকে লেহন করতে লাগল, এবং গদগদ বচনে
গম্ভীর ঘর্ঘর শব্দ করতে লাগল। অতঃপর এইরূপ মাতাদের দ্বারা অঙ্কগত হয়ে বৎসগুলি শুয়ে পড়ল।

৯৪। নিজ ভবনে পৌছলে বাল্যলীলায় বিলসিত কৃষ্ণকেও গোকুলেন্দ্র নন্দবাবা ছ-হাতে
বক্ষোস্থলে উঠিয়ে নিবিড়তর স্নেহে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে কঠিন শ্মশ্রু-স্পর্শে শশঙ্ক পুত্রের কমল থেকে
যুত্ব মুখে যুথ লাগিয়ে চুষন এবং অশ্রুপ্পূত নয়নে তাঁর পাগড়ী উঠিয়ে শির আশ্রয় করেও তৃপ্তি লাভ
করতে পারলেন না, ক্ষণকাল পর মহিবীর তৃপ্তির জন্ম তাঁকে ছেরে দিলেন।

৯৫। অতঃপর অদ্বিতীয়া-অতুলনীয়া-অনির্বচনীয়া-বাৎসল্যপতাকাশ্রুপা জননীদ্বারা অভ্যঞ্-
জদ্বর্তনাদিতে সেবিত, অমল তনু, অনাদি জননীবাৎসল্যসারের মূর্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আহার করে বক্ষে
হার ছলিয়ে পা ধুয়ে কিছুকাল সময় এদিক-ওদিক কাটিয়ে ছক্ষফেননিভ বহুমূল্য শয়নতলে শয়ন করে
রাত্রি যাপন করলেন।

৯৬ । উদিতোহথ কিরণমালিনি চ বনমালিনি চ বনগমনায়োদ্যতে সহচরা জননীভিঃ পূর্বতোহপি সুবিহিত-প্রসাধনাহিতপ্রসাধনাঃ কৃতপানভোজনা জনানন্দকারিণো ভগবদঙ্গনমাসেছুঃ ॥

৯৭ । ভগবানপি ন পিতৃমাতৃতোষমন্তরণোত্তর সাদরোহদরোপলালিতস্তাভ্যাং স্বস্নেহমুগতশ্চ কিয়দদূরং স আত্মসহচর আত্মপাল্য আত্মপালকঃ পূর্বপূর্বদিনবদ্বনমুসসার ॥

৯৮ । এবং গচ্ছৎস্ব কতিপয়েষু মাসেষু কস্মিংশ্চন দিবসে জনাভিরামেণ রামেণ সহ সহসা কৃষ্ণে চলিতে চলিতেষু তেষু চাত্মস্বরূপেষু স্বরূপেষু সুললিতেষু বৎসবৎসপেষু গিরিবরসবিধে তানাঅভূতান্ বৎসান্ চারয়তি রয়তিগ্নগমনেন সদ্যস্তন-স্তনপ-তর্ককানপি বিহায় বিহায়সেবোড্ডীয়মানাঃ স্থিরৈরাভী-রৈরাভীরৈর্নিবিড়দণ্ডদণ্ডেনোপি নিবারয়িতুমশক্যাঃ সকলা এব ধেনবো নবোদীর্বাৎসল্যাস্তানেব বৎস-তরানুপগত্য গতব্যসাদেন খিন্না অপি হৃষেতি গদগদগদন-রুদ্ধকণ্ঠং সোৎকণ্ঠং সোৎসাহমভিলিহন্ত্যো জিহ্বন্ত্যো নতরাং নিবর্তন্তে, তৃণমপি ন চরন্তি স্ম ॥

জননীবাৎসল্যসারন্তুমানিবেত্যন্থঃ । অমলা অভ্যঙ্গাদিভির্গোপুল্যাদিরহিতা তনুর্যজ্ঞ সঃ । পয়ঃফেনবৎ বলক্ষে ধবলে ॥

৯৬ । সুবিহিতেন প্রসাধনেন প্রকৃষ্টযত্নেনাহিতমপিতং প্রসাধনং ভূষণং যেষাং তে ॥

৯৭ । অদরমনমুপলালিতঃ ॥

৯৮ । কস্মিংশ্চন দিবস ইতি লীলাবিশেষাপেক্ষয়া, বস্ত্তস্ত নিত্যমেব রামেণ সহ বনগমনং তন্ত্বেতি স্বেযাং রূপেষু বর্ণমাধুর্যে বিষয়ে স্তৃষ্ট ললিতেষু । গিরিবরঃ শ্রীগোবর্ধনঃ । ধেনবঃ সকলা এব গাবঃ, তস্মৈব গিরিবরন্ত শৃঙ্গবর্তি-তৃণচারিণ্যোহকস্মাদদূরত এব তান্ বৎসতরানালোক্যোতার্থতো গম্যতে । সন্তস্তনান্, সন্তোভবান্, অতএব স্তনমাত্র-পায়িনস্তর্ককান্, বৎসান্ বিহায় ত্যক্ত্বা, কিং পুনর্দ্বিদিনভবান্ মাসিকান্ দ্বৈমাসিকান্ বা, রয়েণ বেগেন তিগ্মং

৯৬ । অতঃপর কিরণমালী উদিত হলে বনমালী যখন বন-গমনে উদ্রত হলেন তখন জনানন্দ-কারী সহচরগণ তাঁদের মায়েদের দ্বারা পূর্বের থেকে অনেক বেশী যত্নে অর্পিত প্রসাধনে ভূষিত হয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে কৃষ্ণের গৃহাঙ্গনে এসে উপস্থিত হলেন ।

৯৭ । ঈার পিতামাতার সন্তোষবিধান বিনা অল্প কোনও কোথাও আদর নাই সেই ভগবান্-ও পিতামাতার দ্বারা বহুপ্রকারে উপলালিত হয়ে কিছুদূর পর্যন্ত তাঁদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে আত্মভূত বৎস-পালক এবং আত্মভূত বৎসপালকে সঙ্গে নিয়ে পূর্বপূর্ব দিনের মতো বনে চলে গেলেন ।

বলরামের মোহ ও রহস্তোদঘাটন :

৯৮ । এক্রূপে কয়েক মাস গেলে কোনও একদিন জনাভিরাম রামের সহিত কৃষ্ণ গোচারণে চললে এবং তাঁদের সঙ্গে বর্ণে-মাধুর্যে অতি সুন্দর আত্মস্বরূপ বৎস ও রাখালগণ চললেন—যখন তাঁরা আত্মভূত বৎসসমূহকে গিরিগোবর্ধনের তটদেশে নিয়ে গিয়ে চরাচ্ছিলেন তখন পর্বতোপরি চরণরত নবপ্রসূতা ছন্দবতী গাভীসমূহ ওদের সত্ত্বজাত স্তনমাত্রপায়ী বৎসকে ত্যাগ করে আকাশপথে উড়ে চলার মতো তীব্র বেগে লাফিয়ে গিয়ে ঐ আত্মভূত বৎসগুলির নিকটে উপস্থিত হ'ল—বৃদ্ধ গোপগণ

৯৯। তন্নিবৃত্তয়ে সমুপসন্নাঃ সন্नावয়বাঃ খেদেনাপি নিবৰ্ত্তয়িতুং যদা তে ন শেকুস্তদা পরিতো-
হপরিতোষহারিণো হারিণো নিজতনয়ানবলোক্য ধেনুবৃন্দাদপ্যধিক-বাৎসল্যভাজো ভাজোষণ দ্রুতমেব
তমেব দেশমাসাদ্য মাসাদ্যমানসৌভগান্ মুষ্ণি নাসাপুটং মুখে মুখং কুহা দোৰ্ভ্যামুরসি রসিকতয়া
সমুখ্যাপ্য নয়নশ্ৰয়োতবক্ষসশ্চিত্রলিখিতা ইব যদা বভূবুঃ, তদা বলভদ্রো ভজ্রোদ্রুতসন্দেহো দেহোপচিত-
হৰ্ষবিস্ময়স্তানালোক্য চ ক্ষণং মনসি পরামর্শ—‘অহো কিমিদম্ ?—

প্রাঙনাসীং স্তনপেষপি ব্রজগবাং বাৎসল্যমেতাদৃশং

যাদৃক্ সম্প্রতি হস্ত বৎসনিচয়ে মুক্তস্তনেহপীক্যতে।

গোপানাং ন পুরেদৃশঃ শিশুততো স্নেহো মমাপ্যদ্য য-

স্তম্মন্ত্রে ভবিতব্যমত্র হি কয়াইপ্যস্মৎপ্রাভোর্মায়য়া ॥’

তীক্ষ্ণং যদগমনং তেন, বিহায়সেব আকাশপথেনৈব উড্ডীয়মানা ইবেতুংপ্রেক্ষমাণা ইত্যর্থঃ। ততশ্চ আভীরৈর্গোপৈঃ,
আভীরৈঃ, রলয়োরৈক্যাং আভীরৈঃ কষ্টৈঃ; “স্মাৎ কষ্টং কচ্ছমাভীলম্” ইত্যমরঃ; নিবিড়দৈগুরপি কুহা দণ্ডেন
নিবারয়িতুমশক্যাঃ, তানেব দিব্যর্ষিকত্রিবার্ষিকানপীত্যর্থঃ ॥

৯৯। সন্नावয়বা অভিধাবনেন জানুরুগুলুক্ষেষু জাতব্যাথাঃ। ভা কান্তিস্তস্তা জোষণেব সেবনেন স্বস্ব-তনয়রূপ-
বিলোকনেনেত্যর্থঃ। ধাবনজনিত-তত্তদ্ব্যাথামপি বিস্মৃতবস্ত ইতি ভাবঃ। মা শোভা তয়া সাগ্ধমানং প্রাপ্যমাণং
সৌভগং যেমাং তান্। তদ্রং যথা স্মৃতথা উদ্রুতঃ সন্দেহো যন্ত সঃ। তান্ বৎসপান্ বৎসাংশ্চ আলোকা, চকারান্তেষু
তত্ত্বপিতৃণাঞ্চ পরমবৎসলানামমুখাং গবাং দৃষ্টিপথমেব ‘কথমেতে বৎসানানীতবস্তঃ’ ইতি ক্রোধেন তান্ তাড়য়িতু-
মাগতানামপি তেষাং তাদৃশমপূর্বং বাৎসল্যমালোক্য চ দেহে উপচিতো যো হৰ্ষস্তেন মমাপ্যপূর্ণো নিহৈতুকঃ কথমেতেষু

জোরে জোরে দণ্ডাঘাত করেও ওদের থামিয়ে রাখতে পারলেন না—সেখানে পৌঁছে তীব্র বেগে চলার
অবসাদে ক্লান্ত হলেও রুদ্ধকণ্ঠে গদগদগদনে ‘হাস্বা হাস্বা’ শব্দ করতে করতে উৎকণ্ঠায় উৎসাহে
ওদিকে লেহন করতে লাগল, ওদের স্বাণ নিতে লাগল—এতেও তৃপ্ত হল না, ঘাসে আর মুখ দিল না।

৯৯। গাভীগুলিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্ত ওদের নিকটে আগত, অতি ধাবনে জান্নু-উরুতে
ব্যথাকাতর বুদ্ধ গোপগণ অতি কষ্টেও যখন ওদের ফেরাতে সমর্থ হচ্ছেন না সেই সময়ে যেই চতুর্দিকে
ছুঃখদৈন্যহারী-হারে বিভূষিত নিজনিজ পুত্র চোখে পড়ে গেল অমনই ঐ গাভী থেকেও অধিক বাৎসল্য-
পাত্র তাঁদের পুত্রের অঙ্গকান্তিতে অভিভূত হয়ে দ্রুত তাঁদের নিকটে এসে উচ্ছলিত সৌভাগ্যে অলঙ্কৃত
ঐ বালকদের মস্তকে নাসাপুট মুখে মুখ লাগিয়ে বাৎসল্যরসের উচ্ছ্বাসে উদিত নয়নাশ্রুতে ধৌত
বক্ষে তাদেরকে ছু-হাতে উঠিয়ে নিয়ে চিত্রলিখিতের মতো স্তম্ভিত হয়ে যখন দাঁড়িয়ে রইলেন তখন
বলভদ্রের মনে এক সন্দেহের উদয় হল, বাৎসল্যের এই উত্তাল তরঙ্গ দর্শনে হৰ্ষ, আর নিজের ভিতরেও
এক অপূর্ব বাৎসল্যের উদয়ে বিস্ময়—এই ছু-ভাবে বিভাবিত হয়ে তিনি ক্ষণকাল মনে মনে বিচার
করতে লাগলেন—

অহো এ-কি আশ্চর্য, নবপ্রসূতা ব্রজগাভীগণের স্তন্যপায়ী বৎসদের উপরেও এতাদৃশ বাৎসল্য

১০০ । অথ কথমপরথা রথাক্ষপাণেরজস্তাগ্রজস্তাগ্রতো মম দৈবী বাহুসুরী বা প্রভবিতুমায়্যতি
মায়্যাহতিমায়্যাবিচক্রচূড়ামণিঃ তমেব সমুপেত্য পৃচ্ছামিচ্ছামি কর্তুম্, ইতি নিকটমুপস্থ্যত 'কিমিদমহো
মহোন্নতবুদ্ধে ! বুদ্ধেরগোচরো মম, যদমী বলবদমীবলজ্বিনোহমরবরা এব সহচরাঃ, অমী চ মুনয়ো
নয়োকুরা এব গোবৎসা ইত্যেব মে গোচরঃ । সম্প্রতি সম্প্রতিজ্ঞানে শ্রীজ্ঞানে ! শ্রীমান্ ভবানেব
ইত্যেবংলক্ষণো বিস্ময়ো যন্ত সঃ ॥

নহ্যস্তামমীষাং তন্মায়্যামোহিতস্ত্যস্তেষু তথা তথা ভাবঃ, কিন্তু মম শুদ্ধজ্ঞানঘনস্বরূপস্তাপি কথং তথাত্মং ? তত্র
স্বয়মেবাহ—অস্মৎপ্রভোঃ, মদংশসঙ্কর্ষণকারণার্ঘশায়াণ্ডবতারাণাং সর্বেষামপ্যাত্মকং প্রভৌর্মূলভূতস্তাংশিনঃ ওড়ুত্বাদে-
বেচ্ছয়া অস্মানপি মোহয়িতুং সমর্থস্তিতি ভাবঃ । অত্রান্ত সখোহপি তদ্রহস্তানুপলভ্যাং স্বযোগ্যতামননৈব মদ্বয়স্তো-
হয়মেতৎকর্মণি ময়ি ন বিশ্বস্তবানিতি দৈত্বোদয়েন দাস্তুরসাম্বাদঃ প্রেমব্যাকুলতয়ৈব । এবমেব মধুররসবাৎসল্যরসাদাবপি
দৃশ্যতে । যথা—(ভাঃ ১০।৩০।৪০) “দাস্ত্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয়সন্নিধিম্ ; (ভাঃ ১০।৪৭।৬৬) “মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্তাঃ
কৃষ্ণপাদাঙ্গুজাশ্রয়াঃ” ইতি । নহু এতাবস্তং কালং প্রতাহমেব তত্ত্বপিত্রাদীনাং তেষু তেষু তথা তথা ভাবং তথৈব গবা-
মপি তাদৃশপতে) বিলক্ষণবাৎসল্যেন বলাৎ স্তনপায়নং গোদোহনাদিসময়ে পশ্যতোহপি মম কথমর্থেব বিস্ময়েনৈতাবান্
পরামর্শঃ, ন তু তদানীং প্রথমমেবেতি ? তত্রাহ—কয়্যাপীতি । তদ্বিচ্ছ্যাং বিনা সত্যপি বিরোধদর্শনে পরামর্শবতোহপি
ন বিরোধস্মৃতির্থ্যা অধুনাপি মহতামপ্যমীষাং গোপানাং তজ্জ্ঞাপনেচ্ছায়াং সত্যং তু সর্বস্তাপি মায়য়য়মিতি জ্ঞানং
স্তাং, যথাত্ত মমেতি, তয়া অনির্বচনীয়য়েত্যর্থঃ ॥

১০০ । অপরথা অতথা যদি তন্মায়ী ন স্যাদিত্যর্থঃ । রথাক্ষপাণেঃ সর্বমায়্যাসংহারকতেজস্কচক্রহস্তস্ত, অজস্যা স্বয়ং
ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্তাপি, অগ্রজস্ত জ্যেষ্ঠভ্রতুর্গমাগ্রতো দৈবী আসুরী বা মায়ী প্রভবিতুমায়্যতি ; অত্র অগ্রমায়্যায়ী অনভি-
ভবঃ সাহজিকোহপি স্বস্ত দৈত্বেনৈব তৎসম্বন্ধেন নোক্তঃ ; অতএব অতিমায়্যাবিচক্রচূড়ামণিঃ তং পৃচ্ছ্যাং কর্তুমিচ্ছামি,
অহো আশ্চর্যম্, ‘হে মহোন্নতবুদ্ধে’ ইতি সম্বোধনেন ‘ময্যপি তব নো বিশ্বাসঃ, সাধু সাধু তবেদং বুদ্ধিচ্যুত্বর্গম্’ ইতি
কেবলসখ্যোদয়েন প্রণয়কোপব্যঞ্জক উপালম্বঃ । নহু কিংগিত্যুপালভ্যমে, ত এবামী বৎসান্ত এবামী বালক্য ইতি সত্যং
যদ্যস্ম্যাং অমী বলবৎ অমীবৎ পাপং তল্লজ্বনশীলা দেবপ্রবরা এব সহচরা বালক্য অমী চ মুনয় এব গবাং বৎসাঃ,
তত্র তত্র ততদংশপ্রবেশাং তত্তচ্ছন্দেনোক্তিঃ । সম্প্রতি অধুনা ভগবান্বেব সর্ম্, তেষাং তু কতমোহপি ন দৃশ্যত ইতি

পূর্বে দেখা যায়নি, যাদৃশ অহো সম্প্রতি মুক্তস্তন বৎসদের উপর দেখা যাচ্ছে, আজকের মতো ঈদৃশ
স্নেহ তাঁদের বালকদের উপর পূর্বে গোপগণেও দেখা যায় নি, আমারও মনে জাত হয় নি—কাজেই
মনে হচ্ছে আমার প্রভুরই কোনও অনির্বচনীয় মায়াদ্বারাই এ-ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে ।

১০০ । তা না-হলে কি করে সর্বমায়্যাসংহারক-চক্রধারী অজকৃষ্ণের অগ্রজ আমার উপর
দেবদেবী বা আসুরীমায়ী প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে ? এঁর রহস্য মহামায়াবীমণ্ডলের চূড়ামণি
যিনি সেই তাঁর নিকট গিয়েই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে—এ-রূপ চিন্তা করে নিকটে গিয়ে কেবল-
সখ্যভাবে প্রণয়কোপ ব্যঞ্জক সম্বোধনে ডেকে বললেন—‘হে বুদ্ধিমানের শিরোমণি, এ আমার বুদ্ধিতে
আসে না, কি আশ্চর্য এই সম্মুখের সখাগণ একটু পূর্বেই ছরমুপাপ লজ্বনকারী শ্রেষ্ঠ দেবতাদের মতো
এবং এ-গোবৎস সমূহ স্থায়দৃশ মূনির মতো আমার গোচরীভূত হ’ল—হে লক্ষ্মীকান্ত, আমি ত্রিসত্য

সর্বমিতি কিমত্র তত্ত্বং তত্ত্বং কথয়' ইতি কথয়েতিহাসকথামিব তৎ সকলমানুপূর্ব্যা কথয়ন্ শ্রীযশোদাকুমারঃ
কুমারয়ামাস ॥

১০১ । এবং বৎসরবৎসরক্ষণক্ষণকৌতুকে সংবৃত্তপ্রায়ে প্রায়েণ হি ভগবন্মহিম-হিল্লোলগগগণনায়াং
প্রবৃত্তো বৃত্তোহঃ স্বয়ম্ভুঃ স্বয়ম্ভুলোকমাগত্য 'চোরিতেষু ময়া বৎসবৎসপেষু তত্র কিং বৃত্তম্' ইতি বৃত্তমিতি-
রহিতস্ত তস্ত বৃত্তমবগন্তকামঃ কামপি সাধ্বসাধ্বসতামালস্য দূরত এব তথাবিধান্ বিবিধান্ বিলোক্য
বৎসবৎসপান্ বিস্মিতবিস্মিতবিমনাঃ 'কথমমী ততএব ত এবাগতাঃ, কিংবা পরে, কিংবা প্রাকৃতা এবামী
ময়াপহতা বস্তুতোহবস্তুতোদয়েনালীকা নালীকাসনস্ত গলিতো গৰ্বঃ' ইতি স্বম্নুগঞ্জয়ন্ ভগবতি পরম-

ভাবঃ । নহু বলবতা নিভালনেন নিষ্টক্য কথাতাম্ ? তত্রাহ—সম্যক্প্রকারেণ প্রতিজানে, প্রতিজ্ঞায়ৈবেদং ব্রবীমীতি ।
শ্রীজায়া যন্ত সঃ শ্রীজানিঃ । হে শ্রীজানে লক্ষ্মীকান্ত ! অমী সর্বে ভবদংশা লক্ষ্মীকান্তাশ্চতুর্ভূজা দৃশ্যন্ত ইতি ভাবঃ । ইতি
কথয়েতি তদ্বাকেনেতিহাসকথামিব কুমারয়ামাসেতি ; 'কুমার ক্রীড়নে' চুরাদিঃ । তত্র তদানীমেব তৎ প্রতি স্বরহস্ত-
জ্ঞাপনেচ্ছায়াং ভগবতোহয়মভিপ্রায়ো জ্ঞেয়ঃ,—যদি প্রথমমেব ব্রবীমি, তদা দয়ালু-সরলস্বভাবস্ত মদগ্রজস্ত তেষাং
তাদৃশাবস্থা-সহনশক্ত্যা কোপেণ ব্রহ্মণোঃপি কোপে প্রবৃত্তিসম্ভবাদেতজ্জীলানির্বাহো যেন স্ত্যং । যদি তন্নির্বাহান্তরমেব
ব্রবীমি, তদা তদানীমেব হস্ত ! কিমিতি নাব্রবীঃ, কাত্র ক্ষতিরভবিত্বং, তথাভূতত্বং তব নাভালিতং ময়েতি তচ্ছো-
চনয়া বৈরম্ভমেব, যদি পুনর্ন ব্রবীম্যেব, তদা তৎকথনযোগ্যে তাদৃশে সখ্যো তস্মিন্ বিশ্রান্তাযোগেন সখারসস্বেব
হানিঃ, বর্ষে সমাপ্তপ্রায়ে তু কথনেন কিঞ্চিদনবত্তমিতি । বস্তুতঃ সিদ্ধান্তগত্যা তু তাদৃশস্ত মহাপুরুষাচ্ছংশিনঃ শ্রীবলদেব-
স্ত্যপি মোহকভূতেন মহাস্বয়ং ভগবত্ত্বজ্ঞাপকেন তস্তাচিন্ত্যশক্ত্যা ব্রহ্মরূপাদিসোহনে কৌমুতামেবানীতমিতি ॥

১০২ ! এবং বৎসরং বাপ্য বৎসরক্ষণস্ত ক্ষণকৌতুকে উৎসবকৌতুকে বৃত্তঃ সমাপ্ত উহস্তকৌ যন্ত সঃ ; বৃত্তং চেষ্টা

করে বলছি, আবার এখন-ই এই শ্রীমান্ তুমিই সব কিছু, যেন এ-রূপ দেখছি (অর্থাৎ এঁদের সকলকেই
তোমার অংশ চতুর্ভূজ রূপে দেখা যাচ্ছে)—এতে কি রহস্ত আছে খুলে বলতো?—এর উত্তরে
শ্রীযশোদাকুমার এ-বিষয়ে আনুপূর্বিক সব কিছু ইতিহাস-কথার মতো করে বলতে বলতে খেলা করে
বেড়াতে লাগলেন ।

মায়ানুগ্ন ব্রহ্মার ক্রমের মঞ্জুমহিমা দর্শন :

১০১ । এইরূপে এক বৎসর ধরে যে বৎসরক্ষণোৎসব কৌতুক চলছিল তা সমাপ্তপ্রায় হলে
ভগবন্মহিমা-হিল্লোলগগণ-গণনায় প্রবৃত্ত ব্রহ্মার চিন্তেরও তর্ক-সমাপ্তিকাল প্রায় এসে গেল, তখন তিনি
স্বয়ং ভুলোকে এসে 'আমি-যে সেই বৎস-বৎসপালদের চুরি করেছিলাম, সেখানে এখন খবর কি ?
এরূপ জিজ্ঞাসায় এই অপরিসীম লীলার খবর জানতে ইচ্ছুক ব্রহ্মা কোনও অনির্বচনীয় অতি সাহসে ভর
করে ঐদিকে তাকাতেই দূর থেকে তথাবিধ বিবিধ বৎস-বৎসপালদের দেখতে পেলেন, বিস্ময়ে তাঁর
মুখের হাসি শুকিয়ে গেলো, তিনি বিমনা হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—'এঁরা কি আমার দ্বারা গোপনে
রক্ষিত সেই বৎস-বৎসপালই—কি করেই বা ওরা এখানে এসে যাবে, এঁরা কি অপর কেঁউ—আমি কি
বস্তুতঃ আসল কি ভ্রম পড়ে মিথ্যাভূত মায়িক বৎস-বৎসপালই অপহরণ করেছিলাম ?' এরূপ বিচারে

মায়াবিনি বিনিহিতমাযোহহিতমাযো নলিনজো ন জোষয়িতুমাআনং প্রবভূব ॥

১০২ । অনভিজ্ঞ ইব স্বচরিতেনৈবাকৃতীভবন্ স্বয়ৈব মায়ায়া স্বয়মেব বদ্ধ ইতি বৈফল্যোনালীকা
নালীকাসনস্ত কৃতিরাসীং ॥

১০৩ । অথ পুনরপি তান্ সমালোকয়তি সতি তস্মিন্—

সর্বে পঙ্কজ-শঙ্খ-চক্র-গদিনঃ শ্রীমচ্চতুর্বাহবোহ-
নন্তানন্দচিদেকমাত্রবপুষঃ সূর্যোন্দুকোটিত্বিষঃ ।
লীলোল্লাসিতলোমকুপকুহরোন্মজ্জিন্নিমজ্জন্তর-
শ্বেদান্তঃকণিকানিকায়সদৃশ-ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডব্রজাঃ ॥

১০৪ । কিঞ্চ, শ্যামাঃ কুণ্ডলিনো মণিমুকুটিনঃ কেশুরিণো হারিণঃ
কৃৎকঙ্কণিনঃ কণকটকিনো মঞ্জীরিণো নিষ্কিণঃ ।
আকণ্ঠপ্রপদং লসন্তুলসিকামালালিঙ্কারিণঃ
খেলনোখলিনস্তড়িহ্যতিকরশ্রীচেলিনস্তে বভূঃ ॥

লীলতি যাবৎ, তস্য মিতিঃ পরিমাণং তদ্রহিতস্ত; বৃত্তং বার্তাম্; অসাধ্বসাং নির্ভয়তাম্, বিস্মিতেন বিস্ময়েন বিগতং
স্মিতং যন্ত স চ্যাসৌ বিমনাশ্চ; অবস্তুতা অবাস্তবম্; অলীকা মিথ্যাভূতা মায়িকা ইত্যর্থঃ। নীলকাসনস্ত কমলাসনস্ত,
ইতি হেতোঃ, গর্বো গলিতঃ। অহিতং মিমীতে ইত্যহিতমায়ঃ; যদা, অহিতা অপকারিণী অভদ্রা মা কান্তিত্বাং যাতীতি
সঃ, অহুতাপেন ভ্রষ্টশ্রীরিত্যর্থঃ। জোষয়িতুং প্রীণয়িতুং, আশ্বানং ন প্রবভূব, ন সমর্থোহভূৎ ॥

১০২ । অলীকা মিথ্যাভূতা ॥

১০৩ । লীল্যৈব উল্লাসিতানাং লোম্যাং কুপকুহরেষতিশয়েন উন্মজ্জন্ত উদগচ্ছন্তস্তথা অতিশয়েন নিমজ্জন্তস্তত্রৈব

কুলকিনারা না পেয়ে কমলাসন ব্রহ্মার গর্বপর্বত গলতে আরম্ভ করল, তিনি নিজেকে নিজেই ভংসনা
করতে লাগলেন। পরমমায়াবী ভগবানের উপর মায়াজাল বিস্তার করতে গিয়ে অনুতাপে ভ্রষ্টশ্রী
ব্রহ্মা নিজের আত্মারই শ্রীতি সম্পাদন করতে সমর্থ হলেন না।

১০২ । ব্রহ্মা অনভিজ্ঞের মতো নিজের কার্যের দ্বারা নিজেই বোকা বনে গেলেন, নিজেরই
মায়াদ্বারা নিজেই বদ্ধ হয়ে পড়লেন—এরূপ বিফলতা দ্বারা কমলাসন ব্রহ্মার কর্ম মিথ্যাভূত হয়ে পড়ল।

১০৩ । অতঃপর পুনরায় ঐ বৎস-বৎসপালদের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন—

তারা সকলেই পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধারী শোভন চতুর্ভাষবিশিষ্ট কোটিসূর্যচন্দ্রসম তেজে উজ্জ্বল
অনন্তানন্দচিদেকমাত্র বপু, যাদের লীলোল্লাসিত লোমকুপবিবরে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হচ্ছে শ্বেদবারিবিন্মু-
সম ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডসমূহ।

১০৪ । আরও যাদের অঙ্গের বরণ শ্যাম, কর্ণে কুণ্ডল, শিরে মণিমুকুট, বাহুতে কেশুর, কণ্ঠে
দোলমান মালা, মণিবন্ধে কিনি কিনি বাজছে কঙ্কন, শ্রীচরণে রণুণু বাজছে খাড়ু ও নূপুর, কণ্ঠদেশে

১০৫। অথ প্রতিজনমে কেন পরমেষ্ঠিনা দ্বাভ্যামস্থিভ্যাং ত্রিভিগুণৈশ্চতুর্ভিবেদৈঃ পঞ্চভিস্তম্ভা-
ত্রাভিঃ ষড়্ভিষ্মতুভিঃ সপ্তভিষ্মযিভিরষ্টভিঃ সিদ্ধিভির্বমুভিষ্চ নবভিনিধিভিগ্ৰহৈশ্চ দশভির্বিষ্বেদৈবৈরেকা-
দশভী রুদ্রেদ্বাদশভিরা দিত্যেতদ্ব্যোদশভির্বহিরন্তুরিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবৈশ্চতুর্দশভির্মমুভিঃ পঞ্চদশভিস্তিথিভিঃ
ষোড়শভির্বিচারৈর্মূর্ত্তিমস্তিরূপাস্তম্ভানা মানাস্তুরানধিগম্যমানা দদৃশিরে দৃশি রেচিতকৃপাতরঙ্গতয়াগতয়া
চ সর্বসৌন্দর্য্যসম্পদা কৃতাম্পদাঃ ॥

১০৬। এবমবলোকয়ন্নেব সর্বমেব বাসুদেবময়মিতি জানন্নবিলম্বেনৈব দধ্যোদনকবলকরং বলকরং
রসায়নমিব সর্বমুহুদাং হুদাং রজনং পরিতোহপরিতোষণে পুরেব বপুর্বেব বহুলমাখ্যেদয়ন্তং বৎসানু
বৎসপাংশ্চ সমনুসন্দধানং দধানং চ কক্ষে বেত্রং বিষাণঞ্চ, জঠরপটপরীত-মুরলীকমলীকবিমলস্কতা-
বিরসমিব তত ইতো বিলোকয়ন্তুমেকমেব বিচরন্তুম্ (ছা० ৬।২।১) ‘একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম’ ইত্যর্থমিব মূর্ত্তিমন্ত-
মালোক্য নিরাবাধাপরাধাপরাজিত ইব চতুর্মুখশ্চতুঃসানুঃ কনকগিরিরিব দণ্ডবদভুবি নিপপাত ॥

লয়ং গচ্ছন্তঃ স্বেদান্তসাং কণিকাসমূহৈঃ সদৃশা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডসমূহা যেষাং তে। অত্র সূক্ষ্মঃ কণঃ কণী, ততোহপ্যল্লার্থে
কপ্রত্যয়েন পরমাণুভূতা অলক্ষিতা এবোত্যাঃ ॥ (১০৪)

১০৫। শ্রোত্রত্বগাদীনামধিষ্ঠাতৃভিদিগ্ভাতাদিভির্দশভিস্তম্ভা মনোবুদ্ধাহঙ্কারাণাং চ সোম-ব্রহ্মরুদ্রেব্রিতি ত্রয়ো-
দশভিরিন্দ্রিয়াণি দশ মনশ্চৈকং মহাভূতানি পঞ্চৈতি ষোড়শভিঃ। মানাস্তুরেণ তৎপ্রকাশকেন প্রমাণাস্তুরেণ নাধিগম্যমানাঃ,
কিন্তু স্বপ্রকাশতাশক্ত্যেব স্বয়ং দৃশ্যমানা ইতি ভাবঃ। প্রতিজনং প্রত্যেকং নারায়ণং তে ব্রহ্মণা দদৃশিরে ইত্যম্বয়ঃ।
কীদৃশাঃ? দৃশি দৃষ্টৌ, অল্পহবোধকমেবচনম্, অপাঙ্গেষিত্যর্থঃ। রেচিতা সংপৃক্তাঃ কৃপাতরঙ্গা যেষাং তেষাং ভাব-
ন্তুত্যা তয়া আগতয়া ব্রহ্মণোহনুগ্রহার্থমিতি ভাবঃ। যদা, স্বাভাবিকৌব তয়াহগতয়া স্থিরয়া কৃতাম্পদাঃ কৃতবাসা ইতি ॥

১০৬। ইতঞ্চ বৎসবৎসপানাং প্রত্যেকমেব সপরিবর্ত্তনৈকুণ্ঠনাথনিষ্ঠৈশ্বর্য্যালিতামভিজ্ঞাপ্য ব্রহ্মাণং নির্মদীকৃত্য
তং দৈতব্যাকুলতোথপ্রেমণা সংশোধ্য পুনঃ পরমকৃপয়া স্বতেজসা সর্বাচ্ছাদকং মূলভূতং স্বরূপমপি দর্শয়ামাস ভগবানি-

পদক ও আকর্ষণপদাগ্র দোলায়িত ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত তুলসীমালিকা, কটিতেটে শোভে চঞ্চল ঘটিমেখলা,
আর পরিধানে বিদ্যুৎসম উজ্জ্বল পীতবসন।

১০৫। অতঃপর ব্রহ্মা আড় চোখে চেয়ে দেখতে পেলেন—জ্ঞানীদের জ্ঞানে অপ্রাপ্য, তাঁর
উপর কৃপাতরঙ্গবেগে আগত, সর্বসৌন্দর্য্য-সম্পদের আধার এঁদের প্রত্যেককে উপাসনা করছে—এক ব্রহ্মা,
দুই অশ্বিনীকুমার, তিন গুণ, চতুর্বেদ, পঞ্চতম্ভাত্র, ষড়্ভুজ, সপ্তঋষি, অষ্টসিদ্ধি-অষ্টবসু, নবনিধি-নবগ্রহ,
দশাগ্নি, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশাদিত্য, ত্রয়োদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা, চতুর্দশ মনু, পঞ্চদশ তিথি, ষোড়শ
বিকার—মূর্ত্তিমন্ত পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়-পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-এক মন-পঞ্চমহাভূত।

১০৬। এরূপ দর্শন করেই ব্রহ্মা জানতে পারলেন—এরা সকলেই বাসুদেব মূর্ত্তি। এরূপ
বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রকঠিন অপরাধ হেতু পরাজিতের মতো চতুর্মুখ ব্রহ্মা—দধ্যোদন কবলকর,
সর্বমুহুদ-হৃদয়রঞ্জক, পূর্ববৎ নিরানন্দে বৎস-বৎসপালকদের অনুসন্ধানশ্রমে অত্যন্ত ক্লিষ্ট বপু, কক্ষে
সন্নিহিত বেত্রবিষাণে ও জঠরপটে গোঁজা মুরলীতে শোভিত, অলীক বিমলস্কতা-বিরসের ভাবে চকিত

১০৭। সমনন্তরং সংচারতো বিরতো বিহিতস্থিতিরেব কেবলমভূতভূতপূর্ব-গাস্তীৰ্য্যো বিবিধশক্তি-
নর্তকী-নাট্যসূত্রধারঃ সকলগুণাধারস্তমালতরু-কডম্ব ইব নিশ্চলঃ ॥

১০৮। তদনু চতুর্মুখ-চতুর্মুকুটকোটিমহামণীন্দ্র-মরীচিবীচয়ো ভগবচ্চরণকমলস্পর্শকাম্যেব
ধাবন্ত্যো ভগবত এব চরণনখরমণীমঞ্জরীভিরনধিকারিতয়া নিবার্য্যমাণা ইব কুণ্ঠতাপোদিব যদি, তদা
নালীকাসনো নালিকাসনো ভবন্ উথায়োথায় ভূয়ো ভূয়ো নহা যথাপরাধমতিনস্ত্রতামুপগম্য তমস্তৌষীং ॥

১০৯। জয় জয় ন্যূতে চিদববোধরসৈকময়ং, ঘনরুচি চন্দ্রকন্তবকগৌঞ্জিক-হারভূতঃ।

চলবনমালিকং কবলবেণুবিষাণভূতো, বপুর্বিদমদ্ভুতং ব্রজপুরন্দরনন্দন তে ॥

তাহ—দধোদনেতি। এবং চ বৎসরং যাবন্তেনৈব রূপেণ তস্তাবস্থিতির্গম্যতে, প্রতিদিনং ব্রজে গমনঞ্চ স্বরূপপ্রকাশ-
দৈতেনৈব। জনক-শ্রুতদেব-গৃহগমনবৎ তৎপ্রকাশে কালগমনঞ্চ সখীনাং তস্তাপি সংক্ষেপেণৈব জাতং, কবলাদীনাং
তথৈব স্থিতিরिति জেয়ম্। নিরাবাধেন দৃঢ়েনাপরাধেন আ সম্যক পরাজিতঃ পরাভূত ইব ॥

১০৭। বিবিধাঃ শক্তিঃ এব নর্তক্যস্তাসাং নাটো সূত্রধার ইতি পশুপবংশশিশুদ্বনাট্যমিত্যস্ত পদস্ত মূলগতস্ত
ব্যাখ্যানরূপমিদম্। ততশ্চ তত্র পশুপবংশশিশুদ্বং তথাকারত্বেনৈব নটস্ত ভাবো নাট্যঞ্চ তয়োর্দ্বৈন্দ্রক্যম্, তদুদ্বহদিত্যর্থ
ইতি ॥

১০৮। অলীকমসনং দীপ্তির্যস্য সং, তথা ন ভবন্, ভগবচ্চরণনখকাস্তিভিঃ স্পৃষ্টহাং ॥

১০৯। অথ ব্রহ্মণশ্চতুর্ভির্মুখৈশ্চতুর্ভির্বৈদৈরিব সা স্তিতিরিত্তি বেদস্তত্তচ্ছন্দসা নটকৈকেনৈব তামুপনিবপ্নাতি।
জয়জয়েতি হর্ষমঙ্গলাভ্যাম্। তে তব বপুর্ন্যূতে স্তু যতে। তব কীদৃশস্ত? চন্দ্রকাদিভূতঃ, তথা কবলাদিভূতঃ; বপুঃ

চকিত ইত্যন্ততঃ বিচরণরত, 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' এই বাক্যার্থের মূর্তবিগ্রহের মতো স্বয়ং ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে কনকগিরির মতো তাঁর সম্মুখে ভূমিতে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে গেলেন।

১০৭। অনন্তর ব্রহ্মা দেখলেন—বিবিধ শক্তিনর্তকী-নাট্যসূত্রধার শ্রীকৃষ্ণ ঘুরে ঘুরে খুঁজে
বেড়ান থেকে বিরত হয়ে অভূতপূর্ব গাস্তীৰ্য্যে স্থিত হয়ে তমালতরু-অঙ্কুরের মতো একস্থানে স্থির হয়ে
দাঁড়িয়ে পড়লেন।

১০৮। অতঃপর দেখা গেলো—যেন চতুর্মুখ ব্রহ্মার চতুর্মুকুটস্থিত কোটিমহামণীন্দ্রের মরীচিমালা
ভগবচ্চরণকমল-স্পর্শকামনায় ধাবিত হলে শ্রীভগবানের চরণযুগল-নখর-মণীমঞ্জরীছোতিদ্বারা তা
অনধিকারহেতু নিবারিত হলো, আর এতেই যেন ব্রহ্মা কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি সঙ্কুচিত
হয়ে বার বার ভূমিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করতে লাগলেন, উঠতে লাগলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে
অপরাধানুরূপ নম্রতা স্বীকার করতে করতে স্তব করতে লাগলেন—

ব্রহ্মস্তব :

১০৯। জয় জয় হে ব্রজপুরন্দরনন্দন! মেঘশ্যামল বরণ, ময়ূর পিচ্ছের মুকুটে শোভন,
পুষ্পস্তবক ও গুঞ্জামালা ধারণ, চঞ্চল বনমালায় শোভন, কলবেণুবিষাণধারী, আপনার এই চিৎঘনজ্ঞান-
রসৈকময় অদ্ভুত বপুকে প্রণাম করি।

- ১১০ । অথ মদনুগ্রহার্থকমশেষবিশেষতয়া, প্রকটিতমদুঃখং যদিহ বৎসপবৎসবপুঃ ।
অপি লবমশ্র ভো ন মহিমানমবৈমি বিভো, কিমুত তবেদৃশাযুতবিকাশবিকারকৃতঃ ॥
- ১১১ । অপি চ চতুর্ভূজাঃ কমলকম্মুগদারিভূতো, ঘনরসচিন্ময়া নিখিলভূতিভূতঃ সকলাঃ ।
হুমজিত কেবলং ললিতগোপতনুর্দ্বিভূজো, ন হি বিকৃতিং প্রযাত্যখিলকারণ তে প্রকৃতিঃ ॥
- ১১২ । অতিরসবর্ষিণীং তব পদাম্বুজভক্তিবিধা-মহহ বিহায় যঃ প্রযততে হুববোধকৃতে ।
ন স লভতে শ্রমাদপরমমপি হস্ত ফলং, তুষবুষঘাততো ন হি কদাপি ফলোপগমঃ ॥
- ১১৩ । বিজহতি যে প্রয়াসমববোধবিধৌ সুধিয়ৌ, দধতি তবাজিঘ্রুপক্ষরহভাবমতীবদৃঢ়ম্ ।
অতিকুতুকী স্ববানপি কৃপাক্তিরঙ্গচল-,স্বমজিত তৈর্জিতো ভবসি নাথ তদীয়বশঃ ॥

- কীদৃশম্ ? চলা চঞ্চলা বনমালিকা যন্ত তৎ । এবঞ্চ (ভা০ ১০।১৪।১) “নোমীড্য তেহ্ভবপুষে” ইত্যন্তার্থো বিবৃতঃ ॥
- ১১০ । বৎসপ-বৎসানাং বপুর্বাশ্রদেবাকারম্, একমপি, তথা চ (ভা০ ১০।১৪।২) “অশ্রাপি দেব বপুষঃ” ইতি ॥
- ১১১ । তত্র “সাক্ষাত্তবৈব কিমুতায়” ইতি সাক্ষাৎপদশ্চ তাৎপর্যং বিবরণোতি—অপি চেতি । কস্তুঃ শঙ্খঃ, অরিশ্চক্রম্, অখিলানাং ক্ষিত্যাদীনাং প্রাপক্ষিকানাংপ্রাপক্ষিকানাঞ্চ সপরিকর-বাস্তদেবাদি-স্বরূপাণাঞ্চ হে কারণভূত ! তথ পি তে তব প্রকৃতিমূলভূতং স্বরূপং বিকৃতিং প্রাকৃতমপ্রাকৃতং বা বিকারং ন প্রাপ্নোতি । প্রকৃতিমেব নির্দিশতি—
ললিতগোপতনুর্দ্বিভূজ ইতি ॥
- ১১২ । বিধা প্রকারঃ, অববোধো জ্ঞানম্, তুষো ধাতাদিবস্বলং খণ্ডিতম্, বুষোহখণ্ডিতমিতি । তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৪) “শ্রেয়ঃসৃতিম্” ইত্যাদি ॥
- ১১৩ । স্ববানপি স্বাধীনোহপি । তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৩) “জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাশ্চ” ইত্যাদি ॥

১১০ । হে প্রভু, আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের জন্য অশেষ-বিশেষভাবে এই যে গোপালক-গোবৎসসদৃশ অদ্বুত শরীর প্রকট করেছেন এঁর লবমাত্র মহিমা ও আমি ধারণা করতে পারছি না—ঈদৃশ অযুত অবস্থাত্তর প্রকাশক আপনার মহিমার কথা আর বলবার কি আছে ?

১১১ । হে অখিল কারণ, আপনার প্রকটিত এ-বিগ্রহগণ সকলেই চতুর্ভূজ, কমল-শঙ্খ-গদা-চক্রধারী, ঘনরসচিন্ময়, নিখিল ঐশ্বর্যপূর্ণ; তথাপি হে অজিত, আপনার মূলভূত এ-স্বরূপ কেবল ললিত গোপতনু-দ্বিভূজ—এ কখনও বিকারপ্রাপ্ত হয় না ।

১১২ । হায় কি দুঃখ, অতিরসবর্ষী আপনার পদাম্বুজ-ভক্তিপ্রবাহ ত্যাগ করে যাঁরা জ্ঞানের জন্য যত্নপরায়ণ হয়, হায় হায় তাদের পরিশ্রমই সার হয়, অনুমাত্র ফলপ্রাপ্তিও হয় না—যেদ্রুপ তুষের গাদা কুট্টনে কদাপি ফলপ্রাপ্তি হয় না ।

১১৩ । যৈঁ সুবুদ্ধি জন জ্ঞানপথের প্রয়াস পরিত্যাগ করে শোভা-সম্পত্তির আধার আপনার পদপঙ্কজ অতীব দৃঢ়ভাবে ধারণ করে—হে অজিত, আপনি স্বাধীন হলেও তাঁর দ্বারা জিত হন, হে নাথ, অতিকৌতুকী আপনি কৃপাক্তিরঙ্গে চঞ্চল হয়ে তাঁর বশ হয়ে যান ।

- ১১৪ । কতি চ ন তে পুরা পরমহংসবতঃসগণা-;স্তব পদপঙ্কজে সদনুরাগবিলাসভূতঃ ।
তব চরিতামৃত-শ্রবণ-কীর্তন-চিন্তনতঃ, কিমপি সনাতনং তব সুখেন পদং প্রযযুঃ ॥
- ১১৫ । তদপি চ নিগুণস্ত তব পুণ্যগুণৈকনিধে-;র্ন হি মহিমা হমলাভিরবৈতুমহো সুশকঃ ।
অনুভবমাত্রতঃ পরমনুবিবোধ্যতয়া-;হপ্যবিকৃতিতো ভবেদ্যদি ভবত্যপি নেতরথা ॥
- ১১৬ । তব গুণসাগরস্ত গুণমেকমপীশ্বর কে, গণয়িতুমীশতে হিতকৃতে হবতীর্ণবতঃ ।
অপি ধরণীরজাংস্তপি চ ভানি তুষারকণা, অপি গণনীয়তাং দধতি কস্ত চ কালবশাং ॥
- ১১৭ । তব তদনুগ্রহিলতাশ্রমি দত্তদৃশো, নিজনিয়তিক্রমোপগত-হুঃখসুখোপভুজঃ ।
বচনবপুর্মনোভিরনুসংদধতশ্চ ভবৎ-;পদকমলং ভবন্তি তব ধামনি দায়ভূতঃ ॥

১১৪ । বতঃসোহবতঃসঃ ; তথা চ (ভাঃ ১০।১৪।৫) “পুংসেহ ভূমন্” ইত্যাদি ॥

১১৫ । নহু কেবলং ভজনাগ্রহ এব কিমিতি স্থাপাতে ? বহুশাস্ত্রবিচারাত্মজ্ঞানচ্ছিন্নসংশয়াদিমালিহকেনান্তরা-
আনৈব তন্মহিমজ্ঞানসিদ্ধেঃ, তথা (শ্বেং ৩।৮) “তমেব বিদিশ্যাহতিমুভ্যমেতি” ইত্যাদিশ্রুতেজ্ঞানাগ্রহোহপ্যুপাদেয় এবেতি ?
তত্রাহ—তদপি চ তথাপি, তাদৃশে জ্ঞানে জাতেহপীত্যর্থঃ । নিগুণস্ত প্রাকৃতগুণাতীতস্ত তব মহিমা অবৈতুং জ্ঞাতুং
ন সুশকঃ । কথং তহি সুশকঃ ? তত্রাহ—অনুভবমাত্রতো ভজনমাত্রোখ্যং কেবলাদনুভবাদেব যদি মহিমা অবৈতুং
সুশকো ভবেত্তহি ভবতু, ইতরথা শাস্ত্রোক্তজ্ঞানাদিভ্যস্ত ন ভবত্যেবেত্যর্থঃ । যদি-শকঃ কাং স্মোন মহিমো জ্ঞানাভাব-
জ্ঞাপকঃ । কীদৃশাং ? অবিকৃতিতঃ প্রাকৃতবিকাররহিতাং । তথা চ (ভাঃ ১০।১৪।৬) “তথাপি ভূমন্” ইত্যাদি ॥

১১৪ । পুরাকালে কত কত-না পরমহংসমুকুটমণিগণ আপনার এই পদপঙ্কজে শ্রেষ্ঠানুরাগ-
বিলাস ধারণ করে, ও আপনার চরিতামৃত শ্রবণ-কীর্তন-চিন্তন করে আপনার কোনও অনির্বচনীয়
সনাতন ধাম অনায়াসে প্রাপ্ত হয়েছেন ।

১১৫ । তথাপি বিষয়নিবৃত্ত নির্মলানুকরণ মহাআগণও অহো, প্রাকৃতগুণাতীত অপ্রাকৃত-
গুণৈকনিধি আপনার মহিমা জানতে কিছুতেই সমর্থ হয় না, পরমস্বপ্রকাশ-স্বভাব ও প্রাকৃতবিকার-
রহিতহেতু ভজনমাত্রোখ্য কেবলানুভবের দ্বারাই শুধু এর কিছুটা জানা যায় তো যাউক—শাস্ত্রোক্ত
জ্ঞানাদির দ্বারা তো জানা যায় না ।

১১৬ । (আপনার মহিমাজ্ঞান দূরে থাকুক, আপনার একটি গুণের মহিমার কথাও দূরে, তার
গণনাও দুষ্কর—কারণ একটি গুণের ও ভেদ-প্রভেদ অনন্ত—তাই বলা হচ্ছে—)

কোনও সামর্থ্যবান ব্যক্তি কালবশে ধরণীর ধূলিকণা, চন্দের কিরণকণা, এবং হিমকণাও গণনে
সমর্থ যদি-বা হয়, জগতের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ গুণসাগর আপনার একটি গুণও কে গণনা করতে সমর্থ
হবে ? কেউ না ।

১১৭ । (তবে কুতার্থ কে ? এর উত্তরে বলা হচ্ছে ।)

আপনার অনুগ্রহ-আগ্রহমণ্ডিত ভক্তিপথে দৃষ্টি রেখে নিজ অদৃষ্টক্রমে উপগত হুঃখসুখ উপভোগ
করতে করতে যে ভক্ত কায়বাক্যমনে আপনার পদকমল অনুসন্ধান-তৎপর হয়ে থাকে তিনি আপনার

- ১১৮। অথ মদভব্যতাং কলয় নাথ জগদ্বিরলাং, স্বয়ি পরমেশ্বরে প্রথিতমায়িকিরীটমণৌ।
স্ববিহিতমায়য়া স্বয়মিহাস্মি বিমোহিতধী-,রনলকণঃ ক চ ক চ মহাপ্রলয়জ্বলনঃ ॥
- ১১৯। পুরুকূপ মুয্যতাং মম মহানপি মন্তুরয়ং, সহজরজোভুবঃ পৃথগধীশ্বরভাবভূতঃ।
বলবদজাবলেপপরিলেপ-মহাকুমতে-,রয়ি ময়ি নাথবানয়মিতিব বিধেহি কৃপাম্ ॥
- ১২০। ক মহদহংমহী-থ-মরুদম্বু-কুশানুসমা-,রতজগদগুভাগুগত-সপ্তবিতস্তিতনুঃ।
অহমহহ ক চেদৃশপরাদ্বিপরাণুগতা-,গতপথরোমকূপনিকরেশ তবেশ্বরতা ॥

১১৬। তব মহিমজ্ঞানং দূরে বর্ত্ততাম্, হৃদীয়শ্চৈকশ্চাপি গুণশ্চ মহিয়ো বার্ত্ত দূরে, তন্ত গণনমপি হৃকরম্, একস্তাপি ভেদপ্রভেদানামানন্ত্যাদিত্যাহ—তব গুণেতি; কস্ত চ কস্তাপি গণনীয়তাং দধতি, কেনাপি কালবশাদ্গণনাংনি ভবন্ত্যপি তব ত্বেকমপি গুণং কে গণয়িতুমীশতে, ন কেহপীত্যর্থঃ। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৭) “গুণাশ্চনন্তেহপি” ইত্যাদি ॥

১১৭। কে তর্হি কৃতার্থাঃ? তজ্জাহ—তবেতি। নিয়তিরদৃষ্টম্; তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৮) “তন্তেহনুকম্পাম্” ইত্যাদি ॥

১১৮। অহং তু তেষাং মধ্যে কতমোহপি ন ভবামি, কিন্তু পরমমল্লবুদ্ধিরেবেত্যাহ—অথেতি। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৯) “পশ্চেশ মেহনার্যম্” ইত্যাদি ॥

১১৯। মন্তুরপর্যধঃ। বলবানজোহহমিত্যবলেপোহহঙ্কারঃ। কথং তর্হেতাদৃশাপরাধবতি স্বয়ি কৃপাসন্তাবনাগীতি তত্র কৃপোদগমপ্রকারং স্মারয়তি—ময়ি নাথেতি। যত্নপ্যাসবতত্র স্বয়মেব প্রভৃশ্চান্তথাপি ময়ি বিষয়ে নাথবানৈবায়ম্, এতশ্চ নাথ এবাহম্, অয়ন্ত মদভূতা এবেতি প্রকারকর্ণেণ পরামর্শেণ স্বনিষ্টেণ কৃপাং বিধেহি। কিন্তু যস্মিষ্টং তদুদগমকং কিঞ্চিদপি লক্ষণং নাস্ত্যেবেতি ভাবঃ। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।১০) “অতঃ কমস্বচ্যুত” ইত্যাদি ॥

১২০। নহমেব সর্বজগৎপ্রভুরিতি সত্যমেব; ইমপি চেদতত্র স্বপ্রভুতাং খ্যাপয়সি, তর্হি স্বয়ি স্পর্দ্ধৈব মে যোগ্যা,

ধাম-প্রাপ্তিতে অধিকারী হয়ে থাকেন।

১১৮। (আমি তো উপযুক্ত ভক্তগণের মধ্যে কেউ নই—অতি মন্দবুদ্ধি আমি—তাই বলছি—)
হে নাথ, আমার জগৎবিরল অভ্যুত্থা একবার দেখুন-না, প্রসিদ্ধ মায়াবিমুকুটমনি পরমেশ্বর আপনার উপর নিজের মায়া বিস্তার করতে গিয়ে তৎদ্বারা নিজেই এখন বিমোহিত হয়ে পড়েছি—কোথায় অনলকণসম আমি, আর কোথায় মহাপ্রলয়ান্নিসম আপনি।

১১৯। হে কৃপাবারিধি, স্বভাবতঃ রজগুণসম্ভূত পৃথক্ অধীশ্বর-অভিমানী আমার এই অপরাধ কঠিন হলেও ক্ষমা করে দিন—‘আমি বলবান্ ব্রহ্মা’ এরূপ অহঙ্কারে পরিলিপ্ত মহাকুমতি আমার প্রতি কৃপা দান করুন—এই বিচারে দান করুন যে এ যদিও অত্যাধ নিজেকেই প্রভু মনে করে তথাপি আমা বিষয়ে এর বুদ্ধি—‘আমি এর নাথ, এ আমার ভূত্য।’

১২০। (শ্রীকৃষ্ণ যেন বলছেন—আমি সর্বজগতের প্রভু এ সত্য বটে—তুমিও তো কম নও, অত্যাধ নিজের প্রভুতা প্রচার করে থাক, অতএব তোমার সঙ্গে আমার স্পর্দ্ধাই যোগ্য, কৃপা নয়—এর উত্তরে বলা হচ্ছে ‘না-না’।)

- ১২১ । অপি জননীজনোদরগতস্ত শিশোশচরণো-;নমনবিধিভবেন্ন জননীপরাধকরঃ ।
তদুদরবর্তিনী নিখিলজীবঘটেতি বিভো, স্বমসি জগৎপ্রসূরিতি সমক্ষকৃতোহনুভবঃ ॥
- ১২২ । অথ জলশায়িনো ভগবতশ্চ তথৈব তনো-;র্ষদহমভূবগীশ্বর ততোহসি মমাপি পিতা ।
নহি জনকোহসতস্তদুভবোহপ্যপরাধকৃতঃ; পরিহরতে নিসর্গস্তুতবৎসলতাকুশলঃ ॥
- ১২৩ । নরনিকরায়ণং সকলদেহভূদাঅতয়া, সহজত এব তদ্যভিধয়া চ ভবানপি সঃ ।
ইতি হি তদাঅজোহপ্যহমধীশ তবাত্মভবঃ; কুরু করুণাং ক্ষমস্ব মম মস্তমনস্তদ্বতে ॥

ন তু কপেতি তত্র ন হি ন হীত্যাহ—ক মহদিতি । স্পর্ধা হীষৎসাম্যোহপি ভবতি, তব মম তু বহুবাস্তবমিতি ভাবঃ । মহাদিভিঃ সমাবৃতং জগদণ্ডমেব ভাণ্ডং তদগতা তদন্তর্ভূতা স্বমানেন সপ্তবিতস্তিময়ী তদুর্ষস্ত সোহহং ক, হে ঈশ ! তবৈশ্বরতা বা ক ? অত্যন্তাসম্ভবজ্ঞাপকং ক-বয়ম্ । তত্রাপি সপ্তবিতস্তিমিতজং স্বস্ত নিকৃষ্টপুরুষত্বসূচকম্ । মহাপুরুষা হি স্বমানেন নব-বিতস্তয়ো ভবন্তীতি । ঈদৃশানাং জগদণ্ডভাণ্ডানাং পরাধসংখ্যানাং পরমাণুত্বলান্যং গতাগতস্ত প্রবেশ-নির্গমস্ত পশ্বানো রোমকূপনিকরা যন্ত হে তথাভূত ইতি তদংশভূত-প্রথমপুরুষকারণাবশ্যিত্বেনোক্তা সাক্ষাস্তস্তাংশিনঃ পরমকৈক্যমানীতম্ । তথা চ—(ভা০ ১০।১৪।১১) “ক্বাহং তমো মহং” ইতি ।

১২১ । অথ স্বাপরাধক্ষমাণে যুক্তিযুতাপয়ন্ (গী০ ৯।১৭) “পিতামহস্ত জগতো মাতা যাতা পিতামহঃ” ইতি ত্রীভগবদগীতাপ্রামাণ্য-সাক্ষাৎকারেণ পিতৃব্যবধানং বিনৈব মাতৃত্বম্, তথা মাতৃব্যবধানং বিনৈব চ পিতৃত্বং তস্ত গর্ভোদ-শায়ি-পুরুষত্বেনাহ শ্লোকবয়েন,—অপীত্যাদিনা । তত্র যথা মাতৃত্বে গর্ভে ধারণমেব লিঙ্গম্, তথৈব পিতৃত্বেহপি ‘মন্তো ব্রহ্মা জায়তাম্’ ইতি আধানস্থানীয়া ভগবদিচ্ছৈব লিঙ্গমবগম্যাম্ । তথা চ (ভা০ ১০।১৪।১২) “উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্ত” ইত্যাদি ॥

১২২ । অপরাধকারিণোহপি তদুভবঃ পুত্রান্ ন হি পরিহরতে, ন তাজতি । তত্র হেতুঃ—নিসর্গেতি । তথা চ (ভা০ ১০।১৪।১৩) “জগজ্রয়াস্তোদধি” ইত্যাদি ॥

অহহ, কোথায় মহন্তত্ব-অহঙ্কার-ভূমি-আকাশ-বায়ু-জল-অগ্নি সমাবৃত জগদণ্ডভাণ্ডগত সপ্তবিতস্তি কায় আমি, আর কোথায় বা হে ঈশ আপনার ঈশিতা ঘাঁর রোমকূপরূপ প্রবেশনির্গম পথনিবহে ঈদৃশ অগণিত জগদণ্ডভাণ্ড ত্রসরেণুর মতো গতায়াত করছে ।

১২১ । (অতঃপর স্বাপরাধ-ক্ষমাপনে যুক্তি উঠিয়ে দুই শ্লোকে বলছেন—)

হে প্রভু, জননী-উদরগত শিশুর উদ্ধাশো পদসকালন জননীর প্রতি অপরাধবহ হয় না । নিখিল জীবকুল আপনার উদরে স্থিত, অতএব আপনি জগন্মাতা—এ আমার সাক্ষাৎকৃত অনুভব ।

১২২ । হে ঈশ্বর, গর্ভোদশায়ী ভগবান্ আপনারই তনু হতে যেহেতু আমি জন্মলাভ করেছি সেহেতু আপনি আমার পিতা । নিসর্গ পুত্রবৎসলতাকুশল পিতা পুত্র অসৎ-অপরাধী হলেও নিশ্চয়ই তাকে ত্যাগ করে না ।

১২৩ । (দেখ গর্ভোদশায়ী নারায়ণই তোমার মাতাপিতা—এ সত্য, এতে শ্রীমদনন্দন আমার কি ? এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—আপনি যে কেবল অংশী বলেই সেই নারায়ণ এমন নয়, কিন্তু সেই

১২৪ । তদপি জলস্থিতং তব সদেব বপুঃ পরমং, জলগততৈব তস্ম নিয়তা ন ভবেত্তগবন্ ।

অথ পরিলোকিতং ন চ বিলোকিতমপ্যপরং, যদপি ময়া তবৈষ মহিমা হি কৃপাকৃপয়োঃ ॥

১২৫ । অথ কথমনুথা জঠরমধ্যমধীহ বিভো, সমকলয়ং প্রসূস্তব সমস্তমধীশ জগৎ ।

অসদিদমীক্ষ্যতে বহিরহো ন তবোদরগং, ঘনচিতি কেবলং ক জড়জাতবিমিশ্রবিধিঃ ॥

১২৩ । নহু জলশায়ী নারায়ণ এব তব মাতা পিতা চেতি সত্যমেব । তেন গোপেন্দ্রসূনোর্মম কিময়াতম্ ? তত্র ন কেবলং তদংশিধেন ভবানেব স ইতি চ্যায়ঃ, কিন্তু তন্মামনিক্তিরপি মুখ্যা স্বযোব দৃশ্যতে ইত্যাহ—নরনিকরায়ণ-মিতাদি । সমূহার্থকাগন্তস্ত নার-শব্দস্ত বাখ্যা নরনিকর ইতি । তস্মায়নমাশ্রয়ঃ । কেন প্রকারেণ ? সকলদেহভূতাং সর্বজীবানামাত্মতয়া পরমাত্মেন, ইতি স্বভাবাদেব তদ্বাভিধা তন্ন্যাপি স নারায়ণো ভবান্ “সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরো যোহয়মায়া গোপালঃ কথং স্ববতীর্ণো ভূম্যাং হ বৈ” ইতি (উত্তরবিভাগে ২৪) শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতেঃ । (ভা০ ১০। ১৪।৫৫) “কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্” ইতি স্মৃত্যেচ্চেতি । ‘অনন্তধ্বতে’ ইতি পরমধৈর্যশালিত্বেনাকোভ্যতয়া তব ক্ষমা যুক্তিবেতি ভাবঃ । তথা চ (ভা০ ১০।১৪।১৪) “নারায়ণস্বং ন হি” ইত্যাদি ॥

১২৪ । নহু তর্হি (বিং পুং ১।৪।৬) “আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ । অয়নং তস্ম তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥” ইতি তৎপ্রসিদ্ধনিকৃত্যা প্রাকৃততত্ত্বময়জলাস্তঃপাতিত্বেন তদপুষঃ প্রাকৃততত্ত্বময়াতম্ ? তত্র ন হি ন হীত্যাহ—তদপি জলস্থিতমপি তব বপুঃ সৎ সত্যমেব, কিন্তু তস্ম জলগততৈব জলাশ্রিততৈব ন নিয়তা ; সমস্ত-তত্ত্বানামাশ্রয়ভূতস্তাপি জলাপরিচ্ছিন্নস্ত তদপুষো জলাশ্রিতত্বেপি জলাপরিচ্ছিন্নত্বপ্রতীতিরেব ন বাস্তবীত্যর্থঃ । যদা, জলাপরিচ্ছিন্নতৈব ন নিয়তা, অপি তু জলাপরিচ্ছিন্নতাপি । অতর্ক্যস্বর্থে তস্মিন্ পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদৌ ন বিরুদ্ধ্যেতে ইত্যর্থঃ । নহু তদপুঃ সত্যং চেদ্ব্রূষে, তর্হি একবারং বিলোকাপি কিমিতি তৃতীয়স্কন্ধকথানুসারেণ ভবতা পুনর্ন বিলোকিতম্ ? তত্রাহ—অথেতি । দর্শনাদর্শনং হি তব ক্রমেণ কৃপাকৃপয়োরেব মহিমা, ন তু সত্যাসত্যজ্ঞাপকং তদেবেতি ভাবঃ । তথা চ (ভা০ ১০।১৪।১৫) “তচ্চেচ্ছলস্থম্” ইত্যাদি ॥

নামের নিরুক্তিও মুখ্যভাবে আপনাতেই পর্যবসিত হচ্ছে ।)

পরমাত্মরূপে আপনি সর্বজীবে অবস্থিত বলে ‘নার’ অর্থাৎ নরসমূহ আপনার ‘অয়ন’ অর্থাৎ আশ্রয়, অতএব এর থেকে স্বাভাবিকভাবেই নার+অয়ন ‘নারায়ণ’ এ-নাম সম্পাদিত হচ্ছে, আর আপনিই যে সেই নারায়ণ তাও এসে যাচ্ছে । এই কারণে হে অধীশ, গর্ভোদশায়ীর আত্মজ হলেও আমি আপনার পুত্র, তাই বলছি হে পরমধৈর্যশালী পিতা করুণা করুন, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ।

১২৪ । (বিং পুং ১।৪।৬ ‘আপো নারা ইতি’—এই প্রসিদ্ধ নিরুক্তি অনুসারে সেই বপু প্রাকৃততত্ত্বময় জলানুপাতি বলে প্রাকৃততত্ত্বময় হচ্ছে না-কি ? এর উত্তরেই যেন ব্রহ্মা বলছেন—‘না-না’—)

হে ভগবন্, জলস্থিত হলেও আপনার বপু পরম সত্যই, তাঁর জলাশ্রয়ে থাকাটা কোনও স্থায়ী নিয়ম নয় (জল-পরিচ্ছন্নতা প্রতীতিমাত্র, বাস্তব নয়) । (তৃতীয় স্কন্ধানুসারে) আপনার সেই জলশায়ী নারায়ণ মূর্তি একবার দেখে পুনরায় আর দেখতে পেলাম না—এই যে কথাটা এ আপনার কৃপা অকৃপারই মহিমা ।

১২৬। পুরুকূপ যদ্বয়া জঠরবর্তি তদেহ জগৎ, স্বসহিতমীক্ষিতং ন তদমুখ্য ভবেৎ প্রতিমা।

যদি ভবতীহ তৎপ্রতিমুখমমুখ্য ভবেৎ, দথ ন চ মায়িকং তব বিনোদকলৈব হি সা।

১২৫। তদ্বপুঃ প্রাকৃতজলপরিচ্ছিন্নত্ব প্রতীতিরবাস্তবীতি ভবতৈব স্বয়ং দৃষ্টান্তীভবতা প্রদর্শিতমিত্যাহ—
অথেতি। অতথা যদি বপুঃ প্রপঞ্চাশ্রিতত্বমেব শ্রাদিতার্থঃ, তদা জঠরমধ্যগণি অধিকৃত্য প্রসূম্যাতা সমস্তং জগৎ কথং
সমকলয়ং সমাগপস্তং? সর্বজগতামাশ্রয়ভূতমেব মধ্যপূর্ণ তু জগদাশ্রিতমিতি জ্ঞাপনার্থমেব যাতরং লক্ষ্মীকৃত্য জঠরস্থং
জগৎপ্রতিমা প্রকটিতমিতি ভাবঃ। কিন্তু বস্তুর সিদ্ধান্তবিচারে তু বহিঃস্থিতমিদং জগৎ অসং অসংকালস্থায়ী নশ্বরস্বরূপমেব,
ভবোদরগতং তু ন তথা সত্যম্, অনশ্বরস্বরূপমেব কারণস্থাদিতার্থঃ। তত্র হেতুঃ—কেবলং ঘনচিতি বুদ্ধিগ্রহে জড়জাতস্ত
বিমিশ্রবিধিবিধিপ্তপ্রকারঃ ক। ন হি ঘন চৈতন্ত্বে জড়প্রলেপঃ সম্ভবেদিতার্থঃ। ব্রহ্মেশ্বর্য্য জড়জগৎ তত্রজগৎ
বৈধর্ম্যগানন্তুভূতত্বাদিতি ভাবঃ। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।১৬) “অত্রৈব মাদ্যাধমনাবহারে” ইত্যাদি।

১২৬। নহু কিমেবং মন্তসে?—বহিঃস্থিতশ্চৈব জগতো মজ্জঠরে প্রতিবিম্বোহস্ত, মজ্জঠরস্থিতশ্চৈব জগতো বা
ছায়ারূপং বহিঃস্থিতং জগদস্ত? তত্রাহ—হে পুরুকূপেতি। অংকুপয়ৈব তব তত্ত্বং স্মরতি, ন মমাত্র শক্তিরিতি ভাবঃ।
তদা তস্মিন্ সময়ে ত্বয়া জঠরবর্তি যজ্জগৎ ঈক্ষিতং দর্শিতম্, তদমুখ্য বহির্ভূতশ্চ জগতঃ প্রতিমা ত্বয়ি দর্পণরূপে প্রতি-
বিম্বো ন ভবেৎ। তত্র হেতুঃ—স্বসহিতং স্বসহিতম্, ন হি দর্পণে দর্পণোচ্চৈপি দৃশ্যত ইতি ভাবঃ। যদি অমুখ্য বহি-
র্ভূতশ্চ জগতস্তৎ প্রতিমুখম্ ভবেৎ, তশ্চ জঠরবর্তিনো জগতঃ প্রতিচ্ছায়াহমিতি যষ্টীতং পুরুষঃ। অথ তদা অদো

১২৫। (প্রাকৃত জলপরিচ্ছিন্নতা যে প্রতীতিমাত্র এ আপনি নিজেই দৃষ্টান্ত হয়ে দেখিয়েছেন—
অথেতি)

যদি স্বীকার করা যায় আপনার এ-বিগ্রহ এই প্রপঞ্চের আশ্রিত তা হলে হে প্রভু অধীশ,
কি করে আপনার জঠরমধ্যে মা সমস্ত জগৎ অবস্থিত দেখতে পেলেন? ‘সমস্ত জগতের আশ্রয় আমার
এ-বপু, জগৎ এ-বপু আশ্রয় নয়’—এটা জানাবার জন্যই মাকে লক্ষ্য করে জঠরস্থ জগৎ আপনার
দ্বারা প্রকটিত হল। কিন্তু বস্তুর সিদ্ধান্ত বিচারে অহো বাইরের এ-জগৎ নশ্বরস্বরূপ কিন্তু আপনার
জঠরস্থটি সেরূপ নয়, ওটি সত্য অনশ্বরস্বরূপ—তার হেতু কেবল ঘনচিৎ সে-বিগ্রহে কি করে জড়জাত
বস্তুর বিলপন-প্রণালী ঘটতে পারে?

১২৬। (এরূপ মনে করছ কেন? মনে কর-না বাইরের জগৎ আমার জঠরে প্রতিবিম্বিত
হয়েছে, অথবা আমার জঠরস্থ জগতের ছায়ারূপা বাইরের জগৎ, এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—)

হে কৃপাবারিধি, আপনার কৃপাতেই আপনার তত্ত্বের স্মৃতি হয়, এতে আমার কিছু নাই,
সে-সময়ে আপনার দ্বারা জঠরমধ্যে (দর্পণরূপ) আপনা সহিত যে জগৎ দেখান হয়েছিল তা (দর্পণরূপ)
আপনাতে প্রতিবিম্বিত ছিল—এরূপ বলা যাবে না, কারণ দর্পণে দর্পণের নিজ প্রতিবিম্ব পড়ে না; যদি
বাইরের জগৎকে জঠরস্থ জগতের প্রতিচ্ছায়া স্বীকার করা যায় তবে বহির্ভূত জগৎ আর মায়িক থাকে না।
সত্য বস্তুর ছায়াও সত্যই হয়ে থাকে, কাজেই স্থির সিদ্ধান্ত কিছু দাঁড়াচ্ছে না।

কাজেই আমার বিচার এ আপনার অনির্বচনীয় কোনও বিনোদকলাই নিশ্চয়।

- ১২৭ । অথ যদি ভবাংশ্চিদবোধরসৈকময়াঃ, স্বয়মভবদ্বিভো স্বয়মর্থৈকক এব পুনঃ ।
তদপি চ মায়িকং যদি তদীয়জড়ত্বমিতি, যদি জড়তা ততোহনুভবসিদ্ধিবিরোধবিধিঃ ॥
- ১২৮ । তত ইদমূহ্যে তব তু কাচিদহো ইয়তী, ব্যুপমিতিরীশতা ত্রিভুবনৈকবিমোহনকরী ।
ঘনরসচিন্তয়া বহুবিধোহসি ন বৈ নৃতয়া, তদিতরযোগিনাং তব চ ভেদ ইয়ান্ হি মহান্ ॥
- ১২৯ । প্রথমত এককঃ স্বয়মভূতঃ ভূতিতরা, সহচরবৎসকাবলিরভূতঃ সাপি পুনঃ ।
অজনি চতুর্ভূজা প্রতিজনং চ ময়োপনুতা, পুনরসি চৈক ইত্যপি কলৈব ন তে কুহকম্ ॥

বহির্ভূতং জগৎ মায়িকং ন চ স্তাৎ, সত্যবস্ত্তনশ্চায়াপি সত্যৈব ভাবিতি,—সর্বকালস্থায়িহপ্রসক্তেরিতি ভাবঃ । তর্হি কো নিশ্চয়ঃ ? তত্রাহ—স্যা তব বিনোদকলৈব অনির্বাচ্যমেবেদমস্মাভিরিতি ভাবঃ । তথা চ (ভাঃ ১০।১৪।১৭) “যস্য কুক্ষৌ” ইতি ॥

১২৭ । অমী বৎস-বৎসপাশ্চাঃ । ননু আগন্তুর্যরদৃষ্টত্বাৎ তৎ সর্বং মায়িকমস্ত ? তত্রাহ—তদপি চেতি । তদা তদীয়জড়ত্বম্ মিতিঃ প্রমিতিঃ স্তাৎ অস্ত, কো দোষ ইতি চেত্তত্রাহ—যদি জড়তা স্তাৎ, তদা অনুভবস্ত সত্যজ্ঞানানন্তা-নন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয় ইতুক্তপ্রকারস্ত সাক্ষাৎকারস্ত যা সিদ্ধিযুক্তা । নিষ্পন্নতা তস্তা বিরোধধারণমিতি । ন হনুভবসিদ্ধে বস্ত্তপ্রামাণ্যশঙ্কা সম্ভবতীতি ভাবঃ । তথা চ (ভাঃ ১০।১৪।১৮) “অষ্টেব হৃদতে” ইত্যাদি । তস্তায়মর্থঃ—হৃদতে স্বাং বিনা অন্তস্ত মায়াত্বং ন দর্শিতম্ ? কিন্তু দর্শিতমেব । বৎসবৎসপাশ্চাত্তত্চতুর্ভূজাশ্চ ত্বমেব ভবসীতি, ত্বজ্ঞপা এব তে ইতি ন তেষাং মায়িকত্বম্ । ‘হৃদতে’ ইতানেন ত্বদ্ভিন্নানামেব মায়িকত্বোক্তেরিত্যাহ—‘একোহসি’ ইত্যাদি । অবয়ং ব্রহ্ম শিষ্যত ইতি বহুনাংপি তেষাং ত্বৎস্বরূপত্বাৎ ত্বমেবৈকো ভবসীত্যর্থ ইতি ॥

১২৮ । ব্যুপমিতিরূপমা, ঈশতা ঐশ্বর্যম্ ; ন নৃতয়া নৃশব্দস্ত মনুষ্যার্থত্বাৎ তেষাং চ প্রকৃতিজ্ঞত্বম্ প্রাকৃততয়ে ত্যর্থঃ । তত্ত্বস্মাদিতরেবাং যোগিনাং তব চ ইয়ান্ এতাবান্ ভেদো মহানিতি তেষাং মায়িকরূপত্বেনৈব বহুরূপতাসামর্থ্যম্, তব তু ঘনরসচিন্ত্যত্বেনেতি । তথা চ “অষ্টেব হৃদতে” ইত্যষ্টেব তাৎপর্যতো যুক্তিনির্দ্ধার ইতি ॥

১২৭ । (যে সব বৎস-বৎসপালকসমূহ কৃষ্ণ নিজেই হলেন তাঁদিকে যেহেতু লীলার আদি অন্তে দেখা যায় না সে কারণে সে সব মায়িক হউক এর উত্তরে বলা হচ্ছে—)

হে প্রভু, চিৎঘনরসৈকময় আপনি নিজেই চিৎঘনরসৈকময় বৎস-বৎসপালসমূহ হলেন, লীলাস্তে পুনরায় নিজে এককই থাকলেন । সেরূপ হলেও এই বৎস-বৎসপালক সব কিছুকে মায়িক বলে যদি ধরা যায় তবে তাঁদের জড়ত্ব প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, এতে অনুভবসিদ্ধির বিরোধ-কারণ উপস্থিত হয় ।

১২৮ । এ কারণে বিচারে এ-ই নিশ্চিত হচ্ছে যে অহো, আপনার অনির্বাচনীয় ঐশ্বর্যের বিস্তার এত বেশী যে এর কোনও উপমা হয় না । এ ত্রিভুবনের একমাত্র বিমোহনকারী আপনি চৈতন্য-ঘনরসবিগ্রহ বলেই বহুবিধ মূর্তি ধারণ করেন, প্রাকৃত দেহধারী বলে নয় । সেই কারণে ইতর যোগিগণের সঙ্গে আপনার ভেদের পরিমাণ মহান্, মায়িকরূপী বলে যোগিগণ বহু রূপ ধারণে অসমর্থ ।

১২৯ । প্রথমতঃ আপনি স্বয়ং একক ছিলেন, অতঃপর প্রচুরতর সহচর বালক এবং গোবৎস-সমূহ হলেন, এঁরাও পুনরায় চতুর্ভূজ মূর্তিরূপে প্রকাশিত হল, আমি প্রত্যেক চতুর্ভূজ মূর্তিকে স্তবস্তুতি

১৩০ । তব পদবীমিমাংসাবিছুষাং তু মনঃকুহরে, ভবসি হরে পৃথক্ পৃথগিব প্রতিভানপরঃ ।

অবনবিধাননাশকর একক এব ভবা-নিহ হরিরজ্জো ভব ইতীশ্বর তে কুহকম্ ॥

১৩১ । সুর-মুনি-মানুষাদিষু তবাবিরহো যদিদং, হিতকৃত্যে সতামহিত-সংবিধয়েহ্যাসতাম্ ।

তদখিলমংশতো যদপি তন্ন বিভো কুহকং, অবয়বিনো বিরূপ ইহ নাবয়বপ্রকরঃ ॥

১৩২ । ত্বমসি পরাংপরঃ সকলশক্তিকদম্বময়ঃ, পরভগবত্তয়া ত্বমখিলেশ্বরমূর্দ্ধমণিঃ ।

ঘটয়সি দুর্ঘটং বিষটয়স্তপি ভোঃ স্মঘটং, তব মহিমা হি মাদৃশগিরাং ন ভবেদ্বিষয়ঃ ॥

১২৯ । ময়া ব্রহ্মরূপেণ, উপভূতা স্ততা, কলৈব কোতুকমেব ; বদ্য, তবাংশ এব, ন কুহকং মায়েতি । তথা চ ভাস্তব পদ্য “একোহসি প্রথমঃ” ইত্যাদি ॥

১৩০ । একক এব ভবান্ পৃথক্ পৃথগিব । তন্তো হরঃ পৃথক্, ব্রহ্মাপি পৃথগেব ; তত্রাপি যুক্তিদাট্যাভাবসূচক ইবশব্দঃ । ইতি এতদ্ভাণং তে কুহকং মায়া । অত্র চ হরেঃ স্বরূপেণৈব, ব্রহ্মরূপয়োস্ত গুণাবতারত্বেনৈক্যমিতি মন্তবাম্ । যদা, স্বায়ত্ত্ববমন্তস্তরে যজ্ঞাবতারেণৈবেন্দ্রমিব কচিং কল্পে বিষ্ময়রূপেণৈব ব্রহ্মরূপত্বমিতি তদপেক্ষ্যৈবোক্তম্ । তথা হ্যুক্তং শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতায়ুক্তে (১৪৮)—“ভবেৎ কচিমহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোহপ্যুপাসনৈঃ । কচিদত্র মহাবিশুব্রহ্মতা প্রতিপত্ততে ॥” ইত্যাদীতি । তথা চ—(ভাঃ ১০।১৪১২) “অজানতাং ত্বংপদবীম্” ইত্যাদি ॥

১৩১ । গুণাবতারান্ প্রস্তুয় লীলাবতারানপি তদৈক্যেন প্রার্থোতি—সুরাদিষু বামনাদিরূপেণাবিরাবির্ভাবঃ । তদখিলমংশত এব যতপি, তথাপি তদ্বিরাড়্ বগ্ন কুহকম্ । তত্র হেতুঃ—অবয়বিন ইতি । ন হি মানুযস্তাবয়বিনো হস্তপাদাঙ্গা বিজাতীয়াঃ পশ্বাদিসম্বন্ধিনো ভবন্তি । তথা হি (ভাঃ ১০।১৪১২) “সুরেষু” ইত্যাদি ॥

করলাম, পুনরায় আপনি একক হলেন—এ সব আপনার এক কোঁতুকই, মায়া নয় ।

১৩০ । হে ঈশ্বর, আপনার এ-তত্ত্ব যাঁরা জানেনা তাঁদের হৃদয়-কন্দরে আপনা থেকে পৃথক পৃথকের মতো একক আপনিই সৃষ্টিস্থিতিলয়কর প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাবিশুঃমহেশ্বররূপে প্রকাশিত হন, এ আপনার মায়ার খেলা । (এখানে যুক্তির দৃঢ়তা-অভাবসূচক মতো শব্দের প্রয়োগ, আর বিষুর স্বরূপত্বহেতু, ব্রহ্মরূপের গুণাবতারত্ব হেতু ঐক্য—এরূপ বুঝতে হবে ।)

১৩১ । (গুণাবতারগণের কথা বলে লীলাবতারগণকেও কৃষ্ণসঙ্গে একতায় স্তব করছেন—)

সুর-মুনি-নরাদির ভেতর অহো আপনার যে আবির্ভাব সে সকল সাধুগণের মঙ্গল, আর অসাধুগণের অমঙ্গল বিধানের জন্য যদিও আপনার অংশ থেকেই হয় তথাপি হে প্রভু, এঁরা সেই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহের মতো মায়িক নয়—তার কারণ দেখুন না, মনুষ্য শরীরধারী জীবের হস্তপাদাদি বিজাতীয় পশ্বাদি-সম্বন্ধী হয় কি ? হয় না ।

১৩২ । (যতপি এই রূপে ঐক্য দেখান হল, তথাপি পূর্ণ অবতারী বলে সে সব অবতারের মূলভূত পৃথক্ রূপে আপনি বিরাজমান,—তাই বলা হচ্ছে—)

আপনি পরাংপর, সকলশক্তিকদম্বময় পরমেশ্বর বলে অখিল অবতারের শিরোমণি, অঘটন-ঘটন ও ঘটন-অঘটন পটীয়ান্ আপনি অহো, আপনার মহিমা মাদৃশ জনের বাগ-বিষয় হতে পারে না ।

- ১৩৩। ক ইহ হু বেত্তি তে চরিতমধপি ভূমতমো-ত্তম ভগবন্ পরাশ্রতম যোগবিদাং পরম।
ক কতি কথং কদা যদয়ি যোগকলাং প্রথয়ন্, বিহরসি লীলয়া শিববিরিক্খি-ভ্রাসদয়া ॥
- ১৩৪। ইদমখিলং জগদ্যদপি নশ্বরমীশ্বর ভোঃ, পুরুতরহুঃখদং বিরসমন্তত এব হি যৎ।
হয়ি রসবোগনিত্যবপুষি প্রকটং বিলস-, দ্ববতি ভবংপদপ্রতিমমেব হি শাস্বতিকম্ ॥
- ১৩৫। হমনিতরঃ পুরাণপুরুষঃ স্বয়মাত্মমহঃ-, প্রকরবিসারতঃ সমধিকৃঢ়-সমস্তভগঃ।
ঘনশ্রুখচিহ্নসো রসবিলাসবিশেষময়ঃ, পুরুকরণাময়ঃ ক ইহ তেহন্তু কটাক্ষপদম্ ॥

১৩২। যন্তপোবমৈক্যম্, তথাপি পূর্বজ্ঞানাবতারিত্বাৎ তেষাং মূলভূতস্বং পৃথগেবেত্যাহ—হমসীতি। তে পরম-
স্বরূপাঃ, তন্ত পরাংপরঃ, তে যথোপযোগিজ্ঞানেচ্ছাকৃত্যাদিশক্তিপ্রকাশবন্তঃ, তন্ত সকলশক্তিকদম্বময়ঃ, তে ভগবন্তয়া
অখিলানামীশ্বরঃ, তন্ত পরমভগবন্তয়া তেষামপি মূৰ্ধমণিরূপঃ। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।২১) “কো বেত্তি ভূমন্” ইত্যন্ত
আভাস-তাৎপর্যম্ ॥

১৩৩। তেহবতারা ভূমানস্তন্ত ভূমতমোত্তম ইতি। এবং পরাশ্রতমেতাদি। তথা চ “কো বেত্তি ভূমন্” ইত্যাদি ॥

১৩৪। অসতোহপি সত্তাপ্রদত্তাং হমেব সাক্ষাদীশ্বর ইত্যাহ—ইদমখিলং জগৎ যন্তপি নশ্বরম্, মায়িকত্বাৎ
তৎস্বরূপাদভিন্নম্, তথাপি হয়ি প্রকটং বিলসং ভবতি, ত্বংসেবনোন্মুখং চেৎ স্তাং ভবতি, তদা ভবতঃ পদং স্থানং ধাম
তৎপ্রতিমমেব তৎসদৃশমেব শাস্বতিকং নিত্যভূতং ভবতি। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।২২ “তস্মাদিদম্” ইত্যাদি। তস্তায়-
মর্থঃ—মায়াত উক্তদপি জগৎ মায়ারুক্তিজাতমপি নিত্যশ্রুতবোধতর্নো হয়ি বিষয়ে স্তাং, ত্বংসেবাত্মকলং চেৎ স্তাদিত্যর্থঃ,
তদা সদিব সত্যং বৈকুণ্ঠমিবাভ্যতীতি ॥

১৩৫। অনিতরঃ, ন বিজ্ঞতে ইতরো যস্মাৎ সঃ, এক ইত্যর্থঃ। ভগ ঐশ্বর্যাদিঃ, তব কটাক্ষপদং তিরস্কার্যঃ
কোহন্তু? ন কোহপীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—পুরুকরণাময় ইত্যাদি। যদা, তে তব পুরুকরণাময়ত্বাহ্যাক্তলক্ষণম্

১৩৩। (অবতারগণ হলেন ভূমান অর্থাৎ সর্বব্যাপক আর আপনি হলেন ভূমতমো-উত্তম তাই
সম্বোধন করা হচ্ছে—)

হে ভূমতমোত্তম ভগবন্, আপনি পরমাত্মতত্ত্ব যোগিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শিববিরিক্খিগণের
হুঃসাধ্য যোগকলা বিস্তার করে আপনি কোথায়, কতটুকু, কি প্রকারে, কোন্ সময়ে লীলায় বিহার
করেন আপনার সেই চরিতের এক কণা এ-জগতে কে জানতে সমর্থ?

১৩৪। (অসৎবস্তুরও সন্তাদানকারী বলে আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর—তাই বলা হচ্ছে—)

হে ঈশ্বর, যদিও শাস্ত্র বলছে এ-অখিল জগৎ নশ্বর, অতিশয় হুঃখপ্রদ, অন্তেও বিরস তথাপি
এ যদি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আপনাতে সেবোন্মুখ হয় তবে আপনার ধামের সদৃশ নিত্যস্বরূপ হয়ে যায়।

১৩৫। হে প্রভু, আপনি এক অদ্বিতীয় পুরাণপুরুষ, আপনি নিজেই নিজতেজরাশি বিস্তারের
দ্বারা সমস্ত ঐশ্বর্য সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি ঘনশ্রুতচৈতন্যরস, রসবিলাসবিশেষময়, এবং
অতিশয় করুণাময়—এ হেতু এ-জগতে আপনার তিরস্কারের পাত্র কে আছে—কেউ নাই, অথবা এমন
মহাভাগ্যবান কে আছে যে আপনার কৃপাকটাক্ষভাজন হতে পারে? (ভক্তিক্রমে ব্রহ্মার কৃপা প্রার্থনা)।

১৩৬ । গুণনিধিমীদৃশং নহু ভবন্তুমুপাশ্রিতয়া, চরণসরোরুহে নিহিতমন্তমনোভ্রমরঃ ।

অনুপধিচিদ্রসপ্রসরকাস্তিলসদপুষ্পং, ভজতি হি সদগুরোঃ করুণয়ৈব সুধীঃ কতমঃ ॥

১৩৭ । তব চরণাম্বুজোল্লসদনুগ্রহশুদ্ধমতি-স্বব নিজতত্ত্ববিন্দুত্ববি কোহপি পরঃ স্মৃতি ।

ন তু নিগমাগমাত্মখিলশাস্ত্রবিচারণয়া, কৃতমতিরপ্যসৌ স্মনিপুণোহপি মহানপি যঃ ॥

১৩৮ । অত ইদমেব ভূরিতর-ভাগ্যমিহৈব জহুঃ, কিমপি যতো ভবেত্তব জনাজ্জিৱজঃস্পনম্ ।

স্বজনগণশ্চ জাতিকুলশীলধনাদি ভবান্, চরণরজোহধুনাপি বত বেদবিমুগ্যতমম্ ॥

কটাক্ষপদং রূপাবলোকাস্পদং কো ভবেৎ ? কস্ত এতাদৃশং মহাভাগ্যমন্তীত্যর্থঃ । ভঙ্গ্যা তু ‘কো ব্রহ্মা’ করুণাময়স্ত তব কটাক্ষপদমন্ত’ ইত্যশাস্তে চ । তথা চ (ভাঃ ১০।১৪।২৩) “একস্বমায়া” ইত্যাদি ॥

১৩৬ । অনুপধে রূপাধিশূন্য নিরঞ্জনশ্চ চিদ্রসশ্চ প্রসরঃ প্রকাশো যস্মান্তচ্চ ; অতএব কাস্তা লসচ্চ বপুর্নুশ্চ তম্ ; তথা চ (ভাঃ ১০।১৪।২৪) “এবং বিধং ত্বাম্” ইত্যাদি । তত্র আত্মাত্মতয়েতাস্মার্থোহনুপধীত্যাদিনা বিরতঃ । কিরণরূপশ্চ নিরঞ্জনচিদ্রসময়শ্চানোহপ্যাত্মা পরমাশ্রয়ভূতং তদ্বপুর্নিত । অতো বিচক্ষত ইতি ত এব বিচক্ষণা জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ । ইতি তেন সাক্ষাদ্ভবদুপাসকঃ কতম এব বিরলঃ সুধীঃ, অতো পুনস্তদ্বপুঃকিরণরূপব্রহ্মোপাসকঃ, সাক্ষাত্তচ্চিদ্রপ-ভজনত্যাগিনো মন্দধিয় এব বহব ইতি গোচিতম্ । অতএব তৈরবিচক্ষণৈরত্র ভক্তিরসময়ে গ্রহে কিমিত্যেতদভিপ্রৈত্য তন্নিষ্ঠা-প্রকারপ্রদর্শকম্ । (ভাঃ ১০।১৪।২৫) “আত্মানমেবাত্মতয়াহ বিজানতাম্” ইত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়মুজ্জ্বলিতমেবেতি ॥

১৩৭ । নহু তর্হি কেবলব্রহ্মতত্ত্বমাত্রজ্ঞানপর্যায় মামভজন্তো বিগীতাঃ সন্ত, কিন্তু সাক্ষাৎ ভজতামপি মন্তত্ত্বজ্ঞানার্থং তেষাং জ্ঞানিনামি বেদাদিশাস্ত্রবিচারণমপেক্ষিতং শ্রাদেব ? তত্র নেত্যাহ—তবেতি । তথা চ (ভাঃ ১০।১৪।২৬) “অথাপি তে দেব” ইত্যাদি ॥

১৩৮ । তত্রাপি ভক্ত্যেকময়ে শ্রীবন্দাবনধামি যে যৎকিঞ্চিচ্ছম্মাত্রবস্ত্তেষাং ভাগ্যমাশাসন এব স্তোতি—অত

১৩৬ । যে ঈদৃশ গুণনিধি, নির্মল চৈতন্যরসপ্রকাশক কাস্তিতে উজ্জল বপু আপনাকে উপাস্ত-রূপে বরণ করে আপনার চরণপঙ্কজে মত্ত মনোভ্রমরকে নিবিষ্ট করিয়ে গুরু-করুণাতেই যা একমাত্র লভ্য সেই ভজন করে এমন সুধি জগতে বিরল ?

১৩৭ । (আচ্ছা স্বীকার করলাম কেবল ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানপর জন যদি আমার ভজন হীন হয় তবে সে নিন্দাই, কিন্তু সাক্ষাৎ আমার ভজনপরায়ণ ব্যক্তিকেও তো আমার তত্ত্বজ্ঞানের জ্ঞাত্র ঐ জ্ঞানীদের মতোই বেদাদি শাস্ত্রবিচারের অপেক্ষা আছে—এর উত্তরে বলা হচ্ছে—

আপনার চরণাম্বুজ-মাধুরীর দ্বারা উল্লসিত অনুগ্রহে শুদ্ধমতি কোনও পরম স্মৃতিশালী জন আপনার নিজ তত্ত্বের জ্ঞাত্র হয়, কিন্তু কেউ নিগমাদি অখিলশাস্ত্রবিচারে সূক্ষ্মবুদ্ধি-স্মনিপুণ-মহান হয়েও এর জ্ঞাত্র হতে পারে না ।

১৩৮ । (এর মধ্যেও আবার রাগভক্তিময় শ্রীবন্দাবনধামে যে জন তৃণগুল্ম জন্মমাত্র লাভ করেছে, তাঁদের ভাগ্য বাঞ্ছা করে স্বব করছেন ব্রহ্মা—)

এই শ্রীবন্দাবনেই তৃণগুল্মতার মধ্যে যে কোনও একটি জন্ম বাঞ্ছা করছি । এটিই ভূরিতর

১৩৯। তদিহ মমাপ্যাহো ভবতু জন্ম কিমত্র ভবে, কিমথ পরত্র গুণ্ম-তরু-পক্ষি-পশু-প্রভৃতে।

অহমপি যেন তে চরণপদ্মনিষেবিজনানাং, ননু চরণাশুজং তব ভজামি নিরস্তমদঃ ॥

১৪০। স্মৃকৃতমহো অহো বত মহোন্নতি-ঘোষজুষাং, যদসি পরং বৃহত্তমসি চিত্রসম্পূর্ণতনুঃ।

মহদহমোঃ পরঃ প্রকৃতিপুরুষয়োশ্চ পরঃ, পরমসুহৃদমো বত যদীয় ইয়ানতুলঃ ॥

ইতি। কিমপি তৃণশূন্যাদি-সম্বন্ধাঃপি, যতো জন্মঃ। ননু সাক্ষাৎকাম্যপি তিষ্ঠতি মদীয়জনাঙ্ঘ্রিরজসি কোহয়মত্যাগ্রহঃ? তত্র তেষামিহ প্রেমাণং নিগূঢ়মাশাসনস্তানেব সগদগদং শ্রোতি—স্বজনেতি। জাতীতি—অহো হুয়ি মমতাপরিপাটীতি ভাবঃ। অতএব বেদৈরপি অতিশয়েন বিমুগ্ধ্যমেব, ন তু প্রাপ্তম্। তথা চ “তদ্ভূরিভাগ্যম্” ইত্যাদি ॥

১৩৯। তদেবাত্যোঃস্বক্যেন স্পষ্টমেবাহ—তদिति। অত্র ভবে ইতি। স্বজনগণশ্চেত্যন্ত প্রকাজ্জ্বাৎ অত্র ভবে মনুষ্যমাত্রযোনৌ, পুনরতিদৈত্বাদয়েন তত্র স্বস্ত যোগ্যতাভাবমাশঙ্ক্যাহ—পরত্র গুণ্মেত্যাদি। অত্র লক্ষ্যকৃতা, তৎসঙ্গা-স্তাদৃশং ভজনমশুক্যোত্যাং। তত্র বৃন্দাবনস্থানাং তরুশূন্যাদীনাং পুষ্প-পল্লবাদিপ্রসাধনপ্রদানৈঃ শুকাদিপক্ষিণামপি প্রিয়ভাষণৈর্গর্ভাদিপশুণামপি ভাৱাদিবহনৈঃ প্রসিদ্ধং ভজনমস্মীতি। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৩০) “তদস্তু মে নাথ” ইত্যাদি ॥

১৪০। ননু ত্র্যানামেষামেব কিং তদভাগ্যং তন্নি কুং ন শকাতে, কিন্তু “ফলেন ফলকারণমনুষ্যমীয়েত” ইতি ত্রায়েন কথঞ্চিচ্ছ্যত ইত্যাহ—স্মৃকৃতমিতি। অহো ইতি পুনরুক্তিরত্যাশ্চর্যে। বতেতি তত্রাপ্যতিচমৎকারে। মহতী উন্নতির্যন্ত তৎ। মহদহমোর্মহত্ত্বাহাঙ্করয়োৰ্ভঙ্গ্যা তু তদধিষ্ঠাতৃবাদ্ভ্রঙ্করদ্রয়োঃ পরঃ। কিয়দেতৎ প্রথমকক্ষাগতং মাহাত্ম্যমিতি তয়োৱপি পরয়োঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োৱপি পরঃ। ননু “বৃহত্ত্বাদ্ভ্রঙ্করদ্রয়োঃ পরমং বিদুঃ” ইতি ব্রহ্মৈব

ভাগ্য, যেহেতু তা হলে আপনার জনের পদরেণু স্পর্শন হতে পারবে। (সাক্ষাৎ আমি এই সম্মুখে উপস্থিত থাকতে মদীয়জনের পদরেণুর জন্ত এই অত্যাগ্রহ কেন? এর উত্তরেই যেন তাঁদের মতো নিগূঢ় প্রেমের অভিলাষ করে তাঁদের স্তব করছেন ব্রহ্মা—স্বজন ইত্যাদি) আপনার নিজজনগণের জাতি-কুলশীলধনাদি সব কিছুই আপনি। (অহো আপনাতে কি মমতা-পরিপাটি তাঁদের, তাই তাঁদের চরণ-রজে আগ্রহ করছি) আপনার চরণরজ তো অহো আজও বেদ খুঁজে বেড়াচ্ছে—পায়নি।

১৩৯। (অতঃপর অতিশয় ঔৎসুক্যে খোলাখুলি বলছেন—তদिति)

হে প্রভু, এখনই যে-কোনও মনুষ্যযোনিতে আমার জন্ম হউক। (পুনরায় অতি দৈত্বাদয়ে ওতে নিজের যোগ্যতাভাব আশঙ্কা করে বলছেন) অথবা পরজন্মে গুণ্ম-তরু-পক্ষী-পশু প্রভৃতি যে-কোন যোনিতেই জন্ম হউক না-কেন আমি যেন আপনার শ্রীচরণাশুজ নিষেবিজনের সঙ্গপ্রভাবে নিরহঙ্কার হয়ে আপনার ভজন করতে পারি।

১৪০। (যদিও ব্রজবাসিদের ভূরিভাগ্যের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তথাপি ‘ফলের দ্বারা বৃক্ষের পরিচয় কিছুটা পাওয়া যায়’ এই ছায়া অনুসারে কিছুটা বলা হচ্ছে—)

মহৎ-অহঙ্কার তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ, প্রকৃতি-পুরুষ থেকেও শ্রেষ্ঠ, সর্বপরমভূত ব্রহ্মেরও আশ্রয়, চিত্রসম্পূর্ণ-তনু আপনি অহো যাঁদের পরম সুহৃদ্রম সেই ব্রজবাসিদের স্মৃকৃতি যে অহো কি মহা উন্নত কক্ষায় অবস্থিত তা কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়?—যায় না। (এ-স্মৃকৃতির কারণ তাঁদের রাগান্বিকা প্রেম।

- ১৪১। অহমিহ ধৃত্যং কিমনু বচি গবাং সূদৃশা—মপি জগদুত্তরাং জগদধীশ ভবান্ ভগবান্।
 অপিবদন্তুমং বত যদীয়পয়োধরজং, রসমিহ বৎসবৎসপসলীল-শরীরধরঃ ॥
- ১৪২। অথ মনুজাকৃতিং গতবতামিহ ঘোষভুবাং, করণকুলাশ্রয়াস্তব পদাম্বুজশীধু কিয়ং।
 যত্পালভামহে তদবশিষ্টমনেন বয়ং, বহুসুভগা অমী কিমুভবন্তু গিরাং বিষয়াঃ ॥

বহুত সর্বপরমভূতেনে ক্ষয়তে? তত্রাহ—বৃহৎ ব্রহ্ম পরং পরমভূতং সং জমসি; (গীঃ ১৪।২৭) “ব্রহ্মণোহপি প্রতিষ্ঠা-
 হহম্” ইত্যাদি-প্রতিবাক্যাস্তা তস্তাপ্যাস্রয়ভূতশ্চিদরসপূর্ণতত্ত্বস্বমেব ভবসীতাথঃ। এবংভূতস্তং যদযস্মাং ঘোষজুষাং
 ব্রজবাসিনাং পরমসুহৃদমং, ন চ সুহৃদেব, নাপি পরমসুহৃৎ, নাপি পরমসুহৃদন্তরশ্চেতি ভাবঃ। তত্রাপ্যতিবিস্ময়ে বতেতি,
 ইয়ান্ এতাবান্ অতুলো নিকূপণোহপি ত্বং যদীয়ঃ স্বস্বামিসম্বন্ধেন যেযাং স্বামীভ্যর্থঃ। তত্র তাদৃশঃ প্রেমেব কারণমিতি
 ভাবঃ। তেন তৈরেব সেবিতৈস্ত্বংপ্রসাদেন ত্বং লভ্যসে, নাহথেষ্যতঃ সাধুত্বং নয়্য—তব জনাজিহ্বরজঃস্পনমিতি। তথা
 চ (ভাঃ ১০।১৪।৩২) “অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্” ইত্যাদি ॥

১৪১। তেষপি মধ্যে মুখামুখ্যাতরাণাং মহাত্ম্যাং পুনরতীব দুষ্পারমিতি দিগ্‌দর্শনরীত্যাহ—অহমিহেতি। ইহ
 ব্রজে, পুনরিহেতি অত্র সময়ে, বৎসবৎসপেতি বহুবিধরূপধারণেন তং পানং তব মহাতল্লাভপরবশ্যব্যাঞ্জকমিতি ভাবঃ।
 তথা চ (ভাঃ ১০।১৪।৩১) “অহোহৃতিধরাঃ” ইত্যাদি ॥

১৪২। করণকুলাশ্রয়া ইন্দ্রিয়কুলাজ্ঞাপিত্বা তদধিষ্ঠাতৃদেবতত্বেন বয়মিত্যর্থঃ। অত্র যত্প্যভিগমস্তরাংখন এব বিষয়-
 ভোগঃ, ন তু তত্ত্বংকর্তৃ ণাগিঙ্গিয়াধিদেবানাগিত্যম্যাক্সিস্কাস্তত্বাংপি বুদ্ধৌ ব্রহ্মা হিষ্টতি, চক্ষুষি সূর্য্যস্টিষ্টতি, তং তদধি-
 ষ্টাতারং বিনা তু তত্‌দ্বিঙ্গিয়ং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠানামপি রূপরসাদীন্যং গ্রাহকং ন স্তাদিতি সামান্যদৃষ্টা অধ্যাত্মবিদ্যাং প্রবাদো-
 হপি শ্রীকৃষ্ণে প্রেমোৎকর্ষ্যবত্যাং ব্রহ্মাদীন্যামানন্দহেতুঃ, কর্তৃত্বমাত্রৈর্গেব ভোক্তাভিনিমানস্বীকার্যাং প্রেমণামেব বিলক্ষণেয়ং
 প্রক্রিয়া দৃশ্যতে চাত্তত্র পত্তাবল্যাদৌ—(১৭৯) “মিথ্যাপবাদবচসাপ্যভিমানসিদ্ধি” ইত্যাদীতি। অতথা চিদানন্দময়বশুযা
 শ্রীভগবৎপরিবারাণাং তেষামিঙ্গিহাদেঃ প্রাকৃতত্বমেব ন শক্যতে বক্তৃম্, কুতস্তত্র তত্র তৎপ্রপঞ্চগতানাং ব্রহ্মাদীন্যং প্রবেশ

যেহেতু তাঁদের সেবাবারা তাঁদের প্রসাদেই সেই স্কৃতি পাওয়া যায়, অন্য উপায় নাই তাই আমি ঠিকই
 বলেছি ‘জনাজিহ্বরজঃ স্পনম্’ ১৩৮ শ্লোকে।)

১৪১। (এই ব্রজবাসীদের মধ্যেও মুখামুখ্যগণের মহাত্ম্য পুনরায় অতীব দুষ্পার, তাই দিগ্‌দর্শন-
 রীতিতে বলা হচ্ছে—)

হে জগদীশ্বর, আমি এ ব্রজগাভীদেব এবং ব্রজাঙ্গনাদের লোকোত্তর মহিমার কথা কি বলব—
 যেহেতু আপনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ হয়েও বৎস-বৎসপালকগণের বহুবিধ শরীর ধারণ করে হায় যাদের
 সর্বশ্রেষ্ঠ স্তনরস ব্রজে এই এখনই লীলায় পান করলেন।

১৪২। এ-ব্রজে মনুষ্যাকৃতি যে ব্রজবাসী আছেন তাঁদের ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আমরা
 তাঁদের উপভুক্ত আপনার পদাম্বুজমধুর মৎকিকিৎ অবশিষ্ট যা লাভ করছি তাতেই বহুভাগ্যবান্ হয়ে
 যাচ্ছি। তাঁদের অপার মহিমার কথা আর বলবার কি আছে? (প্রাকৃত জগতের এ-ব্রহ্মাদি দেবতাগণ
 এঁদের ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হতে পারে না, তবে ব্রহ্মার এ-উক্তি প্রেমেরই এক বিলক্ষণ প্রক্রিয়া—
 পত্তাবলিতে আছে ‘মিথ্যাপবাদ-বচসাপ্যভিমানসিদ্ধিঃ’।)

- ১৪৩। বিষবিষমস্তনাপি কৃতমাতৃশুবশতয়া, সমজনি পূতনা তব সুধাম্নি সহাবরজা।
ধনজনজীবনাচ্ছিলদানকৃতাং কিমহো, ব্রজপুরবাসিনাং বিবরিতেতি ভবাম্যপধীঃ ॥
- ১৪৪। অথ বত লোভ-কোপ-মদ-মৎসর-কামমুখা, বিদধতি তাবদেব হি জনস্ত মলিন্মুচতাম্।
গৃহমপি তাবদস্ত পরমেশ্বর বন্ধগৃহং, তব চরণাজ্যোর্ন খলু যাবদয়ং নিরতঃ ॥
- ১৪৫। অহহ বিদম্ভি যে তু মহিমানমহো ভবতঃ, স্তভগ বিদম্ভ তে স্কৃতিনোহিতিবিদগ্ধধিয়ঃ।
ন হি বিবদামহে ন খলু তেষু ঘৃণাং তনুমো, মম তনুহৃদগিরামপদমেব ভবম্মহিমা ॥
- ১৪৬। ইদমমুমুচ্ছতাং কৃপণবৎসল যামি ভবৎ-কৃতপরমেষ্ঠিতাস্পদপদানুপদঃ পদবীম্।
অখিলজগজ্জ্ঞানান্তরবিদেকচিদেরকরসো, মম হৃদয়ক বেৎসি তব দেব নমামি পদে ॥

ইতি। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৩৩) “এষাং তু ভাগ্যসহিতাচ্যুত” ইত্যাদি ॥

১৪৩। কৃতো মাতৃশোভাদয়া ইব বেশো যয়া তস্যা ভাবস্ততা তয়া, সুধাম্নি শোভনধাম্নি বৈকুণ্ঠে, সমজনি সমভূৎ। কিং বিবরিতা? কং বরং ভবান্ দাস্ততীতি তদনুসারেণৈষামুচিতস্ত বরস্তাসম্ভবাৎ ঋণিতেন তবৈতৎ পারতস্ত্যাং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৩৫) “এষাং ঘোষনিবাসিনাম্” ইত্যাদি ॥

১৪৪। এষাং তাদৃশস্ত প্রেম্ণস্তাবদাস্তাং মহিমা দূর এব, সামান্যতো ভক্তেরেব মহিমা পরমদ্রুত ইত্যাহ—
অথেতি। মলিন্মুচতাং মালিনম্; তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৩৬) “তাবদরাগাদয়ঃ স্তেনাঃ” ইত্যাদি ॥

১৪৫ ভগবদ্ভক্তিরহস্তোদঘাটন-চাপলান দস্ত ভগবন্ত্ত্ববিজ্ঞম্ভতামাত্রমাশঙ্ক্য সপ্রশ্রয়মাহ—অহহেতি। অতি-
বিদগ্ধধিয় ইতি বিরুদ্ধলক্ষণয়া শ্লেষণে তু আকাশপরিমাতৃণামিব বিশেষতো দগ্ধেব ধীন্তেষামিতি। তথৈব স্কৃতিন
ইত্যাত্রাপ্যাকারপ্রশ্লেষ ইতি ন বিবদামহ ইতি তৈবিবাদোহপি পরমমূর্ত্যেতি ভাবঃ। ঘৃণাং ন তনুম ইতি ভবন্ত্ত্বনিশ্চয়-
চাপলামাত্রং কৃতবতো মমপি তাদৃশং জাতমিতি ভাবঃ। কিন্তু ভগবৎকৃপয়া সাম্প্রতমেব সা মম মূর্ত্যাপগতেত্যাহ—
মম ইত্যাদি। অপদমনাস্পদমগমা এবৈত্যর্থঃ। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৩৮) “জানন্তু এব জানন্তু” ইত্যাদি ॥

১৪৩। পূতনা বিষবিষমস্তনী হয়েও শুধুমাত্র মাতার শুবশ-ধারণে হেতু আপনার শোভন-ধাম
বৈকুণ্ঠ সহোদরগণসহ সঙ্গ সঙ্গ প্রাপ্ত হল। ধন-জন-জীবনাদি অখিল দাতা ব্রজবাসীদের অহো
আপনি কি বর দিতে পারেন? এ-বিষয়ে আমি মোহপ্রাপ্ত হচ্ছি।

১৪৪। (এঁদের তাদৃশ প্রেমের মহিমা দূরে থাকুক সামান্য ভক্তির মহিমাই পরমাদ্রুত—
এ-আশয়ে বলা হচ্ছে—)

অহো, লোভ-কোপ-মদ-মৎসর-কাম প্রমুখ সে-পর্যন্তই জীব-চিন্তে মালিন্য বিধান করে, সে-পর্যন্তই
হে পরমেশ্বর এদের গৃহও কারাগৃহ হয়ে থাকে যে-পর্যন্ত-না আপনার চরণকমলে এরা আসক্ত হয়।

১৪৫। হে সুন্দর, অহহ, আপনার মহিমা যাঁরা জানে তো জানুক, তাঁরা স্কৃতিশালী
অতি বিদগ্ধবুদ্ধি। আমি তাদের সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না, তাদের ঘৃণাও করি না, আমার তো
তনু-হৃদয়-বাক্যের অগোচর আপনার মহিমা।

১৪৬। (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মার এত স্তবের পরও মৌন ধরে থাকলে তাঁকে সম্প্রতি ব্রহ্মলোকে

১৪৭ । গতে স্বয়ংভুবি ভুবি সুবিমলায়াং নবতৃণাকুরাচামোদারমোদা রভসেন চরন্তী পূর্ববৎ সা বৎসাবলিরথ রথচরণপাণিনা দদৃশে ॥

১৪৮ । তদনু কলকোমলগভীর-হাস্কারকলিতচলনেঙ্গিতানুবিদ্ধ-লঘুলঘুযষ্টিকাঘূর্ণনে সসম্ভ্রম-ভ্রমণেন মুখবিবরবিগলদর্কীবলীতৃণাকুরনিকর-করস্থিত-ধরণিতলং বৎসকুলমহু মনুজাকৃতি পরং ব্রহ্ম ব্রহ্ম-মোহনানন্তরমনন্তরমণীয়রহস্ত-হস্তমান-পরমোপযোগি-যোগিকুলং পূর্বভোজনস্থলমহুসসার ॥

১৪৬ । অথ তাদৃশস্বাভায়াং তে নৈব কৃপয়তাপি ভগবতা কৃতমোনে “যাবদধিকারমাধিকারিকাগাম্” ইতি ত্রয়েন স্বস্ত সত্যলোকপ্রস্থাপনমেব প্রাপ্ততমভিপ্রেতমিত্যনুযায় সলালসাগর্ভবিনয়ং সময়োচিতমাহ—অনুমতিং কুরু, পদবীং সত্যলোকং যামি । কাদৃশঃ ? ভবতৈব কৃতং স্বাজ্ঞায় প্রযুক্তং যৎ পরমেষ্ঠিতাম্পদং পদং সৃষ্টাদি-ব্যবসায়ন্তেনৈবানুপপত্তে অনুগচ্ছতীতি তথাভূতঃ । তেনাদ্রাবস্থানানন্তর্য তাদৃশ-ত্বদাজ্ঞাস্থায়িত্বমেব মম নিকৃষ্টদাসস্ত যুক্তমিতি ভাবঃ । অখিলানামেব জগজ্জ্ঞানামন্তরং বেৎসি, অতন্তম্ভাষ্যপতিতস্ত মমাপি হৃদয়ং কিং ময়া স্বাভিলষিতং মুহুর্বিজ্ঞাপ্যমিতি ভাবঃ । তেনৈব তদধিকারান্তে মদভীষ্টং সম্পাদয়িত্ব শ্রীভগবচ্চরণা এব প্রমাণমিতি ত্রোত্যাতে । ন চ প্রাকৃতস্তেব তবাত্র বিস্মৃতিঃ সন্ত্যাব্যোতি ত্রোতয়গ্নাহ—একো মুখাশ্চিদেকরসো জ্ঞানঘনরসময় ইত্যর্থঃ । তথা চ (ভাঃ ১০। ১৪। ৩৯) “অনুজানাহি মাং কৃষ্ণ” ইত্যাদি । অত্র (ভাঃ ১০। ১০। ১৪। ৩০) “তদন্তু মে নাথ” ইত্যাদি, (ভাঃ ১০। ১৪। ৪০) “শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্কর-” ইত্যন্তানাং মূলপত্তানামধিক্রমানুরোধেন পাঠক্রমস্ত্যক্তঃ । তত্র (ভাঃ ১০। ১৪। ১) “পশুপাদজায়” ইতি স্তবোপক্রমানুরোধেনাভ্যুপযুক্তত্বাভাবাদব (ভাঃ ১০। ১৪। ৩৭) “প্রপঞ্চঃ নিম্প্রপঞ্চোহপি” ইতি “শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুল-পুষ্কর-” ইতি পশুপদ্যাতো ন বিস্মৃতঃ, কিন্তু একাচিদেকরসো নদান্যোতি পদাভ্যামুটকিত এব । শ্রীমদ্ভগবতশ্লোক-ব্যাখ্যা-চাতুর্ধবন্ধিয়াম্ । তদৈকার্থ্যরসাস্বাদে দিগ্ভ্রমাত্রমিহ দর্শিতম্ ॥

১৪৭ । নবতৃণাকুরাগামাচামেন আপাদেনোদারো মোদো যন্তাঃ সা । রভসেন হর্ষণে ॥

১৪৮ । হাস্কারঃ পরাবর্তনার্থং তাদৃশসঙ্কেতধ্বনিস্তেন কলিতং কৃতং চলনেঙ্গিতং তস্তাপি অঙ্গিতয়া অঙ্গিহেন

প্রস্থাপনই প্রভুর অভিপ্রেত একরূপ অনুমান করে সলালসাগর্ভ বিনয়বাক্যে সময়োচিত প্রার্থনা একরূপ করলেন ব্রহ্মা—)

হে দীনজনবৎসল প্রভু, আপনার আজ্ঞায় নিযুক্ত ব্রহ্মপদে করণীয় সৃষ্টাদি কার্যানুসারে ব্যবহারকারী আমি অনুমতি পাই তো ব্রহ্মলোকে যাই—অখিল জগজ্জ্ঞানের অন্তরবিদ মুখ্য জ্ঞানঘনরসময় আপনি আমার হৃদয়ও জানেন—হে দেব আপনার শ্রীচরণকমলে প্রণাম করছি ।

ভোজনলীলার সমাপ্তি :

১৪৭ । ব্রহ্মা তাঁর নিজলোকে চলে গেলে চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ পরমনির্মল বিচরণভূমিতে পূর্ববৎ আনন্দে বিচরণরত অবস্থায় সেই নবতৃণাকুর আশ্বাদনে প্রফুল্লিত গোবৎসগণকে দেখতে পেলেন ।

১৪৮ । অতঃপর যুতুমধুর কোমল গম্ভীর হাস্কার ধ্বনিতে চলন-ইঙ্গিতের সাথে সাথে লঘু লঘু যষ্টি ঘূর্ণনের ভয়ে তাড়াতাড়ি চলনে যাদের মুখ-গহ্বর থেকে অর্দ্ধচর্চিত তৃণাকুরনিকর বিগলিত হয়ে ভূমিতল আচ্ছাদিত করে দিচ্ছিল সেই বৎসপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নরাকৃতি পরংব্রহ্ম যিনি ব্রহ্মমোহন-লীলার পর অনন্ত রমণীয় রহস্যময় হাসিতে পরমযোগ্য ব্রহ্মাদি যোগিগণকে পরিহাস করছিলেন সেই

১৪৯। সারভূতাং মুকুটমণিমিমমালোক্য তেহপি তদনবলোকন-বৈমনস্তং বৈ মনস্তপ্তস্যা যত্প-
জগ্মুস্তদপহায় হায়নং গতমপি ক্ষণাৰ্দ্ধমিব মত্তমানা মানান্তরানধিগম্যমানমহিমানমহিমানহারিহারিচরিতমুপ-
ব্রজন্তো ‘নাভোজি ভো জিতরিপুসমীকবল ! কবল একোহপি ভবন্তুমন্তরেণ’ ইতি বদন্তো দন্তোজ্জল-
কিরণমঞ্জরীজরীজন্তমাণমধুরাধরা ধরাভরাপহারিণং হারিণং তমভিত আবক্রঃ ॥

১৫০। তদনু দনুজদমনোহপি মনোহপিধায়িনীং সপ্রণয়মুবাচ বাচমতিমধুরতরাম্। ‘এবমেব মে
প্রণয়লোভবতাং ভবতাং সুচিরময়ি ময়ি হৃদসৌহৃদসৌরভম্’ ইতি নিগদিতা দিতাখিলতাপা লতাপাশ-
বলয়বলয়িতকরাঃ করাগ্রং ভগবত আধৃত্য ‘এহি চিরারন্ধ্রমশনং সমাপয়ামো যামোহশনয়ায়াঃ পারম্’ ইতি
মিতিরহিতকথামোদেন তেষাং জাতকৌতুকঃ স দানবনাশনো বনাশনোৎসব-পরিসমাপ্তিমভিলাষ ॥

১৫১। অথ ভোজনরস উপরতে পরতেজসা তেন দিবসমর্গেল্লাটন্তপস্তাহতপস্তাপনোদায়
অচুবিকং লঘুলঘুষ্টিকাঘূর্ণনং তেন হেতুনা যৎ সসম্মমং ভ্রমণং তেন ॥

১৪৯। মানান্তরেণ প্রমাণান্তরেণানধিগম্যমানো ন জায়মানো মহিমা যন্ত তম্। অহিরবাসুরন্তস্ত মানহারি
জ্ঞাননাশকং গবহারীতি বা হারি মুগ্ধং চরিতং যন্ত তম্। একোহপি কবলো ন অভোজি। ভো ইতি সম্বোধনে। সমীকং
সৈগম্ ॥

১৫০। মনসোহপিধায়িনীং প্রেমণা আচ্ছাদনকারিণীম্। অয়ি সম্বোধনে। ময়ি বিষয়ে যৎ হৃদং হৃদয়প্রিয়ং
সৌহৃদং তন্ত সৌরভং তদ্বদিশ্রিয়াল্লাদকত্বম্। দিতঃ পণ্ডিতোহখিলতাপো যেবাং তে। অশনয়ায়াঃ ক্ষুধায়াঃ;—
“অশনয়া বুভুক্ষা ক্ষুঃ” ইত্যমরঃ ॥

তিনি পূর্বভোজনস্থলী-পথ ধরে চলতে লাগলেন।

১৪৯। সারগ্রাহিগণের মুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণকে দেখে গোপবালকগণও তাঁর অদর্শনে মনে যে
সহসা উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল তা ত্যাগ করে, অতীত হয়ে যাওয়া একবৎসরকালকে ক্ষণকাল মনে
করে প্রমাণান্তরের দ্বারা অনধিগম্যমান মহিম, অঘাসুরের জ্ঞাননাশক সেই মুগ্ধচরিতের নিকট গিয়ে
বললেন—‘হে রিপুসৈন্তবলজেতৃ সখা, এই দেখ তোমাকে ছারা একটি প্রাসও মুখে তুলিনি’ এই
বলতে বলতে দন্তের উজ্জল কিরণমঞ্জরীতে দীপ্তমধুরাধরা সখাগণ পৃথিবীর ভারনাশকারী হরিকে
চতুর্দিকে ঘিরে ধরলেন।

১৫০। অতঃপর দনুজদমনও মনো-আচ্ছাদনকারী প্রণয়ের সহিত অতি মধুরতর বাক্যে
বললেন—‘এই দেখ, আমার প্রণয়লুপ্ত তোমাদের চিত্তে নিত্যসখা এই আমাতে যে হৃদয়গ্রাহী সৌহার্দ-
সৌরভ রয়েছে তা এই রূপ ইন্দ্রিয়ের আল্লাদকই বটে’—একথার পর অখিল বিরহতাপমুক্ত লতারজু-
বলয়ে রচিত কঙ্কনে শোভন সখাগণ ভগবানের করাগ্র ধারণ করে বললেন—‘এস হে সখা, বহুকাল
পূর্বে আরন্ধ্র ভোজনপর্ব এবার শেষ করেনি, আর ক্ষুধার নিবৃত্তি করেনি’। তাঁদের একরূপ সীমাহীন
কথার আনন্দে জাতকৌতুক দৈত্যনাশক কৃষ্ণ বনভোজনোৎসবের এইবার পরিসমাপ্তি অভিলাষ করলেন।

১৫১। অতঃপর ভোজনলীলারস শেষ হলে প্রথর তেজে ললাটদেশ সন্তপ্তকারী সূর্যের তাপ

বিনোদায় বিশ্রামেণ চ ক্ষণমলসতালসতামবয়বানাং খেলাখেদং প্রচ্ছায় প্রচ্ছায়ললিততরুমূলমালম্বমানো
লম্বমানোদারহারঃ সহচরোরুমূলকৃতোপধানো মুহূর্ত্তং সুস্বাপ সুস্বাপতেয়মিব রমণীয়তাদেব্যাঃ ॥

১৫২ । অথ ভগবন্মিলয়-লয়নার্থমিব গগনচত্বরতরমাণে চরম দিগ্বনিতা-নিতান্তপরাভাগভাগতিশয়-
প্রণয়মহিয়েব তদ্বনমালম্বিতুমুপক্রান্তেহপক্রান্তে চ সকললোকতাপতোহপতোষতয়া কমলিনীমলিনীভাব-
ভাবয়িতরি তরিমিব গগনপারাবারপারাবারয়োঃ স্বমণ্ডলীমণ্ডলীনাগিব চিকীর্ষতি ভগবতি গভস্তিমালিনি
বেণুবিবাণধ্বনিধ্বনিত-দিখলয়া নিলয়ায় নিভৃতহৃদয়া হৃদয়াধিনাথেন তেন সহ সহচরাঃ সর্ব এব সর্বতো
বৎসান্ সমবহারয়ন্তো রয়ং তোষন্তাসাচ্চ ব্রজন্তো ব্রজং তোয়দেন সহ নভোদিবসা ইব ভোগিনস্তশ্চৈব
পূর্ণাভোগং ভোগং বীক্ষ্য সর্কৌতুকং ‘অহো ! মহোজ্জ্বলং নঃ খেলাগহ্বরমিদং জাতম্’ ইতি পরম্পরং

১৫১ । দিবসমণেঃ সূর্যশ্চ ; কীদৃশশ্চ ? পরতেজসা ললাটস্তপশ্চ ; (পা০ ৩২২৬) “অসূর্যললাটয়োদৃশিতপোঃ”
ইতি শব্দ । তৎসম্বন্ধিন আতপস্তাপনোদায় নিবারণার্থং বিশ্রামেণ হেতুনা ক্ষণং বিনোদায়ানন্দার্থং ভোজনহেতুকং
অলসতয়া আলস্তেন লসতাং শোভমানানামঙ্গানাং খেলাজনিতং খেদং প্রচ্ছায় দূরীকৃত্য ; ‘ছো ছেদনে’ ; প্রকৃষ্টা ছায়া
ষত্র তথাভূতং তরুমূলং সুস্বাপ । কীদৃশম্ ? রমণীয়তাদেব্যাঃ শোভনং স্বাপতেয়ং ধনমিব ; (পা০ ৪৪১১০৪) “পথাতিথি-
বসতিস্থপতেচ’ঞ্” ইতি চঞ । রমণীয়ত্বস্ত সর্বস্বভূতং তৎ, শয়ননিত্যার্থঃ ॥

১৫২ । ভগবতো নিলয়ে লয়নং সংশ্লেষঃ প্রাপ্তিস্তদর্থমিব গভস্তিমালিনি সূর্যে গগনচত্বরাং তরমাণে সতি শ্রীকৃষ্ণ-
সঙ্গিনাং তেষাং সুখময়সময়শ্রাঙ্গপ্রমাণত্বভাণ্যং সর্বে সহচরাঃ শ্রীকৃষ্ণং পুরো নিধায় পুরঃ পুৰ্যাঃ পুরোহগ্রদেশস্ত সমীপয়ুগ-
সীদস্তি স্মেতার্থঃ । গভস্তিমালিনি কীদৃশে ? চরমদিগেব বনিতা তস্তা নিতান্তপরাভাগমতিশয়শোভাং ভজতে তথাভূতো
ষোহতিশয়প্রণয়স্তস্ত মহিয়া ইব তদ্বনমালম্বিতুমুপক্রান্তে কৃতারস্তে । ততশ্চ সকললোককর্মকাং তাপতোহপক্রান্তে
নিবৃতে তদ্বনিতা-বিরহসন্তপ্তেনেব তেন সকললোকতাপনাং । ততশ্চ অপতোষতয়া স্বকর্ষকত্যাগেন গতসন্তোষতয়া
কমলিতা মলিনীভাবস্ত ভাবয়িতরি উৎপাদকে । কিঞ্চ, স্বমণ্ডলীং নিজবিষম্, অণ্ডলীনাং ব্রহ্মাণ্ডকটাহলগামিব চিকীর্ষতি ।

নিবারণের জন্ত, বিশ্রামের দ্বারা ক্ষণকাল চিত্তবিনোদনের জন্ত দোলায়মান বিশাল হারে শোভিত
শ্রীকৃষ্ণ ঘন ছায়াযুক্ত ললিত তরুমূল আশ্রয় করে আলসে শোভন অঙ্গের খেলাখেদ দূর করে সখার
উরুমূল উপাধান করে রমণীয়তাদেবীর শোভন সম্পত্তির মতো সুখনিজ্রায় মগ্ন হয়ে গেলেন ।

উত্তরগোষ্ঠ পথে :

১৫২ । ভগবান্ সূর্যদেব গগনচত্বর থেকে যেন ঘরে ফেরার তাড়ায় ব্যস্ত হয়েই পশ্চিম দিগবধূর
শোভাতিশয্যকে উজ্জ্বলকারী প্রণয়াতিশয্যের মহিমাশ্বরূপ নিজ ভবন আশ্রয় করতে আরম্ভ করলে,
সকল লোকের তাপ নিবৃত্তি হলে, সূর্যকর্তৃক ত্যাগের অসন্তোষতায় কমলিনীর মলিনীদশা সৃজন হতে
থাকলে, গগনসমুদ্র-পারাপার তরীসম সূর্যমণ্ডলকে যেন ব্রহ্মাণ্ডকটাহ-তটে ভিড়াবার ইচ্ছায় সূর্যদেব
গগনপ্রাঙ্গন থেকে নিয়গামী হলে হৃদয়াধিনাথের সহিত ঘরে ফেরার জন্ত নিশ্চলমতি সকল সহচরগণ
বেণুবিবাণের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে দিগদিগন্তর মুখরিত করতে করতে চতুর্দিক থেকে গোবৎসসমূহকে একত্র
করতে করতে সমেঘ শ্রাবণমাসের মতো আনন্দবেগে উচ্ছলিত হয়ে ব্রজের পথে চলতে চলতে সেই

গদন্তোহগদং তোদহরমিব শ্রীকৃষ্ণং নিধায় পুনঃ পুনঃ সমীপং সমুপসীদন্তি স্ম ॥

১৫৩। তত্র চ মাতৃস্তনপানোৎসুকতয়া সত্ত্বরাগ্রচরণা রণাজিরোদিহরমহসি মহসিদ্ধিকৃতি পশ্চা-
দ্বর্ত্তিনি ভগবতি বিলম্বমানোত্তরচরণা ইব সর্বে বৎসা উভয়তত্ত্বরাহরাভ্যাং সহজতোহপি মন্থরগতয় এব
বভূবুঃ ॥

১৫৪। প্রবিষ্টে চ ব্রজপুরং ব্রজপুরন্দরনন্দনে কলমধুরমুরলীরবমধুভিঃ কুব্ধতি সকললোকশ্রুতি-
সেচনকমসেচনকমধুরিমণি রচয়তি সমস্তজন-জীবনাগমনমিব স্নেহভরনির্ভরনিভুর্গহ্নদয়াভ্যাং তন্মুরলীনাদ-
গুণেনাকৃষ্টাভ্যাং পিতৃভ্যাং প্রাতোলী-তলমূপসেদে ॥

স্বমণ্ডলীং কীদৃশীম্ ? গগনমেব পারাবারঃ সমুদ্রস্তম্ভ পারাবারয়োঃ পারাবারতটয়োগসনার্থং তরিমিব নৌকানিব ;
শ্লেষণে স্বমণ্ডলীং স্বগোষ্ঠীং তথাভূতাং চিকীর্ষতি । তবনিতাহ্নানমেকাকিৎসেনৈব জিগমিষয়েতি ভাবঃ । রয়ং বেগম্,
তোষন্তু সন্তুষ্টেঃ, অসাম্য প্রাপ্য, ব্রজং গোষ্ঠম্, নভসঃ শ্রাবণন্তু, দিবস ইতি তদবিনাভাবিত্বং ধ্বনিতম্ । ভোগিনঃ
সর্পশ্চ তেষ্টব অঘাসুরশ্চ ভোগং শরীরম্ ; “ভোগং শরীরম্” ইতি ভাগবন্তিঃ ; পূর্ণাভোগং পূর্ণ বিস্তারম্, অগদম্ ঔষধম্,
তোদহরং ব্যথাহরম্ ॥

১৫৩। তত্র চ সমুপসাদনক্রিয়ায়াং সর্বে বৎসা উভয়তোহগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চ ক্রমেণ ত্বরা অত্বরা চ তাভ্যাম্ । তত্র
ত্বরায়াং হেতুঃ—মাতৃস্তনেতি, অত্বরায়াং হেতুঃ—পশ্চাদ্বর্ত্তিনি ভগবতীতি । কীদৃশে ? রণাজিরে যুদ্ধাঙ্গনে উদিহরমুদয়-
শীলং মহন্তেজো যন্তু তস্মিন্, স্বজীবনরক্ষকে প্রেম সমুচিতমেবেতি ভাবঃ । মহসিদ্ধিকৃতি উৎসবসম্পাদকে, ইতি তত্র
প্রেমণি তাদৃশবুদ্ধিপূর্ব্বকতত্ত্বশিক্ষাপি নিরস্তা । সহজতোহপি মন্থরগতয় ইতি ত্বরাতোহপ্যত্বরা আধিক্যং বোধয়তি ।
তেন চ স্বাহ্মদেহাদিতোহপি তেষাং শ্রীকৃষ্ণে প্রেমসিক্যং দ্বোতাত ইতি ॥

১৫৪। শ্রুতিসেচনকমিতি দ্বার্থে কঃ । অসেচনকং পরমানন্দকারী মধুরিমা যন্তু তস্মিন্ ;—“তদসেচনকং তৃপ্তে-
নাস্ত্যন্তো যন্তু দর্শনাৎ” ইত্যমরঃ । তত্র দর্শনাদিত্যপলক্ষণঃ জ্ঞেয়ত্বাপি, তথা দীর্ঘাদিত্বঞ্চ কচিদিতি তট্টীকাকৃতঃ ।

(অঘাসুর) মহাসর্পের পূর্ণবিস্তারিত দেহ দেখতে পেয়ে সর্কোতুকে বললেন—‘অহো এ দেখছি আমাদের
এক মহোজ্জ্বল খেলাগহ্বর রচিত হয়ে আছে’ এরূপ পরস্পর বলাতে বলতে ব্যথাহর ঔষধের মতো
শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে করে নগরপ্রাস্তদেশের নিকট এসে পৌঁছে গেলেন ।

১৫৩। এ-সময়ে মাতৃস্তন-পানোৎসুকতায় যেন সম্মুখ চরণের ত্বরা, আর যুদ্ধাঙ্গনে তেজদীপ্ত,
উৎসবসম্পাদক, পশ্চাত্ত্বর্তী ভগবানের প্রেমে যেন পিছের চরণের অত্বরা—ত্বরাহরা এ-উভয় টানে
স্বাভাবিকভাবেই সকল বৎস মন্থর গতিই হয়ে পড়ল ।

ব্রজপুরে প্রবেশ :

১৫৪। ব্রজপুরনন্দন ব্রজপুরে প্রবিষ্ট হলে কলমধুর মুরলীরবমধুধারা যেন সকল লোকের
শ্রুতিতে মধুবর্ষণ করছিল, পরমানন্দকারী মধুরিমণি যেন রচনা করছিল, এ হয়ে উঠল সমস্তজনের জীবন-
সঞ্চারী সঞ্জীবনী সদৃশ ॥ উচ্ছলিত স্নেহভারে অতিশয় কাতরমনা সেই মুরলীনাদগুণে আকৃষ্ট পিতামাতা
পথতলে নেমে এলেন ।

১৫৫ । তদনু দম্ভজদমনসহচরাশচরাচরগুরুশ্চৈব বৎসরাস্তরকৃতং কৃতং তদতনমিব জানন্তো-
হনন্তোত্তমসন্তোষতঃ স্ব-স্বজননীজননীরজস্কীক্রিয়মাণবপুষঃ সন্তো নিজগচ্ছ—‘জননি ! জননিতান্তবিস্মা-
পকং স্বাপকং চাস্মাকমতিসাহসপুঙ্করং দুষ্করং দুঃসাদং রাসদং কর্ম কৃতবান্, অস্মানপি বিষমবিষমহানল-
দগ্ধানবিদগ্ধানবিলম্বেনৈব জীবয়ামাস চ স চতুরশিরোমণিঃ’ ইতি বৎসরক্ষণা বৎসরক্ষণাহিতলক্ষণাঃ শিশবঃ
সর্বমেবানুপূৰ্ণা কথয়াংবভূবুঃ ॥

১৫৬ । অথ ঘোষরাজো রাজোচিত-পরিচ্ছদকরৈঃ পরিচারকনিকরৈঃ করৈকদিশ্চামানৈরুপচরিতং
চারুচরিতং চারুণাখ্যং প্রভূতনয়ং তনয়ং স্নানপানাহারাদিভিরপসাদিতখেদং খেদম্ভহমানস্ত খরকিরণস্ত
কিরণস্তম্ভঃ কথমনেনসানেন সাধুনাধুনা শিরীষকোমলবপুষা সহ্যত ইতি জনন্যাহনন্যাতিশয়বৎসলয়া
করতলেনামুশ্চমান-সকলাঙ্গং বিশ্রামায় নিযোজয়ামাস ॥

প্রত্যালী রথ্যা ;—“রথ্যা প্রত্যালী বিশিখা” ইত্যমরঃ ॥

১৫৫ । বৎসরাস্তরে কৃতং তৎ কর্ম অঘাস্তরবধলক্ষণম্ । স্বাপকং চ মন্দহাস্তজনকং চ । অতিসাহসেন পুঙ্করং
পুঙ্কলম্, রলয়োরৈক্যাৎ । রাসো বিনোদঃ, বৎসরঃ ক্ষণবদেষমাং তে বৎসরক্ষণাঃ ; বৎসরানং রক্ষণে আহিতলক্ষণা
নিপুণাঃ ;—“গুণৈঃ প্রতীতে তু কৃতলক্ষণাহিতলক্ষণে” ইত্যমরঃ । অত্র এষু মাতৃভিঃ স্বপুত্নাদিব্যবসায়স্ত প্রশ্ন, তাঙ্গৈভিরশি
প্রত্যাস্তরেণ তদনুমোদনম্, শ্রীভগবৎপ্রভাবেন পূর্বস্বরূপেষুপি নিজত্বৈয়মাং স্মৃতিরিত্তি জ্ঞেয়ম্ ॥

১৫৬ । করৈকেন দক্ষিণকরেণ । ‘এতদেতদেবমেবং ক্রিয়তাম্’ ইতি স্বয়মভিমানেন দিশ্চামানৈরাজ্যাপ্যমানৈঃ,
দম্ভহমানস্ত অতিশয়েন দাহবস্ত খরকিরণস্ত সূর্যস্ত কিরণস্তন্দো রশ্মিধারাপাতঃ । এনঃ পাপম্, অনেনসা অবরহিতেন ।
বস্ত্তস্ত পক্ষমাত্ৰপদার্থবহত্রীহিণা অঘবস্ত্রা জনন্য কত্র্যা করতলেনামুশ্চমানানি সকলাঙ্গানি যন্ত তম্ । কীদৃশ্যা ? ন
বিদ্যাতে অগস্ত্যমতিশয়ো যন্তাঃ, ওথাভূতা চাসৌ বৎসলা চেতি তয়া ॥

১৫৫ । অতঃপর অসীম আনন্দে নিজনিজ জননী যখন অঙ্গের ধূলি মুছে পরিষ্কার করে
দিচ্ছিলেন তখন দম্ভজদমন সহচরগণ চরাচরগুরুকৃত এক বৎসর পূর্বের অঘাস্তর-বধ কথা সে-দিনই যেন
কৃত হয়েছে এ-জ্ঞানে বলতে লাগল—‘মা, চতুরশিরোমণি আমাদের সখা আমাদের সকলকেই অত্যন্ত
বিস্ময়জনক, মন্দহাস্তজনক, অতি সাহসপূর্ণ, দুষ্কর, দুর্দ্বিষ, রাসোবিনোদ এক কর্ম সম্পন্ন করেছে, এবং
বিষমবিষমহানলদগ্ধ, অবিদগ্ধ আমাদের অবিলম্বে বাঁচিয়ে তুলেছে ।’

এরূপে এক বৎসরকাল যাদের নিকট ক্ষণবৎ প্রতীয়মান সেই বৎসরক্ষণচতুর শিশুগণ ঐ ঘটনার
সবকিছু আনুপূর্বিক বলে গেলেন ।

১৫৬ । অতঃপর ঘোষরাজের দক্ষিণহাতের ইশারায় আদিষ্ট রাজোচিত পরিচ্ছদ হাতে
অপেক্ষমান পরিচারকসমূহের দ্বারা সেবিত, ‘আকাশে প্রজ্জ্বলিত সূর্যের রশ্মিধারাপাত নিষ্পাপ সুশীল
বাছা আমার কি করে শিরীষ কোমল দেহে তাঁর সহ্য করল’ এরূপ শঙ্কিতা-নিরতিশয় পুত্রবৎসলা
মায়ের হাতে মার্জিত সকলাঙ্গ, চারুচরিত, চারুনয়ন, প্রভূত নীতিবান্ পুত্রকে ঘোষরাজ বিশ্রামের
জন্ত পাঠিয়ে দিলেন ।

১৫৭। গতবতি ভবন-মধ্য-মধ্যবসায়-সহস্রৈরপানধিগম্য-ভাবলীলেহবলীলেহিত-যোগীন্দ্র-বৃন্দভূক্ষর-
করণে ভগবতি ব্রজপুরপুরন্দরোহদরোংসাহসাহসিক্যবশো মহিষ্যা সমং মন্ত্রয়ামাস ॥

১৫৮। ‘অয়ি শ্রীকৃষ্ণজননি! পরিচারকাদিপরিত্রাৎ ইব কৃষ্ণস্ত পৃথগাবাসোহপি কারয়িতুমর্হঃ।’
সহসা হসন্তী সাহসহ—‘সন্তীহ কতি দিবসা অস্ত্র জাতস্ত্র, নাধুনানেন ধুনানেন সকলান্নতাপং শৃণোংসঙ্গয়া
ময়া ভবিতুং শক্যতে ॥’

১৫৯। স চোবাচ বাচমতিকোমলামমলাম—অয়ি ন জানাসি নাসি বিজ্ঞাহবিজ্ঞানামিদমপি
কিঞ্চিদভিমানসুখম্, যদপত্যে জাতমাত্র এব তদৈভব-ভবনায় প্রমোদন্তে সম্পন্ন হি পিতরঃ। সুখবিশেষ
এবায়ম্, কথমত্র শৃণোংসঙ্গয়া ভবিতব্যং ভবত্যা’ ইতি স্মিতপূর্বং তুষ্টীকয়া তয়া কৃতানুমোদনো মোদ-
নোহুতমানমানসস্তদপরেছ্যারভ্য কৃষ্ণার্থং পৃথগেবাঅপুরসদৃশমাঅপুরলগ্নমেব পুরং কারয়ামাস ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কোমারলীলালতাবিস্তারে বৎসক-বকাষাসুরবধ-পুলিনভোজন-

ব্রহ্মমোহনো নাম সপ্তমঃ স্তবকঃ ॥৭॥



১৫৭। কীদৃশে? অবলীল্যৈব ঐহিতং কৃতং যোগীন্দ্রবৃন্দৈরপি ভূক্ষরং করণং কর্ম ব্রহ্মমোহনাদিলক্ষণং যেন
তস্মিন্; অদরেণ অনল্লেন উৎসাহেন সাহসিক্যং সহসা প্রবর্তনং উদ্বশঃ ॥

১৫৮। সা যশোদা আচ। কীদৃশী? সহসা হসন্তী, প্রমত্তাত্যন্তাযোগ্যভ্রমনেন কৃতহাসা। অস্ত্র কৃষ্ণস্য
জাতস্ত্র সতঃ কতি দিবসা: সন্তীতে স্বয়ং গণ্যস্ত্যামিত্যপেক্ষিতস্ত্র শেষস্ত্রান্ত্রিক্রিয়পর্যালোচিতচিকীর্ষিতে অয়ি কিং প্রত্যুত্তরয়ি-
তব্যগিতি ব্যজ্যমানার্থপোষিকা। অনেন শ্রীকৃষ্ণেন, অধুনা ইদানীমেব, ধুনানেন দূরীকূর্ণতা, শৃণোংসঙ্গয়া শৃতক্রোড়য়া ॥

১৫৭। অবহেলায় কৃত ভবলীলা য়ার সহস্র সহস্র অব্যবসায়ে অনধিগম্য সেই যোগীন্দ্রবৃন্দ-
ভূক্ষর কর্মকর্তা ভগবান্ ভবনমধ্যে চলে গেলে ব্রজপুরপুরন্দর সহসা কোন কিছু প্রবর্তনের অত্যাংসাহ-
বিবশতায় মহিবীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন।

১৫৮। ‘অয়ি কৃষ্ণজননী, পরিচারক-পরিচ্ছাদিবং পৃথক্ একটি আবাসও কৃষ্ণের জন্ত ঠিক
করে দেওয়া উচিত’—এ-কথায় সহসা হেসে উঠে কৃষ্ণজননী বললেন—‘এর ক’দিন হয় আর জন্ম হয়েছে
বলুন তো, এখনও কি এ আমার সকল অজ্ঞতাপ দূর করে না তাঁর সুখস্পর্শে, আমি একে কোল
থেকে ছেঁরে দিয়ে শূণ্য কোলে থাকতে পারবো না।’

১৫৯। এর উত্তরে নন্দবাবা অতি কোমল অমল বাক্যে বললেন—‘ওহে তুমি বুঝতে পারছ না
রাণী, তুমি অজ্ঞান দেখছি, কিছু বুঝেন্তে নয়, অজ্ঞান্তে এমনই একটা অভিমান-সুখের উদয় হয়
কখনও কখনও—যেহেতু অপত্যের জন্মমাত্রই সম্পন্ন পিতাদের মনে বৈভববিস্তারের জন্ম সখ হয়।
এ একটা সুখবিশেষ, এতে কি করে তুমি শূণ্যক্রোড়া হবে।’ এ-কথায় যশোদারাণী মৌন ধরে

১৫৯ । সম্প্রদাঃ ধনাদিমন্তঃ, তুষ্ণীকয়া মৌনবত্যা । কৃতহুমোদন ইতি 'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্' ইত্যুক্তেঃ ।
মোদেন নোহুতমানমতিশয়েন প্রের্যমানং মানসং যন্ত সং ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তন্যাং সপ্তমস্তবকসঙ্গমনম্ ॥৭॥



থাকলেন । 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' বুঝে আনন্দোচ্ছল মনে তার পরের দিনই আরম্ভ করে দিয়ে কৃষ্ণের
জন্ত পৃথক্ একটি নিজের পুরের সদৃশ নিজপুর-সংলগ্ন একটি পুর নির্মাণ করে দিলেন নন্দবাবা ।

= শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কোমারলীলাবিস্তারে বৎসকবকাঘাসুরবধ-পুলিনভোজন-

ব্রহ্মমোহন নামক সপ্তম স্তবক =



অষ্টমঃ স্তবকঃ



১। অথ কোঁমারলীলাং তিরোধাপ্য ক্রমানুরোধাপ্যক্রমানুত্তমবয়োহবস্থাবস্থান-স্বীকারেণাবির্ভাবিতপৌগণ্ডো গণ্ডোড্ডমরতারতামন্দহসিতাসবঃ স বনে বিস্মৃতধূলিখেলোলিখেলোড্ডমরকুশুমকন্দুক-খেলাপরোহিপরোক্ষঘনরসো রসোৎসবকরোহবকরোচ্ছিতনিখিলগুণৈঃ সহ সহচরৈর্বৎসরক্ষণক্ষণমপহায় হায়নাভীত ধেনুপালনলীলালীলাবণ্যমুরীচকার ॥

২। এবমস্ত পৌগণ্ডে বয়সি কৈশোরপ্রাগ্ভাব ইব ক্রমবিরলায়মাণতারল্যতয়া প্রথমারঙ্গগান্ধীৰ্য্য-

অষ্টমঃ স্তবকঃ

অথ পৌগণ্ডকৈশোরলীলে যুগপদুদগতে। কৃষ্ণশ্চ গুরুভিঃ কাস্ত্যাবর্গৈরাশ্বাদিতে ক্রমাৎ ॥

পূর্বরাগো ব্রজস্রীণাং কৃষ্ণজন্মতিথৌ মহান্। উৎসবঃ কন্দুকক্রীড়া ধেনুকস্ত বধোহষ্টমে ॥

১। ক্রমানুরোধেন আপ্য্য প্রাপ্যো যঃ ক্রমঃ পরিপাটী;—“ক্রমঃ শব্দো পরিপাট্যাম্” ইতি বিশ্বঃ, তেনানুত্তমায়া অতুত্তমায়া বয়োহবস্থায়া অবস্থিতি-স্বীকারেণাবির্ভাবিতং পৌগণ্ডং যেন সঃ। গণ্ডয়োঃ কপোলযোৰুড্ডমরতা উন্নতি-শুশ্রামারতমন্দহসিতমেব আসবো মধু যত্র সঃ। স শ্রীকৃষ্ণঃ অলীনাং ভ্রমরাণাং খেলয়া উড্ডমরৈরুন্নতৈঃ কুশুমৈ-রেব কন্দুকং তৎখেলাপরঃ। রসায়ো পৃথিব্যা উৎসবকরঃ; অবকরো মালিন্জন্ম; হায়নাভীতো হায়নান্ সংবৎসরপরি-বৎসরেদাবৎসরানুবৎসর-বৎসরান্ পঞ্চ অতীতঃ ষড়্-বৎসরবয়াঃ। ঐশ্বর্যপক্ষেহপি কালাভীতঃ লীলানামালী শ্রেণী তস্তা লাবণ্যম্ ॥

অষ্টম স্তবক

কৈশোর লীলায় পূর্বরাগ :

কৃষ্ণের পৌগণ্ড-কৈশোর অবস্থা বর্ণন :

১। (অতঃপর পৌগণ্ড ও কৈশোরলীলা যুগপৎ প্রকট হলে শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ এবং কাস্ত্যগণ নিজনিজ ভাবানুসারে আশ্বাদন করতে থাকলে—এই অষ্টম স্তবকে যথাক্রমে ব্রজস্রীগণের পূর্বরাগ মহান্ কৃষ্ণজন্মতিথি-উৎসব, কন্দুক ক্রীড়া, ধেনুকবধলীলা বর্ণিত হয়েছে।)

শ্রীব্রহ্মমোহনলীলার পর কোঁমারলীলার তিরোধান ঘটিয়ে ক্রমানুরোধে প্রাপ্য পরিপাটি অনুসারে অতি উত্তম বয়সে স্থিতি স্বীকার করে পৌগণ্ডবয়সের (৫-১১ বৎসর) আবির্ভাব ঘটালেন ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ—ফুলো ফুলো গাল ছুটো তাঁর মন্দ হাসির স্পর্শে মধুর হয়ে উঠল, বনে বনে ধূলিখেলা ভুলে ভ্রমর-গুঞ্জিত উৎফুল্লিত কুশুম-কন্দুকখেলায় তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি, অপরোক্ষ ঘনরসরূপ ষষ্ঠবর্ষে উপনীত শ্রীকৃষ্ণ জগতের আনন্দস্বরূপ নিখিল নির্মল গুণাধার সখাগণের সহিত বৎসরক্ষণোৎসব ছেঁরে দিয়ে ধেনুপালন-লীলাপ্রবাহলাবণ্য স্বীকার করলেন।

স্বাধ্যায়মিব গমনম্, শৈশবদশাসহচরীবিবাহেণ মলিনমুখীভাবমুসরন্তীব লোমলতিকা, ক গতমস্তু বাল্য-
চাপল্যমিতি স্মৃদ্বিচ্ছেদেনেব ক্রমক্ষীয়মাণমবলগ্নম্, ক গতমস্তু শৈশবতারল্যমিতি তদনুসন্ধানধুরন্ধর-
তয়েব চাপল্যমভ্যাস্ত্যন্তী এব নয়নকমলে, সূকবিকাব্যমিব অস্থানস্থপদাদিদূষণরহিতমুদিতম্, কিং বহুনা ?
অধিমধুদিনমনুপর্বকবুরিত-নবাকুরকন্দলদলজ্জামণীয়ক-নবতমালকডম্ববিডম্বকম্, প্রত্যঙ্গরঙ্গিতরঙ্গি-বিশেষ-
মাধুরীধুরীংমন্তরুৎপত্তমান-মধুপরাগমধুপরাগভাগভিনন্দকুড্‌মলীভাবভাবহিতং কুসুমমিব অপাকনিষ্কায়-
মুহুমধুরলুলিতং শ্যামলতালতায়ঃ কিমপি ফলমিব, স্বয়মেব রত্নাহুরেণ পরিবর্তিত-বিশিষ্টরত্নাহুরায়মাণৈরিব
লাবণ্যবিশেষরুপচীয়মানম্, মদমুদিত-মাতঙ্গকুলমিব সদানবাপীনবক্ষোভং বক্ষোভঙ্গিমসঙ্গিমধুরিমাংস-
মাংসলতাভ্যাং তদপ্যন্ত্যদিব প্রতিভাসমানমসমানমঞ্জুলমখিললোকলোচনচমৎকারকারণং বপুঃপূর্বমিব তদা
তদাসীং ॥

২। বালচাপল্যং বালৈঃ সঃ চাপল্যং ধাবন-কুর্দনাচাপযোগি। পদাদীত্যাदि-শব্দাং পদৈকদেশঃ, উদিতং
বাক্যম্। তদা তস্তু তদপি বপুঃপূর্বমিবাসীদিত্যশ্নয়ঃ। কীদৃশম্ ? অধিমধুদিনং বসন্তদিবসেনু, অল্পপৰ পৰ্গি পৰ্গি, প্রতি-
গ্রস্থি ইত্যর্থঃ। কবুরিতৈঃ কিমিরিতৈর্নবাকুরকন্দলদলং প্রস্তুটং রামণীয়কং রামণীয়কং যস্য সঃ তথাভূতস্য নবতমাল-
কডম্বস্ত বিডম্বকং স্বরোমাবল্যাচ্যাদগ্নমশোভয়া তিরস্কারকম্। প্রত্যঙ্গম্ অঙ্গস্ত্র্যঙ্গম্, রঙ্গী রঙ্গসূচকো যন্তরঙ্গিতবিশেষস্তেন
যা মাধুরী তস্মা ধুরীণং বহনসমর্থম্। তরঙ্গিতেতি ক্যঙথকিবস্তাদ্ ভাবে নিষ্ঠা; পৌগণ্ডভাক্‌হেপি অন্তর্গত-কৈশোর-ধর্ম-

২। এইরূপে পৌগণ্ড বয়সের আগমনে শ্রীকৃষ্ণের দেহের কৈশোর-পূর্ববর্তী ভাবসূচক পরিবর্তনের
কথা বলা হচ্ছে—বাল্যচাপল্য ক্রমে ক্রমে বিরল হয়ে এলো, আর এহেতু গমনভঙ্গী হয়ে এলো
প্রথমারক পাঠের মতো মন্তর, শৈশবদশা সহচরীর বিবাহে যেন লোমলতিকা কালোমুখী-ভাবের
অনুসরণে কালো হয়ে এলো, ‘কই গেল এর বালচাপল্য’ এরূপ স্মৃদ্বিচ্ছেদেই যেন কটিটিট ক্রমে ক্ষীণ
হয়ে এলো, ‘কই গেল এর শৈশব-তারল্য’ এভাবে তদনুসন্ধান ধুরন্ধরতা হেতুই যেন নয়নকমল হয়ে
এলো চাপল্য অভ্যাসরত, সূকবির কাব্যের মতো অনুপযুক্ত স্থানে পদপ্রয়োগাদি-দাষণরহিত বাক্-
চাতুরীর উদয় দেখা যেতে লাগলো, আর অধিক বলবার কি আছে—বসন্তকালে প্রতি গ্রস্থিতে গ্রস্থিতে
নব অঙ্কুরিত বিবিধবর্ণের পত্রচয়ে রমণীয় নব তমাল অঙ্কুরকে তিরস্কৃত করে দিতে লাগলো এঁর অঙ্গের
সৌন্দর্য, প্রত্যেক অঙ্গের রঙ্গসূচক তরঙ্গবিশেষের মাধুরী ধারণে সমর্থ হয়ে উঠল দেহ, অন্তরে উৎপত্তমান
মধু ও পরাগের দ্বারা ভ্রমরের অনুরাগ জনয়িতৃ-অভিনব নবীন কলিকাভাবের কান্তিতে উজ্জ্বল কুসুমসদৃশ
হয়ে এলো তাঁর দেহ, অপক্ক-কষায়দশাতিক্রান্ত-কোমল-সুস্বাদু-লোভনীয় শ্যামল লতার কোনও
অনির্বচনীয় ফলসদৃশ হয়ে এলো তাঁর দেহ, তাঁর বাল্যলাবণ্য নিজে নিজেই অবস্থান্তর দশা প্রাপ্ত হল।
বিশিষ্টরত্নাহুরের মতো অর্থাৎ কৈশোরবর্তী লাবণ্যের মতো আচরণকারী লাবণ্যবিশেষের প্রবাহে দেহটি
তাঁর ভরে উঠল কানায় কানায়, মদমুদিত মাতঙ্গকুল যেমন ‘স দান-বাপি-নব-ক্ষোভং’ অর্থাৎ নব
স্রাবিত প্রচুর হস্তিমদজল সমন্বিত তেমনই শ্রীকৃষ্ণের বপু হয়ে উঠল ‘সদা-নব-অপীন-বক্ষো-ভং’ অর্থাৎ
সদা নবীন প্রসস্ত বক্ষস্থলের কান্তিতে এবং লম্পটতা সূচক ভাবে প্রোজ্জ্বল বক্ষ-মধুরিমা বিশিষ্ট।

৩। এবমবসরে ভগবদুপমাংসপক্ষা মাসপক্ষান্তরং ভগবদবতারস্ত যা অনুধরণি ধরণিধরেন্দ্রহিত-
সুন্দরতাদরতাকারিণ্যো ভগবতঃ প্রিয়তমা যতমানাস্ত্যেব নিত্যসঙ্গিহেঙ্গিহে চ প্রথমরসস্ত রসস্তন্দরুপা
অবতেরঃ ॥

৪। তাসামপি কোমারাপগমে স্বজুভূয় বর্দ্ধিতা মঞ্জরী বত্রিশচীনা দৃষ্টিঃ, হেমস্তদিনগিব ক্রম-
হীয়মানং হসিতম্, কাব্যগুণবিশেষ ইব বাক্যার্থেহপি পদমাত্রপ্রয়োগো ব্যাহারঃ, বলীকপ্রাস্তনিঃশ্রুদী

সূচকত্বে দৃষ্টান্তঃ—অন্তরুৎপত্তমানাভ্যাং মধুপবাগাভ্যাং মকরন্দধূলিভ্যাং মধুপশ্চ ভ্রমরশ্চ রাগং ভজতে তথাভূতক্,
অভিনবশ্চ কুড্‌মলীভাবশ্চ ভা কান্তিসুত্রাবহিতঃ সাবধানম্। দাষ্ট্যান্তিকপক্ষে মধু রসগাভিলাষঃ; পরাগস্তুচিহ্ন-ধীর-
লালিতোপযোগিনী চেষ্টা; মধুপোহত্ৰানঙ্গঃ। উৎপত্তমানেতি বর্ত্তমানকালত্বং ক্রমগুণরক্ষিসূচকম্। ননু তথাপি প্রকট-
পৌগণ্ডমাত্রকত্বে তস্ত কথং শৃঙ্গারিভেন সৌরস্তম্? তত্রাহ—অপাকমপ্রাপ্তপাকম্; কিঞ্চ, নিক্ষায়ং কষায়দশামতিক্রান্তম্,
মুহ কোমলম্, মধুরং সুস্বাদু, লুলিতং লোভান্, কিমপ্যনির্দাচাং ফলমিতি। তেন প্রথমপৌগণ্ডেহপ্যস্তাতিভেজদ্বিহাং
পৌগণ্ডশেষং প্রাপ্তমিব প্রথমকৈশোরং স্পৃষ্টবদিব বপূরভূদিত্যর্থঃ।

তদেব স্পৃষ্টয়তি—রত্নান্তরেণ বালাসম্বন্ধি লাবণেণ পরিবর্তিতং বিশিষ্টরত্নান্তরং কৈশোরবর্তি-লাবণাং তদ্বদচরদ্বিঃ।
দানবাণা সৃচিতে যো নবঃ ক্ষোভস্তেন সহ বর্ত্তমানম্;—“বাপী তু দৌষিকা” ইত্যমরঃ। পক্ষে—সদা নবা নবীনা
আপীনশ্চ বক্ষসো ভা যত্র তৎ! বক্ষসি ভঙ্গিমসঙ্গা লম্পটভাসঙ্কো যো মধুরিমা, অংসয়োঃ স্কন্ধয়োর্মাসলতা চ তাভ্যাং;
—“ভঙ্গো ধূমাটষিড্‌গয়োঃ” ইতি বিশ্বঃ। ভঙ্গশ্চ ভাবো ভঙ্গিমা ষিড্‌গয়ম্ ॥

৩। ভগবদুপমানাং নীলমণি-মেঘ-নীলোৎপলাদীনাং সপক্ষাঃ কনকবিদ্যুচ্চম্পকাদয়ো রূপকাত্ত্বং বর্ত্তন্তে যাসু
তা ধরণিধরেন্দ্র-হিততুঃ পার্গতাং অপি সুন্দরতায়াঃ সৌন্দর্যশ্চ দরতাকারিণ্যোহল্লতাকারিণ্যঃ, প্রিয়তমাঃ শ্রীরাধিকাভা-
স্ত্যেব ভগবতো নিত্যসঙ্গিহে যতমানাঃ ক্রয়মাণযজ্ঞাঃ প্রথমরসস্ত শৃঙ্গাররসস্ত্যঙ্গিহে মুখ্যত্বে নিমিত্তে চ যতমানাস্তাং
তাদৃশীশ্চেষ্টা বিনা তস্ত মুখ্যত্বমেব মহাত্মাভিরনাদতং স্বাদিতি। যথোক্তম্—“হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্ঠা, মধুরায়াং মধুরাক্ষী
রাধিকা চ। অভবিষ্ণুদীয়ং ত্বা বিসৃষ্টিং, মর্করাক্ষস্ব বিশেষতত্তদাভ ॥” ইতি ॥

৪। কাব্যগুণেতি; তথা চোক্তম্—“পদার্থে বাক্যরচনং বাক্যার্থে চ পদাভিধা” ইতি। পদমাত্রেতি, ন তু বালা-

এই মধুরিমা আর স্কন্ধের মাংসলতা এ-ছয়ের দ্বারা অন্তপ্রকার অর্থাৎ প্রথমকৈশোরস্পর্শী বপূর মতো
প্রতিভাত হতে থাকল তাঁর দেহ, এই অসামান্য সুন্দর অখিল লোকলোচনচমৎকারকারী তাঁর বপু
তখন অপূর্বের মতোই দেখা যাচ্ছিল। (অতি তেজস্বিতাহেতু প্রথম-পৌগণ্ডেই যেন পৌগণ্ডশেষের
অবস্থা এসে গেল, তাই তাঁর বপুও হয়ে উঠল প্রথম কৈশোর-স্পর্শী বপূর মতো।

শ্রীরাধাদি গোপীগণের পৌগণ্ড-কৈশোরাবস্থা বর্ণন :

৩। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নীলমণি-মেঘ ইত্যাদির উপমেয় তেমনই কনক-বিদ্যুৎ ইত্যাদির উপমেয়া,
হিমালয় কন্যা পার্বতীর সৌন্দর্যকে তুচ্ছকারিণী। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সঙ্গিহে তথা শৃঙ্গাররসের মুখ্যত্ব-স্থাপনে
যত্নমানা, রসনির্ব্বিরণীকুপা, কৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরাধাদি গোপীগণ ইতিমধ্যে কেঁউ কেঁউ কৃষ্ণাবতারের একমাস
কেঁউ কেঁউ একপক্ষকাল পর ভূতলে অবতীর্ণ হলেন।

৪। এঁদের বালাবস্থার অপগমে লতামঞ্জরীর মতো সরলভাবে বর্দ্ধিতা দৃষ্টি ক্রমশঃ বক্রতা

নির্বৃষ্টজলধরজলবিন্দুসন্দোহ ইব ক্রমমন্দমন্দশচরণবিহারঃ, দীনলক্কমহারতুমিব জনলোকনসঙ্কোচাচ্ছন্নং বক্ষঃ, অর্ঘপাত্রমিব অবগুষ্ঠনমুদ্রযাবগুষ্ঠিতমুত্তমাজম্, অন্তর্বর্তিত্ত্বশলাকং যুগলশকলমিব কোমারাপগমেন নিষ্কৃষ্টমপি কয়্যাপি দেবতয়েব জুষ্টং মানসম্, কোমারপরিচিতানপরিচিতানিব বিষয়ান্ কুর্বাণং জ্ঞানম্, আরুণ্যং করতলয়োঃ, পীযুষরশ্মিতা বদনবিশ্বে, অঙ্গারকতা অনঙ্গে, সৌম্যতা দৃঢ়নিপাতে, গুরুতা শ্রোণৌ, কাব্যতা বচনে, শনৈশচরতা চরণয়োঃ, তমস্তা কেশপাশে, কেতুহং গুণগণেশ্বিতি নবৈব গ্রহা আশ্রয়মিব চক্ৰঃ ॥

বদিদানীমপি বচনপ্রাচুর্যমিত্যর্থঃ। যথা ‘সুন্দরি! কমবলোকসে’ ইতি সখ্যা পৃষ্ঠা স্তম্ভিগ্ননারদং সম্পৃহমীক্ষমাণা কাচিভ্যং প্রত্যাহ—আসেচনকমিতি;—“তদাশেচনকং তুপ্তেনীস্তান্তো যশ্চ দর্শনাং” ইত্যমরঃ। এবমেব বাক্যার্থেযু অভিসারিকা কাকুদ ইত্যাদিপদমাত্রপ্রয়োগো জ্ঞেয়ঃ। বলীকং ছদি: প্রান্তদেশঃ, তস্তাপি প্রান্তাং, নিঃশব্দী ক্ষরণশীলঃ। নির্বৃষ্টো বৃষ্টিং কৃত্বা বিরতো জলধরো মেঘো যশ্চ তথাভূতো জলবিন্দুসমূহ ইব। জনলোকনসঙ্কোচে নৈবাচ্ছন্নম্, ন তু বস্ত্রাচ্ছন্নমপি কৰ্ত্ত্বং শক্যত ইতি ভাবঃ। তথাহি আশ্রনো যুবতিত্বখ্যাপনে লক্ষ্যপাতাং, উত্তমাজং শিরঃ; “উত্তমাজং শিরঃ শীৰ্ষম্” ইত্যমরঃ; অন্তর্বর্তিনী রত্নশলাকা যশ্চ তথাভূতং যুগলপত্রমিব, মানসমিতি মনসো বাল্যমৃচকং সারল্যং প্রকটং লক্ষ্যমাণমপি যৌবনস্পর্শেনাসারল্যগর্ভং জাতমিত্যর্থঃ। কোমারস্তাপগমে বিরামে বিষয়েন নিষ্কৃষ্টমপি নিষ্কর্ষমপ্রাপ্তমপি, সদিদ্ধমপীতি যাবৎ। কয়্যাপি কামোন্মাদাক্ষররূপয়া কোমারে পরিচিতান্ রথাদূলিকীড়িতাদীন বিষয়ান্ অপরিচিতানিব কুর্বাণং জ্ঞানম্। অন্তর্ভাবশোভাসম্পত্তিং বর্ণয়িত্বা তৎকালিকীমঙ্গশোভাসংক্ষিপ্তমপি বর্ণয়তি। আরুণ্যং রক্তিমী, পক্ষে, অঙ্গণঃ সূর্য্যত্বা ভাব আরুণ্যম্। পীযুষমমৃতং তদিব সুরসা রশ্ময়ো যজ্ঞ তন্তা; পক্ষে, পীযুষরশ্মিচন্দ্রঃ; অঙ্গানি ইয়তি প্রাপ্নোতীতি ‘ঋ গতো’ ইত্যাম্মাং ধূলি অঙ্গারকঃ; পক্ষে, মঙ্গলগ্রহঃ। সৌম্যতেতি “সৌম্যো বুধে মনোজ্ঞে স্তাদন্তগ্রে

প্রাপ্ত হতে লাগল, মুখের হাসি হেমন্ত দিনের মতো ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল, মুখের কথা কাব্যগুণবিশেষের মতো বাক্যার্থও পদমাত্রপ্রয়োগে সংক্ষিপ্ত হতে লাগল—(‘হ সুন্দরি, এই দিকে চেয়ে কি দেখছ’—এর উত্তরে শুধু পদমাত্রপ্রয়োগ হল ‘আসেচনক’ অর্থাৎ যার দর্শনে তৃপ্তি হয় না তাঁকে দেখছি), বিরমিত বৃষ্টির জলবিন্দুচয়ের ছাদপ্রান্তদেশ থেকে মন্দমন্দ চ্যুতির মতো ক্রমশঃ মন্দমন্দ হয়ে এল চরণবিহার, দীনলক্কমহারত্বের মতো লক্ক বক্ষদেশের আচ্ছাদন হল শুধু অমৃতদৃষ্টিপাত জনিত সঙ্কোচ, শুধু অবগুষ্ঠনমুদ্রাতেই অবগুষ্ঠিত হতে থাকল শিরোদেশ, এঁদের মনের অবস্থা হল অন্তর্বর্তিনী রত্নশলাকাযুক্ত কোমল সরল যুগলপত্রের মতো যার বাইরে প্রকাশ থাকল বাল্যমৃচক সরলতা আর ভিতরে উদয় হল যৌবনস্পর্শের বক্রতা—কোমার অবস্থার বিরামে মন সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠলেও কামোন্মাদ-অক্ষররূপা কোনও দেবতাদ্বারা সেবিত হতে থাকল, কোমার অবস্থার পরিচিত ধূলিখেলাদি অপরিচিতের মতো মনে হতে লাগল,—করতলের অরুণতা (পক্ষে সূর্য্য), বদনবিশ্বে অমৃতকিরণ-আভা (পক্ষে চন্দ্র), কাম বিষয়ে দেহ-প্রাপকতা (পক্ষে মঙ্গল), দৃষ্টি নিক্ষেপে সৌম্যতা (পক্ষে বুধ), শ্রোণিতে স্থূলতা (পক্ষে বৃহস্পতি), বচনে কাব্যতা (পক্ষে শুক্র), চরণে মন্তরতা (পক্ষে শনি), কেশপাশে তামসতা (পক্ষে রাহু), গুণগণে কেতুতা (পক্ষে কেতু)—এরূপ নবগ্রহ এঁদের দেহকে আশ্রয় করল।

৫ । কিক, চরণচাক্ষুঃ নয়নে, মধ্যগৌরবং শ্রোণীভারেণ, জ্ঞানতানবমুদরেণ, বচনপ্রাচুর্যং মাধুর্যেণ হ্রতমিতি শৈশবাধিকারে নশ্রুতি সত্যঙ্গাদীনাং পরগুণবিশেষলুটাকতাসীং ॥

৬ । কিক, অনিমা মধ্যমে, মহিমা শ্রোণিভারে, লঘিমা বচসি, প্রাপ্তিরপত্রপায়াম্, কামাবসায়িতা মনসি, ঈশিতা লাবণ্যে, বশিতা নয়নকোণয়োঃ, প্রাকাম্যং মাধুর্য ইতি সিদ্ধয়োহপি তদা তাম্ প্রাচ্ছাসন ॥

৭ । যেন খলু সুরভীকৃতমিব ব্রজনগরম্, রঞ্জিতমিব সকলমেব ভুবনম্, সংপাদিতমিব কুসুমধনুষো জলুযঃ সাফল্যম্, শোষিত ইব শৃঙ্গারাখ্যো রসঃ, মার্জিতা ইব সর্বে ভাবাঃ সরসীকৃতমিব লীলাবিলসিতং শ্রীকৃষ্ণস্ত, কৃতার্থীকৃতমিব কবিকুলবাঙনির্মাণম্, যেন চ তাসামপি উৎকলিকা উৎকলিকা, মনোভূমনোভূঃ,

সৌমদৈবতে” ইতি বিধঃ । শনৈঃ শনৈশ্চলত ইতি শনৈশ্চরো চরণো ; পক্ষে, শনৈশ্চরো মন্দঃ । তমোহঙ্ককারো রাহুশ্চ, কেতুঃ পতাকা, তমাসা গ্রহশ্চ । অত্রাপক্ষে তমস্তা কেতুত্মিত্যেতদ্ব্যয়মাচারার্থকক্ৰিবস্তোত্তরকর্তৃবাচকক্ৰিব্ভাব-প্রত্যয়েন সিদ্ধম্ । অতএব কেতুত্মিত্যত্র দিতকারকসংযোগোহস্তু বা, “অনচি চ” ইতি দ্বিভেদে চ যদা ভবতি হি তাদ্ব্যয়ান্তাচ্ছদমিতি লক্ষণ্যৈব স্ত্যংস্ততি, অলমেতাবতা কষ্টেনেতি ॥

৫ । তানবং কুশতা ॥

৬ । অগোভাবঃ অনিমা বার্শ্যম্, সহতো ভাবো মতিমা হৌল্যম্ ; লঘিমা অল্পতা, কামাবসায়িতা কন্দর্পব্যবসায়ঃ, ঈশিতা ঐশ্বর্যম্, বশিতা বশীকরণম্, প্রাকাম্যং পরিপূর্ণতা ॥

৭ । যেনেতাদিনা তাসাং স কোহপি হৃদ্বিকারঃ সমজ্ঞানীতানেনাশ্রয়ঃ । উৎকলিকা উৎকর্থা ; কীদৃশী ? উদগতা কলিকৈব যস্তাস্তথাভূতা, অবহিঃপ্রকাশিত গুণেত্যর্থঃ । মনোভূঃ কন্দর্পঃ । কীদৃশঃ ? মনোভূমনস্তেব ভবতি ন বহিঃপ্রকাশিতবাশ্যার ইত্যর্থঃ । মনোরথঃ শ্রামশুন্দরেণ সচ রংস্তামহে ইত্যেবংলক্ষণঃ । মন এব রথোহধিকরণং যস্য সঃ । অত্র

৫ । আরও, নয়নের দ্বারা চরণচাক্ষুঃ, শ্রোণিভারের দ্বারা কটিদেশের স্কুলতা, উদরের দ্বারা জ্ঞান-অল্পতা, মাধুর্যের দ্বারা বচন-প্রাচুর্যতা হ্রত হল । একপে শৈশবাধিকার নষ্ট হয়ে গেলে অঙ্গাদিতে পরগুণবিশেষের লুটকতা ধর্ম প্রকাশ পেল ।

৬ । আরও, কটিদেশে অনিমা, শ্রোণিভারে মহিমা, বাক্যে লঘিমা, লজ্জাতে প্রাপ্তি, মনে কন্দর্পব্যবসায়, লাবণ্যে ঈশিতা, নয়নকোণে বশীকরণ-বিদ্যা, মাধুর্যে পরিপূর্ণতা—এরূপ অষ্টসিদ্ধি সে সময় এঁদের ভিতর এসে প্রাচ্ছূর্ত হল ।

৭ । এঁদের মনে জন্ম নিল কোনও এক অনির্বচনীয় হৃদ্বিকার—যার দ্বারা সৌরভে যেন ভরে উঠল ব্রজনগর, রঞ্জিত যেন হয়ে উঠল সকলভুবন, সফলতা যেন প্রাপ্ত হল মদনের জন্ম, শোষিত যেন হল শৃঙ্গারাখ্য-রস, মার্জিত যেন হল সকল ভাব, সরসতা যেন প্রাপ্ত হল শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস, কৃতার্থতা যেন প্রাপ্ত হল কবিকুলের কাব্যরচনা । যার বেগে এঁদের উৎকর্থা উপনীত হল কোরকদশায়, মনে মনে কন্দর্প ক্রীড়া করে বেড়াতে লাগল, মনোরথে চড়ে বেড়াতে লাগল শ্রামশুন্দরের সহিত বিলাসের স্পৃহা, কৃষ্ণপ্ৰীতি ধারণ করল অতি বিশাল রূপ, জনশঙ্কা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, বৈরাগ্য

মনোরথো মনোরথো, রতিরতিদ্রাবীষসী, ত্রপাত্র পারশুতা, সাধ্বসং সাধ্বসঙ্কোচমুচ্চৈরতিরতিরতিগ্না,
অনুৎসাহোহনুৎসাহো বৈমনস্তং বৈ মনস্তন্দুকপ্রায়ম্ ॥

৮। যশ্চ ষষ্টিকশালিবিব অন্তরে পরিপাকং ব্রজন্নপি ন বহির্বিকাশী, পরিজ্ঞৈনরনুযোজ্যমানোহপি
নিহুয়মানঃ রস ইব অশব্দবাচ্যঃ, মুখ্যার্থ ইব কদাপি ন লক্ষ্যঃ, নিরুঢ়-লক্ষ্যার্থ ইব অব্যক্তঃ, অন্তর্বিশূর্ণ-
মানোহপি সুস্থিরঃ, উদ্বৈগজনকোহপ্যনুদ্বৈগঃ, সন্নিপাতজ্বর ইব অস্থিসন্ধাদি-বিমর্দকরঃ, সততং তৃষ্ণা-
জনকশ্চ, তাসাং স কোহপি হৃদিকারঃ সমজনি ॥

৯। যন্তু অবিপক্কমরসভাবিতং তাসামন্তরং বংশমিব ঘৃণঃ সন্তরমেব নিকৃন্ততি ॥

১০। তস্মিন্ সতি লবলীফলপাণ্ডুরং কপোলতলম্, আতপশুশ্রমাণকিলয়মিবোষ্ঠাধরম্, সাবশ্রায়-

ত্রপা লজ্জা, সাধ্বসং জনশঙ্কা সাধু যথা স্ত্রীতথা ন বিগৃহ্যেত সঙ্কোচোহল্লভা যন্ত ৩৭. পরিপূর্ণমেবেত্যর্থঃ। অরতিরনিবৃত্তিঃ,
অরং দ্রুতং তিগ্না তীক্ষ্ণা; অনুৎসাহঃ কথমুতঃ? হৃদং খণ্ডনং ন সহত ইতি দুশ্চিকিৎস ইত্যর্থঃ। অসুখস্পৃশা ইতিবৎ।
যদ্বা, ন উৎসাহোহনুৎসাহ ইতি নঞা পশ্চাৎ সম্বন্ধঃ। বৈমনস্তং দুর্ম্মনস্ততা, বৈ নিশ্চিতং মনসি অন্দুকপ্রায়ম্;—“অন্দুকো
নিগড়েহস্ত্রিয়াম্” ইত্যমরঃ ॥

৮। ষষ্টিকশালিঃ ষাঠীতি খ্যাতিং ধাতুম্; অনুযোজ্যমানঃ পৃচ্ছামানঃ, “প্রশ্নোহনুযোগঃ পৃচ্ছা চ” ইত্যমরঃ।
অশব্দবাচ্যঃ শব্দেনাভিধাতুমশকাঃ, রসস্তানুভবৈকগোচরত্বাৎ, তথাহি চারসংস্পর্শে স্তাদ্ দৃষণঞ্চ। যথোক্তম্—“বাভিচারি-
রসস্থায়িত্বাবানং শব্দবাচ্যতা” ইতি। পক্ষে, তদ্বাচক-শব্দস্তাভিন্ন প্রযুক্ত্যাতে, মুখ্যার্থঃ সংজ্ঞেতিতঃ। যথা গজাদিশব্দানাং
প্রবাহাদিলক্ষণোহর্থঃ কদাপি ন লক্ষ্যঃ, লক্ষণাবৃত্তিগম্যো ন ভবতি। পক্ষে, অত্রোদ্বৃষ্ট্যর্থঃ। অব্যক্তঃ, ন বিগৃহ্যেত ব্যক্তং
যত্র সঃ। কুশলো মণ্ডপ ইত্যাদৌ; পক্ষে, তাভির্গজ্জনয়পি ন প্রকাশ্যঃ। ন বিগৃহ্যেত নুৎ খণ্ডনং যন্ত তথাভূতো বেগো
যন্ত সঃ, অনুদ্বৈগঃ—অখণ্ড্যবেগ ইত্যর্থঃ। তৃষ্ণা পিপাসা সন্তোগেচ্ছা চ ॥

৯। যন্তু ইতি—তুকারঃ পূর্ব্বতো ভিন্নক্রমার্থঃ। তাদৃশমন্তরং প্রতি তন্তু ঘৃণসাধর্ম্মাৎ তু দ্রুপলক্ষণমিতি জ্ঞাপনায় ॥

দ্রুত তীব্রতা ধারণ করল, নিরুৎসাহতা দুশ্চিকিৎসা ও অগ্রামনস্ততা প্রায় নিশ্চিতরূপে মনের শৃঙ্খল হয়ে
দাঁড়াল।

৮। (এঁদের হৃদিকারের কথা বলা হচ্ছে—)

যা ষাঠী ধাতুর মতো ভিতরটা পরিপক্ক দশায় পৌঁছে গেলেও বাইরে অপ্রকাশিত, পরিজ্ঞানের
দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়েও লুক্কায়িত রসের মতো শব্দে অবাচ্য, শব্দের মুখ্যার্থ যেমন লক্ষণাবৃত্তিতে অগম্য
তেমনই অন্তরে দুস্তর্ক, অভিধা বৃত্তিতে তো নয়ই লক্ষণাতেও অপ্রকাশ্য, ভিতরে ওলট-পালটকারী হয়েও
সুস্থির, উদ্বৈগজনক হয়েও অখণ্ড বেগবান, সন্নিপাত জ্বরের মতো অস্থি-সন্ধাদি বিমর্দক, সতত তৃষ্ণা-
জনক সেই কোনও এক অনির্বচনীয় হৃদিকার জন্মাল এঁদের।

৯। (দ্বিতীয় শ্রেণীর পূর্ব্বরাগবতী—)যাঁদের অন্তর তখনও পরিপক্কদশায় পৌঁছায়নি, রসে ভাবিত
হয়নি তাঁদের অন্তরদেশটি কাঁচা নিরস বাশে ঘৃণের মতো নিরন্তর কাটতে লাগল এই হৃদিকার।

১০। একরূপ হলে পূর্ব্বরাগ দশার লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল এদের মধ্যে—গণ্ডদেশ হয়ে উঠল

নীলনলিনদলমিব নয়নযুগলম্, নিদাঘদিনমিব দীর্ঘোক্ষং শ্বসিতম্, অঞ্জজনহৃদয়মিব অন্তঃ-শূণ্যমবলোকনম্,
আত্মারামপ্রস্থানমিব উদ্দেশ্যশূণ্যং পদবিহরণম্, গ্রহগ্রস্তদশাপন্ন-জনচরিতমিব অনবস্থিতং বচনম্, নির্বিগ্ন-
জনশীলমিব গৃহাদিকার্যপরাঙমুখমবিপক-ব্যবসিতমিতি স্থিতে সহজবর্তী জবর্তীয়ো গৃহাদিষু তাসাং
ভগবতি ভাবো ভা-বোধ্যতয়া নব ইব লক্ষ্যমাণো বক্ষ্যমাণো যদা নাভুং, তদাহুঃ সহচর্যো
হুঃসহচর্যোপচারসঞ্চারসময়ে তত্তদুদয়জ্ঞতয়া জ্ঞতয়া চ তমবগম্যাপি বিশেষাবগতয়ে গতয়েব ধিয়া
শ্রীকৃষ্ণস্ত তনুমহসঃ সাদৃশ্যং দৃশ্যং বহন্তি নবেন্দ্রমণিময়ালঙ্কারণাত্মলঙ্করণাহত্যাভাবকারীনি সুরঞ্জনা-
হুঞ্জনাভবতংসীকরণার্থমানীতাত্মামোদিতকুবলয়ানি কুবলয়ানি পুরতঃ সমানীয় 'প্রিয়সখ্যঃ ! পশ্যত শ্রুত
নয়নয়োরনয়োরসারস্য়ং রস্য়ং কৃষ্ণরুচিরুচিরং নেপথ্যং পথ্যং গোরেষ্ষক্ষেষু ভবতীনাম্' ইতি যত্যাচিরে-
হচিরেণ তদা তানি কৃষ্ণাঙ্গবর্ণসদৃশানি দৃশা নিভাল্য কৃষ্ণনামচরিতং নাম চরিতং শ্রুতিপথে সমুভূয়

১০। অবশ্যায়ো নীহারঃ, দীর্ঘক তং উক্ষং চেতি দর্শ্যে,ক্ষম্। উদ্দেশ্য-শূণ্যং গন্ত্বাদেশনিশ্চয়াভাবাৎ সংস্কার-
বশেনেতাৎ। এবমত্র (উ. নী. শৃঙ্গারভেদ-প্র-২১) “লালসো ব্বেগজাগর্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু। বৈয়গ্রাং ব্যাধিরুদ্মাদো
মোহো মুতাদর্শা দশা।” ইতি পূর্বরাগোক্তা দশা অপূজ্যেযু যথাযোগ্যং সূচিতা বিবিচা জ্ঞেয়াঃ। যথাস্তবিশূর্ণৈতাজ্জ
লালসা উদেগজনক ইতি উদেগঃ, সন্নিপাতেতি ব্যাধিঃ, লবল ফলেতি পুনর্য্যাধিঃ, আতপেতি মোহঃ, সাবশ্যয়েতি জাগর্য্য,
নিদাঘেতি ব্যাধিঃ, অঞ্জজনেতি জড়িমা, আত্মারামেন্তাদবেগঃ, গ্রহগ্রস্তেত্যুদ্মাদঃ, নির্বিগ্নজনেতি তানবম্, অবিপকৈতি
মুতেরুদর্কতাজ্ঞাপনম্। যদি তাসাং ভগবতি ভাবো ভগবন্নিষ্ঠো ভাবো বক্ষ্যমাণো নাভুং, মনোমধ্য এবায়মস্মাভি-
নিহবনায়ঃ, কথমপি সর্থাভোঃপি ন বক্তব্য ইতি নিশ্চিতোহুদ্ভুতার্থঃ। কথন্তুতো ভাবঃ? গৃহাদিষু জবর্তীয়ো জবেন
বেগেন স্বতীয়া ঘৃণা যস্মাৎ। ন চায়মাগন্তকঃ, কিন্তু সহজবর্তী স্বাভাবিকঃ, তথাপি ভা কান্তিস্তয়া বোধ্যতয়া জ্ঞেয়জেন
নবো নবীন ইব লক্ষ্যমাণঃ। তদা সহচর্যো নবেন্দ্র-ণিময়ালঙ্কারাদীন পুরতঃ সমানীয় অহরিত্যস্বয়ঃ। কদা? হুঃসহায়া

লবলীফলসম পাণ্ডুর, গুপ্তাধর হয়ে গেল সূর্য্যতেজে গুপ্ত্যমান নবপল্লবসম, নয়নযুগল হয়ে পড়ল নীহার-
ধোয়া নীলপদ্মসম, শ্বাসপ্রশ্বাস হয়ে গেল নিদাঘ দিনের মতো দীর্ঘ ও উষ্ণ, চাউনি হল অঞ্জজন হৃদয়ের
মতো অন্তঃসারশূণ্য, পদবিহার হল আত্মারামের চলনের মতো উদ্দেশ্যশূণ্য, কথাবার্তা হয়ে পড়ল
উদ্মাদদশা প্রাপ্ত ব্যক্তির চেষ্টার মতো এলোমেলো, স্বভাব হয়ে পড়ল সন্ন্যাসিনীর মতো গৃহকার্যে পরাশ্রুত
ও বালশূলভ ত্রিঃশীল।

এমত অবস্থায় যতপি গৃহপ্রতি স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণা উজ্জেকারী শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠভাব মনোমধ্যে
গোপন রাখাই স্থির হল, তথাপি ঐ ভাব নিজকান্তিচ্ছটাতেই জ্ঞানের বিষয় হয়ে যখন নূতনের মতো
লক্ষ্যমান হল, কিন্তু বলবার মতো কিছু হল না, তখন সেই অসহ্য আশ্চর্য পূর্বরাগ জনিত স্থিতিতে
যা সময়োপযোগী সেই ভূষণাদি উপচার আনয়নকালে শ্রীরাধাদির ভাববিজ্ঞ সখীগণ ওঁদের কৃষ্ণনিষ্ঠভাব
গোপনে রক্ষিত হলেও সামান্যাকারে তার সন্ধান জানতে পেরে ওর বিশেষ অবগতির জ্ঞা উপযুক্ত বুদ্ধি
খেলিয়ে কৃষ্ণাঙ্গকান্তির মনোরম সাদৃশ্য বহনকারী, ভাববতীদের ইন্দ্রিয়ের অশ্রু-কম্পাদি অনুভাব
আনয়নকারী নব ইন্দ্রনীলমণিময় অলঙ্কারনিবহ, সুরঞ্জী অঞ্জনাচয়, কর্ণভূষণ করবার জ্ঞা আনিত

ভূয়ঃশ্বেন বিপুলপুলকাক্ষানি যৌতকজ্জ্বলানি জ্বলানি বহন্তীর্দৃশো বহিরিব নিঃসরন্তি স্বসিতানি
স্বসিতানি চ ধারয়মাণাসু রয়মাণাসু চ কামপি দশাং কামপি কাপি সহচরী চরীকরীতি স্ম প্রণয়-
পরিহাসমিব ॥

১১। ‘আঃ কষ্টমালি ! মালিষ্ঠ্যং হৃদি মে জাতম্, যদিদমঞ্জনমীক্ষিতমেব তে নয়নজলজং জল-
জজ্বালতাস্তিমিতমকরোং, ইদমপি পুন্দরমণীন্দ্রাভরণমপি নন্ধমেব বিপুলপুলকময়ীং চকার বপুর্যষ্টিম্,
ইদমঙ্গীন্দীবরজালমনাস্রাতমেব ক্ষীতসরসামিব গন্ধবহাং গন্ধবহাং সম্পাদয়ামাস। নয়নাদৌ কৃতানি
পুনঃ কিং করিশ্যন্তীমানীতি মানীতি-পরোহয়ং সখীজনঃ সখি ? স খিচ্ছতি খিচ্ছতি। তদিহ তৎ তৎ

অসহায়ার্চনায়াঃ পূর্বরাজভাষায়াঃ স্থিতৈর্ষ উপচারস্তস্য সঞ্চার সময়ে জ্ঞতয়া বিদগ্ধতয়া তং কৃষ্ণনিষ্ঠং ভাবং তাভিরপ্রকাশি-
তমপি অবগম্যাপি সামান্যাকারেণ জ্ঞাপ্য তস্ত বিশেষস্তাবগতয়ে গতয়া প্রাপ্তয়েব ধিয়া। তানি সর্বাণি কীদৃশানি ?
কৃষ্ণাঙ্গকাস্তেদৃশ্যং মনোরমং সাদৃশ্যং বহন্তি, অলমতিশয়েন করণানাং নেত্র-জগদীন্দ্রিয়ানাংমত্যাভাবকারীণি অশ্রু-
রোমাঞ্চাদিমত্বকারীণি আমোদিতকুবলয়ানি সুবাসিতভূমণ্ডলানি, কুবলয়ানি নীলোৎপলানি। অসারস্তং তাপং শূত
দুরীকৃতং; “শো তনু করণে” ইত্যস্ত রূপম্; রস্তং রসাইন্, নেপথ্যং ভূষণম্, নাম প্রাকাস্তে, ক্রতিপথে কৃষ্ণনামচরিতং
চলিতং প্রবিষ্টমিত্যর্থঃ। অনুভূয় আশ্রয় কামপি দশাং রয়মাণাসু প্রাপ্তবর্তীষু জ্বলানি বহন্তীর্দৃশো দৃষ্টীর্দর্শিঃসরন্তি
স্বসিতানি ইব বহির্গচ্ছতঃ প্রাণানিব স্বসিতানি স্বাসান্ ধারয়মাণাসু তাসু মধো কামপি মুখ্যাম্, চরী করী রীতি যঙ্ লুগন্তপদম্ ॥

১১। ঈক্ষিতমেব সং অঞ্জনং কর্তৃ, জলেন জঙ্ঘালতয়া অতিন্দেগেন স্তিমিতমাদিতম্;—“জজ্বালোহতিজবঃ”
ইত্যমরঃ। অপিনধ্বমপরিহিতমেব সং। গন্ধবহাং নাসাম্, গন্ধবহাং দূরাদেবেষদগন্ধং বহন্তীং সতীং ক্ষীতা ফুল্লা চাসৌ
সরসা চেতি তথাভূতাং সম্পাদয়ামাস। অত্র নাসাফুল্লত্ব-নাসাশ্রবৌ কৃষ্ণাঙ্গগন্ধসাজাত্যাবুভবেন জাতৌ। অয়ং সখীজনঃ,
মানীতিপরো ন নীতিজ্ঞঃ। হে সখি! স প্রসিক্তো মল্লক্ষণ ইত্যর্থঃ। খিচ্ছতি পদং প্রাপ্নোতি। হে খিচ্ছতি! খিৎ

ভূমণ্ডল-সুবাসিতকারী নীলোৎপলনিকর সম্মুখে নিয়ে এসে বললেন—আরে প্রিয় সখীগণ, এই দেখ
নয়নযুগলের তাপ দূর করে নেও, তোমাদের গৌর-অঙ্গের পথ্যস্বরূপ রসাবহ কৃষ্ণকাস্তিসম মনোহর ভূষণ
এনেছি’—এরূপ বললে শ্রীরাধাদি গোপীগণ নয়নকোণে কৃষ্ণাঙ্গবর্ণসদৃশ বস্তুগুলি অবলোকন করে,
কর্ণপথে প্রবিষ্ট কৃষ্ণনামচরিত আশ্বাদন করে কোনও এক অনির্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হলেন সঙ্গে সঙ্গে—
অঙ্গে বিপুল পুলকের উদয় হল, কাজলধোয়া নয়নজলধারা বাইরে গড়িয়ে পড়তে লাগল, শ্বাস-প্রশ্বাস
এমন বইতে লাগল যেন পঞ্চপ্রাণই বাইরে বেরিয়ে আসছে।

সখীদের মধ্যে কোনও প্রধানা সখী (ললিতা) প্রণয়পরিহাসে (রাধাকে) বলতে লাগলেন—

১১। সখি, অহো কি কষ্ট, আমার চিত্ত ব্যথায় ভরে উঠছে—যেহেতু এ-অঞ্জন দর্শনদান
মাত্রই তোমার নয়নকমলকে করে দিল অতি বেগবান্ নয়নজলে স্তিমিত, এ ইন্দ্রনীলমণি-আভরণ
পরিধান না করেতেই তোমার অঙ্গলতাকে করে দিল পুলকময়, আর দূর থেকেই ঈষৎ গন্ধ বিতরণকারী
এ-নীলোৎপলনিকর জ্ঞান না নিতেই নাসাকে তোমার করে তুলল প্রফুল্লিত ও সরস, অহো, নয়নাদিতে
ধারণ করলে এ-সব না জানি কি অবটন ঘটায়,—রসরীতিতে অজ্ঞ তোমার এ-সখীজনের মন হুংখে

কথয় কিমেযামেব শক্তিবিশেষঃ, কিং ভবতীনামেব মনসঃ কোহপি বিকারঃ' ইতি স্থিতে সর্বাসামেবাত্ম-
রাগিণীনামূঢ়ানূঢ়ানাং সৰ্বা এব সহচর্যঃ পরমগুণোত্তরাঃ, যাসাং নিন্দিতকমলাচরণানি চরণানি, বিহত-
শোভারস্তারস্তা উরবঃ, কামসিংহাসন-হাসনকারীণি শ্রোণিবিদ্বানি, দিক্কৃতডম্ভক্ৰমধ্যানি মধ্যানি, যাসাং
চ কুচকোরকৈরপি কুতানি সৌন্দর্য্যেযু বিফলানি ফলানি দাড়িমীলতানাম্, দশনবসনৈরপহৃতশোণিম-
সৌরভ্যাদি-বন্ধুজীবানি বন্ধুজীবানি জাতানি, দশনৈঃ পরাজিতানি মনোরমানি মাণিক্যশকলানি,
নাসাপুটৈরবধীরিতা মুল্লরধোমুখকামেশুধিরধোমুখকামেশু ধিষণা চ কটাক্ষৈঃ, নয়নৈরপি তিরস্কৃতানি
বিলসংকালিকালিন্দীবরেন্দীবরেহিতানি বিধূয়মানবদনবিধূয়মানবদনলঙ্কৃতকমলানি কমলানি, তাস্তাঃ স্ব-
স্বযুথপাযুথপারবশ্যং গতা গতাক্ষং তাসাং ভাবপরীক্ষণক্ষণবশা বভূবুঃ ॥

সম্পদাদি কিপা থিদঃ, তাং যাতী গচ্ছন্তী প্রাপ্নুবতী, তস্তাঃ সম্বোধনে হে থিগতি ! তৎ তস্মাদিহ তৎ প্রসিদ্ধং তত্ত্বং স্বং
কথয়। উঢ়ানাং গোপৈবঢ়ানাং শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদীনাম্, অনুঢ়ানাং ধগাদিকল্যানাং সৰ্বা এব সহচর্য্যস্তাসাং ভাবপরীক্ষণে
ক্ষণবশঃ কৌতুকবশা বভূবুরিতান্নয়ঃ। নিন্দিতং কমলয়া লঙ্কা। অপি আচরণং স্বাক্ষপ্রসাধনাদি কর্ম যৈস্তানি, এতৎ চরণস্থ-
স্বাভাবিকসৌন্দর্য্যমপি লঙ্কা। ভূষণাদি-প্রসাধিত-সমস্তাঙ্গেষুপি নাস্তীতি ভাবঃ। ন চাত্র বাতিরেকালঙ্কারেণ চরণৈঃ পদ্ম-
শোভাক্ষেপ ইতি শকাতে ব্যাখ্যাতুম্,—অগ্রে মুখৈরেব পদ্মশোভাখণ্ডনস্ত বর্ণয়িষ্যমানহে ন পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ। ন চ
চরণাদি-মুখান্তানামঙ্গানাং প্রত্যেকমুপমাগুণপ্রক্ৰমস্ত ভঙ্গঃ,—লঙ্কা সর্গজতিরস্কারিশোভত্বেন চরণানামপি সামান্ত্যাকারেণ
তথাত্ম্য ভঙ্গ্যাদিতত্ত্বাৎ। তথেন্দিরামুগাসৌন্দর্য্যসুন্দর্য্যমপ্যন্থাপ্যলতি মহাত্ম্য ভাব-সর্বজ্ঞকবিচূড়ামণি-শ্রীমদরূপগোশ্বামি-
বর্ণিত-রাধাসারূপ্যাবারি-বিশাখাদীনাম্ তথাৎ কর্ণস্ত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধত্বাভাবেন প্রস্তুতোপযোগিহ্যচ্চ এতদেব সাধু ব্যাখ্যান-
মিতি বিশেষেণ হতশোভো রস্তাণামারস্তো যেভাস্তে, কামস্ত যং সিংহাসনং তস্ত হাসনকারিণীতি এতন্তু লাং কামস্ত
রাজপট্টভূতসিংহাসনমনরাস্তীত্যত্বেব কামঃ সাত্ৰাজ্যার্থমাস্ত ইতি ভাবঃ। দাড়িমীলতানাং ফলানি সৌন্দর্য্যেযু বিফলানি

ভরে যাচ্ছে, তাই বলছি—হে সখি খেদ-মূর্তি, সেই প্রসিদ্ধ তত্ত্ব কি, তুমি বল। এ-বস্তুগুলিরই কি
এ কোনও শক্তি-বিশেষ, কি তোমারই মনের কোনও বিকার এ। এরূপ পরিস্থিতিতে পরোঢ়া ও কল্যুকা
গোপীদের পরমশ্রেষ্ঠগুণশালিনী ললিতা বিশাখাদি সখীগণ—যাঁদের চরণযুগলের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যও
অলঙ্কৃত্য লঙ্কার সর্বাঙ্গে নাই, উরুর শোভা নবকদলীরক্ষের শোভাকে তুচ্ছিকৃত করে দিচ্ছে, নিতম্বদেশ
কামরাজের সিংহাসনকে পরিহাস করছে, কটিদেশ ডমরুর মধ্যভাগকে দিক্কৃত করছে, কুচকোরক
সৌন্দর্য্য বিষয়ে দাড়িম্বলতার ফলকে বিফল করে দিচ্ছে, ওষ্ঠাধর বাঁধুলিপুস্পচ'য়ের লালিমা-সৌরভ্যাদি
ও বন্ধুরূপ আত্মাকেও অপহরণ করে নিয়েছে, দশন মনোরম মাণিক্যকে পরাজিত করে দিচ্ছে,
নাসাপুটের দ্বারা তিরস্কৃত হচ্ছে সত্ত্ব অধোমুখ কামের তুণ; আর কটাক্ষের দ্বারা তিরস্কৃত হচ্ছে লঙ্কায়
অধোমুখ কামের সন্ধানবতী বুদ্ধি, নয়নের দ্বারা তুচ্ছিকৃত হচ্ছে সুখবিহারীভ্রমরচুদ্বিত-প্রক্ষুটিত-
আন্দোলিত কালিন্দির শ্রেষ্ঠ কমল, এবং যাঁদের চন্দ্রবদনের ভয়ে যেন কম্পমান কমলচয় যমুনার জলকে
আর শোভিত করতে পারছে না সেই স্ব স্ব যুথেশ্বরীর যুথে বশতা প্রাপ্ত তাঁরা (ললিতা-বিশাখাদি সখীগণ)
শঙ্কাগ্রস্তা হয়ে যুথেশ্বরীগণের ভাব-পরীক্ষণের জন্য কোঁতুকাক্রান্তা হয়ে পড়লেন।

১২। নিত্যসিদ্ধানামাং নিত্যসিদ্ধা নামাসাম্মুখাং নাইতি কাচিং সা রসরীতিঃ। ন চ সা বয়ঃকৃতেতি বয়ঃ কৃতেতিকর্তব্যতা চ তস্তা ইতি কৈশোরাগমে রাগমেচ্ছরতা চ তাসাং ন বিস্ময়জনিকা জনিকালসমকালমেবাজনি। কদাচিদভিব্যক্তিরেব কৈশোরে ইতি রহস্তে রহস্তেকা কাচিদমৃতবল্লিশাখা বিশাখা বিদম্ভভাবমুগ্ধমধুরা-মধুরাক্ষরমাশ্রয়ঃ প্রিয়সখীং রাধাং নিগদতি স্ম ॥

১৩। স্মৃতি কথমকস্মাদেষ তে হৃদিকারঃ, প্রণয়িপরজনানাং প্রাণসংবোধকারী।

সমজনি জনিমান্ত্রৈর্গৈব যাতশ্চ পাকং, তদপি ন চতুরাণামপ্যয়ং তর্কগম্যঃ ॥

কৃতানীত্যন্বয়ঃ। বন্ধুজীবানি বন্ধুজীবকুসুমানি যাদাম্, দশনবসনৈরপহৃতশোণিমসৌরভ্যাদি-বন্ধুজীবানী জাতানীত্যন্বয়ঃ। অপহৃতশোণিয়ঃ শোণবস্ত্র সৌরভ্যস্ত, আদি-শব্দাং প্রকাশস্ত চ বন্ধুরূপো জীব আত্মাপি যেষাং তানি। অবধীরিতা তিরঙ্কতা অধোমুখী কামস্ত ইষুধিস্তূণঃ। লঙ্কয়া অধোমুখস্ত কামস্ত ইষুশু শরেষু যা ধিমগা সন্ধানবতী বুদ্ধিঃ, সা চ কটাক্ষেরবধীরিতা। বিশেষণ লসং কং স্তুখং যেষাং তথাভূতা অলয়ো ভ্রমরা যেষু তেষাং কালিন্দীসম্বন্ধিশ্রেষ্ঠেন্দীবরা-গামীহিতানি বিকাশালোলনাদানি নয়নৈস্তিরঙ্কতানি। উপমানাদাচারে কাঙা বিধুমার্নৈবিধুতুল্যেবদনৈবিধুমানবৎ বিশেষণ কম্প্যমানানীং খণ্ড্যমানানীং বা কমলানি পদ্মানি জাতানীত্যর্থঃ। ইবার্থকেন বচ্ছদেন সহ সমাসঃ। অতএব অনলঙ্কৃতমভূষিতং কমলং জলং যেভ্যস্তানি;—“সলিলং কমলং জলম্” ইত্যমরঃ। যাসাং সখ্যা এব ঈদৃশসৌন্দর্যাস্তা যুথপাঃ কেন কবিনা বর্ণয়িতুং শক্যা ইতি ন তা বর্ণিতা ইতি চোতিতম্। স্বস্বযুথপানাং যুথে পারবশ্যং বশ্যতাং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥

১২। আসাং নিত্যসিদ্ধানাং সা রসরীতিরপি নিত্যসিদ্ধা, কদাচিদপি আসাম্মুখাং শ্রীকৃষ্ণহুমুখতাং নাইতি, নাম প্রকাশ্যে। ইতীতুক্তহেতোরেব সা রসরীতিঃ প্রাকৃতানামিব ন চ বয়ঃকৃতা, ন চ কৈশোরবয়োজনিতা, তথা তস্যা রস-রীতেরিতিকর্তব্যতা তত্তদব্যাপারশ্চ ন চ বয়ঃকৃতা, ন চ কৈশোরস্থাগমে প্রাপ্তে তাসাং রাগস্ত মেচ্ছরতা, অনুরাগস্য নিবিড়তা ন বিস্ময়জনিকা। নিত্যসিদ্ধরিতিক্রীড়াবতীনাংপায়াং কৈশোর লৌকিকরীতা কিমিতি পূর্বরাগ ইতি বিদম্ভনবিস্ময়ং নোৎপাদয়তীত্যর্থঃ। তত্র সমাধস্তে—জনিকালেতি। রহস্তে ইতি অহিগোপ্যে সিদ্ধান্ততত্ত্বে স্থিতে

১২। এ-নিত্যসিদ্ধাদের এ-রসরীতিও নিত্যসিদ্ধা। প্রকাশ্যে কখনও-ই শ্রীকৃষ্ণপ্রতি এর বিমুখতা হতে পারে না। এ-হেতু এ-রসরীতি প্রাকৃত জগতের নিয়মে কৈশোর বয়সের ধর্মরূপে আগন্তুক কিছু নয়, তথা এ-রসরীতির তত্তদব্যাপারও বয়োধর্মরূপে আগত নয়, কৈশোর অবস্থা প্রাপ্তিতে এঁদের অনুরাগ-নিবিড়তাও বিস্ময়জনক নয়। (সাধারণ জগতের নিয়মে কৈশোরাগমে নিত্যসিদ্ধরিতিক্রীড়া-বতীদের ক্ষেত্রে ‘পূর্বরাগ’ কথাটি আবার আসছে কি করে, নিত্যের আবার পূর্ব পর কি? বিদ্বজ্জনের মনে এরূপ বিস্ময় জন্মায় না।) এ-গোপীদের জন্মের সমকালেই তাদের সঙ্গ শৃঙ্গাররসরীতি আবির্ভূত হয়ে থাকে, কৈশোরে কখনও তা বাইরে প্রকাশ হয় মাত্র।

সিদ্ধান্তের এরূপ অতি গোপন স্থিতিতে সখীগণের মধ্যে মুখ্য কোনও অনির্বচনীয় অমৃতশাখা-স্বরূপা-বিদম্ভভাবমুগ্ধমধুরা বিশাখা নাম্নী সখী নির্জনে মধুর অক্ষর-বিত্ত্যাসে নিজ প্রিয়সখী রাধাকে বলতে লাগলেন—

১৪ । যতঃ, ক তেহ্যয়নকৌতুকং ক শুক-শারিকাপ্যাপনা
ক বর্হিনটনে ক্ষণং ক পরিবাদিনীবাদনম্ ।
ক হাসপরিহাসিনী প্রিয়সখীজনৈঃ সংকথা
কিমালি বনমালিনা তব মনোমণিচ্ছোরিতঃ ॥

১৫ । নৈতদসংভাবনীয়ম্ । ন হি কুমুদবান্ধবমন্তরেণ কুমুদতী মুদতী ভবিতুমর্হতি । তপনমণ্ডলমন্তরেণ কমলিনী মলিনীভাবমর্হত্যেব । নাপি স্মৃদি মুদিরমন্তরেণ সারঙ্গী সারঙ্গীতমন্তস্ত মন্ততে, নাপি কুসুমধ্বাননমন্তরেণ রতিরতিরতিমতী কাপি ভবতি । ন হি জলধরোৎসঙ্গসঙ্গমন্তরেণ সৌদামিনী দামিনী ভবিতুমীষ্টে, ন চ মধুমা সমন্তরেণ কচন কলকণ্ঠী সমুৎকণ্ঠীভবতি । নাপি কমলাকরমপহায় সলিলমাত্র

সতীতার্থঃ । রহসি বিবিদ্ধদেশে, একা সখীষু মুখা ॥

১৩ । পাকং বিপরিণামং যতঃ প্রাপ্তঃ ॥

১৪ । কথমসাববসিত ইতি চেষ্টত্ৰাহ—ক তে ইতি । পরিবাদিনী বীণা ॥

১৫ । মুং আনন্দস্তদতী । নহু শীতলস্বভাবে কুমুদবান্ধবে কুমুদতী মোদতাং নাম, কক্ষস্ত তু তথাহমনিশ্চিত্য কথং প্রীতিস্তত্র কর্ত্তুমুচिता ? বহুবল্লভত্বেন তত্র কঠিনচরিতত্ত্বাপি সম্ভবাৎ ? তত্রাহ—তপনেতি, কান্তস্ত তৈক্ষ্ণ্যং প্রণয়িতাঃ স্থখায়ৈব ভবতীতি ভাবঃ । নহু কথং তত্রৈব প্রীতেরেকান্তকহ-ব্রতনিশ্চয়ঃ ? তত্রাহ—নাপীতি । স্মৃদি মুদি হর্ষে সারঙ্গী চাতকী মুদিরং মেঘং বিনা অস্ত্র গীতং সারং ন মন্ততে । মেঘে চাতকীনাগিব কৃষ্ণে গোবালানাং পশ্চিক এব তথা ভাব ইতি ভাবঃ । নহু তথাপি মেঘচাতক্যোঃ পরস্পরসাপেক্ষহ্রোভাসাদ্গুণ্যভাবঃ স্পষ্ট এব, বিনাপি চাতকীমেঘশোভায়া অগ্রচাত্তদর্শনাদিত্যত আহ—নাপি কুস্মতেতি ।

নহু মা ভবত্বত্ত্রাপি রতিমতী, কিন্তু বিনাপি কন্দর্পং সম্বরণহে তস্তা বহুকালমবৈকল্যং দৃষ্টমিত্যত আহ—নহি

সখীসমাজে সংলাপ :

১৩ । হে স্মৃখি, কি করে অকস্মাৎ প্রণয়িপরিজনের প্রাণসংহারকারী তোমার এ-সুহৃদিকার উপস্থিত হল, যদিও এ তোমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন ও পরিপাক প্রাপ্ত তথাপি এ চতুরদিগেরও তর্কগম্য নয় ॥

১৪ । যেহেতু, কই গেল তোমার সে অধ্যয়ন-কৌতুক, কই বা গেল সে শুকশারী-অধ্যাপনা, কই বা গেল সে ময়ূরনৃত্য-দর্শন, কই বা গেল সে বীণাবাদন, কই বা তোমার সে প্রিয়সখীজনসঙ্গে হাস্তপরিহাসময় সংলাপ—হে সখি, বলতো বনমালী কি তোমার মনোমণি চুরি করে নিয়েছে ।

১৫ । অহো সখি, তোমার এ কি বিরহবেদনা ! এ-কিছু অসম্ভবও নয় । কুমুদবান্ধব চল্লি বিনা কুমুদিনী কখনও-ই আনন্দবতী হতে পারে না, তপনমণ্ডল বিনা কমলিনীর মলিনীভাব-প্রাপ্তি খুবই স্বাভাবিক, বারিদ বিনা নিজপ্রমোদ বিষয়ে চাতকী অস্ত্র কারও গীতধ্বনি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে না, কামদেব বিনা রতিদেবী অস্ত্র কোথাও রতিমতী হন না, জলধর-আলিঙ্গন বিনা সৌদামিনী চমৎকারী-দশায় পৌঁছতে পারে না, মধুমা বিনা অস্ত্র কোন সময় কলকণ্ঠী সমুৎকণ্ঠী হয় না, সরোবর বিনা

এব শোভতে রাজহংসী । ন চ বলক্ষপক্ষমন্তুরেণ পরিপুষ্টিমীয়তে চান্দ্রমসী রেখা । ন চ নিকষপাষণ-
শকলং বিনা নিজগুণমাবিক্ষরোতি কাঞ্চনী রেখা । ন চ বসন্তমন্তুরেণ পরিমলমালম্বতে বাসন্তী । কিং
বহুনা ? চন্দ্র এব চন্দ্রিকা, রত্ন এব রত্নপ্রভা, কুসুম এব মাধবীকধারেতি কিময়ি ! ময়ি তেহপলাপঃ ।
ন খলু মণিবণিজামগোচরো মণেরাত্তরঃ কোহপি ভাবঃ । তন্মাপলপনীয়মিদং পনীয়মিদম্ভসা ॥'

জলধরেতি । সৌদামিনী বিদ্যুৎ ; “সৌদামিনী চ সৌদাম্যী সৌদামিত্যপি দৃশ্যতে” ইতি দ্বিরূপকোষঃ । দামিনী দামযুক্তা
শোভাবতীত্যর্থঃ । ততশ্চ শোভায়া অভাবাদেবাগত্ব ন ভিত্তোবেতি ভাবঃ ।

নহু তস্মা অপি তত্রাত্মৈশ্বৰ্য্যমেব স্পষ্টো দোষ ইত্যাত আহ—ন চ মঞ্চিতি । মধুমাসশ্চেত্ৰঃ ; কলকষ্ঠী কোকিলাঙ্গনা ;
সমুৎকীৰ্ত্তি চিত্তপ্রত্যয়ান্তম্ । অত্রোভয়োঃ পরস্পরসাপেক্ষত্বেনৈব শোভাসাদৃশ্যম্, কলকষ্ঠাস্তত্রাত্মৈশ্বৰ্য্যভাবস্তদ্বিনা-
ভাবস্ত উপমাপ্রয়োজকভূত-তদ্ব্যবহাৰাদেবোক্ত ন পূৰ্ব্বোক্তা দোষাঃ ।

নহু কলকষ্ঠাঃ কণ্ঠদ্বয়ঃ প্রশস্ততাং নাম, ন তু গাত্রমৌল্যমিত্যাত আহ—নাপি কমলতি । কিঞ্চ, শ্রীতৈর্যোগ্য-
প্রতিযোগি-সঙ্গত্বাভাবাভাব্যামেব সমুদ্ভিনাশাবপীত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—ন চ বলক্ষতি । বলক্ষপক্ষং শুক্লপক্ষম্, ঈয়ত ইতি
'ঈত্ গতো' দৈবাদিকঃ । অত্চ, অনিষ্টপ্রেমাদিমহাগুণপরীক্ষণং চ তাদৃশপ্রতিযোগিত্বেনৈব, নাহুত্রেতি দৃষ্টান্তঃ—ন চ
নিকষতি । কিঞ্চ, গুণনামপ্রসিদ্ধাদিকং সর্বমেব তাদৃশপ্রতিযোগিসাহিত্যেনৈব প্রকাশতে, নাত্মথ্যেত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—
ন চ বসন্ততি । পরিমলমিত্যি গুণঃ, বসন্তোহপি সুরভিঃ, বাসন্তীতি নাম, স চাপি বসন্তনামা, লতাস্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠা
মাধবীতি প্রসিদ্ধিঃ, স চাপি ঋতুযু শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি, তথা পরস্পরশোভাসাপেক্ষত্বাবিনাভাবৈশ্বৰ্য্য-সৌন্দর্য্যাত্মাঃ পূৰ্ব্বপূৰ্ব-
দৃষ্টান্তনিষ্ঠা গুণা অপ্যত্র বর্তন্ত এব, ইত্যয়মেব মুখ্যো দৃষ্টান্ত ইত্যত্রৈব পর্যবসানমিতি । দাষ্টান্তিক-পক্ষেহপি বৈদগ্ধ্যাদিনা
গুণেন তুল্যাবেব রাধামাধবৌ, মাধবেতি রাধেতি তুল্যপর্যায়ত্বং নাম্যপি প্রসিদ্ধা চ লোকোত্তরয়া প্রেমণা চ
পরস্পরসাপেক্ষত্বাদিভিষেচতি ॥

অথ তত্রাপ্যাত্মৈশ্বৰ্য্যবিবক্ষয়া ধর্মধর্মিকপেণ পৌরাণিকসিদ্ধান্তোপযোগিত্বাচ্ছক্তি-শক্তিমন্তরূপেণ বা সম্বন্ধেন দৃষ্টান্ত-
ত্রয়ম্ । তত্র চন্দ্রচন্দ্রিকয়োঃ স্পর্শশ্রুতি-অগ্নিগম্যা । রত্নরত্ন-প্রভয়োর্দর্শনীয়তা নেত্রেজিয়গম্যা জাড্যাদিরাহিত্যেন
পূর্বতোহপ্যধিকা । কুসুমমাধবীকধারয়োস্ত সৌরসং সৌরভ্যং স্পর্শ-স্পর্শঃ সূদর্শনমিতি সর্বেজিয়গম্যত্বমিত্যত্রৈব শ্রেষ্ঠো
বিশ্রাস্তিরিতি । অপলাপঃ সংগোপনম্ ; “অপলাপস্ত নিহবঃ” ইত্যমরঃ । মণিবণিজামিতি অংশস্থিত্বং অংশধর্ম্যবত্যো
বয়ং দ্বানুভবেনৈব সর্বং জানীম ইত্যর্থঃ । ভাবঃ স্বরূপম্ । ইদং হৃদিকারচিহ্নম্, অঙ্গসা সাক্ষান্নাপলপনীয়ম্ । পনীয়া স্তব্যা
মিৎ স্নেহো যন্তাঃ ; হে পনীয়মিৎসখি ! স্নেহেন ময়ি সর্বমেব বথয়েতি ভাবঃ ; “পন স্ততো”, ‘ক্রিমিদা স্নেহেন’

অত্চ যে কোনও সলিলমাত্রেই রাজহংসী শোভা পায় না, শুক্লপক্ষ বিনা চন্দ্রমাকলা পরিপুষ্টি লাভ করে
না, নিকষ-পাষণখণ্ড বিনা কাঞ্চনী রেখা স্বগুণ প্রকাশ করে না, বসন্তঋতু বিনা মাধবীলতা পরিমলে
চতুর্দিক ভরিয়ে তোলে না ।

আর বেশী বলবার কি আছে,—চন্দ্র ও চন্দ্রিকা, রত্ন ও রত্নপ্রভা, কুসুম ও মধুধারা যেমন
অবিচ্ছেদ্য তেমনই রাধা ও রাধারমণ অবিচ্ছেদ্য—ওহে সখি, তবে কেন আর আমার নিকট তোমার
এ-গোপন । জহুরীর নিকট মণির অহুর্ভাব কিছুই অগোচর থাকে না । তোমার এ-হৃদিকারচিহ্ন সাক্ষাৎ
গোপন করার মতো নয়, হে স্তবনীয় স্নেহময়ী সখি, স্নেহবশে আমাকে সব কিছু আছোপান্ত বলে দেও ।

১৬ । ইতি তদুদিতোপরমে পরমেণ প্রণয়েন সকলগুণললিতা ললিতা চোবাচ—‘যুক্তমুক্তমুদার-
প্রণয়ক্রমশাখয়া বিশাখয়া, বিচিত্রং নৈতৎ, পীযুষমযুথেনৈব বিভাবরীবিভা বরীয়সী ভবতি । তমন্তুরেণ
চকোরী চ কোরীকরোতি কমপরম্ ॥’

১৭ । ইত্যুক্তা সাহ—‘সাহসমিদং ভবতীনাং যদিদমসম্ভাব্যমপি সম্ভাব্যতে । বিশাখা বিশাখা-
ভাবং ন ত্যজতি, যদিয়ং মাধবমাসহায়িনী’ ইতি ॥

১৮ । তদুদিতাহেহতান্তেন মনসা পুংললিতাহহ—‘ভাবিনি ! ভাবি নিয়তমেব ভবতি ।
রাধাভিখ্যে তত্র রাধৈব সাহায্যমবলম্বতে,—রাধাবিশাখয়োরৈক্যাৎ ॥’

ইতি ধাতু ॥

১৬ । বিভাবরী রাজ্যা বিভা কান্তিঃ । তং বিনা কা চকোরী কমপরমরীকরোতি স্বীকরোতীতি তব কান্তিদায়িত্বং
জীবনদায়িত্বঞ্চ কেবলমেকম্ কৃষ্ণশ্রব, নাচন্তোত্যেকত্রেব দৃষ্টান্তদ্বয়-তাৎপর্যম্ ॥

১৭ । ইতি ললিতযোক্তা সা রাধা আহ—বিশাখাভাবং বিশাখানক্ষত্রস্বভাবম্ ; মাধবমাসৌ বৈশাখঃ ; ‘বৈশাখে
মাধবো রাধঃ’ ইতামরঃ । তং জিহীতে গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি গ্রহাদিভ্যো বিনিঃ,—বৈশাখ-পূর্ণিমায়াং বিশাখানক্ষত্র-
যোগাৎ । ভঙ্গ্যা তু বিশাখা ত্বং তন্নিমাধবে সঙ্গত্বেব হিষ্টমীতি মা স্বসদৃশীং মাং জানীহীতি নর্ম সূচ্যতে । পক্ষে, মাধবস্ত
মা শোভা, তস্তাঃ সহায়িনী সহায়বতী তদন্তকুলব্যাপারযুক্তা । অত্রাদৃষ্টান্তচরেহপি শ্রীকৃষ্ণে প্রথমমস্তা রাগঃ শ্রীমদ্ভুল-
নীলমণিদর্শিতাল্ললনানিষ্টস্বরূপাদেব, ততো বক্ষ্যমাণপ্রকারাদবলম্বিতলে দর্শনাদয়ং স ইতি নিশ্চয় আসীৎ । ততস্তদু-
সন্ধানপ্লুতচিত্ততয়াহুজনপরিশীলিত-তৎপ্রসঙ্গপরামর্শান্নামাদিচ্ছানমিতি বিবেচনীয়ম্ ॥

১৮ । অতান্তেন প্রফুল্লেনেত্যর্থঃ । তস্তাঃ স্বস্বভাবপ্রকাশনকর্মচর্মশ্রবণাৎ । হে ভাবিনি ! স্বন্দরি ! ভাবি ভবি-

১৬ । এক্রুপে বিশাখার বলা শেষ হলে সর্বগুণে অলঙ্কৃত ললিতা পরমপ্রণয়ে বললেন—‘উদার
প্রণয়ক্রমের শাখাস্বরূপা বিশাখা যুক্তিযুক্তই বলেছে—এ বিচিত্র নয়, জ্যোৎস্নাতেই রজনীর কান্তি উজ্জ্বল
হয়, জ্যোৎস্না বিনা কোন্ চকোরী অথ কিছু স্বীকার করে,—তোমার কান্তি-জীবন সব কিছু একমাত্র
কৃষ্ণই দিতে পারে ।

১৭ । এ কথার পর রাধা বললেন—‘তোমাদের সাহসের বলিহারি যাই, যেহেতু এ-অসম্ভব
বিষয়েও সম্ভাবনার কল্পনা করে নিয়েছ । বিশাখা বিশাখানক্ষত্রের স্বভাব ছাড়তে পারে না, যেহেতু
এ মাধবমাস আশ্রয়িনী । (মাধবমাস অর্থাৎ বৈশাখমাসিক পূর্ণিমায় বিশাখা নক্ষত্রের যোগ হয়—
এ কথাকে আশ্রয় করে এখানে ভঙ্গীক্রমে বলা হলো ‘সখী বিশাখা কৃষ্ণে মিলিত হয়েই অবস্থান করে
আমাকে তেমন জানবে না ।’ এখানে আরও ধ্বনি হল—বিশাখা স্বভাব ত্যাগ করে না, যেহেতু এ
কৃষ্ণশোভার সহায়কারিণী হয়ে থাকে অর্থাৎ কৃষ্ণের আনুকূল্য বিধান করে থাকে ।)

১৮ । এ কথার শেষে ললিতা প্রফুল্লিত হয়ে উঠে পুনরায় বললেন—‘হে পরমাসুন্দরী রাধে,
ভবিতব্য নিশ্চয়ই হবে, ‘রাধাভিখ্যে’ রাধা নাম্নি বৈশাখমাসে রাধাই সাহায্যকারিণী হয়ে থাকে—
এর কারণ রাধা ও বিশাখা এক পর্যায়ভূক্ত—(বিশাখা নক্ষত্রের অণু নাম রাধা) ।’ (এর ভিতরের

১৯। অথাহ সা হসামৃতমধুরম্—‘ললিতে। ন হ্যাকাশলতা কাশলতাকুসুমসমানকুসুমমিতি শক্যতে বক্তুম্, তদয়ি মুখবিজিতনালীকে নালীকেন বিতর্কেণ সম্ভাবনীয়োহয়ং জনঃ ॥’

২০। ইত্যেবমবসরে স্বভাবশ্রামা শ্রামা নাম রাধারাধায় প্রতিদিনমেবাগমনশীলা তদাপি তদাপি-
তহৃদয়া হৃদয়ালুতয়া তত্রৈবাজগাম। আগতায়াং চ তস্তামেতস্তা মেতুরহৃদঃ কমলমুখ্যাঃ মুখ্যায়া হৃদয়-
মতিন্মিধুমুদিতমাসীৎ ॥

২১। পরম্পরং মিলিতবতীষু সকলাসু সকলাসু সন্মিতগান্ধীর্ষাবহিৎখং মুখ্যাহহ—‘কমলমুখ্যাহহ-
হরস্ব মে বচসি মনো মনোজ্ঞে প্রিয়সখি শ্রামে দৃশ্য মে দৃশোঃ কর্পূরবস্ত্রিরিব ভবতী ভবতীহ। তদাকর্ণয়
কর্ণযশস্করং কিমপি মে সখীজন-বচনম্’ ইতি সখ্যোক্তদিতং কথয়তি ॥

তবাম্। রাধাভিষ্যে রাধানামি, তত্র বৈশাখ্যমাসে তৎসনান্নী রাধৈব। নহু কা তত্র রাধা? তত্রাহ—রাধাবিশাখায়ো-
রৈক্যাং একপর্ষায়য়াং। তত্র বিশাখানক্ষত্রমেব রাধা উচ্যতে ইত্যর্থঃ। স্লেষণ, রাধয়া অভিখ্যা শোভা যন্ত তন্মি-
শ্রীকৃষ্ণে;—“অভিখ্যা নামশোভয়োঃ ইত্যমরঃ ॥

১৯। হসামৃতমধুরং যথা শ্রান্তথা সা রাধা আহ,—আকাশেতি। আকাশলতায়াঃ কীদৃশং কুসুমমিতি প্রশ্নে
কাশলতায়াঃ কুসুমতুল্যং তদিত্যন্তরমিব ভবতীনামলীকমূলকে প্রশ্নে নমাপি কিং তাদৃশমুত্তরমুচিতমিত্যর্থঃ। যুথেন
বিজিতং নালীকং কমলং যয়া হে তথাভূতে! অলীকেন মিথ্যাভূতেন বিতর্কেণ ন সম্ভাবনং যঃ; অয়ং মল্লক্ষণো জনঃ ॥

২০। স্বভাবেন শ্রামা “শীতকালে ভবেদুষ্ণা” ইত্যাহ্যাক্তলক্ষণা। রাধায়া আরাধায় আরাধনায়, অহুংপক্ষ-
ত্বাহুংসপর্ণায়েত্যর্থঃ। তথাপি তত্রৈবাজগাম। কীদৃশী? তস্তাং রাধায়ামপিভং প্রাপিতং সমর্পিতং হৃদয়ং স্বমনো যয়া
সা। তত্র হেতুঃ—হৃদয়ালুতয়া সৌহার্দেনেত্যর্থঃ। এতস্তা মুখ্যায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ ॥

২১। সকলাসু কলাভির্বেদন্যীভিঃ সহিতাসু মুখ্যা রাধা আহ। মে বচসি মন আহরস্ব প্রবেশয়। ভবতী মম

অন্য অর্থ হল—‘রাধাভিষ্যে’ অর্থাৎ রাধাদ্বারা মিনি শোভিত সেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে রাধাই সাহায্যকারিণী
হয়ে থাকে।)

১৯। অতঃপর রাধা হাস্তামৃতমধুরবাক্যে বললেন—‘ললিতে, আকাশ লতার কুসুম কেমন,
এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে পার না, এ কাশলতা কুসুমের মতো এক জাতীয় কুসুম, তাই বলছি—ওহে
কমলবিজয়িনী মুখশ্রীযুক্ত ললিতে, আমার মতো সরলাকে মিথ্যা বিতর্কজালে জড়িয়ে না।’

২০। একরূপ কথার অবসরে স্বভাবশ্রামা শ্রামা নামক সখী প্রতিদিন আগমনশীলা হয়েও
রাধাতে সমর্পিত-হৃদয়া বলে রাধা আরাধনার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর আগমনে সেই
নিম্নহৃদয়া কমলমুখী গোপীকুলশিরোমণি শ্রীরাধার হৃদয় অতিস্নিগ্ধমুগ্ধতায় উৎফুল্লিত হয়ে উঠল।

২১। রসমূর্তি সখীগণ পরম্পর মিলিত হলে মুখ্যা শ্রীরাধা গম্ভীর হয়ে অবহিথার ভাবে বৈদম্বীর
সহিত যুহুহেসে বললেন—‘হে কমলমুখী মনোহরা প্রিয়সখী শ্রামে, আমার কথায় একটু মন দেও,
তুমি আমার নয়নের কর্পূরপ্রদীপস্বরূপা, তাই আমার সখিজনের কর্ণযশস্কর কোনও অদ্ভুত কথা বলছি,
শোন। এ-বলে সখীদের কথিত কথাগুলি বলতে লাগলেন।

২২। শ্যামাহইহ—‘মা হরিণাক্ষি ! সখীজনমভাস্ময়তু ভবতী, সকলাশ্বেব গোকুলকুলললনা-
পরিষৎসু গোকুলললনাললামভূতায়ান্তব স্তবনকথাপ্রসঙ্গে সজ্জয়মিদং বৃত্তম্ । তৎস্বভাবো হি ভাবো হিম-
করকুমুদিত্তোরিব তস্ত তব চ জায়মান এব সকলগোকুলনগরীগরীয়ঃ সৌরভ্যমভ্যাগময়তি ।’

২৩। মুখ্যা হসিতমুখ্যাহ—‘সিতময়ুখমুখি ! সত্যমেব ভবতি লোভবতী ভবতী চ তস্মিন্ জনে,
যদাশ্বকথামন্ত্রাসঞ্জয়সি, জয়সি ত্বং সর্বকলয়া কথমিদমপি সম্ভাব্যতে । পশু কা পুনরহিমকরং হিমকরং
বা করেণাহর্তুমভিলষতু । কা চ কাচমণিনা মহামণিং পরিবর্তয়িতুমুত্ততা ভবতু ? কা বা রত্নাকরবর্তীনি
করবর্তীনি কর্তুমাকাঙ্ক্ষতু মহারত্নানি, কা বা ডগমগায়মানমণিবরলোভেন ফণধরফণধরণার্থমর্থিনী
ভবতু ? কা চ বা কণ্ঠীরব-কিশোরকেশর কেশরচনার্থমুত্ততাত্ম ? তদলং প্রতারিতালীকেনালীকেনামুনা
বৃত্তাস্তেন ॥’

দৃশ্যা সত্যী দৃশোর্নৈজয়োঃ কর্ণবর্তিরিব ভবতি ॥

২২। পরিষৎ সভা, ললামভূতায়ী ভূষণরূপায়াঃ ;—‘ললামং পুচ্ছপুণ্ড্রাখ্যপ্রাধাত্যকেতুঃ’ ইত্যমরঃ । সজ্জয়ং
প্রশংসনীয়ম্ । স্বভাবো হি ভাব ইত্যতিনিরূপধিক্রবিবক্ষয়া লক্ষণা স্বাভাবিকো ভাব ইত্যর্থঃ ॥

২৩। মুখ্যা রাধা আহ । হসিতমুখী সত্যীতি নর্মার্থম্ সিতময়ুখমুখি ! চন্দ্রমুখি ! সর্বকলয়া সর্বাংশেন । পূর্বরাগ-
পাকাবস্থায়ং দৈতৃশ্চৈব সঞ্চারিণঃ প্রাবল্যাস্তদুরূপমাহ । তত্র প্রথমং কৃষ্ণস্তাতীতুল্লভতাস্কুর্ভ্যা আহ—কা পুনরিতি ।
অহিমকরং সূর্যম্, হিমকরং চন্দ্রম্ । শুদ্ধপ্রেমণা দূর্লভোহপি বশীকর্তৃং শক্য ইতি চেত্তত্র স্বপ্রেমণাহপি তথাত্মাভাবং দৈত্রে-
নৈবাহ—কা চেতি । কা চ নারী কাচমণিনা স্থনিষ্টপ্রেমণা মহামণিমিলনালমণিং শ্রীকৃষ্ণনিষ্টপ্রেমাণং পরিবর্তয়িতুং স্বকর্তৃক-
প্রেমাণং কৃষ্ণে অর্পয়িত্বা কৃষ্ণকর্তৃক-প্রেমাণমাত্মগর্পয়িতুম্ । অথ শ্রীকৃষ্ণশ্রীকৃষ্ণাণাং মহাপুণ্যানামানন্ত্যমবকলয়ান্মনশ্চ
তদ্দাহরণোচিতপাত্রভাবামাশঙ্ক্য সবিচারমাহ—কা বা রত্নাকরেতি । ন হি রত্নাকরস্থ-সমস্তরত্নানি করতলমাত্রৈ মাঙ্গীতি
ভাবঃ । অত্যযোগ্যত্বেহপ্যাশ্বনঃ কদাচিদপি প্রাপ্তু মশকোহপি বস্ত্রনি সাহসাবিক্ষারে কষ্টমেবাদকং ভ্রান্ত তু স্থখমিতি

২২। শ্যামা বললেন—‘হে মৃগনয়নী রাধে, তুমি সখীদের বৃথা দোষারোপ করো না, গোকুল-
কুলললনা সভায় গোকুলললনাভূষণরূপা তোমার স্তবন কথা প্রসঙ্গে এ-বৃত্তান্ত প্রশংসনীয়ই বটে,
তাই চন্দ্রমা ও কুমুদিনীর স্বাভাবিক ভাবের মতো তোমার ও কৃষ্ণের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভাব আছে তা
জাতমাত্রেই সকল গোকুলনগরীর শ্রেষ্ঠ সৌরভ আহরণ করে নিয়েছে ।

২৩। মুখ্যা শ্রীরাধা হাসতে হাসতে বললেন—‘হে চন্দ্রমুখী, মনে হচ্ছে সত্যই তুমি সেইজনে
লোভবতী হয়েছ, যেহেতু তুমি নিজের কথা অগ্নের উপর চাপাচ্ছ, তুমি সর্বতো ভাবে বিজয়িনীর
আসনে প্রতিষ্ঠিতা, বলতো কি করে এরূপ একটা অসম্ভবের বিষয়েও কল্পনা আসতে পারে ? দেখ,
কে এমন বোকা আছে যে সূর্যচন্দ্রকে হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়, কে এমন আছে যে কাচমণির সঙ্গে
মহামণির বদলাবদলি করতে উত্তত হয়, কে এমন আছে যে সমুদ্রগর্ভস্থ মহারত্নচয় হাতের মুঠোয়
আনতে বাসনা করে, কে বা এমন আছে যে ডগমগায়মান মণীন্দ্রের লোভে সর্পের ফণা ধরতে
অভিলাষী হয়, আর কেউ বা এমন আছে যে সিংহকিশোরের কেশর দিয়ে কেশ-বিছাসে উত্তোগী হয় ?

২৪ । । শ্যামাহ—‘শ্যামাহতং তে সত্যমেব হৃদয়ং হৃদয়ংগমেনামুনৈব বচসা চ সাতিশয়মেব ব্যক্তীকৃতম্, কৃতং তে প্রতারণেন ॥’

২৫ । ইত্যুক্তবত্যাগেতস্তাঃ প্রতারণচাতুরী চাহিতুরীভূতা যদি, তদা স্বভাবভাবভাবুকশুভগং-
ভাবুকমনোরুদ্রিতয়া রোমাঞ্চমাঞ্চনচটুলকপোলপালিপালিতকজ্জলজলমিষণে নয়নকমলাভ্যামন্তর্গতং কৃষ্ণ-
কান্তিজবমিব বমন্তীমং তীব্রতরকৃষ্ণানুরাগ-পরভাগপরভাজনভাবং ব্যঞ্জয়ন্তী জয়ন্তীব বৈজয়ন্তী সর্ব-
সৌভাগ্য-সম্পদাং সখীজনহৃদয়জ্বায়ে সমজনি । ক্ষণমাশ্বাস্ত্র চ ‘শ্যামে ! ক মে কণতু তাদৃশং ভাগপেয়-
ভূষণম্, অবধেহি,—

অতিপরম-মহার্যমস্ত্র চেতো, মণিমতিলোকমণীন্দ্রবন্দনীয়ম্ ।

তৃণমণিবদয়ং মমানুরাগঃ, পরিপণিতুং পণতাং কথং প্রযাতু ॥’

ইতি রোদিতি ॥

সভয়প্রদর্শনমাহ—কা বা উগমগায়েতি । উগমগতি স্নিগ্ধোজ্জল্যবাচি ভাষানুকরণম্ । “প্রায়ো বীররতাঃ স্ত্রিয়ঃ” ইতি
গ্র্যয়েন কান্তস্ত শৌর্যং স্বসেবাবহতীত্যন্তরভিলাষে সত্যপি আত্মনো মোক্ষানাত্মাবিস্কৃত্য কৃষ্ণস্ত চাঘ-বকাগ্নস্বরমারণো-
দগুপ্রভাবতং ব্যঞ্জয়ন্তী সত্রাসং সাতুরৌৎসুক্যং চাহ—কা চ বেতি । কণীবরকিশোরস্ত কেশরৈর্যা কেশরচনা তদর্থমুদ্-
যততামুগমং করোতি । অত্র সমাসাদিধেয়াংশাবিমশৌ যমকান্তরোধাং সোঢ়বা ইতি । প্রতারিতা আলী সখী যেন তেন
বৃত্তাস্তেন ॥

২৪ । শ্যামেন শ্রীকৃষ্ণনাহতমুৎকর্ঠোৎপাদনয়া ভাবনাগতেন তাড়িতমিতার্থঃ । বচসা দৈতবোধকেন তদুৎকর্ষকথন-
মেব তব স্পৃহাব্যঞ্জকমিতি ভাবঃ । তস্মাৎ প্রতারণেন কৃতম্, অলমিতার্থঃ ॥

২৫ । আতুরীতি চিঃ । স্বভাং নিজকান্তিমবতি বক্ষতীতি তথাত্মো যো ভাবো বদ্যমূল ইত্যর্থঃ । তস্ত্র ভাবুকেন
কুশলেন অভগন্তাবুকা মনো-দ্বির্ঘস্তান্তস্তয়া হেতুনা যো রোমাঞ্চস্তস্ত্র মা শোভা তস্ত্রা অঞ্জনেন প্রাপ্ত্যা চটুলৌ শোভনৌ
কপোলৌ তয়োঃ পালীভ্যাং ক্রোড়াভ্যাং পালিতং রক্ষিতং যৎ কজ্জলসম্বন্ধিজলং তন্মিষণে তচ্ছলেন ; “চটুলঃ স্তম্ভরে

কাজেই আমার মতো সরলা সখীকে এরূপ মিথ্যা বাক্যে প্রতারণা করবার কি প্রয়োজন ।

২৪ । শ্যামা বললেন—‘সত্যই তোমার হৃদয় শ্যামাহত, হৃদগত তোমার এ বাক্যেই তা
সাতিশয়রূপে প্রকাশ পাচ্ছে, তোমার এ প্রতারণার আর প্রয়োজন কি ?’

২৫ । এ কথায় তাঁর প্রতারণাচাতুরী যদি আর টিকল না তখন তিনি বদ্যমূল ভাবের
উচ্ছলনে পরমসুন্দর মনোভাবাবেশ জনিত রোমাঞ্চের শোভায় শোভন ছ-কপোলদেশগত কজ্জলমিশ্রিত
নয়নজলধারাচ্ছলে যেন নয়নকমলদ্বারে হৃদয়মধ্যস্থিত কৃষ্ণকান্তিজব উদ্বিগ্ন করিতে লাগলেন । এর দ্বারা
পরিপক্ক কৃষ্ণানুরাগ জনিত সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠপাত্ররূপে নিজেকে প্রকাশ করিতে লাগলেন, যেন সর্বসৌভাগ্য-
সম্পদপতাকা উড্ডীয়মান হয়ে পতপত করিতে লাগল । একটু আশ্বস্ত হয়ে—শ্যামে, তাদৃশ ভাগ্যভূষণ
আমার কোথায় ধ্বনিত হবে, শোন—

অতি পরমমহার্য সেই তাঁর চিত্তমণি অলৌকিক ও মণীন্দ্রবন্দনীয়, তুচ্ছ তৃণমণিসম আমার

২৬ । শ্যামাইহহ,—মা হত ! খেদনীয়ং বামনয়নে, নয় নেতব্যতামস্শদ্বচসি প্রামাণ্যম্ । সমাশ্ব-
সিহি বিশ্বসিহি বিগতালীক্যে মদালিবাক্যে, স্বদনুরাগরত্নেনৈব তন্মনোমানিক্যং পরিচীয়তে । তথা হি—

প্রসরতি সহজাবরোহহানে, রথিনিধি বশ্চন বীক্খোহবরোহঃ ।

নিধিরপি ন স তেন দুর্বিদঃ স্ত্রাং, কলয়তি যন্তমহো স এব বেত্তি ॥

২৭ । আহতুরভে বিশাখাললিতে—‘ললিতেক্ষণে শ্যামে ! পুরাপি তব তস্ম্য চেতি মুদিতমুদিত-
মধুনাপি মধুনাপিহিতমিবা কিঞ্চিচ্ছ্যতে । তদয়ি মধুরহসিতে । রহসি তে কিমপি শ্রবণপথাতিথিক্রমাগত-
মিব ।’ সাহহহ—‘সাহসিক্যমিদং যদহং কথয়ামি ॥’

চলে” ইতি ধরগিঃ ; “পালিঃ জ্যজ্ঞাক্ষপণ্ডিত্যমরঃ । নয়নকমলাভাং তদ্বারাভাং বমন্তী উদগিরন্তী । ততঃ কিম্ ?
তত্রাহ—তীব্রতরঃ পরিপকো যঃ কৃষ্ণানুরাগশ্চেন পরভাগঃ সৌন্দর্যং তস্ম্য পরভাজনভাবং শ্রেষ্ঠপাত্রত্বং ব্যঞ্জয়ন্তী, আত্মন
ইত্যর্থঃ । ততঃ কিম্ ? তত্রাহ—বৈজয়ন্তী পতাকা জয়ন্তীব সর্দোৎকর্ষণে বর্তমানৈব । অতিলোকা লোকমতিক্রান্তা
লোকোত্তরা মনীষ্যাস্তুরপি বন্দনীয়ং বন্দনাং তৎস্থানীয়গিতার্থঃ । তৃণমণিস্থণাকর্ষকো মণিবিশেষঃ, পরিপণিতুং ক্রেতুং
পণতাং মূল্যতাম্ ॥

২৬ । অস্শদ্বচসি প্রামাণ্যং প্রধানকর্মভূতম্, নেতব্যতাং গ্রাহ্যতাং, নয় প্রাপয় । তত্র প্রামাণ্যে ভবেপাদেয়তা
তিষ্ঠতু, ন তু হেয়তেনার্থঃ । বিগতমালীক্যমলীকত্বং মিথ্যাত্বং যন্ত তস্মিন, সমালীনাং সখীনাং বাক্যে । স্বদনুরাগরত্নং
তত্রৈব লয়ং সৎ তন্মনোরূপং মানিক্যং পরিচিনোত্যোবেত্যর্থঃ । অত্র দৃষ্টান্তঃ—সহজৈব অবরোহন্ত শাখাজটায় হানি-
স্ত্যাগো যস্তাস্থখাতুতায় আপি বীক্খঃ । অধিনিধি নিধিপ্রদেশে অবরোহঃ প্রসরতি ;—শাখা শিফাবরোহঃ স্ত্রাং”
ইত্যমরঃ । ততশ্চ স নিধিরপি তেনাবরোহেণ দুর্বিদো দুজ্জৈয়ো ন স্ত্রাং । কৃতঃ ? অহো আশ্চর্যে, যোহবরোহো লব্ধিতঃ
সন্ তং কলয়তি গৃহ্নাতি, অতঃ স এব তং নিধিং বেত্তি । অত্র নিধিস্থানীয়ং শ্রীকৃষ্ণমনঃ কর্মভূতম্, অবরোহস্থানীয়ং স্বদনুরাগ
এব গৃহ্নাতি, জানাতি চ নাচ্ছ ইত্যনেন ত্বয়াকৃষ্টমেব তস্মাপি মনঃ সাম্প্রত্যং বর্তত এবৈতি ব্যঞ্জিতম্ । তথাপ্যয়মনুরাগো
নাধুনিক এব, কিন্তু অদৃষ্টাশ্রতচরৈহপি তাস্মিন্ প্রাগেবারভ্যাসীদিত্যপি ব্যঞ্জিতম্ ॥

এ-অনুরাগ ওটি ক্রয়ের মূল্য কি করে হতে পারে ? এ বলে রোদন করতে লাগলেন ।

২৬ । শ্যামা বললেন—‘হায় হায়, হে সুনয়নে, আর খেদ কর না, আমার কথার প্রামাণিকতা
স্বীকার করে নেও, আশ্বস্ত হও, সত্যবাদিনী আমার সখীদের কথা বিশ্বাস কর, তোমার সেই অনুরাগ-
রত্নই সেখানে লগ্ন হয়ে সেই মনোমানিক্যের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করে নিবে । এতে দৃষ্টান্ত—

২৬ । স্বাভাবিক শাখারূপ জটী-ত্যাগী লতা মাটিতে পোতা গুপ্তনিধিপ্রদেশে যদি জটী
বিস্তার করে তবে তখন আর সেই নিধি ঐ জটার অপরিচিত থাকে না । যে জটী লব্ধিত হয়ে
নিধিকে জড়িয়ে ধরেছে সেই তো তাকে জানবে । (এখানে নিধিস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণ আর জটাস্থানীয়
শ্রীরাধার অনুরাগ ।

২৭ । ললিতা বিশাখা উভয়েই বলে উঠলেন—‘হে ললিত নয়নী শ্যামে, তোমার ও কৃষ্ণের
আনন্দোচ্ছাস তো পূর্বেই উদয় প্রাপ্ত হয়েছে, অধুনাও মধুমিশ্রিত কিছু মিষ্টি মিষ্টি কথা বললে ।

২৮। উভে আহতুঃ—‘শ্রামে! শপাবহে স্বশিরসা, রসাস্তুরেণ চোদিদং ভবতি, তদসঙ্কোচেনা-
হলপ, লপনেন্দোস্তে নির্মলং যাবঃ।’

২৯। অথ সা হসন্ত্যাহ—‘সন্ত্যায়তথিযো মদীয়াঃ সহচর্য্যস্তা একদা কদাচন বনগমনারম্ভসম্ভাবিত-
বেণু-বিষাণ-গুঞ্জাশিখণ্ডাদিভূষণসম্ভারৈঃ সহ সহচরৈরেগ্রেসরস্তথাবিধ-বিবিধভূষণে। ব্রজপুরপুরন্দরনন্দনঃ
পুরতোরণতঃ পুরতো রণতঃ কনকমণিময়ালঙ্কারান্ দধানোহয়মধিবলভীতলমধিবলভীতলজ্বিতনয়নমিত-
স্ততোহবলোকয়ন্তীং ভবত্যোঃ সখীমাকস্মিকেনাকুটিলেনাহলোকেনেনেষন্তরাং তমালোক্য তৎসমকাল-
জনিত-মন্দাক্ষমন্দাক্ষমপবর্তমানাং বর্তমানান্দোলিতানন্দোল্লাস-পরাভবেন পুনরপি বিবলিতগ্রীবমালোক-
মানামাকস্মিকেনৈবাকুটিলেন তদালোকনেনার্কিবর্ষ্মনি নিকৃন্তু কটাক্ষস্ত চরমার্কমুপসংহরহীমনপেক্ষ-

২৭। মুদিতমানন্দঃ, উদিতমুদয়প্রাপ্তম্। মধুনা পিহিতং মধুমিশ্রিতমিব বিগতালীক্যে মদালিবাক্যে ইতি তথা
নিধিরপি ন স তেন দুর্গিদঃ স্তাদিতানেন চ সুরসমিতার্থঃ ॥

২৮। আলপ কথয়, লপনেন্দোমুখচন্দ্রস্ত; “আননং লপনং মুখম্” ইত্যমরঃ ॥

২৯। হসন্তীতি,—বর্ণয়িষ্যমাণ-রাধিকোৎসুকা-চাপলা-স্মরণাৎ। ব্রজপুরপুরন্দরনন্দনঃ কামপ্যাকস্মিকীং রুজমাসাঙ্গ
কমপি প্রিয়নর্মসহচরং যদ্বাচ, তন্মদীয়াঃ সহচর্য্যস্তা অব্যয়মাগাভাঃ শুকীভ্যঃ শৃঙ্গস্তি স্মেতদ্বয়ঃ। কথন্তুতঃ সন্নিতাপেক্ষায়াং
প্রথমত এব ক্রমেণ সমস্তোদন্তং বিবৃণ্তী বিশিনষ্টি—বনগমনারম্ভেত্যাদিনা। পুরস্ত তোরণতো বহির্দ্বারাং পুরোহগ্রে
বর্তমানঃ। পুনঃ কথন্তুতঃ? রণতঃ রুণতো মণিময়ালঙ্কারান্ দধানঃ, ‘রণ ধ্বন শব্দে’ শব্দন্তঃ। অয়মিতি বুদ্ধ্যা প্রকটীকৃতং
তমমুখ্য দর্শয়ামীবেতি ভাবঃ। পুনঃ কীদৃশঃ? ভবত্যোঃ সখীং বর্ণয়মানলক্ষণায়নপেক্ষমাণেন কটাক্ষস্ত পূর্বার্থেন ছিন্নপার্দে-
নৈব হ্রদি বিদ্ধঃ। কীদৃশীম্? অধিবলভীতলং বলভীতলে। অধিবলেন অধিকবলেন ভীতেন ভয়েন লজ্বিতে ব্যাক্ষিপ্তে
নয়নে যত্র তথাভূতং যথা স্তাস্তথা সচকিতমিতার্থঃ, ইতস্ততোহবলোকয়ন্তীম্—“চন্দ্রশালা চ বলভী স্তাতাং প্রাসাদ-
মুখনি” ইতি শ্রীধরঃ। আকস্মিকেনাকস্মাক্ষাতেনালোকনেনেষন্তরামল্লতরাং যথা স্তাতথা তং শ্রীকৃষ্ণমালোক্য তৎ-

অতএব হে মধুর হাস্যমুখী, বলতো নির্জনে কোন কথা কি তোমার কর্ণগোচর হয়েছে? শ্রামা
বললেন—‘হ্যাঁ হয়েছে, যা আমি বলবো সে এক আকস্মিক ব্যাপার।’

২৮। উভয়ে বলে উঠল—‘শ্রামে আমাদের মাথার দিবি দিয়ে বলছি—যদি এ রসপূর্ণ হয়
তবে অসঙ্কোচে বলে দেও, অহো তোমার মুগচন্দ্রের বালাই লয়ে মরে যাই।’

২৯। অতঃপর শ্রামা হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন—‘একদা কখনও বনগমন-উত্তোগপর্বে
বেণু-বিষাণ-গুঞ্জা-ময়ূরপুচ্ছাদি ভূষণসম্ভারে সজ্জিত সখাগণের সহিত তথাবিধ বিবিধ ভূষণে ভূষিত, রুণরুণ
ধ্বনিত কনকমণিময় অলঙ্কারে মণ্ডিত ব্রজপুরপুরন্দরনন্দন পুরদ্বারের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলে—ঐ
সম্মুখের চন্দ্রশালিকার নীচে দণ্ডায়মানা, অতি ভয়সচকিত নয়নে ইতস্ততঃ ঈক্ষণমানা তোমাদের সখী
হঠাৎ নয়নকোণে কৃষ্ণকে যেই একটু দেখেছে অমনই লজ্জা এসে তাঁর চাউনির বেগকে স্তিমিত করতে
করতে তিরোভাব করিয়ে দিল,—অতঃপর আনন্দোল্লাসের আন্দোলনের দ্বারা লজ্জার পরাভবে (‘গোল্লায়
যাক লজ্জা, যা হয় হউক, একবার দেখে তো মি’—এভাবে) পুনরায় গ্রীবা উঠিয়ে যদি কটাক্ষ-

মাগেন পূর্বাঙ্কেন ছিন্নবিশিখাঙ্কেনেব হৃদি বিদ্বো নিয়তিনিয়োগেন নিকৃতভুজগীপূর্বাঙ্কেন দষ্ট ইব কামপি দৈবোপসন্নামাকস্মিকীং রুজমাসাত্ত সোৎকর্থাং সচমৎকারং সবিস্ময়ং পশ্যন্তু কমপি প্রিয়নর্মসহচরং যত্বাচ, তদবিস্ময়মাণাভ্যঃ পঞ্জরতো বিচ্যুতাভ্যঃ শুকীভ্যঃ শৃংখিত্য স্ম ॥

৩০। যথা—‘প্রিয়সখ! কেয়ং বলভীতলবিদ্যোতিনী নির্মুদিরা বিদ্যাদিব, নন্দনবনতো নিপত্য বড়ভীতলমালম্বমানা বালকল্ললতিকেব, ত্রিলোকীলোক-সম্মোহকারিণী মদনৈন্দ্রজালিকস্ত কুহকনক-পাঞ্চালিকেব, গোকুলপুরাধিষ্ঠাতৃদেবতৈব, কেনাপি পরমকলাবতা চিত্রকরেণ চিত্রিতা নির্ভিত্তিচিত্রলেখেব,

সমকালং জনিতং যমুদাকং লজ্জা তেন মন্দে বেগহীনেন অক্ষিণী নেত্রে যত্র তদযথা স্ত্রাতৃথা, অপবর্তমানং তিরো-ভবস্তীম্—“মন্দাকং হ্রীদ্রূপা ব্রীড়া” ইত্যমরঃ। ততশ্চ বর্তমানো জায়মান আন্দোলিত আন্দোলং প্রাপিত আন্দোলো যেন তথাভূতাহুজাসাদোৎস্রকাদ্যঃ পরাভবঃ অধীরতয়া ধ্বংসস্তেন পুনরপি ‘কিময়ং মাং পশ্যন্তি’ হন্ত হন্ত গতো বা, ত্রিয়তাং নাম মে লজ্জা, যদ্যপি তদভবতু, কিন্তু একবারমাক্ষিতবা এবাসো’ ইতি চাপল্যেন বিবলিতগ্রীবং গ্রীবামুখাপ্যালোকমানাম্, ততশ্চাকস্মিকেনৈব তদালোকেন কৃষ্ণালোকেনার্ধবস্মিনি নিকৃতস্ত ছিন্নস্ত্রুতি দ্বয়োঃ পরস্পরং প্রতি তুলাকালমেব কটাক্ষশরসন্ধানং কটাক্ষস্ত স্কৃতস্ত চরনার্ধমুপসংহরন্তীমিতি সম্পূর্ণস্থৈবোপজিহীর্ষয়াং সত্যামপি পৃষ্ঠদেশার্ধমেব পূর্বার্ধস্ত তীক্ষ্ণকলিকায়ুক্তস্ত কৃষ্ণকটাক্ষেণ ছিন্নহাং। অতস্তাদৃশীং তামনপেক্ষমাগেন ছিন্নশরার্ধেনেতি তত্রাশকানির্গমহাং। নিয়তিনিয়োগেন দৈবপ্রেরণয়া। নিকৃতভুজগীতি তদ্বিস্ময় দুঃশকপ্রতিকারহাং। অত্রায়মর্থঃ—মাময়ং মাং পশ্যতু, অহস্ত এনমেকবারং পশ্যামীতি বাঞ্ছয়াংবলোকনারস্তে তদৈব ক্রীকৃষ্ণাবলোকনং দৈবাজ্জাতমালক্ষ্য হন্ত হন্ত মাময়ং দৃষ্টবানেব, তদৌৎস্রকাসূচিকা মে দৃষ্টিরিয়মেতস্ত দৃষ্টিগতা মা ভবত্বিতি তিরোদধতা। এতস্তাঃ সম্পূর্ণদৃষ্টেরেবোপসংহারেচ্ছা, কিন্তু দৃষ্টেঃ প্রথমভাগস্ত প্রথমমেব কৃষ্ণদৃষ্টৌ যোগোহভূদিতি ন তস্তোপসংহারঃ শক্য ইতি পশ্চাদ্ভাগ এবোপসংহৃতঃ। তথা একস্তাঃ সম্পূর্ণায়া দৃষ্টেঃ পূর্বার্ধপরার্ধয়োঃ প্রকাশাপ্রকাশৌ তৎকলিকা কৃষ্ণদৃষ্টৌ সম্পাদিতাবিতি তয়োর্মধ্যে ছেদ উৎপ্রেক্ষিতঃ। তেন চাভিলষণীয়ত্বেইপি তৎপশ্চাদ্ভাগস্ত কৃষ্ণে নাপ্রাপ্তিরেব সৌরস্তাং তৎকর্থাবধিনী জাত্যেতি ॥

৩০। নির্মুদিরা মেঘবিনাভূতা। বিদ্যাদিবেতি নেত্রচমৎকারিরূপচাক্চিক্যবতীভেন। বালকল্ললতেতি মনো-লোভনীয়বস্তৃদিংসুতয়া। কুহকেতাদৃষ্টাশ্রুতচরত্বেনাসম্ভাব্যাসৌন্দর্য্যতাকস্মাদ্গমেন। তত্রাপি স্তস্ত কামসুখমহুস্বত্যা মদ-নৈন্দ্রেতি। তত্রাপাতিশয়মালক্ষ্য সম্মোহেতি। ইন্দ্রজালিকবিদ্যয়া স্বস্তাশকাবশীকারহং সম্ভাবাহ—গোকুলপুরেতি।

নিষ্ফেপ করেছে, তখন হঠাৎ কৃষ্ণের কটাক্ষশরসন্ধানে অর্দ্ধপথে ছিন্ন তাঁর কটাক্ষশরের শেষভাগ উপসংহৃত হল বটে, কিন্তু তোমাদের সখীর অনপেক্ষমান তীক্ষ্ণ ফলাকায়ুক্ত প্রথমার্দ্ধ ছিন্ন শরের মতো ছুটে গিয়ে কৃষ্ণের হৃদয় বিদ্ধ করল। এতে দৈবযোগে ভুজগীর ছিন্ন প্রথমার্দ্ধের দংশনে পীড়িত ব্যক্তির মতো কোনও দৈবগত আকস্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত কৃষ্ণ উৎকর্থা-চমৎকার-বিস্ময়সহকারে প্রিয়নর্মসহচরকে যা বলেছিলেন তা মদীয় অতিবুদ্ধিমতী সখীগণ পিঞ্জরমুক্তা অবিস্ময়মানা সারিকার কাছ থেকে যেমন শুনেছিল তা কৃষ্ণের জবাগীতে বলছি শোম—

৩০। প্রিয়সখা, কে-ও চন্দ্রশালিকাতল আলোকরা বিনামেঘে বিজলীর মতো, নন্দনবন থেকে চ্যুত হয়ে চন্দ্রশালিকাতল আলম্বমানা বালকল্ললতার মতো, ত্রিলোকিলোক-সম্মোহনকারিণী

গগনসরসো লম্বমানা হেমহংসীব, আকাশকনককেতকীব, কুসুমধনুষো নিষ্কৃপা কৃপাণীব, অদ্বিতীয়া দ্বিতীয়া চন্দ্রলেখিব, সম্মোহস্ত মহিমবল্লীব, লাবণ্যশ্রদর্পণিকিব, মাধুর্য্যস্ত পতাকিকিব, গুণমণীন্দ্রবৃন্দ-তেজোমঞ্জুমঞ্জরীব, সৌরুপ্যবিহঙ্গপূরটপঞ্জরিকিব, ক্ষণমেবাবিভূয় তিরোভবতি । কিময়ং মে স্বপ্নঃ, কিমুত ভ্রম এব বা, কিমুত মদীয়মনসো বিভ্রামিকা কাপি দৈবী মায়া ॥’

৩১ । স আহ—‘সখে ! সখেদেন মা ভবিতব্যম্ । ইয়ং হি বার্ষভানবী নবীনৈব সৃষ্টির্বেদসঃ । যাং খলু সর্বসৌভাগ্যসারাধিকাং রাধিকাং প্রাহ’ ইত্যুক্তে সতি ‘আং জানামি নাগিতসকলসুন্দরীসৌন্দর্য্য-গর্ভামেনাং গুণবতীগণগণনাপ্রসঙ্গে প্রসঙ্গেচরিত্রাম্বয়োঃ সংবাদ এব কিং হতৌব মে নয়নপথি পথিকেষম্’

তাদৃশমুখনেত্রাঙ্গসৌষ্টবস্ত্র বিধাতৃসৃষ্টাবসস্তাবিত্তং নিশ্চিতাহ—চিলেখেতি । তত্রাপ্যতিলোকোত্তরতামহুভূয় পরমকলা-বতেতি । কেনাপীতি বিশ্বকর্মেতোহপি বৈলক্ষণ্যং জ্যোতিতম্ । নিভিত্তীতি তস্মাত্তর্কশক্তিতা সূচিতি, অলঙ্কার-রুগিত্ত্ব কণীক্লাদকতামহুভূয়াহ—হেমহংসীতি । অঙ্গসৌরভ্যস্ত মনোভ্রমবাকুলীকারিহৃদিদর্শনেনাহ—কনককেতকীতি । তদনু-স্মৃত্য কামপীড়ামহুভূয়াহ—কুসুমধনুষ ইতি । তত্রাপি চিত্তাক্লাদকতয়া দোষাস্পৃষ্টতয়া দ্বিতীয়াতিথি-চন্দ্রলেখেবেতি । অদ্বিতীয়া ন বিততে সাম্যেন দ্বিতীয়া যস্তাঃ সা । তত্র হেতুমানন্দমূর্ছাজনকত্বং তস্তাঃ প্রাহ—সম্মোহেতি ।

অথ লাবণ্য-মাধুর্য্য-সাদৃশ্য-সৌন্দর্য্যগামবধিত্বেনোৎপ্রেক্ষতে ক্রমেণ চতুস্তিঃ । মণিদর্পণায়মানত্বজ্ঞানং লাবণ্যে নৈব ভবতি । ইয়ং তু সাক্ষাৎলাবণ্যশ্চৈব দর্পণিকৈতি । তথা তি তল্লক্ষণম্—উৎ নীঃ ১০২৮) “মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবাস্তরা । প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যং বিদূর্ধ্বাঃ ॥” ইতি । পতাকিকা উৎকর্ষপরা অবধিসূচিকা । সৌরুপ্যং সৌন্দর্য্যম্, তত্রাপো বিহঙ্গঃ পক্ষী অস্ত্যং পঞ্জরিকাভূতায়ামেব নিবদ্ধান্তিভীতি তেনাত্ত্র ন দৃশ্যত ইতি ভাবঃ । যদা, সৌরুপ্যং শোভনরূপত্বং বর্ণিতধর্ম্মাণাং সমস্তানাংমেব তৎ, তেনৈতন্নিষ্ঠাঃ সর্ব এব বর্ণিতগুণাঃ ক্রাপি ন নিঃসৃতা ইতি ভাবঃ । স্বপ্ন ইতি তস্মৈবাসস্তাব্যাসস্তাবকত্বং কদাচিদ্ যুক্তত ইতি ভাবঃ । তিষ্ঠতচ্চলতচ্চ মেগোচরণায় স কথং সম্ভবেদিতি ভ্রমস্তাৎকালিকঃ, স চাপি নিহৈতুকঃ কথং শ্রাদিতি দৈবী মায়া ॥

মদন-ইন্দ্রজালিকের মায়া-কনকপুতুলের মতো, গোকুলপুর অধিষ্ঠাতৃদেবীর মতো, কোনও পরমশিল্প-নিপুণ চিত্রকরের আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মতো, আকাশ-সরসিতে লম্বমানা স্বর্ষহংসীর মতো, আকাশের কনককেতকীর মতো, মদনের নিষ্করণ খড়্গের মতো, দ্বিতীয়ার অদ্বিতীয়া চন্দ্রলেখার মতো, সম্মোহন-বিছার মহিমালতার মতো, লাবণ্যের দর্পনের মতো, মাধুর্য্যের বিজয়পতাকার মতো, গুণ-মণীন্দ্রবৃন্দের তেজের মনোহর মঞ্জরীর মতো, সৌরুপ্যবিহঙ্গের স্বর্ণপিঞ্জরের মতো কে-ও ক্ষণমাত্র আবির্ভূত হয়ে তিরোভূত হয়ে গেল ।

এ কি আমার স্বপ্ন, কিম্বা ভ্রমই বা হবে, কিম্বা মদীয় মনোবিভ্রামিকা কোনও দৈবীমায়া ।

৩১ । প্রিয়নর্মসখা বললেন—‘সখে, হৃঃশিত হয়ে না, এঁ ব্রজে প্রসিদ্ধা বার্ষভানবী, বিধাতার নবীনা এক সৃষ্টি—যাঁকে লোকে সর্বসৌভাগ্যসারের অধিকা রাধিকা বলে ডাকে ।’ এরূপ বলবার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণ বলে উঠলেন—‘ও ! মনে পড়েছে, সকল সুন্দরীর সৌন্দর্য্যগর্ভকে ধূলিসাংকারী, গুণবতী-গণনাপ্রসঙ্গে প্রশংসার যোগ্য চরিত্রবতী এঁর পরিচয় মায়েদের আলাপের ভেতর পূর্বেই পেয়েছি,

ইত্যবহিথয়া প্রসঙ্গান্তরমাপাঙ হৃদি সজ্জাতবিকারো বহিঃ প্রকৃত ইব, অনুগবীনো নবীনো নটশ্ৰেয় ইব, মেদুরদ্রবগাহনীলধামা ধামাতিশ্যামায়িতং বিপিনমলককার। তদয়ি দয়িতে! ললিতে! নিবৃত্ত-মুভয়োরেব মনসি মনোরথ-মহাস্কুরেণ। কালে দ্বিপত্রায়িতক্রমেণ ফলদশাপাশু সম্ভাবনীয়। ॥

৩২। মুখ্যাহ—‘শ্রামে! অলীকবাদিনি। বিরম বিরম, নাহং কদাপ্যেকাকিনী বড়ভীতলমাক্রাণ। তন্নাতঃ পরমিমং জনং লঘুতরীকর্তুমহঁসি, পাদয়োস্তে নিপতামি, মা পরমপত্রপা-পারাবারে পাতয় মা’ ইতি তদুদিতোপরমে সাহস্হ,—যদীয়মলীকৈব বর্তা, তৎ কথমত্রাপত্রপা-পারাবারঃ? অতো নিহু-মানোহপি নিহোতুং ন শক্যতে স্বাভাবিকো হি ভাবঃ। যদিদং ক্ষম্যতাং মে চাপলম্। অতঃ পরং বিশ্বস্তা ভব নিজভাগধেয়-সম্পাদি, ইত্যেবং তদা সমস্তা এব ব্রজনগরে স্ব-স্ব-যুথপাভিঃ সমং স্ব-স্ব-সখ্যঃ সমন্তত এবমেব যথাসং সরসকথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণে জাতমমুরাগং ব্যঞ্জয়ন্তি স্ম। নিরন্তরং চ বর্দ্ধিত এব পূর্বরাগনাটকপূর্বরঙ্গঃ ॥

৩৩। তথা হি—ধ্বজ-কমলাদি-বিলক্ষণলক্ষণলক্ষিতচরণচিহ্নময়ী পৃথিবী, তৎকাস্তি-সকান্ততরণি-

৩১। অবয়োরিতি শ্রীযশোদা-রোহিণ্যোঃ কদাচিত্তথা সংবাদ পূর্বমাসীদিত্তি জ্ঞাপিতম্। সঙ্কেচরিত্রাং প্রশং-সার্চচিত্রিতাম্। অবহিথয়া আকারগোপনেন; প্রসঙ্গান্তরমিতি ‘বিরমতু তাবদভ্যুচিত্তেয়ং বার্তা, প্রস্তুতানুরণমেব চারু; হংহো সখাযোহন্ত কুত্র বনে চিক্রীড়িষা ভবতাম্, কা বা তত্র খেলা?’ ইত্যেবংলক্ষণম্। অনুগবীনো গবাং পশ্যাদলং-গামী; (পা০ ৫১২।১৫) “অনুগলংগামী” ইতি খং; মেদুরং সাস্রং স্নিগ্ধং দ্রবগাহং নীলং ধাম কান্তিযন্তু সঃ। একৈশ্চৈব মনোরথশাখিন একেনৈব মহাস্কুরেণ, উভয়োর্মনসি নিবৃত্তমিত্যনেন দ্বয়োর্মনসোরপোকঙ্কমেবেতি দ্ব্যোতিতম্। অতএব মনসীত্যেকবচনম্। তথা ভাক্তং শ্রীমদ্বজ্রলীলমণী (স্থায়িভাব-প্র০ ১৫৫) “রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী” ইত্যাদি ॥

৩২। পারাবারঃ সমুদ্রঃ ॥

কিন্তু নয়নপথের পথিক এই আজই হল।’ এ-বলে অবহিথ্যায় প্রসঙ্গান্তর করে হৃদয়ে অমুরাগবিকারগ্রস্ত হয়েও বাইরে অবিকারী স্বাভাবিকের মতো, ধেনুগণের পশ্চাৎগামী নবীননৃত্যশীল মেঘের মতো, সান্দ্র-স্নিগ্ধ-দুর্বোধনীলবর্ণ কৃষ্ণ তার কান্তিতে অতিশয় গ্লামল শ্রীবৃন্দাবনকে অলঙ্কৃত করলেন।

৩২। রাধা বললেন—‘মিথ্যাবাদিনী, থাম থাম, আমি কখনও একাকিনী শ্রীচন্দ্রশালিকা-তলে যাইনি, অতএব অতঃপর আর এ-লোকটাকে একেবারে খেলো করে দেওয়া উচিত হবে না, তোমার পায়ে পড়ছি, আমাকে মহালজ্জাসাগরে ফেলো না’—এরূপে তাঁর কথা শেষ হলে শ্রামা বললেন—‘এ যদি মিথ্যা কথাই হয়ে থাকে তবে আর এতে লজ্জাসাগরের কি আছে? অতএব গোপন করতে গেলেও স্বাভাবিক ভাব গোপন করা যায় না। যা হোক, আমার এ-চপলতা ক্ষমা কর। অতঃপর স্বভাগ্যসম্পদের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর’—এইরূপে সমস্ত ব্রজনগরের স্ব-স্ব-যুথেশ্বরীগণের সঙ্গে স্ব-স্ব-সখীগণ চতুর্দিকে এরূপ যথায়োগ্য সরসকথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণে জাত তাঁদের চিত্তের অমুরাগ পরস্পর প্রকাশ করতে লাগলেন। আর নিরন্তর বর্দ্ধিত হয়ে চলল পূর্বরাগনাটকের নান্দীপাঠাদি পূর্বরঙ্গ।

৩৩। সেই পূর্বরঙ্গে তাঁদের নিকট প্রতীতি হতে থাকল—পৃথিবী ধ্বজ-কমলাদি বিলক্ষণ

তনয়াসলিলসলীলানি সকলাশ্চেব সলিলানি, তদীয়শ্রামলমহোময়ানি সকলাশ্চেব মহাংসি, তদগন্ধবাহিনঃ সর্ব এব গন্ধবাহাঃ, তন্মুখচন্দ্রচন্দ্রিকাধোতমাকাশমিতি তাসাং সর্বাণ্যেব ভূতানি তন্নিষ্ঠানি জাতানি ॥

৩৪ । এবং ধ্যানৈকতানতয়াং চ তস্যাং তদ্রূপমেব নয়নেষু, তদধররস এব রসনাসু, তদগন্ধ এব গন্ধবহাসু তৎস্পর্শ এব ত্বক্ষু, তদর্শনক্ষণগণনাসু সংখ্যা, তদধিকরণপ্রেমপরীক্ষণেষু পরিমাণম্, গুরু-জনাদিবর্গাং পৃথক্বত্বম্, তদাকার এব মনসঃ সংযোগঃ, পত্যাদিগৃহাদিভাগঃ, গুরুপরিজনেষু পরত্বম্, কৃষ্ণসম্বন্ধিষপরত্বম্, জীবনেষু গুরুত্বম্, চেতসি দ্রবত্বম্, প্রেম্ণি স্নেহত্বম্, শ্রবণে তদগুণশব্দঃ, তৎসংযোগ-চিন্তাসু বুদ্ধিঃ, তৎসঙ্গপ্রত্যাশায়ামেব সুখম্, তদসঙ্গ এব দুঃখম্, তদাসক্তিশু ইচ্ছা, গুর্বাদিশু দ্বেষঃ, কৃষ্ণোপসর্পণ এব প্রায়ত্তঃ, তদুপসত্তিরেব ধর্ম্মঃ, তদনুপ্রাভাব এব অধর্ম্মঃ, তৎপ্রেমকরণ এব সংস্কারঃ, ইত্যেবং সর্বাং চতুর্বিংশতিরেব গুণাস্তদানীমেবংবিধা আসন ॥

৩৩ । অথাং গাঢ়াসক্তিবাজ্রকঃ তন্ময়ত্বত্বসন্ধানং দর্শয়তি—ধ্বজেত্যাদিনা । চরণচিহ্নময়ীতি সর্বেষামেব পৃথিবী-স্থানামস্ববেখাদীনাং স্ববুদ্ধিব ধ্বজাদিসাধারণ্যকল্পনয়া তচ্ছব্দেন প্রতীতিরিত্যর্থঃ । তৎকাস্ত্যা সকাশ্চ তুলাং যৎ তরণিতনয়য়া যমুনায়াঃ সলিলং তেন সমান লীলা রূপবিলাসো যেষাং তানি ॥

৩৪ । এবং বৈশেষিকদর্শনোক্তানাং পৃথিব্যাদিদ্রব্যানাং তন্ময়ত্বেনৈব গ্রহণমুক্তা তদর্শনোক্তানাং তেষাং রূপ-রসাদিচতুর্বিংশতিগুণানামপি কেষাংকিতদীয়ানামপি কেষাংকিতদুস্কুলতরৈবোপাদেয়তাং তাসামাত—ধ্যানৈকতানতয়াং ধ্যানৈকপ্রমত্তয়াং সত্যামিত্যর্থঃ, “একতানোহনন্তবৃত্তিঃ” ইত্যমরঃ । রসনাসু জিহ্বাসু । তদধররস ইতি ভাবনয়ৈব সাক্ষাদুপনত ইত্যর্থঃ । তৎস্পর্শ ইতি সংপ্রয়োগ-লীলাদিকমপি তথৈব নিবৃত্তমেবেতি ধ্বনিতম্ । তদর্শনে তদর্শনানন্তরং

লক্ষণে লক্ষিত কৃষ্ণচরণচিহ্নময়ী, সকল জলই কৃষ্ণকান্তিতুল্য শ্যাম যমুনাঙ্গলের মতো রূপবিলাসময়ী, সকল তেজই কৃষ্ণতুল্য শ্যামতেজময়, সর্ব বায়ুই কৃষ্ণাঙ্গগন্ধবাহী, আর আকাশ কৃষ্ণমুখজ্যোৎস্নায় দীপ্ত । একপে ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এ-পঞ্চমহাভূতই তাদের নিকট কৃষ্ণনিষ্ঠা উৎপাদক হয়ে উঠল ।

৩৪ । (একপে বৈশেষিক দর্শনোক্ত ক্ষিতি-অপ ইত্যাদির তন্ময়ত্বের সহিত গ্রহণ বলে ঐ দর্শনোক্ত রূপ-রসাদি চতুর্বিংশতি গুণেরও কিছু কৃষ্ণের গুণ কিছু কৃষ্ণানুকূল গুণ বলে উপাদেয় হেতু উল্লেখ করা হচ্ছে ।)

একপে কৃষ্ণধ্যানে তন্ময়তা হেতু সেই রূপই তাঁদের নয়নে, সেই অধরামৃতই রসনায়, সেই অঙ্গগন্ধই নাসিকায়, সেই স্পর্শই ত্বকে, সেই দর্শনক্ষণ-গণনায় সংখ্যা, সেই আধারে আমা-বিষয়ে প্রেম কতটা সেই জিজ্ঞাসায় পরিমাণ, গুরুজনবর্গ থেকে নিজেদের পৃথকস্থিতি-ভাবনা, সেই আকারেই মনের সংযোগ, পত্যাতির গৃহবিষয়ে মনের বিয়োগ, গুরুপরিজনে বহিরঙ্গবুদ্ধি, কৃষ্ণসম্বন্ধি-বিষয়ে আপন আপন বুদ্ধি, জীবনে ভারবুদ্ধি, চিন্তে দ্রবতা, প্রেমে স্নেহত্ব, শ্রবণে সেই গুণগান শব্দ, সেই মিলন-চিন্তায় বুদ্ধি, সেই সঙ্গপ্রত্যাশাতেই সুখ, সেই বিরহই দুঃখ, সেই আসক্তিতেই ইচ্ছা, গুরুজনে দ্বেষ, কৃষ্ণ-নৈকট্যালাভেই প্রায়ত্ত, কৃষ্ণসেবাই ধর্ম, কৃষ্ণবিমুখতাই অধর্ম, কৃষ্ণপ্রেমকরণেই সংস্কার । গোপীগণের চতুর্বিংশতি গুণই তখন উপর্যুক্ত প্রকারে কৃষ্ণনিষ্ঠ হয়ে গেল ।

৩৫। এবং চ তাসামন্তোত্তং সরসানুলাপশ্চাসীং; যথা—

ঈদৃশা পুরুষভূষণেন যা, ভূষয়ন্তি হৃদয়ং ন সুভবঃ।

ধিক্ তদীয়কুলশীলযৌবনং, ধিক্ তদীয়গুণরূপসম্পদঃ।

৩৬। জীবিতং সখি পণীকৃতং ময়া, কিং গুরোশ্চ সুহৃদশ্চ মে ভয়ম্।

লভ্যতে স যদি কস্য বা ভয়ং, লভ্যতে ন যদি কস্য বাহভয়ম্।

৩৭। কিঞ্চ, মাং ধবো যদি নিহন্তি হন্ততাং, বান্ধবো যদি জহাতি হীয়তাম্।

সাধবো যদি হসন্তি হস্ততাং, মাধবঃ স্বয়মুরীকৃতো ময়া।

৩৮। কিন্তু, ব্রীড়াং বিলোড়য়তি লুপতি ধৈর্যমার্য্য-ভীতিং ভিনন্তি পরিলুপতি চিন্তবৃদ্ধিম্।

নামৈব যস্য কলিতং শ্রবণোপকর্থে, দৃষ্টে স কিং ন কুরুতাং সখি মদ্বিধানাম্।

৩৯। এবং সকলাঃ স কলানিধির্দিনমুখে মুখেন বিধুরীকৃতপীযুষময়ুখেন মুরলীং বাদয়মানো দয়-

বা যে ক্ষণান্তেষাং গগনে সংখ্যা। একক্ষণমাত্রং শ্রীকৃষ্ণো ময়া দৃষ্টে, কৃষ্ণদর্শনানন্তরং মে পঞ্চ ক্ষণাঃ পঞ্চ কল্পায়মানা বাতীতা ইত্যেবং তদধিকরণে কৃষ্ণ-রূপাশ্রয়ালম্বনে প্রেমা স্ববিষয়কস্তস্য পরীক্ষণে কিয়ানয়ং জাত ইতি জিজ্ঞাসায়াং পরিমাণং তোলায় লক্ষিতম্। পৃথকত্বং তস্মাদভিন্নতয়া আসন্ন্যং স্থিতিভাবনা। আদি-শব্দাং তৎসম্বন্ধিজনবর্গাদপি বিভাগো বিশ্লেষঃ। আদি-শব্দাং শ্বশ্রাদিগৃহাদপি, কহানাস্ত পিতৃগৃহাং। পরত্বং বহিরঙ্গবুদ্ধিঃ শত্রুত্বং বা। অপরত্বং স্বীয়ত্বং; গুরুত্বং ভারবুদ্ধিঃ, দ্রবত্বমিতি ধর্ম-ধর্মিণোরভেদোপচারাং। তদাধিক্যবিবক্ষয়া চেতস এষ দ্রবত্বমিত্যর্থঃ। মেহত্বং মেহবাচকত্বম্। কিংবা, শ্রীমদুজ্জলনীলমণীক্লান্তসারেণ (স্থায়িভাব-প্রঃ ৫৯) প্রেমং এব কক্ষিৎকর্যং প্রাপ্তশ্চৈব মেহত্বমিতি। আসন্তিঃ সামীপ্যম্ ॥ (৩৫)

৩৬। যদি ন লভ্যত এষ, তর্হি তদপ্রাপ্তিবেদনাতুরায়া সরিস্কৃত্য মম গুরুভয়ং কিং নামেত্যর্থঃ ॥

৩৭। হন্ততাং হীয়তাং হস্ততামিতি ত্রয়ং ভাবসাধনম্ ॥

৩৮। লুপতি অপনয়তি ॥

৩৫। আর তাঁদের পরস্পরে এরূপ সরস অনুলাপ হতে থাকল, যথা—

ঈদৃশ পুরুষভূষণের দ্বারা যে সুন্দরী হৃদয় ভূষিত করল না—ধিক্ তদীয় কুলশীলযৌবনের, ধিক্ তদীয় গুণরূপসম্পদের।

৩৬। সখি হে, ঐ চরণে জীবন পণ রেখেছি, গুরু ও সুহৃদদের ভয় কি—তাঁর যদি লাভ হয় তবেই বা কার ভয়, আর তাঁরই যদি লাভ না হয় তবেই বা কার ভয়।

৩৭। আরও, পতি যদি আমাকে মারে মারুক, বন্ধুগণ যদি ত্যাগ করে করুক, সাধুগণ যদি পরিহাস করে করুক—কি আমার, স্বয়ং মাধব যখন আমার অঙ্গীকৃত হয়েছে।

৩৮। ষাঁর নাম কর্ণকোড়গত হওয়া মাত্র লজ্জা মথিত করে দিচ্ছে ধৈর্যের চ্যুতি ঘটিয়ে দিচ্ছে, আর্থভীতি ভেঙে দিচ্ছে, চিন্তবৃদ্ধি আনন্দে আপ্লুত করে দিচ্ছে, সেই ব্যক্তি দৃষ্ট হলে সখি হে, মদ্বিধজনের কি দশাই না ঘটেন!

মানো নোদিতনয়নকমলাঞ্চলচঞ্চলচটুলতয়া তত ইতো নিরীক্ষণেন ক্ষণেন বস্মন উভয়াতোহভয়াতোষকরীষু
বীথিষু নিজনিজপুরগোপুরগোচরান্ গোকুলকুলবুদ্ধানানন্দবৃন্দবৃত্তমনসঃ কুব্জলুগবীনো নবীনো নট ইব
ভবনতো বনং বনতো ভবনং যদা য়াতি, যদাহহয়াতি চ, তদৈব কাশ্চিৎ কেশপ্রসাধনসাধনতোহকৃতকেশ-
বন্ধাঃ, কাশ্চিদাপ্রবতো বতোদকমপি নাপসারয়ন্ত্যঃ, কাশ্চিদালিজনেনাঞ্জনেনাঞ্জয়তেক্ষণে 'মদিরেক্ষণে !
ক্ষণং বিরম' ইতি নিষিধ্যমানা অপ্যঞ্জিতাঈকনয়নাঃ, কাশ্চিৎ সখীজনেনানুরক্তেনালক্তেনালমারজ্যমানে-
কচরণাশচরণাজ্জিহ্বেনৈকপার্শ্ব এব সোপানপদবীমরণয়ন্ত্যঃ, কাশ্চিদেকতরচরণকৃতনূপুরতয়াইহরতয়া
বিশৃঙ্খলশিঞ্জিতে ভীষ্মগিতহ-সত্তরচলন-চ্ছিন্নাঙ্কিশৃঙ্খলাতিবিশৃঙ্খলারাবাঃ, কাশ্চিদর্দ্রগ্রথিতমেখলাঞ্চলচলন-
কৃতচরণাগ্রমার্জনা যুগলনালসন্দানিতা নিতান্তবিশৃঙ্খলগামিত্যো রাজহংস্ত ইব মহাপুরুষরুভয়মধো নিধায়

৩৯। এবং স কলানিধিঃ শ্রীকৃষ্ণো দিনমুখে দিনাদৌ ভবনতো যদা বনং য়াতি, যদা চ বনতো ভবনয়াতি চ
তদৈব সময়ম্বয়ে গোকুলকুলবালা বলভীতলমারোহস্তীত্যম্বয়ঃ। বিধুরীকৃতহস্তিরহৃতঃ শীঘ্রমম্বয়শ্চক্ষো যেন তেন মুখেন
মুরলীং বাদয়মানঃ। পুনঃ কথন্তুতঃ? সকল উত্তলক্ষণাঃ স্বানুরাগিণীর্দয়মানঃ কুপয়ন্। কেন প্রকারেণ? নোদিতেন
প্রেরিতে তাঃ প্রতি প্রহাশিতে যে নয়নকমলয়োরঞ্চলে তয়োশ্চঞ্চলচটুলতয়া; কর্মধারয়োত্তরভাবপ্রত্যয়ান্ত্বাদেকম্বম,
চাঞ্চল্যসৌন্দর্যভ্যামিতার্থঃ; "চটুলঃ স্তন্দরে চলে" ইতি ধরণিঃ। ক্ষণেন উৎসবেন বীথিষু মহাবস্মপ্রান্তগতাস্থ প্রতিপুর-
প্রবেশার্থপদবীষু নিজনিজপুরস্ত স্বস্বাবাসস্ত গোপুরগোচরান্ সিংহদ্বারে দৃষ্টিবিষয়ং ভূতান্। কেশানাং প্রসাধনস্ত ভূষণস্ত
বৎ সাধনং বালপাশাপট্টচমরীমাল্যাদি তস্মাৎ, তৎ পরিত্যজ্য, 'লাব্‌লোপে পক্ষ্মী'; আপ্রবতঃ স্নানাৎ, আপ্রবমপরিসমাণ্যে-
তার্থঃ। আলিজনেন সখীজনেন কত্রী অঞ্জনেন কঙ্কলেন ঈক্ষণে নেত্রে অঞ্জয়তা, তে মদিরেক্ষণে! কৃষ্ণনূপুরধ্বনিমাত্রে-
নৈব অধৈর্ষাদতিচপলনেত্রে ইতি ভাবঃ। অত্রৈকবচনমেকৈকাং প্রতি একৈকস্তাঃ সখ্যা উক্তেঃ। অলক্তেন যাবকেন,

কৃষ্ণদর্শনার্থে চন্দ্রশালিকাতলে আরোহণ :

৩৯। এ-রূপে সকলকলানিধি শ্রীকৃষ্ণ সকালবেলা চল্লমা-তিরস্কারী সুন্দর বদনে মুরলীর ধ্বনি
করতে করতে, পূর্বানুরাগবতী গোপীদের প্রতি কুপাদৃষ্টি সিঞ্চন করতে করতে, এবং এঁদের প্রতি
সঞ্চালনহেতু চাঞ্চল্য-সৌন্দর্যযুক্ত নয়নকমলকোণে ইতস্ততঃ-নিরীক্ষণ-উৎসবের দ্বারা গোকুলকুলবুদ্ধ যারা
রাজপথের উভয় পার্শ্বের নির্ভয়-সন্তোষদায়ক গলিপথে স্বস্বপুরসিংহদ্বারে নয়নগোচর হন তাঁদিগকে
আনন্দে আপ্লুত করতে করতে গোসমূহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নবীন নটের মতো ঘর থেকে যখন বনে গমন
করেন এবং বন হতে ঘরে ফিরে আসেন তখন বালসূর্যতাপে বিকসিত কমলিনীর মতো গোকুলবালাগণ
কেঁউ কেঁউ কেশপ্রসাধন-সামগ্রী কঁাকুই-সূত্র-মাল্যাদি ত্যাগ করে মুক্ত কেশেই, কেঁউ কেঁউ স্নান ত্যাগ
করে হায় হায় জল না মুছেই, কেঁউ কেঁউ সখীর হাতে যখন কাজলরেখায় অঞ্জিত-নয়নী হচ্ছিলেন
তখন 'মদিরনয়নি, ক্ষণকাল ক্ষান্ত হও' এরূপ সখীদ্বারা নিষিধ্যমানা হয়েও এক নয়নে আধকাজল-
রেখায় রঞ্জিতা হয়ে, কেঁউ কেঁউ অনুরক্তা সখীজনের হাতে অতি যত্নে এক চরণে লাগান আলতায় সিঁড়ির
ধাপের এক পার্শ্বমাত্র চরণচিহ্নে অরুণ করতে করতে, কেঁউ কেঁউ একচরণে নূপুর ধারণহেতু বিশৃঙ্খল
ধ্বনি তুলে যখন চলছিলেন তখন গুরুজনের ভয়ে কখনও দাঁড়িয়ে পড়তে কখনও সত্তর চলাতে ঐ

ধাবমানা গোকুলকুলবালা বালাতপবিকাশিতঃ কমলিত্ব ইব বড়ভীতলমারোহস্তি ॥

৪০। এবং চ সতি—

অহো মধ্যে হৃদি নিবসতো মাধবস্তাবলোকে
নিদ্রাণায়াঃ কুবলয়ততেঃ শ্রীহরীগীক্ষণানি ।
প্রাতঃ সায়াং কলিতবলর্ভীজালরঞ্জানি তাসাং
মুষ্ণস্ত্যভামহহ বসতাং পঙ্করে খঞ্জনানাম্ ॥

৪১। এবমনুটানামপি নাম পিহিতমনোরথানাং ধূলিখেলাবধি ভগবন্তুবনকৃতগতাগতানাং গোপ-
জাতিস্বভাব ঋজুমার্গস্থিতত্বেন সর্বজনগোচরাণাং বিশেষতো মাতাপিতৃভ্যামতৃতনীয়মিতি প্রত্যেকমধিগত-
তয়াইনবলোকিতদৃষণাং স্বস্ববাসনাসনাথেন ভাবিপতিভাবেন দৃঢ়তরেন নিভৃতনিখাতমহানিধিনেবাস্ত-
স্তুপ্ততয়া বহিস্তদভিলাষণে চুঃস্থিতবদদৃশ্যমানানাং জনানামিব হৃদয়নিহিত-ভাবসরসতয়া বহির্ভ্যাজিত-

অলমত্যর্থম্, আরজ্যগান এক এব চরণে যাসাম্ । একচরণ এব কৃতো নৃপুরো যাসাং ততয়া । কীদৃশা ? বিশৃঙ্খলশিঞ্জিতে
দ্বিতীয়নৃপুণাভাবাদগ্রথিতশব্দে আরতয়া, পুনরপি ভিয়া গুরুজনভয়েন হৃগিতত্বং সত্তরচলনঞ্চ তাভ্যাং ছিন্না যা অর্দ্ধ-
শৃঙ্খলাপি তয়া হেতুনা পূর্বতোহপি অতিবিশৃঙ্খলা আরাবা যাস্ত তাঃ, অর্ধনৃপূরশস্ত্যভাবাৎ তদধ্বনে: পূর্বতোহপ্য-
গ্রথিতত্বমিত্যর্থঃ । অর্ধগ্রথিতা যা মেখলা কাঞ্চী তস্তা অঞ্চলেন চলনে গমনকর্মণি কৃতং চরণাগ্রমার্জনং যাসাং তাঃ
সন্দানিতা বদ্ধা । বালাতপঃ প্রাভাতিকসূর্য্যকিরণঃ ॥

৪০। অহো মধ্য ইতি—তদা বিরহবৈবশ্চেন তদ্যাননিষ্ঠতয়া ঈক্ষণানাং মুদ্রিতত্বম্; জালরঞ্জানি পঙ্কর-
স্থানীয়ানি ॥

৪১। অনুটানাম্ কতানাম্, নাম প্রাক্ষাণ্ডে, স্বস্ববাসনয়া ঔৎপত্তিকৈব সন:স্বঃ সফলো ভাবিপতিভাবঃ, অস্মাকং
কৃষ্ণ এব ভাবী পতিরিত্তি তস্ত ভাবেন ভাবিপতিত্বেন তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ এব হৃদয়ে নিহিতো যো ভাবস্তুচিৎ: প্রেমা তেন

বিশৃঙ্খল ধ্বনির অবশিষ্ট শৃঙ্খলিত অর্দ্ধাংশটুকুও ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় যে অতি বিশৃঙ্খল ধ্বনি উঠে তার
সহিত চলতে চলতে, কেঁউ কেঁউ অর্দ্ধগ্রথিত মেখলাফলের আন্দোলনে চলমান চরণাগ্রভাগ মুছিয়ে
দিতে দিতে যুগলনালবদ্ধা নিতাস্ত বিশৃঙ্খলগামিনী রাজহংসীর মতো মহাপুরুষ মহাভয় ঝেড়ে কেলে
দিয়ে ধাবিত হতে হতে চন্দ্রশালিকাতলে গিয়ে আরোহণ করেন ।

৪০। এরূপ চলতে থাকলে—মধ্যাহ্নে হৃদয়-নিবাসী মাধবের অবলোকনের জন্তু ধ্যানে
মুদ্রিত নয়ন তাঁদের হয়ে যায় সূর্য্য বিরহে মুদ্রিত কমলচয়ের শোভাহারী, আর সকাল সন্ধ্যায় চন্দ্রশালি-
রঞ্জজাল আশ্রয়কারী নয়ন তাঁদের চঞ্চলতায় হয়ে যায় পিঞ্জরাবদ্ধ খঞ্জনপাখীর শোভাহারী ।

কন্যকা গোপীদের কৃষ্ণধ্যান :

৪১। এ প্রকার গুপ্ত মনোরথিনী, ধূলিখেলাবধি কৃষ্ণভবনে গতয়াতকারিণী গোপজাতিস্বভাবে
সরলবুদ্ধিহেতু সকলজনের দৃষ্টিবিষয়ীভূতা, বিশেষতো ‘এ আমার আজকার বালিকা’ পিতামাতার
এ-প্রকার জ্ঞান এদের প্রত্যেকের উপর থাকায় অনবলোকিত-দৃষণা, স্ব-স্ব-বাসনায় সফল ও অতিদৃঢ়ভাবে

তাটস্থানাং কুমারীণাময়মেব নঃ পতির্ভাবীতি মনোরথবহনেন সময়ং গময়ন্তীনাং দিনানি কতিচিদ্-
যাতানি ॥

৪২ । অথৈকদা মণিপঞ্জরতঃ কেলিশুকং নিষ্কাশ্য করকমলতলে বিনিধায় পরিপক্বদাড়িমীবীজমে-
কৈকং চঞ্চুপুটনিকটে সমর্পয়ন্তী কৃষ্ণানুরাগভরনির্ভর-ভজ্যমানহৃদয়তয়া ‘কৃষ্ণং বদ’ ইতি মুহুরভিলাষয়ন্তী
কমপি পরিতোষমাসাদ বুযভানুপুত্রী । তদন্তরাস্তরারূঢ়মহানুরাগনির্বিন্ততয়া বিধ্বন পতং হতং
শ্রাবয়িষ্যেব পঠতি স্ম; যথা,—

দুরাপজনবর্তিনী রতিরপত্রপা ভূয়সী, গুরুক্তিবিষবর্ষণৈর্মতিরতীব দোঃস্থং গতা ।

বপুঃ পরবশং জন্মঃ পরমিদং কুলীনাশয়ে, ন জীবতি তথাপি কিং পরমতুর্মরোহয়ং জনঃ ॥

৪৩ । স চ শুকঃ পরমবিদগ্ধঃ প্রাগেবাধীতসকলবিচুস্তদপি পতং শ্রাবং শ্রাবমেব কণ্ঠে চকার ।

তস্মিন্নেব সময়ে স্বভাবপক্ষিভাবেন স্বাতন্ত্র্যমাসাদ পরিপুষ্টোহপি ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ ইতি তচ্ছব্দং পঠন্নপি
তৎকরকমলতঃ সমুড্ডীয় গগনমুৎপপাত । অনন্তরমুড্ডয়নাশ্রবীণতয়া পুরভবনপটলাং পুরভবনপটলান্তরং

সরসতয়াপি বহির্বাঞ্জিতং তাটস্থ্যম্, গোপনার্থং তদ্রোদাদীতং যাতিস্তাসাম্ । তত্র দৃষ্টান্তঃ,—নিভৃতমন্তজনালক্ষিতং যথা
শ্রান্তথা, নিখাতেন খনিষা পৃথিবীগৃধ্রে স্থাপিতেন । উক্তপোষমায়েনাহ—অয়মেব ন ইতি ॥

৪২ । কমপি পরিতোষমিতি কৃষ্ণনায়ঃ স্ববাচ্যসাধর্ম্যবস্তুরূপত্বাৎ । তদন্তরা তন্মধ্য এব, অয়ং মল্লকণো জনঃ ॥

গোপনে প্রোথিত মহানিধিসম ভাবিপতিভাবের দ্বারা অন্তরে তৃপ্ত হওয়ায় বাইরে কৃষ্ণাভিলাষে দুঃস্থিতবৎ
দৃশ্যমান জনের মতো, হৃদয়নিহিত-ভাবের দ্বারা সরসতা প্রাপ্তি হলেও বাইরে তটস্থ উদাসিনীর মতো
আচরণকারিণী কণ্ঠকা গোপীগণের সময় ‘কৃষ্ণই আমাদের ভাবিপতি’ এরূপ ভাবনায় অতিবাহিত হতে
থাকল ।

বিদগ্ধ কেলিশুকের দোতা :

৪২ । অতঃপর একদা মণিপঞ্জর থেকে কেলিশুককে বাইরে বের করে করকমলতলে বসিয়ে
পরিপক্ব দাড়িম বীজের একটি দানা তাঁর চঞ্চুপুটের নিকটে দিতে দিতে কৃষ্ণানুরাগের প্রবল তরঙ্গাঘাতে
ভগ্নহৃদয়া থাকায় ‘কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ বল’ এরূপ মুহূর্মুহঃ বলতে বলতে বুযভানুপুত্রী কোনও অনির্বচনীয়
পরিতোষ প্রাপ্ত হলেন । এর মধ্যে মধ্যে আবার অন্তরারূঢ় মহানুরাগ-জনিত নির্বিন্ততাহেতু কোনও
একটি মনোরম শ্লোক শুককে শুনিয়ে শুনিয়ে পাঠ করতে থাকলেন, যথা—

‘দুরাপজনবর্তিনী রতি’ ইত্যাদি অর্থাৎ দুরাপ্যজন-বিষয়ে আমার লজ্জাজনক রতি অতিভারী,
গুরুজনের বাক্যবিষ-বর্ষণে অতীব দুর্দশাগ্রস্ত আমার মতি, দেহ আমার পরবশ, জন্ম আমার কুলিন-
বংশে—এমন প্রাণঘাতী পরিস্থিতিতেও পরম কঠিনপ্রাণা এ-রাধা কি বেঁচে নেই ?

৪৩ । সেই পরমবিদগ্ধ শুক পূর্বজন্মেই সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করে রেখেছিল, সে এ-শ্লোক
শুনে শুনেই কণ্ঠে করে নিল । সেই সময়ে স্বভাব-পক্ষিভাবের দোষে স্বাতন্ত্র্যতা প্রাপ্ত হয়ে তাঁর হাতে

নিপতন্ ক্রমেণ গোকুলরাজকুমারস্ত ভবনালিন্দে নিপত্য কলকোমলশ্বেণ কিমপি রঞ্জয়ন্ ‘দূরাপজনবর্তিনী রতিঃ’ ইত্যাদি তদেব পদ্যমগাসীৎ । তদাকর্ণ্য কর্ণরম্যম্ ‘অহো ! কিমিদম্’ ইতি সবিস্ময়কৌতুকম্ ‘অয়ে ! কোহসি কস্ত্যাসি’ ইতি ব্রজরাজকুমারস্তমাদাতুকামঃ স্বয়মেব তদভ্যাসমভ্যাগচ্ছন্তঃ ‘পুনঃ পঠ্যতাম্’ ইতি সপ্রণয়মুবাচ । স চ তৎ পুনঃ পপাঠ ॥

৪৪ । কৃষ্ণ আহ,—‘মহামেধ ! মে ধন্যীকৃতং ত্বয়া শ্রবণযুগলম্, পরমবিদ্বত্তর ! বচসা চ সাম্প্রতম্, ততস্বমতীবধন্তোহসি ।’ স আহ,—‘ব্রজরাজনন্দন ! অতীব কৃতব্লোহয়ং জনঃ কথং ধন্তোহসীতি বৃথা স্তুয়তে । যদয়ম্,—

গাঢ়ানুরাগভরনির্ভরভঙ্গুরায়াঃ, কৃষ্ণেতি নাম মধুরং যুচ্ছ পাঠয়ন্ত্যাঃ ।

ধিঙ্‌মামধম্যমতিচঞ্চলজাতিদোষা-দ্দেব্যাঃ করাস্থকহকোরকতশ্চ্যুতোহস্মি ॥’

৪৫ । শ্রীকৃষ্ণঃ—‘অহো ! মহানুরাগবত্যাঃ কস্ত্যাসিৎ করতললালিতোহয়ং ভবিষ্যতি’ ইতি মনসি বিভব্য, ‘অয়ে ! ক্ষণমিহৈব স্থীয়তাং যাবদহং তবাভীষ্টমাম্পদং প্রাপয়ামি’ ইতি করকমলং প্রসারয়ামাস ।

৪৩ । তৎ শুকম্ ; কীদৃশম্ ? স্বয়মেব তদভ্যাসং কৃষ্ণসমীপমাভিমুখোনাগচ্ছন্তং বস্ত্রশৈল্যবাক্ষণাদিতি ভাবঃ ॥

৪৪ । মেধা ধারণাবতী বুদ্ধিঃ । বচসা চেতি চকারান্তব স্বাভাবিক-কুজিতেনাপি । ব্রজরাজনন্দনেতি পূর্বং কদাচিদবলভীতলে বনায় গচ্ছন্তঃ কৃষ্ণমালোকা তেন শুকেন কোহয়মিতি পৃষ্ঠয়া বিশাখয়া ব্রজরাজনন্দনোহয়মিতি পরিচায়িতব্যাং তন্ত্বেতি জ্ঞেয়ম্ ॥

পরিপুষ্ট হয়েও, তাঁর মুখোচ্চারিত ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ নাম পাঠ করেও তাঁর করকমল থেকে উড়ে গিয়ে আকাশে পড়ল । অনন্তর ওড়নে অপ্রবীণতা হেতু পুরভবনের ছাদ থেকে ছাদান্তরে পড়তে পড়তে ক্রমে গোকুলরাজকুমারের ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসে মধুর যুচ্ছকণ্ঠে কৃষ্ণকে যেন অনুরক্ত করতে করতে ‘দূরাপজনবর্তিনী রতি’ শ্লোকটি গাইতে লাগল । সেই কর্ণরম্য শ্লোক শুনে ‘অহো এ কি’ এরূপ সবিস্ময়-কৌতুকে—‘ওগো কে তুমি, কার পোষা’ এরূপ বলে তাকে ধরতে ইচ্ছুক হলেন ব্রজরাজকুমার, এবং নিজেই নিকটে আগমনরত ওকে বললেন—‘আবার পড়তো শুক’ । শ্রীতিসহকারে এরূপ বললে ও পুনরায় আবৃত্তি করতে লাগল ।

৪৪ । কৃষ্ণ বললেন—‘হে মহাস্থির বুদ্ধিমান, হে অতি পরমবিদ্বন্, স্বাভাবিক কুজনে বিশেষ করে এই এখনকার কথায় তুমি আমার শ্রবণযুগলকে ধন্য করে দিয়েছ, অতএব তুমি অতীব ধন্য । পাখীটি বলল—‘হে ব্রজরাজনন্দন, এ ব্যক্তি অতীব কৃতব্ল, ধন্য হল কি করে, অতএব এ বৃথা-স্তুতি হচ্ছে । যেহেতু—

গাঢ়ানুরাগের প্রবল তরঙ্গাঘাতে ভগ্নহৃদয়া এক দেবী ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ মধুর নাম যুচ্ছ যুচ্ছ আমাকে পড়াচ্ছিলেন । অধন্য আমাকে দিক্, অতি চঞ্চল জাতিদোষে দেবীর করকমলকোরক থেকে এ অধম উড়ে চলে এল ।’

৪৫ । শ্রীকৃষ্ণ ‘গহো মহানুরাগবতী কারও করতল-লালিত হবে এ’ এরূপ মনে মনে চিন্তা

স চ নিঃসান্ধসমেব তদিচ্ছাপ্রতিপালন-লালসতয়া তৎকরকমলমাকরোহ । তদেবমবসরে কশিচ্ছবীর্গীর্বাণ-
পুত্রঃ কুসুমাসবো নাম বটুঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত হাসপ্রিয়সখঃ সমাগত্য 'বয়স্য ! মহাবিদগ্ধোহয়ং শুকঃ কেলিকৌতুকায়
সম্পাংস্ততে, যত্নাদয়ং রক্ষণীয়ঃ' ইতি দাড়িমীবীজনিকরেণ তমনুতর্পয়তি ॥

৪৬ । তত্রৈব সময়ে কৃষ্ণানুরাগভরপরাভব-ভজ্যমান-মুহুরাজী সা কিল বুযভানুহুহিতা করতলা-
ছুড়ীয় গতং তং শুকং গবেষয়িতুকামা কামপ্যনুচরীমাহ,—‘মধুরিকে ! ধাত্রেয়ীমিমামাদায় গবেষয় কুতো
গতবানয়ং শুকশাবকঃ’ ইতি প্রহিতানুচরী ধাত্রেয়া সহ তত ইতোহহেষয়ন্তী দৈবাম্বিজপুরগোপুরপরিসরে
বসন্তং বসন্তং মধুনেব কুসুমাসবেন সহ তমেব লালয়ন্তং লয়ং তং গতং তস্মিন্বেবানন্দে তৎপরিপঠিত-
পঞ্চদ্ব্যর্থানুভবভবদতিহৃদয়গাঢ়বেদনাবেদনায় জনমন্ত্রমপশ্যন্তং স্বহৃদয়েনৈব সহ বিচারয়ন্তং চারয়ন্তং চ
ধ্যানলক্কায়ং তস্ত্র্যামেব মনোমনোরমং কৃষ্ণমালোকয়ামাস ॥

৪৭ । আলোক্যোপমন্ত্য চ ‘জয়তি জয়তি শ্রীব্রজরাজকুমারঃ, পীতাংশুক ! শুক এষ মদেব্যোঃ ।

৪৫ । উবীর্গীর্বাণো বিপ্রঃ । হাসপ্রিয়সখো বিদূষকাখ্যঃ ॥

৪৬ । ধাত্রেয়ীং ধাত্র্যাঃ পুত্রীম্ । বসন্তমুহুরাজমিব তং কৃষ্ণমালোকয়ামাস । মধুনেব চৈত্রেণেব । তমেব শুকং
লালয়ন্তম্ । তস্মিন্বেব লালনাত্মকে আনন্দে লয়মভ্যাসক্তিং গতম্ । তমিতি কৃষ্ণবিশেষণং লয়বিশেষণং বা । তেন শুকেন
পরিপঠিতং যং পঞ্চদ্বয়ং প্রথমং বুযভানুহুতোক্তং দুর্বাপোতি, দ্বিতীয়ং শুকোক্তং গাঢ়ান্তরাগেতি । প্রথমে স্বানুরাগো ব্যঙ্গ্যঃ,
দ্বিতীয়ে বাচ্যঃ ; তস্ত পঞ্চদ্বয়স্বার্থানুভবেন হেতুনা ভবন্তী অতিশয়া যা হৃদয়গাঢ়বেদনা তস্ত্র্য বেদনায় জ্ঞাপনায় ॥

করে—‘ওহে কিছুকাল এখানেই থাক যতক্ষণ-না আমি তোমার অভীষ্টদেবীর হাতে তুলে দিতে পারি’
এ-বলে করকমল প্রসারিত করে দিলেন, সেও তাঁর ইচ্ছা প্রতিপালন-লালসায় সেই করকমলে গিয়ে
বসল । এমন সময়ে কোনও ব্রাহ্মণপুত্র কুসুমাসব নামক বটু কৃষ্ণের হাস্যপ্রিয় সখা এসে উপস্থিত হয়ে
বললেন—‘বয়স্য এ দেখছি এক মহাবিদগ্ধ শুক, কেলিকৌতুকের জন্তু মিলে গিয়েছে, একে যত্নে পালন
করা উচিত ।’ এ বলে দাড়িমী বীজনিকরে তাঁর তৃপ্তি বিধান করতে লাগলেন ।

৪৬ । সেই সময়ে কৃষ্ণানুরাগভারে পরাভবহেতু ভজ্যমান মুহুরাজী সেই বুযভানুহুহিতা করতল
থেকে উড়ে যাওয়া সেই শুককে খুঁজে আনার ইচ্ছায় কোনও কিস্করীকে বললেন—‘মধুরিকে, এ ধাত্রী-
কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজে দেখতো কোথায় গেল আমার শুকশাবক ।’ এক্রূপে প্রেরিতা কিস্করী
ধাত্রীকন্যা সঙ্গে নিয়ে এখানে-ওখানে খুঁজতে খুঁজতে দৈবাৎ স্বপুরীসিংহদ্বারে চৈত্রমাসের সঙ্গে বসন্ত
ঋতুর সঙ্গতির মতো কুসুমাসবের সহিত সঙ্গত, সেই শুককে লালন করতে করতে সেই লালনাত্মক
আনন্দে লয় প্রাপ্ত, ঐ শুকপরিপঠিত পঞ্চদ্বয়ের অর্থানুভব-জনিত অতি হৃদয়বেদনা জ্ঞাপনের কোনও
পাত্র চোখে না পড়ায় স্বহৃদয় সহিতই বিচারপরায়ণ, ধ্যানলক্ক্য রাধাতেই মনোচারগাতে রত মনোমনোরম
কৃষ্ণকে দেখলেন ।

৪৭ । দেখেই নিকটে গিয়ে বললেন—‘শ্রীব্রজরাজকুমারের জয় হউক জয় হউক, হে পীতাম্বর,

তদয়ং সদয়ং সরসভাবেন দীয়তামাদীয়তামাত্মনো যশঃপরিমলো বিমলো বিবিধ এব তে গুণগণঃ, কিমপরং ব্রবীমি ॥’

৪৮। কুসুমাসব আহ,—‘তব দেব্যা অয়মিতি কিমত্র নিগমনম্? নিগমনং নাপি বচস্তে, যদি ভবতি, তদাহুয়তাম্, আহুতশ্চেতব করমারোহতি, তদা সম্ভব্যাতে তাবকঃ’ ইতি ॥

৪৯। সাহ,—‘বটো! ব্রজরাজকুমার-করকমল-স্পর্শায় কো ন স্পৃহয়তি, যদস্তাহংস্বাদমহুভবন্তী অচেতনাপি বংশী কদাপি ন পরিহরতি, কিমুতায়ং চেতনঃ পক্ষী। তৎ কুমার! সা নো দেবী শুকাদি-গীতগুণচরিতং প্রতি পরমলালসা। তদ্বিনা ক্ষণমপি ন নিবুণোতি। তদয়ং দীয়তাম্’ ইতি ॥

৫০। কুসুমাসব আহ,—‘ভবতি হি, এবদ্বিধগুণং নবকীরং ধনং ন কাঃ কাময়ন্তে? সাহ,—‘তস্তা এবায়ম্, কথমত্র কামনা?’ স আহ,—‘কঃ তে দেবী?’ সাহ,—‘যথায়ং তে বয়স্তো ব্রজরাজস্ত কস্তাপি

৪৭। হে পীতাংশুক! হে পীতাশ্বর! আদীয়তাং গৃহ্যতাম্ ॥

৪৮। নিগমনং জ্ঞাপকম্ ॥

৪৯। আশ্বাদমহুভবন্তী অচেতনাপি বংশীত্যানেন স্বদেব্যাস্ত্রজাহুরাগোহপি ভজ্যা অভিব্যঞ্জিতঃ। তৎ তস্মাৎ কুমার! হে যুবরাজ কৃষ্ণ! “যুবরাজস্ত কুমার” ইত্যমরঃ। শুকাদীনাং গীতগুণচরিতং প্রতি পরমা লালসা যস্তাঃ সা। আদি-শব্দাং শারিকা হংসাশ্চ; পক্ষে, শুকাদিভিঃ; স্লেষণে ব্যাসপুত্রাদিভির্গীতানি গুণাশ্চরিতানি চ যস্ত তং শ্রীকৃষ্ণম্। তদ্বিনা তদীয়গুণচরিতং বিনা। যদ্বা, শুকাদিভির্গীতং যদগুণচরিতং তদ্বিনা তস্ত কৃষ্ণসম্বন্ধিহং প্রত্যাসক্তি, ভঙ্গীলব্ধম্। অত্রাদি-শব্দাং সমীভিঃ স্তুত্বদ্বিচ্চ ॥

৫০। হি নিশ্চিতং ভবতি, ভবিতুং যুক্ত্যত্ এবেতদিত্যর্থঃ। নবকীরং নবীনং শুকং ধনং ধনরূপং কা ন কাময়ন্তে, অপি তু সর্বা এবতি, প্রাপ্তিস্ত দুর্ঘটেতি ভাবঃ। পক্ষে, বর্কারন্ধনং পূতনাঘাতিনং কৃষ্ণং কা ন কাময়ন্তে, কিন্তু সর্বাঃ কাময়ন্ত এবোতর্থঃ। তত্র এবংবিধগুণমিতি স্ববয়স্পক্ষপাতিতামালম্ব্য তাং প্রতি অনিবচনায়াদৃতগুণে মদ্বয়শ্চে

এ-শুক আমার দেবীর, অতএব কৃপা করে ভাল মনে একে দিয়ে দাও। নিজস্তু বিমল-যশঃপরিমলে এবং বিবিধ গুণগণে উদ্ভাসিত হও। বিশেষ আর কি বলব।

৪৮। কুসুমাসব বললেন—‘এটি যে তোমার দেবীর তার প্রমাণ কি? তোমার কথাতেই প্রমাণ হয় না, তোমাদেরই যদি হয় ডেকে নেও দেখি, ডাকলে যদি হাতে যায় তবে তোমার বলে না-হয় একটা অহুমান লাগান যাবে।

৪৯। মধুরিকা বললেন—‘ওহে বটু ব্রজরাজকুমারের করকমলস্পর্শের জন্ত কে-না স্পৃহা করে, কেন-না দেখো এর আশ্বাদন-অহুভবকারী বংশী অচেতন হয়েও একে কদাপি ত্যাগ করে না, এ চেতন পক্ষীর কথা আর বলবার কি আছে। তাই বলছি হে যুবরাজ কৃষ্ণ, আমাদের দেবীর শুকাদি-গুণচরিতের প্রতি পরমলালসা, এ-ছারা এক মুহূর্তও শাস্তি পায় না, অতএব একে দিয়ে দেও।

৫০। কুসুমাসব বললেন—‘এ তো হবেই, এরূপ গুণবান নবীন শুকধন কোন্ সুন্দরী-না কামনা করে?’ মধুরিকা বললেন—‘এটি তো তারই, এতে আর কামনার কি কথা? কুসুমাসব—‘কে

নন্দনঃ, সা চ তথা নন্দিনী কতমস্ম, তমস্ম ভবতঃ সাক্ষাৎ কিং প্রখ্যাপয়ামি ॥

৫১ । স আহ,—‘ভবতু, কথময়মস্মাভির্দত্তব্যঃ ? ন চোরীকৃত্য চোরীকৃত্যমনেনানায়ি । নানা-
য়িতকলোলোভবত্যো ভবত্যো মৃষা দোষমাসঞ্জয়িতুং ভ্রমন্তি । দৈবাদয়ং শরণাগতঃ শরণাগতবৎসলেনামুনা-
রক্ষি, রক্ষিত্বা পুনঃ কথং দাস্ত্যতে’ ইত্যেবমবসরে ব্রজেশ্বরী তদ্রাগত্যা ‘বৎস ! কথং বিলম্বসে ?—

অগ্নং শীতলতামুপৈতি নিয়তশ্চাহারকালো যযৌ

মাত্রা ভোজিতপায়িতাস্তত ইতঃ প্রাপ্তাঃ সখায়স্তব ।

উৎকর্ণং বিবৃতেক্ষণং বিবলিতগ্রীবং স-হস্মারবং

ধেনুনাং নিচয়শ্চ তাত ভবতঃ পশ্চানমুদ্বীক্যতে ॥

৫১ । তদেহি, ভোজনানন্তরং ভো জনানন্তরঙ্গানাদায় গোষ্ঠমাসীদ’ ইতি যদোবাচ, তদৈবোপ-

ভবদেব্যো অনুরাগ উচিত এবতি তস্মা অভিনন্দনম্ । পুনশ্চ বকীরন্ধনমিতি তস্মাঃ পক্ষপাতিতামালম্ব্য তৃষ্ণাং স্থিতং
সবয়স্বং প্রতি এতাদৃশানুরাগবত্যাংপি তস্মাৎ স্বরাগঃনভিব্যঞ্জয়তস্তব স্বীবধেহপি ভয়ং নাস্তি, যতস্বয়া প্রথমমেব সা
পুতনা ঘাতিতৈবেতু্যপালন্তং ছোতিতম্ । অয়ং শুকঃ : পক্ষি, কৃষ্ণঃ । তৎ তস্মাঃ পিতরং ব্রজরাজতুল্যমিত্যর্থঃ । অস্ম
ধ্বষ্টরূপস্ম ভবত ইত্যর্থঃ । তেন সদৃশানুরাগতত্বেনাপি তস্মাঃ শ্রীকৃষ্ণেন সহ ওতিযোগিতা সমুচিতৈবোত চ স্মৃচিতম্ ॥

৫১ । অচোরশ্চোরঃ সম্পত্ততে তস্ম কৃত্যমিতি চিৎ : ; তৎ উরীকৃত্য অঙ্গীকৃত্য, অনেন মদবয়শ্চেন, অয়ং শুকো ন
আনায়ি, নানীতঃ । নানায়িতাস্ম নানাবদাচরন্তীযু কল্যাস্ম নর্মশিল্লেষু লোভবত্যো : । দোষমাসঞ্জয়িতুমিতি শুকানয়ন-
ব্যাজেন মদবয়শ্চেন সহ সংবদিতুং কক্ষিৎ ক্ষণং বিলম্বা ভঙ্গ্যা দৃত্যমেবাক্ষীকৃত্য কয়্যচিদপি সহ প্রবাদান্তরমপ্যখ্যপয়িতুং
ভবত্যঃ শক্লু বন্তীতি ভাবঃ । ইয়মাশ্বাসভঙ্গ্যেব, ন তু বস্তুত আক্ৰোশঃ । ভোজিতপায়িতা ইতি প্রথমং ভোজিতাঃ, ততঃ
পায়িতাঃ, (পা০ ২।১।৪২) “পূর্বকালৈক-” —ইত্যাদিনা সমাসঃ ॥

৫২ । ভোঃ কৃষ্ণ ! জনান্ সখীনন্তরঙ্গানাদায় গোষ্ঠং গবাং স্থানমাসীদ প্রাপ্তু হি । শৃঙ্খলাময়রসনারূপক্ষেণ শুকং

তোমার দেবী ?’ মধুরিকা—‘যেমন তোমার এ-বয়স্য় কোনও ব্রজরাজের নন্দন তেমনই সেও কোনও
রাজার নন্দিনী—এঁর পিতৃপরিচয় ধ্বষ্টের মূর্তি তোমার নিকট বিশেষ আর কি বলবো ।

৫১ । কুসুমাসব বললেন—‘আচ্ছা বেশ বেশ, তা আমরা একে কি করে দিব, চৌর্যবৃত্তি
অবলম্বন করে তো আর আমার সখা একে আনেনি । নানারঙ্গিলা নর্মশিল্লেলুক তোমরা ঘুরে বেড়াচ্ছে
মিথ্যা দোষারোপ করবার জন্ত । দৈবাৎ এ এসে শরণ নিয়েছে, আর শরণাগতবৎসল আমার সখা
একে শরণ দিয়েছে । শরণ দিয়ে পুনরায় কি করে তোমাদিকে দিয়ে দিবে । এই সময়ে ব্রজেশ্বরী
সেখানে এসে বললেন—‘বৎস বিলম্ব করছ কেন ?’—

বাগধন, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় চলে গিয়েছে, মায়ের হাতে খাওয়া-
দাওয়া সেরে চতুর্দিক থেকে সখাগণ এসে গিয়েছে, ধেনুসমূহ উৎকর্ণ হয়ে নেত্র বিক্ষারিত করে গ্রীবা
উঠিয়ে হাঙ্গা হাঙ্গা ডাকতে ডাকতে তোমার পথের দিকে চেয়ে আছে ।

৫২ । তাই বলছি, শোন হে কানাই—‘এসো খাও, খাওয়ার পর অন্তরঙ্গ সখাদের নিয়ে

স্বত্য কুশুমাসব আহ,—‘মাতর্মাহতঃ পরং কুতুকমস্তি, যদয়ং শুকঃ শুক ইব পরমবুধঃ, বুধ ইব কলানিধিভূঃ, নিধিভূরিব সর্বজনাগোচরঃ, চর ইব সর্বহৃদয়াগ্রহঃ, দয়াগ্রহ ইব চেতোজবাস্পদম্, পদমিব বিভক্তিয়ুক্, ভক্তিয়ুগিব প্রিয়ষদঃ, বদ ইব মেধাবী, ধাবীর সমুৎকঠঃ, কঠ ইব সর্বস্বনাশ্রয়ঃ, স্বরাশ্রয় ইব স্তমনাঃ, স্তমনা ইব শাস্তিকমনঃ, মন ইব দুর্জরঃ, ধর ইব স্থিরঃ স্থিরচরচমৎকারকারঃ, সহসা সহ সাধুৎকঠয়া সমুড্ডীয় বয়শ্চক্রে পতিতঃ। তদস্ত্য বিবিধকলাপেনাহলাপেনাতিচমৎকৃতমনা মনাগত্র বয়শ্চো বয়শ্চোতেন প্রণয়েন বিললস্বেহলং বেদনয়ানয়া, কিল, শুকোহয়ং বয়শ্চেন মাদৃশাদপ্যধিকং প্রণয়পাত্রীক্রিয়তে। তদন্তরাত্তরারচমদা মদাসঞ্জিতদোষা গোপকুমারীয়ং মদেব্যাঃ শুকোহয়মিতি বদন্তী নেতুমভিলষতি। তেনানয়ানয়াদন্তমুত্তরং বয়শ্চং ব্যথয়তি’ ইতি। ব্রাজেশ্বরী তদুক্তমাকর্ণ্য পার্শ্ব তা বিলোক্য ‘কথমিহৈব মধুরিকা’ ইতি সানুগ্রহং করেণামুশতি ॥

বর্ণয়তি—শুক ইব বৈয়াসকিরিব, বুধ ইব চতুর্থগ্রহ ইব, কলানিধিভূঃ চন্দ্রপুত্রঃ; পক্ষে—বলা বৈদক্ষী সৈব নিধিত্বং প্রাপ্তঃ, ‘ভূপ্রাপ্তো’ ক্রিবন্তঃ। নিধিভূনিধিক্ষেত্রম্; সর্বেষাং হৃদয়ং মন আ সমাক্ গৃহ্ণাতীতি সঃ; পক্ষে—সর্বেষামেব হৃদয়ত্ব মনস আগ্রহো যত্র সঃ। দয়ারূপো গ্রহো দয়াগ্রহঃ। বিভক্তয়ঃ স্বাদয়ো গুণবৈলক্ষণ্যরূপা বিভাগাশ্চ। ভক্তিয়ুক্ ভগবদুক্তঃ; বদঃ সিদ্ধান্তবক্তা, ধাবী ধাবনপরঃ, সমুৎকঠঃ সমাশুদগত উচ্চীকৃতঃ কঠো যশ্চ সঃ; পক্ষে—সমীচীনা উৎকঠা অধ্যয়নাদিবিষয়া অসংসমিবিহিত্তিবিষয়া বা যশ্চ সঃ। স্বরাশ্রয় ইব স্বর্গবাসী ব স্তমনা দেবঃ; ‘স্তমপবাণঃ স্তমনসজ্জিদিবেশাঃ’ ইত্যমরঃ। পক্ষে, স্তমনাঃ কোবিদঃ; ‘স্তমনাঃ পুষ্পমালতোজ্জিদেশে কোবিদেহপি চ’ ইতি বিশ্বঃ। স্তমনা ইব সাধুরিব শাস্ত্যা শাস্তিগুণেন কমনঃ কমনীয়ঃ। দুর্ধরো ধর্ম্মমশকাঃ, উপমেয়ৈস্তেব প্রাধান্যং পুংস্বম্; ধরঃ

গোষ্ঠে যাও, একরূপ বললে কুশুমাসব নিকটে গিয়ে বললেন—‘মা, এর থেকে কোঁতকের আর কিছু হতে পারে না, যেহেতু এই যে দেখছ শুক, এ শুকদেবের মতো পরমপণ্ডিত, চন্দ্রপুত্র বুধের মতো বৈদক্ষীনিধির আকরভূমি, নিধিক্ষেত্রের মতো সর্বজন-অগোচর, গুপ্তচর যেমন ‘সর্বহৃদয়াগ্রহঃ’ অর্থাৎ সর্বজনচিন্তাব জেনে নেয় তেমনই ‘সর্বহৃদয়াগ্রহঃ’ অর্থাৎ সর্বজনহৃদয়ে নিজের প্রতি আগ্রহজনয়িতা, দয়াগ্রহের মতো চিত্তজবকারী শক্তির আধার, সংস্কৃত পদমাত্রই যেমন বিভক্তি-যুক্ত তেমনই নানাগুণে বিভূষিত, ভগবদুক্তের মতো প্রিয়ষদ, সিদ্ধান্তবক্তার মতো মেধাবী, ধাবনপর ব্যক্তি যেমন ‘সমুৎকঠঃ’ অর্থাৎ উচ্চীকৃত কঠ তেমনই ‘সমুৎকঠ’ অর্থাৎ অধ্যয়নাদি বিষয়ে সমীচীন উৎকঠাযুক্ত, কঠের মতো সর্ব স্বরের আশ্রয়, স্বর্গবাসী যেমন স্তমনাঃ তেমনই ‘স্তমনাঃ’ অর্থাৎ পরমপণ্ডিত, সাধুর মতো শাস্তিগুণে কমনীয়, মনের মতো দুর্ধর (যাকে ধরা যায় না), পর্বতের মতো স্থির, স্থাবর-জঙ্গমের মতো চিত্তচমৎকারী। এহেন শুক অতি উৎকঠায় সহসা উড়ে এসে সখার হাতে পড়ল। এরপর এর বিবিধ নর্ম্মসূচক আলাপে অতি চমৎকৃত হয়ে আমার সখা এই কিছুকাল এ-পক্ষীর প্রণয়ে গ্রথিত হয়ে এখানে বিলম্ব করেছে—এতে আর আপনার বেদনার কি আছে? আরও, সখা-আমার মাদৃশ প্রিয়পাত্র থেকেও অধিক প্রিয়পাত্র করে নিচ্ছিল এ-শুককে। এরই মধ্যে মদগর্বে ক্ষীত-হৃদয়া আমাতে চুরির দোষারোপকারিণী এ-গোপ-কুমারী ‘এ-শুক আমার দেবীর’ একরূপ বলে একে নিতে ইচ্ছা করেছে। তার একরূপ অনীতিমূলক

৫৩। সা চ সসাক্ষসভক্তিশ্রদ্ধাং প্রণম্য 'ব্রজাধীশ্বরী ! ন ময়া কিমপ্যুক্তম্, মদেব্য রাধায়া অয়ং শুকঃ ক্রীড়োপকরণম্, অনেন বিনা সা শ্রিত্তীতি কেবলমহমবোচম্ ॥'

৫৪। সা চাহ নিভৃতম্—'মধুরিকে । স্বমধুনা ভবনমমুসর, বৎসে বনং গতবতি ময়ৈবায়ং শুকো ভবদেবৈ প্রেষয়িতব্যঃ ।' মধুরিকা চ 'মথাজ্ঞাপয়তি তদ্রভবতী' ইতি প্রণম্য নিশ্চক্রাম । ততঃ সা ব্রজেশ্বরী তনয়স্ত করকমলমাধুত্যা 'এহি বৎস ! এহি' ইত্যুত্থাপ্য 'কুসুমাসব ! শুকমেনমাশ্বনৈব সাবধানং রক্ষ, ভক্ষয় চৈনং কনকপুটিকয়া য়তোদনম্' ইতি যদা নিগদতি স্ম, তদা শ্রীকৃষ্ণঃ সমুবাচ,—'ময়ৈব ভোজয়িতব্যোহয়ম্' ইতি করকমলধৃতশুকঃ পীতাংশুকঃ পীতাং শ্রবণপুটকেন তাং গাথামস্তরমমুপঠন্ তদুত্তররূপং কিঞ্চন পত্ন্যং শুকং শ্রাবয়িত্বা জনাস্তিকং কুসুমাসবমামস্ত্র্য পঠতি—'সখে ! কুসুমাসব !—
ন বনগমনে নাপ্যাসজে বয়স্তাগণৈঃ সমং, ন চ মুরলিকানাদে মোদো ন ধেনুগণাবনে ।

ইমমশৃণবং যাবৎ কীরোত্তমানননিঃসৃতং, কমপি দয়িতালাপং গাঢ়ানুরাগভরালসম্ ॥'

পৰ্বতঃ । সাধু যথা স্তাস্তথা উৎকণ্ঠয়া সহ বর্তমানঃ, যদা, সাক্ষী যা উৎকণ্ঠা তয়া বিবধাঃ কলাঃ পাতীতি তথাভূতেনা-
লাপেন, বয়সি পক্ষিণি, ওতেন প্রথিতেন প্রণয়েন হেতুনা বিললষে, প্রেমণা তল্লালনাগুৰ্বং বিলম্বিতবানিতার্থঃ ।
অতএব অনয়া অয়ং শীতলতামিতাদিনা বাঞ্জিতয়া বদনয়া অলম্ ! তদন্তরা তন্মধ্য এব, অনয়াঃ অনীতিমানম্বা, অনয়া
গোপকুমারী উত্তরমিতি কর্তৃপদম্ ॥

৫৩। সা চ মধুরিকা সসাক্ষসেতি কদাচিদ্রজেশ্বরী মস্তি শিঙেদিতি ভাবনয়া, সাক্ষসম্, ভক্তিশ্রদ্ধে তু সাক্ষিক্যা-
বেব । রাধায়া ইত্যত্র নামগোপনস্বাক্ষর্যং ॥

৫৪। জনাস্তিকমিতি তৃতীয়জনাঙ্গাপ্য । শ্রাবয়িত্বেতি তৎকণ্ঠস্থীকৃতেন পুনশ্চ স্বভাবাদেব রাধায়ে পঠিষ্যমাণেন
তেন পশ্চেনৈব স্বানুরাগবাজনয়া তামাস্বাসয়িতুমিতি ভাবঃ । গাঢ়েনানুরাগভরেণালসম্, আলসতি প্রকাশত ইতি তথা

কথাবর্তী বয়স্তকে ব্যথিত করছে ।' এই সব কথা শুনে ব্রজেশ্বরী পাশে তাকিয়ে 'মধুরিকা, তুমি এখানে
কি করে' এ-বলে আদরে মাথায় হাত দিলেন ।

৫৩। সেও সম্মমভক্তিশ্রদ্ধায় প্রণাম করে বললেন—'ব্রজাধীশ্বরী, আমি তো কিছুই বলি নি,
আমার দেবী রাধার ক্রীড়োপকরণ এ-শুক, এ ছাড়া তিনি ছঃখ পাবেন—এ কথাই তো শুধু আমি
বলেছি ।'

৫৪। তিনি চুপে চুপে বললেন—'তুমি ঘরে যাও, বাছা বনে গেলে আমি নিজেই এ-শুক
তোমার দেবীর কাছে পাঠিয়ে দিব ।' মধুরিকা বললেন—'যে রূপ আজ্ঞা, তাই হবে' এরূপ বলে
প্রণাম করে চলে গেলেন । অতঃপর ব্রজেশ্বরী 'এসো বাছা এসো' বলে পুত্রের হাত ধরে উঠিয়ে
নিয়ে বললেন—'কুসুমাসব, এ শুককে তুমি নিজে সাবধানে সঙ্গে নিয়ে চলো, সোনার বাটিতে ঘিভাত
খাওয়াইও । এ-শুনে কৃষ্ণ বলে উঠলেন—এ-কে আমিই খাওয়াব' এই বলে করকমলে শুক ধরে
নিয়ে পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণপুটে পীত সেই গাথা মনে মনে বার বার গাইতে গাইতে তার উত্তরস্বরূপ
কোনও একটি অপূর্ব পত্ন্য শুককে শ্রবণ করাবার পর কুসুমাসবকে নিভৃতে ডেকে পাঠ করে শুনালেন—

৫৫। ইতি মাতুরমুপদং পদকমলমাধায় কালিতপদে। ভোজনাসনমধ্যাস্ত ভুঞ্জানঃ স্ব-সম্মুখে কনক-পুটিকায়ামাশ্রয়েনব শ্রীকরকমলেন সুরভিতরঘৃতাক্তমোদনং শুকমাশয়ামাস ॥

৫৬। অনন্তরমাচাছুঃ পূর্বপূর্বদিনবদনুগবীনো জিগমিষুঃ ‘জননি! জননিরপেক্ষতয়া রক্ষিতব্যোহয়ং শুকঃ’ ইতি সপ্রণয়ং স প্রণিজগাদ। ততশ্চ গতবতি সতি ধেনুপালনায় বিপিনমধ্যঃ লীলাকিশোরৈ শ্রীকৃষ্ণে ধাত্রীহিত্রা রাধাশুকং রাধাগৃহে প্রেষয়ামাস শ্রীকৃষ্ণজননী। তামথ করকমলকলিতশুকং শ্রীকৃষ্ণজননীধাত্রেয়ীমালোক্য শ্রামলয়া সখীভ্যাং চ সহ সহসেতায় ‘এহেহি’ ইতি সবলমানমাতুয় নিজাসনার্দ্ধমধ্যারোপ্য ‘ভবতি! কুশলং তত্রভবত্যাঃ শ্রীব্রজেশ্বর্যাঃ’ ইতি সপ্রণয়ভক্তিপ্রদং নিগদতি স্য বৃষভানুকিশোরী। সাহ,—‘কল্যাণিনঃ খলু তে চরণাঃ, কিন্তু তবামুনা শুকেনাহৈশু কেনানন্দিতঃ কুমারঃ কুমারয়তি স্য, চিরং রুচিরং রুতং চাক্রত্য ক্রতাপরিমেয়পরিতোষমাসাদিতবান্, দিতবান্ চক্ষুস্বতাং তাপত্রয়ং চ। অথ তস্মিন্ ধেনুচারণায় বনং গতবতি তব তিলমাত্রহুঃখাসহনয়াহনয়া

তন্, অস্ম্যতিগুরুত্বাদবোচু মসমর্থমিবেতি ভাবঃ ॥ (৫৫)

৫৬। শুকেন কীদৃশেন? আশুকেন আশু শীঘ্রং কং সুখং যস্মাস্তেন। কুমারঃ কৃষ্ণঃ কুমারয়তি স্য, ক্রীড়িতবান্। চিরং রুচিরং রুতং চ অসম্যাক্ ক্রতোঃ কর্ণযোরপরিমেয়তোষং প্রাপ্তঃ, দিতবান্ ঋণিতবাংশ্চ। তদা তথাভূতোং-

‘সখে, কুসুমাসব,

যখন থেকে এ-শুকশ্রেষ্ঠের মুখনিঃসৃত গাঢ়ানুরাগভরালস কোনও দয়িতালাপ শুনেছি তখন থেকে না-বনগমনে, না-বয়স্য়গণসঙ্গাসক্তিতে, না-মুরলীনাতে, না-ধেনুপালনে কোনও সুখ আছে আমার মনে।’

৫৫। এ-বলে মায়ের পিছু পিছু চলে পা ধুয়ে খাবার আসনে বসে খেতে খেতে নিজের সম্মুখে কনকপাত্রে ধরা সুরভিত ঘিমাখা ভাত নিজেই খাওয়াতে লাগলেন শুককে।

৫৬। অনন্তর আচমনের পর পূর্বপূর্ব দিনের মতো গোগণের পিছু পিছু বনে যেতে ইচ্ছা করে গোপাল সপ্রণয়ে মাকে বললেন—‘মা অন্নের উপর নির্ভর না করে নিজেই এ-শুককে পালন করবে’। অতঃপর লীলাকিশোর শ্রীকৃষ্ণ ধেনুপালনের জন্ত বনমধ্যে গেলে খাই কত্নাকে দিয়ে রাধার শুক রাধার গৃহে পাঠালেন শ্রীকৃষ্ণজননী।

অতঃপর হাতে শুক পাখীটি ধরা কৃষ্ণজননীখাইকত্নাকে দেখে বৃষভানুকিশোরী শ্রামলা ও ললিতা-বিশাখা সহিত উঠে দাঁড়িয়ে ‘আসুন আসুন’ বলে বহুমানসসহকারে ডেকে নিয়ে নিজ আসনের অর্দ্ধাংশে উঠিয়ে বসিয়ে বললেন—‘হে মহানুভববতি, ওদিকে আপনাদের ব্রজেশ্বরীর কুশল তো।’ তিনি বললেন—‘হে কল্যাণীগণ, তাঁর শ্রীচরণের কুশল, কিন্তু তোমার এ-আশু সুখদায়ী শুকের দ্বারা আনন্দিত আমাদের কুমার ঐ শুকের সঙ্গে খেলা করছিলেন, আর বহুকণপর্ষন্ত ওর কর্ণে মনোরম ধ্বনি শুনে কর্ণে অপরিমেয় পরিতোষ প্রাপ্ত হচ্ছিলেন, আর সেই অবসরে কুমারের ঐ আনন্দোচ্ছল রূপ দর্শনে চক্ষুস্বানগণের তাপত্রয় দূরীভূত হচ্ছিল।

সমর্ঘ্যাদয়া দয়াবত্যা হয়ি হয়ি কুশলে ! কুশলেশমাত্রমপি বিলম্বমকুর্ষণয়া প্রেষিতেহয়ং খগোত্তমো ব্রজেশ্বর্যা ॥'

৫৭। শ্রামাহ,—‘সুবদনে ! বদ নেদম্ । ইহ গোকুলে গোপকুলে গোপনীয়মগোপনীয়ং বা যং কিঞ্চন রত্নভূতং ভূতং ভূতংসরূপং তৎসকলমেব ব্রজরাজনন্দনস্ত, নন্দনস্ত বিহগোত্তমেভ্যোহপ্যয়ং সৌভগবান্, ভগবান্ যমমুং করে চকার । তদয়ং তস্মৈব খেলোপকরণং করণীয়ঃ । কিন্তু সম্প্রতি প্রতি-পেষণমসাম্প্রতম্ । সাম্প্রতং গচ্ছতু ভবতী, পশ্চাদ্গতাগতললিতয়া ললিতয়ায়ং ধেষ্ববনতো বনতো ভবনমাগত এব তস্মিন্ ব্রজেশ্বরীসমক্ষং সমপর্ণীয়ঃ ॥’

৫৮। মুখ্যাহ—‘সুমুখ্যাহ সুললিতমেব শ্রামা, তদগম্যতাম্, গম্যতাং প্রাপয় মে নতিবিততীনা-মীশ্বরীচরণান্ ॥’

ফুলমুখোহভূদুযথা তদানীং স পশুতাং ত্রিবিধতাং খণ্ডিতবানিত্যর্থঃ । অন্যথা শ্রীব্রজেশ্বরী হয়ি তু দয়াবত্যা, অয়ি সম্বোধনে; হে কুশলে, কুশলেশো দর্ভসম্বন্ধী অতিসুস্মাংশবিশেষসুদতিক্রমে সূর্যস্র যাগান্ কালো ভবতি তন্মাত্রমপি ॥

৫৭। শ্রামাহেতি তয়া স্বহৃদয়স্ত রাধিকাহৃদয়েন গর্হক্যানিচ্চয়ঃ । রত্নভূতং রত্নরূপং ভূবন্তংসরূপং ভূষণরূপং ভূতমভূতং । নন্দনস্ত স্বর্গোজ্ঞানস্ত । ভগবানিতি সখীং প্রতি এণয়পরিহাসবাক্যনা; যদা, শ্রীমান্: “ভগং শ্রীকামমাহাঙ্গা-বীধরদ্ধার্ককীর্তিষু” ইত্যমরঃ । অসাম্প্রতমভুচিতম্ ॥

৫৮। সুমুখী শ্রামা সুললিতমেবাহ । তত্তস্মাত্তয়া গম্যতাম্, ঈশ্বরীচরণায়ৈ মম নতিবিততীনাং প্রণতিসমূহানাং গম্যতাং প্রাপয় । নতিবিততীনামিতি “কৃত্যানাং কর্তরি বা” ইতি যষ্টী । ঈশ্বরীচরণা মে নতিভির্গম্যা ইতি জ্ঞাপয়ে-ত্যর্থঃ । অত্র যদি শ্রীমত্যা ব্রজেশ্বরী স্বপুত্রসৌখ্যগনপেক্ষাঃপ্যাম্যাহ স্নিগ্ধতয়াহস্যংসুখমভূতরূপতাং প্রেষিতেহয়মাস্বাকীনাঃ শুকঃ, তদ্ব্যাস্মাভিঃপি তৎপুত্রসৌখ্যারূনোদর্দনেব প্রসাদনীয়ী সা পরমবৎসল। গরীয়সীতি স্বাভিপ্রায়ং জ্ঞাপিতা তয়া ধাত্রেয়ী । বস্তুতো মূল্যভিপ্রায়ঃস্বস্তাঃ কৃষ্ণসঙ্গতেন স্বীয়শুকৈর্নৈব স্বসঙ্গমসুখমভিমুগ্ধমানায়া মম পরমবিদগ্ধেন শুকৈর্নৈব

অতঃপর কুমার ধেনুচারণের জন্ত বনে গমন করলে তিলমাত্র তোমার দুঃখ-সহনে অশক্যতা হেতু তোমাতে দয়াবতী মহিমাঘ্রিতা ব্রজেশ্বরী অয়ি কল্যানীয়া, কুশলেশমাত্রও বিলম্ব না করে এ-খগোত্তম পাঠিয়ে দিলেন ॥

৫৭। শ্রামা বললেন—‘সুবদনে, একরূপ বলবেন না ।’ এ-গোকুলে গোপকুলে গোপনীয়-অগোপনীয় স্থানে ভূষণরূপ-রত্নরূপ বা কিছু আছে তৎসমস্তই ব্রজরাজনন্দনের, এ-শুক নন্দনকাননবিহারী বিহগোত্তম থেকেও অধিক সৌভাগ্যবান্, যেহেতু ভগবান্ একে নিজহাতে লালন করেছেন । অতএব একে তারই খেলোপকরণ করাই সমীচীন । কিন্তু সম্প্রতি ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া অসৌজন্মমূলক হবে । এখন আপনি চলে যান, পরে যাতায়াতে সুন্দরী ললিতার দ্বারা কৃষ্ণ বন থেকে ঘরে ফিরে এলেই ব্রজেশ্বরীর সাক্ষাতে তার হাতে দিয়ে দিলেই হবে ।

৫৮। রাধা বললেন—‘সুমুখী শ্রামা অতি সুন্দর বলেছে, অতএব ঘরে যান, ঈশ্বরীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণতি জানাবেন ।’

৫৯ । গতায়ামথ তস্তাং সা বার্ষভানবী নবীনকৃষ্ণানুরাগ-পরভাগভাগভিমুখমাগতং তং বিহগোক্তমম্
‘অয়ি ধন্য ! ধন্যসি সৌভাগ্যধনেন ত্বং যদমুখ্য দুর্লভজনশ্চ সুখাকরকরস্পর্শস্তয়া ভো অলম্ভি । অলং
ভিয়াহিভিয়াহি মংপাণৌ । ভবন্তং স্পৃশন্তী শং তীব্রমল্লভবানি’ ইতি নীতিমতী তং পাণৌ কৃষ্ণা ‘কথয়
কিমাকলিতম্’ ইতি যদা বভাষে, বভাষে চ তদা সোহপি—

‘ময়া নিগদিতং বচঃ শ্রবণবজ্রং যাবদ্যযৌ, স তাবদতিদুঃস্থিতো মনসি কৈশচনাইহলক্ষিতঃ ।

চরন্নপি নিজৈঃ সমং হৃদি নিগূঢ়গাঢ়ব্রণঃ, কিশোরবরবারণোক্তম ইবানিশং শীর্ষ্যতি ॥’

৬০ । উক্তং চ সখায়াং লক্ষ্যীকৃত্য জনান্তিকম্—‘সখে ! কুসুমাসব !—

ন বনগমনে নাপ্যাসঙ্গে বয়স্শগণৈঃ সমং, ন চ মুরলিকাগানে মোদো ন শ্লেষগণাবনে ।

ইমমশ্লগবং যাবৎ কীরোক্তমানননিস্মৃতং, কমপি দয়িতালাপং গাঢ়ানুরাগভরালসম্ ॥’

তৎপ্রীতিপাত্রীভবতা সর্বাভীষ্টং সাধয়িত্বতে ইত্যামোহপি ন মুখ্যঃ, কিন্তু প্রেমণো রীতিরেবেয়ং যৎ প্রিয়তমশ্চ প্রীত্যর্থ-
মেবান্বাদেহপ্রিয়বন্ধাদি ভবতীতি ॥

৫৯ । নবীনকৃষ্ণানুরাগস্ত পরভাগং সৌভাগ্যং কৃষ্টভাগং বা ভজত ইতি সা । সৌভাগ্যধনেন হেতুনা ত্বং ধনী ধন-
বানসি । সুখাকর ইতি “সুখপ্রিয়াদুল্লোল্যো” ইতি ডাচ । যদা, সুখস্বাকরো যঃ করন্তুস্ত স্পর্শঃ । ভিয়া অলম্ভি
হস্তাসঙ্গীক্যাকারিণা ময়া লালয়ন্ত্যা অপি ভবত্যাঃ পাণিতো জাতিস্বভাবাহুডীয়া গত্যা অপরাধমেব, কথং পুনস্তত্রৈব
পাণাবূপবিশায়ীতি ভয়ং ন কর্তব্যমিত্যর্থঃ । অভিযাহি, আভিমুখ্যোনৈব মংপাণাবাগচ্ছ । ভবতা নাপরাধম্, প্রত্যুত
মদভীষ্টমেব সাধিতমিত্যাহ—ভবন্তমিতি । ভবন্তং স্পৃশন্তী সতী তীব্রং নির্ভরং শং সুখমল্লভবানীতি ত্বংস্পর্শেন পরস্পরয়া
মমাপি তৎপাণিস্পর্শাভিমানো ভবন্তিতি ভাবঃ । শ্রবণবজ্রে ত্যত্র তস্মৈত্যাহুক্তিঃ প্রেমবৈবশ্চোনৈবেতি ন্যূনপদতাদোষো
নাসঙ্গনীয়ঃ । কৈশচ কৈরপি মনসি দুঃস্থিতঃ, ন আ সম্যক লক্ষিতঃ, ঈষত্তু চতুরঙ্গনৈর্লক্ষিত এবোত্যাঃ । তস্তাপ্রিগাত্তী-

৫৯ । ধাত্রীকণ্ঠা চলে গেলে নবীন কৃষ্ণানুরাগপরাকর্ষী সেবনকারিণী বার্ষভানবী সন্মুখে আগত
সেই বিহগোক্তমকে বললেন—‘অয়ি ধন্যে, তুমি সৌভাগ্যধনে ধন্য, যেহেতু হে ধন্যে, তুমি সেই দুর্লভ-
জনের সুখাকরকরস্পর্শ লাভ করেছ । ভয়ের কি আছে, আমার হাতে এসে বস, তোমার স্পর্শে
আমার মনে তীব্র সুখানুভব-প্রবাহ চলবে ।’ এ বলে নীতিমতী রাধা তাঁকে করতলে ধরে যখন জিজ্ঞাসা
করলেন—‘বলতো কি শুনে এলে’, তখন শুক বলতে লাগল—

‘আমার কথিত ‘ছুরাপজনবর্তিনী’ শ্লোকটি কর্ণকুহরে যখন থেকে প্রবেশ করল তখন থেকে
মনোবেদনায় অস্থির তাঁর ভাব কেউ সম্যক বুঝতে পারছে না । নিজের সখ্যাসঙ্গে ঘুরতে ফিরতে
থাকলেও হৃদয়ে নিগূঢ় গাঢ়ব্রণে পীড়িত কিশোরশ্রেষ্ঠ গজেন্দ্রের মতো নিরন্তর ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে ।’

৬০ । বলছিলও, সখাকে লক্ষ্য করে নির্জনে—‘সখে, কুসুমাসব,

যখন থেকে এ-শুকশ্রেষ্ঠের মুখনিঃসৃত গাঢ়ানুরাগভরালস কোনও দয়িতালাপ শুনেছি, তখন
থেকে না-বনগমনে, না-বয়স্শগণসঙ্গাসক্তিতে, না-মুরলিকানাদে, না-শ্লেষপালনে কোনও সুখ আছে
আমার মনে ।’

৬১ । শ্যামাহ,—‘মা হসনীয়াস্মি । সম্প্রতি প্রতিপন্নং মে বচনং চ নন্দয়িতুং দয়িতুং চাইসি, যদয়ং দয়িতালাপমিতি দয়িতাত্বেন ভবতীমুরীচকার ॥’

৬২ । মুখ্যাহ—‘শ্যামে ! শ্যামেরিতং নাধ্যবোধি, বোধিক্রমদলোদরি ! মা পরিহাসকর্ম ধারয় কর্মধারয় এবায়ং ন যষ্টীতংপুরুষঃ । তং পুরুষঃ স খলু দুর্লভ এব, কিমসম্ভাবনয়াহনয়া মামতিলষ্যকরোষি । ভবতু পরমাদৃত্তস্ত তস্ত দশা তাদৃশীদৃশীযন্তাগধেয়ে জনে কথমীয়তেহনুমীয়তে নু বা কথং ভবত্যা ভবত্যাশ্চ-সমাপি সমাপিতোপরোধো পরিহাসে হা ! সেধয়তি কোতুকম ॥’

বৈধিপি তাদৃশ-ত্ববিষয়কভাবস্ত দুর্গোপত্বাদিতি ভাবঃ ॥ (৬০)

৬১ । মা হসনীয়াস্মি, অতঃপরমহং ত্বয়া হসিতুং ন শক্যাস্মি, মে বচনং নন্দয়িতুং চ দয়িতুং চ কৃপয়িতুং চ আইসি, ন তু পূর্ববল্লিতুং নাপুণক্রমমাত্র এব ছেতু মিতি ভাবঃ ॥

৬২ । শ্যামস্ত ঈরিতং বাক্যং নাধ্যবোধি, ভবত্যা ন জ্ঞাতম্ । বোধিক্রমস্ত অশ্বখস্ত দলবদ্দরং যন্তা হে তথাভূতে ! ইতি সৌন্দর্যেণৈব মত্তমধিকা স্বজী, ন তু বিমর্শনৈনপুণ্যেতি ভাবঃ । পরিহাসরূপং কর্ম মা ধারয়, মা কুর্বিত্যর্থঃ । যতো দয়িতালাপমিত্যয়ং সমাসঃ কর্মধারয় এব, ন যষ্টীতংপুরুষঃ । ততশ্চ দয়িতশ্চাসাবালপশ্চেতি তম্ । মেধাবিনো-ধীভশাস্ত্রস্ত শুকত্বালাপো নিসর্গাদেব সকললোকস্ত প্রিয়ো ভবত্যেব, কিং পুনঃ সদা ক্রীড়াপরস্ত তস্ত । অনুরাগ-ভরালসমিতি অশৃণবমিতি ক্রিয়াবিশেষণং স্পষ্টমেবেতি তন্ন ব্যাখ্যাতম্ । ময়া নিগদিতং বচ ইত্যাদি তু শুককৃতং পঞ্চমপ্রমাণমেব । তন্তস্মাদ্ধেতোঃ ‘স খলু পুরুষো দুর্লভ এব’ ইতি প্রাক্তন-মদ্বাক্যমেব প্রমাণম্, তদবচনং তু যুক্তিচ্ছিন্ন-মিতি ভাবঃ । নহু যষ্টীতংপুরুষস্য কথং খণ্ডিত ইত্যত আহ—ভবত্বিতি । ‘তুয়তু’-ন্যয়েন স্বীকারে ভবতু যষ্টীতং-পুরুষস্তথাপি পরমাদৃত্তস্ত তস্ত তাদৃশী ভবত্যা ব্যাখ্যাতা দশা ঈদৃশি অল্পভাগ্যে মল্লক্ষে জনে বিষয়ে কথমীয়তে জ্ঞায়তে নির্ধার্যতে ভবতোত্যর্থঃ । অনুমানাদিতি চেৎ, নু প্রশ্নে, কথং বাহুমীয়তে, তত্র তাদৃশো হেতুরুচ্যাতাম্, স তু নাস্তেব, তস্মাদপরস্তামেব কস্ত্যাকিং তথা সম্ভবেদিতি ভাবঃ । আত্মসমা মৎসমাপি ভবতী । সমাপিতঃ সমাপ্তীকৃত উপরোধো

৬১ । শ্যামা বললেন—‘অতঃপর তুমি অপর আমাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না । সম্প্রতি প্রমাণিত আমার কথা তোমার অভিনন্দন করা উচিত ও কৃপার চোখে দেখা উচিত, কেননা এ-শ্লোকের ‘দয়িতালাপং’ বাক্যে তোমাকেই দয়িতা রূপে স্বীকার করে নেওয়া হল ।’

৬২ । রাধা বললেন—‘শ্যামে, শ্যামসুন্দরের কথা তুমি বুঝতে পার নাই, হে অশ্বখদলোদরি, পরিহাস কর না, এখানে ‘দয়িতালাপং’ বাক্য কর্মধারয় সমাসে ব্যবহৃত হয়েছে—‘দয়িতশ্চাসৌ আলাপশ্চ’ অর্থাৎ ‘প্রিয় আলাপ’ এই অর্থে, যষ্টীতংপুরুষে নয় অর্থাৎ ‘প্রিয়ার আলাপ’ এই অর্থে নয়, ‘তংপুরুষ’ অহো সে তো অতি দুর্লভ, কেন আর এ-অসম্ভব ভাবনায় আমাকে একেবারে খেলো করে দিচ্ছ । আচ্ছা যষ্টীতংপুরুষে অর্থ যদি স্বীকারই করা যায় তা হলেও পরমাদৃত্ত তাঁর ঈদৃশী দশা আমার মতো ঈদৃশী অল্পভাগ্যজন-সম্বন্ধে কি করে নিশ্চয় করলে, অনুমানই যদি করে থাক তাই বা কি করে করলে । অত্ৰ কোথাও ওরূপ হতে পারে তো—ছঃখের বিষয় তো এই, তুমি আমার আত্মসম প্রিয়া হয়েও আমার উপরোধ খণ্ডন করে দিয়ে হায় হায়, পরিহাসে কোতুক বাড়িয়ে তুলছ ।’

৬৩। সাহ—‘অয়ি ! অসমীক্ষ্যভাষিণি ! মধুরিকা তেহুচরীতি গোকুলে কো ন বেত্তি, সেয়ং যদা মদীয়দেব্যাঃ শুকোহয়মিত্যাললাপ, তদৈবাসৌ ভবতীমবোধিষ্ট । তদলমত্রাসম্ভাবনয়া’ ইতি বিশ্রান্তো বিবাদঃ ॥

৬৩। অথৈকদা ভগবজ্জন্মতিথিরতিথিরভূত্বমিতি, তদা মহামহারস্তুহরং ভেরীভাঙ্কারলম্পটপটহ-পটুমর্দলদলমুরজ-ছন্দুভি-দম্ভদম্ভঙ্কার-চমৎকারকারি-নানাধ্বনিধ্বনিতৈ, অধ্বনি তেষাং ঘোষজুষাং ঘোষজুষাং সমেধমানে মেধমানে পরমানন্দে, দ্বিজবৃষভসভোদীরিত-মন্ত্রপুত্ৰসলিল-পরিপূরিতক্ষটিক-ঘট-সহস্রধারা-ঘট-সহস্র-ধারা-ঘটমানাভিষেক-মঙ্গলাঃ জলাবগা-লক্ষ্মীং দধানে, ধ্বতনব্যদিব্য-পীতকৌশেয়প্রত্যুদগমনীয়ে প্রত্যুদগমনীয়েন মণিমাণ্ডনমহসা মহসারূপামহোজ্জ্বল্যো, মঙ্গলমণিবন্ধমণি-বন্ধবলয়োপরিপরিচিত-হরিদ্রাজ্ঞ-যয়া সা। হা খেদে। পরিত্রাসে বিষয়ে কৌতুকঃ স্বেধয়তি, সিদ্ধং কৰোতি। ‘মিশ্র সংরাক্ষো’ গ্যন্তঃ। ন তু মধ্যখোপ-রোধেন ব্যথিতা ভবতী, প্রত্যুত কৌতুকবতী পরিত্রাস্তোব মাম্, তস্মান্মযাহুরোধস্তব নাস্তীভার্থঃ ॥

৬৩। হে অসমীক্ষ্যভাষিণি ! অপৰ্যালোচ্যেব সর্বং ক্রবে ইত্যর্থঃ। আত্মায়োগ্যতামধ্যায়োপা দৈন্তাদেবেত্তি ভাবঃ ॥

৬৪। অথ (পঞ্চমকিরণে ৬২.৬৩) “স্বপ্নায়া শ্রবণাদবাশি চিদাদেপাবলোকনাং। সাক্ষাদাক্ষ্মিকাদবাশি দর্শনাদ্-হর্লভে জনে ॥ প্রোক্তনী রতিক্রমুতা” ইত্যাত্মলঙ্কারকৌন্তভোক্তহেতুর্ভেবিধোন জাতপূর্বরাগাণাং বিবিধানামেব তাসাম্ (উ. নী. শৃঙ্গারভেদ-প্র. ২১) “লালসোদ্বেগজাগর্ঘ্যস্তানবং জড়িমাত্র তু। বৈয়গ্র্যং ব্যাধিক্রমাদো মোহো মুতুর্দাদশ দশ ॥” ইতি পূর্বদশিত-দশদশাপ্রাপিত-তাদৃশবিপদাং মক্ষুক্ষগাথমিষ শুভদৈবযোগাদেকক্সিন্ দিনে সর্বাশামেব যুগপদেব সাক্ষাদর্শন-সমীপগমনোপায়নপ্রদানাদিকমপি ২টিতমিত্যাহ—অথৈকদেতি। তদা মহামহারস্তু অজিতে ত্রীকৃষ্ণে দিব্যাসনমারুটে

৬৩। “শ্রামা—হে অবিচারভাষিণী, গোকুলে কে-না জানে যে মধুরিকা তোমার অনুচরী—সে যখন ‘মদীয় দেবীর শুক এটি’ এরূপ আলাপ করছে তখন ‘মদীয় দেবী’ বাক্যে তোমাকেই বুঝে নিয়েছে কৃষ্ণ। কাজেই এখানে ‘অসম্ভাবনা’ চিন্তা করবার কি প্রয়োজন,”—এইরূপে বিবাদ বিরমিত হল।
ত্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব ॥

৬৩। অতঃপর একদা ভগবজ্জন্মতিথি যদি এসে অতিথির মতো উপস্থিত হল তদা মহামহোৎসবের আরম্ভে ত্রীকৃষ্ণ দিব্যসিংহাসনোপরি উঠে বসলে সমাগত গোপগোপীগণ যথাক্রমে প্রত্যেকে তাঁকে পূজা করতে লাগলেন।

এ-মহোৎসবের আরম্ভে ভেরীর সুপরিণত উগ্র ভাঙ্কার ধ্বনি, ঢোলের স্বশব্দচাতুরী, মাদলের স্পষ্ট বোল, মৃদঙ্গ ও ছন্দুভির ‘ধিন্তা ধিনা’ ও ‘দম্ভদম্’ ইত্যাদি চিত্তচমৎকারকারী নানাধ্বনি-প্রতিধ্বনি নানাদেশাগত জনের নিকট উৎসবের বার্তা পৌঁছে দিতে থাকলে, অতঃপর পথে স্রীয় নৃপুরাদি মৃদঙ্গাদি শব্দযুক্ত সম্যক্ রুদ্ধিশীল ব্রজবাসী জ্ঞাপুরুষ জনতার পরস্পর মিলনজনিত পরমানন্দ উচ্ছলিত হয়ে উঠলে দ্বিজশ্রেষ্ঠমণ্ডলির মুখোচ্চারিত মন্ত্রধ্বনির সহিত পবিত্রজলভরা ক্ষটিকমণির সহস্র-ধারায়ুক্ত ঘট থেকে সহস্র ধারায় নিঃসৃত জলে অভিষেকে মঙ্গলপ্রাপ্ত অঙ্গের লাবণ্যপ্রবাহে মোহন,

সূত্রেণ নন্দদূর্বাক্ষরে গোবোচনারোচনায়তবিশেষক-বিশেষ-কমনীয়ে, জনন্যা জনন্যায়বিদ্যাং প্রবরয়োৎসব-
রয়োৎসবদ্যামোদয়া দয়াশীলয়া শিরসি নিহিতাশীঃ কুসুমধাত্রে সবহমানমাহুতাভিব্রজপূরপূরজ্ঞীভিমঙ্গল-
গানপুরঃসরং সরন্তীভিঃ কৃতনীরাজনে, জনেন সকলেন কৃতকৌতুক-মৌতুক-যোগপত্রে সমনস্তরমনস্তর-
সোপকরণমোদকপায়সাপূপাদিভিরাহিতসৌহিত্যে, হিত্যে সকলজ্ঞানানাং জ্ঞানানাং প্রেমশ্যামনি, পুনরপি
নীরাজিতেহজিতে দিব্যাসনমাক্রুড়ে ক্রুড়েক্ষমহসি, মহসিদ্ধিনিমিত্তমিত্তরলতাসিদ্ধবন্ধুবর্গনিঃস্রবণ-ব্যবহারেণ
ব্রজরাজমহিষ্যা নিমস্ত্রিতেষু ব্রজপূরপূরজ্ঞীজনেষু বধুজনকুমারিকাজনেষু চ, ব্রজরাজেন নিমস্ত্রিতেষু দ্বিজ-
বৃষভেষুসন্নন্দোপনন্দপ্রভৃতি-সকলাভীরনিকরেষু চ, সন্নন্দাদিবধুভিঃ সহ সকলগুণারোহিণ্যা রোহিণ্যা

গোপগোপজনান্শ প্রত্যেকং তৎ পূজয়াগাস্থরিতাহুয়ঃ । মহাগমহো মহোৎসবস্তম্ভারস্তে । কীদৃশে ? অরং ক্রতমেব ভেদীণাং
ভাঙ্কারৈঃ লম্পটৈঃ প্রৌঢ়নিদৌদ্ধত্যবদ্বিঃ পট্টৈঃ পট্টভির্দ্বিঃ দশদশচতুর্ষবদ্বির্মর্দলৈর্মর্দলিঃ প্রক্ষুটং স্বনিটমূর্জিতমূর্জিতমূর্জিত-
নাঞ্চ দম্ভদম্ভকারৈশ্চমংকারকারিণো যে নানাধ্বনয়ন্তৈরবং ধ্বনিতৈ নানাदिदेशगतजनान् प्रति बाजिते । ততশ্চাধ্বনি
পথি ঘোষজুষাং ব্রজবাসি-জ্ঞীপুরুষসামান্যং ঘোষজুষাং স্বীয়পূরাদি-মুদঙ্গাদি-শব্দযুক্তানাং সমেধমানে সমাগং বর্ধমানে
মেধমানে পরস্পরং সঙ্গমবতি পরমানন্দে সতি । ‘মেধু সঙ্গমে’ শানজন্তঃ । ততশ্চাজিতে শ্রীকৃষ্ণে : প্রথমং কীদৃশে ? দ্বিজ-
বৃষভাণাং দ্বিজশ্রেষ্ঠানাং সভাভিকূড়ীরিতেন মন্ত্রেণ পূতৈঃ সলিলৈঃ পরিপূরিता ये स्फटिकघटसहस्रधारा घटाः स्फटिकानां
घटं घटने शिखविशेषविज्ञासं सहस्रधा सहस्रप्रकारं रास्ति गङ्गास्त धारयन्ति ति ‘सोमपा’-शब्दवदाक रास्ति । তথাভূতে-
র্ঘটৈর্বা সহস্রধারাস্তাভির্ঘটমানেনাভিষেকেন মঙ্গলাং মঙ্গলভূতামঙ্গানাং লাবণ্যাশোভাং দধানে ধারয়তি সতি । তত-
শ্চার্দ্ৰশুকসুশুকসুপ্রবর্ত্তৈর্গোত্রজলাপসরণং জ্ঞেয়ম্, ততো বস্ত্রাদিपरिधानम् । প্রত্যাঙ্গমনীয়ে দোতোস্তরীয়ে ; ‘তৎ স্ত্রাদু-
গমনীয়ং যদ্বোতয়োর্বজ্রয়োবু’গম্’ ইত্যমরঃ । প্রত্যাঙ্গমনীয়েন প্রত্যাংকর্ষজ্ঞেয়েন মণিগুণানানাং মহসা কান্ত্যা মহস্ত
উৎসবস্ত সাক্ষ্যপেণ তুল্যাত্মেন মহং গুঞ্জল্যাং যন্ত তস্মিন্ । ততশ্চ মঙ্গলান্ত্রেব মণয়ন্তেবাং বন্ধো যত্র তথাভূতস্ত মণিবন্ধস্ত
বলয়োপরি পরিচিতেন হরিদ্রাক্তসূত্রেণ নক্কো বন্ধো দুর্বাক্ষরো যত্র তস্মিন্ । ততো গোবোচনয়া বোচনায়তং কাস্ত্যা
বিস্তৃতং যথিষেষকং তিলকং তেন বিশেষতঃ কমনীয়ে । উৎসবরয়স্ত উৎসববেগস্ত উৎসব উৎকৃষ্টঃ সবঃ প্রসব উৎপত্তিস্ত
দদাতীতি তথাভূত আগোদ আনন্দো যন্তান্তয়া কৃতনীরাজনে কৃতনির্মজ্জনে । ততশ্চ সর্জনেন কৃতানি কৌতুকেন
মৌতুকানি উৎসবে দেয়ানি বস্তূনি তৈর্যোগপত্ৰং তুলাকালহং যত্র তস্মিন্ । তদানীং পূর্বপশ্চাদ্ভাবমসহমানাঃ

অতঃপর আত্ম-শুক-সুশুক-শুভ্র বস্ত্রের দ্বারা অঙ্গের জল মুছে নিয়ে পীত বস্ত্র ও নব-দিব্য-পীত-রেশমী-ধোয়া
চাদর পরিয়ে দিবার পর অতি উৎকৃষ্ট মণি-অলঙ্কার পড়িয়ে দিলে তার মহা গুঞ্জল্যে দীপ্ত, অতঃপর
মঙ্গলসূচক মণিখচিত মণিবন্ধ-বলয়োপরি স্থাপিত হরিদ্রাক্ত সূত্রবদ্ধ দুর্বাক্ষরে মণ্ডিত, অতঃপর গোবোচনার
কাস্তিতে অতি বিশিষ্ট তিলকে অতি কমনীয়, অতঃপর লৌকিক নীতিজগণের মধ্যে পরমশ্রেষ্ঠা
উৎসবশ্রোত উচ্ছলিতকারিণী আনন্দস্বরূপিণী দয়াবতী মা যশোদার দ্বারা শিরোপরি কুসুমধাত্রে বর্ষণে
আশীর্বাদিত, অতঃপর বহমান্ত্রসহকারে নিমস্ত্রিতা মঙ্গলগান মুখে আগমনরতা ব্রজপূরপূরজ্ঞীগণ কর্তৃক
নিরাজিত, উৎকণ্ঠায় বিলম্ব অসহমান সব লোকের দ্বারা কৌতুকের সহিত একই সঙ্গে উপহার দানে
সম্মানিত, অতঃপর অনন্ত রসোপকরণে তৈরী মোদক-পায়স-পুয়াদিতে তৃপ্ত, সামান্যতঃ স্নিগ্ধবন্ধুদের

পাচিঠৈর্নানাবিধৈরুপকরণৈরাশয়িতুং সমুচিত-সময়-সমাগমে সতি পুনরপি প্রতিভবনং তাংস্তানা-
নায়য়িতুং প্রেষিতেষু স্ত্রীপুংসপরিকরেষু, সমাগতানাং তেষাং সর্বেষাং মধ্যে যথাক্রমে গোপা
গোপাঙ্গনাশ্চ পরমসুকুমারং কুমারং তমাশীর্ভিরভ্যর্চয়িতুমুৎকণ্ঠ্যমানাঃ কণ্ঠ্যমানায্য মণিহারান্ প্রত্যেকং
পূজয়ামাসুঃ ॥

৬৫ । তদনু শৃঙ্গময়ানামনুপদীনা অদীনাপ্রপদীনাঃ প্রপন্নমালিন্য-প্রতনুতরপ্রাবারবিবরবিবেত্রীয-
মাণতনুকিরণ-কন্দলীকাঃ মুছতা-নব-তানবচলচীনাবগুণ্ঠন-পটাকল-চক্লৈরন্তরুদিত্তর-ভ্রমাণ-স্বভাব-ভাব-
র্পিপ্তনৈরপি তৎকালীনাবহিতয়া নিবিষ্কারকুটিলাবলোচনৈর্লোচনকুবলয়ৈর্বলয়ৈরপ্যমুখরৈঃ খরৈরনুরাগৈ-

সর্ব এব যুগপদেব যৌতুকাহু্যপাজ্জু রিত্যর্থঃ । অনন্তরসানু্যপকরণানি যেযাং তৈর্মোদকাদিভিরাহিতমর্পিতং সৌহিত্যং
তৃপ্তির্ভজ তন্মিন্ । হিত্যে হিতহিতে ; তস্মৈ হিতমিতি যৎ ; যদ্বা, হিতাহে ; দণ্ডাদিত্যাং যঃ । সকলানাং জ্ঞানাং
সামান্যতঃ স্পিগ্ধবন্ধুনাং তথা জ্ঞানাং বিশেষতো ব্রজেশ্বর্যাঃ সখীনাং প্রেমাস্পদে ; “জগ্ধাঃ স্পিগ্ধা, বরশ্চ য়ে” ইত্যমরঃ ;
“জগ্ধা মাতৃবয়স্তা স্তাং” ইতি ধরণিঃ । পুনরপি তাস্মূল-প্রাশনানন্তরং নীরাজিতে তাভিরেব কৃতারাত্রিকে অজিতে
শ্রীকৃষ্ণে ইতি বিশেষ্যপদম্ । রূঢ়ং প্রাহুভূতম্, ইদং দীপ্তং মহো যশ্চ তন্মিন্ । মহশ্চ উৎসবশ্চ সিদ্ধিনিমিত্তে মিত্তরলতয়া
স্নেহতারল্যেন সিক্তো বন্ধুবর্গাণাং নিমন্ত্রণব্যবহারস্তেন । মিদৃতি ‘ক্রিমিদা স্নেহেন’ ইত্যশ্চ ভাবে কিপা রূপম্ ।
তাংস্তান্ পূরজীজনাদীন্ দ্বিজবৃষভাদীংশ্চ প্রেষিতেষু স্ত্রীপুংসপরিকরেষু ব্রজেশ্বর্যা স্ত্রীপরিকরেষু ব্রজরাজেন তু
পুংপরিকরেষু যথাক্রমে পূর্ববজ্জ্যেয়ম্ । কণ্ঠ্যমানায্য কুমারশ্চৈব কণ্ঠ্যং প্রাপ্য কণ্ঠে সমর্প্যত্যাং ॥

৬৫ । শৃঙ্গময়ানাং গণোদ্দেশদীপিকোক্ত-জটীলা ভারুণ্ডদীনাম্, অনুপদীনা অনুপদং প্রবিশন্ত্যঃ ; (পা০ ৫।২।৯)
“অনুপদ-সর্বান্নায়ানয়ং বন্ধা-ভক্ষয়তি-নেহেযু” ইত্যত্র বদেত্যশ্চ পারভ্রাময়-প্রবেশবদ্বাচিৎসং শব্দভাষ্যঃ । অদীনমতিবহ-
ম্ভ্যাম্, আপ্রপদীনং পাদাপ্রপদ্যব্যাপি অন্তরায়বস্ত্রং যাসাং তাঃ । আপ্রপদং ব্যাঘ্রোতীতি থঃ । প্রপন্নং মালিন্যং পূ-

হিতকারক, তথা ব্রজেশ্বরীর সখীদের প্রেমাস্পদ, পুনরায় নিরাজিত, আবিভূত তেজে দীপ্ত শ্রীকৃষ্ণ
দিব্যাসনে আরোহণ করলেন । তখন উৎসব সিদ্ধির নিমিত্ত পাকাবন্ধুদের নিমন্ত্রণের রীতিতে
ব্রজরাজমহিষীর দ্বারা স্নেহতারলতার সহিত নিমন্ত্রিত ব্রজপূরস্ত্রীগণকে, বধূজনকে, ও কুমারিকাজনকে,
তথা ব্রজরাজের নিমন্ত্রিত দ্বিজশ্রেষ্ঠ-সন্নন্দ-উপনন্দ প্রভৃতি সকল গোপগণকে সমুচিত সময় উপস্থিত
হলে সাহায্যকারিণী সন্নন্দাদির বধূগণ ও সকলগুণমুকুটমণি রোহিনীদেবী-পাচিত নানাবিধ উপকরণে
ভোজন করাবার জন্ত ডেকে আনতে প্রতি ভবনে পুনরায় স্ত্রীপুরুষ পরিকরদের পাঠালেন নন্দরাগী ।
অতঃপর সমাগত গোপ-গোপাঙ্গনার মধ্যে প্রত্যেকে যথাক্রমে পরমসুকুমার সেই কুমারকে আশীর্বাদের
দ্বারা অর্চনা করবার জন্ত উৎকণ্ঠমান হয়ে একে একে প্রত্যেকে তাঁর কণ্ঠে মণিহার পরিয়ে দিয়ে অর্চনা
করলেন ।

৬৫ । শৃঙ্গময়দের পিছু পিছু অতিবহুমূল্যবান পাদমূলপর্যন্ত বিস্তৃত অধোবসনে সজ্জিতা হয়ে
আগতা, পূর্বরাগবিবরে মলিনা, অতিসূক্ষ্ম উত্তরীয়বস্ত্রের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম রক্তজালে নিজেকে স্পষ্টভাবে
প্রকাশকারী দেহের কান্তিমালায় দীপ্তা কোনও অনির্বচনীয় নবানুরাগিণীগণ তীব্রানুরাগে নরম-নব-

স্তাঃ কাশ্চন নবানুরাগিণ্যো দৈবোপপন্ন-সম্পন্ন-সংস্তব-স্তবকিত-সৌভাগ্যভাজনতয়া জনতয়া তর্ক্যমাণয়া পরমমহানিধিবল্লভমানবল্লভমাননয়া দায়দায়মদদত ॥

৬৬। এবং মাতৃগামনুপদীনাঃ স্বভাবপতিভাব-ভাবনা-সুরভিমনসো মনসো মহোৎসবমিব তং দিনং দিনং প্রেক্ষমাণা অপি তত্র মহোৎসবে সবিশেষ-সৌন্দর্য্যদর্শ্যাবগাহনেন তদেব প্রথমমিব দৃশ্যমানং দৃশ্যমানন্দিতানিখিলজনপতিভাবকর্পূরপূরভাবিতৈর্মনঃসুমনঃসুসম্ভারৈঃ স্বয়ং বত্রিঃ ইব কন্যা ধন্যাদিকাঃ ॥

রাগলক্ষণবিরহজনিতং যন্তান্তথাভূতা প্রত্নতরন্ত ঐকুঠৈস্কৃতরন্ত প্রাবারন্তে স্তরীয়বজ্রন্ত বিবরেভাঃ সূক্ষরজ্জ্যোহপি বিবেক্রীয়মাণা অতিশয়েন বিরতিমতী স্বপ্রকাশকারিণী তনোর্দেহন্ত কিরণকন্দলী কান্তিশ্রেণী যাসাং তাঃ; “দৌ প্রাবারো-স্তরাসর্জো” ইত্যমরঃ। তাঃ কাশ্চন নবানুরাগিণ্যো দায়দায়ং দায়ন্ত দানম্, অদদত দন্তবত্যঃ। “যৌতুকাদিষু যদ্যেয়ং স দায়ঃ” ইত্যমরঃ। দায়মদদতেতি ‘দানং দত্তলবাম্’, ‘বচনমুবাচ’, ‘সত্যবাদী সত্যং বদতি’ ইত্যাদিবং পৌনঃপুন্যমবিরুদ্ধম্। কেন প্রকারেণ? মুদুতানবেত্যাди বিশেষণবিশিষ্টলোচনকুবল্যৈঃ পরমমহানিধিবল্লভমানবল্লভা যা মাননা সম্মাননা তয়া; পরমমহানিধিরূপো যো বল্লভঃ কৃষ্ণস্তস্য মানবতী আদরযুক্তা লভো লাভো যন্তা যয়া বা, তথাভূতা চাসৌ মাননা চেতি তয়া; লভেতি ‘ডুলভম্ প্রাপ্তৌ’ ইত্যন্ত শিষ্টাদঙ্। কীদৃশ্যা? জনতয়া তত্রভাজনসমূহেন অতর্ক্যমাণয়া অলক্ষ্য মাণয়েত্যর্থঃ। লোচনকুবল্যৈঃ কীদৃশৈঃ? মুদুতয়া কোমলতয়া নবেন তানবেন নির্মাণবৈবরলাক্লিতয়া শ্লক্ষতয়া চ চলং স্বভাবাদেব চঞ্চলং যচ্চীনন্ত সূক্ষসূক্তে অবগুণ্ঠনপটন্তাঞ্চলং তস্মাচ্চঞ্চলৈস্ততো নিঃসৃত্য চলদ্বিরবেত্যর্থঃ। অন্তঃ অন্তঃ-করণে, উদিস্বর উদয়শীলঃ, স্বরমাণস্ত্বরায়ুস্তঃ স্বভাবো যন্ত তথাভূতো যো ভাবচ্চাপলাখ্যাসঞ্চারী তন্ত সূচকৈরপি তং কালীনয়া তৎকালজনিতয়া অবহিৎয়া লজ্জাহেতুক-তাদৃশভাবগোপনেন হেতুনা নির্বিকারমেব কুটিলং তিরশ্চীনমবলো-চনমবলোকৌ যেযু তৈঃ। অমুখর্নৈর্নৈশৈকঃ, বলয়ানামমোখর্থং সঙ্কোচপ্রশ্রয়াভ্যাং সৌশীল্যবাঞ্ছকম্। হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা দায়প্রদানসময়ে তেযাং তৎপ্রসক্তিঃ স্তাদিত্তি নিষেধঃ। খর্বৈর্স্তু ক্লেবতিগাঢ়চিত্তার্থঃ। কয়া যোগ্যতয়া তাদৃশসম্মাননেত্যা পেক্ষায়ামাহ—দৈবেন শুভাদৃষ্টেনৈব উপপন্নো যঃ সম্পন্নসংস্তবঃ সম্পূর্ণপরিচয়ন্তেন স্তবকিতং তাদৃশপুষ্পফলাপংকোরকিতং স্বং সৌভাগ্যং তন্ত ভাজনতয়া পাত্রতয়া ॥

৬৬। তং শ্রীকৃষ্ণং দিনং দিনং ব্যাপ্য প্রতিদিনং পেক্ষমাণা ইত্যর্থঃ। (ভাঃ ১০।২২।১) “হেমন্তে প্রথমে মাসি

সূক্ষ্ম বলে চঞ্চল অবগুণ্ঠন-বস্ত্রাঞ্চলের ভিতর থেকে নিষ্ক্ষেপিত, অন্তরঙ্গের উদয়শীল চাপলাখ্য সঞ্চারি-ভাবের সূচক হয়েও তৎকালজনিত অবহিৎয়া নির্বিকার রূপে প্রকাশিত কটাক্ষযুক্ত নয়নকমলদ্বারে পরমমহানিধিস্বরূপ বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে আদর-মাখান সম্মান উপঢৌকন দিলেন—শুভাদৃষ্টবশে আগত সম্পন্নপরিচয়ের দ্বারা স্তবকিত সৌভাগ্যপাত্রে ধরে, তদ্রূপ জনগণের অলক্ষ্যভাবে, হাতের বলয়ের নিঃশব্দতার মাঝে।

৬৬। একপে মায়েদের পিছু পিছু আগত ধন্যাদি কন্যাগণ স্বভাবপতিভাব-ভাবনায় সুরভিত তাঁদের মনের মনোমহোৎসবের মতো, প্রতিদিন দেখলেও নন্দালয়ে মহোৎসবে সবিশেষ সৌন্দর্য্যকন্দরায় অবগাহনে তখনই প্রথমে মতো দৃশ্যমান, নিখিলজনের আনন্দদায়ী পরমসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবরূপ কর্পূরবাসিত মনপুষ্পসম্ভারের দ্বারা স্বয়ং যেন বরণ করলেন।

৬৭। এবং চ সতি সমসমবধানসঙ্কোপিত-সকলাকারবিকারবিশেষতয়া বিশেষণালক্ষ্যমাণাসুক্ষ্য-মাণাসুস্তমেন মন্দাক্ষেণ সকলাশ্বেব নবগোকুংকুলললনাসু চিরোপসন্তিস্তির্মিতহৃদয়তয়াহংসতয়া ব্রজ-রাজকুমারসমীপতোহপতোদমুৎপত্য চরণকমলোপরি পরিপততি পততি তস্মিন্নেব সসম্ভ্রমং তদীয়হে-নাহংসীয়মানবহুমানবহুলমপসর্পত্যং বার্ষভানব্যাং নব্যাং পঙ্কজস্রজমিব সৈবেয়মিতি বিভাব্য দৃষ্টিমদৃষ্টি-মধুরাং মধুমথনোহথ তৌদয়াঞ্চক্রে দয়াঞ্চক্রে চ মনোবন্ত্য। ॥

নন্দব্রজকুমারিকাঃ” ইত্যত্র কচাগগন্ত তন্মূল-নগরোৎপন্নহাং মূলত এব কৃষ্ণেন সহ পরিচর্যোহস্তুতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং ব্যাখ্যানাং। সৌন্দর্যদরী সৌন্দর্যকন্দরা তস্তা অবগাহনেন লোচনদ্বারা মনসৈবৈতি ভাবঃ। দৃশ্যং দৃগ্ভ্যাং হিতং দৃশ্য-মানং প্রত্যক্ষীক্রিয়মাণম্, পতিভাবেন বর্পূরপূরণেণ ভাবিতৈর্দ্যামিতৈর্গন্যংস্তেব স্তমনাংসি পুষ্পাণি, তাহেব শোভনাঃ সন্তার্যন্তেঃ ॥

৬৭। অথাত্ত সাময়িকং শ্রীকৃষ্ণকাজিকৃত-সুখসাধকতাবৈদক্ষীং শুকস্তাহ—এবং সত্যতি। সকলাশ্বেব গোকুলকুল-বধূষু মধ্যে বার্ষভানব্যাং রাধায়াং মধুমথনো নব্যাং পঙ্কজস্রজমিব দৃষ্টিং নোদয়াঞ্চক্রে ইত্যম্বয়ঃ। সকলাস্ত তাসু কীদৃশীষু? সমং তুল্যমেব যং সমাগবধানং যথা দ্রষ্টুঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত তদদর্শনার্থমবধানম্, তথৈব দৃশ্যানাং তাসাং তদদৃষ্টিবরণার্থং যদবধানমিত্যর্থঃ; তেন সমাগু গোপিতঃ সকল আকারো বিকারবিশেষশ্চ রোমাঞ্চাদির্ঘাভিস্তাসাং ভাবস্তত্তা তয়া হেতুনা বিশেষণালক্ষ্যমাণাসু পরিচেষ্টুশ্চাস্তিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—উক্তমেন মন্দাক্ষেণ লজ্জয়া উক্ষ্যমাণাসু আর্দ্রীক্রিয়মাণাসু; ‘উক্ষ সেচেনে’ ধাতুঃ; “মন্দাক্ষং ক্রীত্বপা” ইত্যম্বয়ঃ। বার্ষভানব্যাং কীদৃশীষু? তস্মিন্নেব প্রসিদ্ধ এব পততি শুকে পক্ষিণি; “পতং-পতরথা গুজাঃ” ইত্যম্বয়ঃ; অপশোদং গতব্যর্থং যথা স্তান্তথা, উৎপত্য উড্ডীয় চরণকমলোপরি পততি সতি তদীয়হেন কৃষ্ণসম্বন্ধিতাপ্রাপ্তভেন হেতুনা আধীয়মানাং তত্রার্যমাণাং বহুমানাং প্রচুরসম্মানাং হেতোর্বহলং যথা স্তান্তথা সসম্ভ্রমমপসর্পতাম্। তস্মা শুকস্ত তস্তা এব চরণকমলপতনে কো হেতুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—চিরোপসন্তিস্চির-কালং তন্নিবাসস্তত এব হেতোঃ সৎ শোভনং হিমিতং প্রেমার্দ্ৰং চ হৃদয়ং যন্ত তন্তয়া। আয়তয়া বিস্তৃতয়া, ন তু

৬৭। (প্রত্যপার এখানে শুকের সাময়িক কৃষ্ণকাজিকৃত সুখসাধকতাবৈদক্ষী বলা হচ্ছে—)

গোপীর প্রতি দৃষ্টি দানে কৃষ্ণের যেরূপ অবধান সেইরূপ অবধান হল লজ্জায় আর্দ্রীভূতা গোপীগণের ঐ দৃষ্টি বারণে, এতে তাঁদের রোমাঞ্চাদি সকল আকার-বিকারবিশেষ সঙ্কোপিত হওয়াতে সকল কুলবধু-গণের মধ্যে কে কোন্টি বুঝা যাচ্ছিল না। তখন প্রসিদ্ধ সেই শুক ব্রজরাজকুমারের নিকট থেকে গতব্যর্থ ভাবে উড়ে গিয়ে দীর্ঘকাল নিকটে বাসহেতু ঝাঁর প্রতি চিত্তে শোভন প্রেমাদ্র আদরের ভাব বর্তমান সেই চরণকমলোপরি উড়ে গিয়ে পড়ল, আর পড়তেই কৃষ্ণসম্বন্ধ প্রাপ্ত হেতু ঐ শুকের প্রতি প্রচুর সম্মানের উদ্রেকে বহু সম্ভ্রমের সহিত একটু পিছে সরে গেলেন ঐ গোপী—এই ইজিতে চিনতে পেরে ঐ পশ্চাৎ অপসরণরতা বার্ষভানবী রাধাতে মধুমথন নবীন কমলমালার মতো দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন—‘বনগমনকালে চন্দ্রশালিকাতলে ঝাঁকে দেখেছিলাম শুকস্বামিনী সেই এই রাধা’ এই ভেবে। অতঃপর অলক্ষ্যে কৃষ্ণের এই গোপনদৃষ্টি রাধার পক্ষে অতি মধুর হল। আর শ্রীরাধার পূর্বরাগবিরহজনিত অঙ্গকুশতাদর্শনে কৃষ্ণের মনে যে দয়ার ভাব সেটি ঐ কটাক্ষেই প্রকাশিত হল।

৬৮ । অথ নিখিলসৌভাগ্যশোভাৰ্থা ভাৰ্য্যা ব্রজপুরপুরন্দরস্ত দরশনন্দমান-হসিতমাক্ষীকা সাক্ষী
কাসারজমুখীস্তাঃ সকলাঃ স্মৃতসমীপতঃ স্বয়মানীয় যথাযথমুপপাদিতেষু ভোজনস্থলেষু নিবেশয়ামাস ॥

৬৯ । তস্মিন্বেব সময়ে নিরুপমগন্ধমাল্যাদিভিনৈচিকীনিচয়মভ্যৰ্চ্য মণিপ্রঘণে প্রঘণে সৰ্বতোভদ্রা-
সৰ্বতোভদ্রাসনে নিবেশু ধাবিতচরণান্ কনকময়পাত্রপাত্রসাংকরণযোগ্যানতএব তথাবিধপান-ভোজনা-
চমনাদি-ভাজনৈবিরচিতোপচারান্ দ্বিজবৃষভানর্যাদিনাভ্যৰ্চ্য সন্নন্দোপনন্দ-ভাৰ্য্যাভ্যাং ভাৰ্য্যাভ্যাং রোহিণ্যা
চ পরিবেশিতাশ্লগ্নপানাদীশ্লশয়িত্বা অগংগ-তাম্বুল-বাসোহলঙ্কারাদিনা চোপচৰ্য্যা জননয়নতাপসস্বৰ্ঘ্যেন
সস্বৰ্ঘ্যেন সহ সৰ্বানুব দশমিনঃ শমিনস্তরুণানপি শিশুনপি বল্লবানগ্রেকুতা রোহিণ্যা পরিবেশিতমগ্নমশিতুং
ব্রজরাজো যদা প্রববুতে, তদেব প্রস্মরমরকতভবনমধ্যমধ্যস্থাপিতেষু সবসনেষাসনেষারোপ্যমাণানাম-
সামান্যানাং মাত্ৰানাং পার্শ্বদ্বয়োতা মুখ্যাক্রমেণ সমুপবেশিতানাং বধূনাং কুমারিকানাং চ প্রত্যেকং

সাত্ত্বান্নৈতৰ্থঃ । তেন মহাধীরস্থাপি তস্ত তস্ত ধৃতিলোপো মাসমঞ্জস ইতি ভাবঃ । ততশ্চ সৈব বলভীতলে দৃষ্টচরী
শুকস্বামিনী প্রসিদ্ধা রাধেয়গিতি বিভাব্য দৃষ্টিং নেত্রং প্রেরয়ামাস । কীদৃশীম্ ? অদৃষ্ট্যা দর্শনেন যথুরাম্ । সামুখ্যাভাবা-
দর্শনমেব তৎ স্বজ্ঞানাদীন প্রতি ব্যজ্য নিভৃতং নীতেনেত্রং স্বকর্তৃকদর্শনমাধুৰ্য্যং তু তাং জ্ঞাপয়ামাসেবেতৰ্থঃ । দরাক্র
ইতি তদঙ্গানাং পূর্বরাজজনিতকার্ষ্যগুহুসন্ধানেন ॥

৬৮ । সৌভাগ্যশোভয়া আৰ্থা মুখ্যা । দর ঈষৎ স্তন্দমানং হসিতমেব মাক্ষীকং যস্তাং সা । তাভির্দেষ্টিতস্ত পুত্রস্ত
বিদ্যাম্ণলমধ্যবতিনো মেঘশ্বেব শোভামালক্ষ্য মৎপুত্রবধু এব এতা ভবিতুমত্মরূপা ইতি নিরুপাধিনৈবাকস্মাহুগতেন ভাস্ত
বধুভাবেন সা মন্দঃ জহাসেতি ভাবঃ । কাসারজং কমলম্ ॥

৬৯ । মণিভিঃ প্রঘণে প্রকটনবিভে, প্রঘণে অলিন্দে । সৰ্বতোভদ্রায়া গন্তাৰ্থাঃ সৰ্বতো মঙ্গলং যদাসনং তত্র ;
“গন্তারী সৰ্বতোভদ্রা” ইত্যমরঃ । ভা কান্তিস্তয়া আৰ্থাভ্যাম্ । আশয়িত্বা ভোজয়িত্বা ; দশমিনো ব্রহ্মান্, অতএব শমিনঃ

৬৮ । অতঃপর নিখিল সৌভাগ্যশোভায় সৰ্বশ্রেষ্ঠা ব্রজপুরপুরন্দর ভাৰ্য্যা সাক্ষী যশোদা ঈষৎ
হাসিতে মধু বরিয়ে কমলমুখী রাধাদি গোপী সকলকে পুত্রের নিকট থেকে নিজে নিয়ে এসে যথাযথ
সজ্জিত ভোজনস্থলে সযত্নে বসিয়ে দিলেন ।

৬৯ । ব্রজরাজ সেই সময় নিরুপম গন্ধমাল্যাদিদ্বারা উত্তমগাভীসমূহকে অর্চনা করবার পর অতি
জমাট মণিবারান্দায় গম্ভীর বৃক্ষের কাণ্ঠে তৈরী সর্বমঙ্গলময় আসনে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে পা ধুইয়ে বসিয়ে
দিলেন, তাঁরা কনকময় পাত্র দানপ্রাপ্তির যোগ্যপাত্র বলে তথাবিধ পান-ভোজন-আচমনাদি
পাত্র দানে তাঁদের সম্মান করলেন, অতঃপর পাত্র অর্ঘ্যাদির দ্বারা অর্চনা করবার পর কান্তিতে
শ্রেষ্ঠা সন্নন্দোপনন্দাদির ভাৰ্যাদি ও রোহিনীদেবী দ্বারা পরিবেশিত অগ্নপানাদি ভোজন করিয়ে অগ্ন-
গন্ধ-তাম্বুল-বাস-অলঙ্কারাদি দ্বারা পরিচর্যা করলেন । অতঃপর নয়নতাপ জুড়ানো সস্বৰ্ঘ্যের সহিত
সকল শাস্তিময় বৃদ্ধ-তরুণ-শিশু গোপগণকে অগ্রে করে ব্রজরাজ যদি রোহিনী-পরিবেশিত ভোজ্য
ভোজনে প্রবৃত্ত হলেন তখন অতি চিকন মরকতমণিগৃহমধ্যে পরিপাটি করে পাত্র বসনাবৃত আসনে
বসানোর যোগ্য অসামান্য মাত্ৰা বধু ও কুমারিকাগণকে ছ-পার্শ্বথেকে শ্রীরাধাদি মুখ্যাক্রমে আদর

স্বয়মেব পরিবেষণাচারন্তী চরন্তীব স্মৃৎসমুদ্রে সমুদ্রেরীয়মাণশ্বিতস্মৃৎস্বাধকণম্ ‘অয়ি । ন ত্রপাত্র পালনীয়া’ ইতি প্রতিজনমাত্তাষমাণা যথাযোষমাশয়িত্বা প্রত্যেকমমলতর-বসনমণিময়ালঙ্কারমালাভুলেপন-সিন্দূর-তাম্বুলাদিভির্যথাযথং সম্পূজ্য পূজ্যচরণাসৌ ভগবতী সৌভগবতীনাং মূৰ্দ্ধন্তা ধন্তা শ্রীকৃষ্ণজননী জননীত্যা তাঃ সমস্তাঃ প্রত্যেকমালিন্দ্র্য ভবনং প্রেষয়ামাস ॥

৭০ । অনন্তরমবশিষ্টমতিমোদনমাপামরমখিলনগরবাসিন্যো নিরলসলসমুখমেব বিভজ্য দস্তা নটনর্তকীবাণত্পূরকচারণমাগধাদিত্যো ব্রজরাজেন পৃথক্ পরিতোষিতেভ্যোহপি স্বয়মপি পৃথগমীষাং মতিসঙ্কলকল্পনং দত্তবতীতি যদি বিশ্বাস্তা মহোৎসবস্তদা নিত্যমেবমব চেস্তবতি, তদৈব নিবৃতিরিতি মনসি বিভাব্য ক্ৰণং তত্পরমপারমহুঃখানুভবমাসাদ সা দয়ালুঃ ॥

৭১ । অথ পরেত্তবি কুব্ধং ধেনুনা মবনং বনং গতৌ ব্রজরাজকুমারঃ কুমারয়ন্ সহ সহচরৈঃ কুসুম-কন্দুকখেলামাততান । তত্র সহচর-করাবচিত-কুসুমনিকর-নির্মিতৈরমিতৈরতিরিক্চির-চিরবিলাসরসোপ-

শাস্তিমতঃ ; “বর্ষীয়ান্ দশমী জ্যায়ান্” ইত্যমরঃ । সমুৎ সানন্দং রেরীয়মাণোহতিশয়েন শ্রবন্ স্মিতস্মৃৎস্বাঃ কণো যত্র তথাভূতং যথা স্মৃৎস্বাঃ ; অয়ি পুত্রাঃ ! অত্র ত্রপা লঙ্কা ন পালনীয়া, স্বচ্ছন্দং ভূজ্যতামিত্যর্থঃ । যথাযোষং শ্রীতাম্বুসারেণ, আশয়িত্বা ভোজয়িত্বা, ভগবতী শ্রীমতী ॥

৭০ । অতিমোদনমতিস্মৃৎস্বাদায়িনম্, ওদনম্ অন্নম্, চারণা নাটকাত্তভিনয়কারিণঃ ; মাগধা বংশশংসকাঃ ; দয়ালু-রিত্তি সকলজনসম্পূর্ণতৃপ্ত্যাকাঙ্ক্ষা । ‘ধত্বোহসি ভদ্রপদমাসসমস্তকালো ভদ্রং পদে তব যদন্ত ময়ানুভূতম্ । স্বাং যো ন যোজয়তি হা প্রতিমাসমেব দিক্ তং বিধাতরমিতি প্রজগাদ রাধা ॥’

করে বসিয়ে প্রত্যেককে নিজ হাতে পরিবেশন করতে করতে স্মৃৎসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে মূৰ্ছাসিস্মৃৎস্বা-বিন্দুর অজস্রপাতের সহিত মা যশোদা বললেন—‘ওহে তোমরা লঙ্কা কর না, স্বচ্ছন্দে আহার কর’ এ-ভাবে প্রত্যেককে বলে বলে শ্রীতিপূর্বক ভোজন করিয়ে প্রত্যেককে অতি সুন্দর বস্ত্র-মণিময় অলঙ্কার-মালা-অভুলেপন-সিন্দূর-তাম্বুলাদির দ্বারা যথাযথ সংকার করে লৌকিকরীতি অনুসারে তাঁদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করে ষাঁর ষাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন পূজ্যচরণ-ভগবতী-সৌভাগ্যবতীশিরোমণি ধন্তা শ্রীকৃষ্ণ-জননী ।

৭০ । অনন্তর অবশিষ্ট অতিস্মৃৎস্বাদায়ী ভোজ্য অপামর অখিল নগরবাসিগণকে নিরলস হাসিমুখে বিভাগ করে দিয়ে তৎপর ব্রজরাজ যাঁদের পৃথক্ভাবে দানে প্রসন্ন করে দিয়েছিলেন সেই নট-নর্তকী-বাণবাদক-চারণ-মাগধাদিকে যশোদা নিজ হাতে আবার পৃথক্ভাবে আশাতিরিক্ত দিয়ে দিলেন । এ-ভাবে মহোৎসব যদি সমাপ্ত হয়ে গেল তখন মা যশোদা ভাবলেন একরূপ উৎসব যদি নিত্য হত তবেই-না মনের আশা মিটত । এই ভাবের উদয়ে এর উপরমহেতু ক্রণকাল পরমহুঃখের অনুভব প্রাপ্ত হলেন তিনি—যেহেতু সকলজনের সম্পূর্ণ তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় দয়ায় উচ্ছলিত তাঁর হৃদয় ।

কন্দুকখেলা ॥

৭১ । অতঃপর পরদিন ধেনু চরাতে চরাতে বনে প্রবিষ্ট ব্রজরাজকুমার সহচরগণের সহিত

যোগিভিরিন্দুপললপিণ্ডেবিব কুন্দকন্দুকৈরিতরেতর-তরলতাপন্নসম্পন্নসংহননসংহননকৌতুকেন কেনচি-
দতিসম্মোদমোদমানঃ, কদাচিদুর্ধ্বোদ্ধুননেন দ্যুরমণীরমণীয়ভাবভাবনামিব জনয়ন্, কদাচন তির্থ্যগসেনেন
দিগ্‌বধুবৃন্দস্ত কর্ণপূরচনাগিব বিদধানোহুচরৈঃ সহ ধাবমানো মানোন্নতমনা মনাগপি ন বিশ্রাম ॥

৭২ । কদাচিচ্—

ধাবন্ কুণিতকোণেশোণনয়নং ঘর্মদ্যুতেঃ শঙ্কয়া
হেলাখেলনকৌতুকী বিজয়তে লোলালকৈর্ধালকৈঃ ।
উর্দ্ধোদ্ধুনিতকন্দুকগ্রহবশাদুদন্তু মর্দ্বস্থল-
চ্চাক্ষীষনিবেশিতোত্তরকরণ প্রোন্নীতপাণ্যহরম্ ॥

৭৩ । এবং গৃহীত্বা কন্দুকং তুরবগাহচরিতে, তস্মিংশ্চিরং বিলস্ত্য শ্রমজল-কণভরভরিততয়া মুক্তাভিঃ

৭১ । পরেতবি পরদিবসে; পরেতব্যাপ্তপূর্বেদ্যারিত্যাদি নিশাতনায়ং সিদ্ধম্ । কুমারয়ন্ ক্রীড়য়ন্ । ইন্দুপললপিণ্ড-
শ্চন্দ্রস্ত মাংসপিণ্ডেবিব কুন্দকুসুমকন্দুকৈঃ । ইতরেতরং পরস্পরং তরলতাপন্নং তারল্যপ্রাপ্তে, সম্পন্নে শোভাসম্পত্তিযুক্তে,
সংহননে শরীরে, যৎ সম্যক্ হননং ক্ষেপণাঘাতস্তেন কৌতুকেন; “সংহননং শরীরং বস্ম বিগ্রহঃ” ইত্যমরঃ । দ্যুরমণীন্যং
স্বর্গাঙ্গনান্যং রমণীয়ভাবস্ত্য ভাবনাম্ । অস্মাভিঃ সহ বিজিহীষুঁরেবাস্মান্ প্রতি কন্দুকং ক্ষিপন্তীত্যেবংলক্ষণাম্ । তির্থ্যগ-
সেনেন তির্থ্যাক্ষেপণেন । “অস্ত্র ক্ষেপণে” ল্যডস্ত্যঃ । মানঃ ক্রীড়াচাতুৰ্যম্, “মত্ত জ্ঞানে” ইত্যস্ত ঘঞন্তুয়াং ঘঞ্, ক্রীড়া
গর্বো বা তেনোরতং মনো যন্ত্য সং ॥

৭২ । উর্দ্ধমুৎকর্ষণে ধুনিভং চালিতং কন্দুকং তস্য গ্রহণবশাদুদন্তুং যথা শ্রান্তথা, অর্দ্ধস্থলতি চাক্ষণি উষ্ণীষে
নিবেশিত উত্তরকরো বামপাণিযত্র তদ্যথা শ্রান্তথা । প্রকর্ষণেণোন্নীতমুচ্চতয়া স্থাপিতমুৎক্ষেপণবশাৎ পাণ্যহরং দক্ষিণ-
পাণিযত্র তদ্যথা শ্রান্তথা । ঘর্মদ্যুতেঃ সূর্যশ্চ কিরণনিপাতশঙ্কয়া কুণিতো সঙ্কুচি তীকৃতো কোণো যয়োস্তথাভূতে শোণে
নয়নে যত্র তদ্যথা শ্রান্তথা, হেলাখেলনকৌতুকী ধাবন্ সন্ বিজয়তে ॥

খেলতে খেলতে কুসুমকন্দুকখেলায় মেতে উঠলেন । এ-খেলায় সহচরকরচয়িত কুসুমচয়ে নির্মিত
অতুলনীয় অতি মনোহর সদাখেলারসের উপযোগী চন্দ্রমাংসপিণ্ডের মতো দেখতে কুন্দপুষ্পের কন্দুক
পরস্পর পম্পরের চঞ্চল সুন্দর অঙ্গে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন অব্যর্থ সন্ধান, আর সেই কোনও অনির্বচনীয়
আঘাতকৌতুকে পরমানন্দ-হিল্লোলে ভাসতে লাগলেন তাঁরা । কদাচিৎ উর্দ্ধে হস্তচালনে যেন স্বর্গ-
রমণীদের চিন্তে রমণীয় ভাবের ভাবনা জন্মাতে জন্মাতে আবার কখনও তেরছাভাবে ছুঁড়নে যেন
দিগ্‌বধুগণের কর্ণভূষণ রচনা করতে করতে অমুচরগণের সহিত ধাবিত হতে হতে ক্রীড়াচাতুর্থে উচ্ছলিত
ব্রজরাজকুমার একটুও বিশ্রামের অবকাশ পেলেন না ।

৭২ । আবার কখনও, অব্যর্থ সন্ধানে চালিত কন্দুক ধরবার জন্য মুখ উর্ধ্বমুখী করাতে অর্দ্ধস্থলিত
চাক্ষু উষ্ণীষে স্থাপিত বামকর, উঁচু করে কন্দুক ক্ষেপণের জন্য সুচারুতায় উন্নীত দক্ষিণকর, আর সূর্যকিরণ-
নিপাতভয়ে সঙ্কুচিতকৃত আরক্ত নয়নকোণ—এ-মধুর ভঙ্গীতে হেলাখেলাকৌতুকী গোপাল চঞ্চল চূর্ণকুন্তলে
শোভিত বালকগণের সহিত ধাবিত হতে হতে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজিত হলেন ।

খচিতং শরদমলপূর্ণপুধাকরবিশ্বমিব বদনমণ্ডলং দধানে, বিশ্রমণায় কশ্চচন তরুতরুণস্ত মূলমালম্বমানে
লম্বমানেন লতাপল্লবেন কেনাপি বীজ্যমানে, কেনাপি নিজসিচয়াকুলেন কল্লিতং তল্লমধিশয়ানে, কেনাপি
সম্বাহিতচরণে সতি ক্ষণমমুচরাঃ সর্ব এব তং পরিচেরুঃ ॥

৭৪। ইত্যখিলাস্মিনা শ্রীকৃষ্ণেন সহ পরমদয়িতা মদয়িতারঃ সকলরসবন্তোহবন্তো নৈচিকীনিচয়ং
দিনানি কিয়ন্তি গময়াংবভূবুরমী স্মৃকৃতিনঃ কৃতিনঃ সর্বে ॥

৭৫। পরেত্ববি ছবি চরৎসু বৃন্দারকনিকরেষু পশ্যৎসু শৃৎসু চ নয়নতাপং জাতকুতুহলা হল্যমুখা-
মুজেন সাগ্রজেন সাগ্রপ্রমোদেন সহ সহচরাঃ পূর্বপূর্বদিনবৎ চারয়ন্তো রয়ং তোষন্ত গতবদগবাং নিকুরম্বকং
শ্রীকৃষ্ণেন তেনৈব বৃন্দাবনতরুলতাখগমুগমধুব্রতব্রাতসৌভাগ্যং স্ননিষ্ঠমপি পূর্বজং ব্যপদিশু দিশ্যমানং
শৃণ্বন্তো বিহরন্তুচ হরন্তুচ নয়নবতাং নয়নসন্তাপং গগনমধ্যমধ্যবস্থিতে মমুখমালিনি রুচিরুচিরবনবিহার-
জাতশ্রমো শ্রমজলকণকমনীয়কপোলমণ্ডলো সহোদরাবদরাবরুদ্ধালম্বলম্বমানো পূর্ববদতিঘনপ্রচ্ছায়তরু-

৭৩। তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে ॥

৭৪। অখিলানামায়না প্রেমাস্পদদাদাত্তভূতেন মদয়িতারঃ, ‘মদী হর্ষে’ ইত্যস্মাৎ প্যাস্তাৎ; কৃষ্ণং হর্ষয়ন্ত ইত্যর্থঃ।
সকলরসবন্ত ইতি বলভদ্র-মণ্ডলীভদ্রাদীনাং সখ্য-বাৎসল্যদাস্তানি রসঃ, স্নবলোজ্জলাদীনাং সখ্যশৃঙ্গারোচিতদাস্তরসৌ,
শ্রীদামাদীনাং কেবলং সখ্যরসঃ, রক্তকাদীনাস্তু কেবলং দাস্তমিতি ॥

৭৫। ছবি আকাশে বৃন্দারকনিকরেষু দেবসমুদেয়ু শৃৎসু দূরীকুর্ৎসু, ‘শো তনুকরণে’ শব্দন্তঃ। অগ্রেণ সহ
বর্তমানঃ সাগ্রঃ সমগ্রঃ সম্পূর্ণঃ প্রমোদো যন্ত তেন। বৃন্দাবনতরুলতেতি (ভা০ ১০।১৫।৫) “অহো অমী দেববরামরাচিতম্”

৭৩। দূরবগাহচরিত্র শ্রীকৃষ্ণ একরূপে বহুক্ষণ পর্যন্ত কন্দুকখেলায় বিহার করতে থাকলে শ্রমজল-
কণাচয়ে সর্বাঙ্গ ভরে উঠায় তাঁর বদনমণ্ডল মুক্খাখচিত শরতের নির্মল পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের আকার ধারণ
করল। তিনি বিশ্রামের জন্তু কোনও তরুণতরুমূল আশ্রয় করলে, কেঁউ বুলন্ত লতাপল্লবে বিজন করতে
লাগলেন, কারুর নিজ বস্ত্রাকলে রচিত শয্যায় শুয়ে পড়লে, কেঁউ পাদসম্বাহন করতে লাগলেন—এইরূপে
সর্বসহচর তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন।

৭৪। এই রূপে অখিলাস্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁর পরমপ্রিয় আনন্দদায়ক সকল রসের আশ্রয়
ঐ সকল স্মৃকৃতিশালী কৃতি সহচরগণ গোগণকে পালন করতে করতে কিছুদিন অতিবাহিত করলেন।

ধেনুকানুর বধ :

৭৫। পরদিন আকাশে বিচরণকারী দেববৃন্দ ঐ গোচারণলীলা দেখতে দেখতে নয়নতাপ দূর
করতে থাকলে কোঁতুহলাক্রান্ত সহচরগণ অগ্রজ বলরাম ও পরমানন্দিত কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্বপূর্ব দিনের
মতো উচ্ছলিত আনন্দে গোগণকে চরাতে চরাতে স্ননিষ্ঠ হলেও কৃষ্ণ অগ্রজকে লক্ষ্য করে বৃন্দাবনের
তরুলতা-বগ-মুগ-মধুব্রতনিবহের সৌভাগ্যের কথা যা বলছিলেন তা শুনতে শুনতে, বিহার করতে করতে
চক্ষুস্মানগণের সন্তাপ হরণ করছিলেন। একরূপে সূর্য মধ্যগগনে উঠে গেলে দীর্ঘসময় ধরে মনোহর
বনবিহারজনিত শ্রমে তাঁদের ছুভাই-এর কপোলমণ্ডল হয়ে উঠল অতি কমনীয়—বিন্দু বিন্দু ঘর্মের

মূলমালম্বমানো অমাপনোদ-বিনোদবিবিধোপচারৈরুপচরিতবন্তো। হসন্তো। হাসয়ন্তুশ্চ মধুরতরকথাভিরখা-
ভিনিহ্যঃ প্রণয়ডাম্বর্যম্ ॥

৭৬। শ্রীকৃষ্ণোহপি ক্ষণং বিশ্রাম্য সহসা সহসাদ্বসপ্রণয়মগ্রজন্ত চরণকমলসম্বাহনাদিনা দিত-
তদীয়খেদঃ, সহেলখেলোল্লসিত-হসিতহত-সকল-সহচর-চরমশ্রমো মধ্যাহ্ন-তপন-তাপমবধূয় ধেনুগণানু-
সরণকুতূহলিনা হলিনা সহ সহজপ্রণয়মধুরো বনভূবি বিহরমাণঃ ক্ষণং ক্ষণং বিতন্তুতে স্ম ॥

৭৭। তস্মিন্লেবাবসরে স রেরীয়মাণমধুমধুরং সকল-কলাকলাপ-কোশল-শলন্মধুরিমা ধুরি মান-
ভূতাং মূর্দ্ধন্তো ধন্তোদারচরিতঃ সবলো বলোজিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সখিভিরভূতে ॥

৭৮। ‘ভো ভো রাম! ভো ভোঃ কৃষ্ণ! মহাপ্রভাব! প্রভাবধূতনিবিড়তমস্কাণ্ডপ্রকাণ্ড!
বুভুক্ষয়াইক্ষয়াইজনি নো জঠরযাতনা যা তনাবপি নো মাতি। মাতিদূরে দূরে সরীসৃপ্যমাগৈঃ

ইত্যাহ্ব্যাক্তম্। পূর্বজং বলদেবম্; সহোদরো ভ্রাতরো শ্রীরামকৃষ্ণো। অদরমনল্লমবকৃৎস যদালন্তং তেন লন্তমানো শ্লিষ্য-
মাগো ‘লস ক্রীড়ায়াম্’ ইত্যন্ত শ্লেষার্থকত্বমপি বোপদেবে দৃষ্টম্। প্রণয়ডাম্বর্যং প্রেমোদ্রেকম্ ॥

৭৬। সহসাদ্বসপ্রণয়ং সমস্তমপ্রেমগৌরবন্ত সাধ্বসগন্ধিহানপগমাং। সংবাহনক্রিয়ায়া বিশেষণমিদম্। দিতঃ
খণ্ডিতস্তদীয়ঃ খেদো যেন সঃ। ক্ষণং বাপ্য ক্ষণমুৎসবম্ ॥

৭৭। সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, রেরীয়মাণমতিশয়স্বাভি মধিব মধুরং যথা ভবতোবং সখিভিরভূতে, উচ্যতে স্ম। তত্র হেতুঃ
—সকলে কলাকলাপে ক্রীড়াশিল্পসমূহে যং কোশলং নৈপুণ্যং তেনৈব শলন্ প্রাপ্তু বন্ মধুরিমা যম্; ‘শল হল গতো’।
ইদং দুর্গভ-তালফলভক্ষণমপ্যেকং ক্রীড়াকৌতুকগতি ভাবঃ। মানভূতাং সম্মানধারণাং ধুরি গণনায়াম্ মূর্দ্ধন্ত ইতি তাদৃশে
প্রার্থনাপি ন লাঘবায়েতি ভাবঃ। উদারচরিত ইতি বকাবাগ্মজ্ঞানিব ধেনুকমপি হস্তং সমর্থ ইতি ভাবঃ ॥

৭৮। অত্র রাম ইতি রময়সীতি রাম ইত্বাচ্যাসে, তদস্মান্ সখীন্ রময়িত্বা স্বনামৈব সার্থকং কুর্বিতি ভাবঃ।

প্রকাশে, অত্যালাস-জড়িত দেহে তাঁরা পূর্ববৎ অতিঘন ছায়াময় তরুমূল আশ্রয় করলেন। সেবা
অবসর বুঝে সখাগণ ছুভাই-এর শ্রম দূরীকরণার্থে তুষ্টিদায়িনী বিবিধউপচারে পরিচর্যা করতে করতে
হাসতে হাসতে হাসাতে হাসাতে মধুর মধুর কথায় প্রেমোদ্রেককারী অভিনয় করতে লাগলেন।

৭৬। শ্রীকৃষ্ণ কিছুকাল বিশ্রাম করে সহসা উঠে গিয়ে সমস্তমপ্রেমগৌরবে অগ্রজের চরণকমল
সম্বাহনাদিদ্বারা তদীয় খেদ দূর করলেন। অতঃপর সচ্ছন্দ খেলার উল্লাসে হাসির হিল্লোলে সকল
সহচরের শ্রম দূর করে মধ্যাহ্ন তপনতাপ তুচ্ছ করে ধেনুর অনুগমনে কোঁতুহলাক্রান্ত হলধরের সহিত
সহজপ্রণয়মধুরভাবে বনভূমিতে বিহার করতে করতে ক্ষণকাল উৎসব রচনা করলেন তিনি।

৭৭। সেই অবসরে সকল ক্রীড়াশিল্পসমূহে নিপুণতায় মনোহর, সম্মানধারণগণের মধ্যে
গণনায় সর্বশ্রেষ্ঠ, ধন্ত-উদারচরিত, বলশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণকে সখাগণ অনর্গল ক্ষরণশীল মধুধারাসম মধুর
মধুর বলতে লাগলেন—

৭৮। ‘ওহে ওহে রমণ, ওহে ওহে কৃষ্ণ, মহাপ্রভাব, প্রভাবখণ্ডিতমিরকাণ্ডপ্রকাণ্ড! শোন
ক্ষুধায় আমাদের যে অক্ষয় জঠরযাতনা আরম্ভ হয়েছে তা আর এখন দেহেও সামান্য না—নিকটেই

সৌরভৈরভোষিতশ্রাণামোদমতিপাকমেত্ৰত্বরূপফলানাং মোদং জনয়তি নস্তালবনং লবনং বিনাপি কেবলান্দোলেনৈব কলানি নিপতিষ্যন্তি । তৈরস্মানাপ্যায়িতুমর্হতং ভবন্তৌ' ইতি গদিতৌ দিতৌৎকণ্ঠ্যান্ বিধাতুমেতান্ সমেতান্ লালসয়া তদ্বক্ষককৃতাবনং বনং সমুপত্রজ্য তচ্ছোভালোভালোলনয়নৌ নয়নৌৎকণ্ঠ্যমবতারয়ামাসতুঃ ।

৭৯ । পরিপাকপিজলতাংগলতা ফলতাদবস্থেন স্থবিষ্ঠস্কন্ধদেশা দেশাবচ্ছেদচ্ছেদরহিতা হিতা-লোকা লোকাভিরামা রামানুজেন তে ঘনমেত্ৰা ত্ৰাসদাঃ সদাফলাঃ ফলামোদমোদমানভুবনজনা জনা-গোচরাশচরাচরগুরুণাহগুরুণা পবমানেন সটসটায়মানদলদলদ্রাবদ্রাবকারিণা চোরিতফলগন্ধাস্তাল-বিটপিনো দদৃশিরে দৃশি রেচিতবিভ্রমেণ তেন । 'পাতয়ধ্বং পাতয়ধ্বম্' ইতি নিগদিতৈস্তৈঃ পুষ্ঠলোষ্ঠলোল-করতলৈঃ পাত্যমানানাং ফলানামাকর্ষণ ধ্বনিমধ্বনি মদ্রং খুরখুরপ্রক্ষুর-ধরণিধূলিধোরণিভিরন্ধকারীকৃত্য

প্রভয়া কাণ্ড্যা অবধুতং নিবিড়ং তমস্কাণ্ডং তমঃসমূহো যেন স চাসৌ একাণ্ডশ্চেতীতি (পা০ ২।১।৬৬) 'প্রশংসাবচনৈশ্চ' ইতি সমাসঃ । ন কেবলমেতাবদেবেত্যাঃ, কিন্তু মহাপ্রভাবেতি । তেনাঙ্গানাং কাণ্ড্যা তমাংসি, বলেন তু তামসান্ নিধুনোন্তেবেতি প্রোংসাহয়ন্তি । বুভুক্ষয়েতি প্রস্তুতকার্যসিদ্ধার্থং স্নেহং জনয়ন্তি, নোহস্মাকং তনৌ দেহেহপি ন গতি । তর্হি কিমর্থয়ধ্বং ? তত্রাহঃ—নাতিদূরে নিকট এব তালবনং নোহস্মাকং মোদং জনয়তি । অতিপাকেন মেত্ৰাণাং স্নিগ্ধানাং ত্বর্ণভানাং ফলানাং সৌরভাঃ সরীসৃপ্যমার্গৈঃ কুটিলবায়ুগত্যা কুটিলং নিঃসরতিঃ । অভি সর্বতোভাবেন এষিতো বন্ধিতো শ্রাণামোদো যেন তথাভূতম্ । লবনং ছেদনং বিনৈবেত্যায়াসাভাবোহপি ব্যঞ্জিতঃ । দিতৌৎকণ্ঠ্যান্ খণ্ডিতৌৎকণ্ঠ্যান্ কর্তুং তস্তালপ্রদানেনৈব, নাভ্যুত্যাহ—লালসয়া সমেতান্ যুক্তান্ । ধেনুকেন কৃতমবনং রক্ষণং যন্ত তদ্বনম্, নয়নে ফলগ্রহণে ঔৎকণ্ঠ্যমুক্ত্যমবতারয়ামাসতুঃ, প্রাদুর্ভাবয়ামাসতুঃ, ফলপাতনার্থমুক্ত্যং চক্রতুরিত্যর্থঃ ॥

৭৯ । রামানুজেন কণ্ঠেন তে তালবিটপিনস্তালবৃক্ষা দদৃশিরে দৃষ্টাঃ । কীদর্শেন ? দৃশি দৃষ্টৌ রেচিতঃ সংপূজ্যো বিলাসো যন্ত, সোক্তাসনেত্রেণেত্যাঃ । তালবিটপিনঃ কীদৃশাঃ ? পরিপাকেন পিজলতায়াং পিজলবর্ণতায়াং সত্যামপি অগলতা অনপগচ্ছতা ফলানাং তাদবস্থেন তদবস্থেন হেতুনা স্থবিষ্ঠা অতিস্থূলাঃ স্কন্ধদেশা যেষাং তে । অতএব তত্র

এক তালবন আছে যেখানে অতিপক্কতায় স্নিগ্ধ ত্বর্ণভ ফলের সৌরভ কুটিল বায়ুর গতিতে কুটিলভাবে নিঃসরিত হয়ে আমাদের মন আমোদিত করে তুলছে । এ-বনের ফল ছেদন বিনাও কেবল কাঁকুনিতেই পড়ে যায় । অতএব তোমার উচিত এ-ফলের দ্বারা আমাদের আপ্যায়িত করে দেওয়া ।' সখাগণ একপ বললে লালসায়িত তাঁদের উৎকণ্ঠা দূর করবার মানসে সেই ধেনুকাসুর-রক্ষিত বনে গিয়ে প্রবেশ করে ঐ বনের শোভা দর্শনলোভে চঞ্চল নয়ন কৃষ্ণ ফলগ্রহণের উৎকণ্ঠা আবির্ভূত করালেন ।

৭৯ । পরিপক্ক দশায় পিজলবর্ণ ধরে গেলেও অপতিত ফলভারে স্থূল স্কন্ধদেশসমন্বিত, স্কন্ধদেশের স্থূলতাহেতু পরস্পর মিলনে একীভূত, দর্শনমঞ্জল, নয়নাভিরাম, মেঘস্নিগ্ধ, ছুপ্রাপ্য, সদাফলা, ফলগন্ধে ভুবনজনামোদী, লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত, সট-সটায়মান পত্রচয়ের ফুৎকারসম শব্দে পলায়নকারী চরাচরগুরু বায়ু লোভে লঘু হয়ে যার ফলগন্ধ চুরি করেছে সেই তালবৃক্ষনিবহ সেই

দশ দিশঃ প্রথরথরকায়ঃ পশ্চাত্তনচরণযুগলক্ষেপেণ নাটয়ন্নিব ভুবন্তটমূর্জৎক্ষূর্জদগর্জনেন তর্জয়ন্নিব নির্জরা-
নপি জর্জরীকৃত-পর্জন্তঘোষো ঘোষোন্তবান্ বালকানুপেক্ষ্য রামকৃষ্ণবেব হস্তকামঃ কামমভিসসার সারবান্
ধেনুকো নাম দৈতেয়ঃ ॥

৮০ । তমাপতন্তুং পতন্তুং পতঙ্গমগ্নাবিব ভূরিবলো বলোহবহেলয়া হননায় ক্ষিপ্যমাণৌ পশ্চাত্তনা-
বজ্রী বামকরাগ্রেণাহংখ্যত নভসি স্বর্ণয়িত্বা, সমুত্তালতালতরৌ নিপ্পিস্য তেনৈব তদ্বপুশানায়াসেনৈব ফলানি
পাতয়ন্ ঘাতয়ামাস ॥

৮১ । অথ সমেতানিহ নিহতেহুশ্চিবানুগামিনঃ কিয়তো যতোত্তমান্ সহোদরাবেব সহোদরাবে-
বমাজল্লতুঃ ॥

দেশাবচ্ছেদে যচ্ছেদো বিরলত্বেন ছিন্নত্বলক্ষণোহবকাশস্তদ্রুহিতাঃ, ক্ষুদ্রদেশেহতিস্থৌল্যাৎ পরস্পর-মিলনেনাতিনিবিড়া
একীভূতা ইবেত্যর্থঃ । হিতঃ সুখদত্বাদালোকোহপি যেষাং তে যেনেভ্যো মেঘেভ্যোহপি মেঘরাঃ স্নিগ্ধাঃ, দুৰাসদা হৃৎখেনা-
সাত্তন্ত ইতি তথাভূতাঃ । তথা বর্ণিতগুণত্বং তেষামুৎপ্রেক্ষ্যাপি বাঞ্ছয়তি—চরাচরাণাং জঙ্গম-স্থাবরাণাং প্রাণতয়েন্দ্ৰিয়শক্ত্যু-
পদেশকত্বেন গুরুণাপি পবমানেন বায়ুনা; স্নেহেণ, গুরুত্বাদন্যমপি পবিত্রীকুর্বতাপ্যগুরুণা ভবতা চৌর্যসঙ্কোচানুন্দীভূতেন
সতা চোরিতঃ ফলগন্ধো যেষাং তথাভূতাঃ । কীদৃশেন? সটসটায়মানানাং দলানাং পত্রাণাং দলন্তিঃ প্রাস্কুরদ্বী রাইবঃ
ফুৎকারশব্দৈরিব ত্রাবং পলায়নং কতুং শীলং যস্য তথাভূতেন । যেষাং গন্ধমপি চরাচরগুরুরপি লোভাৎ তথা ভবং-
শ্চোরয়তি, তেষাং ফলানাং লোভ্যত্বং কিং বর্ণনীয়মিতি ভাবঃ । তেন রামানুজেন নিগমিতৈস্তৈঃ সখিভিঃ খুরা
এব খুরপ্রাঃ খুরপা ইতি খ্যাতা অস্ত্রবিশেষাঃস্তঃ ক্ষুণ্ণায়া ধরণেধূলিধোরণিভিধূলিশ্রেণীভির্জিরান্ দেবান্ । সারবান্
বলবান্ ॥

৮০ । সম্যগুদগতস্তার উচ্চধ্বনির্জল স চারসৌ তালতরুশ্চেতি তস্মিন্, রলয়োরৈক্যাৎ । যদ্বা, সমুত্তালে সম্যগুৎকটে;
“উত্তালো হেমকুণ্ডে স্তাদ্গর্বে চোত্তাল উৎকটে” ইতি বিশ্বঃ ॥

রামানুজ সোল্লাস নেত্রে চেয়ে দেখলেন । রামানুজ ‘পাড় পাড়’ বললে সখাগণ চকল করতলে টিল
ছুঁড়ে যে ফল পাড়লেন তার গন্তীর পতন-শব্দ শুনে খুরখুরপিদ্বারা খোদিত ধরণি-ধূলিজালে দশদিক্
অন্ধকার করে পিছু চরণযুগল ক্ষেপনে পৃথিবীকে যেন কাঁপাতে কাঁপাতে ভয়ঙ্কর দীপ্ত গর্জনে
দেবতাগণকেও যেন তর্জনে করতে করতে মেঘনাদকে জর্জরিতকারী প্রথর গর্দভাকার বলবান্
ধেনুক নামক দৈত্য গোপ বালকগণকে উপেক্ষা করে রামকৃষ্ণকে হত্যা করবার মানসে তাঁদের দিকে
ধাবিত হল ।

৮০ । অগ্নিতে স্বয়ং পতনরত পতঙ্গের মতো তাঁর দিকে ছুটে এসে তাঁকে মেরে ফেলার ইচ্ছায়
পিছনের পা-ছুটো উঠিয়ে চাঁট মারল । রামানুজ বামকরাঙ্গুলিতে ঐ পা-ছুটো ধরে আকাশে ঘুরপাক
খাইয়ে উচ্চ ধ্বনিতে ধ্বনিত তালবৃক্ষে নিষ্পেষণ করে সেই দেহদ্বারাই অনায়াসে তাল পাড়তে পাড়তে
তাকে বধ করে ফেললেন ।

৮১ । অতঃপর এ নিহত হলে এর কিছু অনুগামী একত্র মিলিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে

৮২। অথ নিবিড়নিপাত-বিশীর্ষমাণ-পরিপক্কফলরসকর্দমদমদমায়মানে ভুবন্তলেহীর্ষমাণাশ্চাপকানি ফলানি যথাকামমবচিভ্যাপচিভ্য কোতুকতঃ কন্দুকখেলামেব চত্বর্ন তু বুভুজিরেহজিরে তদ্বনশ্চ রুধিরে রুধিরেণ তেষাং তানি ফলানীতি নীতিবিদঃ ॥

৮৩। এবং তালফলানাস্বাদাজাতসৌহিত্যৈস্তদগন্ধবান্ধবাবন্ধুর-নাসাপুটেতৈঃ সহ সহরামো ধেনু-রবহার্যানাহার্যানাগাহ-মধুরিমা ধুরি মানভূতামাছো মা-ছোতিত-ভুবনতলো নতলোকশোকহাহনোকহানোজস্বিনো বৃন্দাবনশ্চ প্রত্যেকমবলোক্যাভিনন্দনপরাহুমালোক্য ব্রজাভিমুখো মুখোদীরিত-মুরলীকো-হলীকোন্নীতমানুষভাবো মহানুভাবো মহানুভবঃ মানসগঙ্গায়্য অনুকূলমনুকূলমরুতা পুরঃ পুরঃ প্রতিনীয়-

৮১। ইহ অশ্বিন্ ধেনুকে নিহতে সতি সমেতন্ সহোদরাবেব ভ্রাহরো দ্বাবেব। কীদৃশো? সহসা বলেন অদরো অনর্লো নির্ভরো ইতি বা। এবমেনেব প্রকাশ্যেণ ॥

৮২। আপকানি ঈষৎপকানি, অতএব অশীর্ষমাণানি স্বক্কবৃত্তাদগলতি। ন তু বুভুজিরে ইত্যত্র হেতুঃ—তস্ম বনশ্চ অজিরে প্রাক্গেহবকাশ ইতি যাবৎ তানি ফলানি সর্বাণি রুধিরেণ গর্দভরজেন রুধিরে রুধানীতি অপাবিত্র্যাদিতি নীতিবিদো ধর্মশাস্ত্রনীতিজ্ঞা রামকৃষ্ণাদয়ঃ। অতএবাপুনিকা অপি তদীয়ভক্তান্তাং নীতিং তালমাত্রাভক্ষণাদনুসরন্তীতি স্ক্লেয়ম্। অতএব মূলহপি। অথ তালফলান্যাদন, মনুষ্য গতসাধবসা ইত্যত্র মনুষ্যান্তত্যাঃ পর্বতবাসিনঃ পুলিন্দাশ্চ হীনজাতয় এব, ন তু তে রামকৃষ্ণাত্মা ইতি ব্যাখ্যায়ম্ ॥

৮৩। তালফলানামাস্বাদেন হেতুনা ন জাতং সৌহিত্যং তৃপ্তির্যেষাং তৈঃ। তেষাং গন্ধস্বৈব বান্ধবোহ্যন প্রাহক-আং বান্ধবতয়া বন্ধুরং স্নন্দরং নাসাপুটেং যেষাং তৈঃ, “বন্ধুরং স্নন্দরেহপি চ” ইতি বিশ্বঃ। অনাহার্যঃ, ন কুতশ্চিদাহরণীয়ঃ, কিন্তু স্বাভাবিক এবানাগাহোহতলস্পর্শো মধুরিমা মাধুর্যসমুদ্রো যস্ম সঃ। মানভূতাং সম্মানধারিণাং ধুরি গণনায়া-মাছো মূলভূতঃ। মা শোভা তয়া ছোতিতং ভুবনতলং যেন সঃ। অনোকহান্ বন্ধান্, অভিনন্দন্রিতি পত্র-পুষ্প-ফল-

উদ্যমপারায়ণ হলে সহসা বাহুবলে বলীয়ান হয়ে ছ-ভাই ধেনুকাসুরের মতো একই প্রকারে এদের বধ করলেন।

৮২। তালে বৃক্ষতল ভরে গিয়েছে। উচু থেকে পড়ার ফলে ক্ষুটিত পরিপক্ক ফলরসে মাটি হয়ে উঠেছে কাদায় কাদাময়। অতঃপর ঐ তালতল থেকে অক্ষুটিত অর্ধপক্ক তাল যথেষ্ট কুড়িয়ে নিয়ে সখাগণ ওকে কোতুকে কন্দুকখেলার বল বানিয়ে নিলেন। ঐ বনদেশে বিশ্রামকালে সেই অশুরের রুধিরে আবৃত ফল খেলেন না-কিন্তু—অপবিত্রতা হেতু। কারণ তাঁরা যে নীতিবিদ।

৮৩। এইরূপে তাল আস্বাদন না করায় তৃপ্ত না হলেও সেই গন্ধের বান্ধবতা হেতু যাঁদের নাসাপুটের মান বে.ড গিয়েছে সেই সহচরগণ ও বলদেবের সহিত মিলিত হয়ে স্বাভাবিক-অতলস্পর্শী মাধুর্যনিধি, মাননীয়-গণনায সর্বশ্রেষ্ঠ, শোভায় ভুবনতলকে উজ্জলকারী, নতলোকশোকহারী শ্রীকৃষ্ণ ধেনুগণকে একত্রিত করে শ্রীবৃন্দাবনের ওজস্বিন বৃক্ষগণের প্রত্যেককে দৃষ্টিপাতে অভিনন্দিত করতে করতে অপরাহ্ন হয়েছে দেখে ব্রজের পথে যাত্রা করলেন। নরভাব অভিনয়কারী-মহানুভব-উত্তমের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ মানসগঙ্গার কূলে কূলে মুরলী বাজাতে বাজাতে অনুকূল বাতাসে চলতে থাকলে রাজপুরীর

মানেষু ধেনুখুরখুরলিকোদধূত-ধূলিনিকরেদুহুযজ্ঞানুযজ্ঞাকারতয়া লগ্নেন ক্রিয়তা গোখুরপাংশুনা চোচুষ্যমান-
চলদলকচারুযযীষং বদনবিশ্বং প্রিয়জননয়নে নিদধানো দধানো মুরলীকলেন কলেন ব্রজনগরনাগরী-
গরীয়োমনোমাণিক্যচৌর্যং তাভিরভিতোহধিরূঢ়বলভীতলাভিরনিমিষনয়নপুটকিনী-কুসুমদলপুটকেন
পেপীয্যমানবদনো ভবনমাবিবেশ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥

৮৪ । তদনু জননীভ্যামুৎসারিত-রজস্বমভিমার্জিত-তনুধাবনানন্তরমভ্যাক্তোদ্ধর্তিত-স্পিত-পরিধা-
পিত-ভূষিত-ভোজিত-পায়িতৌ স্মৃৎ সুষ্পতুঃ শ্রীরাম-দামোদরৌ ॥

ইত্যনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা-বিস্তারে পূর্বরাগপরভাগে

নামাষ্টমঃ স্তবকঃ ॥৮॥

...→❦←...

ছায়াদিভিঃ প্রীতিদায়িত্বাত্ম্যলানেব তদৈশ্বরীতেন দুর্গমত্মানন্দমিতি ভাবঃ । অলীকোন্নীতমাছুষভাব ইতি মাছুষশব্দো-
হয়ং রূঢ়বৃত্তা প্রাকৃতজীববিশেষবাচী । মহেনোৎসবেন ন বিদুতে উক্তমো যস্মাৎ সঃ । অনুকূলং কূলে কূলে ।
পুরোহিতঃ ; পুর ইতি দ্বিতীয়াবহবচনম্, পুরীঃ প্রতীতিত্বাৎ । খুরলিকা অভ্যাসঃ । অনুযজ্ঞাদনুযজ্ঞং হেতোরনুযজ্ঞো-
হনুরুদ্ধ আকারো যন্ত তন্তয়া হেতুনা লগ্নেন চোচুষ্যমানা অতিশয়েন চুষ্যমানাশ্চলন্তোহলকাস্চুৎকুল্লাশ্চারুযযীষৎ যত্র
তৎ । মুরলীকলেন কীদৃশেন ? কলেন কং স্মৃৎ লাতি দদাতীতি তেন । নয়নমেব পুটকিনীকুসুমং কদলপুষ্পং তদেব
দলপুটকং পত্রপুটকম্ ; যদ্বা, তন্ত্বেব দলং পত্রং নৈত্রৈকদেশস্তদেব পুটকং তেন ॥ (৮৪)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াম্ শ্রীসুখবর্তন্যামষ্টমস্তবকসঙ্গমনম্ ॥৮॥

...—❦—...

দিকে নীয়মান ধেনুর খুরের পুনঃ পুনঃ আঘাতে উখিত ধূলিজালের প্রতি তাঁর আসক্তি আছে বলেই
দৃঢ়ভাবে লগ্ন কতিপয় গোখুররজের দ্বারা অতিশয় চুষ্যমান হল তাঁর চঞ্চল চূর্ণকুন্তল ও উষীষ । এইরূপ
রমণীয় বদনবিশ্ব প্রিয়জন-নয়ন সম্মুখে উঠিয়ে ধরে মুরলীর সুখদায়ী কলনাদে ব্রজনগর-নাগরীদের
মনোমাণিক্য চুরি করতে করতে যখন চলছিলেন তিনি তখন চতুর্দিকে চন্দ্রশালিকা অধিকৃতা ভাবময়ীগণ
নয়নকমলরূপ কুসুমদলপাত্রে অত্যাশক্তিতে তাঁর বদনকমলমধু পান করছিলেন । এ অবস্থায় তিনি
নিজগৃহে প্রবেশ করে গেলেন ।

৮৪ । অতঃপর যশোদা রোহিনী ছ-মায়ের হাতে শ্রীরামকৃষ্ণ ছ-ভাই অঙ্গের ধূলি পরিষ্কার,
পরিষ্কৃত তনুর স্নান, অনন্তর অভ্যঙ্গ-উদ্বর্তন স্পর্শ-বস্ত্রপরিধান-ভূষণধারণ-ভোজন-পান ইত্যাদির দ্বারা
সেবিত হয়ে সুখে নিদ্রা গেলেন ।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা-বিস্তারে পূর্বরাগপরভাগ

নামক অষ্টম স্তবক ।



নবমঃ স্তবকঃ

...—০:×:০—...

১। অথৈকশ্মিন্নহনি বিনা রামেণ বনমাগতে বনমালিনি চারয়তি চ নৈচিকীনিচয়ং কিমপি জাত-
মাশ্চর্য্যম্। তথাহি—অহো ! অহোনাথহুহিতুরচিকিৎস্তো হৃদ্রোগ ইব, ত্রিলোকলোকসংহারশক্তি-
নিক্ষেপ-
স্থলমিব কালাগ্নিরুদ্ভাস্ত, উৎপত্তিভূমিরিব ভয়ানকরসস্ত, অনিয়োজিতসাহায্যকারী সূক্ষ্মদিব যুতোঃ,
কোহপি কালিয়ো নাম কাদ্বেবেয়ঃ পন্নগবৈরিণো ভিয়াহিভিয়াতস্তস্তা অকুর্হৃদমধ্যাস্তে ॥

নবমঃ স্তবকঃ

ব্রজবাকুলতা নাগফণে নাট্যং তদা তুতিঃ।

বন্ধুভির্মিলনং দাবমোচনং নবমে ক্রমাং ॥

১। বিনা রামেণেতি—তশ্মিন্নহনি মাসিক তদীয়জন্মনক্ষত্রপ্রাপ্তৌ তন্মাত্ৰা তস্মৈ মঙ্গলম্পদার্থং গৃহ এব রক্ষিত-
ত্বাং। তদেব কালীয়ফণাস্তনসান্তনটনলক্ষণমাশ্চর্য্যং বর্ণয়িত্বা প্রথমং দুর্দমতাভিবাঞ্জনায় সপরিহারং তমেব কালীয়মুৎ-
প্রেক্ষতে—অহো ইত্যাদিনা। অহো ইত্যশ্চর্য্যে, অহোনাথস্ত সূর্য্যস্তাপি হুহিতুরিতি ;—“আরোগাং ভাস্করাদিচ্ছেৎ” ইতি
স্মৃতেঃ, সর্বরোগনিহস্তরপি কত্যায়া যমুনায়া হৃদ্রোগঃ। কিঞ্চ, রোগঃ স্বাশ্রয়মেব হিনস্তি, অয়স্ত সর্বমেবেত্যাতঃ পুনরুৎ-
প্রেক্ষতে—ত্রিলোকস্ত ত্রিভুবনস্ত লোকানাং জনানাং সংহারে যা শক্তিস্তস্যা নিক্ষেপস্থানমিব, সা শক্তিরশ্মিন্ কালীয়ে
এব কালাগ্নিরুদ্বেগে নিক্ষিপ্তা বৰ্জিত ইত্যর্থঃ ; “লোকস্ত ভুবনে জনে” ইত্যমরঃ। কিঞ্চ, সা সংহারিকা শক্তিরপি সর্বেষাং
ন সর্বদা ভয়প্রদা, কিন্তু স্বসময়ে সংহরতিমাত্রম্, যতন্ততোহপাধিকতীক্ষ্ণত্বেনোৎপ্রেক্ষতে—উৎপত্তীতি। ন কেবলমতি-
ভয়প্রদ এব, কিন্তু অনিয়োজিতঃ সন্নপি সাহায্যকারী যুতোঃ প্রতদিনমেব প্রাণিনো হিনন্ত্যয়ং সর্বতোহপি বিলক্ষণ
ইত্যর্থঃ। পন্নগবৈরিণো গরুড়স্ত ভিয়া ভয়েনাভিগতস্তস্তা অহোনাথহুহিতুর্হৃদয়মধ্যমধ্যাস্ত ইত্যাদি বর্তমানপ্রয়োগোহত্র
কবেরসস্তরভুবসাক্ষাৎকারাবেশেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥

নবম স্তবক

কালিয়দমন লীলা :

কালিয়বিষে বিষাক্ত যমুনা :

১। অতঃপর কোনও একদিন রাম বিনা বনমালি বনে এসে ধেনুসমূহ চরাতে থাকলে কোনও
এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। তা এইরূপ—

অহো সূর্যকণ্ঠা যমুনার অচিকিৎস্ত হৃদ্রোগের মতো, কালাগ্নি রুদ্বেগে ত্রিলোক-লোকসংহারশক্তি-
নিক্ষেপপাত্রের মতো, ভয়ানকরসের উৎপত্তিভূমির মতো, যুত্বের অনিয়োজিত সাহায্যকারী বন্ধুর
মতো কোনও এক কালিয় নামক কদ্রুপুত্র সর্প শত্রুভয়ে সূর্যকণ্ঠা যমুনার অন্তরস্থ হৃদের ভিতরে গিয়ে
বাস করতে লাগল।

২। যন্তু সলিলান্তরিতস্তাপি বিষমোন্ননা তপ্যমানং বিহায়ো বিহায়োডীয়ন্তে বিহগাঃ; যদুপরি পরিতশ্চ নিজতনুভস্মীভাবভয়েন গন্ধবাহোহপি ন বহতি, নবহতিকরং যমস্বসা যমস্বসাপারণং জঠর-পিঠরপিধায়কং পিত্তগুন্মমিব মহাদাহাবহং বহন্তী যদীয়নিঃস্বসন-স্বসন-মহাবেগবেগবন্তরতরঙ্গাগ্রজাগ্রৎ-সম্পাকসম্পাককুসুমসংকাশবিষবিষমজ্জালাজালেন লবণমহোর্মিমালিনো মহোর্মিমালীনাশালিনিশাকালীন-লবণকান্তিবিশেষচাকচক্যশক্যোপমং পিত্তমিব সন্ততং বমতি ॥

৩। স চ মহাহৃদো জলপটলমপিধায় সমুদ্রুতাভির্যদীয়নিষ্ঠাসধূমপোরণিভিরন্তরমুগীয়মান-বিষ-বহ্নিমত্তয়া ‘জলহৃদো বহ্নিমান ধূমাং’ ইত্যসদনুমানমপি সদনুমানতয়া প্রমাণয়তি। যন্তু বিষজ্জালয়া-ইলয়ায় নেশতে শতেনাহনুজরাণাং জরাণাং যাদাংসি বিনা তদীয়োদারদারতনয়াদি ॥

২। তপ্যমানং দহমানং বিহায় আকাশং বিহায় বামতো দক্ষিণতো বা তাক্তবা “বিয়দ্বিষ্ণুপদং বা তু পুংস্তাকাশ-বিহায়সী” ইতামরঃ। গন্ধবাহুঃ পবনো ন বহতীতি উর্দ্ধমুখিতো যো বিষোন্নবেগন্তেন প্রাপ্তাঘাতত্বাদবহনাশক্তিরেব তথোৎপ্রেক্ষিতা। যদন্ত্যপি স্বসা ভগিনী স্বয়ং যমুনা। যং নবহতিকরং নিত্যনবীনপীড়াকরম্’ অস্বসাধারণং ন বিদ্বতে স্বস্ত সাধারণঃ সমানো যন্তু তথাভূতং কালীয়ং জঠরমেব পীঠরঃ পারভেদন্ত্যু পিধায়কং তদবকাশাচ্ছাদকং পিত্তগুন্মমিব বহন্তী সতী যদীয়নি নিঃস্বসনানি নিঃস্বাসা এব স্বসনাঃ পবনাস্থেযাং মহতা বেগেন বেগবন্তরেষু তরঙ্গাগ্রেষু জাগ্রৎ-প্রকটদ্যতিযুক্তম্, সম্যক্ পাকঃ পরিপাকো যন্তু তথাভূতন্তু সম্পাককুসুমন্তু ‘শোণালু’ ইতি খাতগুপ্তন্তু সঙ্কাশং সূদৃশং যদ্বিষং তন্তু বিষমেণ জ্বালাজ্বালেনার্চিযাং সমুতেন লবণমহোর্মিমালিনো লবণসমুদ্রন্তু উর্মিমালীনাং তরঙ্গশ্রেণীং শলিতুং প্রাপ্তুং শীলং যন্তু তথাভূতন্তু নিশাকালীনন্তু লবণকান্তিবিশেষন্তু যচ্চাকচিক্যং তেন শক্যা উপমা যন্তু তথাভূতং পিত্তমিব সন্ততং সদা বমতি। “আরগ্ধে রাজংক্ষসম্পাকচতুরম্মুলাঃ” ইতামরঃ; “শলহ্রলপতং গতো” ॥

৩। অপিধায় আচ্ছাদ, সম্যগুদ্রুতাভিরুদ্ধং চলিতাভিধূমধোরণিভিধূমশ্রেণীভির্হেতুভিঃ। অসদনুমানমিতি—বহ্নাহুমানেন সর্বত্র জলহৃদন্তু বিপক্ষত্বেনৈব প্রসিদ্ধেঃ। সদনুমানতয়েতি—জলহৃদন্তু পক্ষঃসমেব তাবদবাদিতং পদতন্তু বা পক্ষত্ব জলহৃদন্তু বিপক্ষতা বা কথং ঘটতামুভয়োরেব সাধাবত্বাৎ। ততশ্চ সর্বত্র বহ্নাহুমানবাকো গজাপ্রবাহন্তেব বিপক্ষত্বং কল্পামিতি ভাবঃ। যন্তু কালীন্তু বিষজ্জালয়া জরাণাং শতেন তেতুনা জ্বালয়ায় নিবাসায় নেশতে, ন শক্যু বন্তি।

২-৩। যার সলিলান্তরিত বিষের জ্বালয় তাপিত আকাশ ছেঁরে পাখীরা উড়তো না, যার উপর দিয়ে ও কাছাকাছি দিয়েও নিজ তনু পুড়ে যাওয়ার ভয়ে বায়ু বইত না, স্বয়ং যমভগিনী যমুনা নিত্যনবপীড়াদায়ক অসাধারণ কালিয়কে জঠরপাত্রের মুখাবরক মহাদাহকারক পিত্তগুন্মের মতো ধারণ করাতে ওর নিঃস্বাসবায়ুর মহাবেগে উচ্ছলিত তরঙ্গাগ্রে উজ্জ্বল দ্যতিবিশিষ্ট সম্যক্-পরিপাকদশাপ্রাপ্ত শোণালু পুষ্পসদৃশ বিষের বিষমজ্জালয় লবণসমুদ্রের নিশাকালীন তরঙ্গশ্রেণীর লবণকান্তিবিশেষের চাকচিক্যের সহিত উপমায়োগ্য পিত্ত যে সতত যেন বমন করছে সেই মহাহৃদ তার জলরাশিকে আচ্ছাদন করে উর্দ্ধে যে নিঃস্বাসধূমজাল উঠছে তার থেকেই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে এই হৃদের অন্তর বিষবহ্নিমান। ‘ধূম থেকে হৃদজলে বহ্নির অনুমান’ অসদনুমান হলেও একে সদনুমান বলে প্রমাণ করে দিচ্ছে এই মহাহৃদ। কালিয়ার কুটিল বেগবান্ বিষজ্জ্বালাজ্বরের

৪ । তন্নিবাসভূতভূতদ্রোহসত্রমহানলকুণ্ডকল্পকল্পকালপুরুষনাভিহৃদদেশীয়-হৃদদেশীয়-সীম্নি যদৈব দৈববশতো গতা উদন্থাযোগাদন্থাযোগান্থাংসি গাবো গোপাশ্চ পিবন্তি স্ম, তদৈব শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাতোহচ্ছা-
তোদয়া অপ্যপ্রাকৃতদেহতয়াহতয়াপি গততদ্যথাতথ্যেন সৰ্বে বিপত্ত্যন্তে স্মেব ॥

৫ । তদনু দনুজদমনো মনোব্যথামাসাগ্র সহসামৃতরসনিঃস্রুদ্ভিনা নয়নকমলকোণেন জীব্যা-
মাসেব । জীবিতাঃ সন্তুষ্টাঃ দিস্মিতাঃ স্মিতামৃতমুচঃ পরস্পরপরমগ্রণয়তয়াহয়তয়া পরস্পরমালিঙ্গন্তো-
হগন্তোষময়মিব বিন্দন্তো মিথঃ সমুচিরে ॥

৬ । ‘অচিরেণ জীবিতা বয়মমুনাহতো যমুনাতোযপানতো যুতাঃ পূৰ্বং যথাহনঘানঘাস্তরজঠরবর্তি-

অরাণাং কীদৃশানাম্ ? অনুজুঃ কুটিলোহরো বেগো যেযাং তেষাম্ ; “যাদাংসি জলজন্তবঃ” ইতামরঃ ॥

৪ । তন্নিবাসভূতং ভূতদ্রোহসত্ররূপং যমহানলকুণ্ডং তৎকল্পস্তলো যঃ কল্পকালপুরুষস্ত প্রলয়কালসম্বন্ধিপুরুষস্ত
নাভিহৃদস্তদেশীয়স্তৎসদৃশো যো হৃদস্তদেশীয়সীম্নি তদংশসম্বন্ধিসীমায়াম্ ; (পা০ ৫।৩।৬৭) “ঈষদসমাপ্তৌ কল্পব্দদেশ্যদেশীয়রঃ”
ইতি কল্পব্দদেশীয়রৌ তদ্বিতপ্রত্যয়ৌ । দ্বিতীয়ঃ কল্পঃ প্রলয়বাচী ; “সংবর্তঃ প্রলয় কল্পঃ” ইতিভিধানাৎ । দ্বিতীয়ে
দেশীয় ইতি দেশসম্বন্ধিবাচী ; শৈথিল্য ‘ছ’ প্রত্যয়াস্তভ্যাৎ । উদন্থা পিপাসা তদযোগাৎ ; “উদন্থা তু পিপাসা স্তাৎ”
ইতামরঃ ; অন্থাংসি কীদৃশানি ? অন্থাযোগানি অন্থ কালিয়নাগভিন্নস্ত নাস্তি যোগো যত্র তানি । অচ্ছাতো ন হি
উদয়ো যেযাং তথাভূতা অপি ; ‘ছো ছেদনে’ ইত্যন্থ নিষ্ঠায়াং রূপম্ । তত্র হেতুভূতয়া অপ্রাকৃতদেহতয়া চিদানন্দ-
ময়মুত্তিতয়া, অতএবাহতয়াপি অংপাস্তয়াপি । শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাৎ ; শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাশক্ত্যা তেন লীলাবেশাদনিত্যকৃত্যপি তেষাং
শ্রীকৃষ্ণবিষয়প্রেমবৰ্ধনার্থং বিস্ময়রসাত্মকং চ স্বয়মেবোক্ততয়া হেতুনা গতমন্তর্হিতং তস্তা অপ্রাকৃতদেহতয়া যথাতথ্যং
যথোচিতদভাবত্বং তেন বিপত্ত্যন্তে স্ম, ইবেত্যবাস্তব-ব্যঞ্জকম্ ॥

৫ । সহসা অকস্মাদেবামৃতরসক্ষরণশীলেনেবেতি পূর্ববৎ । আয়তয়া বিস্তৃতয়া অগং পূর্বতং তোষময়ং সুখময়ং
বিদন্তো লভমানা মিথঃ পরস্পরঃসুচিরে উক্তাঃ, কর্মভূতাঃ প্রথমান্থাঃ ॥

শতপ্রকার উপসর্গের দরুণ তদীয় উদার স্ত্রীপুত্র বিনা অথ কোনও জলজন্তু তথায় বাস করতে পারত না ।
গো-গোপগণের বিষজল পান ও উদ্ধার :

৪ । ভূতদ্রোহছত্রস্বরূপ, মহানলকুণ্ডসদৃশ, কল্পকালপুরুষের নাভিহৃদের তুল্য ঐ কালিয়ের
বাসস্থান হৃদের সীমানায় দৈববশতঃ ধেনু চরাতে চরাতে আগত গোপবালকগণ এবং গোসমূহ পিপাসার্ত
হয়ে যখনই কালিয় বিনা অথের সংযোগহীন সেই জল পান করে নিল তখনই তাঁরা সকলে অন্তহীন
উদয়বান্ এবং অপ্রাকৃতদেহধারী হেতু অমর হয়েও যেন বিগতপ্রাণ হয়ে পড়ে গেল—শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায়
তাঁদের যথোচিত স্বভাব অন্তর্হিত হওয়ার দরুণ ।

৫ । অতঃপর এতে দনুজদমন মনে ব্যথা পেয়ে সহসা অমৃতরসনিঃস্রুদ্ভী নয়নকমলকোণের
দৃষ্টিপাতে তাঁদের জিয়েয়ে তুললেন । বেঁচে উঠে বসেই বিস্মত মন্দহাস্তযুক্ত তাঁরা পরস্পর আলিঙ্গন
করতে করতে যেন পর্বতপ্রমাণ সুখে ভাসতে ভাসতে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন—

৬ । ‘আরে ভাই সব, আমরা সকলে তো যমুনাজল পানহেতু মরেই গিয়েছিলাম, সখা

নোহস্মান্ জীবয়ামাস, তদয়ং মৃতসঞ্জীবনঃ কোহপি পদার্থঃ' ইতি সম্পূহং শ্রীকৃষ্ণমালোকয়ামাসুঃ সখায়ঃ ॥

৭। শ্রীকৃষ্ণোহপি স্বনাম্না মিত্রভূতায়ঃ কৃষ্ণায়। হৃচ্ছোধনর্থমিব তস্মৈ কাঙ্গদবেয়স্মৈ দ্রবে যস্মিন্
আকাশমুখচুষ্মনার্থলক্ষ্যমানলালসয়েব তুঙ্গিমানমানয়ন্তুমবিকলদলকদম্বং কদম্বং সমারুহ্য কুটিলমলকনিকরং
সমূহ্যাহসমূহ্যাতুলমহিমাংলমহিমানভঙ্গায় দৃঢ়তরনিবদ্ধপরিকরঃ করকমলতলেনোল্লাস্য পুনরপুনরবশ্রংস-
মুক্ষীষপট্টমাবধ্য, মাণ্ড্যমানমাধুর্য্যো ধুর্য্যোহখিলসৌভগধুরন্ধরাণাং, ধুরং ধরাণাং স্বেদ্য আবহন, প্রথম-
কৈশোর-সুভগবয়স্তয়াহংসস্তয়া মৃদুভাবপুষ্টি বপুষ্টি পরিচ্ছিন্নে পরিচ্ছিন্নেতরগরিমানগরি-মানমর্দনমাধাতু-
কামো হর্ষোৎকর্ষোৎকমনা মনাগনুচরনিকরমালোক্য 'মা ভেতব্যমাভেতব্যমিহৈব ধেনুসম্বালনয়া
স্বাতব্যম্' ইতি হসিতসিতদশনরুচিরুচিরাধরমাভাষ্য মাভাষ্যমাণপ্রভাবো ভাবোল্লতগীরধীরতিবিষমবিষম-
হানলপচ্যমানকীলালং কীলালজিহ্বত-খচর-ভূচর-ভূতনিকরং তং মহাহৃদমতিগভীরমভীরমলপরাক্রমপরা-

৬। অনধানঘরহিতান্, তথাপ্যাস্তরজঠরাস্তবর্তিনঃ ॥

৭। শ্রীকৃষ্ণোহপি কৃষ্ণায় যমুনায়া অন্তসি নিপপাতেত্যম্বয়ঃ। কিং কর্তুং? কাঙ্গদবেয়স্মৈ কালিয়স্মৈ দ্রবে বিদ্রব-
নিমিত্তং দূরীকরণে ইত্যর্থঃ। যস্মিন্ যত্নং কুর্বন; 'যস্মৈ প্রযত্নে' দিবাदिঃ। কথম্? কদম্বং সমারুহ্য। কীদৃশম্? আকাশস্মৈ
মুখচুষ্মনার্থমিব, অগ্রদেশস্ত স্পর্শার্থমিব লক্ষ্যমানা অতিদীর্ঘা যা লালসাত্যেব, তুঙ্গিমানং তুঙ্গভূমানয়ন্তুম্, আ সমাক্
প্রাপু বস্তম্; অবিকলং তাদৃশবিষজ্জালাপ্যমানং দলকদম্বং যস্মৈ ওম্, ভাবি-ভগবচ্চরণস্পর্শমৌভাগ্যপ্রভাবাং। অমৃতমা-
হরতা গরুড়তাক্রান্ত্বাদ্বা (ভাঃ ১০।১৬।৬—ভাঃ দীঃ) "স এব একস্তত্তীরেহপি ন শুকঃ" ইতি শ্রীধরস্বামিচরণাঃ। সমূহ-
সংনহ, একীকৃত্য বন্ধিতার্থঃ। ন সম্যগ্হৃদন্তুর্কংমোহতুলো মহিমা যস্মৈ সঃ। অলমতিশয়েন, অহেঃ কালিয়স্মৈ মানভঙ্গায়
গর্দনাশায় ন পুনরবশ্রংসঃ স্থলনং যস্মাস্তথা সাদেবং নিবধ্য। তত্র সনেত্রচমৎকারমাহ—মা শোভা তয়া বধ্যমানং সর্বতঃ
সমাহৃত্য নিরুধ্যমানং মাধুর্য্যং যত্র সঃ। তথাভূতস্য তস্য তাদৃশব্যবসায়েন ব্যাকুলীকৃতং স্বমনঃ স্বয়মেবাশ্বাসয়ম্নাহ—

আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই জিয়িয়ে তুলল—যেকপে না-কি অঘাস্তর জঠরবর্তিনী নিপ্পাপ আমাদের এ
জিয়িয়েছিল। অতএব এ কোনও মৃতসঞ্জীবন পদার্থ হবে।' এ-বলে সখাগণ কৃষ্ণকে সতৃষ্ণনয়নে
দেখতে লাগলেন।

কৃষ্ণের বিষহৃদে বম্পদান ও দাপাদাপি :

৭। শ্রীকৃষ্ণ একই নাম হেতু সখ্যতায় বদ্ধ কৃষ্ণার চিত্রশোধনের জন্মই যেন সেই কালিয়কে
দূরীকরণার্থে যত্নশীল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন—আকাশমুখ-চুষ্মনার্থ অতি দীর্ঘ লালসায় অতি উচ্চতাপ্রাপ্ত,
অম্লানপত্রে সুশোভিত কদম্ব রুক্ষে। তর্কের অগম্য অতুল মহিম সেই শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ের গর্ব চূর্ণবিচূর্ণ
করে দেওয়ার ইচ্ছায় মুষ্টিবদ্ধ করে কুটিল কুন্তল বেঁধে নিলেন, অতি দৃঢ় করে বস্ত্রাদি পড়ে নিলেন,
মাথায় পাগড়ি করকমলতলের দ্বারা উঠিয়ে যাতে পড়ে না যায় সেভাবে পুনরায় বসিয়ে বেঁধে নিলেন।
অতঃপর সেই শোভাদ্বারা বন্দিকৃত মাধুর্য্যে মোহন, অখিল পরাক্রমশালীদের মধ্যে অতি মুখ্য, গৌরবের
সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত, হর্ষে উচ্ছল, উৎকণ্ঠিতমনা শ্রীকৃষ্ণ প্রথমকৈশোর-সুখদবয়সহেতু আয়াসবান-
মধ্যমাকার-সুকুমার নরবপুতেই পর্বতপ্রমাণ স্তৈর্য্যভাব ধারণ করিয়ে অনুচরদের দিকে একটু তাকিয়ে

হইক্রমগকুশলতয়া কুশলতয়া সুরুচি-রুচিরপৰলশকলমিব মন্থমানোহন্থমানোংকৰ্ষহারী দূরতরমুড্ডীয় ঝং
জিঘৃক্ষনতিতরস্বী মংস্তরঙ্ক ইব তরসা রসাদন্তসি নিপপাত । ততশ্চ,

নিপ্পাতাবেগবিগ্ন-দ্বিগুণিতলহরীজালমুদ্বোদ্ধার্ববুদ্ধি-

প্রক্ষারক্ষেম ফেনক্ষুরত্করগরলক্ষীতিবিফায়িতান্তঃ ।

আমূলস্থলকুলঙ্কষতরল-সমুত্তুঙ্গভঙ্গপ্রসঙ্গ-

ত্রাসাদদূরেহপসর্পং-পশু-পশুপশিশু ক্ষুরতাহসীদহুদন্ত ॥

অখিলসৌভগধুরঙ্করাণাং ধূষঃ । সৌভগমত্র মহাপরাক্রমঃ, সুরুচীতিবা ; “ভগং শ্রীকামমাহাশ্রয়-বীৰ্যযত্নার্ককীর্ষি” ইত্য-
ভিধানাং ; ততশ্চ পরাক্রমভারবতাং মহাকাণ্ডিমতাং বা মধ্যে ধূষোহতিমুখ্য ইত্যর্থঃ । তাদৃশকালিয়মর্দনমপ্যন্ত ঈষৎ-
করমেব, কা চিস্তেতি ভাবঃ । সবিস্ময়সাঁংকারমাহ—প্রথমকৈশোরমেব ভ্রুতগং বয়ো যন্ত তন্তু ভাবন্তু তয়া পরিচ্ছিন্নে
বপুষি ধরাণাং পর্বতানাং স্বেদঃ স্বেদস্ত ধুরং ভারমাবহন্ সমাগ্ ধারয়ন্ । তাদৃশবয়স্তুয়া কীদৃশা ? আয়স্তুয়া আয়াসবত্যা
প্রথমকৈশোরে হি বিবিধকৌতুকময়চেষ্টিভোদগমঃ স্বভাবাদেব ভবতীত্যর্থঃ । ‘যস্ম প্রযত্নে’ কর্ণনিষ্টান্তঃ । বপুষি
কীদৃশে ? যুত্ভাবং সৌকুমার্যং পুষ্পাভীতি তস্মিন্ ; “কোমলং যুত্ভং যুত্” ইত্যমরঃ । অতএব পরি সর্বতোভাবেন
ছিন্ন ইতরেযাং গরিমা গৌরবং যেন সঃ । ন অঞ্চতি গচ্ছতীত্যনক্, অরিঃ শত্রুঃ কালিয়স্তস্য মানমর্দনং গর্বচূর্ণনম্ ।
মা ভেতব্যম্ । কিঞ্চ, আভায়াঃ প্রভায়া ইতো গতো বায়ো যত্র তথাভূতং যথা শ্রাদেবং স্বাভব্যম্, যত্র স্থিতিক্রিয়ায়াং
প্রভাক্ষয়ো নাস্তীত্যর্থঃ । মংকুতে শোকো ন কার্য ইতি ভাবঃ । হসিতেতি স্বক্লেশলেশমাত্রাভাবজ্ঞাপনার্থম্ । মা-
ভাষ্যমাণো ন বাগ্-গোচরঃ প্রভাবো যন্ত সঃ, অকথাপ্রভাব ইত্যর্থঃ । ভাবেন শৌর্ষেণোন্নতা ধীরা নিক্ষম্পা ধীর্যন্ত সঃ ;
অতএব তং মহাহুদমতিগন্তারমপি অভীর্ভয়রহিতঃ, অমলেন পরাক্রমেণ পরন্তু শত্রোৰ্যদাক্রমণং তত্র কুশলতয়া দক্ষতয়া ।
কুশং জলং তৎসম্বন্ধিতা লতয়া শৈবালেন সুরুচিরং চিরপঙ্কলশকলং চিরকালীনক্ষুদ্রসরঃখণ্ডমিব মন্থমানঃ ; “কুশমপ্পু-
চ” ইত্যমরঃ । অত্র কুশলতাহেন কালীয় উৎপ্রেক্ষিতঃ । অন্থ মানোংকর্ষো হরতীতি সঃ । মহাহুদং কীদৃশমপি ?
অতিবিষমং বিষমেব মহানলন্তেন পচ্যমানং কীলালং জলং যত্র তম্ । কীলাভিজ্জালাভিলজ্জিতো মারণার্থং স্রজলে
বেগেন পাতিতঃ খচরাণাং পক্ষিণাং ভূচরাণাং তটে যুগাদীনাক ভূতানাং প্রাণিনাং নিকরো যেন তম্ ; “বল্লেব্বয়ো-
জ্জালকীলো” ইত্যমরঃ । অতিতরস্বী বেগবন্তরঃ । মংস্তরঙ্কঃ ‘মাছরাজা’ ইতি খাতঃ পক্ষিবেশেষঃ । দৃষ্টান্তোহয়ং

দেখে নিয়ে বললেন—‘ভয় কর না, মঙ্গলপ্রভায় অমঙ্গল চলে গিয়েছে, খেয়ল সন্তালনের জন্ত এখানেই
অপেক্ষা কর ।’ এ-বলে হাসিতে উচ্ছল গুহ্র দশনকাস্তিতে উজ্জল অধরবিশিষ্ট, অকথা প্রভাবশালী,
শৌর্ষে উন্নত, বুদ্ধিতে ধীর, অস্ত্রের অভিমানদর্পহারী শ্রীকৃষ্ণ শত্রুর পরাক্রম-আক্রমণকালে দক্ষতা থাকায়
ক্রতবেগে উৎসাহে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—বিষম বিষমহানলে পচ্যমান জলপূর্ণ জ্বালায় খচর-
ভূচর-ভূতগণকে স্রজলে পাতনকারী মহাহুদকে শৈবালে মনোহর ক্ষুদ্র জলাশয়ের মতো মনে করে,
দূর থেকে উড়ে এসে মাছ ধরবার জন্ত ক্রতবেগে ঝপ করে জলে পতনশীল মাছরাজা পাখীর মতো ।

এতে হৃদের বুকে মহা আলোড়নের সৃজন হলো—সেই ঝম্পের বেগে তরঙ্গমালা কুটি কুটি হয়ে
ভেঙ্গে গিয়ে দ্বিগুণিত হয়ে পড়ল, ক্রমে ক্রমে ঐ আলোড়ন বেড়ে গিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, ফেন
তথা তৎকালে উদিগরিত বিষম গরলের দ্বারা ক্রমে ক্রমে হৃদের জল ফেঁপে ফুলে উঠল—আমূলস্থল-

৮। কিঞ্চ, পাতালোদরদরণেচ্ছয়েব মজ্জনং, মজ্জানং ক্ষুটিমিব কম্পয়ন্নহীনাম্।

আন্দোলং ব্যতনুত বাহুমণ্ডলাভ্যাং, প্রেঙ্খোলগরলশিখাভূতো হৃদস্ত ॥

৯। ততশ্চ, কুতোইকস্মাদস্মাদৃগপরিচিতোইয়ং হৃদপয়ঃ-

সমান্দোলো দোলোল্লহরিভরভীমঃ সমজনি।

ইতি ক্ষায়ন্তর্কস্ময়রসভূতা তেন ফণিনা

ফণীন্দ্রাণাং তেজোহর ইব মণীন্দ্রঃ স দদৃশে ॥

১০। তমালোচ্য তমালোচ্যমান-সাদৃশ্যং দৃশ্যং নিরাতঙ্কং তং কঞ্চন পরমমনোহরং হরন্তুমিব দর্পং কন্দর্পং কংসয়ন্তুমিব মাধুর্যেণ মাধুর্যেণ সপ্রকোপকৃষা পরুষায়িতমনাঃ প্রোঢ়াভোগেন ভোগেন স কালীয়ঃ

নির্ভয়তয়া গ্রহণমাত্রাংশ এব জ্ঞেয়ঃ; রসাদত্যাংসাহবশাদিতার্থঃ ততো হৃদস্ত ক্ষুদ্রতা ক্ষোভ আসীদবভূব। কীদৃশং যথা শ্রুতং? নিস্পাতস্ত্রাবেগেন সমাগ্বেগেন বিগ্ধং বিকলীকৃতং দ্বিগুণিতং চ লহরীজালাং তরঙ্গসমূহো যস্মাস্তৎ। তথা উর্ধ্বোর্ধ্বমুপযুপরি বৃদ্ধেঃ প্রক্ষারো বিস্তারন্তু ক্ষেমা বহুত্বং যত্র তৎ। উপযুপরি ক্রমেণ ক্ষোভন্ত বৃদ্ধিরপি বহু-বিস্তৃতাঙ্গাদিতার্থঃ। ফেনৈস্তথা তদানীন্তনৈঃ ক্ষুব্ধিকুরুগরলৈশ্চ ক্রমেণ ক্ষীতানি বৃদ্ধানি বিক্ষায়িতানি বিবধিতানি চাত্মাংসি যস্মাৎ তন্তথা। আমূলং মূলমভিব্যাপ্য স্থলানাং কূলকৃষাণাং কূলকর্ত্তনকারিণাং তরলানাং চপলানাং সমুত্তুঙ্গা-নামত্যাচ্চানাং ভঙ্গানাং তরঙ্গানাং প্রসঙ্গাং প্রসন্তেজাসাং। দূরে তটাদপি দূরেহপসর্পন্তঃ পশবো গবাচ্চাঃ পশুপশিশবঃ কৃষ্ণসখায়শ্চ যতন্তং, সর্বমেতং ক্ষোভক্রিয়াবিশেষণম্। তেষাং তন্তুচ্ছন্দেনোক্তিঃ স্বভাবভীকৃতব্যঞ্জিকা ॥

৮। দরণং দলনম্, বলয়োরৈকাং। প্রেঙ্খোলস্তীং চলন্তীং গরলশিখাং বিভর্ত্তীতি তন্ত ॥

৯। ক্ষায়ন্ বৃদ্ধিং গচ্ছন্ তর্কো যত্র তথাভূতং স্ময়রসং বিভর্ত্তীতি তেন কালিয়েন ফণিনা স শ্রীকৃষ্ণো মণীন্দ্র ইন্দ্রনীলাখাঃ, তত্রাপ্যদ্বুতং ফণীন্দ্রাণাং তেষাং তেজোহর ইবেতি। যদ্বা, জাতৈব ফণীন্দ্রেতেজোহরণশীলঃ কশ্চিন্নমণীন্দ্র ইতি ॥

১০। তং শ্রীকৃষ্ণমালোচ্য স কালিয়ো ভোগেন অশরীরেণ সমবেষ্টয়দিত্যয়ঃ। তং কীদৃশম্? তমালেন সহোচ্য-

তটভঙ্গকারী-চঞ্চল-অতিউচ্চ-বিশাল তরঙ্গ দেখে ভয়ের সঞ্চারে রাখালগণ ও গোসমূহ সরে গেল।

৮। আরও, শ্রীকৃষ্ণ পাতালের তলদেশে দলনেচ্ছাতেই যেন ডুব দিতে দিতে, স্পষ্টই যেন কালিয়ার মজ্জাতে কম্পন ধরিয়ে দিতে দিতে চঞ্চল গরলশিখায়ুক্ত হৃদের জল আলোড়িত করতে লাগলেন বাহুযুগলের দাপাদাপিতে।

৯। অতঃপর, ‘অহো কোথেকে অস্মাদৃশ জনের অপরিচিত কে-এ চঞ্চল তরঙ্গোপরি ভয়ঙ্কর মূর্তি অকস্মাৎ হৃদের জল আলোড়িত করে তুলছে!’ এরূপ উচ্ছলিত তর্কজড়িত বিস্ময়রসে আকুল সেই কনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখল—ফণীন্দ্রের তেজোহর মণীন্দ্রের মতো।

কালির-বেষ্টনে কৃষ্ণ :

১০। তমালবৃক্ষের সহিত বর্ণনযোগ্য সাদৃশ্যবিশিষ্ট, নয়নমঞ্জলদায়ক, নিরাতঙ্ক, পরমমনোহর, দর্পসংহারক, শোভার বলকে উজ্জলীকৃত মাধুর্যে কন্দর্পধিকারী, চিরপ্রসিদ্ধ, কোনও অনির্বচনীয় পীত

কালীয়কসুরভিশরীরং সমবেষ্টয়ৎ । ভগবানপি ন পিহিতৈশ্বর্যঃ প্রগল্ভে ॥

১১ । তমথ মথনমঘস্ত প্রাংশুপ্রাংশুভরেণ তেনৈব কৈশোরোৎসবপুষা বপুষা স্তোকমপি কমপি মহাযামমিব মন্থমানো মানোদ্ধতঃ স ভোগী ভোগকাণ্ডেন প্রকাণ্ডেন প্রবেষ্টয়ন্নপৰ্য্যাপ্তমম্বভুং ॥

১২ । এবমিচ্ছয়াচ্ছয়াহুপন্নপন্নগবন্ধলীলো ভদ্রশ্রীতরুরিবাহসাবক্ষোভো বক্ষোভোমিশ্রিতব্যনব্য কোস্তভস্ত ভগবান্ তাবদেব বালম্বিষ্ট, যাবৎ কর্তব্যফণিবরফণামণ্ডলতাণ্ডবালোকো লোকোত্তরচমৎকারী ভবতি অত্থকামখিলানামখিলানামেব ব্রজবাসিনামিতি অনন্যদেবতেশ্বামন্যদেব তেশ্বামথ প্রেম বর্দ্ধয়িতুং বর্দ্ধয়িতুং চ ধৈর্য্যং ত্রাগমনায় রাগমনায়ত্তং চ বিলোকয়িতুমাতক্ষপিশুন্যামাহু নানারিষ্টকল্পনাং ব্রজে কারয়ামাস ॥

মানং বর্ণমানং সাদৃশ্যং যন্ত তদ । দৃশ্যং দৃগ্ ভ্যাং হিতং বস্তুশক্তিস্বভাবোনাপি সমস্তদুরিতনাশাম, নিরাতঙ্কং নিঃশঙ্কং তং বহুকালতোহপি প্রসিদ্ধং কঞ্চনানির্বচনীয়ং দর্পং হরন্তং সংহরন্তমিব । কন্দর্পং কামদেবমপি মাধুর্যেণ কংসয়ন্তং ধিক্-কুর্লন্তম্ ; “কসি হিংসায়াং” চুরাদিঃ । মাধুর্যেণ কীদর্শেন ? মা শোভা তস্তা ধুর্যেণ । অত্র তমালেতি দৃশ্যমিতি পরমেতি কন্দর্পেতি চ বিশেষণচতুষ্টয়েন তাদৃশমাধুর্য্যালিনমপি নৃশংসঃ কালীয়ো হিংসার্থং তথাকরোদिति । তথা নিরাতঙ্কমিতি দর্পং হরন্তমিতি বিশেষণাভ্যাং তাদৃশপ্রভাবশালিত্বেনাতুভূয়মানমপি তং তথাহকরোং স মহামূর্খ ইতি বিরোধো দ্ব্যোতিতঃ । তত্র সমাধস্তে—সপ্রকোপেতি । প্রকোপো বুদ্ধিঃ, যথা পিত্তপ্রকোপো জ্বরপ্রকোপ ইতি । সপ্রকোপয়া বর্ধমানয়া ক্রয়া পরুষায়িতমনাঃ কটুকৃতচিত্তঃ । প্রৌঢ় আভোগঃ পরিপূর্ণতা যন্ত তেন ; “আভোগঃ পরিপূর্ণতা” ইত্যমরঃ । কালীয়ো দীর্ঘমধোহপি । কালীয়কং ‘কলম্বক’ ইতি খ্যাতং স্তগন্ধিকার্ঠম্ । প্রজগল্ভে প্রাগল্ভ্যমকরোং ॥

১১ । তং ভগবন্তম্, প্রাংশুরুন্নতঃ, প্রকৃষ্টোহংশুভবো যত্র তেন ; “উচ্চপ্রাংশুরুন্নতোদগ্রাঃ” ইত্যমরঃ । মহাযামঃ বিস্তারম্, মানোদ্ধতো গর্বোদ্ধতঃ, যতো ভোগী ফণী, বিষয়ভোগবাংশ ॥

১২ । অচ্ছয়া নির্মলয়া, নাত্র কুযুক্তিঃ কল্পনীয়েতি ভাবঃ । প্রাপ্তসর্ববন্ধলীলঃ । ভদ্রশ্রীতরুশ্চন্দনবৃক্ষঃ ; অক্ষোভঃ ক্ষোভরহিতঃ ; অত্র কালিয়দমনলীলায়াং প্রয়োজনাস্তরমপি নিগূঢ়মন্তীতাহ—বক্ষসো ভা কান্তিস্তয়োং কর্ষেণ মিশ্রয়িতব্যো

চন্দনে সুরভিত সেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখে জ্বরপ্রকোপের মতো বর্দ্ধমান ক্রোধে ঝাঁঝালো সেই কালিয় তার বিশাল শরীর দ্বারা জড়িয়ে ধরল ।

১১ । অতঃপর গর্বোদ্ধত সেই ভোগী কালিয় তার সেই অতিপ্রখর তেজশালী কৈশোর-আনন্দোচ্ছল শরীরের অনুপাতে আকারে ছোট হলেও সেই অঘমথন ভগবানকে তৎকালে কোনও অনির্বচনীয় মহাবিস্তারপ্রাপ্ত বস্তুর মতো মনে করতে লাগল—তার বিশাল শরীরের দ্বারা তাঁকে পরিবেষ্টন করে সে যেন নিঃশেষিত হয়ে গেল ।

১২ । এইরূপে নিজের নির্মল ইচ্ছায় সর্ববন্ধনলীলায় লীলায়িত, চন্দন তরুর মতো সহিষ্ণু, বক্ষোকান্তির সহিত নবকোস্তভের একান্ত মিশ্রণাভিলাষী ভগবান্ ফণিবরের ফণামণ্ডলে যে তাণ্ডবনৃত্যের ইচ্ছা করছেন তার আরম্ভে বিলম্ব করতে লাগলেন যতক্ষণ-না কৃষ্ণাভিন্ন অত্থ কামনারহিত, অত্থ দেবতাগণে স্পৃহাহীন, সর্ববিলক্ষণ ব্রজবাসিদের নয়নের লোকোত্তর চমৎকারী হয় এ-নৃত্য । অতঃপর

১৩। তাবদেবমুকুলমুকুল-বিপর্যস্ত-প্রাণেশ-শ্রীকৃষ্ণোথান-বিলম্ব-লম্বমানমাভীলমাভীলমালম্ব-
মানাঃ পশবঃ শিশবশ্চ শিখিলজীবনা বিহায়সি চ বিহায় সিচয়কচপ্রচয়াদি-সম্বরণং গীর্বাণা বাণাহতা ইব
মর্মবাথাপন্ন্য হাহেতি শ্রবদশ্রবদনধাবনা ধাবনাসমর্থ্য নিধায় করযুগলং মূর্দ্ধনি ধ্বনিমুক্তকণ্ঠমুভয়ে ভয়েন
শোকেন কেনচিদার্ত্যঃ ‘কষ্টং ভোঃ কষ্টং হা হতা হা হতাঃ স্ম’ ইতি নিরালোকং লোকং সকলমেব
বীক্ষমাণা যাবদাসাদিত-মূর্ছাং মূর্ছাং প্রাপ্নুবন্তি স্ম, তাবদেব ব্রজনগরজনগরলোদধিনেবাতিকষ্টেনারিষ্টেনা-
বিকৃতিবিকৃতবিভাবকেনেবাভাবি ॥

মিশ্রয়িত্বমাণো নব্যঃ কৌস্তভো যেন সঃ, স্ততানন্তরং কালীয়পত্নীভিঃ কৌস্তভরত্নতোপহারীকরিত্বমাণত্যাং। যাবতি
যৎপরিমাণকে কর্তব্যো করিত্বমাণে ফণিবরস্ত ফণামণ্ডলে তাণ্ডবস্ত্রালোকো লোকোত্তরচমৎকারী ভবতি, তাবৎ তৎ-
পরিমাণকং ব্যলম্বিষ্টে, বিলম্বমানো বভূবেত্যন্থঃ। কৃষ্ণস্ত তুঙ্গতালুসারেণ তেন স্বতুঙ্গতাপিক্ষারং। কেষাং চমৎকারী ?
অগ্ন্যকামেষু কৃষ্ণভিন্নবস্তুকামনায়াং খিলানাং ন্যূনানাং রহিতানামিতি যাবৎ। অখিলানাং সমস্তানামিতি হেতোঃ।
অখিলানামিত্যুক্তং তত্র তেষাং নগরস্থানাং নন্দাদীনাং সর্বেষাং কথমাগমনং সম্ভবোদতি তদানীন্তন-তাদৃশেচ্ছাশক্তা এব
দুর্লক্ষণং প্রদর্শ্য ব্রজাঙ্গিকাস্ত সর্ব এব তে স্বয়মানায়য়ামাসিবে শীঘ্রমেবেত্যাহ—অনন্তোতি। ন অত্যাং দেবতামপীচ্ছন্তীতি
ক্ৰিপ্, তেষাং দেবতাপি যদি পুত্রাদিরূপেণ স্বয়মাগত্য তিষ্ঠেৎ, তামপি শ্রীকৃষ্ণং বিনা নেচ্ছন্তীত্যর্থঃ। নহু তর্হ্যেবংভূতানপি
তান্ বিষহদস্থং স্বং দর্শয়িত্বা দুঃখয়িত্বাতোব কেবলমিত্যত্র ‘ন হি ন হি ইত্যাহ—অন্যদেব সর্ববিলক্ষণং প্রেম বধতিতুম্।
আয়ত্যাং স্বপ্রাপ্ত্যা তেষাং পরমানন্দসিক্কো মজ্জয়িত্বমাণত্যাং। অতএব ধৈর্যঃ বধয়িতুং ছেস্তুম্, ‘বধং ছেদনে’ চৌরাদিকঃ।
রাগমমুরাগম্, অনায়ত্তমপরোধীনম্, আতঙ্কপিশুনাং ভয়সূচিকাম্, আশু শীঘ্রম্, নাম প্রাকাশ্চে, অরিষ্টস্ত কল্পনামিত্যানেন
তত্ত্বাপান্তবৎ ব্যঞ্জিতম্,—অথবকাদিবধলীলায়ামিবাভ্রাপি কৃষ্ণস্ত সর্বথা অস্তিমত্তেন স্থিতেঃ ॥

১৩। তাবদেবমেনে প্রকারেণ কুলমহু তটং লক্ষীকৃত্য-অমুকুলস্ত বিপর্যস্তং প্রতিকূলং প্রাণেশস্ত শ্রীকৃষ্ণোথান-
বিলম্বেন লম্বমানং দীর্ঘাভবং আভীলং কষ্টমালম্বমানা আশ্রয়ন্তঃ। বীদৃশম্ ? আ সম্যক্প্রাকারেণ ভিয়ং লাতি দদা-
তীতি তৎ। বিহায়সি আকাশে, ইত্যনুসন্ধানাভাবব্যঞ্জকম্। গীর্বাণা দেবাঃ, শ্রবতা অশ্রেণ বদনানাং ধাবনং প্রক্ষালনং

তাঁদের প্রেমবর্দ্ধনের জন্তু, শীঘ্র যাতে চলে আসে সে-উদ্দেশ্যে তাঁদের ধৈর্য হ্রাস করে দেওয়ার জন্তু,
সর্বতন্ত্রসতন্ত্র অনুরাগ দর্শনের জন্তু ব্রজে আতঙ্কসূচক অরিষ্ট-কল্পনার উদয় করালেন তিনি।

ব্রজবাসীগণের ভয় ও বিলাপ :

১৩। সেই সময়ে এই প্রকারে তট থেকে দূরে প্রতিকূল অবস্থায় পতিত প্রাণদেবতা শ্রীকৃষ্ণের
উত্থানের বিলম্বকাল দীর্ঘ হতে থাকলে অতি ভয়ঙ্কর দুঃখে অভিভূত সহচর শিশুগণ ও গোসমূহ প্রায়
মরণদশায় এসে উপস্থিত হলেন। আকাশে দেববৃন্দ বস্ত্র-কেশকলাপাদি সম্বরণ না করেই বাণাহত
জনের মতো কাতর হয়ে এসে ‘হায় হায়’ করে উঠলেন। শিশুগণ দৌড়তে অসমর্থ হয়েও মাথায়
হাত দিয়ে অশ্রুবিসর্জন করতে করতে দৌড়তে দৌড়তে আর্তস্বরে চিৎকার করে শোক করতে লাগলেন—
‘হা কষ্ট হা কষ্ট হায় হায় মরে গেলাম গো মরে গেলাম’—এরূপে কোনও অনির্বচনীয় ভয় ও শোকে
আর্ত শিশুগণ ও গোসমূহ উভয়ে যখন সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখতে লাগলেন তখন অতি প্রবল মূর্ছা

১৪। যথা দিনকরমুখাভিমুখ-মুখরতা-খরতার-ধ্বনি-ধ্বনিতাশিবাভিঃ শিবাভিনিধূলীধূলীঢাভিরপি ধূমধূমলতয়া মলীমসতয়া সম্বাদিগবলাভির্দিগবলাভিঃ, বিড়ম্বিতনির্মহোমণিনাহোমণিনা, খরতরস্পর্শনেন স্পর্শনেন, বভূবে ভূ-বেপথুনা পৃথুনা পৃথগেব, পম্পনে বামনয়নাহোমণিনাদি, পুংসাস্ত বামনয়নাদি, উভয়েষামেব ব্যথমানমানসত্বং ন সত্বং তাবৎ কমপ্যনুদেগমাশিশ্রায় ॥

১৫। ইত্যেবংবিধ-বিবিধ-বিরুদ্ধাহভাবুকভাহিবুক-মহাতঙ্ক-পঙ্কপঙ্কিলহৃদঃ সর্ব এব ঘোষা ঘোষাধি-রাজেন সমং সমন্তত উদ্ভূত-ভূত-বিপ্লবমিব মন্থমানা মানাতীতং কৃষ্ণানুভাবং হ্রুতানুভাবং ভাবং চ নানুভবন্ত

যেষাং তে। উভয়ে পশবঃ শিশবশ্চ। আসাদিতা প্রাপ্তা মুচ্ছাসমুচ্ছয়ো যয়া তাম্, অতিমহতীং মুচ্ছামিতার্থঃ; ‘মুচ্ছা মোহসমুচ্ছয়োঃ’ ইতি ধাতুপাঠাৎ। ব্রজনগরস্থজনেষু গরলসমুদ্রেণেব অরিষ্টেনাভাবি অভূয়ত। কীদৃশেন? অবিকৃতি-বিশেষেণৈব ক্রিয়ারাহিত্যং নিশ্চেষ্টং প্রলয় ইতি যাবৎ। সৈব বিকৃতিঃ সাত্ত্বিকবিকারোইষ্টমন্তদ্বিভাবকেন তজ্জন-কেনেব ॥

১৪। দিনকরমুখাভিমুখাভিমুখত্যাগে কৃতানি মুখানি তেষাং মুখরতয়া মৌখর্ষণে হেতুনা যঃ খরন্তার উচ্চতরো ধ্বনিস্তেন ধ্বনিতং ব্যঞ্জিতমশিবমন্তুভং যাভিস্তথাভূতাভিঃ সতীভিঃ শিবাভিঃ শৃগালৈর্বভূবে অভূয়ত। ধূলীনং ধূঃ কম্পনং বায়ুগতা চলনং তয়া যা রীঢ়া নিন্দ্যেতেনাবজ্ঞাস্তাভ্যো নির্গতাভিরপি; “রীঢ়াবমানাবজ্ঞা” ইত্যমরঃ; রলয়োরৈক্যম্। সম্বাদি সাদৃশ্যধারি গবলং মহিষং শৃঙ্গং যাসাং তাভির্দিগ্ভিরেবাবলাভিঃ স্ত্রীভিঃ। অহোমণিনা সূর্যেণ। কীদৃশেন? বিড়ম্বিতোইহুক্কতো নির্মহা নিস্তেজস্কো মণির্যেন তথাভূতেন বভূবে। স্পর্শনেন পবনেন। ভূবেপথুনা ভূকম্পেন পৃথগেবেতি সর্বতোহপ্যাদিক্যোত্তনায়। বামনয়নানাং নারীগাম্, অবামনয়নাদি দক্ষিণনয়নভূজোঃ, পুরুষাণাং তু তদ্বিপর্ষয়েণ বামনয়নভূজোঃ; উভয়েষাং পুংসাং স্ত্রীণাঞ্চ সত্বং প্রাণঃ কমপ্যনুদেগং ন আশিশ্রায়, ন প্রাপ, কিন্তু সর্বমেবোদেগমিতার্থঃ। “সত্বং ভাবে স্বভাবে চ ব্যবসায়প্রভাবয়োঃ। পিশাচাদৌ গুণে প্রাণে বলে জন্তৌ চ চেতসি ॥” ইত্যমরমালা ॥

এসে তাঁদের গ্রাস করল। আর সেই সময়ে ব্রজনগরজনের নিকট সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতারূপ প্রলয় নামক অষ্টমসাত্ত্বিকবিকারের উৎপাদক, গরলসমুদ্রের মতো অতিশয় কষ্টপ্রদ, অমঙ্গলসূচক উৎপাত এসে উপস্থিত হল।

১৪। (এই অমঙ্গলসূচক অরিষ্ট কিরূপ তাই বলা হচ্ছে—)

শৃগাল সূর্যের দিকে মুখ করে মুখরতায় খর হয়ে উচ্চধ্বনিতে অশুভ ব্যঞ্জনা করতে লাগল, উদ্ভূত ধূলি কম্পনের দ্বারা দিগ্বলয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করায় দিগ্বলয় ধূলিহীন হয়েও ধূমে ধূমল মলে মলিনতা প্রাপ্ত হয়ে মহিষশৃঙ্গবর্ণের সাদৃশ্য লাভ করল, সূর্য নিস্তেজ মণির সাদৃশ্য লাভ করল, পবন খরতর বইতে লাগল, আর সর্বাধিক অমঙ্গলসূচকরূপে দেখা দিল অতি প্রবল ভূমিকম্প, রমণীদের দক্ষিণভূজোঃনয়নাদি আর পুরুষদের বামনয়নাদি স্পন্দিত হতে লাগল—উভয়েরই মন ভরে উঠল বেদনায়, প্রাণে কোনপ্রকার স্বস্তি এল না, সব কিছুই উদেগপূর্ণ মনে হতে লাগল।

১৫। এইরূপ উপর্যুক্তপ্রকার বিবিধ বিরুদ্ধ অমঙ্গল-তেজের জনক মহা আতঙ্কপঙ্কে পঙ্কিল

ইতি তং প্রতি শশঙ্কিরে ॥

১৬। ‘অহো ! অদ্ভ মহাবুদ্ধিবলেন বলেন বিনা বনং গতবানেকোহনেকোপদ্রবকরাহবকরাহরি-
ঘোরং নিরঘোহরং নিরবধানৈঃ শিশুভিঃ পশুভিঃ নাভিজৈঃ সহ স হতাঃ স্মো ন বিদ্যঃ শিব ! শিব !
কিং কষ্টং সমজনি’ ইমি নীতিমদুঃ ॥

১৭। হরিতমেব যথাবস্থিতমবস্থিতমপহায় হায়নোধর্মপি বালকমারভ্য সকলা এব বিকলা,
বিকলা এব বিবুদ্ধশোককৃষ্ণবর্জনা কৃষ্ণবর্জানামুদ্দেশেন কুলবধূসমেতপুৰপুৰস্ত্রীভিঃ সমং ব্রজেশ্বরী বালবুদ্ধ-
তরুণাভীরৈঃ সহ সহসঙ্কষণো ব্রজেশ্বরশ্চ ত্রিভুবনবিলক্ষণলক্ষণভগবচ্চরণকমললক্ষ্মীসারং কাতর-
মনসো মনসোইগ্রত এব তং দেশমাসেতুঃ। কেবলং স্থাবরতয়াহবরতয়া শোচন্তীবাগ্মানমনিশান্তানি
নিশান্তানি স্থিতানি ॥

১৫। এবংবিধং বিবিধং বিরুদ্ধং যদভাবুকমকুশলং তস্ম ভা কাস্তিস্তস্তা আবুকেন জনকেন মহাতঙ্করূপপঙ্কেন
পঙ্কিলং হং যেষাং তেঃ “অথাবুকো জনকঃ” ইত্যমরঃ। ঘোষা গোপাঃ, মানাতীতং সংখ্যাভীতং কৃষ্ণস্তাহুভাবং
প্রভাবম্, অনুভাবং ভাবঞ্চ অনুভূয় অনুভূয়াপি নানুভবন্তঃ। অত্রাদৌ ধাতুঃ সাধনেন যুক্ত্যে, পশ্চাদুপসর্গেণেতি-মতে
গমূলস্তস্ম দ্বিত্বানন্তরমুপসর্গযোগ ইতি। তং প্রতি শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ॥

১৬। কং শশঙ্কির ইত্যত্রাহ—অহো অশ্চেতি। বলেন বলদেবেন। বনং কীদৃশম্? অনেকোপদ্রবকরোহবকরো
দোষো যেষাং তৈররিভিঃ শত্রুভির্ঘোরম্। স কৃষ্ণস্ত নিরঘঃ কস্তাপ্যপরাধং ন করোতি, তথাপীত্যর্থঃ ॥

১৭। অবস্থিতং ভোজনপানাদ্যবস্থাং তত্ত্বেচ্চেষ্টামিতিার্থঃ। তত্রাপি যথাবস্থিতং তত্ত্বেচ্চেষ্টানামপি তথা তথা ভাব-
মনতিক্রম্য সমাপ্তিমনপেক্ষা মধ্য এব বিহায়েত্যর্থঃ। শোককৃষ্ণবর্জনা শোকাগ্নিনাঃ—“কৃষ্ণবর্জা শোচিক্ষেণ উষবুধঃ”

হৃদয় গোপগণ সকলেই ঘোষাধিরাজের সহিত মনে করলেন যেন চতুর্দিক থেকে উঠে এসে ভূতলে
ছড়িয়ে পড়ছে প্রলয়ের মতো কোন কিছু। অসংখ্য কৃষ্ণবর্জ্য অনুভূত হতে হতেও মানুষের আবরণে
পড়ে অননুভূতের মতো রয়ে গিয়েছে যাদের ভিতরে সেই তাঁদের মনে কৃষ্ণসম্বন্ধে নানাবিধ শঙ্কার উদয়
হতে থাকল।

১৬। ‘নীতিবিজ্ঞ গোপেরা বিলাপ করতে লাগলেন—অহো, অনেক উপদ্রবকর দোষে ছুঁষ্ট
শত্রুগণের দ্বারা উপদ্রুত ঘোর বনে অনবধান অনভিজ্ঞ শিশু-পশুর সহিত আমাদের নিরপরাধ কৃষ্ণ
মহাবুদ্ধি বলে বলীয়ান বলদেব বিনা একা তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছে, হায় হায়, আমরা মরে গেলাম,
এখান থেকে বুঝতে পারছি না শিব ! শিব ! তার কি কষ্ট উপস্থিত হল।’

১৭। ভোজনপানাদি চেষ্টা যেমন যেমন অবস্থায় ছিল তাড়াতাড়িতে সেই অবস্থাতেই ছেরে
দিয়ে বৎসরাধিক বয়সের বালক থেকে আরম্ভ করে ভয়বিহ্বল কাতরমনা তাঁরা সকলেই প্রজ্জ্বলিত
শোকাগ্নিতে অস্থির অবস্থাতে যমুনার পথ সন্ধান করে ব্রজেশ্বরী কুলবধূ-সঙ্গত পুরস্ত্রীগণের সহিত
এবং ব্রজেশ্বর বালবুদ্ধতরুণ গোপসমন্বিত সঙ্কষণের সহিত ত্রিভুবন-বিলক্ষণ-লক্ষণ ধ্বজবজ্রাদি চরণকমলচিহ্ন
অনুসরণে মনোবেগের থেকে অধিক বেগে সেই কালিয়হৃদয়ের তটে পৌঁছে গেলেন।

১৮ । এবমাগতাশ্চ তে তং দেশং তদেশং তমন্তরেণ রুদতঃ শিশুনপি পরমশোকাতুরানবলোক্য
প্রশ্নমন্তরেণৈবমন্তরেণৈব নিবেদিতমবগত্য শ্রীকৃষ্ণস্ত বিষহৃদাপ্লাবনং বিষহৃদাপ্লাবনং কৃতবন্তমিবাশ্রানং তটস্থা
এব জানন্তি স্ম ॥

১৯ । আপাদাগ্রশিরোবিষানলমহোমাহাঅদক্ষা ইব
জ্বালাজালকরালভস্মিতহৃদঃ সর্বে নিপেতুভূবি ।
বাত্যাবর্তবিপাটিতা ইব লতা নার্যো নরাশ্চ ক্ষণা-
মূলচ্ছেদধূতা ক্রমা ইব হৃদপ্রান্তস্থলীং তন্তরঃ ॥

২০ । হা তাত তাতবৎসল, কিং কৃতমতিসাহসং সহসা ।
ইতি বাস্পরুদ্ধকণ্ঠং, রুদম্মূর্চ্ছ ব্রজাধীশঃ ॥

২১ । ব্রজজনপ্রিয় বৎস বিপদ্যতে, ব্রজজনস্তব দর্শয় সন্নিধিम् ।
অহহ হা বত হেত্যনুলাপিন-, স্তমভিতঃ পতিতা ভুবি গোহুহঃ ॥

ইত্যমরঃ। তং দেশং কালিয়হৃদতটম্। স্বাবরতয়া আশ্রানমবরতয়া অবরতেন নিকৃষ্টত্বেন গমনাসামর্থ্যেন শোচন্তীষ।
অতএব অনিশান্তানি, ন নিতরং শান্তানি দুঃখশাস্তিসম্প্রাপ্তানীত্যর্থঃ। নিশান্তানি গৃহাণি; “নিশান্তবস্ত্যসদনম্”
ইত্যমরঃ ॥

১৮ । তদা তস্মিন্ কালে ঈশং শ্রীকৃষ্ণং তমন্তরেণ বিনা রুদতঃ, অতএব ক স ভবতাং প্রাণবজুরিতি প্রশ্নমন্তরেণ,
এবং হা হন্ত বিষহৃদে স প্রবিষ্ট ইতি তৈর্নিবেদিতমপান্তরেণ বিনৈবাবগত্য জ্ঞাত্বা তটস্থাঃ কুলস্থা অপি ॥

১৯ । করালং যথা শ্রান্তথা ভস্মিতং হৃৎ যেষাং তে। তন্তরুরাচ্ছাদিতবন্তঃ ॥ (২০)

২১ । হে ব্রজজনস্ত প্রিয়! বহুব্রীহির্বা, তব ব্রজজনো বিপদ্যতে ত্রিয়তে। তং নন্দমভিতঃ, গোহুহো ব্রজরাজস্ত
সখায়ঃ ॥

১৮ । এই প্রকারে হৃদের তটে আগত তাঁরা সকলে কৃষ্ণবিরহে পরমশোকাতুর শিশুদের
রোদনরত দেখে বিনা প্রশ্নোত্তরেই আকার-ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের বিষহৃদে ডুবন জানতে পেরে তটে দাঁড়ান
অবস্থাতেই মনে করতে লাগলেন যেন বিষহৃদে ডুবে গিয়েছেন।

১৯ । আপাদমস্তক বিষানল-তেজপ্রভাবে দক্ষ ব্যক্তির মতো জ্বালাজালে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত চিত্ত
তাঁরা সকলে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন। নারীগণ ঝড়ের বেগে উৎপাটিতা লতার মতো আর
পুরুষগণ মূল ছেদনে আন্দোলিত বৃক্ষের মতো ধরাশায়ী হয়ে হৃদের তটভূমি ছেয়ে ফেললেন।

২০ । ‘আরে বাপ, পিতৃবৎসল, সহসা এ অতিসাহস কেন করলে’—এ বলে বাস্পরুদ্ধকণ্ঠে
কাঁদতে কাঁদতে ব্রজাধীশ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন।

২১ । ‘হে ব্রজজনপ্রিয়, বৎস, তোমার ব্রজজন বিপদগ্রস্ত, তোমার সান্নিধ্য দর্শন করাও,
হায় হায়, হা দুঃখ’ এরূপে বিলাপকারী গোপগণ ব্রজরাজের চারিদিকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

- ২২ । সমদুঃখসুখা ব্রজেশভার্য্য, পরিতস্তাং পতিতাঃ সহৈব গোপাঃ ।
কুররীমিব শোককর্ষিতঙ্গীং, বিলপন্তীং করুণস্বরং বিলেপুঃ ॥
- ২৩ । নবমুগ্ধদৃশঃ কুমারিকাশ্চ, প্রথমানপ্রথমানুরাগভাজঃ ।
শ্রলিতা ভুবী মুচ্ছয়ৈব সখ্যা, কৃতসাস্ত্রা ইব নো তদা বিলেপুঃ ॥

২৪ । এবং তদা তদাকারাকারিতমনস্তয়াহনস্তয়াইপ্রাকৃততয়াইহততয়া চ তথাবিধেইপি শোকে জীবিতানি বিতানিত-স্বেমানি ন পরং যদি বহিরভূবন, তদা করুণবিলাপশব্দগুণং গগনম্, অশ্রুনির্বারময়ো হৃদতটঃ, নিঃসহনিপতিতৈঃ কলেবরৈশ্চিন্নলতাফ্রমময়ীব ধরণী, শোকময়ঃ সময় ইতি স্থিতে কৃষ্ণানুভাব-ভাবনাকুতূহলিনা হলিনা কিঞ্চিদুচে ॥

২৫ । ‘হংহো তাত ! তাতপ্যমান-মানসতয়া সমেধমানেন মাহনেন শোকেন স্বদেহঃ খেদয়িতব্যো

২২ । গোপো ব্রজেশ্বর্য্যঃ সখাঃ সমদুঃখসুখাঃ, তস্তাঃ স্তুথেন স্তুথিতঃ, তস্ত দুঃখেন দুঃখিত ইত্যর্থঃ । “অভিতঃ-পরিতঃ-সময়া-নিকষা-হা প্রতিযোগেষপি দৃশ্যতে” ইতি দ্বিতীয়া ॥

২৩ । নবমুগ্ধদৃশো বধবঃ ; যদা, তথাভূতা ভবত্যঃ কুমারিকাশ্চেতি চ-কারাগ্রজানাং বধুনামেবাত্র প্রাধাত-মায়াতম্ ॥

২৪ । তদা তস্মিন্ কালে তস্ত শ্রীকৃষ্ণাকাংকষণাকৃত্যা আকারিতাত্মাহুতানি মনাংসি যেষাং তেষাং ভাবস্ততা তয়া । অতএবানস্তয়া ন অন্তং গতয়া ; তত্র হেতুঃ—অপ্রাকৃততয়া । সাপি নৈকাংশেন, কিন্তু সর্বাংশেনৈবেত্যাহ—আততয়া সম্পূর্ণয়া হেতুনা, তথাবিধেইপি শোকে, জীবিতানি প্রাণাঃ । কীদৃশানি ? বিতানিতো বিস্তারিতঃ স্বেমা হৈর্য্যং যৈস্তানি । নিঃসহং যথা স্মৃত্তথা নিপতিতৈঃ । কৃষ্ণানুভাবস্ত প্রভাবস্ত ভাবনা অনুসন্ধানং তেইব কুতূহলবতেতি তস্ত প্রগাঢ়প্রেমা-বেশতিরোহিতৈশ্বৰ্য্য-জ্ঞানদেহপি তদানীমৈশ্বৰ্য্যশক্ত্যা মনসি স্বয়মেব স্মুরিতং শ্রীমদ্রন্দাদীনাং সর্বেষাং কিঞ্চিং সঙ্কুক্ষণ-প্রাপণার্থমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

২৫ । তাতপ্যমানমতিশয়েন তপ্তং ভবতি মানসং যস্মাত্তস্ত ভাবস্ততা তয়া সমাগেধমানেন বর্ধমানেন শোকেন

২২ । সমদুঃখসুখী গোপীগণ ব্রজেশভার্য্যার চারদিকে তাঁর সহিতই লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতলে— শোককর্ষিতঙ্গী বিলাপিনী ব্রজেশ্বরীর সঙ্গে সমস্বরে কুররীর মতো করুণস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন তাঁরা ।

২৩ । প্রথমান প্রথমানুরাগময়ী নবমুগ্ধনয়না বধুগণ ও কুমারিকাগণ ভূমিতে লুটিয়ে পড়লে মুচ্ছারূপা সখীদ্বারাই যেন সাস্ত্রনাপ্রাপ্ত হয়ে কোনও রূপ বিলাপ করছিলেন না ।

২৪ । এ অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণাকারে আকারিত মনোভাবের প্রভাবে এবং সর্বাংশে অপ্রাকৃততা হেতু তাঁদের প্রাণ অন্তমিত হল না । তথাবিধ শোকেও ধৈর্য্যধৃত হওয়ায় যদি অনন্তর তাঁদের প্রাণবায়ু বাইরে বেরিয়ে এল না তখন সেই বায়ুর বেগে আকাশ করুণ বিলাপ-শব্দগুণময়, হৃদতট অশ্রু-নির্বারময়, ধরণী ভূবার শোকে ভুলুপ্তিত কলেবরে যেন ছিন্নলতা-ফ্রমময়ী, আর কাল শোকময় হয়ে উঠল । এরূপ পরিস্থিতিতে কৃষ্ণপ্রভাব-অনুসন্ধান-কুতূহলী হলধর এইরূপ বললেন—

দয়িতব্যোহয়ং কৃষ্ণস্ত ॥

২৬। ভো মাতর্মাতঃপরং বিলপ, লপনং মে নির্দ্ধারয়, ধারয় ধৃতিম্, ভো ভো: পৌরজানপদাঃ !
বিপদাবিস্করণেন মাহপরং পরং সন্তাপমাপ্তুমর্হত ॥

২৭। অস্তু হি মদবরজস্ত মদবরজস্ত শৌর্য্যস্ত মহিমানং হি মাহনন্দবর্দ্ধনং ভবন্তো জানন্তি,
জানাম্যহমেব কেবলম্, কেহবলম্বন্ত্যামরপরিবৃঢ়া অপি যল্পবাববোধম্ ॥

২৮। বোধং প্রাপ্নুত, দ্বৈষংকারঃ খল্লয়মনেন পুন্নাগেন নাগেনস্ত পরাভবঃ। নাইগেনপরাভবঃ
পবনেন কর্ত্তুং শক্যতে। ন ময়ুখমালিমালিখ্যং তমসা কর্ত্তুং প্রভূয়তে। ন চ সমূহো মহানলস্ত নলস্ত
বনেন নির্বাপ্যতে। কিমস্ত মকরকুণ্ডলিনঃ কুণ্ডলিনঃ ক্ষুদ্রতমাস্তয়সন্তাবনম্। তদধুনা সন্তাপমুপশ্রুত,
পশুত ভুজঙ্গাপসদমমুমুক্তশৌর্য্যো মুক্তপ্রাণমিব কৃষ্ণা সমুখিতপ্রাবোহয়মভিপ্রায়োহয়মভিমতো মম
নিশ্চীয়তাম্ ॥'

অদেহো ন খেদয়িতবাঃ, যতোহয়ং দয়িতবাঃ কৃষ্ণেনাতুকম্পনীয়ঃ ॥

২৬। লপনং বচনম্ ॥

২৭। মদবরজস্ত মৎকনিষ্ঠস্ত শৌর্য্যস্ত মহিমানং ভবন্তো হি নিশ্চিতং সা জানন্তি, ন জানন্তি। কীদৃশম্? আনন্দ-
বর্ধনম্। শৌর্য্যস্ত কীদৃশস্ত? মদবরাং মহাহঙ্কারাজ্জাতস্ত। অস্তাশ্চে কো বরাকঃ কালিয় ইতি ভাবঃ। অমরপরিবৃঢ়া
দেবশ্রেষ্ঠা অপি কে তাবদ্যস্ত মহিম্নো লবস্ত্যাপাববোধং জ্ঞানমবলম্বন্ত্যং প্রাপ্নু বন্ত ॥

২৮। পুন্নাগেন পুরুষকুঞ্জরেণ শ্রীকৃষ্ণেন, নাগেনস্ত নাগানামিনস্ত মুখ্যস্ত কালিয়স্ত পরাভবঃ। নহু কালিয়োহপি-
মহাশৌর্য্যবানতিক্রুরশ? সত্যম্, তথাপি শ্রীকৃষ্ণং পরাভবিতুমসৌ ন শক্বোতীতি সদৃষ্টান্তমাহ—নাগেনস্ত ন অগেনস্ত

বলদেব কত্ৰ'ক সান্ত্বনা ॥

২৫। হে পিতা, যার থেকে মন অতিশয় তপ্ত হয় সেই ভাবের দ্বারা উচ্ছলিত এই শোকে
নিজ দেহকে খেদাঘ্রিত করবেন না—এ-শরীর কৃষ্ণের অনুকম্পার পাত্র।

২৬। মাগো, অতঃপর আর বিলাপ করো না—আমার কথা মানো, ধৈর্য ধারণ করো।
ওহে ওহে পুরবাসিগণ, বিপদ আবিষ্কার করে নিয়ে অতঃপর আর পরমসন্তাপ পাওয়া আপনাদের
উচিত নয়।

২৭। আমার ছোট ভাই কানাই-এর আনন্দবর্দ্ধক শৌর্য্যের প্রভাব আপনারা জানেন না।
এ যে অপ্রাকৃত মহা-অহঙ্কার থেকে জাত সে আমিই কেবল জানি। দেবশ্রেষ্ঠের মধ্যে কে এমন আছে
যে এর লবলেশমাত্র জ্ঞান লাভ করতে পারে? কেউ পারে না।

২৮। বুদ্ধি স্থির করুন, এ-পুরুষসিংহ কৃষ্ণের দ্বারা নাগশ্রেষ্ঠ এ-কালিয়ের পরাভব তো এক
মামুলী ব্যাপার। বায়ু কখনও পর্বতের পরাভব করতে পারে না, অন্ধকার সূর্যের মলিনতা আনতে
কখনও সমর্থ হয় না, নলখাগরার বন কখনও মহানলরাশিকে নির্বাণিত করতে পারে না, মকরকুণ্ডলী
এ-কৃষ্ণের ক্ষুদ্রতম সর্প থেকে ভয়ের সন্তাবনা কি আছে, অতএব এখন সন্তাপ দূর করুন। দেখুন,

২৯। ইত্যুক্তবতি ভগবতি ভগণপতিধবলে বলে সপরিজন-জনকজননীজননীক্লেশোককাতরতা-
মন্মথায় মায়য়া সম্মোহিত-সকলসুরাসুরাদিলোকো লোকোত্তরগুরুতরপ্রভাবো ভাবোষোজ্জ্বলঃ প্রকটিত-
পুরুপরাক্রমঃ ক্রমবরীৰুধ্যমানবেগো মত্তকুণ্ডলিকুণ্ডলিতস্তিমির-তরু-কাণ্ডগতশ্চন্দ্রমা ইব হৃদোদরতোহদর-
তোষপেশলস্মিতমুগ্ধমজ্জ নমজ্জনসুখাকরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥

৩০। অথ তদৈব দৈবতসদসি—

ভং ভং ভং ভগিতি বভূব শঙ্খঘোষো, হুং হুং হুং হুমিতি চ হুন্দুভিপ্রণাদঃ।

গীর্বাণা গরিমগভীরভুরিভেরী-ভাস্কারৈঃ শ্রুতিপথপোণিনো বভূবুঃ ॥

পর্বতমুখান্ত পরাভবঃ ; “শৈলবৃক্ষো নগাবর্গো” ইত্যমরঃ। ন কেবলং পরাভবশক্তিরেব, কিন্তু মহাতেজস্বিনঃ সান্নিধ্য-
মাত্রেনৈব তৎপ্রতিকূলস্য নাশ এব শ্রাদিত্যাহ—ন ময়ুখেতি। ময়ুখমালী সূর্যঃ। ন চ নাশযাত্র এব বিশ্রান্তিঃ, প্রত্যুত
তত এব তেজসামপ্যপচয় এব মহান শ্রাদিত্যাহ—ন চ সমুহ ইতি। ন চ নির্বাণ্যতে, প্রত্যুত স্বং ভস্মীকারয়িতুমতি-
বধিক্ষুক্রিয়তে ইতি ভাবঃ। মকরকুণ্ডলিনঃ কৃষ্ণশ্চ, কুণ্ডলিনঃ সপাং, উপশ্রুত দুরীকুরুতঃ ; ‘শো তনুকরণে’ ইত্যন্ত
রূপম্ ॥

২৯। ভং নক্ষত্রম্, তদগণপতিশ্চন্দ্রঃ। তথাবিধেহপি তস্মিন্ কালিয়শ্চ তদানীন্তন-স্বদৌরাত্ম্যপ্রকটনে হেতুঃ—
মায়য়া সম্মোহিতেতি। তদানীং শ্রীবলদেবশ্চ বজ্জনাশ্বাসনযোগাত্মাং হেতুঃ—লোকোত্তরেতি। বকাযাত্মস্বরবধসূচিতং
মহাপ্রভাবং তশ্চ তদা তান্ স্মারয়ামাসেতি ভাবঃ। ভা দেহকাস্তিঃ, বোধঃ স্ববিক্রমাস্তভবঃ, তাভ্যামুজ্জ্বলো বহিরন্তঃ-
প্রফুল্ল ইত্যর্থঃ। অত্র প্রকটিতপুরুপরাক্রমো ভাবোষোজ্জ্বলঃ ক্রমবরীৰুধ্যমানবেগ ইতি বিশেষণত্রয়েণ পর্বতময়ুখমালি-
মহানলেতি দৃষ্টান্তত্রয়ধর্ম্যঃ ক্রমেণ বিবৃতাঃ। মত্তশ্চ কুণ্ডলিনঃ কালিয়নাগশ্চ কুণ্ডলিতং কুণ্ডলাকৃতিবেষ্টনং যত্র সঃ।
অদরেণ অনলেন তোষণে হর্ষণে পেশলং স্তম্ভবং স্মিতং যত্র তদ্যথা ; উন্মমজ্জ উখিতবান্, নমতাং ভক্তানাং জনানাং
সুখাকরঃ ॥

আমার ভাইটি নীচ সর্পকে প্রাণহীনের মতো করে এই জল থেকে উঠে এলো বলে, আমার এই
অভিপ্রায় ও অভিমত মনে নিশ্চয় করে নিন্ আপনারা।

২৯। চন্দ্রসম শুভ্র ভগবান্ শ্রীবলরাম একরূপ বললে—মায়াতে সুর-অসুরাদিলোকের মোহজনক,
অলৌকিক অপরিসীম ঐশ্বর্যশালী, দেহকাস্তি ও স্ববিক্রম অলুভবে বহিরন্ত প্রফুল্ল, ব্যস্ত পুরুপরাক্রম-
শালী, ক্রমে ক্রমে অতি উচ্ছলিত বেগশালী, শরণাগতজন-সুখাকর শ্রীকৃষ্ণ সপরিজন-জনকজননী
সকল জনের গভীর শোক অনুমান করে মত্ত সর্পের দ্বারা বলয়াকারে পরিবেষ্টিত তিমিরতরুকাণ্ডে
লগ্ন চন্দ্রমার মতো সুন্দর, পরমানন্দজনিত হাসিতে উদ্ভাসিত মুখচন্দ্র উঠিয়ে ধরলেন হৃদের গর্ভ
থেকে উপরে।

কৃষ্ণ কতৃক কালিয় বেষ্টন মোচন :

৩০। অতঃপর সেই সময়ে দেবসভায় ‘ভং ভং ভং ভং’ একরূপ শঙ্খধ্বনি, ‘হুং হুং হুং হুং’
একরূপ হুন্দুভিনাদ আর গরিম গভীর বহুভেরীর ভাস্কার শব্দে দেবতাগণ কানের পর্দা ফাটিয়ে দেওয়ার

৩১। ততস্তেন তেন প্রমোদনাদেন নাদেন সহ সহসা সমকালমেব লঙ্কজীবিতা ইব বিপন্নাঃ, প্রমোদেনেব করগ্রাহমুথাপি তাঃ পিতামহাদিভিরভিনন্দ্যসৌভাগ্য ভাগ্যাতিরেকভাজো ব্রজরাজাদয়ঃ। তমতি-তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণক-কালং করালতর-ফণফণদ্বিষফেণফেনিল-মুখবিবরজ্জলজ্জ্বালাজালজাহলমুবিষ্ফুলিঙ্গলিঙ্গ-কমহাভয়ম্, শতমূর্দ্ধানমূর্দ্ধাহননন্দমণিশতময়ুখনিচয়-খ-নিচয়ন-চতুরমধোমুখ-তপ্ততরাশ্বরীষ-নিবিরীষনির্জাত-জাতবেদঃ-কণ-সদৃশদৃশমবদোধূয়মানায়ত-যতন-দ্বিশতরসনা-সনাথমুখোদরম্, খোদরং লেলিহানমিবাতি-মদং কালিয়নাগমালোক্য জাতমাত্রমানন্দকন্দলং দলন্তমপি ভূয়ো ভূয়োভির্ভূয়েঃ শোষয়ন্তো মুহুরতোষ-য়ন্তো হৃদয়ং চ জীবিতাশ্বাসবলদে বলদেবস্তা বচস্তপি ন বিশ্বসন্তো নিঃশ্বসন্তো নিতান্তং দীর্ঘমুষ্ণং

৩০। গরিম্ণা গভীরৈর্ভূরিভেরীণাং ভাঙ্কারৈঃ শ্রুতিপথস্ত পোথিনঃ কুহনবন্তঃ; ‘পুথি কুহনে’ ইতি বোপদেবঃ ॥

৩১। ততেন বিস্তৃতেন। প্রমোদনাং দদাতীতি তেন নাদেন সহ সমকালমেব লঙ্কজীবিতা ইতি তাদৃশনাদোহপি পূর্বে নষ্ট ইবাসীদিতি ভাবঃ। ব্রজরাজাদয়স্তমতিমদং কালিয়নাগমালোক্য পুনরপি সমুপসন্নাং প্রমোহাবস্থামালম্বিতং যদৈব প্রবর্তিতৈ, তদৈব সঙ্কষণেন কিমপি নিগদতা অবরজঃ কৃষ্ণো দর্শয়াত্বভূবে ইত্যম্বয়ঃ। তং কীদৃশম্? অতিতীক্ষ্ণং তীক্ষ্ণকং লোহবিশেষমিবা কালং কালবর্ণম্; “বিষাভিমরলোহেমু তীক্ষ্ণম্” ইত্যম্বয়ঃ। করালতরেভ্যোহতিভীষণেভ্যঃ ফণেভ্যঃ ফণতাং নির্গচ্ছতাং বিষাণাং ফেণৈঃ ফেনিলানি যানি মুখানি তেষাং বিবরেষু জলতো জ্বালাজালাং জাতা অলম্ববো বিষ্ফুলিঙ্গা এব লিঙ্গানি জ্ঞাপকা যন্ত তথাভূতং মহাভয়ং যত্র যস্মাদ্ভা তং তাদৃশমহাভয়রূপমিতি বা-ফণদিতি ‘ফণ গর্তো’ ইতি শব্দান্তঃ। শতমূর্দ্ধানং শতসংখ্যমস্তকম্। এতচ্চ প্রাধান্যাপেক্ষয়া। যথোক্তম্—(ভা০ ১০।১৬।২৮) “যদ্যচ্ছিরো ন নমতেহং শতৈকশীর্ষঃ” ইতি। বস্তুতস্ত সহস্রফণ এবাসৌ, যথোক্তম্—(ভা০ ১০।১৬।৩০) “তচ্চিত্র-তাণ্ডবকির্গণফণাসহস্রঃ” ইতি। উর্দ্ধদেশে অসম্যাক্-প্রকারেণ নদন্ত বদন্ত মণিশতন্ত ময়ুখনিচয়ৈঃ কিরণসমূহৈরেব ঞ্জ আকাশস্ত নিতরাং চয়নে আকৃষ্ট প্রহণে চতুরম্, অধঃস্থিতানি মুখাণ্ডেব তপ্ততরাণাশ্বরীষাণি ভর্জনপাত্রাণি তেভ্যো।

উপক্রম করলেন।

৩১। অতঃপর চতুর্দিকে বিস্তৃত সেই আনন্দদায়ক বাত্মধ্বনির সমকালে সহসা লঙ্কজীবিতের মতো জাগরিত, আনন্দদ্বারাই যেন হস্তাবলম্বে উত্থাপিত, পিতামহ ব্রহ্মাদিদ্বারা অভিনন্দিত সৌভাগ্যে ধন্ত, অতিশয় ভাগ্যশালী, সমূহ বিপদগ্রস্ত ব্রজরাজাদি সকলে সেই অতি তীক্ষ্ণ লোহার মতো কৃষ্ণবর্ণ, অতি ভীষণ ফণা-নির্গত ফেণায় ফেণিল মুখগহ্বরে জ্বলিত অগ্নিশিখা থেকে জাত বৃহৎ বিষ্ফুলিঙ্গরূপ চিহ্নে চিহ্নিত মহাভয়স্বরূপ, শতমুখ্য শিরসমন্বিত, শিরে খচিত মণিশতের কিরণজালে আকাশকে প্রতিবিম্বিত করে রাখতে চতুর, অধঃস্থিত মুখরূপ অতিতপ্ত কটাহ থেকে নিবিড়ভাবে নিঃসংশয়ে জাত বহুকণা সদৃশ নেত্রযুক্ত, অতিচঞ্চল আয়ত ছোবলে কৃতঘ্ন দ্বিশত জিহ্বায় করাল মুখ-বিবরসমন্বিত, আকাশের মধ্যভাগকে যেন বারবার লেহন করছিল এরূপ অতিমদমত্ত কালিয়নাগকে দেখতে পেলেন। এই ভীষণ দর্শনে তাঁদের সত্ত্বজাত আনন্দাস্কুর যা দেবতাদের বাত্মধ্বনিতে এই মাত্র প্রক্ষুটিত হয়ে উঠছিল তা পুনরায় অত্যন্ত ভয়ে শুকিয়ে যেতে লাগল, হৃৎস্পন্দনায় হৃদয় ভরে উঠতে লাগল, জীবনের আশ্বাসদানকারী বলদেবের বচনেও আর বিশ্বাস হল না, অতি দীর্ঘদীর্ঘ তপ্তশ্বাস বইতে

মুষ্ণস্ত ইব স্বয়ং স্বমেব ধৈর্যং পুনরপি সমুপসন্নাং প্রমোহাবস্থামনবস্থামনবধীরয়ন্তীমালম্বিতুং যদৈব
প্রববুতিরে, তদৈব শোকসঙ্ঘর্ষণেন সঙ্ঘর্ষণেন কিমপি নিগদতা সরসতরং স সরসতরঙ্গতো রঙ্গতো
ভুজঙ্গমোৎসঙ্গ-সঙ্গতমাশ্রানং শিথিলীকৃত্য ফণফণায়মান-ফণায়মানমনাঃ ফণশত-গণিশত-কিরণমঞ্জরী-
জরীজন্ত্যমাণ-মহামহোবল্লিকাননবিজিগাহয়িষয়া সমুৎপতন্ সমুৎ পতন্নিব ফণমণ্ডলমারোহন্নবরজো
বরজোষো দর্শয়াস্বভূবে ॥

৩২ । ‘ভো ভোঃ ! দৃশ্যতাং দৃশ্যতাং গতৌহয়মজ্ঞান-স্নিগ্ধো ভুজঙ্গ-দংশন-দংশন-লগ্ন-বিষম-বিষ-
মহানল-ফুল্লিঙ্গকণ-চাকচক্যাক্যোপমগণিময়-সকললঙ্কারগোহলঙ্কারগোচিতবিক্রমঃ, ক্রমবরীধ্যমানাব-

নিবিরীষং নিবিড়ং যথা স্তাস্তথা নির্জাতস্ত নিঃসংশয়ং জাতস্ত জাতবেদসো বহুঃ কণৈরেব সদৃশ্যো দৃশ্যো নেত্রাণি যন্ত
তম্, অবদোধুয়মানা অতিশয়েন চলন্ত্য আয়তা দীর্ঘায়তনা দদনার্থং কৃতযত্না দিশতরসনা একৈকমুখে দে দে জিহ্বে
ইতি নিয়মেন যা দিশতসংখ্যাজিহ্বাস্তাভিঃ সনাথানি মুখানামুদরাণি বিবরাণি যন্ত তম্, খন্ত আকাশস্তোদরং মধ্যম্,
লেলিহানং পুনঃপুনলিহন্তম্, জাতগাত্রং শ্রীকৃষ্ণমুখশোভাদর্শনাদানন্দকন্দলমানন্দাঙ্কুরম্;—“বন্দ্যং তু কপালে স্তাত্-প-
রাগে নবাকুরে” ইতি বিধঃ; দলন্তং প্রস্ফুটন্তমপি, ভূয়ঃ পুনঃ কালিয়নাগালোকনাদভূয়োভির্বহতরৈর্ভৈঃ শোষয়ন্তঃ
শুকীকূর্বন্তঃ; জীবিতস্ত জীবনস্বাখাসরূপং বলং দদাতীতি তস্মিন্; প্রমোহাবস্থায়ং মুচ্ছাম্; কীদৃশীম্? অনবস্থামনব-
স্থানম্, অনবধীরয়ন্তীং নাবজানন্তীং পুষ্পস্তীমিত্যর্থঃ; যদা, অনবধি অবধিশূন্যং যথা স্তাস্তথা, অনবস্থামীরয়ন্তীম্;
শোকসঙ্ঘর্ষণেন শোকনাশকেন, অবরজঃ স্বাহুজঃ শ্রীকৃষ্ণো দর্শয়ামাসে, তান্ প্রতীত্যর্থঃ। সরসতরং যথা স্তাস্তথা স
কৃষ্ণো সরসতরঙ্গতো জলতরঙ্গাং রঙ্গতো রঙ্গেন ভুজঙ্গমোৎসঙ্গে সঙ্গতমাশ্রানং শিথিলীকৃত্য সমুৎপতন্; ক ইব সমুৎপতন্?
সমুৎ হর্ষযুক্তঃ পতন্ পক্ষীব; “পতৎ-পত্রথাপুজাঃ” ইত্যমরঃ। ততশ্চ ফণফণায়মানেষু সহসা বুদ্ধিশীলেষু ফণেষু
অয়মানং নৃত্যার্থং গচ্ছন্ত মনো যস্য সঃ। ফণফণেতি সহসা বুদ্ধিপ্রফুল্লতাহুকরণম্। কিমর্থম্? ফণানাং শতে গণিশতস্য
কিরণমঞ্জরীভিজরীজন্ত্যমাণা অতিশয়েন প্রকাশ্যমানা মহামহোবল্লো মহাতেজোময়লতাস্তাসাং কাননস্য বিগাহনেচ্ছয়া;
বরো মুখ্যো জোষঃ প্রীতির্যত্র সঃ ॥

৩২ । দৃশ্যতাং দর্শনাইতাং গতঃ প্রাপ্তঃ। ভুজঙ্গস্য দশনৈর্দন্তৈর্দংশনে লগ্নং বিষমং বিষমেব মহানলস্য ফুল্লিঙ্গ-
কণন্তস্য চাকচকে্যাক্যোপমং নিরূপমং গণিময়ং সকলমলঙ্কারগলঙ্কারো যস্য সঃ; অলমতিশয়েন করণানাং ভুজাদীন্য-

লাগল, নিজের ধৈর্য যেন নিজের দ্বারাই অপহৃত হতে লাগল, যখন এক্রপে পুনরায় অসীম চঞ্চলতা
উৎপাদক মুচ্ছাকে আশ্রয় করতে প্রবৃত্ত হলেন তাঁরা সকলে তখন শোক আকর্ষক সঙ্ঘর্ষণ কিছু বলতে
বলতে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখালেন—“কৃষ্ণ সর্পক্রোড়সঙ্গত নিজেকে রঙ্গপূর্বক শিথিল করে নিয়ে শতফণার
শতমণিকিরণমঞ্জরীতে উদ্ভাসিত মহা মহোবল্লীকাননে বিহার এবং ফণফণায়মান ফণে আরোহণ
ইচ্ছায় আনন্দোৎফুল্ল পক্ষীর মতো হৌঁ মেরে উঠে এসে ফণামণ্ডলে আরোহণ করতে যাচ্ছেন।’

বলদেব কতৃক সাস্তুনা :

৩২ । শ্রীসঙ্ঘর্ষণ বলতে লাগলেন—‘ওহে ওহে, ঐ যে সম্মুখে দেখুন দর্শনীয় স্নিগ্ধাজন চিকণ
সেই কালরূপ, ভুজঙ্গের দন্তদংশনে লগ্ন বিষম বিষরূপ মহা অনলফুল্লিঙ্গকণের চাকচিক্যের সহিত উপমা

মানাবহতভুজগ-ভোগ-বেষ্টন-শিথিলকচ-কলাপাহলক-নিকরোক্ষীষণীতবসনবনমালামালালিতবিগ্রহো বি-
 গ্রহোপযুক্ততয়া পুনরপি দৃঢ়বন্ধপরিকরঃ, পরিকরসুখদিদৃক্ষয়া ক্ষয়ায় ফণমণিমহসো মহসোসুয়মানমহসো
 নিজকলেবরস্ত বরস্ত প্রভয়া ভয়াক্রান্তেব নির্বাপিতেষু কণমণিমহঃসু সুখমিদানীং দৃশ্যতাং মদ্রচসশ্চ
 তস্মমুভুয়তাম্। ভুয়তাং চ পরমানন্দবন্তয়া বিস্মৃতবৈকল্যৈঃ কল্যেককল্যাণৈঃ' ইতি বিস্ময়-স্ময়-
 শবলেন বলেন নিগদিতা দিতাখিলশোকাঃ সর্ব এব ঘোষজুষো জুষোৎফুল্লনয়না নয়নানন্দকন্দং
 শ্রীকৃষ্ণমালোকয়ন্তো লোকয়ন্তোহপি ভয়ানকমহীন্দ্রং যুগপদেব পদে বর্দ্ধমানমানন্দভয়য়োঃ শাবল্যং
 ভজন্তে স্ম ॥

মুচিতে। বিক্রমো যত্র সঃ; যদা, করণে কার্ষে বিষয়ে যুক্তবিক্রমঃ। ক্রমেণ বরীযুধ্যমানোহতিশয়েন বর্ধমানোহবগান-
 স্তিরঙ্কারস্তেনিবাবহতং দূরীভূতং যদ্ ভুজগস্ত মহাভোগেন বৃহদাভোগেন ভোগেন শরীরেণ বেষ্টনং তেন হেতুনা
 শিথিলাঃ, কচকলাপচ্চ অলকনিকরচ্চ উক্ষীষচ্চ পীতবসনঞ্চ বনমালা চ তৈরেব মা শোভা তয়া লালিতো ললিতী-
 ক্ততো বিগ্রহো দেহো যস্ত সঃ, বিগ্রহোপযুক্ততয়া নৃত্যমিষেণ কালিয়শিরসি পাদপ্রহারপ্রদানেচ্ছয়া দৃঢ়ং বন্ধঃ পরিকরং
 পরিচ্ছদো যেন সঃ; “ভবেৎ পরিকরো বৃন্দে পরিবারবিবেকয়োঃ। আরস্তগাজিকাবন্ধপর্যঙ্কেষু পরিচ্ছদে ॥” ইত্যজয়ঃ।
 ফণানাং মণিমহসো মণিতেজসঃ ক্ষয়ায় চ বন্ধপরিকরঃ, অতএব মহেন নিনর্তিষোৎসবেন সোসুয়মানমতিশয়েন প্রাদু-
 র্ভবং মহঃ কিরণো যস্ত তথাভূতস্ত কলেবরস্ত প্রভয়া কাস্ত্যা নির্বাপিতেষু। তত্র হেতুসুংপ্রেক্ষতে—ভয়াক্রান্তোবেতি।
 কৃষ্ণগাত্রতেজসা মণিতেজাংসি ভীতানি জাতানি, অতএব তেন নির্বাপিতানীত্যর্থঃ। বস্ত্তস্ত মহাতেজসোহগ্রে ক্ষুদ্র-
 তেজস্তিরোধস্ত এব। অতএব যুগ্মাভিবিষ্মৃতবৈকল্যভূষতাম্, বৈকলামপি স্মৃতিপথে মা তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ? কল্যং
 সমর্থং নিরাময়ং বা একং মুখ্যংকল্যাণং ভাগ্যাতিরেকাদৃষেমাং তৈঃ; “কল্যো সঙ্কনিরাময়ো” ইত্যমরঃ। ইতি
 বিস্ময়স্ময়াভ্যামদুতহাস্তরসাভ্যাং শবলেন কবুরিতেন বলদেবেনোক্তাঃ সন্তঃ খণ্ডিতসমস্তশোকাঃ; অতএব জুষা শ্রীত্যা
 উৎফুল্লনেত্রাঃ; ‘জুষা শ্রীতিসেবনয়োঃ’ ভাবকিবন্তঃ। যুগপদেব পদে স্থানে বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদর্শনেনানন্দো বর্ধতে, কালিয়-
 দর্শনেন ভয়মিতি ॥

দেওয়া যায় না নিরুপম মণিময় অলঙ্কার সকলে ভূষিত, কার্যসম্পাদনে যথোপযুক্ত বিক্রমশালী, ক্রমশঃ
 অতি বর্দ্ধমান লাজ্বনার সহিত সর্পশরীরবেষ্টন মোচন করতে গিয়ে শিথিলীকৃত কচকলাপ-অলকনিকর-
 উক্ষীষ-পীতবসন-বনমালার শোভায় ললিত, নৃত্যচ্ছলে কালিয়ের শিরে পাদপ্রহার প্রদানেচ্ছায় পুনরায়
 দৃঢ়বন্ধ পরিচ্ছদবিশিষ্ট, স্বপরিকরের সুখ দর্শনেচ্ছায় ফণমণির ঔজ্জল্য ক্ষয়ে বন্ধপরিকর ঐ কাল রূপটি
 দেখুন। ওঁর নৃত্যের ইচ্ছারূপ উৎসবের দ্বারা বহুল কিরণ প্রকাশ হচ্ছে, নিজ অঙ্গের ঐ উজ্জল
 জ্যোতিতে ফণিমণির তেজ যেন ভয়েই নির্বাপিত হয়ে যাচ্ছে—এইবার প্রাণভরে দেখে নিন, আমার
 কথার তত্ত্ব অনুভব করুন, তুর্যোগশাস্তিরূপ কল্যাণের স্পর্শে বিকলতা ভুলে যান।’

বলদেব এরূপ অদুত-হাস্তরসমিশ্রিত কথা বললে অখিল শোকযুক্ত ব্রজজন শ্রীতিতে উৎফুল্লনেত্র
 হয়ে নয়নানন্দকন্দ শ্রীকৃষ্ণকে এবং সজ্জসজ্জেই ভয়ঙ্কর সর্পরাজকে দেখতে দেখতে কৃষ্ণবিষয়ে উচ্ছলিত
 আনন্দ আর সর্পরাজবিষয়ে ভয়—এ-উভয়ের মিশ্রিত এক ভাবে ভাবিত হয়ে পড়লেন।

৩৩। অথ শ্রীকৃষ্ণোহপি তটস্থানতটস্থানতিমমতয়া মতয়া তান্ করুণাপাঙ্গেন কৃপাঙ্গেন কৃতার্থী-
কুর্বন্নিখিলসুরকিন্নরনরসিদ্ধসিদ্ধসম্মানো মানোন্নতো নতোদ্ধারকঃ ফণমণ্ডলরঙ্গভূবি নিনতিষুর্ষদি মনঃ
সহচরীচরীকরীতি স্ম, তদৈব বিবুধা বিবুধা গন্ধর্ববিদ্যাধরাঙ্গরসাং সরসাং গোষ্ঠীমারচয়া মুহুমুদঙ্গ-মুরজ-
পণব-পণ-বহ্লনৃত্যসাহায্যসম্পাদনায় সমবতিষ্ঠন্তে স্ম ॥

৩৪। সমনন্তরমনন্তরহসি নিখিলকলাসৌভগবতি ভগবতি কর্কশমার্গরীত্যা দাক্ষিণাত্য প্রবন্ধবন্ধমহু-
সরতি গন্ধর্বাদয়োহপি চক্ষুঃপুটচাচপুটতালৌ গুরুলঘুপ্লুতক্রতক্রতাক্ষিবিরামরামণীয়কবিদাং বরিষ্ঠৈঃ সশব্দ-
নিঃশব্দাদিভেদবিচারচাতুরীগরিষ্ঠৈস্তালধারিভিরুদ্ধাটয়ামাসুঃ ॥

৩৫। যথা— থৈয়াতথতথৈয়া-থৈথৈথৈয়াতথৈতি গন্ধর্বাঃ ।

তালং পাঠঃ বাদন-মারেভির উচ্চকৈর্মুদিতাঃ ॥

৩৩। তটস্থান্ কুলস্থান্, মতয়া যুক্তয়া অতিমমতয়া অতিশয়মমত্বেন চেতুনাহতটস্থানভূদাসীনান্, তান্ ব্রজবাসিনঃ
করুণাপাঙ্গেন করুণেনাপাঙ্গেন করুণরসময়কটাক্ষেণেতার্থঃ। কৃপা দর্শ্যেব অঙ্গং যত্র তথাভূতেন কৃতার্থীকুর্বন্ সন্
নিনতিষুর্ষদি মন এব সহচরীকরোতি স্ম,—নৃত্যাদ্ভাণাং বাজগীতাদীনামপেক্ষিতত্বেহপি তত্রাত্ম্য প্রবেশাশক্তেঃ। স্ব-
মানসমেব মাদঙ্গিকাদিভেন স্থাপিতং তথাভূতমপি সহচরং স্বসঙ্গসঙ্গতমতিশয়েনাকরোদিতার্থঃ। সহচরীতি অভূততত্ত্বাবে
চিৎ। নহেবমপি কথং নৃত্যসিদ্ধিঃ? তত্রাহ—অখিলানাং সুরাদীনাম্ সিদ্ধ এব সম্মানো নৃত্যসাধুবাদো যত্র সঃ। তত্র
হেতুঃ—মানেন নাট্যশিল্পজ্ঞানেনোন্নতঃ। ন কেবলমেতাবত্ত্বমেব, কিন্তু নতোদ্ধারকো নতানাং ভক্তানাং স্বপ্রভুং তথা-
ভূতমালোক্য ভয়বিহ্বলানাং তস্মাদুদ্ধারকর্তা। অতএব বিবুধা দেবাঃ, বিবুধা বিশিষ্টপণ্ডিতাঃ, তদানীন্তন-ব্যবসায়োচিত্য-
জ্ঞানাং। মুদঙ্গাদিভিঃ পণবহ্লনস্ত স্ততিবহ্লনস্ত নৃত্যস্ত সাহায্যং সম্পাদয়িতুম্ ॥

৩৪। অনন্তরহসি অপরিমিতরহস্তে; রসোহতিগুহ্যে সুরতে” ইতি বিশ্বঃ; যদ্বা, অনন্তস্ত শেষনাগস্ত রহস্তরূপে।
অতঃ কালিয়ফণোপরি নৃত্যে কো বিশ্বয় ইতি ভাবঃ ॥ (৩৫)

কালিয় মন্তকে কৃষ্ণের নৃত্য ॥

৩৩। অতঃপর অখিল সুরকিন্নরনরসিদ্ধদের নৃত্যসাধুবাদে সিদ্ধ-সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত,
নটনপণ্ডিত, ভক্তোদ্ধারক শ্রীকৃষ্ণ যদি তটভূমিতে দাঁড়ানো অতিশয় মমতায় আসক্ত ব্রজবাসিদের
করুণরসময় কটাক্ষে দয়া সম্বলিত কৃতার্থতা সম্পাদন করতে করতে ফণমণ্ডলরঙ্গভূমিতে নৃত্য করতে
ইচ্ছা করলেন তখন সঙ্গতকারীরূপে নিলেন নিজ মনকে। আর এদিকে গান-বাজনায় পণ্ডিত দেববৃন্দ
ঠিক সেই সময়েই গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-অঙ্গরাগণকে নিয়ে সরস গোষ্ঠী রচনা করে মুহু মুদঙ্গ-মুরজ-পনব-পণের
সঙ্গতের দ্বারা পরমপ্রশংসনীয় নৃত্যের সাহায্য করবার জন্ত এসে উপস্থিত হলেন সেখানে।

৩৪। অনন্তর অনন্ত রহস্তময় নিখিল কলাপারদর্শী শ্রীকৃষ্ণ কর্কশমার্গরীতিতে দাক্ষিণাত্য-
প্রবন্ধবন্ধন অনুসরণে নৃত্য আরম্ভ করলে গন্ধর্বাদিও গুরু-লঘু-প্লুত-ক্রতক্রত-অর্দ্ধবিরামাদির সৌন্দর্যবোধে
পণ্ডিত সশব্দ-নিঃশব্দাদি ভেদবিচার-চাতুরীগরিষ্ঠ তালধারীগণের দ্বারা চক্ষুঃপুট ও চাচপুট তাল
উদ্ঘাটন করে দিলেন।

৩৬ । উদ্বাটয়ন্তি শব্দং, তালং পাঠং চ তে যথা বিরুদ্ধম্ ।
অয়মপি তথৈব নৃত্যতি, ফণিনঃ ফণতঃ ফণান্তরং গচ্ছন ॥

৩৭ । নিজকল্পিতয়া গত্যা, নৃত্যতি কৃষ্ণে যথা স্মৈরী ।
ন তদনুরূপং গাতুং, বাদয়িতুং পঠিতুমপ্যমী শেকুঃ ॥

৩৮ । একো নৃত্যমথ ফণিপতে: শীর্ষতঃ শীর্ষি গচ্ছন
স্বেনাক্২প্তাং বদনবিধুনোদ্বাটয়ন্ শব্দমালাম্ ।
ঘাতে ঘাতে চরণকমলাঘাতভঙ্গ্যোন্নমন্তং
শীর্ষং কৃষা নময়তি ফণং পণ্ডিতস্তাণ্ডবেশঃ ॥

৩৯ । দ্রাং দ্রাং দ্রাং দৃমি দৃমি থোঙ্গ থোঙ্গ থোঙ্গ-ত্যাভাল প্রসঙ্গরতাল পাঠগত্যা ।
বিহ্বস্তান্নদয়মুদারপাদপদ্যং, বভ্রাজে ফণিফণরঙ্গভঙ্গরঙ্গী ॥

৪০ । অথৈবং শ্রীকৃষ্ণস্ত নিজগতিবিশেষমলুকর্তুমশক্যবস্থোহবস্থো ব্রীড়ামায়তমানা যতমানা অপি
গন্ধর্বা অপ্সরসশ্চ যদি ন প্রভবন্তি স্ম, তদামী হর্ষোৎকর্ষোৎকমনসঃ স্বাতন্ত্র্যোণৈব ননুতুর্জগুশ্চ ॥

৩৬ । যথাবিরুদ্ধং চণ্ডবৃত্তমঞ্জরীাদিলক্ষণং বিরুদ্ধমনতিক্রম্য ॥

৩৭ । অমী গন্ধর্বাদয়ঃ ॥

৩৮ । ঘাতে ঘাতে প্রতিঘাতমেব স্বেন বদনবিধুনা স্বমুখচন্দ্রেণ ॥

৩৯ । অদয়ং নির্দয়ং যথা ভবতোবং পাদপদ্যং বিহ্বস্তান্ সন্ বভ্রাজে ভ্রাজতে স্ম । শঙ্কুশরাবঘটোপরি পরিপাটীভি-
নটন্তি শৈলুযাঃ, ইতি তানতিচক্রমিষু: ফণিফণমন্ত নরানৃত্যভাসৌ কৃষ্ণঃ ॥

৩৫ । তারা আনন্দিত মনে ‘থৈয়া-ত-থ-ত-থ-থৈয়া=থৈ-থৈ-থৈ-থৈয়া-ত-থ’ এরূপ বোল উচ্চ
কণ্ঠে বলে বলে বাজাতে লাগলেন ।

৩৬ । তারা চণ্ডবৃত্তমঞ্জরীাদিলক্ষণ বিরূদানুসারে শব্দ-তাল-পাঠ যেরূপ তাঁরা উদ্বাটন করতে
লাগলেন কৃষ্ণও সেইরূপ নাচতে লাগলেন ফণীর ফণা থেকে ফণাস্তরে পদক্ষেপে ।

৩৭ । কখনও নিজ কল্পিত গতিতে কৃষ্ণ স্বেচ্ছাচারীর মতো নাচতে আরম্ভ করলে তারা
ওঁর সঙ্গে সঙ্গত করে গাইতে বাজাতে বোল উচ্চারণ করতে পারল না ।

৩৮ । অতঃপর নাচতে নাচতে ফণিপতির মস্তক থেকে মস্তকান্তরে পাদক্ষেপ করতে করতে
নিজমুখচন্দ্রে রচিত বোলচয় আবৃত্তি করতে করতে নৃত্যের তালে তালে পাদক্ষেপে আঘাতে আঘাতে
ফণির উন্নত মস্তক চূর্ণ করে নত করে দিতে থাকলেন একা সর্বৈশ্বর নটনপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ।

৩৯ । ‘দ্রাং দ্রাং দ্রাং দৃমি দৃমি থোঙ্গ থোঙ্গ থোঙ্গ’ এ-প্রকার উভাল প্রসরণশীল বোলের
গতিতে উদার পাদপদ্য নির্দয়ভাবে বিহ্বাস করতে করতে দীপ্তি পাচ্ছেন ফণিফণরঙ্গভঙ্গরঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ ।

৪০ । অতঃপর এ-প্রকার শ্রীকৃষ্ণের নিজগতিবিশেষের সহিত তাল দিয়ে চলতে অসমর্থ

৪১ । অথ তুমুলেষু দিবি ছন্দুভিহুঙ্কারেষু, ঘনগভীরেষু ভেরীভাঙ্কারেষু, স্বভাবমুখরেষু মুনিগণ-
স্তবনেষু, নিপতন্তীষু চ নন্দনবনকুসুম-বৃষ্টিষু, বহুবিধমেঘমানেষু চ দিবিসদাং ঘোষবাসিনাং চ প্রমোদেষু,
বিবুধক্রুহাং চ বৈমনশ্চেষু, তাণ্ডবচণ্ডিমানমারুতবতঃ শ্রীবনমালিনো নির্দয়নির্ভরবিশ্রুতমানচরণকমলাঘাত-
খেদখিন্নতয়া প্রতিফণং বমদস্গ্ধারামাভুগ্নয়নমতিশীর্ষস্তোগমাকুলতয়া ত্রিয়মাণমিব তমাশীবিষপতিং
পতিং বিলোক্য বিষগ্নহৃদো হৃদোপনীয়াপত্যানি পত্যা নিধনং গচ্ছতেব সকাথর্য্যং মমতয়া নিরীক্ষমাণাস্তেন
চাতিশয়দোদুয়মানমানসাঃ ‘ন সাম্প্রতং ভগবদনুগ্রহযুতে যুতেরশু নিরাসকং বর্ততে’ ইতি মনসি বিভাব্য
ভাব্যনুকম্পাং ভগবতোহভিকাক্ষকৃত্যন্তদ্বনিতা নিতান্তশোক-কর্ষিতত্বেন ত্যক্ত-সাধ্বসং সাধ্বসংহিতলজ্জং
ভগবৎসবিধমভ্যাগত্য সশোক-কাথর্য্যং কলমধুরং স্তবন্তি স্ম ॥

৪২ । ‘জয় জয় দেব ! দেবঘটামুকুটমহামারকত ! কতমদস্তি ভবতঃ পরং পরং ব্রহ্ম ব্রহ্ম-শিতিকণ্ঠ-

৪০ । ব্রীড়ামবস্তঃ পালয়ত প্রাপু বস্ত ইত্যর্থঃ । অত্র হেতুঃ—আয়তমানা বিকৃতগর্বাঃ, যতমানা যত্ববস্তোহপি ॥

৪১ । বিবুধক্রুহামসুরাণাং বৈমনশ্চেযু এধমানেষু নির্দয়ং নির্ভরং চ যথা স্তান্তথা বিকৃতমানয়োশ্চরণকমলয়োরা-
ঘাতখেদেন খিন্নতয়া বমন্তি মুখানি অস্গ্ধারাং যন্ত তন্ম, মুখানীত্যন্ত বৃত্তাবস্তর্ভাবঃ ; জহচ্ছবঃ স্বার্থং যত্র সা জহৎস্বার্থা
লক্ষণেতি যাবৎ । আশীবিষপতিং সর্পরাজম্, পতিং স্বভক্তারম্ । কীদৃশ্যঃ ? পত্যা কালিয়েন নিধনং যুতাং প্রাপু বত।
নিরীক্ষ্যমানাস্তেন হেতুনা অতিশয়েন দোদুয়মানং পুনঃপুনরুপত্যামানং মানসং যাসাং তাঃ । ভাব্যনুকম্পাং ভাবিনী-
মনুকম্পাম্, সাধু যথা স্তান্তথা ; ন সংহিতা ন বদ্ধা লজ্জা যত্র তদ্যথা স্তান্তথা ॥

৪২ । হে দেব ! জয় জয় । নহু কিমহমিল্পচন্দ্রাদিদেবানামেকতমোহস্মি ? তত্র ন হি ন হীত্যাহঃ—দেব-

গর্বোদ্ধত গন্ধর্ব্ব অম্পরাগণ লজ্জিত হয়ে পড়ল, যত্ববান্ হয়েও যদি পেরে উঠল না তখন আনন্দ উচ্ছল মনে
সতস্ত্রভাবেই তাঁরা নাচগান করতে লাগল ।

৪১ । অতঃপর আকাশে তুমুল ছন্দুভির হুঙ্কার, ভেরীর ঘনগভীর ভাঙ্কার, স্বভাবমুখর
মুনিগণের স্তবন, এবং নন্দনবনের পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকলে, দেবতাবৃন্দ ও ব্রজবাসিজনের আনন্দ আর
অমুরগণের বিমনস্কতা উদ্বেলিত হয়ে উঠলে, উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভবান্ শ্রীবনমালির অতি নির্দয়ে
পাতিত চরণকমলের আঘাত-যন্ত্রণার চোটে কালিয়ার প্রতি ফণ থেকে রক্তবমন হতে লাগল ধারাপ্রবাহে,
নয়ন ঠেলে বেড়িয়ে আসতে লাগল, কণা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে লাগল । অতি আকুলতায় ত্রিয়মান
সেই সর্পরাজ পতিকে দেখে, ও বিষগ্নহৃদয়া যুতকল্লস্বামী মমতায় সকাথরে তাঁদের দিকে চেয়ে
আছে একরূপ দেখে অতি দুঃখীতমনা নাগপত্নীগণ ‘এখন এর ভগবদনুগ্রহ বিনা বাঁচবার উপায়
নাই’ একরূপ বিচার করে নিতান্ত শোকাচ্ছন্ন হেতু ভয় ছেরে দিয়ে লজ্জার বন্ধনে জলাঞ্জলি দিয়ে
পুত্রকণ্ঠা কোলে নিয়ে কৃষ্ণের সম্মুখে এসে শোক-কাথরতার সহিত কলমধুরকণ্ঠে স্তব করতে লাগলেন—
ভাবি অনুকম্পার প্রার্থনা মুখে ।

নাগপত্নীগণের স্তবস্ততি :

৪২ । ‘জয় জয় দেব ! হে দেববৃন্দের মুকুটের মহামরকতমণি ! আপনি বিনা অস্ত্র কে আর

কণ্ঠরত্নায়মানগুণরত্নাকর ! রত্নাকরতনয়া-কর-লালিতং তব পাদাস্ত্রোজং ভোজং জোজমেব মানসমুখেন
সুখেন সুযোগিনঃ পরমহংসা হংসা ইব ক্ষীরনীরয়ো নীরমিব পুরুষার্থ-সার্থ-মুখ্যমপবর্গমপবর্গযোগ্যং
কুর্বন্তি ॥

৪৩। কুর্বন্তিকে অবসোরস্মিবেদনং বেদনম্ ক ! সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ! বিগ্রহমাত্রক্ষপিত-সর্ব-
দানব ! সর্বদা নব ! নববৃহপর ! পরমপুরুষ ! রুষমপহর ॥

৪৪। ভ্রমভিনবাসুদেবো বাসুদেবোহসি, ভ্রমখিলতাপসক্ষর্ষণঃ সক্ষর্ষণশ্চ, ভ্রমখিলঘোষবাসিনাং

ঘটেতি। সর্বদেবারাধ্যো নারায়ণত্বমিতি ভাবঃ। নহু কেষাক্ষিণ্মতে পরব্রহ্মণ এব সংতঃ শ্রেষ্ঠাং অরতে ? তত্রাহঃ—
ভবতঃ পরং স্বত্বোংগ্রহভূতং পরং ব্রহ্ম কতমং ? অদেব পরব্রহ্মেত্যর্থঃ। নহু তত্ত্ব নিগুণং নৈব প্রসিদ্ধম্, অহস্ত সগুণ
এব তদ্বিপরীতঃ ? তত্রাহঃ—ব্রহ্মশক্তিকণ্ঠয়োবিধিভবয়োঃ কণ্ঠে রত্নায়মানানাং গুণরত্নানাং গুণমুখ্যানাকর ! হে খনি-
রূপ ! “রত্নং স্বজাতিশ্রেষ্ঠেহপি” ইত্যমরঃ। ভগবদ্গুণানামপ্রাকৃতত্বাত্তমেব নিগুণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। প্রাকৃতত্বে তাভ্যা-
মাদরেণ কীর্তনীয়ত্বং ন স্মাদিতি ভাবঃ। তত্র সত্যং প্রবৃত্তিমপি প্রমাণয়তি—রত্নাকরেতি। ভোজং ভোজম্, আশ্রয়-
শ্রাভ্যঃ; মানসং মন এব মুখং তেনাপবর্গং মোক্ষমপি অপবর্গযোগ্যং ত্যাগাইং কুর্বন্তি, স্বদজ্জিচ্ছিন্তনাস্বাদেন ব্রহ্মজ্ঞান-
সাধ্যস্ত মোক্ষশ্রারোচকত্বে কৃতে ব্রহ্মতোহপি ভ্রমাহাশ্র্যং প্রত্যুত্থাপিকমেবাবসীয়ত ইতি ভাবঃ ॥

৪৩। অতঃ অবসোঃ কণ্ঠায়োরস্তিকে অস্মিবেদনং কুরু। বেদোহপি নস্তা নতিকর্ত্তা যন্ত। যথা বেদঃ প্রণৈম্যব
হ্মাং স্বতাংপর্ষববধাপয়তি, তথা বয়মপি নিবেদয়াম ইতি ভাবঃ। নহু কেষাক্ষিণ্মতে বেদা নিরাকারপর্য এব ? তত্রাহঃ—
সচ্চিদ্বিতি। তন্মতেহপি তবাপ্রাকৃতত্বাং নিগুণ এব নিরাকারোহপি ভ্রমেবেতি ভাবঃ। কথং তর্হি দেবক্যামবাচীন
ইব জাতোহস্মি ? তত্রাহঃ—বিগ্রহমাত্রোৎপত্তেব ক্ষপিতাঃ সংহৃতাঃ সর্বে দানবা যেন। ভূভারসংহারণার্থং কৃপণৈব ভ্রমাবি-
ভূতোহসীত্যতো ন ভ্রমবাচীনঃ, কিন্তু পুরাণপুরুষোত্তম এবেতি ভাবঃ। কৃষ্ণ, বিগীতং পুরাতনত্বং স্বয়ি নাস্তীত্যাহঃ
—সর্বদা এব নব ! নবীন ! নিত্যনবীনত্বেনৈব তব পুরাণত্বমিতি ভাবঃ। তদেব বিবৃণন্তি—হে নববৃহপর ! যথোক্তং
সাত্ত্বতত্ত্বে—“চত্বারো বাসুদেবাভ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ। হযত্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥” ইতি।
অতো হে পরমপুরুষ ! রুষং দৃষ্টনিগ্রহার্থামপ্যপহর ॥

৪৪। বৃহানেব মুখ্যান্ স্পষ্টীকুর্বন্তি। অভিনবোহস্মনাং প্রাণানাং দেবঃ প্রাণনাথোহসীত্যর্থঃ। প্রাণৈব প্রকৃষ্টং

পরব্রহ্ম আছে, আপনিই একমাত্র পরব্রহ্ম, হে ব্রহ্মাশিবের কণ্ঠে আদরে কীর্তিত গুণরত্নের আকরভূমি !
লক্ষ্মীকর-লালিত আপনার পদকমল মনোমুখে সুখে আশ্বাদন করতে করতে সুযোগী পরমহংসগণ
হংস যেমন ক্ষীরনীরের মধ্যে নীর ত্যাগ করে তেমনই পুরুষার্থ-সার্থ-মুখ্য মোক্ষকেও ত্যাগ যোগ্য
করে দিচ্ছেন।

৪৩। কর্ণটবর্তী করুন আমাদের নিবেদন হে বেদস্তুত ! হে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ! হে
বিগ্রহধারণমাত্র নাশিত-সর্বদানব ! নিত্যনূতনের মাঝে হে পুরাতন ! হে বাসুদেব-নারায়ণ-নৃসিংহাদি
নববৃহপর। হে পরমপুরুষ ! ক্রোধ শান্তি করুন।

৪৪। আপনি অভিনব প্রাণপতি বাসুদেব, অখিল তাপহারী সক্ষর্ষণ, অখিল ব্রজবাসিদের

প্রেমপ্রদ্যমঃ প্রদ্যমশ্চ, ভ্রাম্যমায়া নিরুদ্ধোহনিরুদ্ধোহসি, ভ্রমখিলদেবতায়া বতায়া ব্রজবাসিনাম্ ।
প্রসীদ সীদত্যয়ং ফণিপতিঃ ॥

৪৫ । অস্ত রস্ততমং স্কৃতং কৃতং কিয়দাস্তি, যেন তেহসুর-সুরকিন্নর-নরর্ষি-দেবর্ষিগণবন্দ্যমান-
মাআরামরামণীয়কহতসমাধি-সমাধিহ্রলভং চরণকমলং কমলঙ্করোতি যদিদং তদনায়সেনাসকৌ সকৌতুক-
নটনাটনাহিতং প্রতিফণমেবমেব বিভর্তি ॥

৪৬ । ভো অতীতগুণত্রয় ! গুণত্রয়কৃতোহয়ং প্রপঞ্চঃ স্বয়মেব ভবতা ভবতাপহারকেণ নিখিলমনঃ-
শোধনসন্দেশে সন্দেশে পাল্যতে, অনুকৃতকপিকচ্ছুরজসা রজসা সৃজ্যতে, অবধীরিতনিবিড়মসা তমসা
সংহ্রিয়তে, নামমাত্রমাত্র মহাভুজ ! গরুড়াসন-কমলাসন-ব্রহ্মাসনানাম্ ॥

ধনং যত্র সং; দ্ব্যম্মমর্থরৈবিভবা অপি” ইত্যমরঃ । আআরামায়া যোগমায়া নিরুদ্ধঃ, অনৈরজ্ঞেয়-তত্ত্বজ্ঞাৎ । নহেবং-
ভূতোহস্মি চেম্মচ্চরণস্পর্শো ভাগ্যমেব, কিমিতি বিসীদথ ? তত্রাহঃ,—ফণিপতিঃ সর্পমুখাঃ, অতিতামস-জাতিজ্ঞাৎ তৎ-
স্বভাগ্যানভিজ্ঞ ইতি ভাবঃ ॥

৪৫ । তৎ পুনরস্মাভিস্মভূয়ত এবোত্যাহঃ,—অশ্চেতি । আআরামায়াং রামণীয়কং রমণীয়ত্বং যতঃ, হতঃ সম্যাগা-
ধির্মনোবাথা যতঃ, স চ স চ যঃ সমাধিস্তত্রাপি হ্রলভম্ । যদিদং কং সুখমলমত্যর্থং করোতি; যদা, কং জনমলঙ্করোতি,
কিন্তু, ন কমপীতি পুনহ্রলভত্বম্ । সকৌতুকং যৎ নটনমটনং চ তাভ্যামাহিতমর্পিতম্; বদা, সম্যক্ হিতম্ ॥

৪৬ । নহু কিমিত্যেবমাদ্রিয়তে, দৃষ্টোহয়ং ময়া নিগ্রহীতব্য এব ? তত্র দৃষ্টতাশিষ্টতয়োস্ত্যাগোপাদানে তৎপর-
তত্বাণাং জীবানাং স্বতো ন সম্ভবত ইতি বক্তুং তস্মা নিরতিশয়ৈশ্বর্যং বিবৃণুন্ত্য আহঃ,—ভো অতীতেতি । ভবতাপ-

প্রেমরূপ প্রকৃষ্ট ধনের পাত্র প্রদ্যম, আপনি যোগমায়া প্রভাবে অন্তের অজ্ঞেয় তত্ত্ব, তাই অনিরুদ্ধ,
আপনি অখিল দেবতার অন্তর্যামি, অহো ব্রজবাসিদের প্রাণ । প্রসন্ন হউন, এ ফণিপতির প্রাণ বেরিয়ে
যাচ্ছে ।

৪৫ । অহো এ-কালিয়ার পূর্বকৃত পরমসরস স্কৃতি কি পরিমাণ, যাতে সে অসুর-সুর-কিন্নর-
রাজর্ষি-দেবর্ষিগণের বন্দনীয়, আআরামগণের রমণীয়তা প্রতিপাদক, মনোবাথা নিঃশেষে দূরকারী,
সমাধিতেও হ্রলভ, সকৌতুকে নটন-ভ্রমণে অর্পিত চরণকমল অনায়াসে সচ্ছন্দে প্রতিফণোপরি ধারণ
করছে ।

৪৬ । (এতে আর কি হল—এতো ছুঁই, শাসনেরই যোগ্য—তা বটে, তবে ছুঁইতা শিষ্টতা
ত্যাগ শ্রীভগবৎ-অধীন, জীবের স্বতঃ সম্ভব নয় । এ-কথা বলতে গিয়ে শ্রীভগবানের নিরতিশয় ঐশ্বর্যের
কথা বলা হচ্ছে—)

হে অতীতগুণত্রয় ! স্বয়ং আপনিই গুণত্রয়ে রচিত এ-বিশ্ব নিখিল মনোশোধনতৎপর সত্ত্বগুণে
পালন করেন, কতুরার্চনসদৃশ রক্তবর্ণ রজগুণে সৃষ্টি করেন, নিবিড় তমসা তিরস্কারী কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণে
সংহার করেন । হে মহাভুজ ! গরুড়াসন বিষু - কমলাসন ব্রহ্মা - ব্রহ্মাসন শিব নামমাত্রই সৃষ্টি-স্থিতি-
লয়ের কর্তা ।

৪৭। কিঞ্চ, নিষ্কিঞ্চনপ্রিয়! গুণতারতম্যেন জীবতারতম্যে ন জীবঃ স্বগুণগুণদোষৌ হাতুমর্হতি। তেনাস্ত তমোজনিতয়া তমোজনিতয়া খলতয়া খলতয়া তুল্যং সৌজন্মং, জন্মং কেন কদর্থয়তি। তবৈবেয়ং মায়া মা যাপয়িতুং শক্যতে। বিলোক্যতে বিলোদবসিতানামীদৃশ্চৈব রীতিঃ ॥

৪৮। তেনায়ং নাপরাধ্যতি, রাধ্যতিরুণরসে প্রভবতি ভবতি ভবতি ক উপেক্ষ্যঃ। সমদৃশস্তব শস্তবহুলঃ সম এব সর্বঃ পন্থাঃ, কুরু কৃপামরম্, পামরং জীবমমুং জীবনেন ন মোচয়িতুমর্হসি ॥

৪৯। যং ভগবন্তং ভবন্তং ভব-কমলা-কমলাসন-প্রভৃতয়োহপি যতয়োহপি যতমানা হৃদাপি দাপি-
তাবধানা ন বেদিতুমর্হন্তি, তমসাবতি তমসাবতিষ্ঠমানগরিষ্ঠমানগরিমপুষ্ঠমতিঃ কথং বিদাঙ্করোতু ॥

হারকেণাপি ভবতা পালাত ইতি বিরোধঃ নিখিলানাং মনঃশোধনে মনঃ শোধয়িতুং সন্তং সন্তা যন্ত তেন সন্তেন ;
অনুকৃতং সদৃশীকৃতং কপিকচ্ছুরজঃ কণ্ডুরাচূর্ণং যেন তেন। কপিকচ্ছুরালকুর্ষীতি, পাশ্চাত্যদেশে কৌচ ইতি খ্যাতিঃ ;
“কপিকচ্ছুর মর্কটী” ইত্যমরঃ ॥

৪৭। স্বস্ত গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ, গুণদোষৌ শিষ্টতাদুষ্ঠতে। তেনাস্ত কালিয়স্ত তমোজানতয়া তামসজন্মতেন, খলতয়া
খলতেন হেতুনা। কাঁদৃশ্তা তমোজনিতয়া? তমসা ক্রোধেনোৎপাদিতয়া, খলতয়া আকাশলতয়া তুল্যং সৌজন্মং,
অসম্ভবমেবেত্যর্থঃ। জন্মং জনহিতম্। যদি দণ্ডেনাপি ন স্বভাবপরিভ্যাগঃ, ততঃ কিং দণ্ডেনেত্যাহঃ—তবৈবেতি।
বিলোদবসিতানাং বিবরণ্যহাণান্ ;—“গৃহেগেহোদবসিতম্” ইত্যমরঃ ॥

৪৮। কিঞ্চ, স্বয়ি পুনরসাবল্লকস্যা এব ভবিতুমর্হতি, ন তু দণ্ড্য ইত্যাহঃ,—রাধী সিদ্ধ এবাতিকরণরসো যত্র
তস্মিন্। ন চাত্তেষামিব কৃপায়ামসামর্থ্যমিত্যাছঃ,—প্রভবতি প্রভবিক্ষৌ, ভবতি হয়ি। দণ্ডাত্ত্বেগ্রহয়োঃ প্রতিকূলত্বানুকূল-
ত্বাভ্যাং প্রতীতয়োরপি স্বংকর্তৃকত্বাদ্যত্মপি তুল্যত্বমেব, এতাদৃশদণ্ড্যপি শুভোদকত্বাৎ, তথাপ্যস্মিন্নতিমূঢ়ে কৃপাপক্ষ
এবোচিত ইত্যশয়েনাত্বঃ—সমেতি। শস্তবহুলো মঙ্গলপ্রচুরঃ, সর্বঃ পন্থাঃ, দণ্ডশ্চ নিগ্রহশ্চ ; কৃপাং কুরু ; অরং শীঘ্রম্ ॥

৪৯। মামেব জ্ঞাপয়িতুমহমেব প্রভাবমাবিষ্কৃত্য দণ্ডয়ামীতি চেদত আহঃ,—যস্মিতি। হৃদা চিন্তেন প্রয়োজককর্ত্রী

৪৭। আরও, হে নিষ্কিঞ্চনপ্রিয়, গুণ-তারতম্যেই জীব-তারতম্য হয়ে থাকে। জীব নিজের
গুণানুসারে প্রাপ্ত শিষ্টতা দুষ্ঠতা ছারতে পারে না—এ-কালিয়ার জন্ম তমোগুণ থেকে হওয়ার দরুন
তামসোদ্ভূত খলতা এতে স্বাভাবিক, সৌজন্ম আকাশলতা তুল্য এতে অসম্ভব, জনহিতকর কার্যকে
এ অনাদর করে, আপনার এ-মায়া নিরসনের শক্তি এর নাই—গর্তগৃহবাসিগণের এরকম রীতিই দেখা
যায়।

৪৮। স্বধর্মবশে করেছে বলে এ-কর্মে এর কিছু অপরাধ ধরা যায় না—নিত্যসিদ্ধ করুণাসাগর
নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালী আপনার কে উপেক্ষার পাত্র হতে পারে? আপনার সকল পন্থাই মঙ্গলপ্রচুর
ও সম। শীঘ্র কৃপা করুন, এ পামর জীবকে প্রাণে মারা কি আপনার সাজে।

৪৯। যে ভগবান্ আপনাকে শিব-লক্ষ্মী-ব্রহ্মা প্রভৃতি এবং যতিগণও যত্নশীল চিন্তে সাধিত
অবধানের দ্বারাও জানতে পারে না সেই আপনাকে তমোগুণ-দোষের ভিতর সদা অবস্থিত অতিগর্বের
গৌরবে পুষ্টবুদ্ধি এ-কালিয় কি করে জানবে।

৫০ । তব হেলাকুতনটনটনটনংকারিবেদনাবেদনাভিত্তোহয়ং মহাসারোহপি রোপিতহুম্মরত্রণ ইব শ্বাসমাত্রাবশিষ্টোহশিষ্টোহপি মহাপ্রাণো হা ! প্রাণোজ্জ্বিতো ন ভবতু ॥

৫১ । ক্ষম্যতাময়মপরাধ, মা বৈধব্যমস্ত, পতিদানং বিধীয়তাম্' ইতি কাতরতরগদগদগদনপরাণা-মহি-মহিলানাং তদনুগ্রহগ্রহণগ্রহিলানাং কলকোমলমলরহিতহিতকাকুলপিতমাকর্য্য জাতানুগ্রহো ভগবান্ শিথিলীকৃতকৃতকনিগ্রহো বিগলিতরোষোদয়ো দয়োদ্ধুরমনা মগোহিস্ত মধুমধুরতরমুবাচ ॥

৫২ । 'মা ভৈষ্ট ভো মা ভৈষ্ট । মম বিরতোহয়ং তোয়ং লঙ্ঘ্যেব মহানলো ভবতীনাং বচনেনানৈ-নানেকোহপি কোহপি কোপঃ ; তদয়ং পন্নগো ন গোচরো ভবিষ্যতি মৃত্যোঃ । তস্মাদয়ং মমেমনাক্রীড়ম-

দাপিতগবধানং যেভ্যস্তে । তং ভবন্তমসৌ কালিয়ঃ, অতিতমসা হেতুনা বহিষ্ঠমানস্ত সদা তিষ্ঠতো গরিষ্ঠস্ত মানস্ত গর্বস্ত গরিম্ণা গৌরবেণ পুষ্টা মতির্যস্ত সঃ । বিদাক্ষরোতু জানাতু ॥

৫০ । কারুণ্যমুৎপাদয়ন্ত্যঃ সর্দৈন্ত্যং তর্জতা দর্শয়ন্ত্য আহঃ,—হেলয়া কুতেনাপি নটনেন হেতুনা যা টনটনংকারিণী বেদনা পীড়া তস্তা বেদনেনানুভবেনাভিত্তোহয়ং মহাসারোহপি মহাবলোহপি মহাপ্রাণঃ প্রাণিক্রাংশেন তু মহা-নেবেত্যর্থঃ ॥

৫১ । অস্মৎসম্বন্ধেনাপ্যেয রক্ষ্যতামিত্যাহঃ—মা বৈধব্যমাস্তুত্মাক্তনাপি পতিদানং নো বিধীয়তামিতি বদন্তীনাং-য়মভিপ্রাযঃ—যতপি ত্বাং সদা ভজন্তীনাংস্মাকং স্বহিমুখেনানেন পত্যা অলমেব, তথাপি বৈধব্যোহপি স্ত্রীস্বাদস্বাতন্ত্র্যাণা-স্মাকং পুনঃ কেনাপি বলিনাহতেন সর্পেণাবশ্যমাক্রান্তমানস্বাং, তস্তাপি স্বহিমুখত্বাবিশেষাং, প্রত্যুত উপপত্যজুগুপ্তাত-শ্যামেব স্বচ্চরণস্পর্শজনিতভাগাঃ পতিবরং তিষ্ঠন্তি । অতএব হি দুষ্টস্ত পত্ন্যর্ভগবৎকরিয়মাণশাস্তিম্বেবেচ্ছন্তীনাং প্রথমমল্পসর্পণম্, সম্প্রতি তু তস্য শরণাগতিলক্ষণভক্তিং জাতামনুমাযহ্মন্তীনাং তত্র প্রীতিরिति । যদুত্তম্ (ভাঃ ১০।১৬। ৩০) “তমরণং শরণং জগাম” ইতি । শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধাবপি দাসভক্তপ্রস্তাবে—(৩২।২৩) “শরণাঃ কালিয়-জরাসন্ধবন্ধ-নৃপাদয়ঃ” ইতি । অহিমহিলানাং সর্পসুন্দরীণাং কৃতকনিগ্রহঃ কৃত্রিমদণ্ডঃ । মনাগ্ বিহন্তেতি তাসামপি তথাভক্তিনিষ্ঠানুভবাং ॥

৫২ । অনেকোহপি প্রচুরোহপি কোহপি অনির্বচনীয়ঃ কোপঃ ; স্লেষণ—ন একঃ, ন মুখ্যঃ,—কৃতকনিগ্রহ ইতি

৫০ । আপনি হেলাখেলায় যে নৃত্য করেছেন তার আঘাত জনিত পীড়ার টনটনানি বেদনায় কাতর, মহাবলবান্ হয়েও হৃদয়ে রোপিত মর্মরঞ্জে পীড়িত ব্যক্তির মতো শ্বাসমাত্র অবশিষ্ট এ-কালিয় অশিষ্ট হলেও একটা প্রাণী তো, মহানই বটে—হায় হায় প্রাণে যেন না মরে ।

৫১ । এ-অপরাধ ক্ষমা করুন, আমাদের যেন বৈধব্য উপস্থিত না হয়, আমাদেরকে পতি দান করুন' এরূপ অতিকাতর গদগদ কণ্ঠে কথনপর সর্পসুন্দরীদের কলকোমল-অমল-হিতকাকুলাক্য শ্রবণ করে শ্রীভগবানের চিত্তে অনুগ্রহের উদয় হল, তাঁর কৃত্রিম দণ্ডনিগ্রহ শিথিলীকৃত হয়ে পড়ল, রোষোদয় বিগলিত হয়ে গেল—দয়ায় উচ্ছলিত হয়ে একটু হেসে তিনি মধুর মধুর বলতে আরম্ভ করলেন ।

কৃষ্ণ কতৃক অভয় দান ও কালিয় কতৃক স্তব :

৫২ । ভয় করো না ভো ভয় কর না । আমার এ-কোপ প্রচণ্ড হলেও কোন অনির্বচনীয়

পহায় যত এবাগতস্তত্রৈব প্রতিযাতু। যা তু মদীয়চরণচিহ্নচাকুলক্ষ্মীরস্থ রস্তুতমোক্তমাজ্জসঙ্গিনী,
তামালোকয়তো গরুড়াদপি ন ভয়ম্' ইতি ভগবদ্বক্তৃপুৰমে পরমেণাহংসেন নিবৃত্তহৃদয়ো হৃদয়ো-
ভারভুগমিব যদাসীৎ, তদতিলঘু লঘু মন্থমানোহমানোহয়ং ফণিপতিঃ সভয়ভক্তিপ্রদমাহ ॥

৫৩। 'ভো ভগবন্! প্রভবতো ভবতো ভুবীয়মাবিভূতিভূতিকৃতে সাধূনামসাধূনামভিভবায়।
ভবায় ভব্যানাং ভব্যানাং ভক্তানাং চাহংচন্দ্রভাস্করং ভাস্করস্থিতমনোবিনোদায়, বিনোদায় চ পরমাস্তভা-
নামাস্তভানামুদয়ায় ॥

৫৪। দয়ায়তন! তদ্রুচিতেহয়ং তোয়ং তে ক্রীড়োচিতং দৃশ্যতো মম নিগ্রহোহনুগ্রহশ্চানুত্তমশ্চাতঃ
কোহপারঃ? কোপরসতো নৃত্যতস্তব সকলমঙ্গলাম্পদ-পদকমল-লক্ষ্মলক্ষ্মীভর-ভরিতা মে যদগমী ফণ-
মণ্ডলাঃ, তদত্ত বলামুজানুজানীহি, ভবদাজ্জয়া রমারমণ রমণকমেব দ্বীপমনুযামি। যামিহ ছুর্দেবতো

পূর্বোক্তেঃ; “একে মুখ্যাকবেলাঃ” ইত্যমরঃ। আক্ৰীড়াতেহত্রেতি আক্ৰীড়ং হৃদম্; যদা, বৃন্দাবনম্। উত্তমাজ্জসঙ্গিনী
শিরোবর্তিনী। অয়সাং লোহপিণ্ডাণাং ভারেণেব ভুগং স্বমুভাস্কর্য্য রুগ্ণং হৃৎ মনঃ, তদতিলঘু, ভগবদাশ্বাসেন তদ্-
ভারাপগম্যল্লঘু শীঘ্রমেব, অমানো গতগতঃ ॥

৫৩। ভূতিকৃতে সম্পত্ত্যে, ভব্যানাং মঙ্গলানাং ভবায় উৎপত্তৌ। ভব্যানাং ভাবিনাম্,—(পাং ৩৪৮৬)
“ভব্যগেয়-” ইত্যাদিনা কর্তৃর য-প্রত্যয়ঃ। ভাসা কান্ত্য করস্থিতানাং মনসাং বিনোদায়ানন্দায় পরমাস্তভানামত্যমঙ্গ-
লানাং বিশেষণে নোদায় দূরীকরণায়, অতএবাশু শীঘ্রং ভানাং প্রকাশানামুদয়ায়োল্লমায় ॥

৫৪। দয়ায়তন! হে দয়ামন্দির! মকরাকৃতির্নীবন্ধুরে স্তম্ভে কুণ্ডলে যন্ত। দিব্যাস্ত্রাণি বরমণিগণেষু মধ্যে
গগনে ন যথাত্তে মণয়স্তথায়মপ্যেকো মণিরিত্যেবংলক্ষণেন কালিয়কর্তৃক-বিমর্শেন পিহিতমাচ্ছাদিতং স্বরূপং যন্ত,

বটে, তোমাদের এ-মধুর কাকুবচনে ও নিভে গিয়েছে—বারিবর্ষণে মহানলের মতো। অতএব এ-সর্প
আর মৃত্যুর গোচর হবে না। তাই বলছি আমার ক্রীড়াস্থান এ-বৃন্দাবন ত্যাগ করে ও চলে যাক
যেখান থেকে এসেছিল সেই খানে। আমার চরণচিহ্নের যে চারু শোভা এর শিরসঙ্গিনী হয়ে রইল তা
অতি রসদায়ক—এ শোভা দর্শনে গরুড় ধন্য হয়ে যাবে—তার থেকে আর ভয় নাই।

লোহপিণ্ডের মতো ভারে ভগ্নপ্রায় হৃদয় অতি হাল্কা বলে মনে হতে লাগল ফণিপতির—
ভগবানের পরমাশ্বাসে আশ্বস্ত হওয়ার দরুণ। হৃদদর্প ফণিপতি সভয় ভক্তি প্রদায় বলতে লাগলেন—

৫৩। হে ভগবন্! এ-জগতে এই যে আপনার ঐশ্বর্যময় আবির্ভাব এ হয়ে থাকে সাধুগণের
প্রেমসম্পত্তি দান, ও অসাধুগণের পরাভবের জন্ম। আরও, হয়ে থাকে যতদিন সূর্যচন্দ্র আছে
ততদিন ভাবিভক্তগণের আপনার কাহ্নিতে অক্ষুরিত মনোবিনোদ, ও পরম অশুভ অশেষ-বিশেষ
দূরীভূত করে আশু মঙ্গলোদয়ের জন্ম।

৫৪। হে দয়ামন্দির! আপনার ক্রীড়োচিত যমুনার এ-জল দূষিতকরণের সমুচিতই হয়েছে
আমার এ-নিগ্রহ, আর অনুগ্রহ সে আর এর থেকে সর্বোত্তম কি হতে পারে? যেহেতু কোপরসভরে
আপনার এ-নৃত্যে আমার ফণমণ্ডলশ্রেণী সকলমঙ্গলাম্পদ আপনার পদকমলচিহ্নের শোভাধিকে

দৈবতোত্তম ! তব চরণকমলয়োরনীতিমকরবং মকরবন্ধুরকুণ্ডল ! তাং ক্ষমস্ব' ইতি । দিব্যাস্বর-
মণিগণগণনপিহিত-স্বরূপহিতস্বরূপকৌস্তভমুক্তাহারোপহারোপনয়ন-পুরঃসরং কৃতপ্রণামঃ সপরিকরো
নিশ্চক্ৰাম ॥

৫৫ । নিজ্জাশ্চে চ তস্মিন্ সত্ত্ব এব পীযুষযুবদতিমধুরসাধুরসা বভূব সা হৃদপয়ঃপটলী, পটলীলয়া-
বধীরিত-তড়িৎদলয়ো বলয়োজ্জলকরঃ স চ ব্রজরাজকুমারঃ কুলমুখীয়া তীর্থমাগ-ভয়কৌতুকচমৎকারা-
নন্দশাবল্যসমুদ্রং সমুদ্রংহসা পিতরং মাতরং মাগ্নানগ্নানপি ঘোষবৃদ্ধানৃদ্ধানুতেন তেন পরমাদরেণ
প্রণম্য মাতাপিতৃভ্যাং তৈরপি ব্রজপুংস্কীভিঃ পরমকুতূহলিনা হলিনা চাহংলিজিত, পরমামুরাগিণীভি-
বধুভিঃ কন্যাভিঃ সাগুরাগপরভাগ-পরভাগধেয়-মধুরমীক্ষ্যমাণ ঈক্ষমাণশ্চ তাঃ, তথৈব চিরমভিতো-
হভিতোষবশস্বদাভিধেভুভিরপি সাত্শ্রেয়সেব নয়নপুটেঃ পীয়মান ইব, প্রফুল্লাভির্ঘোণাভির্ষায়মাণ ইব,

তথাভূতশ্যাসৌ হিতস্বরূপশ্চ দিগ্ধনরূপশ্চ যঃ কৌস্তভঃ স চ মুক্তাহারশ্চ তেষামুপহারানামুপনয়নং সমীপে প্রাপণমেব
পুরঃসরং যত্র, তদযথা শ্রাস্তথা কৃতপ্রণামঃ । এতদুপহারীকরণং চ কালিয়শ্চ শ্রুপ্রায়সীদ্বারৈব । যদুস্তং শ্রীগণোদে-
দীপিকায়াম্—(পরিশিষ্টে ১২২) “কৌস্তভাখ্যো মণির্ঘেন প্রবিষ্ট হৃদমোরগম্ । কালিয়প্রায়সীদৃদ্ধহস্তৈরাশ্বোপহারিতঃ ॥”
ইতি ॥

৫৫ । পটলীলয়া তদানীং লব্ধবস্ত্রহ্যতিবিলাসেনাবধীরিতং তিরস্কৃতং বিদ্রাঘলয়ং তড়িম্গুণং যেন সঃ ; তীর্থমাগো
ন পুনস্তীর্ণঃ, বাধিতানুবৃন্তিগ্নায়াং । ভয়াদীনং শাবল্যরূপঃ সমুদ্রো যেন তম্, তত্র ভয়ং কালিয়দর্শনে, কৌতুকং দেব-
বাগ্নাত্তত্ত্বভবেন, চমৎকারঃ সর্পগোপরি নৃত্যাবকলনে, আনন্দঃ শ্রীমুখবুল্লভাহুগিত-দুঃখাভাবেন ; সমুং সানন্দং যথা
শ্রাস্তথা ; রংহসা বেগেন ঋদ্ধান্ সমৃদ্ধান্, তেন তৎকালোদিতেন ঋতেন সত্যেন নিষ্কৈতবেন । অমুরাগশ্চ পরভাগেন

ভরে গিয়েছে । অতএব হে বলামুজ, আজ্ঞা করুন, আপনার আজ্ঞায় হে রমারমণ রমণক দ্বীপেই
চলে যাই আমি । হে দেবশ্রেষ্ঠ, হৃদৈববশে আমি এখানে যা নীতি বহির্ভূত আচরণ করেছি আপনার
চরণকমলে হে মকরবন্ধুরকুণ্ডল, তা ক্ষমা করে দিন । এই বলে দিব্যাস্বর, ‘বহু মণির মধ্যে
এও যেন একটি সাধারণ মণি’ এ-ভাবে গণনা করাতে কালিয়ার দ্বারা আচ্ছাদিতস্বরূপ হিতধন
কৌস্তভ, এবং মুক্তাহারাবলী উপহার কৃষ্ণচরণে নিবেদন করত প্রণাম করে সপরিকরে বেরিয়ে গেলেন
কালিয় নাগ ।

ব্রজবাসিগণ কতৃক কৃষ্ণাভ্যর্থনা :

৫৫ । কালিয় নিজ্জাস্ত্ব হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃদের জলরাশি পীযুষসারের মতো মধুর-
সুন্দর-রসময় হয়ে উঠল । নববস্ত্রহ্যতিবিলাসে তড়িৎমণ্ডলকে তুচ্ছ করে দিচ্ছিলেন যিনি সেই বলয়ে
উজ্জল করবিশিষ্ট ব্রজরাজকুমার তটে উঠে এসে ভয়কৌতুকচমৎকারানন্দ ভাবের মিশ্রণসমুদ্র উত্তীর্ণমান
পিতামাতাকে এবং আনন্দবেগে সমৃদ্ধ অগ্ন্যাগ্নি মাগ্ন ঘোষবৃদ্ধগণকে নিষ্কৈতবে পরমাদরে প্রণাম করে,
সেই মাতাপিতা ব্রজস্বীগণ এবং পরমকুতূহলী হলধরের দ্বারা আলিজিত হয়ে, এবং অমুরাগোৎকর্ষতায়
পরমশ্রেষ্ঠ ঈক্ষণ-বিনিময় পরমামুরাগিণী বধুকন্যাগণ ও তাঁর মধ্যে পরস্পর হতে থাকলে, তথা দীর্ঘকাল

রসজ্ঞাতী রসজ্ঞাতী রভসেন লিহমান ইব, কলগদগদেন হস্বারবেণ সপ্রণয়মনাময়ং পৃচ্ছ্যমান ইব, প্রত্যেকমেব সখীনা লিলিঙ্গ ॥

৫৬। ইত্যেবমামোদমানৈর্বন্ধুভিরামোদ্যমানে বিশ্রাম্যতি ভগবতি ব্রজবাসরমণে বাসরমণরূপ-
রামমালোক্য ব্রজরাজো জরাজোষমিব তং বাসরসু মগ্ধ্যমানো ‘মা নোহন্ত বাসগমনং ভবিতুমহঁতি’ ইতি
বিচার্য সর্বানৈব নিদিদেশ দেশ-কালোচিতং কিমপি; যথা—‘ভো ভোঃ! সমুপসন্নেয়ং শর্বরী শর্ব-
রীতিরিব বিষমদর্শনা তমোবহ্ল্য উগ্রা চ, তদিহৈবাত্ত বস্তব্যম্, স্তব্যং চেদং হৃদতটমুপপাদিতং দিতং
গরলানলজ্বলিতমেনে কল্যাণিনা বৎসেন। তদিদং হৃদকূলম্নুকূলমগ্নস্যত্যা যামিনীং যাপয়াম’ ইতি
তদুদিতমাকলম্য সর্ব এব মুমুদিরে, মুদিরেন্দ্রকচঃ কমনীয়কিশোরসু রসুতমাভিলষণীয়তম-দর্শন-
সৌলভ্য-লভ্যমান-মানসবিকার-কারণোৎকলিকাকণ্ড-বণ্ডুলতাঞ্জননির্বাণনকৃতে বিশেষতোহনুরাগিণ্যো
মুদ্ররমণ্যঃ কল্যাকাশচ ॥

উৎকর্ষেণ হেতুনা যৎ পরং শ্রেষ্ঠং ভাগধেয়ং ভাগ্যাং তেন সহিতঞ্চ তৎ, অতএব মধুরং চেতি তদ্যথা স্তাদেবম্। রসজ্ঞা-
ভিজিহ্বাভিঃ, রসজ্ঞাতী রসবিজ্ঞাভিঃ, রভসেন হর্ষণ ॥

৫৬। আমোদমানৈর্বন্ধুভিঃ, আমোদ্যমানে ক্রিয়মাণানন্দে সতি ভগবতি। কীদৃশে? ব্রজবাসরমণে, ব্রজং
বাসেন রময়তীতি তস্মিন্। বাসরমণে: সূর্যস্তোপরামমস্তীভাবম্, বাসরসু দিবসসু জরাজোষমিব জরাপ্রাপ্তিমিব তমুপরামং
মগ্ধ্যমানঃ। নোহস্মাকমগ্ন বাসগমনং মা ভবিতুমহঁতি। শর্বরী বাতিঃ। সর্বসু রুদ্রসু রীতিরিব। স্তব্যং স্তবনার্থম্,
যতো গরলানলসু জ্বলিতং জ্বলনম্, দিতং খণ্ডিতম্। মুমুদিরে আনন্দিতা বভূবুঃ। অনুরাগিণ্যো বিশেষতো মুমুদির
ইত্যনুসঙ্গঃ। কৃতঃ? মুদিরেন্দ্রকচো মেঘোক্তমতুল্যাবশ্য কৃষ্ণসু রসুতমমতিশয়াস্বাভ্যমভিলষণীয়তমং যদদর্শনং তসু সৌলভ্যং

চতুর্দিকে মনের সন্তোষে ঘিরে থাকায় বশীভূত ধেনুগণের দ্বারা অশ্রুপূর্ণ নয়নপুটে যেন পীত হতে
থাকলে, প্রফুল্ল নাসিকায় যেন স্রাত হতে থাকলে, রসজ্ঞ জিহ্বায় যেন হর্ষে লীঢ় হতে থাকলে,
মুছ অক্ষুট গদগদ হাস্য রবে সপ্রণয়ে যেন কুশল জিজ্ঞাসিত হতে থাকলে কালিয়দমন কৃষ্ণ প্রত্যেক
সখার সঙ্গে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

হৃদতটে রাত্রিবাস :

৫৬। এই প্রকারে উল্লসিত বন্ধুগণের দ্বারা সম্পাদিত আনন্দে ভাসন্ত নিজের ব্রজবাসের
দ্বারা যিনি ব্রজকে রমণ করান সেই ভগবান্ বিশ্রাম করতে থাকলে ব্রজরাজ সূর্য অস্ত যাচ্ছে দেখে
ওকে ‘দিনের বার্কিক্য যেন এসে গিয়েছে’ এরূপ মনে করে—‘আমাদের আজ ঘরে ফেরা সমুচিত
হবে না’ এরূপ বিচার করে উপস্থিত সকলকে দেশকালোচিত কিছু নির্দেশ দিলেন—‘ওহে ওহে শোন,
এই যে রাত এসে গিয়েছে, এ-তো দেখছি রুদ্রমূর্তির মতো বিষমদর্শন-তমোবহ্ল-উগ্র; অতএব আজ
আমাদের এখানেই বাস করা উচিত হবে, এ-হৃদতট স্তবনযোগ্য বটে, যেহেতু আমার এক কল্যাণীয়
পুত্র এর গরলানল জ্বালা দূর করে একে এরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। অতএব এ-হৃদতট আশ্রয় করেই
আজ রাত্রি যাপন করব।’ এর একথা শুনে সকলেই আনন্দিত হলেন। বিশেষ করে পরমানুরাগিণী রমণী

৫৭। তদেবং শ্রীকৃষ্ণঃ মধ্যমধ্যবস্থাপ্য তমভিতোহভিতো ব্রজরাজাদয়ঃ, কচন সখায়ঃ, কচন ব্রজেশ্বরীপ্রভৃতয়ঃ কচন মাতৃনিকটস্থাঃ কুমার্যঃ, কচন স্বশ্রানিকটস্থা বধ্বশচ, পরিতস্তদ্বহিরপি চাপরাস্তদ্বহিরপি চাপরাঃ, তদ্বহিরপি ধেনবঃ, সবিশে নবঃ স বিবিধাস্তধারিগণো যাসাম্ ॥

৫৮। ইতি মণ্ডলীং ব্যুহ বিবিধ-বিচিত্র-চরিত্র-চারিমগরিম-কালিয়মর্দনলীলা-কথানুকথনেন নিশাঙ্কং গময়তাময়তামথ নিদ্রামপি স্ত্রীপুংসানাং মধ্যে দৈবোপসাদিতেন তেন রসময়েন সময়েন শ্রীকৃষ্ণ-মুখচন্দ্রমবাধমেব সানুরাগমনিমেঘমীক্ষমাণানাং বধূনাং কুমারিকাণাং চ চাক্ষুষে মানসে চ ভোগে নির্ভরং

তদানীং বারণাভাবাৎ স্তলভঙ্গং তেন লভ্যমানস্তদৈব প্রাপ্যগাণো যানসো বিকার এব কারণং যন্তাঃ সোৎকলিকা উৎকর্ষৈব কণ্ঠব্যাদি বিশেষযন্তা যা কণ্ঠলতা তৎকার্যভূতকণ্ঠা তন্তাঃ ক্ষণমপি নির্দাপনকৃতে। তণ্ডুলতেতি সিদ্ধাদি-লজস্তাত্তল ॥

৫৭। কুমারীগণং বধুনীঞ্চ প্রথমমণ্ডলে স্থিতিব্রজেশ্বরীসাহিত্যমচরুজ্ঞানীনাং মাতৃগাং স্বশ্রাণাঞ্চ সঙ্গানুরোধেন দৈবাদেব ফলিতা। তদ্বহিঃতীয়মণ্ডলে চাপরাঃ; অর্থে চকারঃ; অপরাস্ত গোপা অনুরাগি-গোপীপতিস্বত্বাদয় ইত্যর্থঃ। অপরা ইতি পূর্বপরাবরেতাদিনা সর্বনামসংজ্ঞাবিন্ধ্যাৎ। তদ্বহিরপি তৃতীয়মণ্ডলে চাপং রাস্তি গৃহস্তুতি ধনুস্পাণয়ঃ সর্ব-রক্ষকা ইত্যর্থঃ। তদ্বহিঃচতুর্থ মণ্ডলে ধেনবো গাবঃ। যাসাং সবিশে নিকটে পঞ্চম মণ্ডলে স মহাশৌর্ষে প্রসিক্তো বিবিধাস্তধারিগাং গণঃ সমূহঃ ॥

৫৮। বিবিধস্ত চিত্রচরিত্রস্ত চারিমা চারুত্বং গরিমা গুরুত্বং তাভ্যাং কালিয়মর্দনস্ত লীলাকথায়ানুকথনেন নিশাঙ্কং গময়তাম্, অথানন্তরং নিদ্রাময়তাং গচ্ছতাম্ : 'ই গতো' শব্দন্তঃ নির্বহতি নির্বাহং প্রাপ্নু বতি সতি। দর্শন-সাম্যেহপি তাসাং মধ্যে চন্দ্রাবল্যাদীনামতিশয়িনীতি প্রেমভারতম্যেনোৎসবতম্যাং, অর্থে চকারঃ। তত্রাপি রাধায়া

ও কন্যাগণ আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন, কারণ মেঘোত্তমতুল্যবর্ণ কমণীয় কিশোরের অতিশয় আশ্রয় নিরতিশয় অভিলষনীয় দর্শন-সুলভতা দ্বারা জাত মানসিক-বিকাররূপ কারণ থেকে উৎপন্ন উৎকণ্ঠা কণ্ঠর চুলকানি ক্ষণকাল নির্বাপনের সুযোগ স্বতঃই এসে গেল-যে।

৫৭। অতঃপর এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্রস্থলে রেখে তার চতুর্দিকে প্রথম মণ্ডলে কোনও স্থানে ব্রজরাজাদি বৃদ্ধগোপগণ কোনও স্থানে সখাগণ কোনও স্থানে ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি কোনও স্থানে মায়ের গা ঘেঁষে কুমারীগণ কোনও স্থানে স্বশ্রীগণের গা ঘেঁষে বধুগণ, এর বাইরে দ্বিতীয় মণ্ডলে চতুর্দিকে অনুরাগিণী গোপীদের পতিস্বত্ব গোপগণ, তার বাইরে তৃতীয় মণ্ডলে চতুর্দিকে ধনুর্ধারিগণ, তার বাইরে চতুর্থ মণ্ডলে চতুর্দিকে ধেনুসমূহ, আর এদের নিকটে পঞ্চম মণ্ডলে চতুর্দিকে মহাশৌর্ষে প্রসিক্ত বিবিধ অস্ত্রধারিগণ বিরাজমান হয়ে গেলেন।

৫৮। এইরূপে পাঁচ মণ্ডলীর ব্যুহ রচনা করে অবস্থিত স্ত্রীপুরুষগণ বিবিধ-বিচিত্র-চরিত্র কৃষ্ণের চারুতায় ভরা মহিমামণ্ডিত কালিয়মর্দনলীলা-কথানুকথনের দ্বারা অর্দ্ধরাত্রি কাটাবার পর যখন নিদ্রাগত হয়ে পড়লেন তখন এদের মধ্যে দৈবযোগে উপসন্ন রসময় সময়ে সানুরাগে অনিমেঘ নয়নে শ্রীকৃষ্ণমুখচন্দ্র সচ্ছন্দে ঈক্ষমান বধু এবং কুমারীগণের চক্ষু ও মনের ভোগ পূর্ণরূপে নির্বাহ প্রাপ্ত হতে

নির্বহতি সতি মুখ্যানাং চন্দ্রাবলীপ্রভৃতীনাং চাতিশায়িনি নয়নোৎসবে পূৰ্বেমবাহুরিতপ্রেমমনোরথায়োরথ যোগমাকস্মিকং তমাসাত্ত পরস্পরদিদৃক্ষা-সদৃক্ষাসমুৎকণ্ঠা সমুৎকণ্ঠা সমুৎপনীপত্ততে অ যদি, তন্মৈবাক-স্মিকমভিমুখীনমুভয়োরেব চাতুরক্ষিকমক্ষি-কমল খেলনমাসীৎ ॥

৫৯। তদ্যথা— রাধালোকে প্রসরতি হরদৌলিতো দৃষ্টিপাতঃ
পুচ্ছাঘাতাদিব মদিরয়োৰেপিতাশোভরাজী।
কৃষ্ণালোকে সতি মুকুলিতা রাধিকায়্যাঃ কটাক্ষাঃ
পদ্মাঘাতাদিব রতিপতে: প্রাপ্তভঙ্গাঃ পৃষংকাঃ ॥

৬০। এবং মুহূর্তং মূর্তং মুচ্ছন্তুমিব তমহুরাগ-স্মনঃপরাগপটলাঙ্ককারমমুভবতোস্তয়োঃচন্দ্রাবলী-

অসমোক্ষপ্রেমমহিমা সর্বাতিশয়িমনোনেত্রোৎসবং তদ্বলাদেব স্বমাধুর্ষেণ কৃষ্ণাংশি তাদৃশমনোনেত্রোৎসবদায়িত্বং চাহ,—
পূৰ্বেমবাহুরিতঃ প্রেমণি পরস্পরপ্রেমবিষয়ে মনোরথো যযোস্তয়োৱধুনা স্বসৌ পল্লবিত্ত-পুষ্পিত্ত্বগবাপ্য সহসা ফলিতো-
ইপীতি ভাবঃ। পরস্পরদিদৃক্ষয়া সদৃক্ষা সদৃশী অহরূপা সমাশুৎকণ্ঠা যন্ততিশয়েন সমুৎপন্ন। নীগ্ বধুশ্রংখিতাদিনা
নীগাগমঃ। কীদৃশী? সমুৎ সহর্ষঃ সমাশুখিতো বা কণ্ঠো যন্তাং সা। চাতুরক্ষিকং চতুর্ক্ষিষেব ভবম্, ইতি অধ্যাত্মাদিহাৎ
ঈশ্। অক্ষিকমলানামেব খেলনমিত্যভয়ত্রাপি নির্ধারণম্। অভিমুখীনং সন্মুখীনম্ ॥

৫৯। মদিরয়োঃ খঞ্জনয়োঃ, পুচ্ছাঘাতাদিত্যেনে প্রথমং রাধাকর্ষক আলোকোহপাঙ্গাভ্যামেবেতি জ্ঞাপিতম্।
বেশিতাশোভরাজীতি ৩৩শ কৃষ্ণালোচনদ্বয় নিরঙ্কুশে ন সমুদিত্ত্বৈব যুগপদেব বহুনাং ব্যাপারাগামোৎসুকো ন
জনিতানাং কমলোপগ্যাং, ততশ্চ তথাভূতে কৃষ্ণালোকে সতি মুকুলিতা ইতি সহসা লজ্জাপগমাং; পৃষংকা বাণাস্তে-
ইপি নিলোৎপলরূপা এব। প্রাপ্তভঙ্গা ইতি তেবাং নেত্রপ্রান্তমাভ্রব্যাপাররূপে নৈব ক্রীড়াবিবেতি পুনরুৎপ্রেক্ষাপি
ধ্বনিতা ইতি ॥

৬০। মুহূর্তং ব্যাপ্য মুচ্ছন্তং বিস্তারং প্রাপ্তবস্তুমিব; 'মূচ্ছা মোহসমুচ্ছায়য়োঃ' ইতি ধাতুঃ। অহুরাগ এব স্মনঃ

খাকল। এর মধ্যেও আবার বিশেষ হল চন্দ্রাবলী প্রভৃতি মুখ্য মুখ্য গোপীগণের নয়নোৎসব
অতিশায়িনীরূপে উপস্থিত হলে ক্রীরাশাগোবিন্দের মধ্যে পূর্বে অকুরিত পরস্পর-প্রেমবিষয়ে যে মনোরথ
ছিল তা অধুনা পল্লবিত পুষ্পিত হয়ে সহসা ফলিত হওয়ায় সুযোগপ্রাপ্ত হয়ে পরস্পর দর্শনেচ্ছানুরূপ
সমুৎকণ্ঠা যদি এতটা অতিশায়িনীরূপে সমুৎপন্ন হল যে গলা আপনই উপরের দিকে উঠে সেই মুহূর্তে
আকস্মিকভাবেই উভয়ের চারচক্ষুকে সামনাসামনি করে দিল তখন উভয়ের নয়নকমলের খেলা আরম্ভ
হয়ে গেল। যথা—

৫৯। প্রথমে রাধার কটাক্ষে হরির দৃষ্টিপাত চঞ্চলতা প্রাপ্ত হল—যেন খঞ্জনের পুচ্ছাঘাতে
কমলযুগল কম্পিত হল। অতঃপর কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ সমুদিত কটাক্ষে রাধার কটাক্ষ সহসা আগত লজ্জায়
মুকুলিত হয়ে গেল—যন কমলের আঘাতে রতিপতির বান পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

৬০। এইরূপে যখন মুহূর্তকালব্যাপি যেন উচ্ছলিত হয়ে উঠছে একরূপ মূর্তিমন্ত সেই অহুরাগ-
পুস্পরজকৃত অন্ধকার (মূচ্ছাকৃত আচ্ছাদন) রাধাকৃষ্ণকে আচ্ছাদিত করে দিচ্ছে, যখন চন্দ্রাবলী

প্রভৃতিষপি কৃষ্ণং বার্ষভানব্যাং নব্যাং রতিমুদহন্ত্যমুমানীষু সকলান্সপরাসু নিদ্রামুগচ্ছন্তীষু কেশুচিদপি
মিথঃ কৃষ্ণকথাকথনেনৈব জাগ্রৎসু ‘ভো ভো অত্যাহিতমত্যাহিতম্’ ইত্যাহিতসূচকঃ কষ্টতরঃ কোহপি
কলকলঃ সমুল্লাসঃ ॥

৬১। তমাকর্ণ্য সমাকুলীভূয় ভূয়শঃ পরিত্যক্ত-শয়নাসূৎকর্ণমভিতো নিরীক্ষমাণাসু ধেনুশু ‘কিং
ভোঃ কিং কিম্’ ইতি সাতঙ্কমাপৃচ্ছমানেষচ্ছমানেষচ্ছোত্ত্বং প্রধানেষু হং হমিতি নিদ্রাতঃ সমুত্তীর্ণংসু
নিদ্রাণেষু, সচকিতং শ্রীকৃষ্ণমালোকমানাসু কুলবধুশু কুলকন্যাশু চ তাসাং ভয়বিহ্বলতামালোক্য ‘মা
ভেতব্যং মা ভেতব্যম্’ ইতি সপ্রণয়গাস্তীর্ঘ্যমাশ্বাসয়তি চ শ্রীত্রজপুরপুরন্দরনন্দনে কেচিদেবং বিতর্কয়ামাসুঃ ॥

৬২। ‘কিং কালিয়ঃ পুনরসৌ তটবত্স্বনৈতি, লঙ্কাপমানজনিতাতিশয়প্রাকোপঃ।

কিং নৃকটকৈর্মদপয়োবরধোতগুণ-শৈলং কুতোহপি বনবারণযুধমেতি ॥’

৬৩। ইতি বিতর্কয়ংসু জনচয়েষু ‘ভো ভো নিরুপায়োহপায়োজ্বিতোহয়ং দবানলো দবানলঃ’

পুংসং তস্ত পরাগপটলৈরঙ্ককারম্,—তদানীমানন্দমুচ্ছায়া মনোনয়নাচ্ছাদনাং। অতুভবতোঃ সত্যোস্তয়ো বাধাক্ষয়োঃ।
অনুমানীষুমানং কুব্ধতীষু সতীষু; “অত্যাহিতং মহাভীতিঃ” ইত্যমরঃ ॥

৬১। আপৃচ্ছমানেষিতি (পাং বার্তিকং ১০৯) “আঙি হুপ্রচ্ছোঃ” ইত্যাত্মনেপদম্। অচ্ছো নির্মলো মানো
জ্ঞানং বস্তুরামর্শো যেষাং তেষু। ভয়বিহ্বলতা চাসাং ন স্থানিষ্টশঙ্কয়া কিন্তুস্বংপ্রাকোটিনির্মল্জনীয়চরণনখাগ্রমেতমস্বং-
কাস্তং বাধিষ্ঠতে। দবাগ্নিরিতি ভাবনয়ৈব, এবমগ্রেহপি নন্দাদিষপি জ্ঞেয়ম্ ॥

৬২। ধুমন্ত শ্রামলিমানমালোক্য প্রথমং সংশেরতে—কিং কালিয় ইতি। মদপয়সাং ঝরৈখৌতো গণ্ডাবিব
শৈলৌ যন্ত তৎ ॥

প্রভৃতি গোপীগণের অনুমান হচ্ছে যেন ‘একমাত্র বার্ষভানবীতেই কৃষ্ণ নবীন রতি সম্পন্ন করে তুলছে
এবং যখন অপর সকল নিদ্রাগতের মপ্যে কেউ কেউ পরস্পর কৃষ্ণকথা-কথনে জাগরিত রয়েছে তখন
অমঙ্গলসূচক অতিকষ্টকর কোনও এক অনির্বচনীয় কোলাহল উঠল—‘ওহে ওহে মহাবিপদ মহাবিপদ!’

৬১। এই ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনে অত্যন্ত ব্যাকুল ধেনুগণ শয়ন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সচকিতে
চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করতে থাকলে, কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে বিজ্ঞ প্রধান গোপগণ সাতঙ্কে পরস্পর ‘কি হে
এ কি এ কি’ জিজ্ঞাসা করতে থাকলে, ধুমন্ত ব্যক্তিগণ হং হং শব্দ করে ঘুম থেকে জেগে উঠে
বসলে, ‘প্রাকোটিনির্মল্জনীয়-চরণনখাগ্র আমাদের এ কান্তের কোনও অনিষ্ট না হয়’ এ-ভয়ে শঙ্কিতা
কুলবধু ও কুলকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের দিকে সচকিতে তাকালে শ্রীত্রজপুরপুরন্দরনন্দন যখন তাঁদের ভয়বিহ্বলতা
দর্শনে সপ্রণয় গাস্তীর্ঘ্যে আশ্বাস দিচ্ছিলেন—‘ভয় নাই ভয় নাই’ তখন কেউ কেউ এরূপ তর্কবিতর্ক
করছিলেন।

৬২। লঙ্কাপমানজনিত অতিশয় কোপে কালিয়ই কি পুনরায় ঐ হৃদের তটপথে ধেয়ে আসছে,
না-একি মদবারি বরণায় ধোঁত গণ্ডশৈলিবিশিষ্ট বজ্রহস্তীযুধ কোনও উচ্চ স্থান থেকে তেড়ে আসছে।

ইতি পুনরুদ্ঘুষ্টমতিকষ্টতরমাকর্ণ্য ব্রজেশ্বরঃ সত্রাসং কালিয়মর্দনমুপগম্য সহসা গর্গোদিতমবুস্থ্যতা 'ভো বৎস ! পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তাং নিকৃপায়াপায়ারণ্যমহাবহ্নিস্বদেকনাথং সমস্তমেব ব্রজং দহন্নুপৈতি ।

নহি ভবন্তুমন্তরেণাস্ত্রোপশমঃ, শমন্তথা চ ন বর্ততে বিনাস্ত্র শমনম্'।

৬৪। ইতি সপরিজন-জনক-জননী-প্রভৃতি-সমস্ত-বন্ধুজন-ব্যাকুলতামালোক্য 'মা ভেতব্যম্' ইত্যগ্রেত উপস্থত্য যত্নপি বনাস্তুরবল্লাস্তুরবর্জিতবদবধু বৃন্দাবনম্, তথাপি সর্বচমৎকারকারলীলাহেতোঃ স্বেচ্ছ্যৈব সমাপাদিতমিবা ।

৬৫। শুষ্কে সর্ববাকুলগ্নং স্বসতি তরুগণে চচ্চটান্ধানঘোরং
প্রোষন্তং পত্রমাত্রং তৃণততিমভিতস্তংক্ষণাদুন্ময়ন্তম্ ।
তস্মাদ্ভিন্যাস্কুরকুপ্রভৃতিমৃগকুলৈর্বাঁকিতং ধাবমানৈ-
দূরাদভ্রং লিহাগ্রং দবদহনমথো মাধবঃ সন্দর্শ ।

৬৩। নিকৃপায়াঃসং নিবারণোপায়শূন্যঃ, অপায়োজ্যিতঃ স্বয়ং নাশরহিতঃ। গর্গোদিতম্—(ভা০ ১০।৮।১৬) “অনেন সর্বভূগাণি যুয়মঞ্জস্তুরিযথ” ইতি। নিকৃপায়াঃপায়ো নাশো যন্ত তথাভূতোহরণ্যমহাবহ্নিঃ। তস্মাৎ রাত্রৌ বিষসংসর্গশঙ্কয়া হৃদতটনিকটং পরিত্যজ্য 'কুড়ুমারে' ইতি লোকপ্রসিদ্ধপ্রদেশে বিহিতস্থিতিত্বেন যমুনাজলানয়নশক্তেঃ, তস্মাৎ মহাবহ্নেরপি সর্বত আবৃত্যৈবাংপতিষ্কুত্বেন দৃশ্যমানভাগ্নিগয়াশঙ্কেচ্চ। ৭৭ কল্যাণম্ ।

৬৪। অগ্রেত উপস্থত্য মাধবো দবদহনং দর্শতোবুয়ঃ। অন্তর্বর্তী দবদবধুযন্ত তথাভূতং বৃন্দাবনং যত্নপি ন ভবতি ।

দাবানল পান.লীলা :

৬৩। জনগণ একরূপ বিতর্ক করতে থাকলে অতি বিষম কষ্টগ্রস্ত এক উচ্চ ঘোষণা হল— 'ওহে ওহে নিবারণের উপায়শূন্য নিজে নিজেও নাশরহিত দাবানল দাবানল'। এ-শব্দে ব্রজেশ্বর সম্বয়ে কালিয়মর্দনের নিকট গিয়ে সহসা গর্গবাক্য শ্রবণ করে বললেন—'ওহে বৎস পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর, ঐ যে সম্মুখে নিবারণোপায়শূন্য এবং নিজে নিজেও নাশরহিত এক অরণ্য-মহাবহ্নি, তুমি ব্রজের একমাত্র নাথ—তোমার ব্রজের সবকিছু এ জ্বালিয়ে দিয়ে এদিকে ধেয়ে আসছে। তুমি বিনা এর উপশমের আর অন্য কোন উপায় নাই, মঙ্গলও আর কিছু নাই এর উপশম বিনা।

৬৪। এইরূপে সপরিজন জনক-জননী প্রভৃতি সমস্ত বন্ধুজনের ব্যাকুলতা দেখে 'ভয় কর না' বলে সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে মাধব ঐ দবদহন দেখতে পেলেন। যদিও অন্য প্রাকৃত বনের মতো দাবদহন বৃন্দাবনের মধ্যে নাই, তথাপি সর্বচমৎকারকারী লীলা-প্রয়োজনে তাঁর ইচ্ছা বশতঃই যেন এ সম্পাদিত হচ্ছে।

(ফনি মস্তকে নেচে ব্রজগোপীগণকে দেখালেন তার জগদ্বিলক্ষণ অতুলপ্রভাব ও অত্যাধিক কলাপাণ্ডিত্য, আর দাবানল-শমনে পত্যাতির আবরণ হেতু কৃষ্ণসঙ্কম দুর্ঘট মনে করেছিলেন যারা সেই গোপীগণকে দেখাবেন তাঁর দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী অদ্ভুত শক্তি।)

৬৬ । ‘সম্ভবাত ব্যথয়া বজ্জজনকদনমনেন বিনমনেন বিহায়োলিহা মহাধুমধুমধ্বজেন । নিম্পত্রা নিম্পত্রাকরোতি তরুশ্রেণী, ভয়সমুৎকর্ণা কর্ণাভীলং করোতি কাকুরবৈরিয়ং চ ধেমুবিততিঃ, বিততিরিয়ং চ সমুড্ডীনা ধুমলেখাভিরক্ষীভবতি । সাধ্বসাকুলং কুলং চ হরিণানাং কান্দিশীকং সমজনি, তং কিং করোমি ॥

৬৭ । সম্ভাব্যা ন পয়োদরষ্টিরধুনা নত্যাঃ পয়ঃসেচনৈ-
নৈবাস্ত্রোপশমো ন চাপসরণে দেশশচ কালশচ নঃ ।
ইত্যচিন্তয়তঃ স্বয়ং ভগবতঃ প্রাতুর্ভবন্ত্যশ্বরী
শক্তিঃ কাচন তং শিখাসু কচবদধ্বজা নিমেষাং পপৌ ॥

“ফণিমূর্ধনি নর্তিত্বা, জগদিলক্ষণমজ্জিতপতঙ্গীঃ । দ্বস্ত প্রভাবততুলং, কলাসু পাণ্ডিত্যমত্যধিকম্ ॥ পত্যাভাবরণামিহ-
সঙ্গং দুর্ঘটমমুঃ পরায়ুশতীঃ । দবশমনেনাকলয়দ্-দুর্ঘটঘটনাপটীয়সীং শক্তিম্ ॥”

৬৫ । শুদ্ধে তরুগণে অথ চ স্থসতি অন্তর্জীবতি পত্রমাত্রং প্রোষন্তম্ দহন্তং, ন তু স্বকৃশাখাদিকম্, অতিবর্নয়স্বেন
সারময়তাদন্তঃসরসত্বাচ্চ । অন্তক্ষে তরুণতরুগণে তু ন কিঞ্চিদপীতি ভাবঃ । অভ্রমাকাশং লেটি, অগ্রং জিহ্বাপম-
শিখা যন্ত তম্ ॥

৬৬ । সম্ভবীত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ স্বগতং বাক্যম্ । মহাধুমে ন ধুমধ্বজেন বহ্নিনেনে ন বীন্ পক্ষিণো ন ময়তি পাতয়তীতি
তেন । বজ্জজনকদনং ব্যথয়া সম্ভবি সম্ভবতোবেত্যর্থঃ । নিম্পত্রা ভস্মীভূতপত্রা তরুশ্রেণী নিম্পত্রাকরোতি কারুণ্যোৎপাদনা-
দতিব্যথয়তীত্যর্থঃ ; (পা০ ৫৪।৬১) “সপত্রনিম্পত্রাদতিব্যথনে” ইতি ডাচ । কর্ণাভীলং কর্ণয়োঃ কষ্টম্ । বীমাং পক্ষিণাং
ততিঃ শ্রেণী ; “কান্দিশীকো ভয়ক্রতঃ” ইত্যমরঃ ॥

৬৫ । তরুশ্রেণীর সর্বাঙ্গে লেগে গিয়ে ঐ দাবদহন সৌ সৌ করে জ্বলছে, আর ভিতরে
ভিতরে সজীব তরুতে ভয়ঙ্কর চট্-চট্- শব্দে পত্রমাত্র জ্বালিয়ে দিচ্ছে, এবং চতুর্দিকে তৃণশ্রেণীকে তৎক্ষণাৎ
পুড়িয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে, আর ভয়ে ভীত নহু-অহু প্রভৃতি ধাবমান যুগকুল দূর থেকে চেয়ে চেয়ে
দেখছে । এইরূপ আকাশ লেহনকারী শিখাযুক্ত দাবদহন মাধব দেখতে পেলেন ।

৬৬ । দেখতে দেখতে শ্রীকৃষ্ণ স্বগত বললেন—পক্ষীগণের পাতনকারক আকাশলেহী এই
দাবানল-ব্যথায় বজ্জজনের বিনাশ আশঙ্কা হচ্ছে, সম্মুখে ভস্মীভূতপত্রা তরুশ্রেণী কারুণ্য জন্মিয়ে ব্যথা
দিচ্ছে আমাদের, অতিভয়-সচকিত কর্ণা ধেমুগণের এ-কাকুরব আমার কর্ণকে পীড়িত করছে, আকাশে
সমুড্ডীন পক্ষীশ্রেণী ধুমলেখায় অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ভয়ে আকুল হরিণসমূহ শঙ্কিতভাবে এদিক-ওদিক
দৌড়াদৌড়ি করছে, এখন আমি কি করি ?

৬৭ । অধুনা মেঘের বারিবর্ষণ সম্ভব নয়, নদীর জলসেচনে এ নির্বাপিত হবার নয়, দেশ-কালও
আমাদের সেরে যাওয়ার অনুকূল নয় । শ্রীভগবান্ যখন এরূপ চিন্তা করছেন তখন কোনও অনির্বচনীয়
ঐশ্বরিক শক্তি আবির্ভূত হয়ে ঐ অগ্নিশিখাকে মস্তকের শিখার মতো অনায়াসে ধরে এনে এক নিমেঘে
পান করে ফেললেন ।

৬৮। ততশ্চ দরিদ্রাণাং মনোরথ ইবোৎপত্তমান এব প্রণষ্ঠঃ, হতভাগ্যানাং বৈভবোদয় ইবাভূজ্য-
মান এব তৎকালবিগলিতং, বৈদ্যুতো বহ্নিরিব ন চিরস্থায়ী, স্বপ্নদৃষ্ট ইব, ভ্রমোপগত ইব, ঐন্দ্রজালিকো-
দীরিত ইব, ন দৃশ্যমানো বনবহ্নিরখিলজন-লজনকারী বভূব। কিমস্মাভিঃ প্রমত্তৈরিবাহ্নলপিতং কুতো
বনাগ্নিঃ' ইতি ॥

৬৯। অথ বিভাতায়াং বিভাবর্য্যাং বর্য্যাং শ্রিয়ং দধানেন বহুবিশবহুললীলাধানেন স্বকুলভূষণে
সুধাসারেণ সারেণেব সর্বসৌভাগ্যানাং স্বজনেস্বাহিতনয়েন তনয়েন সহ স হ ব্রজপুরপুরন্দরোহদরোদীর্ণ-
প্রমোদঃ প্রমোদয়ং প্রমোদয়শ্চ ব্রজপুরং ব্রজপুরবাসিভিঃ সমং সমুপসাদ ॥

৭০। তেনাথ ব্রজনগরী নাথ-ব্রজন-গরীয়সীঃ রজমাদধানা প্রোষিতভর্তৃকেব তাং রজনীং গমিত-

৬৭। তং দবদহনং শিখাস্থ হেতিষু কচবৎ কচেষিব; (পা০ ৫।১।১১৬) “তত্র তন্ত্বেব” ইতি বতিঃ ॥

৬৮। মনোরথস্ত পুনরুৎপত্তিশঙ্কয়া অত্থোপমিমীতে—বৈভবোদয় ইতি। তত্রাপ্যতিশয়োণ বিগলনে দৃষ্টান্তঃ
—বৈদ্যুতো বহ্নিরিতি। ত্রয়াণামপ্যুক্তদৃষ্টান্তানাং সত্যত্বাদ্যন্তান্তিক্যস্ত তু সিধ্যাচ্ছেদেনৈব তৈরায়ত্যাযুক্তত্বত্বাদভূতদৃষ্টান্তজ্ঞা-
ন্যাহ। তত্র স্বপ্নশ্রুতি সিদ্ধাদিষু কচিৎ সত্যত্বমাশঙ্ক্যাহ,—ভ্রম ইতি। ভ্রমশ্রুতি যুগপৎ সর্বজনগতত্বাভাবমাশঙ্ক্যাহ,
—ঐন্দ্রজালিক ইতি। লজনং লজ্জা। অথ ভগবদ্দৃষ্টিকারুণ্যামৃতবৃত্তৌব তৃণগুণ্যবুদ্ধাদয়ঃ পূর্ববদেব সহসৈবাবুভবন্তি
বহ্নিচিহ্নস্ত কস্তাপ্যদর্শনাদিশ্রুতা আঃ,—কিমস্মাভিরিত্যাদি ॥

৬৯। বহুধা বহুপ্রকারেণ, বহুললীলা দধতি ধারয়তীতি নন্দ্যাদি লুঃ। তেন সুধায়া আসারেণ ধারাসম্পাত-
রূপেণ সহ স ব্রজরাজঃ, হ স্কটম্, অদরোহনন্ন উদীর্ণঃ প্রমোদো যন্ত সঃ, প্রমায়াঃ প্রামাণ্যশ্রোদয়ো যথা ভবত্যেবং
প্রমোদয়ন্, গর্গপ্রোক্তমাহায্যোক্ত্যেবোপেক্ষার্থঃ; যদ্বা, প্রমায়াঃ প্রকৃষ্টশোভায়া উদয়ো যত্র তদব্রজপুরম্ ॥

৬৮। অতঃপর দরিদ্রের মনোরথের মতো জাত হতে হতেই উপশমিত, হতভাগ্যের বৈভবোদয়ের
মতো ভোগ করতে না-করতেই বিগলিত, বিদ্যুৎ চমকের মতো ক্ষণমাত্র স্থায়ী, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মতো,
ভ্রমোপগত বস্তুর মতো, ঐন্দ্রজালবিষয়ক বস্তুর মতো সহসা মিলিয়ে যাওয়া সেই বনবহ্নি অখিলজনের
লজ্জাকারী হল। অতঃপর ভগবৎদৃষ্টি-কারুণ্যামৃত বর্ষণ তরুণলবঙ্গাদি পূর্বের মতো হয়ে গেল,
দাবানলের কোনও চিহ্নও আর থাকল না। এতে উপস্থিত সকলে বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলেন ‘আরে
আমরা এতক্ষণ পাগলের মতো কি বকে যাচ্ছিলাম—বনাগ্নি কই?’

৬৯। অতঃপর রাত্রি পোহালে সর্বশ্রেষ্ঠ শোভাযুক্ত, বহুবহু লীলায় লীলায়িত, স্বকুল ভূষণ,
কারুণ্যামৃতধারাসম্পাতস্বরূপ, সর্বসৌভাগ্যের সারস্বরূপ, স্বজনে প্রেমমীতি বিস্তারকারী পুত্রের সহিত
সেই ব্রজপুরপুরন্দর অতিশয় উচ্ছলিত আনন্দে মত্ত হয়ে যাতে গর্গোক্ত কৃষ্ণমহিমা প্রচার হয়
সেইভাবে ব্রজপুরকে আমোদে আহ্লাদে ভরিয়ে দিতে দিতে ব্রজপুরবাসিগণে পরিবেষ্টিত হয়ে ব্রজে
গিয়ে প্রবেশ করলেন।

৭০। নাথের গমনে গুরুতর বিরহপীড়ায় অতিশয় ক্লীষ্ট হয়ে ব্রজনগরী প্রোষিতভর্তৃকার

বতী রাগমিতবতী রাজস্বং পুনরপি পূর্বমিব ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলাবিস্তারে কালিয়দমনো নাম

নবমঃ স্তবকঃ ॥৯॥

—...:::—

১০। নাথস্য শ্রীনন্দস্য ব্রজজনেন গরীয়সীং গুরুতরাং কৃষ্ণং পীড়াম্ আ সম্যগ্ দধানা ধারয়ন্তী। অথ তেন নাথস্তাগমেনে পুনরপি পূর্বমিব রাজস্বং রাগমিতবতী প্রাপ্তবতী ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীমুখবর্ড্য়ং নবমস্তবকসঙ্গমনম্ ॥৯॥

...-~*~*~*~...

মতো রজনী অতিবাহিত করছিলেন, এখন সেই নাথের আগমনে পুনরায় পূর্বের মতো অমুরাগে রঞ্জিত হয়ে বিরাজিত হলেন।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা বিস্তারে কালিয়দমন নামক

নবম স্তবক।

~*~*~*~

দশমঃ স্তবকঃ

—০:❀:❀:০—

১। অথ পুনরহরহরুপচীয়মান-মানস-বিকার-কারণরণ-রণকশূন্যহৃদয়া হৃদয়াধিনাথস্ত তস্তাঙ্গ-সঙ্গ-সস্তাবনোপায়মপায়মন্দমহুচিন্ত্যন্ত্যো মনোরথারুচমনোরথা রুচ্যভাবস্তাপি তস্ত ছুরবগাহমনোহবগাহ-মনোজসা মনোজসাহায্যেন জানত্যোহপি ন প্রতীতিমুপযাস্ত্যোহপি হিতং পিহিতং কুৰ্বন্ত্যো নিজমভি-প্রায়ং সহ সহচরীভিঃ সকলা এব নিজনিজৌৎকৰ্ণ্যং বাগ্বিষয়ীচক্ৰুঃ ॥

২। তত্র চন্দ্রাবলী বলীয়সা মনোরাগেণ সোধেগং মুখবিজিত-পদ্মাং পদ্মাং নাম সখীমুবাচ,—

‘কিং গৌরি গাঢ়গুরুণা গুরুগোরবেণ, কিং নিন্দয়া বত ননান্দুরমন্দয়া নঃ।

কিং জ্বালায়া খলগিরো গরলোপমায়াঃ, শ্যামেন মে হৃদতিরক্তমকারি পীতম্ ॥’

দশমঃ স্তবকঃ

দশমে রাধিকা প্রাপ কৃষ্ণপাণিকৃত্যং শ্রজম্।

কৃষ্ণোহপি রাধিকাপাণিকৃতপাকারভোজনম্ ॥

১। রণরণকং কামচিন্তাঃ; মন এব রথস্তত্রৈবাক্রুতঃ; ন তু বহিঃ প্রকটো মনোরথো যাষাং তাঃ; রুচ্যভাবস্ত জাতপূর্বানুরাগস্তাপি তস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত ছুরাবগাহস্ত মনসোহবগাহম্, অনোজসা ন তু ওজসা ন বুদ্ধিবলেন, কিন্তু মনোজস্ত কন্দৰ্পশ্চৈব সাহায্যেন হিতং নিজমভিপ্রায়ং ‘কৃষ্ণেন সহ হস্ত রংস্তে’ ইত্যেবংলক্ষণং পিহিতমাচ্ছাদিতং কুৰ্বন্ত্যোহপি ॥

২। ননান্দুঃ পত্ন্যুৰ্ভগিতাঃ; মে পীতং হং হৃদয়মতিরক্তমকারীতি বিরোধঃ; তত্রাপি শ্যামেনেত্যতিবিরোধঃ। ন হি শ্যামলিঙ্গৈব রক্তিম্য কতুং শক্যতে, শ্রীকৃষ্ণেন যম মনঃ স্বান্তরক্তং কৃতমিতি তত্ত্বার্থঃ ॥

দশম স্তবক

পূর্বানুরাগিণীদের সখীসঙ্গে চিত্তোদঘাটন :

১। অতঃপর অহরহ উপচীয়মান মানস-বিকারোথ কামচিন্তায় শূন্যহৃদয়া, হৃদয়াধিনাথের অঙ্গসঙ্গ সস্তাবনার উপায় ও বাধা উভয়ের নিরন্তর মন্দমন্দ চিন্তারতা, মনোরথারুচাভিলাষবিশিষ্টা পূর্বানুরাগিণী গোপীগণ পূর্বানুরাগী প্রাণনাথের ছুরোধ্য মনের ভাবগভীরতা বুদ্ধি দিয়ে নয় কন্দৰ্পের সাহায্যে জানলেও প্রতীতি করতে না পেরে সুখজনক স্বাভিপ্রায় গোপন করে রাখলেন বটে কিন্তু নিজ নিজ উৎকর্ষার বিষয় সখীসঙ্গে আলাপ-আলোচনা সকলেই করতে থাকলেন।

২। এই পূর্বানুরাগিণীদের মধ্যে চন্দ্রাবলী বলবান্ মনোরাগে উদ্বিগ্নের সহিত কমলবিজয়িনীমুখী সুন্দরী পদ্মা সখীকে বললেন—হে গৌরাজী পদ্মে শোন, শ্যাম যখন আমার হৃদয়কে নিজেতে অনুরক্ত করে নিয়েছে তখন আর আমার গুরুজনদের অতিপ্রশংসাই বা কি, আর হায় হায় ননদিনীর অতি-নিন্দাবাদেই বা কি, আর খলের বিষম জ্বালাগ্রদ বাক্যবাণেই বা কি।

৩। তামাহ পদ্মা,—‘পদ্মান্ধি ! যাবদ্বার্ষভানবী নবীনানুরাগবতি প্রাগবতি প্রায়িকীং রতিং তত্র ন প্রসজ্যতি, তাবৎ কৃতান্তিযোগেন যোগেন তেন সহ তে যথা ভূয়তে, তথা ময়া সময়াসত্ত্যা বিশেষম্, সবিধেহয়ং স যথা তব স্বয়ং সমুপৈতি ॥

৪। কিন্তু ব্রজরাজসুতস্য তস্য স্বভাবে হি ভাবো হিত উহিতস্তস্তাং তস্তাং তম্যামেব হৃদতট-
নিকটে’ ইতি তামাশ্বাস্ত তথৈব স্ব চেষ্টতে, চেষ্টতেয়ং তস্মিন্বেব কর্মণি তস্তাঃ প্রবীণতাসীং ॥

৫। অথৈবমুৎকণ্ঠাভরাধিকং রাধিকং বিজনে নিজনেনিজ্যমান-সৌহৃদ-সহচরীভিঃ সহ সহমানা-
মমানামনুরাগব্যাথাং কিমপি চিন্তয়ন্তীমকস্মাহুপগতাপগতাপখিলাবকরা করাকলিতবকুলমালা বকুলমালাখ্য-
সখ্যস্থিতা স্তামা নিজগাদ ॥

৩। নবীনানুরাগবতি শ্রীকৃষ্ণে প্রাক্ প্রথমং প্রায়িকীং রতিমবতি রক্ষতি যাবৎ, কিন্তু ন প্রসজ্যতি সঙ্গং ন
প্রাপ্নোতি, তাবন্তেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ কৃতোহভিযোগঃ ফলসিদ্ধির্ভ্রাত্ত তেন তে তব যোগেন সঙ্গেন যথা ভূয়তে, তথা
সময়স্তাসত্ত্যা শীঘ্রৈর্গেবেত্যর্থঃ সৌহৃদং শ্রীকৃষ্ণস্তব সবিধে নিকটে যথা স্বয়ং সমুপৈতি, ততশ্চ তয়া সহ জনিস্থমাণাং
সঙ্গাৎ পূর্বমেব স্বংসঙ্গে জাতে তামসৌ বিস্মরিস্থতীতি ভাবঃ ॥

৪। নতু তস্তাময়মতানুরক্তো লক্ষিতঃ, কথং কৃতমংসঙ্গ এব তাং বিস্মরিস্থতীতি ? তত্রাহ—কিস্তিতি । ভাবঃ প্রেম,
স্বভাবঃ স্বস্ত ভাং কান্তিমবতীতি সঃ, হিতো হিতময় উহিতস্তকিতস্তস্তাং রাধায়াং কিন্তু তস্তাং তস্তামেব । কালিয়দমন-
দিনরাজ্যাবেব, ন তু ত্রয়ীব সর্বদিবস ইতি ভাবঃ । ইতি চেষ্টতে স্ব, অচেষ্টতা চেয়ং তস্তাঃ ॥

৫। নিজাশ্চ তা নেনিজ্যমানসৌহৃদা অতিশুদ্ধসৌখ্যাশ্চেতি তাভিঃ সহচরীভিল্লিতাদিভিঃ সহ ; অমানামপরি-
মাণাম্ ॥

৩। পদ্মা তাঁকে বললেন—‘হে কমলনয়নী, নবীন অনুরাগবতী বার্ষভানবী সবার আগে
কৃষ্ণে সর্বোত্তম রতি যাবৎ বহন করে চলছে কিন্তু সঙ্গ করে উঠতে পারছে না তার মধ্যেই তাঁর সহিত
তোমার ফলসিদ্ধি যাতে হয়, যাতে সে নিজেই তোমার নিকট এসে যায়—সেরূপ উপায় আমি
শীঘ্র করে দিচ্ছি—(তোমার সঙ্গ হলে তাঁকে সে ভুলে যাবে) ।

৪। (রাধাতে কৃষ্ণের অতি-অনুরক্তিই লক্ষিত হয়, কি করে আমার সঙ্গ হলেই তাকে ভুলে
যাবে, এর উদ্ভবই যেন বলা হচ্ছে)

কিন্তু ব্রজরাজকুমারের রাধাতে যে স্বকান্তিতে উজ্জ্বল মঙ্গলময় প্রেম তা হৃদতটের নিকটে
সেই রাত্রিতেই মাত্র অনুমানের বিষয় হয়েছিল—কিন্তু তোমাতে ও সর্বকালিক ব্যাপার । এরূপে
তাঁকে আশ্বাসিত করে ঐ মিলন-চেষ্টাতেই তিনি লেগে গেলেন । এ তাঁর ইষ্টনিষ্ঠা, এতে তাঁর
প্রবীণতাও আছে ।

৫। এদিকে উক্তপ্রকার অত্যন্ত উৎকণ্ঠাভাবে গীড়িতা রাধিকা যখন নিজের অতিশুদ্ধমতি
প্রিয়সখী ললিতা বিশাখাদির সহিত অপরিমিত অনুরাগ-ব্যাথায় অবনতা হয়ে কোনও চিন্তায় ক্লীষ্ট
হয়ে নির্জনে অবস্থান করছিলেন সেই সময় অকস্মাৎ হাতে বকুলের মালা ধরা বকুলমালা সখীসঙ্গে

৬। ‘অয়ি বার্ষভানবি ! ন বিনা ভবতীমিহ গোকুলে কুলে চ কুলললনাললামভূতানাং ভূতানাং সৌভাগ্যসম্পদং কা বহতি ।

৭। যদবধারিতং তস্মিন্নহনি হনিষ্যমাণ-প্রমদোহেন রসদোহেন রসবতীহৃদয়াকর্ষণাক্রুশেন নিরীক্ষণেন ক্রণেন মূর্তিগতৈব যদসৌ ব্রজরাজকুমারো মারোদ্ধতহৃদয় ইব চকোরকো রজনীনাত্মিব ভব-দাস্তং ধয়তি স্ম ॥

৮। তদধুনা তস্তানুরাগপাত্রং হুমিত্যবগতম্। গতং চ মেহমানস্তম্, মানস্তং সারস্তং চ মে সমজনি ॥’

৯। সাহ,—‘সাহসকারিণি ! কিমেবং প্রলপসি ?—

সা কাহ্নলি কলিয়রিপোরনুরাগপাত্রং, যা গোকুলে কুলজৈনরনুমাতুমহী ।

ইন্দুর্বিনা কুমুদিনীং স্বয়মুজ্জিহীতে, নেন্দুং বিনা কুমুদিনী বিকচত্বমেতি ॥

৬। ললামভূতানাং তিলকরূপাণাং শ্রেষ্ঠযুবতীনাং কুল ইত্যর্থঃ। ভূতানাং সৌভাগ্যসম্পদং প্রাণিমাাত্রকর্তৃকপ্ৰীতিম্ ॥

৭। ভূতানামিতি কিয়দাধিক্যম্, যতঃ সর্বসৌভাগ্যসম্পন্নিধেঃ শ্রীকৃষ্ণস্যপি চেতঃ সমাকর্ষসীত্যাহ,—তস্মিন্নহ-নীতি। অহোদিনবাসরাদি-শঙ্কানামহোরাত্রবাচিত্বাং কালিয়দমনদিবসীয়রজত্বাং যন্ময়াবধারিতম্; কেন চিহ্নেন ? হনিষ্যমাণো গংস্তমানঃ প্রমদস্ত উহো যস্মাস্তথাভূতেন নিরীক্ষণেন যদন্তরকালমানস্ত তর্কো ব্যক্তো ভবতীত্যর্থঃ। হস্ত-গমনার্থত্বাদগমনস্তাপ্যত্র ব্যঞ্জনার্থত্বাদ্ব্যমকাহুরোধাদসর্থতাদোষঃ সোঢ়ব্যঃ; যদা, হনিষ্যমাণো নাশং প্রাপ্যান্ প্রমদানাং গোপীনামুহস্তর্কো যত্র তেন; তদানীমনুরাগস্ত চাক্ষুষত্বাং ন পুনস্তর্কো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশেন ? রসং দোক্ষি পুরয়তীতি তেন, ক্রণেনোৎসবেন, ধয়তি স্ম, অপিবং ॥

৮। অমানস্তং হঃগম্; “পীড়া বাধা ব্যথা হঃগমমানস্তম্” ইত্যমরঃ। মানস্তং মনসি জাতম্; সারস্তং সরসতা ॥

অখিল দোষরহিতা শ্যামা সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন—

৬। ‘অয়ি বার্ষভানবি, তুমি বিনা এ-গোকুলে কুলললনা-তিলকরূপা যুবতি-শ্রেষ্ঠগণের কুলে প্রাণিমাাত্রের প্ৰীতিরূপ সৌভাগ্যসম্পদ আর কে বহন করে থাকে ।

৭। (প্রাণিমাাত্রের—সে আর এমন কি বেশী কথা—যেহেতু সর্বসৌভাগ্যসম্পদনিধি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকেই তো আকর্ষণ করে থাকে—সে কথাই বলা হচ্ছে ‘যদবধারিতং ইত্যাদি)

সেই কালিয়দমন-রাত্রি আমি এ নিশ্চয়রূপে জেনেছিলাম, কারণ সেই কামোন্মত্ত-চিত্ত ব্রজ-রাজকুমার প্রমদাগণের সমস্ত তর্কের অবসানকারী, রসের পুরয়িতা, রসবতী-হৃদয় আকর্ষণের অক্লুশস্বরূপ, মূর্তিমান মহোৎসবসম কটাক্ষে তোমার মুখচন্দ্র পান করছিল। চকোর যেমন চন্দ্রসুধা পান করে সেই ভাবে ।

৮। অতএব আমি এখন নিশ্চয় জেনেছি তাঁর অনুরাগ-পাত্রী তুমিই। আমার হঃখের অবসান হয়েছে, মনে রসের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে ।’

৯। রাধা বললেন—‘হে সাহসকারিণি, এ কি প্রলাপ বকছো ?—

১০ । তন্নুনমখিলাঙ্গনানাং স এবানুরাগপাত্রং ন তস্ম্য কাপি ।’ শ্রামাহ,—‘মাহর মদ্বচসি সন্দেহম্, দেহং চ মা খেদয়, দয়স্ব নিজসৌভাগ্যং প্রতি, প্রতিজানীহি স হি মমৈব’ ইতি ॥

১১ । ললিতোবাচ,—‘বাচনিকোহয়মাশ্বাসঃ, কিংবা যথার্থঃ’ ইতি । তয়া পুনরুচে,—‘ললিতে ! পৃচ্ছ বকুলমালিকাং মৎসহচরীম্ ॥’

১২ । ললিতাহ,—‘বকুলমালিকে ! হে মাহহলি ! কেবলমস্মাকমহুরোধেনৈব কথনীয়ম্ ।’ বকুল-মালাহ,—‘বকুলমালা হরিশ্চ্যুতি খস্বিয়ং তে সন্দেহম্, তথাপি কিঞ্চিদাকর্ষ্যতাং কর্ণতাং যদ্বহতি । একস্মিন্ সময়ে স ময়েক্ষিতঃ পরমসুখবর্দ্ধনস্ত গোবর্দ্ধনস্ত গোচরঃ, চরতি নৈচিকীনিচয়ে তদনুপদীনেহদীনে সহচরচয়ে নর্মদানুচরতয়া স রসসমুদ্রঃ, সমুদ্র ইব গভীরো ভীরোধকঃ, কুসুমিত-বকুল-পালি-পালিতং

৯ । আলি ! সখি ! মা কা ? কুলজ্ঞনৈঃ কুলবতীভিঃ ॥

১০ । মদ্বচসি সন্দেহং মা আহর, মা আনয় ॥

১১ । বাচনিকো বচনমাত্রভবঃ ॥

১২ । মা নিষেধে । আলি ! হে সখি ! কেবলম্ । বকুলস্য মালা মালাম্ কর্ণতাং কর্ণহিতব্দম্ ; সময়া নিকট এবেক্ষিতঃ ; “সময়াত্তিকমধ্যায়োঃ” ইত্যমরঃ ; নর্মদঃ পরিহাসদায়ী অনুচরো যস্ত তস্ম্য ভাবস্তস্তা তয়া ; পক্ষে, নর্মদা স প্রসিক্তো রসস্ত জলস্ত সমুদ্রঃ ; সমুদ্রস্ত সবিৎপতিজেন সন্নায়কতয়া তদনুচরতারোপঃ ; ভীরোধকো নির্ভয়ঃ ; কুসুমিতানাং

হে সখি, এ-গোকুলে সে এমন কে আছে যে কালিয়শত্রুর অনুরাগ-পাত্র বলে কুলবতীগণের দ্বারা অনুমানের বিষয় হতে পারে । চন্দ্রমা কুমুদিনী বিনাও নিজে উদিত হয়ে থাকে, কিন্তু চন্দ্রমা বিনা কুমুদিনী বিকসিত হয় না ।

১০ । অতএব নিশ্চয় জেনো অখিল অঙ্গনাগণের তিনিই একমাত্র অনুরাগ-পাত্র কিন্তু তাঁর কেউ নয় ।’ শ্রামা বললেন—‘আমার বাক্য অবিশ্বাস কর না, শরীরকে কষ্ট দিও না, নিজ সৌভাগ্যের প্রতি দয়া কর, সে একমাত্র আমারই—এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যাও ।’

১১ । ললিতা বললেন—‘এ-আশ্বাসবাক্য কি শুধু কথার-কথা কিম্বা যথার্থ ।’ তিনি পুনরায় বললেন—‘ললিতে, আমার সহচরী বকুলমালাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ-না ।’

১২ । ললিতা বললেন—‘বকুলমালিকে, হে আমার সখি, কেবল আমার অনুরোধেই বলবে-যে তা নয়, যথার্থ বল ।’

বকুলমালার মুখে কৃষ্ণচিত্তোদঘাটন :

বকুলমালা বললেন—‘এ-বকুলমালিকাই হে রাখে, তোমার সন্দেহ ঘুচিয়ে দিবে, তথাপি কর্ণরসায়ণ কিছু শোন—

একদিন সেই সুন্দরকে আমি নিকট থেকে দেখেছিলাম যখন পরমসুখবর্দ্ধন গোবর্দ্ধনের নিকট উৎকৃষ্ট ভুক্ষবতী গাভীসমূহ চরতে থাকলে, আর তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহচরবৃন্দ আনন্দে খেলা করে বেড়াতে থাকলে নর্মসহচর কুসুমাসবের সহিত সেই সমুদ্রের মতো গভীর রসসমুদ্র নির্ভয়ে কুসুমিত

বিপিনমধ্যমধ্যবস্থায় ললিতেন গলিতেন গস্তীরগন্ধভূতা ভূতাতিশোচিষা কুসুমেন স্মেন মাল্যমাল্যতি-
মনোহরং নির্মিমাংসঃ, আলোক্য চ তং সহসা সহ সাধ্বসেন লতাবিটপেনাআনমগবার্য্য বার্য্যমাণ-
ধৈর্য্যা করকলিতদেবীশুকেন কুসুমাসবেন নবেন নর্মদেন সখ্যা স খ্যাপিতবার্ভানবীনবীনাগুরাগ-
দর্শনকালত্রয়কথঃ কথমপি সমাকলিত-গাস্তীর্য্যঃ শীর্ষ্যমাণ ইব ময়া চিরমেব নিভূতং শ্রুভালি, ভালিতাহং
ন কেনাপি ॥

১৩। ততঃ কুসুমাসবেন কুসুমাসবেন সদৃশ্যা গিরা কিঞ্চিদপ্রস্তুতং প্রস্তুতম্,—‘বয়স্ত ! ইয়মিয়ং
স্বকরগুপ্তিতা বকুলমালা মা লাঘবমাসাদয়িতুমর্হতি । তদিমাং তস্মৈ উপহারীকৃত্য হারীকৃত্যবস্থাং প্রাপয়’
ইতি বদতি সতি স তিলমাত্রং স্মিহ্বা ‘বয়স্ত ! কথমেতং সম্পাদ্যতাং গদ্যতাং গগনকুসুমমালয়া গগন-
মগুনমিব’ ইতি যদৈবং নিজগাদ, নিজগাদ-বৈয়র্থ্যনিরাকরণায় করণায়ত্তপাটবোহপি ক্ষণং চিত্রলিখিত ইব
তস্থৌ কুসুমাসবঃ ॥

বকুলরক্ষাগাং পালিভিঃ শ্রেণীভিঃ, পালিতমিতি তৎপ্রাধাত্ত-তাৎপর্যকম্; মালাং শ্রজম্, আলি ! হে সখি ! অতি-
মনোহরম্; অপবার্য্য হিরোধাপ্য, বার্য্যমাণং নিবর্ত্ত্যমানং ধৈর্যং যশ্চাঃ, চপলভাবেনৈত্যাঃ; তথাভূতয়া ময়া স শ্রীকৃষ্ণো
শ্রুভালি, সবিশেষং দৃষ্টেঃ । অহং তু কেনাপি ন ভালিতা, ন প্রভাভিজ্ঞাতা । করে কলিতো গৃহীতো দেব্যা রাধায়াঃ
শুকো যেন তেন খ্যাপিতা প্রস্তুতা, বার্ভানব্যা নবীনানুরাগস্ত দর্শনং যত্র তথাভূতস্ত কালত্রয়স্য কথা যেন সঃ,—
বনগমনসময়ে জন্মদিনোৎসবে কালিয়দমনদিবসীয়রাত্রে চ দর্শনাং ॥

১৩। হারীকৃত্যবস্থাং হারীকরণদশাম্, অভূততদ্বাবে চিঃ । ইয়ং মালা তস্তাঃ কর্ণে হারহেন কল্লিতা ভবত্বিতি
বাক্যার্থঃ । পরমানুরাগিণ্যা তয়া শুদ্ধাপীয়ং মালা প্রতিদিনমেব স্বকর্ণে হার ইব ধারয়িষ্ঠতীতি হারশব্দ-তাৎপর্যম্ ।
ভঙ্গ্যা তু হারীকৃতিরূপামবস্থাং প্রাপয়েতি অংকর্ণে অহমপি হুয়া হারীকৃতঃ শ্রামিতি জ্ঞাপয়েত্যাঃ । সম্পদ্যতাং ঘটনাম্,

বকুলশ্রেণীতে সজ্জিত বকুলবনমধ্যে প্রবেশ করে ললিতগলিত গস্তীর গন্ধ কাস্তিতে উজ্জ্বল সুন্দর
কুসুমে অতিমনোহর মালিকা গ্রন্থন করছিলেন, তাঁকে দেখেই আমি সহসা সস্তম্ববশতঃ লতাবনে
আত্মগোপন করে ধৈর্যের বাঁধ রক্ষণে চঞ্চল হয়ে সঙ্কুচিতের ভাবে বসে বহুক্ষণ ধরে নিভূতে তাঁকে
সবিশেষে দেখছিলাম—রাধার শুকধারণে ললিতকর সেই নবীন সহচর কুসুমাসব তাঁকে বার্ভানবীর
নবীন অনুরাগদর্শন-কালত্রয়কথা (বনগমন সময়ে চন্দ্রশালিকা থেকে, জন্মদিনোৎসবে, কালিয়দমন
দিবসে) বলছিল, আর সে কোন প্রকারে গস্তীর্য্য রক্ষা করে মালা গেথে যাচ্ছিল । আমাকে কেউ
দেখতে পায় নি ।”

১৩। বকুলমালা সখী বলে চললেন হে রাধে শোন—“কুসুমাসব মধুসম মিষ্টি কথায়
কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন করে বললেন—‘হে বয়স্ত তোমার নিজ হাতে গুপ্তিত এ-বকুলমালা
তুচ্ছতা প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য নয়, অতএব এ তাঁকে উপহার দিয়ে হারীকরণদশা প্রাপ্ত করাও, এ-
মালা তাঁর গলায় হার হয়ে ছলতে থাকুক ।’ এ কথায় ক্রম্ব একটু মুচকি হেসে বললেন—‘এ কি করে
ঘটবে বলতো, আকাশকুসুম মালায় আকাশ মগুনের মতো কথা যে হল ।’ এরূপ বললে নিজের

১৪ । তৎসমকালমকালবাত্যেব পদ্মা সমুপসন্নবতী নবতীব্রতরোৎকণ্ঠয়া ময়া সময়া সমুৎপন্নমনো-
রথ্যৈব শ্রীয়েত কুসুমাসবস্তদা যদবাদীং ॥

১৫ । ‘অয়ি ! কাসি ? কাসিতচতুরিমণি মণিরিব বীক্ষ্যসে । কিং প্রয়োজনং বিজনং বিপিনং
চরসি ? রসিকশেখরস্ত রস্তুতমচরিতস্ত মদয়স্তস্ত পুরতো নিঃসাধ্বসং সাধ্বসঙ্কলিতত্রপাত্র পালয়সি কিং
চরণবিহারম্’ ইতি তদ্বচনোপরমে পরমেণ চ্ছদ্যনা পদ্মনাভস্ত পুরত এব সা কিমপি প্রাস্তোষীং ॥

১৬ । ‘অয়ি ! চন্দ্রাবল্যা বল্যামোদকরীণাং সহচরীণাং সহগা পদ্মা নামাহম্, তয়া খলু গুণগোঁর্যা
গোঁর্যা এব পূজনার্থং কুসুমাশ্রবচেতুমিহ প্রহিতা হি তাদৃশানি কুসুমাশ্রপত্র ন লভ্যন্তে লভ্যং তে বিপিন
এব তৎ সৌলভ্যমিতি বকুলকুলমেবাদৌ বিচেয়মিত্যত্রাগতা ॥’

গন্ততাং কথয় । গগনপুষ্পমালায়া গগনস্ত মণ্ডনমিবেতি তদ্বস্থা মনকল্পনামস্তুরেণ কার্ষতো ন ঘটতে, তথৈবৈতদিতি
তস্তা গোষ্টমধোহস্থিতত্বাদম্মাকং মধ্যে কেনাপি গন্তমশক্যত্বাৎ সম্প্রতি মম তু ততো দূরবনে স্থিতত্বাৎ, পুষ্পমালায়াশ্চ
চিরকালস্থায়িত্বাসম্ভাবাচ্ছেতি ভাবঃ । নিজগাদস্ত নিজবচনস্ত ব্যর্থতানিরসনায়, গদ্বির্ঘএ স্তঃ : করণায়ত্তং বুদ্ধ্যধীনং
পাটবং বাক্‌চাতুৰ্যং যন্ত সোহপি প্রতিবক্তুং সমর্থোহপীত্যর্থঃ ॥

১৪ । সময়ী নিকটে ॥

১৫ । কাসি কা ভবসি । কাসিতে সন্দীপিতে চতুরিমণি চাতুর্থে বিষয়ে মণিরিব সাধু যথা স্তাস্তথা ন সংকলিতা
ন সংগৃহীতা ত্রপা যয়া তথাভূতা সতী অত্র পালয়সি রক্ষসি, করোষীতি যাবৎ ॥

১৬ । গুণৈগোঁরী বিমুক্তয়া ; “গোরোহরুণে সিতে পীতে বিমুক্তে চাভিধেয়বৎ” ইতি মেদিনী । অপরত্র বনাদৌ
ন লভ্যন্তে, তে তব বিপিন এব তেষাং কুসুমানাং সৌলভ্যং সুলভ্যং লভ্যং লকুং শকাম্ ॥

কথার ব্যর্থতা নিরসনে ষাঁর বাক্‌চাতুৰ্য নিজবুদ্ধির অধীন সেই কুসুমাসব ক্ষণকাল চিত্রলিখিতের মতো
স্থির হয়ে রইল ।

১৪ । ঠিক সেই সময়ে অকাল ঝড়ের মতো পদ্মা এসে নিকটে দাঁড়াল । নবতীব্রতর
উৎকণ্ঠায়, সমুদ্ভূত মনোরথের সহিত নিকটস্থ আমি কুসুমাসব যা বলছিল তা শুনিয়েছিলাম ।

১৫ । ‘আরে তুমি কে হে, বিকসিত চতুরমণির মতো দেখা যাচ্ছে যে—কোন প্রয়োজনে
এ-বিজন বিপিনে ঘুরে বেড়াচ্ছ—রসিকশেখর অতি আশ্বাদনীয় চরিত্র আমার বয়স্কের সন্মুখে নির্ভয়ে
একেবারে লজ্জাশূন্য হয়ে এসে পদার্পণ করলে যে।’ কুসুমাসবের এইরূপ কথা শেষ হতেই সেই পদ্মা
অত্যন্ত কপটতাপূর্বক পদ্মনাভের সন্মুখেই কোন প্রস্তাব রাখলেন—

১৬ । ‘আরে শোন, আমি তো চন্দ্রাবলীর অতি আনন্দদাতৃ সহচরীগণের সঙ্গী পদ্মা নামা
সখী । চন্দ্রাবলী কর্তৃক আমি এখানে প্রেরিত হয়েছি—গুণে বিমুক্তা গোঁরী পূজনার্থে কুসুমচয়নের জন্য ।
তাদৃশ কুসুম অত্র বনে পাওয়া যায় না—তোমার এ-বিপিনেই একমাত্র সুলভ, বকুল ফুলই প্রথম চয়ন
করে নেওয়া সমীচীন—তাই এখানে এসেছি ।’

১৭। কুমুদাসব আহ,—‘প্রসিদ্ধৈব সা গোঁরী গোঁরীপূজনপরেতি, কিন্তু শ্রদ্ধাগোঁরবাদেব দেবতা-
তুষ্টিরিতি সা কথং নাগতা ?’ সাহ,—‘সাহসিক ! সাধুভূক্তম্, কিন্তু,—

যস্মিন্ ক্ষণে হৃদতটীমণিবর্তমানা, হা হন্ত কৃষ্ণভূজগং সহসা দদর্শ।

আরভ্য তং ক্ষণমহো অধুনাপি চিন্তং, তস্মা ছনোতি বত তদ্বিববোধয়েব ॥

১৮। স আহ,—‘তদ্বাধাশমনোপায়ো মনোহপায়ো যদি ভবতি, তদৈব ভাবী।’ সাহ,—‘মনো-
হপায়কারণমেব মুগয়ামহে।’ স আহ,—‘তদতিদূর্লভম্।’ সাহ,—‘উচ্চৈরৌৎকর্থাশ্চ কিং দূর্লভম্ ?’ স
আহ,—‘বাসিতমেতং সতি মনসি হ্যৌৎকর্থাশ্চ, কথমৌৎকর্থেণ মনোহপায়োপলভ্যঃ ?’ সাহ,—‘মনোহপায়-
স্তস্মা বৃত্ত এব, মনোহরেণ কেনাপি মনসো হরণাৎ, তথাপ্যৌৎকর্থাগমিতি বিচিত্রম্।’ স আহ,—‘মনো-
হরমনুসন্ধেহি।’ সাহ—‘সম্প্রতি বকুলমাল্যমেব, যদিদং গোঁরীকণ্ঠং রঞ্জয়িষ্যতি ॥’

১৭। কৃষ্ণভূজগং কালিয়সর্পম্ ; পক্ষে, কৃষ্ণ এব ভূজগস্তম,—কামবিশসঞ্চারণাৎ ; ছনোভূতপতন্তুং ভবতি ॥

১৮। মনোহপায়ো মনসোহপায়োহপগমঃ, কৃষ্ণভূজগশ্চুতাসক্তং মনশ্চেদপগচ্ছতি তদৈবেত্যর্থঃ, তদতিদূর্লভ-
মিতি ; ভূজগপক্ষে, তস্মা ভীকৃষ্ণভাবত্বাদ্ভয়াসক্তমনো নাপযাস্ত্যেব। কৃষ্ণপক্ষে, পরমানুরাগিন্যাস্ত্যাত্মাঃ কৃষ্ণাসক্তং মনস্ত
নিতরাম্। উচ্চৈরৌৎকর্থাশ্চুতি ;—(পা ২।৩।৬৯) ‘ন লোকাব্যয়নিষ্ঠা-’ ইত্যাদিনা কর্ত্তরি যষ্টীনিষেদাত্ত কর্ত্তর্যেব সম্বন্ধ-
বিবক্ষয়া যষ্টী। অস্মা জাতমৌৎকর্থাশ্চ মনসোহপায়ং লপ্যত ইত্যর্থঃ,—বিরহতপ্তস্ত মনসো মুচ্ছয়া লয়দর্শনাৎ।
বাসিতমিতি ঔৎকর্থাশ্চ মনসোহপায়ং প্রাপ্যাত্তি ভবত্যোক্তম্, তত্র মনসোহপায়-সমকালমেবৌৎকর্থাশ্চাপ্যপায়াভ্যুৎ-
প্রাপ্তি-কর্ত্তৃত্বম্, ঔৎকর্থাশ্চ তদানীং অপূষ্যতিতস্ত কথমস্মিত্যর্থঃ। বকুলমাল্যমেবেতি সাক্ষাৎকৃষ্ণোল্লেখস্ত্যাস্ত্যাত্মাং তেন

১৭। কুমুদাসব বলল—‘সেই গোঁরী যে গোঁরীপূজনে আসক্ত তা তো প্রসিদ্ধই আছে,
কিন্তু শ্রদ্ধা আদরেই তো দেবতা তুষ্ট হয়, তবে নিজে কেন এলেন না তিনি ?’ পদ্মা বলল—‘ওহে
সাহসিক, ঠিকই বলেছ কিন্তু—

যে মুহূর্ত্তে হৃদতটে দাঁড়িয়ে হায় হায়, সে কালিয়সর্প (কৃষ্ণরূপ সর্প) সহসা দর্শন করেছে সে-মুহূর্ত্ত
থেকে এ-পর্যন্ত ঐ সর্পবিষ-জ্বালায় (কামের তাড়নায়) চিত্ত তাঁর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।’

১৮। কুমুদাসব বলল—‘ঐ ভূজঙ্গ-স্মৃতিতে আসক্ত মন যদি অন্যত্র সরে যায় তবেই ঐ মনোরোগ
নিরাময়ের উপায় হতে পারে।’ পদ্মা বলল—‘মন অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপায়ই তো খুঁজে
বেড়াচ্ছি।’ কুমুদাসব বলল—‘তা অতি দূর্লভ।’ (এ কথার প্রথম ধ্বনি—তার ভীকৃষ্ণ স্বভাব হেতু সর্প-
ভয়াসক্ত মন অন্যত্র কিছুতেই সরে যাবে না। দ্বিতীয় ধ্বনি—পরমানুরাগিণী তাঁর কৃষ্ণাসক্ত মন কৃষ্ণ ছেয়ে
অন্যত্র কিছুতেই যাবে না)। পদ্মা বলল—‘উচ্চ উৎকর্ঠার দূর্লভ কি ?’ কুমুদাসব বলল—‘মন থাকলেই
তো সে মনে উৎকর্ঠা, আধার মনের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই তো আধেয় উৎকর্ঠার বিলোপসাধন হয়
তখন আর আকাশকুমুমবৎ সেই উৎকর্ঠার কি করে তৎপ্রাপ্তিকর্ত্ত্ব থাকতে পারে।’ পদ্মা বলল—
‘মনের অপসারণ তাঁর হয়েই গিয়েছে কোনও অনির্বচনীয় মনোহরের দ্বারা মন অপহারিত হওয়ায়;

১৯। কৃষ্ণ আহ,—‘বয়স্তু ! চতুরেয়ং যদন্যৈব বকুলমালায়া গোঁরীপূজাং কারয়িতুং কাময়তে, গ্রন্থনপরিশ্রামবিশ্রামবিধিং চ ॥’

২০। কুসুমাসব আহ,—‘অয়ি সাহসিনি ! প্রিয়বয়স্তু নিজ কণ্ঠভরণোচিতামেনাং বকুল-মালিকাং কথমত্যা লঙ্ঘুমীতি ? তদিমাগ্নগ্রথিতাগ্বেবাবচিত্য নীয়ন্তাম্ ।’ সাহ,—‘সাহসং মে কথমেবম্ । মে বঞ্চয়সি বা কথমেবম্ ? যদি কুমারস্ত রস্তুপ্রসাদো ভবেত্তদা স্বয়মেব দদাতু ॥’

২১। কৃষ্ণ আহ,—‘বয়স্তু । সমুচিতমুক্তমনয়া, তদীয়ন্তাং কুসুমানি স্বয়মেব । যথৈভিরেষা স্ব-সখীং তোষয়তি, নির্বহতি চ গোঁরীপূজনম্’ ইতি তদুদ্দিতাহেতুতান্তেন মনসা দত্তানি কুসুমানি গৃহীত্ব সা গতবতী ॥

২২। তব তীব্রতরতপঃ-প্রভাবেণ ততঃ কুসুমাসবেনোক্তম্—‘বয়স্তু ! ইয়মিবা যদি বার্ষভানব্যা

মালেন চ চন্দ্রাবলীমাখ্যাসয়িতুমবহির্থেবেয়ম্ । অতঃ সম্প্রতীতুজ্ঞা কৃষ্ণ দত্তমালালঙ্কণা তন্ত্ৰাশ্চিত্তে বিশস্তমাণাপ্যপশ্যাং সঙ্গময়িতুং তন্মনোহরং শ্রীকৃষ্ণমেতমহুসঙ্কাতাম্যোবেতি স্তোতিতম্ । গোঁরী দুর্গা, পক্ষে চন্দ্রাবলী ॥

১৯। গোঁরীতি দুর্গা ; পক্ষে, চন্দ্রাবলীমিতি । চন্দ্রাবলীপক্ষে মাগিতি প্রযোজ্যকর্ম উদ্দেশ্যম্ । গ্রন্থনপরিশ্রমস্ত বিশ্রামবিধিং কাময়ত ইত্যন্তানুশঙ্গঃ ॥

২০। সাহসং মে কথমেবমিত্যেকং বাক্যম্ । মে মম বঞ্চয়সি, বঞ্চনাং করোষি বা, কথমেবমনেন প্রকারেণে-তাপরম্ । কুমারস্ত যুবরাজস্ত ; ‘যুবরাজস্ত কুমারঃ’ ইত্যমরঃ ॥

২১। গোঁরীপূজনমিতি পূর্ববৎ শ্লেষন্তেন স্বাহুরাগোহপি যথাকথঞ্চিদ্বাঞ্জিত ইতি ॥

তথাপি যে উৎকণ্ঠা, এ বিচিত্রই বটে ।’ কুসুমাসব—‘মনোহরের অনুসন্ধান কর গে ।’ পদ্মা বলল—‘সম্প্রতি বকুলমালাই সেই মনোহর—যদি এ গোঁরী-কণ্ঠ রঞ্জিত করে ।’ (গোঁরী এক অর্থে দুর্গা, অন্য অর্থে চন্দ্রাবলী) ।

১৯। কৃষ্ণ বলল—‘বয়স্তু, এ-তো বড় চতুর দেখছি, যেহেতু এ বকুলমালায় গোঁরীপূজা করিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা করছে, আর সেই সঙ্গে বিরমিত করিয়ে দিতে চাইছে আমার এ গ্রন্থন-পরিশ্রমবিধি ।’

২০। কুসুমাসব বলল—‘ওহে সাহসিনি, প্রিয় বয়স্তুর নিজ কণ্ঠভরণোচিত এ বকুলমালা কি করে অন্য কেউ পরবার যোগ্য হবে ? অতএব ঐ যে নীচে কেউ না-কুড়ানো পড়ে আছে তা কুড়িয়ে নিয়ে নাও ।’ পদ্মা বলল—‘এ সাহসই বা কি করে হবে আমার । আমাকে বঞ্চনাই বা কেন করছ এমন ? যদি যুবরাজের রসানুকূল কৃপা হয়ে যায় তবে তো নিজেই দিয়ে দিবে ।’

২১। কৃষ্ণ বলল—‘বয়স্তু, এ সমুচিতই বলেছে, অতএব নিজেই দিয়ে দেও কিছু কুসুম যাতে এ নিজসখীকে সন্তুষ্ট করতে পারে, আর গোঁরীপূজা নির্বাহ করতে পারে ।’ তার এ কথার পর কুসুমাসবের দ্বারা প্রফুল্ল মনে প্রদত্ত কুসুম নিয়ে পদ্মা চলে গেল ।

২২। (বকুলমালা রাধাকে সম্বোধন করে বলে চললেন) হে রাধে, অতঃপর তোমার তীব্রতর

নব্যালীনাং মধ্যে কাপ্যধুনা ধুনানেব তে হস্তাপমিহোপসীদতি, তদৈষা মালা মা লাঘবমুপৈতি' ইত্যাকর্ণ্য নিঃসাধ্বসমেব তদনাকর্ণিতমভিনয়ন্তী পতিত-কুসুমাবচয়নচ্ছলেনাকস্মিকীবাহমুপসঙ্গা। তদনু তথৈব মামবলোক্য কুসুমাসব এব 'কাসি ত্বম্' ইতি মামবাদীং, তদাশু কেন শুকেন সমুক্তম্,—'হংহো! রাধাসুহৃদঃ শ্রামায়াঃ সখীয়াং বকুলমালা নাম বকুলমালানির্মাণহেতোরিমানি কুসুমাশ্রাচিনোতি।' স আহ,—'মালয়াশ্রাঃ কিং প্রয়োজনম্, জনং জনমেব বকুলকুসুমানি তরলয়ন্তি গোকুলবালাঃ, সঙ্কোচোহপি চোপিতস্তাভিঃ ॥'

২৩। শুকেনোক্তম্—'এষা বকুলমালা বকুলমালামারচয্য গুণশ্রামায়ৈ শ্রামায়ৈ নিজসংখ্যে দাশুতি। সা চ মদ্দেব্যৈ ইতি তস্তা মর্যাদা ॥'

২৪। কুসুমাসবেনোক্তম্,—'বয়স্য! মহুক্তিকল্পলতিকা ফলোন্মুখীব জাতা।' শুকেনোক্তম্,—'অমোঘা হি ব্রাহ্মণবাণী। তদিমামাহুয় দীয়তাং বকুলমালা, যথৈনামিয়মেব তাং প্রাপয়তি।' তদনু দনুজদমনো মনোজ্ঞতরদশনকিরণকন্দলীব্যাজহারো ব্যাজহারোচিতং কিমপি,—'কথমিয়মাগমিষ্ঠ্যতি হাস-

২২। আশু শীঘ্রম্, কং স্তং যস্মাং তেন শুকেন। চোপিতো দূরীকৃতঃ; 'চুপ মন্দায়াং গর্তে' ইত্যস্ত রূপম্ ॥

২৩। মদ্দেব্যৈ রাধায়ৈ ॥

২৪। মনোজ্ঞতরো দশনানাং দন্তানাং কিরণকন্দল্যা কান্তিশ্রেণী ব্যাজেন ছিলেন হারো যস্য সঃ, ইত্যপহুতা-

তপোপ্রভাবে কুসুমাসব বলল—'হে বয়স্য, এই পদ্মার মতো বার্ষভানবীর নবীন সখীমধ্যে কেউ যদি এখন এসে পড়ত তবেই তোমার হস্তাপের উপশম হত, আর তবেই এ-মালা তুচ্ছদশায় পড়ত না।' এ-কথা শুনে আমি নির্ভয়ে কিছুই যেন শুনিনি একরূপ অভিনয়ের ভঙ্গীতে বরা-কুসুম অবচয়নচ্ছলে হঠাৎ আগমনরত ব্যক্তির মতো তাদের নিকটবর্তী স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অতঃপর এ অবস্থায় আমাকে দেখে কুসুমাসব বলল—'তুমি কে গো।' আর এ-কথার সঙ্গে সঙ্গেই কুসুমাসবের হাতের সেই শুক উত্তর দিল—'অহো, এ যে রাধা-সুহৃদ শ্রামার বকুলমালা সখী, বকুলমালা গাঁথার জন্ত বকুলফুল চয়ন করে বেড়াচ্ছে।' কুসুমাসব বলল—'মালার কি প্রয়োজন, গোকুলবালারা তো নয়নকটাক্ষেই বকুলকুসুমের সৃজন করে করে সকলকে চঞ্চল করে তুলছে, এদের তো সঙ্কোচের বালাই নাই।'।

২৩। শুক বলল—'এ-বকুলমালা বকুলের মালিকা গৌণে গুণে শ্রামা নিজ সখী শ্রামাকে দিবে, শ্রামা দিয়ে দিবে আমার দেবী রাধাকে—এটাই তাঁর মর্যাদা।'।

২৪। কুসুমাসব বলল—'বয়স্য আমার বাক্য-কল্পলতা যেন ফলোন্মুখ হল।' শুক বলল—'ব্রাহ্মণবাণী অমোঘই হয়ে থাকে। অতএব একে ডেকে বকুলমালা দিয়ে দেও, যাতে উনি এটি তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে পারে।'।

অতঃপর অতি মনোজ্ঞ দন্তকিরণপ্রবাহচ্ছলে শুভ্রহারে অর্থাৎ মন্দ হাসিতে শোভন দনুজদমন

পটোর্বটোর্বচসা, সহজগর্ববাত্যো হি গোকুলকুলবালাস্তদয়ি দয়িত ! বিহগোত্তম ! স্বদেবীপক্ষপাতেন পক্ষপাতেন স্বয়মেবাস্ত্যাঃ সবিধমুপসর্পতু ভবান্। স্বভাবকলকোমলেনাগলেনানেন ভবতো বচসা নেয়্যত্যসৌ বকুলমালা বকুলমালাম্' ইত্যুক্ত এব বিহগরাজো মদভ্যাসমভ্যাসাদ ॥

২৫। আসাচ্চ চ 'বকুলমালে ! মাং পরিচিনোষি, চিনোষি কিং বকুলকুসুমানি ? এহি ব্রজ-রাজকুমারসবিধম্, অহং তে তৎকরগুপ্তিতাং স্রজং দাপয়িষ্যামি, কিমেতাবতামিকেনাবচয়নপরিশ্রমেণ।' ময়োক্তম্,—'অয়ি শুককুলাবতংস ! সংসর্গজাঃ কিল দোষগুণা ইতি সত্য এব ব্যাহারঃ। যদিয়ং তে স্বভাবলম্পটস্য পীতপটস্য পীতমধুরসস্তেব সমদস্তাহইসঙ্গেন ভিন্নৈব মতিরনুভূয়তে। ক হু দৃষ্টং ভবতা কুলকুমার্যঃ পরপুরুষদত্তাং মালামুরীকুর্বন্তি ॥'

২৬। শুকেনোক্তম্,—'অয়ি পরমপুরুষ এবায়ং ন হি পরপুরুষঃ।' ময়োক্তম্,—'পুরুষ এবায়ং কথং পরমপুরুষ ইত্যুচ্যতে ?' তেনোক্তম্,—'নাত্র সন্ধিরনুসন্ধেয়ঃ কিমপি বাচালতালতাবিস্তারেন, তৎ কর্মধারয়পরং পদমেতদ্বল্লভম্' ইতি তৎকথাচাতুর্থেণৈব জিতাহং মাতঃ পরং মাতঃ ! পরম্পরাগতং

লঙ্কারেণ মন্দহাসো দ্যোতিতঃ। বাজহার উবাচ। স্বদেব্যাঃ পক্ষপাতেন সাহাযোন হেতুনা। পক্ষয়োগরূপোঃ পাতেন চালনেন। বিহগরাজঃ শুকঃ ॥

২৫। পীতং গধু রসো যেন তস্তেব ॥

২৬। সন্ধিরূপকারায়োঃ স্বপ্রতিভাকল্পিতয়োঃ সংশ্লেষ ইত্যর্থঃ। পক্ষে, অপি প্রশ্নে, অত্র শ্রীকৃষ্ণে সন্ধিঃ কিং ন অনুসন্ধেয়ঃ ? অপি বহুসন্ধাতুং যোগ্য এবত্যর্থঃ। অতএব তৎ কর্ম মহুক্তমালাগ্রহণলক্ষণং ধারয় স্বীকৃত। এতৎ পদম্,

সময়োচিত কথা কিছু বলল—'হাসপটু বটুর বাক্যে সে কেন আসবে, স্বভাবতই গর্ববতী হয়ে থাকে গোকুল ললনাগণ, অতএব হে প্রিয় বিহগোত্তম, নিজ দেবীর সাহায্যহেতু তুমিই উড়ে ওর নিকট চলে যাও। তোমার স্বাভাবিক কল-কোমল-অমল বুলির অনুরোধে ঐ বকুলমালা বকুলমালিকা গ্রহণ করবে।' এ-কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গেই বিহগরাজ আমার নিকট উড়ে চলে এল।

২৫। এসেই বলল—'বকুলমালে, আমাকে চিনতে পার, বকুলকুসুম চয়ন করছ নাকি ? ব্রজরাজকুমারের নিকট এসো-না, আমি তোমাকে তাঁর হাতে গাঁথা মালা দিয়েই দিব, এত অধিক অবচয়ন-পরিশ্রমের কি প্রয়োজন।' আমি বললাম—'ওহে শুককুলভূষণ, দোষগুণ সংসর্গজাত—এ শাস্ত্রবাক্য সত্যই বটে। তাই তো স্বভাবলম্পট পীতাম্বরধারী মদিরারস-পানে মত্ত ব্যক্তির সঙ্গগুণে তোমার বুদ্ধিভেদ জন্মেছে বলে যেন অনুভূত হচ্ছে। তুমি কোথায় দেখলে বলতো কুলকুমারী পরপুরুষ-দত্ত মালা স্বীকার করে নেয়।'।

২৬। শুক বলল—'ওহে শোন, এ পরমপুরুষ, পরপুরুষ নয়।' আমি বললাম—'আরে এ-যে পুরুষ তা তো দেখাই যাচ্ছে, তুমি কেন বলছ পরম+অপুরুষ ?' শুক বলল—'বাচলতা বিস্তার করে এখানে কোন সন্ধি করাবার চেষ্টা কর না (গূহার্থ—'অপি' প্রশ্নে, অত্র সন্ধি কিং ন অনুসন্ধেয়ঃ ?

বাম্যমকরবম্ । মকরবন্ধুকুণ্ডলস্ত তস্তাভ্যাসমভ্যাসমহম্ ॥

২৭ । ততশ্চ দ্বিজেন্দ্রেন পরম্পরমতিশ্লিষ্টয়োরাবয়োঃ প্রিয়সুহৃদোঃ কুসুমাসব-শুকয়ো-
রূপরোধেন বিরোধেন বিরহিতং ‘চিরতরানুরাগিণ্যে শুক দেবৈ স্বকরকমলামোদমেছরা ছুরাসদা
শ্রিয়োহপি বকুলমালা বকুলমালাদ্বারা প্রাপণীয়া, সফলীকর্তব্যং চ নিজশিল্পকৌশলম্’ ইতি কুসুমা-
সবেন গদিতো দামোদরো দরোদিতবেপথুনা কিয়ছুদীর্ণঘর্মজলকণমেছুরেণ করকমলেনোন্মাস্ত মূর্ত্যং
নিজপ্রণয়মাধুরীমিব বকুলমালামেনাং দরহসিত-সুধালেশপেশলং বদনসুধাকরমবহিথয়া মনুখাভিমুখীকৃত্য
কৃত্যকোবিদো মম করে সম্পর্শং সমর্পয়ামাস । ময়া চ মূর্ত্তং সুরভিতমং তদীয়ং হৃদয়মিব করে
নিধায় মাল্যমিদং কৃতার্থয়েব সমাগত্য মদেবৈ সর্বমামূলতঃ কথয়িত্বা সমর্পিতম্ । সা চেয়ং মদেবী
‘স্মরিতমেবাদায় সমাগতা’ ইতি কথিতবত্যাং বকুলমালায়াং তাং বকুলমালাং শ্রামা রাধায়াঃ কণ্ঠবর্ত্তিনীং
করোতি স্ম ॥

এষ ব্যবসায়ো দুর্লভ ইত্যর্থঃ । যা নিষেধে, অতঃপরং তদনন্তরং পরস্পরাপ্রাপ্তং বামাং মাংকরবম্, ন কৃতবতাস্মি ।
অত্রাঙ্কিতা মাশব্দেন যোগ ইত্যভাগমনিষেধাভাবঃ । মাতরিতি ঔৎসুক্যবৈকল্যাদিভিঃ সখীং প্রাপ্যপি স্বীণাং উচ্ছ্ব-
সস্বোধনং জাতুক্তিরেব । অভ্যাসং নিকটম্ । অভ্যাসমিত্যভিপূর্ণস্তাত্ত্বৈর্লভিক্রপম্ ॥

২৭ । আবয়োরূপরোধেনেতি নায়কস্ত প্রকটমভ্যর্থনাদোষভঙ্গ্যর্থমবহিথ্য । অতএব বিরোধেন বিরহিতং যথা
শ্রাদিত্যত্বা আব্যাং ত্বয়া বিক্ধ্যমানো হ্যাব ইতি । অতো নাস্তি ভব দোষলেশ ইতি ভাবঃ । উন্মাস্ত উত্থাপ্য ; সম্পর্শ-

অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে সন্ধি কেন-না করে নিচ্ছ), এই পরমপুরুষ পদটি ‘পরমশচাসৌ পুরুষঃ’ এক্রুপে
কর্মধারয় সমাসবদ্ধ হয়ে আছে—এই পদ অর্থাৎ এই শ্রীচরণ দুর্লভ । (গূহার্থ—তৎ+কর্ম+ধারয়
অর্থাৎ আমার কথামতো মালাগ্রহণ কর্ম স্বীকার কর—এই ব্যবসায় দুর্লভ)—এই রূপ কথার চাতুর্যে
ঐ শুক আমাকে হারিয়ে দিল মা, অতঃপর আমি আর পরস্পরা-প্রাপ্ত কথায় বাম্যতা রক্ষা করতে
পারিনি । তাই মকরবন্ধুকুণ্ডল কৃষ্ণের নিকট চলে গেলাম ।

২৭ । অতঃপর পরস্পর অতিশ্লিষ্ট প্রিয় সংলাপকারী কুসুমাসব শুক দুই দ্বিজ ও প্রিয়-
সুহৃদ বলে তাঁদের উপরোধে বিরোধ থেমে গেলে কুসুমাসব বলল—‘স্বকরকমলের সৌরভে শ্লিষ্ট
লস্করীও দুর্লভ এ বকুলমালিকা বকুলমালা সখীদ্বারা নিত্যানুরাগিনী শূকের স্বামিনীর নিকট পৌঁছে
দেওয়া উচিত, আর এতে নিজের শিল্পকৌশলের সফলতা সম্পন্ন করা উচিত ।’ কুসুমাসব এক্রুপ
বললে—মূর্ত্তিমন্ত নিজপ্রণয়মাধুরীর মতো ঐ বকুলমালা কর্মকুশল দামোদর যুহু যুহু কম্পমান,
বিন্দু বিন্দু প্রকাশিত ঘর্মজলকণায় শ্লিষ্ট করকমলে উঠিয়ে ঈষৎ হসিত-সুধালেশ-সুন্দর বদনসুধাকর
অবহিথ্যায় আমার দিক থেকে অশ্রু দিকে ঘুরিয়ে আমার হাতে হাত ঠেকিয়ে সমর্পণ করে দিল (এর
দ্বারা রাধাকর স্পর্শে ঔৎসুক্য সূচিত হল) । আমিও মূর্ত্তিমন্ত পরমসুরভিত তাঁর হৃদয়ের মতো এ-মালাকে
হাতে স্থাপন করে যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছি এভাবে আমার স্বামিনীর (শ্রামার) নিকট এসে তাঁকে

২৮ । তদনু বার্ষভানবী নবীনঘনমেজুরস্য রস্বতমং স্পর্শমি ব তস্য তস্যাঃ শ্রজঃ স্পর্শমুপলভ্য লভ্য-
মানামোদন পুলককুলকরস্থিতকপোলফলকমলককুলাস্কন্ধিমন্দাশ্রমন্দাফলস্বীভরভরিতমীষদানতবদন-
কমলমমলতরদরহসিত-সুধাধৌত-মধুরাধরকিশলয়মানন্দসন্দোহঃ, অনুভবন্তী তস্মৈ তিরয়ং তিরয়ন্তী চ সুহৃজ্জনস্য
চাপরিচিতাং কামপি দশামাসায়া বকুলমালামালিলিঙ্গ । ললিতাহ, — ‘শ্যামে ! বকুলমালয়োর্ন কেবলং
নামতঃ সাম্যম্, ন কেবলং গুণতশ্চ, অপি তু সৌভাগ্যোনাপি । তথা হি—

কৃষ্ণকরস্পর্শজুযৌ, রাগাকণ্ঠোপকণ্ঠসংসক্তে ।

গুণবত্যৌ স্নুকুমারে, সুপরিমলে ছে বকুলমালে ॥’

শ্যামাহ,—ললিতে ! ললিতেয়ং তে ভণিতিঃ’ ইতি ॥

মিতি মালাসম্প্রদানভূতায় রাধায়াঃ করস্পর্শোঃস্বকাং স্বস্ত্য সূচয়তি । তদীয়ং হৃদয়মিবেতি তস্মাস্তদ্বদয়রূপমিদং রাধা-
হৃদয়ে শীঘ্রং সঙ্গময়েতি স্বদেবীং প্রতি নিবেদনভঙ্গী । বকুলমালাং বকুলশ্রঙ্গম্ ॥

২৮ । ‘বিপক্ষীয়সখীং যাচমানামানায় লাঘবম্ । স্নুহংপক্ষসখীং যাচমানং মানং প্রদায় তম্ ॥ কান্তং মালার্ধ-
মালাপমুদ্রামুদ্রামণীয়কম্ । বিজ্ঞায় রাধিকা প্রাপ প্রেমসারাদিকং দশাম্ ॥’ পুলককুলেঃ করস্থিতং যুক্তং কপোলফলকং
যত্র তদ্যথা স্তাস্তথা ; অলককুলাস্কন্ধি অলককুলাপ্লাবি মন্দমক্ষ যত্র তৎ ; ততশ্চ প্রেমপ্রাকট্যে মন্দাফলং লজ্জা তস্য
শোভাতিশয়েন ভরিতম্, অনুভবন্তী আশ্বাদয়ন্তী প্রথমং ততস্তমানন্দসন্দোহমতিরয়মতিবেগং তিরয়ন্তী তিরস্বর্তী চ,
আয়ত্যাং মুছোদয়াং ॥

সব কিছু আত্মোপান্ত বলে ওটি সমর্পণ করে দিলাম তাঁর হাতে—(এমন একটি ভঙ্গীতে যেন কৃষ্ণের
হৃদয়টি রাধাহৃদয়ের সঙ্গে শীঘ্র সঙ্গমের জন্য নিজ স্বামিনীর প্রতি প্রার্থনা জানান হল) ।

এই যে আমার সেই স্বামিনী তাড়াতাড়ি ওটি নিয়ে এখানে এসে গিয়েছে—‘বকুলমালা এরূপ
বললে শ্যামা সেই বকুলমালিকা রাধার কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন ।

২৮ । অতঃপর তাঁর সেই মালিকার স্পর্শ সেই নবীনঘনমেজুরের পরমাশ্বাদনীয় স্পর্শের
মতো অনুভব করলেন বার্ষভানবী—এর থেকে উত্থিত আমোদে তাঁর গণ্ডযুগল বিপুল পুলকে ভরে গেল,
অশ্রুজলকণায় চক্ষুর রোমাবলি ভিজে উঠল, প্রেমের ব্যক্ততায় লজ্জার উদগমে বদন ঈষৎ নত হয়ে
এল, ঈষৎ হাসির সুধায় মধুর অধরকিশলয় ধুয়ে যেতে লাগল । এরূপ আনন্দসন্দোহ আশ্বাদন
করতে করতে মুচ্ছার আগমন হলে এই অতিবেগকে তিরস্কার করতে করতে সুহৃজ্জনেরও অপরিচিত
কোনও অনির্বচনীয় দশা লাভ করে বকুলমালা সখীকে আলিঙ্গন করলেন । ললিতা বললেন—‘শ্যামে,
বকুলমালাদ্বয়ের সমতা কেবল নামেই নয়, কেবল গুণেই নয়, কিন্তু সৌভাগ্যেও । দেখ-না—

স্নুকুমারী সৌরভাঘ্রিতা গুণবতী দুই বকুলমালা কৃষ্ণ করস্পর্শ আশ্বাদন প্রাপ্তা, আবার রাধার
কণ্ঠসঙ্গতি প্রাপ্তা ।’

শ্যামা বলল—‘ললিতা তুমি সুন্দর বলেছ ।’

২৯। অথৈবমেব সময়ে বুধভানুনা ভানুনা সদৃশমহসা মহসারস্তেন নয়বিনয়বিদগ্ধতাপূর্বকমপূর্ব-
কমনীয়তাককৃতসপরিবারবারব্রজরাজনিমন্ত্রণমন্ত্রণতয়া। সুরসতাপরিপাকপাককৌশলশলচ্চাতুর্য্যতুর্য্যদশা-
মিব স্বহৃহিতরং হিতরঞ্জনকরীং তামেব সখীজনসুখারাধাং রাধাং সমানেতুং প্রহিতা হিতা সুচরিতা
সুচরিতা নাম তস্তা। এব ধাত্রেয়ী সমাজগাম ॥

৩০। আগত্য চ সকলমেবানুপূর্য্য সংশ্রাব্য ‘গুরবোহপি তে কৃতানুজ্ঞাঃ, হু জ্ঞাপনাপেক্ষালি-
ক্ষালিতাস্তে, তদলং বিলম্বেন, লম্বে ন ভবদগমনমবেক্ষ্য, শ্রামে! স্বমপি তেনাদিষ্টা সালীকাহলীকা-

২৯। অথ তাদৃশং কক্ষস্তানুরাগমাত্মনি সন্তাবিতবত্যা যুতাস্থাসায়াঃ পুনরতিবিবৃদ্ধ-তদর্শনোকণ্ঠায়াস্ত্যুত্যাঃ কিমপি
স্বাভিমতার্থসম্পাদি সোৎসবমেব তদর্শনং দৈবেবৈনব তদবসরে ফলিতমিত্যাহ—অথৈবমিত্যাদিনা। বুধভানুনা তাং
রাধাং সমানেতুং প্রহিতা প্রেরিতা তস্তা ধাত্রেয়ী সমাজগামেত্যবয়ঃ। মহসারস্তেনোৎসবসরতয়াহপূর্বা কমনীয়তা যত্র
তদ্বস্থা ভবতোবাং কৃতম্, সপরিবারস্ত পরিবারসমূহসহিতস্ত ব্রজরাজস্ত নিমন্ত্রণে মন্ত্রণং যুক্তির্যেন তস্য ভাবস্ততা
তয়া, সুরসতয়াঃ সৌরস্তু পরিপাকো যত্র তথাভূতে পাকে যৎ কৌশলং নৈপুণ্যং তত্র শলতঃ প্রতিক্ষণমুৎসাহ-
চ্চাতুর্য্যগ্য তুর্য্যদশাং চতুর্থীং কক্ষাং মূর্তিমতীমিবেত্যর্থঃ। অত্র পাককর্মণি হৃদ্যসো মুনীন্দ্রাজ্ঞবরায়াঃ কাপি দিবসে
পিতৃসদনান্তরে এব বালাখেলাবেশেনৈব কৃতপাকায়ান্ততঃ স্বসখীভ্যাঃ পরিবেষয়ন্ত্যাঃ কোতুর্কেন তত্রাগত্যে সলালন-
প্রাপকং তদলং যাচমানায়ৈ স্ম্যাত্রে চ সন্নিভং বিভজন্ত্যাস্ত্যাস্তং পাককৌশলং পরম্পরাতঃ শ্রাবিতস্য বুধভানোরপৌৎ-
স্ক্যেন তদপরত্র কাপি দিবসে তৎপক্সমলক্ষিতং ভুজ্ঞানস্য সচমৎকারং লোকান্তরচমৎকারতয়া তদাস্বাদমহুভবত-
স্তদানীমেবাহো! এতদলং মৎসখ-শ্রীব্রজরাজশ্চেৎ কদাচিদুপভৃঙ্তে, মৎপ্রাণকোটীলালাতমঃ শ্রীকৃষ্ণচ, তদৈব মে
মনসো নিবৃতিরিতি উৎপন্নমনোরথস্য তস্যায়ং সময়ে মহোৎসবারম্ভ ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৩০। তে তব গুরবঃ স্বশ্র-স্বশ্রবাদয়ঃ, কৃতানুজ্ঞা পিতৃগেহং গচ্ছন্তি সন্মতির্ধৈস্তে। নহু তথাপি স্বকর্তৃক-
বিজ্ঞাপনং তেষু মমোচিতম্? তত্রাহ,—হু ভো জ্ঞাপনহেতোরপেক্ষালো অপেক্ষাসমূহে বিষয়ে ক্ষালিতাঃ শোধিতাস্তে

বুধভানু রাজার ঘরে ব্রজরাজের সপরিবারে নিমন্ত্রণ ॥

রক্ষনার্থে রাধার পিতৃগৃহে আগমন :

২৯। অতঃপর এইরূপ কোন এক সময়ে সূর্যসম তেজস্বী বুধভানুরাজ। সপরিবারে ব্রজরাজকে
নীতি-বিনয়-বিদগ্ধতাপূর্বক এবং অপূর্ব কমনীয়তা যাতে হয় সেই ভাবে নিমন্ত্রণের মন্ত্রণা করলেন।
এ-উৎসবের সরসতা সম্পাদনার্থে সুমিষ্ট রসের পরিপাকবিশিষ্ট পাকের নিপুণতা সম্বন্ধে নিয়ত উচ্ছলিত
চাতুর্যের সর্বশ্রেষ্ঠদশার মূর্ত বিগ্রহের মতো, অনুবর্তিজনরঞ্জিকা, সখীজনদ্বারা সুখে আরাধিতা
নিজকণ্ঠা রাধাকে আনবার জন্য মঙ্গলময়ী-সুচরিতা নামা ধাত্রীকণ্ঠা প্রেরিতা হয়ে রাধার নিকট
চলে এলেন।

৩০। এসে আনুপূর্বিক সব কিছু শুনিয়া বললেন—‘তোমার গুরুবর্গের আজ্ঞা হয়ে গিয়েছে,
মিজে তাঁদিকে বলে কয়ে যাওয়ার যে অপেক্ষা সে বিষয়ে অনুজ্ঞা নিয়ে নিয়েছি, অতএব বিলম্বে
প্রয়োজন কি? তোমার যাওয়া না দেখে কিন্তু আমি যাচ্ছি না। শোন শ্রামে, তোমাকেও তিনি

লক্ষ্যমপহায় সইবানয়া নয়াসাদিতসৌজা জায়া ভবিষ্যসীতি । বিশাথে ! গুণললিতয়া ললিতয়া সহ ভমপি ভবিষ্যসি' ইতি তদ্বচনোপরমে পরমেণ হর্ষণে ললিতা সমভাষত ॥

৩১ । 'সুচরিতে ! কথময়মাকস্মিকো নিমন্ত্ৰণমহোৎসবঃ ?' সুচরিতাহ,— 'নায়মাকস্মিকঃ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথিরতিথিরভূদ্যদা, তদা ব্রজরাজেন সর্বে নিমন্ত্রিতা যত্নাসন্, তস্মিন্নেবাহনি পিতুরস্তা রস্তা মনো-বন্তিরভূৎ, ময়াপি সদারঃ সন্মুখাঃ সপরিবারশ্চ ঘোষাধীশো গীশোভনো যথাকালং নিমন্ত্রয়িতব্য ইতি চিরমনোরথরথসমারূঢ়ো রূঢ়োহয়ং মহোৎসবঃ সম্পৎস্রতে' ইতি । শ্রামাহ,— 'গুণসারাধিকে ! রাধিকে ! মহদেবেদং কোতুকং কো তু কং ন রঞ্জয়িষ্যতি, তদবলোকনীয়মেতৎ । বিশেষতশ্চ পিতৃপাদানামাজ্ঞা, তদুখীয়তাম্' ইতি সর্বা এব বৃষভানুভবনং ভানুভবনং যদি সমাজগ্নুঃ, সমাজগ্নুযী তদা তত্র মূর্তিমতীব মহোৎসবশ্রীঃ ॥

৩২ । আগতাসু তাসু পিতা স্নাতামভাষত,— 'স্বাগতং বৎসে ! সুখং বর্দ্ধতে ।' অথ কৃতবন্দনাং মূর্দ্ধানমাত্রায় পুনরুবাচ ॥

স্বাং প্রতি তেষাং মনঃকাল্‌ছাভাবাং ভজ্ঞাপনাপেক্ষ্যালমিতার্থঃ । হে শ্রামে ! তেন শ্রীকৃষ্ণানা ভ্রমপাদিষ্টা, অতদ্বদমনালোক্যাং ন লব্ধে, ন গচ্ছামি । সালীকা সখীসহিতা এব অলীকালস্যং মিথ্যালস্যম্; জায়া হিতায়, 'জ্ঞাতো বরবধুজ্ঞাতিপ্রিয়ভৃত্যহিতৈষু চ' ইতি বিধিঃ ॥

৩১ । ভা শোভা, তস্যা অনুভবনগহুভবো যত্র তৎ ॥

৩২ । সুখমিতি কর্তৃপদম্ ॥

সখীগণ সঙ্কে যেতে আদেশ করছেন, মিথ্যা আলস্য ত্যাগ করে রাধার সহিত সাধারণ নীতিগত ভদ্রতা রক্ষা কর—পরিণামে কল্যাণ হবে । বিশাথে, গুণে ললিতা ললিতার সহিত তুমি এসো কিন্তু ।'

এরূপে তাঁর কথা শেষ হলে ললিতা সহর্ষে বললেন—

৩১ । 'সুচরিতে, কিসের এই আকস্মিক নিমন্ত্ৰণ মহোৎসব ? সুচরিতা বলল— 'এ আকস্মিক নয় । শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি যখন এসে উপস্থিত হয়েছিল তখন ব্রজরাজের দ্বারা সকলে যদি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেই দিনই রাধার পিতৃদেবের চিন্তে আশ্বাদনীয় এক মনোবন্তির উদয় হয়েছিল— 'আমিও জ্ঞীপুত্র সপরিবারে শোভন বুদ্ধি ঘোষাধীশকে নিমন্ত্ৰণ করব ।' এরূপ চিরমনোরথ-রথ সমারূঢ় এ-মহোৎসব এতদিনে সম্পন্নতা প্রাপ্ত হতে যাচ্ছে মাত্র । শ্রামা বলল— 'হে গুণসারাধিকে (গুণ + সার + অধিকে), এ-কোতুক মহান্‌ই বটে, পৃথিবীতে এ কাকে-না রঞ্জিত করবে ? অতএব এ দেখাই সমীচীন । বিশেষতঃ পিতৃদেবের আজ্ঞা, অতএব উঠ ।' এরূপে সকলেই শোভানুভবন বৃষভানুভবনে যদি চলে গেলেন, তখন সেখানে যেন মূর্তিমতি মহোৎসবশ্রী গিয়ে উপস্থিত হ'ল ।

৩২ । তাঁরা এলে পিতা পুত্রীকে বললেন— 'স্বাগত বৎসে, সুখে আছ তো ।' অতঃপর প্রণতা পুত্রীর মস্তক আশ্রাণ করে পুনরায় বললেন—

৩৩ । ‘পাকেন কোশলবতা কমনীয়তায়াঃ, কল্যাণি পাণিকমলং সফলীকুরুষ ।

ঘোষেশ্বরঃ সদয়িতঃ সস্তুতঃ সরামঃ, শ্বোহস্মদগৃহে যদশিতা স নিমন্ত্রিতোহস্তু ॥’

৩৪ । ললিতাহ,—‘তাত । কিমু চিতমুচিতমেব তত্পকরণম্ ।’ স আহ,—‘চিরচিত্তানি রচিত্তানি চ বিবিধকোশলেন সকলাচ্ছোবোপকরণানি করণানিয়ম্যানি কোতুকেন ন কেন, ন কেবলমত্বেব, তদা-লোকয়ন্তু শুভবত্যো ভবত্যো ভবনং প্রবিশু, সম্পন্নমসম্পন্নমপি চ বিলোক্যপদার্থং বিলোক্য পদার্থং যমত্মমিষ্টতমং তমঞ্জসা চ কথয়ন্তু’ ইতি ॥

৩৫ । সকলাঃ সকলাস্তদ্বচনবিরামেহবিরামেণ হর্ষণে ভুবনকমনীয়তাসদনং সদনং প্রবিশু প্রমোদ-জনয়িত্রীং জনয়িত্রীং চ প্রণম্য সকলামেব সামগ্রীমগ্রীয়াং শম্পাসম্পাতনিভা নিভালয়ামাশুঃ ॥

৩৩ । কমনীয়তায়া যৎ কোশলং তদ্বতা, পাকেন পচনক্রিয়য়া পাণিকমলং সফলীকুরু, অশিতা ভোক্তা ॥

৩৪ । তস্য পাকসোপকরণং কিং চিতং প্রস্তুতম্, উ প্রস্নে । চিরচিত্তানি বহুদিনত এব প্রস্তুতীকৃতানি, ন কেবল-মত্বেব, কিন্তু, ন কেন কোতুকেন, অপি তু সর্বেণৈব; রচিত্তানি কল্পিত্তানি, করণৈরিন্দ্রিয়ৈরনিয়ম্যানি, অনন্তত্বাদ-বজ্রং দ্রষ্টুং গ্রহীতুমপি সম্যক্তয়াহস্যক্যানীতি তাসাং পাকোৎসাহো বৰ্ণিতঃ । পদার্থমুত্তমদ্রব্যং সম্পন্নমসম্পন্নং বাপি বিলোক্য যমত্মমিষ্টতমং বিলোক্য পদার্থং বিশিষ্টলোকাইদিব্যবস্ত আলোকয়ন্তু, তত্রোপযুক্তত্বেন পর্যালোচয়ন্তু, তমপ্যঞ্জসা শীঘ্রমেব কথয়ন্তু, ততশ্চাধুনৈবাহং তমাচিনোমীতি ভাবঃ ॥

৩৫ । সকলাঃ পাকাदिशिल्लवताः, कमनीयतायाः सदनं प्राप्तिर्बुद्धि तत् सदनं गृहम्; अग्रীयां मुख्याम्; शम्पा-सम्पातनिभा विद्वांसंघट्टतुल्याः ॥

৩৩ । লোভনীয়রূপে পাক করতে যে কোশল প্রয়োজন তা খাটিয়ে রন্ধন করে হে কল্যাণি, পাণিকমল সফল কর, আগামী কাল আমার ঘরে পুত্রকলত্র রামের সহিত ঘোষেশ্বর ভোজন করবেন—নিমন্ত্রণ করা হয়েছে ।

৩৪ । ললিতা বললেন—‘হে পিতা, সেই উপকরণ সমুচিতভাবেই তো যোগাড় করে রাখা আছে?’ তিনি বললেন—‘বহুদিন ধরেই যোগাড় করে রেখেছি কেবল আজই যে তা নয়, আর কত-না ঔৎসুক্যে করেছি এ-কাজ, উপকরণ বলতে যা বুঝা যায় তার সব কিছুই বিবিধ কোশলে সম্পাদিত হয়েছে, পরিমাণেও অনন্ত—বলে দেখে নিয়ে শেষ করা যাবে না, অতএব মঙ্গলময় ভবনে প্রবেশ করে তোমরা নিজেরা দেখে নেও, বিশেষভাবে চেয়ে দেখবার মতো দিব্য দিব্য বস্তু যোগাড় হয়েছে কি হয় নি সেটা ঠিকভাবে বিচার করে উত্তমবস্তু যদি আর কিছু শ্রেষ্ঠতম আনবার থাকে তাও শীঘ্র বলে দেও, (আমি এখনই এনে দিচ্ছি) ।

৩৫ । তাঁর কথার বিরাম হলে পাকাदि शिल्लवती বিদ্যুৎদামতুল্যা ললিতাদি সখীগণ সকলে একত্র মিলিত হয়ে অবিরাম হর্ষে ভুবনমনোহর গৃহে প্রবেশ করে পরমানন্দ জনয়িত্রী জননীকে প্রণাম করে মুখ্য মুখ্য সামগ্রীগুলি পর্যবেক্ষণ করলেন ।

৩৬। অথ ধেনুগণাবনতো বনতো নিবর্তমানং নবর্তমানং নরকরিপুং করিপুঞ্জবগামিনং তনয়মাসাত্ত
ব্রজেশাহ্রেশাদিনুতকীর্তিঃ সমধু মধুরমুবাচ ॥

৩৭। ‘বৎস ! বৎসরাবধি-সমুপচিত-মনোরথেন সমুপসন্ন-বৃষভানুনা বৃষভানুনাহসি শ্বো নিমন্ত্রিতো-
মন্ত্রিতোহনুচরনিকরাদ্গৃহীতমস্ত্রেন, তৎপ্রণয়ায় শ্বঃশ্রেয়সে শ্বঃশ্রেয়সেন ভবিতব্যম্।’ ‘সহচরা এব
পালয়িষ্যন্তি সবিধেহনুগণং ধেনুগণম্। তদবনায় বনায় ন ভবতা গন্তব্যম্’ ইতি নিগদিতো মাত্রা
মাত্রাহীনকরণঃ ‘কথমহো ! ভো জননি ! ভোজননিমিত্তং সহচরানুরৈণেকাকিনা ভবিতব্যং ময়া তদলং
মে নিমন্ত্রণেন’ ইনি যদি যদিদমুচে কৃতনয়নস্তনয়স্তদা তজ্জননীতি পরা জননীতিপরাহ্রচক্ষে ॥

৩৮। ‘তাত ! তাতপ্যমান-মানসেন ন ভাব্যম্। সহজ-সহচর-প্রণয়ং প্রণয়সি যত্বেবং তদা সহ

৩৬। নবো নিতানবীনঃ; ঋতো নিকপটঃ; মানঃ পূজা, স্বপ্নপ্রেমানুরূপকটাক্ষকুবলয়ার্পণাদিরূপলক্ষণা যস্য তম্ ॥

৩৭। বৃষভানুনা শ্বো নিমন্ত্রিতোহসি। কীদৃশেন? সমুপসন্নঃ স্রাব্যং পুঞ্জবানং ভানবঃ কিরণা যস্য তেন।
অভিগোসমুদ্ভিগম্বাদস্তুল্যেনেত্যর্থঃ। মন্ত্রিতো মন্ত্রিকৃপাদনুচরসমূহাদ্গৃহীতো মন্ত্রো মন্ত্রণং তেন। অতন্তৎপ্রণয়ায়
তন্ত প্রণয়ঃ সফলয়িতুম্; প্রণয়ায় কীদৃশায়? শ্রেয়সে শ্রেষ্ঠায়; শ্বঃ পরেত্ববি; শ্বঃশ্রেয়সেন কল্যাণবতা বৎসেন; ‘শ্বঃশ্রেয়সং
শিবং ভদ্রম্’ ইত্যমরঃ। সবিধে ব্রজস্ত নিকট এব, অনুগণং প্রতিযুথমেব; মাত্রয়া ইয়ন্তয়া হীনা করুণা যন্ত সঃ; ভো
জননি! হে মাতঃ! যদিদং যদেতদুচে; ‘ক্ৰেঙ্ ব্যক্তয়াং বাচি’ ইত্যন্ত রূপম্। তদা তন্ত জননী যশোদা; ইতি
বক্ষ্যমাণবাক্যম্। কীদৃশী? পরা শ্রেষ্ঠা, জননীতিপরা লোকরীতিজ্ঞা, আচক্ষে উক্তবতী ॥

৩৮। নিখিলভুবনস্ত দিতঃ খণ্ডিত উপদ্রবো যেন, তস্তাপায়াঃ মনস্তাপঃ কথং তিষ্ঠতি ভাবঃ। বৃষভানুনা

শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিমন্ত্রণবার্তা জ্ঞাপন :

৩৬। অতঃপর ওদিকে ধেনুপালন করবার পর বন থেকে ঘরের দিকে আগমনপর, স্বপ্ন-
প্রেমানুরূপ প্রত্যেককে নিত্য নবনব কটাক্ষাদিতে অকপটে পূজাদাতৃ, নরকরিপু, করিশ্রেষ্ঠগামী পুত্রকে
নিকটেপেয়ে ব্রহ্মাশিবাদি স্তুতকীর্তি মা যশোদা মধুর মধুর বললেন—

৩৭। ‘বৎস বৎসরাবধি সমুদ্র মনোরথে ভরপুর বহুবৃষে সমুদ্ভিমান আমাদের মতোই সম্মানীয়
বৃষভানুরাজাদ্বারা তুমি আগামী কাল নিমন্ত্রিত হয়েছ। এই নিমন্ত্রণ তাঁর অনুচর মন্ত্রিগণের
পরামর্শানুসারেই হয়েছে, কাজেই বিজ্ঞজনানুগোদিত এই শ্রেষ্ঠ প্রণয় সফল করবার জন্য কাল আমার
কল্যাণীয় বাছার তৎপর হওয়াই উচিত। তোমার সখাগণই যুথেষ্টে ধেনুগণ পালন করবে।
অতএব কাল তোমার বনে গিয়ে কাজ নাই’—মা এরূপ বললে করুণাবারিধি কৃষ্ণ বললেন—‘কি
করে, মাগো, ভোজনের জন্য সখাগণকে ছেড়ে দিয়ে একাকী যাবো, এমন নিমন্ত্রণে আমার
কি প্রয়োজন’—নীতিপরায়ণ পুত্র যদি এরূপ বলল, তখন সেই শ্রেষ্ঠ লোকরীতিজ্ঞা জননী এরূপ
বললেন—

৩৮। ‘বাছা, মনোহুঃখে কাতর হয়ে না। সহজ-সহচর-প্রণয়ে যদি তুমি এরূপ বদ্ধ হয়ে

সহচরৈরবাবস্থাতব্যম্' ইতি নিগদিতো দিতোপজ্জবো নিখিলভুবনস্ত বনস্ত বিহারে ভাবিনি মনো নিবর্তয়া-
মাস, বর্তয়ামস চ বৃষভানুনা স্বাত্মজাপাচিতো স্বাত্মজাপাচিতেন প্রণয়েন সারশ্চম্ ॥

৩৯। অথ নিশান্তে নিশান্তে প্রমোদেন সমাগতা বৃষভানোভানোরিব ঘৃণয়ো ঘৃণয়োপচিতাপচিতা-
বতিনম্রাঃ পুরঙ্কয়ো রঙ্কযোগহীনাং বাচমভাষত—‘অবধীয়তাং ব্রজেশ্বরী। ভবত্যা স্বার্থসারাধিকা
রাধিকাজনকস্ত বাগীশয়া, বাগীশয়াপি স্তোতুমশক্যানি তে বৎসলতালতাপ্রসূনানি সূচরিতানি, তেনাঙ
তু তু ভবতী ভবতীব্রবাতনাং হরিভক্তিরিব মদেগহাপদং পদং ধারয়ন্তী রয়ং তীব্রমাসাচ্চ সপত্যপত্য-
পরিজনা সাপত্যরোহিণী-সহিতা, হিতায় তায়তাময়ি ময়ি করুণা চ ত্রয়েতি। কিঞ্চ, সমস্তাঃ সমস্তাণ্ণো-
বাভ্যঙ্গোদ্বর্তন-স্নানাদীনি কৰ্ম্মানি মমৈব বস্ত্যেহবস্ত্যেয়ানীতি হরিতমেবাগন্তুমর্হসি ॥

প্রয়োজককর্তা স্বাত্মজয়া স্বহিহিতা পাচিতে কারিতপাকেচ্ছাদিবস্ত্বনি প্রণয়েন প্রেম্যা সারশ্চ সরাগতাং বর্তয়ামাস।
প্রণয়েন কীদৃশেন? স্বস্ত্যজনি মনসি জ্যৈর্জ্যৈ পৈ রাধারূপগুণ-নামাচ্ছাব্তিময়ৈরাচিতেন বর্ধিতেন ॥

৩৯। নিশান্তে প্রাতঃ প্রকরণাদব্রজেশ্বর্যা গৃহম্; ‘নিশান্তবস্ত্যসদনম্’ ইত্যমরঃ; বৃষভানোঃ পুরঙ্কয় আগতাঃ।
কীদৃশঃ? ভানোঃ সূর্য্যস্ত ঘৃণয়ঃ কিরণা ইব, ততশ্চ ঘৃণয়া কৃপয়া হেতুনা ব্রজেশ্বরীকর্তৃকায়ামুপচিতাপচিতৌ প্রবৃদ্ধপূজায়াং
বিষয়ে লঙ্ঘ্যাতিনম্রাঃ। সূর্য্যঘৃণয়াইপি প্রাতঃগৃহমাগতা অতিনম্রা গৃহিণ্যা প্রণত্যাদিনা পূজ্যন্তে। রঙ্কযোগহীনাং
হিঙ্গমস্পর্করহিতাং নিষ্কৈতবামিতার্থঃ। ভবত্যা ঈশয়া ঈশ্বর্যা রাধিকাজনকস্ত বাগবধীয়তাম্। কীদৃশী? স্বস্ত্য অর্থসারেণ
প্রয়োজনমুখ্যোপাধিকাঃ; বাগীশয়া সরস্বত্যা, তেনাঙ তু, অর্থাৎ, তুতু খণ্ডয়তু, রয়ং তীব্রমতিশয়ং বেগমাসাচ্চ; পত্য-
পতাপরিজনৈঃ সহিতা; তায়তাং তজ্ঞতাম্। সমস্তাঃ সর্বা এব ভদ্রাণাঃ; হরিতং স্নানাত্মকৈবাবাগন্তুমর্হসি। যতঃ

আচ্ছ তবে সহচরগণ সঞ্জেই ঘরে থেকে যাও’—এরূপ বললে নিখিল ভুবনের উপদ্রব খণ্ডনকারী কৃষ্ণ
বনবিহারে উদ্বিগ্ন মন নিবৃত্ত করে নিলেন, এবং মনে মনে রাধা নামরূপগুণাদি জপের দ্বারা বর্দ্ধিত
প্রেমে বৃষভানুরাজাদ্বারা নিয়োজিত তাঁর কন্ঠ্যার রক্তিত অগ্নাদি সামগ্রীর দিকে মনের আসক্তি নিবিষ্ট
করে দিলেন।

কৃষ্ণসহ সপরিবারে ব্রজরাজের বৃষভানুপুরে গমন :

৩৯। অতঃপর নিশান্তে বৃষভানুরাজার পুরজীগণ বালমূষ্যকিরণের মতো আনন্দে দীপ্ত হয়ে
ব্রজেশ্বরীগৃহে এসে উপস্থিত হলে ব্রজেশ্বরী করুণায় অতি সমাদরে তাদের অভ্যর্থনা করায় তাঁরা
অতিশয় নম্র হয়ে প্রণাম করে নিষ্কপট বাক্যে বললেন—‘হে ব্রজেশ্বরী আপনি ঈশ্বরী রাধিকার জনকের
প্রয়োজনবলে বলীয়ান্ কথা মন দিয়ে শুনুন’। ‘আপনার বৎসলতা-লতার কুসুমরূপ সূচরিতের
প্রশংসা তো সরস্বতীদেবীও করে উঠতে পারেন না, আমি আর কি করব, তাই নিজগুণে আপনি
আমার ঘরে আপনার শ্রীচরণ ধারণ করে আমার ঘরের সকল আপদ খণ্ডন করে দিন যেমন না-কি
হরিভক্ত সংসারের তীব্র যাতনা খণ্ডন করে দেয়, পতি-পুত্র-পরিজন এবং সপুত্র-রোহিণীদেবী সহ শীঘ্র
আমার ঘরে আসতে আজ্ঞা হউক, আমার প্রতি করুণা বিস্তার করুন, আপনি যে মঙ্গলময়ী। আরও,
অগ্ন্যাগ্ন সকলকে সঞ্জে নিয়ে স্নানাদি না করেই শীঘ্র শীঘ্র চলে আসুন, যেহেতু অভ্যঙ্গোদ্বর্তন-স্নানাদি

৪০। আহ ব্রজেশ্বর্যাস্থ্যঃ ! যদিৎ বিনয়মাহাশ্রয়ং তেনে, তেনেহ বয়ং সর্ব এব জিতাঃ । তদীয় ! গম্যতাম্, গম্যতাং পরিহরতা হরতা চ মনোহস্মাকং তস্ম বিনয়েন নয়েন চ যথানিদেশং করবামেতি ॥

৪১। অথ বৃষভানুনা ভানুনাথিতঘোষাশীশানুরূপচারুপচারমভিত উপচিতিরূত্ব কৃত্যকোবিদতয়া তদা-গমনাপেক্ষণক্ষণবশেন পুরতোহরণপুরতোরণতো রণংকিঙ্কিণীজাল-মালিষ্ঠাং মালিষ্ঠাংশেনাপি রহিতায়াং হিতায়াং শ্রেণীবদ্ধপূর্ণকলস-লসন্তবকিশলয়-সবৃন্তমঙ্গলনারিনারিকেলফলফলদমন্দদীপশিখায়াং বিশিখায়াং,

সমস্তাত্ত্বেবেত্যাদি। মমৈব বস্ত্যে গৃহেইবস্ত্যেয়ানি সমুদায়েনৈবানুষ্ঠেয়ানি; ‘স্ত্যে’ শব্দসংঘাতয়োঃ’ ইতি ধাত্বর্থস্ত্রিকাংশেন সম্বন্ধাৎ ॥

৪০। আহ ব্রজেশ্বরী; আশু শীঘ্রম্, হে অর্থাঃ! আদরভাষণা হে স্বামিণি ইত্যর্থঃ। যদা, (ভা০ ১০।২৪।২১) বার্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোস্ত্যোহনিশম্” ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যোক্তসারেণ তত্রত্যাগোপানাং সর্বেষামেব বৈশ্বত্যাং হে বৈশ্বাঃ! ইত্যর্থঃ; “স্ত্যাদর্ঘ্যঃ স্বামিণিবশ্যয়োঃ” ইত্যমরঃ; তেনে বিস্তৃতবান্। উক্তমেবার্থং পুষ্পত্যাং—নয়েন চ নীত্যা চ। কীদৃশেন? গম্যতাং গম্যত্বং পরিহরতা ত্যজতা অগম্যেন, অগাম্যেনেতি যাবৎ ॥

৪১। বৃষভানু পথিনিহিতেক্ষণেন ব্রজরাজকিশোরঃ ক্ষণেন দদৃশ ইত্যমরঃ। ভানোরিষ্টদেবাং কাকশানুপাথিতং সম্পাদয়েতি প্রার্থিতং ঘোষাশীশানুরূপং যোগ্যং চারুপচারম্; যদা, ভা কান্তিস্তয়াইহুনয়েন নাথিতো মাং স্বীকুর্বিতি প্রার্থিতো যো ঘোষাশীশস্তানুরূপম্। পুরতোহগ্রতঃ, অরণমাশ্রয়ভূতং যৎ পুরং তস্ম তোরণতো বহির্দার-মারভ্য বিশিখায়াং গ্রামমধ্যমার্গে বৃহদ্বার্গেধ্বনি তস্তা উপবস্তু ত্তেকস্মিন্ স্থিত্বা মিত্রেহিতে মিত্রেণ ব্রজরাজস্ত্রেহিতং গমনব্যাপারো যত্র তস্মিন্ পথি কদা আগমিষ্যতীত্যংকণ্ঠয়া নিহিতেক্ষণেন বৃষভানুনা প্রথমং কৃষ্ণো দদৃশ ইতি যোজনা। বিশিখায়াং কীদৃশাম্? রণতো ধ্বনতঃ কিঙ্কিণীজালস্ত মালা বর্ততে যস্তাস্ত্যাম্। শ্রেণিবদ্ধেযু পূর্ণকলসেযু লসন্তি শোভমানানি নবকিশলয়ানি চ; সবৃন্তানি বৃন্তসহিতানি, মঙ্গলং বৃণন্তি উপযুক্তস্তি; ‘নু নয়ে’ এছাদি; মঙ্গলনারীণি যানি

সব কিছু আমার গৃহে করে নিলেই হবে।’

৪০। ব্রজেশ্বরী আদরে হে স্বামিনীগণ বলে সম্বোধন করে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—‘এই যে বিনয়-মাহাশ্রয় প্রকাশিত হল, এর দ্বারা তো এই আমরা সকলেই জিত হয়ে গেলাম। অতএব অয়ি, আপনাদের যেতে আজ্ঞা হউক, তাঁর অগম্য-মনোহারী বিনয় ও নীতির বশ হয়ে যথানিদেশ করব আমরা।’

৪১। অতঃপর ইষ্টদেব সূর্যের নিকট যাচিত, ঘোষাশীশের সম্মানের যোগ্য, চারু উপাচার বৃষভানুরাজা কর্মকুশলতায় চতুর্দিকে সংগ্রহ করে নিমস্ত্রিতদের আগমনের অপেক্ষায় আনন্দবশে রাজপথের এক উপপথে দাঁড়িয়ে মিত্র ব্রজরাজের আগমন-পথের দিকে ‘কখন আসবে এরূপ উৎকণ্ঠায়’ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রথমেই ব্রজরাজকিশোরকে দর্শন করলেন। সম্মুখে আশ্রয়স্বরূপ যে পুরী রয়েছে তার তোরণ থেকে আরম্ভ করে রাজপথটি সজ্জিত করা হয়েছে—কিনিকিনি ধ্বনিত কিঙ্কিণী জালমালায় ও মঙ্গলমূচক শ্রেণীবদ্ধ পূর্ণকলসের উপর নবকিশলয় ও সবৃন্ত মঙ্গলপ্রদ

বিশিষ্টোভয়তোহভয়তো বোপিত-সফলপুগতরুপুগতরুণরস্তাস্তৃহাস্তংগমিতভাস্করকরনিকরেইধ্বনি ধ্বনিত-
মুহুমুদঙ্গপণবাদিপণবাদি-বাদিত্রিচিত্রে মিত্রেহিতে পথি নিহিতেক্ষণেন ক্ষণেন সহ সহচর-গণেন গণেন
ইব ভুবনমঙ্গলশ্য ভুবনমঙ্গলশ্যমানোরুচরুচামীকরবাসসা তড়িন্ময়ীকুর্বন্নিব নিবহীভূত-নাগরিমগরিম-
গাভীর্যাগাভীর্যাভিমতাম্পদং পদং ভুবি ধারয়ন্, শ্রীব্রজরাজকিশোরস্তদনু সকলপরিবারবারপরিবারিতা
বারিতাখিলখলীকারা ব্রজরাজমহিষী চ, তদনু ব্রজপুরপুরন্দরোহদরোহুত-ভূতলসৌভাগ্যসার ইব সপরি-
জনো জনোল্লাসকারী চ দদুশে ॥

৪২। দৃষ্টি চ সত্ত্বমভিব্রজতা ব্রজতারকেশং অকেশং সুষ্ঠু কেশবমালিন্য তৌ দম্পতি পতৌ
ঘোষনিবাসিনাং সবল্লমানমানমতা স্বপুংগ প্রবেশয়াস্বভবাতৈ ॥

নারিকেলফলানি তানি চ তে: ফলস্ত্যুপকরণশোভয়া নিপ্পত্তমানা অম্ভা দীপস্থিা চ যন্তাং তন্ত্ৰাম্; অধ্বনি
তদবাস্তবঅনি; কীদৃশে? উভয়ত: পার্শ্বদ্বয়ে, অভয়ত: ব্রজপতেন্ত্র তথা সম্মতিপ্রার্থনামস্তরেণাপি সৌহার্দবলাদ-
ভয়াভাবত ইত্যর্থ:। যোপিটৈ: সফলপুগতরু-পূর্গৈ: ফলবদগুবাকৃৎসমূহৈ:, তরুণরস্তাণাং স্তম্বেশাস্তং গমিতোহস্তং
প্রাপিতো ভাস্করস্ত কিরণসমূহে। যত্র তস্মিন্, শাখানিবিড়তয়া সূর্য্যাতপপ্রবেশাভাবাদিত্যর্থ:; “পুগস্ত ক্রমুকে বৃন্দে”
ইতি মেদিনী। অন্তমিতি যাস্ত্যাবায়ম্। ধ্বনিতানাং বৃহদ্বদঙ্গপণবাদীনাং পণবাদি স্তুতিবাদযুক্তং যদ্বাদিতং তেন
চিত্রে। শ্রীকৃষ্ণাংগনশোভার্থং বৃষভতুনৈব প্রথমমেব তদ্বঅনি প্রস্থাপিতং বাস্তং তৎসঙ্গীতি জ্ঞেয়ম্। কণেন কণ-
মাত্রেন ভুবনানাং মঙ্গলস্ত যে গণ্যন্তেবামিন: শ্রেষ্ঠ:; অঙ্গে গাত্রে লম্বমানেন দীপ্তিমিতোরুণা চারুচামীকরবাসসা ভুবনং
বিদ্যাময়ীকূর্ম্মিব। নিবহীভূতস্ত নাগরিম্ণো নাগরতস্ত গরিম্ণো গুরুতয়া গাস্তীর্থং গভীরতং তদগচ্ছন্ত্যাস্থাত্ত্বেন
প্রাপ্নুবন্তি যা আভীর্ষো গোপ্যাস্ত্যাসামভিন্নাত্যন্দং বাঞ্ছনীয়ম্। পরিবারাণাং বারৈ: সমূহৈ: পরিবারিতা পরিবৃতীকৃতা,
খলাকার: পৈশুহম, তন্মূলকস্তাং দোষা অখিলা এব খলীকারাস্তে রারিতা যদা সা ॥

নারিকেল শোভিত দীপাশিখায়। রাজপথটি ঝেড়ে মুছে লেশমাত্র ধূলাময়লা রহিত করা হয়েছে। আর যে উপপথে তাঁরা দাঁড়িয়েছে এসে তার উভয় পার্শ্বে রোপিত হয়েছে ফলিত সুপারী বৃক্ষশ্রেণী, ও তরুণ কলাগাছের স্তম্ভ বার শাখার নিবিড়তায় অন্তর্গত করান হয়েছে সূর্যকিরণ। আর পণবাদি স্তুতিবাদ বাজছিল যে সব মধুর ধ্বনিত মুদঙ্গ-পণবে তাদের দ্বারা চিত্রিত হয়ে উঠেছিল ব্রজরাজের আগমন-পথ। ক্ষণমাত্র স্থিতিতে যেন ভুবনের সমস্ত মঙ্গলশ্রেষ্ঠ, সখাগণে পরিবেষ্টিত ব্রজরাজকুমার অঙ্গ আলো করা অতি চারু স্বর্ণবস্ত্রের দ্বারা যেন ভুবনকে বিছাৎময় করে তুলতে তুলতে, ঘনীভূত নাগরালীর গুরুতায় আগতা গস্তীরতাকে আত্মদানীয়রূপে পেয়েছেন যারা সেই গোপীগণের বাঞ্ছনীয় পদ পৃথিবীতে ধারণ করে করে পথে চলতে চলতে বৃষভানুর উৎকর্ষিত দৃষ্টিপথে এসে পড়লেন। পথে কৃষ্ণের পিছনে ঐ যে দেখা যাচ্ছে সকল পরিবার পরিবেষ্টিতা খলতামূলক অখিলদোষ-বারয়িতা ব্রজরাজমহিষী, আর তাঁর পিছনে বহুল প্রকাশিত ভূতলের সৌভাগ্যসারের মতো জনোন্মাসকারী সুপরিজন ব্রজপুরপুরন্দর।

৪২। তাদের দেখে বুঝলো তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সুন্দর অলকাবলীতে শোভিত গোকুল-

৪৩। প্রবেশ্য চ তান্ যথাস্থানস্থানপি সম্পাত্ত পাত্তপ্রভৃতিভিরভ্যর্জ্য যথাযোগং সকলক্রিয়োপ-
চারকৈঃ পরিচারকৈঃ স্ত্রীপুংসজ্ঞৈরাদরেণাদরেণাভিসম্পাদিতৈরভ্যজ্ঞোদ্ধর্তন-স্পনাদ্যুপকরণৈঃ করণৈক-
নিপুণঃ পুনঃ স যথাক্রমং স্নানাদিকং নির্বাহ রূপানুরূপানুসম্পাদিত-বরাহরাভরণগন্ধাঙ্কুরলিপনপ্রসাধন-
সাধনবিরামেবিরামেণ প্রমোদেন পাকভবনমধ্যমধ্যভিপ্ৰবেশয়ামাস ব্রজপুরপরমেশ্বরীং যত্র পরমেশ্বরীব
স্বয়ং স্বয়দ্বিত-রূপ-গুণ-মাধুরীধুরীণা পটতিতরামতিতরামবধানেন ॥

৪৪। তয়া বন্দিতাথ সা নিজকুলশ্রীযশোদা শ্রীযশোদা স্নেহশ্রদ্ধাবদ্ধা বহুতরতরলমনা মনোস্থিহস্তাহ
—‘বৎসে ! যতাপি রমণীমণীচারিমণি চারিমণিকঙ্কেয়ং পাককলা, তথাপি কুসুমকোমলাঙ্গ্যাস্তবায়-
মতিভারো ভারোপায়ৈব নিতরামভূৎ । তদবলোকয়ামি কিং কিং পাচিতমস্তি’ ইতি তয়া নিগদিতা
দিতাখিলপরিশ্রমা ত্রপাচিতং পাচিতং সকলমেব সা দর্শয়ামাস ॥

৪২। ব্রজস্থ তারকেশং চন্দ্রম্, আনমতা সখ্যরীত্যা ঈষন্নমতা ॥

৪৩। যথাস্থানস্থান্ স্ত্রীপুরুষোচিতস্থানেষু স্থিতান্ সম্পাত্ত কৃত্য; স্ত্রীপুংসজ্ঞৈরর্থযাযোগং যথোচিতম্; স্ত্রীণামভা-
ঙ্গাদিভিঃ স্নানাদিকং স্ত্রীজ্ঞৈঃ পুংসাস্ত পুংসজ্ঞৈর্নিনিবাছেত্যর্থঃ । অদরেণ নিঃসঙ্কোচেন; আদরেণ প্রেমময়েনেত্যর্থঃ;
করণৈকনিপুণঃ কার্যৈকপ্রবীণঃ স বুধভাঙ্কুরঃ; প্রসাধনসাধনমলঙ্কারপরিধানম্ । স্বয়ং পরমেশ্বরীব সাক্ষান্মহালক্ষ্মীরিব, ইতি
লৌকিকরীতিমহুস্বতোক্তম্ । সিদ্ধাস্তরীত্যা তু তত্তা অপি পরমাংশিত্যা রাধায়াস্তয়া স্তোপমাংকিঞ্চিংকরৈব ॥

৪৪। তয়া রাধয়া নিজকুলস্থ শ্রিয়ং যশশ্চ দদাতীতি সা; স্নেহঃ স্বনিষ্ঠঃ, শ্রদ্ধা তন্নিষ্ঠা তাভ্যাং বদ্ধা, অতএব
বহুতরমুগ্ধাসাধিক্যেন তরলং মনো যত্যাঃ সা প্রাহ । রমণীমণীনাং চারিমণি চাকুতে প্রাশস্ত্যো নিমিত্তে চারিণী সঙ্করণশীলা

চন্দ্রকে দৃঢ়ালিঙ্গনে বদ্ধ করে ঘোষনিবাসিগণের স্বামী স্বামিনী ঐ দম্পতিকে অত্যন্ত মায়াসহকারে
ঈষৎ নমিত হয়ে নিজ পুরীতে প্রবেশ করালেন ।

৪৩। প্রবেশ করাবার পর কর্মনিপুণ বুধভাঙ্কুর স্ত্রীপুরুষ সকলকে যথাযোগ্যস্থানে বসিয়ে পাত্ত-অর্ধ
প্রভৃতি দ্বারা সৎকার করে সকল ক্রীয়া-কুশলী সেবক সেবিকা দ্বারা যথোচিত অর্থাৎ সেবকগণের দ্বারা
পুরুষদের এবং সেবিকাগণ দ্বারা স্ত্রীদের নিঃসঙ্কোচে আদরে অভ্যঙ্গোদ্ধর্তন-স্পনাদি (তৈল-হরিদ্রা-গন্ধ
ইত্যাদি)উপকরণের দ্বারা সেবা করিয়ে যথাক্রমে স্নানাদি নির্বাহ করিয়ে দেহের গাপে পূর্বেই ব্যবস্থাপিত
বহুমূল্য বস্ত্র-আভরণ-গন্ধ-চন্দনাদি অঙ্কুরলিপন দ্বারা বেশবিন্যাস সম্পন্ন করিয়ে অবিরাম প্রবাহমান আনন্দে
ব্রজপুরপরমেশ্বরীকে পাকশালায় নিয়ে গেলেন, যেখানে সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মীর মতো স্বনিস্বদিত রূপগুণ-
মাধুরীতে উচ্ছলিতা রাধারাগী অতিশয় যত্নে পাক করছিলেন ।

যশোমা কতৃক রাধার পাকশালা পরিদর্শন :

৪৪। রাধা প্রণাম করলে সেই নিজকুলের শ্রী-যশদাতৃ নিজ অন্তঃকরণের স্নেহে ও রাধার
শ্রদ্ধায় বদ্ধা উগ্ধাসাধিক্যে চঞ্চলমনা শ্রীযশোদা হাসতে হাসতে বললেন—‘রমণীমণিগণের সৌন্দর্য-প্রশংসার
নিমিত্ত সঙ্করণশীল আভরণবস্ত্র তুল্য তো এই পাকশিল্পই । তবে কথা হচ্ছে কি কুসুমকোমলাঙ্গ

৪৫। দৃষ্টা চ ব্রজেশ্বরী সৌরুপ্য-সৌরভ্য-সৌলভ্য-লভ্যমানপাকপরিপাকসাদৃশ্য গুণ্যামোদ-কারিণী সা তরসা তরলিতহৃদয়া দয়াবতী পচন্তীমেব তামালিঙ্গ্য ‘বৎসে ! সাধু তে ধুতেক্ষণাহক্ষণা সুপরি-পাকপাককলা’ ইতি নিতরামভিনন্দ ॥

৪৬। শ্যামাললিতাদিভির্ভন্দিতাহনন্দিতানেনেন্দুরণ তা অপি পরিরভ্য সৌরভ্যসৌকুমার্যবতীস্তা এবাহ—‘অয়ি শ্যামে ! অয়ি ললিতে ! অয়ি বিশাথে ! সাধু বঃ পরস্পরপরমসৌহৃদানুবন্ধো বন্ধোমানস-হারী মানসহা রীতিরিয়মুক্তমানাম্’ ইতি তাঃ সর্বা অভিনন্দ্য সমীপস্থং রাধাদিভিঃ সকলাভিঃ সকলাভি-রভিবন্দিতাং রোহিণীমভাষত ॥

৪৭। ‘অয়ি বলভদ্রজননি ! ভদ্রজননিবহপূজ্যয়মাংসং পরস্পরপ্রীতিঃ । অপি চ ইয়ং হি রাধা

চাসৌ মণিকলা মণ্ডনরত্নতুলা চেতি সেয়ং পাককলা পচনশিল্পম্, উত্তমাজ্ঞানং পাককৌশলমেব রত্নালঙ্কার ইত্যর্থঃ । তথাপি কুহুমাদপি কোমলমলমজং যন্তাস্তন্তাস্তবায়মতিভার এতদীয়ঃ শ্রমঃ সোচুমশকা ইত্যর্থঃ । তথাপি ভা-শোভা তন্তা আরোপায়াংপাদনায় । কিং পাচিতমিতি ত্বমাত্রা প্রযোজককর্তৃণা, ত্বয়া তু প্রযোজ্যকর্তৃত্বার্থঃ । ত্রপয়া লজ্জয়া আচিতং সংগৃহীতম্ ; যদা, ত্রপাণ্যমাচিতং সমূহো যত্র তদ্ব্যথা ভবত্যেবমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ; আচিতঃ সংগৃহীতেহপি বৃন্দেহপি শ্যাজিলিঙ্গকঃ” ইতি মেদিনী ॥

৪৫। সৌরুপ্য-সৌরভ্যয়োঃ সৌলভ্যেন সুলভত্বেন লভ্যমানমভুভুয়মানম্, পাকস্ত পরিপাকে সাদৃশ্যং সঙ্গুণতা যয়া সা ; গুণিনং গুণবন্ত্যামোদমানন্দং কর্তুং শীলং যন্তাঃ সা পাককলা ॥

৪৬। আনন্দিত উৎফুল্ল আননেন্দুর্ষন্তাঃ সা ; সৌরভোতি সৌরভ্যসৌকুমার্যে আলিঙ্গনেনৈবানুভবন্তী সতীত্যর্থঃ । মানসহা মানং সম্মানং সহত ইতি মানসহা ; সকলাভিঃ কলাসহিতাভিঃ ॥

তোমার পক্ষে এ-অতিভার—তা হলেও এ তোমার অঙ্গে অতি শোভার স্বজন করেছে। একবার দেখাও তো তোমার মা তোমাকে দিয়ে কি কি পাক করিয়েছেন—এরূপ বললে অখিল পরিশ্রমশূন্য শ্রীরাধারানী লজ্জায় জড়সড় হয়ে রক্তিত খাণ্ডসামগ্রী সবকিছু দেখিয়ে দিলেন।

৪৫। সৌরুপ্য-সৌরভ্য-সৌলভ্য অনায়াসে অনুভূয়মান পাকের পরিপাকে সাদৃশ্য সঞ্চারী, ও গুণশালী অমৃতরূপে পরিণত করার স্বভাববিশিষ্ট ঐ পাকশিল্প দেখে দ্রুত স্নেহে গলে গিয়ে ব্রজেশ্বরী রাধাকে আলিঙ্গন করে বললেন—‘বৎস, বলিহারি যাই পাককর্মে তোমার এ-শিল্পচাতুরীকে যা দর্শনেই মনের নিরানন্দ দূর হয়ে যায়—এভাবে তাকে উচ্চ অভিনন্দন জানালেন।

৪৬। শ্যামা-ললিতাদ্বারা অভিনন্দিতা উৎফুল্ল আননচন্দ্রবিশিষ্টা ব্রজেশ্বরী অতঃপর তাঁদেরও আলিঙ্গন করে সৌরভ্য-সৌকুমার্যবতী তাঁদের বললেন—‘অয়ি শ্যামে, অয়ি ললিতে, অয়ি বিশাথে, তোমাদের এই যে বন্ধুজন-মনোহারী পরস্পর পরমসৌহার্দ অনুবন্ধ, আর সম্মানে অবিচলন স্বভাব—এ অতি প্রশংসার যোগ্য, উত্তমজনের এ-রীতিই হয়ে থাকে’—এভাবে তাঁদের সকলকে অভিনন্দিত করে, নিজে সকল কলাযুক্ত রাধাদি সকলের দ্বারা অভিবন্দিত হয়ে ব্রজেশ্বরী রোহিনীদেবীকে সম্বোধন করে বললেন—

মেহুরা মেহুরাসদা মনসস্তদীয়ং সম্ভাব্যতে—

নন্দনলতেব ভূমৌ, চন্দনলতিকেব রূপমলয়স্থ ।

বৃষভানোরিব স্কৃতং, খনিরনিরূপ্যেব গুণমগীন্দ্রাণাম্ ॥’

৪৮ । সা প্রত্যাচাচ,—‘শ্রীকৃষ্ণমাতঃ ! মাহতঃ পরমস্থাঃ সম্ভাবনীয়মস্মি । কিঞ্চ,—

নন্দনো ব্রজপতেগুণসিদ্ধু-নন্দিনী চ স্মুখী বৃষভানোঃ ।

তোষহেতুরয়ি ঘোষপুরশ্রী-কণ্ঠভূষণমিদং মণিযুগ্মম্ ॥’

৪৯ । তত্রপে তত্র পেশলাঙ্গী রাধা । শ্যামাদয়শ্চ রাধামুখমবলোক্য মনাগ্ বিহস্ত মনসা মনসাহুঃ—‘অয়ি ! দেবি ! তবেদং বচনম্যাকমভীষ্টবোধন্যাসি, ধন্যাসি ভো ধন্যাসি, বৃষ্টিহি নিঃসন্দেহমাপ্যাদেহমাপ্যায়তি নিদাঘোক্ষম্ । যদিদং ঘোষপুরশ্রীকণ্ঠভূষণমিদং মণিযুগ্মমিত্যেকাধিকরণকরণপ্রতি-

৪৭ । মেহুরা স্নিগ্ধা, মে মম মনসো ন হুরাসদা, মনসি স্বয়ং স্কুরতীত্যর্থঃ । শেষে যষ্টী । নন্দনলতেতি মনসো-ইভিলাষপূর্ত্যা রূপমলয়সম্বন্ধিনী চন্দনলতিকেবেতি নতনদ্রাগত্চামপি ; বৃষভানোঃ স্কৃতমিতি স্বকুলযশঃকৈরবচস্রিকাস্থেন ; গুণমগীন্দ্রাণাং খনিরিতি ত্রিজগদ্বিরলপ্রতিযোগিকাস্থেন ॥

৪৮ । মা অস্তি নাস্তি ; ব্রজপতেনন্দনঃ কৃষ্ণঃ ; স্মুখী রাধা ; তোষহেতুৎস্কনাং দ্রষ্ট শ্রোতৃমাত্রাণাং বা, শ্রীঃ শোভা সম্পত্তির্বা ॥

৪৯ । তত্রপে নিজগ্লাধায়াং লজ্জতে স্ম ; রাধামুখমালোকেতি শ্লোকার্থভঙ্গ্যা লক্ষ্যমস্চরণয়া কিমপ্যভীষ্টার্থ-সূচকং বস্তু কিমিয়ং মনসা আশ্বাদয়তি, ন বেতি এতৎপরীক্ষণার্থম্ । ততশ্চ মনাগ্ বিহস্তেতি তন্মুখস্থ তদা মলজ্জত্ব-হ্যাপ্যন্তঃসকৌতুকত্বং চূর্লক্যামপি সহসেবালক্ষ্য ধিয়া তদাশ্বাদমেবানুভবন্তীং তামহুমায় তত এব স্বেষামপি জাতশ্রোত্ৰাসস্ত জ্ঞাপনায়, মনসা মনসেতি বীপ্সা, প্রতিষ্মমিত্যর্থঃ । দেবি ! হে শ্রীরোহিণি ! ভব বচনং শ্লোকরূপম্ ; ক্বীদৃশম্ ?

৪৭ । ‘অয়ি বলভদ্রজননি, এদের এই পরম্পর প্রীতি ভদ্রজনের প্রশংসনীয় । আর এই যে স্নিগ্ধা রাধা, এ আমার মনে নিজেই স্কুর্তি প্রাপ্ত হয়ে প্রতীতি জন্মাচ্ছে—

এ যেন জগতে প্রকাশিত— নন্দনকানন লতা, রূপমলয়ের চন্দনলতা, বৃষভানুর পুণ্যফল, গুণমগীন্দ্রের ত্রিজগতবিরল খনি ।’

৪৮ । রোহিনীদেবী প্রত্যুত্তরে বললেন—‘অয়ি কৃষ্ণজননি ! ঠিক ঠিক, অতঃপর আর এ-বিষয়ে জল্পনা-কল্পনার স্থান নাই । আরও—

নন্দনটি ব্রজপতির গুণসিদ্ধু, নন্দিনীটিও বৃষভানুর স্মুখী,—এ-মণিযুগল অয়ি যশোদে, ঘোষপুর-লক্ষ্মীর কণ্ঠভূষণ, দ্রষ্টাশ্রোতামাত্রের আনন্দকর ।

৪৯ । নিজ প্রশংসায় কোমলাঙ্গী রাধা অধোমুখী হলেন লজ্জায় । শ্যামাদি গোপীগণ রাধামুখ নিরীক্ষণ করে তাতে লজ্জার আড়ালে অন্তর্কৌতুকের ছায়া লক্ষ্য করে একটু অর্থবোধক হাসি হেসে মনে মনে বললেন—‘অয়ি দেবী, আপনার এ-বাক্য আমাদের অভীষ্ট অনুভব দান করল, ধন্য হে ধন্য,

পাদকং বচোহবিপ্রকৃষ্টং প্রকৃষ্টমর্থং বোধয়তি, ঘোষপূরশ্রীকণ্ঠ-মৌলিমণিমণ্ডনযুগ্মমিত্যনুভ্রতশ্ললিত-মেতৎ ॥’

৫০। অথ কৃষ্ণজননী জননীরাজিতচরণা বুধভানুগৃহিণীং ভানুগৃহিণীং সংজ্ঞামিব সংজ্ঞামিব মূর্ত্তি-মতীং স্বকুলশ্রীকীৰ্ত্তিদাং শ্রীকীৰ্ত্তিদাং সমাহুয়ালিঙ্গ্য চাহ,—‘অয়ি ! কথমিয়ং তমিয়ন্তমতিখেদং প্রাপিতা ? যঃ শলু প্রোঢ়গৃহিণীজনোচিতো নোচিতো হি নবমালিকায়াঃ কায়াপকর্ষঃ কৃপানুতাপেন, কৃশাহনুতাপেন নাসি ॥’

৫১। সাহ,—‘সাহসিক্যমেবৈতন্মে ব্রজেশ্বরী ! সত্যমেব ব্যাহরসি। রসিকেয়ং পাককর্ম্মণি স্বভাবত এব, বিশেষতোহঃশেষতোবপ্রদোহয়মদ্ব্যতনো মহো মহোদারঃ সদারঃ সমুতো যত্র ভোক্তা ঘোষা-ধীশো ধীশোভাবতীয়ং স্বয়মেব সাদরাহদরানন্দেন প্রবর্ত্তিতাহিস্তে পাককর্ম্মণি ॥

অস্মাকমভীষ্টং বোধমনুভবং ভুক্ততি সমর্পয়তীতি তৎ ; আপ্যা জলময়ী ; যদ্বা, প্রাপুং বোগ্যা। নিঃসন্দেহমিত্যাপ্যায়-য়তীতি ক্রিয়াবিশেষণম্। যমকানুরোধাদ্ ব্যবহিত্যনুয়ঃ সোঢ়বাঃ। দেহং কীদৃশম্ ? নিদাঘেনোক্ষং ওপম্। একস্মিন্নেবা-ধিকরণে করণং ব্যাপারসামান্যং প্রতিপাদয়তি জ্ঞাপয়তীতি তৎ,—একস্মিন্নেব কণ্ঠে মণিযুগ্মস্তা গুণবদ্ধতয়া স্থিতিদীপ্তি-মিলনাদিব্যাপারদর্শনাৎ। তদুপসেয়য়ো রাধাকৃষ্ণয়োৰপ্যেকত্রৈব প্রেমগুণবদ্ধয়োমিলন-বিলাসা-দি-মঙ্গলরূপমবিপ্রকৃষ্টমর্থং বোধয়তি। ভবনুখনিঃসৃত্তে বচসি ভবত্যাহপরানুষ্ঠোহপ্যয়মর্থোহস্মানাস্বাসয়িতুং দৈবোদীরিত ইবাবিভূত ইতি ভাবঃ। ন চ শ্লোকপূর্ত্তেরত্তথাহশক্যাত্ত্বাঙ্কমিদমিতি বাচ্যমিত্যাহ—ঘোষেতি ॥

৫০। মূর্ত্তিমতীং সংজ্ঞাং চেতনামিব ; “সংজ্ঞা স্তাচ্ছেতনা নাম হস্তাভৈশ্চাত্মসূচনা” ইত্যমরঃ। ইয়ং রাধা, তং প্রসিদ্ধম্, ইয়ন্তমেতাবস্তং খেদং প্রাপিতা, যঃ খেদঃ, কৃশাহনুতাপেন বহিঃকালয়া ; অতঃস্বমহুতাপেন কৃশা নাসি, ন ভবসীতি স প্রণয়েধাঃ প্রশ্নঃ ॥

৫১। সা বুধভানুগৃহিণী আত, মহো মহোৎসবঃ ; অদরানন্দেনানন্দহর্ষণ ॥

বৃষ্টিই নিঃসন্দেহে নিদাঘতপ্তদেহ শীতল করে দেয়। আপনি এই যে উপর্যুক্ত শ্লোকে বললেন ‘এ-মণিযুগল ঘোষপূরলক্ষ্মীর কণ্ঠভূষণ’ এ-তে কণ্ঠরূপ এক আধারে মণিযুগলের স্থিতিরূপ একটা সাধারণ ব্যাপার প্রতিপাদক কথা বলা হলেও এ নিকটবর্ত্তী কোনও এক অতি রসময় অর্থকেই বোধ করিয়ে দিচ্ছে। ঘোষপূরলক্ষ্মীর কণ্ঠ-শিরের মণিমণ্ডনযুগল—এরূপ পৃথক্ দু-আধারের অনুল্লেক অতি শ্লললিতই হয়েছে বটে।’

৫০। অতঃপর জননীরাজিত-চরণা কৃষ্ণজননী সূর্যগৃহিণী সংজ্ঞার মতো, মূর্ত্তিমতী চেতনার মতো, স্বকুল-শ্রীকীৰ্ত্তিদাতৃ শ্রীকীৰ্ত্তিদাকে ডেকে আলিঙ্গন করে বললেন—‘অয়ি কি করে আপনি একে এরূপ অতিকণ্ঠজনক কাজে লাগিয়ে দিলেন ? যা প্রোঢ়গৃহিণীজনেরই সমুচিত। অগ্নিতাপে নবমালিকার অঙ্গের অপকর্ষ ঘটান উচিত নয়—এতে কি আপনি অনুতাপে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছেন না ?

৫১। কীৰ্ত্তিদা বললেন—‘হে ব্রজেশ্বরী, এ আমার বহু সাহসের কাজই হয়েছে বটে, আপনি সত্যই বলেছেন। কিন্তু কথা হল পাককর্মে এ স্বভাবতঃই সমঝদার, বিশেষতো অশেষ

৫২। কিঞ্চ, যথা তথেষং পচতু স্বভাবঃ, কশ্চিদগ্নৌহস্তাঃ করপল্লবেহস্তি।

সৌরুপ্য-সৌরসু-সুপারিমল্য-বস্ত্রা যতঃ পাকমুপতি পাকে ॥

৫৩। তেনাস্তা জনকেন কেনচিং কোতুকেন নির্বন্ধঃ কৃতঃ, কিন্তু প্রণয়রসবত্যন্তরে রসবত্যন্তরেণ ভূয়তে, তত্র ভূয়ানৈব পাকো জাতঃ। কো জাতঃ পুরুষোহত্র নারী বা নাস্তানমন্ত কৃতার্থং মন্ততে। কিন্তু তত্রভবত্যা ভবত্যা স্বয়মভিভাবিকয়া ভূয়তাং যথা যথোল্লাসমঞ্জসা সমঞ্জসানি সকলানি সৌষ্ঠবানি ভবন্তি' ইতি তদ্বচনোপরমে পরমেশ্বরী ব্রজসু সন্নিহিতং সমুচ্যে,—‘অয়ি ? যথাবৎ সাদরং বৎসাহদরং যৎ পপাচ, তৎসকলং সকলং রোহিণী পরিবেষয়তু’ ইত্যাকৌত্তে সা পুনরাহ ॥

৫৪। ‘ঘোষেশ্বরী ! পুণ্ডরীককুবলয়শুকুমারাভ্যাং কুমারাভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং সহ ঘোষরাজায়

৫২। তদেকহেতুতাধিকাপ্রতিপত্তার্থং হেতুহেতুমতোরভেদোপচারঃ, স্বভাবাদেবোৎপত্তো গুণ ইত্যর্থঃ; যথা, স্ব-শোভারক্ষকঃ; যতো যেন করপল্লবেন পাকে পাককর্মণি সৌরুপ্যাদিমত্তা পাকং পরিণাময়ং কর্মমুপতি। সুপারিমল্য-মিত্যন্তরপদন্ত চেত্যন্তরপদবন্ধিঃ ॥

৫৩। প্রণয়রসবতি ! হে প্রেমরসযুক্ত ব্রজেশ্বরী ! অন্তরে বহিঃপ্রকোষ্ঠে; রসবত্যন্তরেণাপরয়া রসবত্যা ভূয়তে; —‘অন্তরমবকাশাবধি পরিধানান্তর্ধিভেদতাদর্থো। দ্বিত্বাত্মিকবিনাবতিরবসরমধ্যেত্বর স্মৃতি চ ॥’ ইত্যমরঃ; অভিভাবিকয়া সর্বাধিষ্ঠাত্রীয়া, পরমেশ্বরী যশোদা। যথাবদ্ব্যখ্যুক্তম্, সাদরং যথা স্নাত্তথা, বৎসা রাধিকা যৎ পপাচ, তৎ সকলং সমস্তম্, সকলং সশিল্পং যথা স্নাত্তথা, অদরং নিঃশঙ্কং যথা স্নাত্তথা, রোহিণী পরিবেষয়তু। রাধায়াস্ত অনভ্যন্ততচ্ছিন্নত্বাৎ, অতএব তত্র জনিস্তমাণসকোঃস্বাচ। সম্প্রতি ওল্লাতীর উপযুক্ত্য ইতি ভাবঃ। অর্দ্ধেক ইত্যন্তং সর্বং শ্রামাত্তা ইতি শেষ স্থিতঃ ॥

আনন্দপ্রদ আজকের এ-মহোৎসব, যাতে মহোদার ঘোষাধীশ সপুত্রকলত্র ভোজন করবেন—তাই বুদ্ধির শোভায় উজ্জ্বল এ নিজেই অত্যানন্দে আদরের সহিত এ-কাজে লেগে গিয়েছে।

৫২। আরও, এ যেমন-তেমনভাবে পাক করুক স্বভাবতঃই এর হাতে এমন কোন গুণ আছে যাতে এর হাতের পাকে সৌরুপ্য-সৌরসু-সৌরভ্য গুণ চরম উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত হয়ে দেখা দেয়।

৫৩। এ-জগুই এর পিতা কোনও কোতুকবশতঃ এরূপ আগ্রহ করেছেন, কিন্তু হে প্রণয়রসবতি, বাইরের ধরে অশ্রু এক পাকশালা আছে, বহুল পরিমাণের পাক সেখানেই হচ্ছে। এই নগরে এমন কে নারীপুরুষ আছে যে আজ নিজেকে কৃতার্থ মনে না করছে। কিন্তু তা হলেও পূজনীয়া আপনি নিজে সর্বাধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হয়ে বান যাতে উচ্ছলিত আনন্দে অনায়াসে সকল সমাধান সুন্দর ভাবে হয়ে যায়’ এরূপে তাঁর কথা হয়ে গেলে ব্রজের পরমেশ্বরী মুচকি হেসে বললেন—‘অয়ি, যথোপযুক্ত সাদরে নির্ভয়ে বাছা রাধা যা রান্না করেছে সে সমস্ত রোহিণী পরিবেশন-চাতুরির সহিত পরিবেশন করুক’ এরূপ অর্ধেক বলা হলেই কীর্তিদা বলে উঠলেন—

কীর্তিদা কতৃক রাধা ও শ্রামা-ললিতাকে পরিবেশনে নিয়োগ ॥

৫৪। ‘ঘোষেশ্বরী, শ্বেতনীলকমলের মতো শুকুমার রামকৃষ্ণসহ ঘোষরাজকে, সেই সঙ্গে

জায়য়া চ তন্তু সহ শুভবত্যা ভবত্যা সকলগুণরোহিণ্যৈ রোহিণ্যৈ চ বৎসৈবেয়ং পরিবেষয়তু । শ্রীকৃষ্ণসহচর-
নিকরেভ্যঃ করেইভ্যস্তলাঘবাহস্তলাঘবা শ্রামা ললিতা বা ললিতাবাল্যসখ্যা পরিবেষয়িত্রী ॥

৫৫ । এতদাকর্ণ্য তদা কর্ণমপ্যবহিথয়াহথ যাপয়ন্তী মন্দমধুরস্মিত-স্পিতাশরকিশলয়সলয়সমুদীর্ণং
কিমপি বচস্তদাঅজাহইঅজাড্যমভিনয়ন্তী নয়ং তীত্রমিব সৌহৃদ্যশ্চ হৃদ্যশ্চ ত্তী নীচৈর্মাতরং নিজগাদ,—
‘অহমিহ নিখিলসৌভগবতীভ্যাং ভগবতীভ্যাং ব্রজেশ্বরীভ্যামাভ্যামাভ্যামাত্মনা পরিবেষয়িষ্যে । শ্রামৈব
নবরবহিরবহিতা হিতয়াঅনঃ পরিবেষয়িত্রী’ ইতি ॥

৫৬ । পরস্পরসমানমানসভাবভাববোধবিবুধা শ্রামাহ,—‘মা হরিণনয়নে ! নয়নেয়মেতৎ, সৈব

৫৪ । তন্তু জায়য়া ভবত্যা সহ রোহিণ্যা ইত্যয়ঃ । রোহিণ্যা গৌরবমত্র বয়োবৃদ্ধা ভোজনে যোজিতম্ ।
যদুক্তং শ্রীগণেশদীপিকায়াম্—(৩২) “রোহিণী বৃহদ্বাশ্র” ইতি । করে পার্ণো পরিবেষণং প্রত্যভ্যন্তং লাঘবং যয়া
সা । নহু কৃষ্ণসহচরা অপি কৃষ্ণবদেবাদরণীয়া ভবন্তীতি ? তত্রাহ—অন্তঃ স্পৃগমেব লাঘবং নূনত্বং যন্তাঃ সা শ্রামা ললিতা
বাপি রাধাসমৈবেত্যর্থঃ । অতন্তুয়া কুতেইপি পরিবেষণে ন তেষামনাদরঃ স্তাদিতি ভাবঃ । সাম্যে হেতুঃ—ললিতমাবাল্যং
বাল্যমভিব্যাপ্যেব সখ্যাং যন্তাঃ সা ॥

৫৫ । কর্ণাং কর্ণভ্যাং হিতগপ্যেতদাকর্ণ্য ; অবহিথয়া আকারগোপনেন । অথ অনন্তরং যাপয়ন্তী, এতদাঅনি
ন প্রবেশয়ন্তী, ন মানয়ন্তীতি যাবৎ । অধরকিশলয়ে সলয়ং যথা শাস্তথা সমুদীর্ণমধরপল্লবসঙ্কেষসহিতমেব নিঃসৃতম্, ন
তু বহিরতিপ্রব্যক্তমিত্যর্থঃ ;—“লয়ো বিনাশে সংশ্লেবে” ইতি মেদিনী ; তদাঅজা তন্তুয়া পুত্রী রাধা আত্মনো জাড্যমভি-
নয়ন্তী সৌহৃদ্যশ্চ সখ্যাশ্চ তীত্রং নয়ং নীতিং হৃদি সখ্যা হৃদয়ে অশ্রুন্তী নিক্ষিপন্তী । আভ্যামাত্মনা আ ঈষদভ্যাম আতুরত্বং
সঙ্কোচো যন্ত তেনাত্মনা আভ্যামন্তর্গৃহমধ্যে এব পরিবেষয়িষ্যে “আতুরোহভ্যামিতোহভ্যাস্তঃ” ইত্যমরঃ । অতোভ্যো
বহিরুপবিষ্টেভ্যঃ পরিবেষণে তু মহান্ এব সঙ্কোচো যে ভবিষ্যতীতি ভাবঃ । এবমাত্মনো যদৃকমেবাবিব্যজ্য শ্রামায়াঃ
প্রার্থয়ং ব্যঞ্জয়ন্তী পুনঃ স্বং মধ্যাহ্নে এব পর্ববসায়য়তি—শ্রামৈবেতি । নবর ইতি কেবলার্থমেকায়ম্ । বহিরলিন্দমধ্যা-
সীনেভা ইত্যর্থঃ । অবহিতা সাবধানা ; হিতয়াঅন ইত্যত্থা প্রার্থয়ন্ত্যাতৈর্বৈষয়্যাপত্ত্যা সখীভিরেষা হসিন্ধত এবেতি
নর্ম ব্যক্তিতম্ ॥

পূজনীয়া আপনাকে এবং সকলগুণালঙ্কৃত্য রোহিণীকে এই আমার বাছা রাধা পরিবেশন করুক ।
পরিবেশনে হাত পাকিয়ে নিয়েছে যাঁরা, যাঁরা বাল্যাবধি সখ্যাতায় বদ্ধ থাকায় রাধার সমতা লাভ
করেছে সেই শ্রামা বা ললিতা পরিবেশন করুক শ্রীকৃষ্ণসখাগণকে ।’

৫৫ । কর্ণরসায়ন এ-কথা শুনে অবহিথায় যখন কণ্ঠা রাধা এ ‘না-চিন্তে ধারণ করতে পারছেন,
না-মানতে পারছেন’ এমতাবস্থায় জাড্যভাব অভিনয় করতে করতে, এবং সখ্যের মহান্ নীতি
সখীর হৃদয়ে যেন নিক্ষেপ করতে করতে মন্দমধুর হাসি ধোয়া অধরকিশলয়ে লয় হতে হতে সমুদিত
কোনও কথা ধীরে ধীরে মাকে বললেন—‘সঙ্কোচে জড়ীভূত আমি অন্তর্গৃহ-মধ্যের পঙক্তিতে নিখিল
সৌভাগ্যবতী ভগবতী এই ব্রজেশ্বরী প্রভৃতিকে পরিবেশন করবো । শ্রামা কেবল বাইরের বারান্দার
পঙক্তিতে নিজের মঙ্গলের জন্তু পরিবেশন করুক ।’

পরিবেষণে ভবতু যন্তা, যন্তাতেন নিমন্ত্রিতা অমী অমীবহরা হরাদয় ইব ॥’

৫৭। অথ তমাশ্রুত্যা শ্রুত্যাতিরসদং কুতুকরসদং কুতুককলহং কলহংসিকয়োরিব তয়োজাত-
কৌতুকা কো তু কামপি প্রীতিমাগতা বাৎসল্যসম্পদব্রজেশ্বরী ব্রজেশ্বরী জগাদ,—‘অয়ি শুভবত্যো !
ভবত্যো মা ভৈষ্ট্যামিষ্ট্যামিমাং নীতিং বাৎ ব্রবীমি। উভে এব যুগপদিষ্ট্যোগদিষ্ট্যোক্তময়া দিশা ময়াহহদিশা
শিক্ষিতে পরিবেষয়িতুমর্হতম্ ॥’

৫৮। ইতি বহিভূয় ভূয়সি মণিপ্রষণে প্রষণে অক্রমেণ পাতিতাঃ সর্বতোভদ্রাঃ সর্বতোভদ্রাঃ পীঠ-
পঙ্ক্তয়ো বিশদসমজয়াহহজয়া ক্রমেণ তয়া পুনঃ পাতয়াস্বভূবিরে ॥

৫৯। এবমাস্তীর্ণসিতস্বস্নবসনেদ্বাসনৈদ্বাহিতক্রমমুপবিষ্টস্য ঘোষেন্দ্রস্য সান্দ্রস্য সাধুনা স্নেহেন

৫৬। পরম্পরস্বাদনোঃ সমানন্তল্য এব মানসো ভাবন্তস্ত ভা শোভা তস্তা অববোধে তৎসিদ্ধার্থক-বাক্চাতুর্য-
জ্ঞানে বিবুধা পণ্ডিতাঃ; নয়ে নীতো, নেয়মুপাদেয়ম্। যন্তা যন্তবতী, যন্তাত্তেনামী নিমন্ত্রিতাঃ; অমীবহরাঃ পাপনাশিন
ইতুপমানস্ত বিশেষণম্। হরাদয়ো মহেশাদয় ইবেত্যনেন যন্তাত্তেনেতি প্রাপ্ত-বৃষভারূপদন্ত পরম্পরিত-রূপকালঙ্কারেণ
তেজস্বিস্বার্থকত্বে শ্রেষ্ঠভানুনেব বৃষভানুনা, মহেশাদয় ইব নন্দাদয়োহমী নিমন্ত্রিতা ইত্যর্থো ব্যঞ্জিতঃ ॥

৫৭। তয়ো রাধাশ্রাময়োঃ; ময়া উপদিষ্টয়া ইষ্টয়া দিশা শিক্ষিতে সত্যো যুবাং। ময়া কীদৃশা? আদিশতীতি
আদিক্, তয়া ॥

৫৮। মণিপ্রষণে রত্ননিবিড়ে, প্রষণে অলিন্দে, সর্বতোভদ্রাঃ সর্বতো ভদ্রমুপবেশসুখং যাস্ত তাঃ; সর্বতোভদ্রা
গন্তারীদারুণ্যঃ; তয়া ব্রজেশ্বরী। কীদৃশা? বিশদা নির্মলা সমজয়া কীর্তির্বিশ্রাম্যন্তয়া। অজয়া নিদেশেন ॥

৫৬। পরম্পরতুল্য মানসভাব-শোভার সিদ্ধার্থক-বাক্চাতুর্য-জ্ঞানে পণ্ডিত শ্রামা বললেন—
‘হে হরিণনয়নে, এ শ্রায়সঙ্গত কথা হল না, বাইরের বারান্দায় সেই পরিবেশনে যন্তবতী হউক যার
সূর্যসম তেজস্বী পিতা কলুষহারী মহেশাদি দেবতাসম নন্দাদিকে নিমন্ত্রণ করেছে।’

৫৭। অতঃপর কলহংসের মতো তাঁদের দুজনের অতি কর্ণরসায়ন চিত্তচমৎকারকারী আনন্দ-
জনক সেই কৌতুককলহ শুনে কৌতুকাশ্রিতা বাৎসল্য-সম্পদসমূহের ঈশ্বরী ব্রজেশ্বরী জগতের কোনও
অনির্বচনীয় প্রীতি লাভ করে বললেন—‘অয়ি কল্যানীয়া সখীদয়, ভয় কর না, তোমাদের যাতে
কল্যাণ হয় সেরূপ যুক্তিসঙ্গত কথা বলছি শোন—উপদেষ্টা আমার উত্তম উপদেশ মতো পরিবেশন
প্রণালী শিখে নিয়ে তোমরা উভয়ে যুগপৎ পরিবেশন-কুশলী হয়ে যাও।’

ক্রম-পরিপাটিতে উপবেশন ও হাস-পরিহাসের সহিত ভোজন :

৫৮। এই বলে বাইরে এসে নির্মল কীর্তিমতী মা যশোদা মণিতে জমজমাট বিশাল
বারান্দায় এলোমেলো ভাবে পাতা সর্বতোভাবে উপবেশন-সুখময় গাস্তারী দারুণময়ী আসন পঙ্ক্তিগুলি
পুনরায় সুবিশ্রুস্ত করে পাতালেন।

৫৯। এইরূপে শুভ্রশুক্ল বসনের দ্বারা আচ্ছাদিত আসনের উপর যথাযোগ্য ক্রমপরিপাটিতে

দক্ষিণে ক্ষটিকেন্দ্রাভিরামো রামো বামতো বামতোন্নীলমণীন্দ্রকচিরুচিরঃ কৃষ্ণস্ত্য চ সব্যে পীনাবটু-
বটুঃ কুসুমাসবঃ সবল্হমানমুপবেশিতো দ্বিজেন্ন তদ্বামতো মতোত্তমক্রমবন্ধাঃ সুবলাদয়ঃ প্রিয়সহচরা
ইতি ক্রমেণ কৃতাসনপরিগ্রহেহগ্রহেতাবিব ঘোষসম্পদাং পদাষুজ্জধাবনপূর্বকমপূর্বকমনীয়াদরে ব্রজপুর-
পুরন্দরে দরেহিতহিতস্মিতে, কুতূহলিনি হলিনি চ, তদনুজে দনুজেন্দ্রদমনে চ, শুকসহচরে দ্বিজবালকে
বালকেলিনর্মসখে চ, প্রণয়বসুবলাদৌ সুবলাদৌ সখিগণে চ, ব্রজরাজভাৰ্য্যা ভাৰ্য্যা সমাহুয়মানা
মাহুয়মানপদাগ্রকমলেব বার্ষভানবী নবীনভক্তিশ্রদ্ধাবন্ধা বহুমানপুৰস্‌সরং পুৰস্‌সরঞ্জীয়বাংসল্যায়
ব্রজরাজ্য জায়মানমুদে পরিবেষণাকার, শ্যামা তু রামায় ॥

৬০। তদনু তদনুজপরিবেষণসময়ে ‘বার্ষভানবি ! ন বিনা ভবতীং শ্যামা পরিবেষণিতুমর্হতি, তব
নেদীয়াংসং শ্রীকৃষ্ণং ত্বমেব পরিবেষণ’ ইতি ব্রজেশ্বৰ্যৈব নিগদিতা দিতাগ্রহগ্রহপরিভবা চিরানুরাগ-

৫৯। সাধুনা স্নমর্ষাদেন স্নেহেন; সাল্লস্ত নিবিড়স্ত; বামতো বামপার্শ্বে, বামতয়া শোভনতয়া, উন্নীলত উদ্ভাস-
মানাং নীলমণীন্দ্রাদপি রুচ্যা কান্ত্যা রুচিরঃ স্নন্দরঃ; পীনা পুষ্টা অবটুর্ঘাটা যন্ত সং। তদ্বামতঃ সুবলাদয়শ্চেতি—ইতি
ক্রমেণোপবেশিতা ইতি বিভক্তিবিপরিণামেনানুশঙ্গঃ। ততশ্চ পদাষুজ্জধাবনপূর্বকং ব্রজপুরপুরন্দরে কৃতাসনপরিগ্রহে সতি।
কীদৃশে? ঘোষসম্পদামগ্রহেতৌ মুখ্যাকারণভূতে। স্পরিকরশোভামালোক্য দর ঈষদীহিতং চেষ্টিতং ব্যাপারো যত্র তচ্চ
তং হিতং সর্বজনোন্মাদকং চ স্মিতং যন্ত তস্মিন্। প্রণয় এব বসু ধনম্, তদেব বলাদি বলমায়ুর্ঘশ্চ যন্ত তস্মিন্।
ভা শোভা তয়া আৰ্য্যা শ্রেষ্ঠয়া; যদ্বা, কান্তিস্বামিতা; “শ্রাদর্ঘ্যঃ স্বামিবৈশ্রয়োঃ” ইত্যমরঃ। মা শোভা, তয়া হুয়মানং
পূজার্থমিব দীয়মানং পদাগ্রে কমলং যন্তাঃ সা; জুহোতের্দানমাত্রার্থকত্ব্যপি ধাতুপাঠে দৃশ্যত্বাৎ। পুরঃ প্রথমং
সরঞ্জীয়বাংসল্যায় স্ববিষয়করঞ্জীয়বাংসল্যাসহিতায়; অতএব জায়মানা মুং প্রীতিযন্ত তস্মৈ ॥

৬০। তদনুজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ; নেদীয়াংসংগতিনিকটবতিনম্, ব্রজেশ্বৰ্যৈব নিগদিতেতি লঙ্কারীত্যনুসৃত্য স্বাতন্ত্র্যরূপো

উপবিষ্ট অসীম স্নেহে সাল্ল ঘোষেন্দ্রের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রেষ্ঠ ক্ষটিকমণি সদৃশ অভিরাম রাম, আর
বাম পার্শ্বে অতি উজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণীন্দ্র থেকেও কাস্তিতে রম্য কৃষ্ণ, তাঁর বামে ব্রাহ্মণ বলে বহু সম্মানের
পাত্র পুষ্ট গ্রীবাতে শোভন বটু কুসুমাসব, তাঁর বামে সকলের মতানুসারে উত্তম ক্রমে সুবলাদি সখাগণকে
বসিয়ে দেওয়া হল।

অতঃপর এই ক্রমানুসারে গোপকুলের সম্পদের মুখ্যাকারণস্বরূপ অপূর্ব কমনীয় শ্রদ্ধাস্পদ
ব্রজপুরপুরন্দর পা ধুয়ে সর্বজনের উল্লাসক মধুর ঈষৎ হাসি মুখে টেনে এনে আসন গ্রহণ করলে,
এবং তার সাথে সাথে কুতূহলী হলধর, বলানুজ দনুজেন্দ্রদমন, ব্রাহ্মণবালক বালকেলিনর্মসখা, ও
প্রণয়রূপ ধন-বলসম্পন্ন সুবলাদি সখাগণ বসে গেলে যাঁর পদাগ্রে শোভাদেবী পূজনার্থে কমলাঞ্জলি দিচ্ছেন
সেই নবীন ভক্তিশ্রদ্ধাষিতা, শোভায় শ্রেষ্ঠা ব্রজরাজভাৰ্য্যাদ্বারা আহুয়মানা বার্ষভানবী বহুসম্মানপুৰঃসর
প্রথমে রঞ্জীয়বাংসল্যময় ব্রজরাজকে উদীয়মান আনন্দে পরিবেশন করলেন, শ্যামা করলেন রামকে।

৬০। অতঃপর রামানুজ কৃষ্ণের পরিবেশন-কালে ব্রজেশ্বরী বললেন—‘বার্ষভানবি, তোমা
বিনা শ্যামা একা পরিবেশন করতে পারবে না—তোমার নিকটবর্তী শ্রীকৃষ্ণকে তুমিই পরিবেশন কর’

পরভাগপরাভূতেন মনসা দরকরকম্পকং পরমসভেন প্রসভেন প্রসংবৃথী পরিবেশয়াঞ্চকার ॥

৬১ । পুনত্র জৈশ্বর্যোবোক্তে উভে এব কুসুমাসবাদি-সকলসহচরেভ্যো যদি পরিবেশয়াঞ্চকৃতুঃ, তদা কুসুমাসবঃ সবল্হমানমাআনং শ্লাঘয়ামাস—‘অহো ! বয়মপি ভূসুরবৃষভা বৃষভানুতনয়াকরমুগ্নেনাহ্মেনা-
নেন পরিপূতাঃ স্মঃ । যদিযং পরমা রমাদেবীব সাক্ষাৎ, এতৎসাদৃশ্যং কাহংপ ক, পকমনয়াহ্মতে
ভোজনাস্তুরং ভো জনাস্তুরং ন রোচিষ্যতে, রোচিষ্য ! তে বয়স্তু’ ইতি ক্রমগত্যাঙ্গাদিতবার্ধভানবীনবীন-
পরিবেষণে প্রহসনমাধুরীধুরীণে বটাবট্যাট্যমানতরঙ্গে জল্পতি সাবহিৎসং কৃতকৃতককোপঃ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ,—
‘বাচাল ! বাচাহলমনয়া প্রহসনমাত্রমাত্রয়া, মা, বিস্মন ॥’

দোষো নিরন্তঃ । আগ্রহ এব গ্রহো দুষ্পরিহরত্বাৎ, তেন যঃ পরিভবঃ স্ববিষয়কো লজ্জাদিধ্বংসকচাপল্যাভিব্যক্তিঃ স দিতঃ
খণ্ডিতো যন্তাঃ ; পরভাগ উৎকৃষ্টো ভাগঃ পরিণতোহংশ ইত্যর্থঃ । দরেণ সাধ্বসেন করকম্পকমীষং করকম্পম্, অল্পার্থে
কঃ ; প্রসভেন হঠেন ; কীদর্শেন ? পরমশাস্তো সভঃ সদীপ্তিচ্চ তেন । বলদেবদক্ষিণতঃ সমুপনিষ্টেভ্যঃ শ্রীদাম-সুভদ্রমণ্ডলী-
ভদ্রাদিভাস্ত শ্রামা ক্রমেণ পরিবেশয়াঞ্চকারেতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৬১ । ভূসুরবৃষভা বিশ্রেষ্টা অপি । ননু বিশ্রাণামপি ভবতাং গোপকন্যাপকেনাঙ্গেন কৃতঃ পাবিত্র্যম্ ? তত্রাহ—
যদিয়মিতি । এতন্তাঃ সাদৃশ্যং কা নারী ক দেশে কালে বা আপ প্রাপ ? অভিনয়েন সাক্ষাদেবানুভাবয়মাহ—অনয়া
পকমন্যতে ভুজানায় তে তুভাং ভোজনাস্তুরম্, (পা০ ৩৩।১১৩) “কৃত্যলুটো বহুলম্” ইতি কর্মণি লুটা ভোজ্যাস্তুর-
মিত্যর্থঃ । ভো ইতি সঙ্ঘোধনে । জনাস্তুরং গোপীজনাস্তুরং ন রোচিষ্যতে, কিন্তু রাধৈবেতি তু কৃষ্ণৈকবেত্তো রহস্তো-
হর্থঃ । ততশ্চ তয়া পকন্ত তদন্ত্য কর্মণমপি ব্যঞ্জিতম্ । হে রোচিষ্য ! রোচিষি স্বস্ত্য প্রকাশে বর্তমান ! তত্র ভবার্থে
দিগাদিহাদ্যৎ । স্বয়াপ্যেতন্ময়েব প্রকাশ্যোচ্যতামিতি ভাবঃ । অত্র রোচিষ্যেভ্যামস্তিতপদন্ত (পা০ ৮।১।৭২) “আমস্তিতং
পূর্বমবিস্তম্যনবং” ইত্যসদ্ব্ত্বেহপি রোচিষ্যতে ইতি ক্রিয়াপদাদৃত্তরহো যুগ্মদঃ পরিকল্প-তে আদেশঃ ‘সর্বদা রক্ষ দেব নঃ’

এরূপ বললে যাঁর অন্তরে পরিবেশন-আগ্রহগ্রহফেরে আগত লজ্জাধ্বংসক চাপল্য সংযত হয়ে আছে
সেই রাধা চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত চিরানুরাগের বেগে পরাভূত মনে সুদীপ্ত হয়ে শঙ্কাজনিত হাতের মুছকম্পন
সম্বরণ করে পরিবেশন করতে লাগলেন ।

৬১ । পুনরায় ব্রজেশ্বরী বললে ছজনে মিলে কুসুমাসবাদি সকল সহচরগণকে যদি পরিবেশন
করতে লাগলেন তখন কুসুমাসব বহু সম্মানের সহিত আত্মশ্লাঘা করতে লাগলেন—‘অহো যদিও আমি
বিশ্রেষ্ট তবুও বৃষভানুকন্ডার হস্তে পরিবেশিত এ-অঙ্গে পবিত্র হয়ে গেলাম । কারণ-কি জানো—
ইনি যে মহালক্ষ্মীদেবী সাক্ষাৎ, এঁর সাদৃশ্যপ্রাপ্ত হতে পারে কোন্ নারী কোন্ দেশে, (অভিনয়ের
ভঙ্গীতে সাক্ষাৎ-ই যেন অনুভব করাতে করাতে বললেন—) হে স্বপ্রকাশ বয়স্তু, এঁর হাতের পক্ষ অন্ন
খাওয়ার পর তোমার আর অন্নের হাতের রান্না রুচিকর হবে না ।’ এইরূপে যখন ক্রমপরিপাটিতে
বার্ধভানবী পরিবেশনে বাস্তু, আর হাস্য-পরিহাস মাধুরী-কৌশলী কুসুমাসব দ্রুত-বিলম্বিত তালে
সঞ্চারিত কথার তরঙ্গে উচ্ছলিত তখন অবহিৎসায় কৃত্রিম কোপে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—‘হে বাচাল,
প্রহসনমাত্র যার সম্বল এমন কথার অবতারণার কি প্রয়োজন, হৈ চৈ না করে ভোজন কর ।’

৬২ । স আহ,—‘কিং ভোক্তব্যং মুকবদনেন বদনেন ? সহস্রৈণৈব বদনানাং বদনানাঞ্চনীয়মিদং ভোক্তুং ব্যাখ্যাতুং চ কিং শক্যতে ॥’

৬৩ । শুকোহপ্যাহহশুকোপ্যাহহচক্ষুদবটুবটুকৃষ্ণায়োর্মধ্যবর্তী কৃষ্ণদত্তং কৃতামোদনমোদনমগ্নম্ কিঞ্চিদ্বিবক্ষুরিব যদ্যদগ্ৰীব আসীৎ, তদা ব্রজেশ্বর্যাহ,—‘দ্বিজোত্তম ! কথয় কিং কথনীয়ম্’ ইতি । বটুরাহ,—‘অচ্ছ দ্বিজোত্তমোহস্মি ।’ সাক,—‘শুকং পৃচ্ছামি ।’

৬৪ । শুক আহ,—‘অয়ে দ্বিজকুমার ! মা রচয় বচশ্চাতুরীম্, ত্বমসি মন্তোহপি মন্তোহপিহিত- বদনো বদ নোহপবম্ । ব্রজরাজকুমারস্ত মাহরস্তচেষ্টিতেন ভূয়তাম্ । কিঞ্চ, রমাতোহপি পরমা, কিমু তয়োপমীয়তে, তন্নিরাবোধোহপরাধোহপরাহতস্তব চাভূৎ’ ইত্যাকল্য ব্রজরাজ উচে,—‘কতোইয়ং মহাবিজ্ঞঃ পক্ষী ।’ ব্রজেশ্বরী পূর্ববৃত্তং কথয়তি ॥

ইতিবৎ । প্রহসনমাত্রমেব মাত্রং বিস্তং যন্তাস্তয়া বাচা; “মাত্রা কর্ণবিভূষায়াং বিস্তে মানেহবধারণে” ইতি মেদিনী । মা বিশ্বন মা জল্পেতি দস্তাসকারোহয়ম্ ; (পা০ চা০ ৬৯) ‘বেশ স্বনঃ’ ভোজনার্থকশ্চৈব যত্ববিধেঃ ॥

৬২ । বদনানাং মুখানাং সহস্রৈণৈব যদনং কথনং তেনাপি নাঞ্চনীয়ং নেমৎ পূজয়িতুং শক্যমিত্যর্থঃ ॥

৬৩ । শুকোহপি কিঞ্চিদ্বিবক্ষুরিবোদগ্ৰীব আসীৎ ? কীদৃশঃ ? আশুকোপিনী শীত্ৰকোপব্যঞ্জিকা আচক্ষুস্তী ঈষচ্চঞ্চল অবটুর্ঘাটা যন্ত সঃ; “অবটুর্ঘাটা ক্বকাটিকা” ইত্যমরঃ ॥

৬৪ । অপহিতবদনোহনর্গলমুখঃ; নো বদ মা বদ; ত্বয়া অরস্ত চেষ্টিতেন মা ভূয়তাম্ । রমা লক্ষ্মীঃ; অতো- হপি রাধাতোহপি পরমা শ্রেষ্ঠা, দেবতাত্বাদিতি ভাবঃ । অত ইয়ং রাধা তয়া সহ কিমু কন্মাদুপমীয়তে । তত্তস্মাৎ তবাপরাধোহভূৎ, নিরাবোধো হুর্গারঃ, যতোহপরাহতঃ, ন পরাভূতঃ । অয়মর্থো ব্রজেশ্বরীপ্রভৃতিভিরবগতস্তম্হিমসিদ্ধান্তা-

৬২ । কুসুমাসব বললেন—‘তোমার কথায় কি আমি বোবার মতো মুখ বুজে খাবো, সহস্র মুখে বললেও যার কিঞ্চিৎমাত্র সম্মান দেওয়া যায় না সেই অন্নের ব্যাখ্যা আমি কি দিয়ে করব ।’

৬৩ । কুসুমাসব ও কৃষ্ণের মাঝখানে বসে কৃষ্ণদত্ত আনন্দপ্রদ অন্ন খেতে খেতে শুক যদি কোপ- ব্যঞ্জক ঈষচ্চঞ্চল ঘাড় কিছু যেন বলবার ইচ্ছার ভাবে টক্ করে উচাল তখন ব্রজেশ্বরী বললেন— ‘দ্বিজোত্তম ! বল তোমার কি বলবার আছে ।’ বটু বলে উঠলেন—‘অহো আজ দ্বিজোত্তম হলাম ।’ তিনি বললেন—‘আমি শুককে জিজ্ঞাসা করছি ।’

৬৪ । শুক বলল—‘অয়ে দ্বিজকুমার, বাচ্চাতুরী ফলিও না, তুমি আমার থেকেও খেপা দেখছি, হে বাচাল, আর বকবক করো না । ব্রজরাজকুমারের রসহানীর চেষ্টায় থেকে না । আরও, ‘রমা’ অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মী দেবতা বলে (‘অতোহপি’ অর্থাৎ রাধাতোহপি) রাধা থেকে শ্রেষ্ঠা কাজেই রাধা কি করে এঁর উপমেয় হবে, কাজেই তুমি ভূবার অপরাধ করেছ যা যাবার নয়’—এ-কথা শুনে ব্রজরাজ বললেন—‘এ মহাবিজ্ঞ পক্ষী কোথেকে এল ।’ ব্রজেশ্বরী এর পূর্ব বৃত্তান্ত সব বলে শুনালেন । (এখানে বাৎসল্যরসপোষক কথার আড়ালে রয়েছে সিদ্ধান্তোপযোগী বাস্তবার্থ—(রমাতোহপি ইয়ং রাধা)

৬৫। স পুনরাহ,—‘তৎকথমনেনাঔদেব্যাঃ সমুৎকর্ষণে মূৎকর্ষণে ভূয়তে?’ সাহ,—‘দেব! দেবতয়া তয়া সহোপমানেন মাহনেন সমুৎকর্ষ ইত্যপরাধাশঙ্কয়া রাধাশঙ্কয়াপি মমতয়া মতয়া চিন্তয়ন্নিদ-মুক্তবান্ ॥’

৬৬। অথ ভবনাস্তুরেণান্তুরেণালাপং পরিবেষয়িত্র্যোস্তয়োর্বাবহাসী হাহহসীদ্যদি, তদা মুখ্যা হস-মুখ্যাহহহ,—‘সমুখি! শ্যামে! দ্বিজডিম্বয়োর্বাচালতালতাপাশেনেব বদ্ধাস্মি, তমেব পরিবেষয়’ ইত্যাবুত্তি-পরিবেষণায় যদি মুখ্যাভিমুখ্যাহভিহতাশাহহসীত্তদা ব্রজেশ্বরী ভবনাস্তুরং প্রবিশ্য স্বয়মেব স্মুখীমভি-মুখীচকার ॥

৬৭। ততস্তথা পূর্বক্রমাক্রমানুসারেণ পরিবেষয়ন্ত্যো তে অবলোক্য ব্রজেশ্বর্যাহ মনসা,—‘দ্বিজ-নাবেশাং। কিন্তু রমাতো লক্ষ্মীভোহপীযং রাধা পরমেতি সিদ্ধান্তোপযোগিবস্তুর্থঃ। তব চেতি চকারাং পূর্বস্তাং ব্যাখ্যা-য়ামুপমেয়ত্বেনোপযোজিতয়া রাধায়া অপ্যন্তরস্তাং শ্রোতুর্মমাপীতি। স্বতাঃ কিংদেশভবঃ ॥

৬৫। সম্যগুৎকর্ষণে হেতুনা; মূৎকর্ষণানন্দাপগমবতা। অনেনোপমানেন মা সমুৎকর্ষঃ, ন আধিক্যং ভবতি, অযোগ্যত্বাৎ। রাধাশঙ্কয়েতি—‘অরে! মামকেনাপি ত্বয়া তদানীং কিমিতি প্রত্যাস্তং ন দত্তম্’ ইত্যায়ত্যাং রাধা-কর্তৃকোপালস্তশঙ্কয়া ॥

৬৬। ভবনাস্তুরেণ ভবনমধোন; অন্তরেণালাপম্, আলাপং বিনৈব; তয়োঃ রাধাশ্যাময়োর্বাবহাসী পরস্পরং হাস্তম্, হ স্পষ্টম্। অত্র ‘ভবনাস্তুরেণ’ ইত্যন্তাধিকরণত্বেহপি যমকানুরোধাৎ করণত্ববিবক্ষয়া তৃতীয়া;—বাবহাসীক্রিয়াং প্রতি গুরুজনব্যবধানদায়িনো ভবনাস্তুরস্য সাধকতমত্বাৎ। সমুখি! হে স্তম্ভরমুখি! দ্বিজডিম্বয়োঃ কুস্তগাসব-শুকয়োঃ। মুখ্যা রাধা; অভিমুখ্যেহভিহতা নষ্টা আশা যন্তাঃ সা ॥

৬৭। পূর্বক্রমস্তাক্রমানুসারেণ পূর্বপরিপাট্যা ভিন্নক্রমমহুস্ত্যোত্যর্থঃ। রাধায়া ইয়ং সমুচিতামুদ্রপুত্রিকা আশুশ্চ-

লক্ষ্মী থেকেও এই রাধা এত শ্রেষ্ঠ যে উপমার প্রশ্নই উঠতে পারে না—উপমাদ্বারা রাধাকে নীচুই করা হয়েছে, তাই অপরাধ।)

৬৫। ব্রজরাজ পুনরায় বললেন—‘তা হলে কি করে এ নিজ দেবীর মহান্ উৎকর্ষ শুনে বিষণ্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে?’ যশোরাগী বললেন—‘দেব, দেবতার সঙ্গে এ-অযোগ্য উপমায় এঁর কিছু আধিক্য হচ্ছে না’ তাই অপরাধ আশঙ্কায় এবং ‘আমার হয়েও তুমি উচিত প্রত্যুত্তর কেন করলে না’ দেবীর এরূপ ওলাহন আশঙ্কায় শুক এরূপ বলল।’

৬৬। এই সব কথা শুনে ঘরের মধ্যে বিনা আলাপেই পরিবেশনকারিণী রাধা-শ্যামা পরস্পর যখন ঘোমটা খুলে হাসাহাসি করছিলেন তখন মুখ্যা রাধা হাসতে হাসতে বললেন—‘স্মুখী। শ্যামে! এই দ্বিজ-অক্ষুরদ্বয়ের বাচালতা লতাপাশে আমি জড়িয়ে পড়েছি, তুমি পরিবেশন করগে’ এ-বলে যাচাই-পরিবেশনে ঘরের বাইরে ফিরে যাওয়া বিষয়ে যদি রাধা নিরুজম হয়ে পড়লেন, তখন ব্রজেশ্বরী গৃহমধ্যে প্রবেশ করে নিজেই স্মুখী রাধাকে পরিবেশনে অভিমুখী করলেন।

৬৭। অতঃপর পূর্বক্রম ভঙ্গ করে অশ্লীল থেকে পরিবেশন করতে দেখে ব্রজেশ্বরী মনে মনে

শিশোরতিস্তবেন জাতাপত্রপেয়ং ব্যাংক্রমেণ পরিবেষয়তি, সমুচিতেষ্যমামৃশ্যপুত্রিকা, মাহমৃশ্য পুত্রিকা
হমসি পুত্রি । সত্যমাহ বটু রত্নাকরপুত্রিকৈবাসি' ইতি সন্মহমভিনন্দন্যী প্রকাশমাহ,—‘বৎসে! যথা-
ক্রমমেব পরিবেষয়তু শুভবতী ভবতী’ ইতি তদাজ্ঞয়া সা তথৈব বিদধে ॥

৬৮ । এবং সরসহাস-পরিহাস-পরিতোষণে তৎপাকপরিপাক-পরিনিষ্ঠিতসৌষ্ঠবানুমোদেন মোদেন
ভুঞ্জানস্তু ব্রজরাজস্তু তে তেমনাদিষু ষড়্বেব রসা বরসারতামাসেদুঃ, তথা রামাদেঃ সকলসহচরগণস্তাপি ॥

৬৯ । শ্রীকৃষ্ণস্তু তু—সমশ্লতস্তস্তু ত্যৈব পাচিতং, ত্যৈব দেব্য পরিবেষিতং চ তৎ ।

পরম্পরান্তুর্গতভাবগন্ধিনা, রসান্তুরেণাতিরসত্বমায়যৌ ॥

৭০ । এবমেষামশনোপরমে পরমেণ প্রমোদেন বরাশ্বরাজদ-কঙ্কণাদি-ভূষণমালামাল্যলিপন-পনন-
তাম্বুলাদিভিরর্চিতানাং স্বয়মেব বৃষভানুনাহুনীতানাং ভবতি বিশ্রামে, ভবনমধ্যমধ্যবর্তিষ্ঠমানে গরিষ্ঠমানে

পুত্রীত্বং বৃষভানুপুত্রীত্বমিতি যাবৎ সদভিজাতায়া এব স্বপ্নাঘায়াং লজ্জা ভবতি, ন তু সর্বস্তা এবেতি ভাবঃ । অমৃশ্যপুত্রী
ভাব অমৃশ্যপুত্রিকা, মনোজ্ঞাদিঃ; (পা০ বা০ ৩৮৯৮) “আমৃশ্যায়ণামৃশ্যপুত্রিকা” ইত্যাদিনা বট্টা অলুক্ । তদুপাং
লোকোত্তরতামনুভূয়াহ—হে পুত্রি! রাধে! অমৃশ্য বৃষভানোঃ পুত্রিকা ত্বং মা অসি, ন ভবসি, কিন্তু বট্টাকরস্ত পুত্রিকা
লক্ষ্মীঃ, সৈবাসি ॥

৬৮ । তস্তা রাধায়াঃ পাকস্ত পচনক্রিয়ায়াঃ পরিপাকে পরিনিষ্ঠিতং যৎ সৌষ্ঠবং তস্তাহুমোদনেন । তেহনির্বচ-
নীয়াঃ; তেমনাদিষু ব্যঞ্জনাদিষু; বরসারতাং প্রশংসনীয়সারভাগত্বম্ ॥

৬৯ । ভাবঃ শৃঙ্গারঃ; রসান্তুরেণ গাঢ়ানুরাগেণ ॥

৭০ । মালা অক্, মালা শ্রেণী, লেপনং চন্দনাদিপ্রলেপঃ; পননং স্তুতিঃ; ইষ্টমীপ্তিত্বম্, মিষ্টমিষ্টমাগং তদানী-

চিন্তা করলেন,—‘দ্বিজশিশুর অতিস্তুবে লজ্জিত হয়ে এ ক্রমভঙ্গ করে পরিবেশন করছে, বৃষভানুকথা-
যোগ্য ভাব এর পক্ষে সমুচিতই (প্রশংসায় লজ্জা সৎশ-জাতাদের পক্ষে স্বাভাবিকই) । অয়ি পুত্রি,
তুমি তো ওর কথা নও, তুমি সমুদ্রকথা মহালক্ষ্মী—বটু ঠিকই বলেছে’ এইরূপে সন্মহে অভিনন্দিত
করে প্রকাশে বললেন—‘বৎসে, যথাক্রমে পরিবেশন কর, কল্যাণী হও—তঁার আজ্ঞায় তিনি সেরূপই
করলেন ।

৬৮ । এইরূপে সরস হাস-পরিহাস-পরিতুষ্টি সহকারে, রাধার পাককর্মের পরিনিষ্ঠিত সৌষ্ঠবের
অনুমোদনে আনন্দে ভোজনরত ব্রজরাজের মুখের ব্যঞ্জনাদিতে যে ষড়রস ছিল তা প্রশংসনীয় চরম-
কাষ্ঠায় পৌঁছে গেল, রামাদি সকল সহচরগণের ভোজনেও তাই হ’ল ।

৬৯ । ভোজনরত শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কিন্তু—রাধার দ্বারা পাচিত, সেই দেবীর দ্বারাই পরিবেশিত
সেই ব্যঞ্জনাদি পরম্পরের মধ্যগত শৃঙ্গারভাবগন্ধী গাঢ়ানুরাগ-রসে সিক্ত হয়ে অতি সরসতা প্রাপ্ত
হয়ে উঠল ।

৭০ । এক্ষেপে খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে স্বয়ং বৃষভানুর দ্বারা পরমানন্দের সহিত বহুমূল্যবান বস্ত্র-
কঙ্কন-ভূষণ-মালা-চন্দনাদিপ্রলেপ - স্তুতি-তাম্বুলাদি দ্বারা অর্চিত হয়ে এঁরা বিশ্রাম করতে গেলে মহা-

নিশান্তে সত্যেব যাস্ততি । ভবংপ্রসাদতো ব্রজলোকো লোকোত্তরতয়া জরীজ্জ্যতে, ন কালচক্রতোহপি
হৃঙ্গতি; স্বং গতিরস্মাকম্' ইতি । তদবধি তদবধিষণাগতাগতাভ্যাং নিঃস্তুসাধ্বসা সাধ্বসাবাসন্তিমতী বভূব ॥

৭৩ । এবং প্রকারান্তরেণ হংকারান্তরেণ হ্রচ্চৌরবল্লিবধ্যমানগোকুলচন্দ্রা চন্দ্রাবল্যাদিগোকুলকুল-
ললনাবল্লির্বিবলিতদৃঢ়াসত্তিসত্তিমিতহৃদয়া হৃদয়াধিনাথস্ত তস্তাঙ্গসঙ্গরসভাজনতাসভাজনতারতম্যেন তরতমায়-
মানাং কুসুমাহরণচ্ছলতোহচ্ছলতোত্তানমাসাঙ মাসাঙমানমানবপুষোহবপুষো বিশিখশিখরাবিক্রমানসা
কোরকদশামপহায় হায়নমধ্য এব কুড্‌মলদশামাপন্নমতিসম্পন্নমতিসংস্তুবমমুরাগকুসুমমভিসৌরভরভসং
বিভ্রাণাহভ্রাণামভিনবানাং কান্তিকান্তেন কান্তেন তেন সমং সমন্ততো রজ্যন্ত্যপি তন্মিলেব নিখিলজন-

শ্রীতিশ্চ তে ধে এব চরীকরীতি, অতিশয়েন কুরুতে । অহরহঃ প্রত্যহমভিরংহসাতিবেগেন তং পচনকর্ম । ভব-
নিশান্তে ভবতা গৃহে; নিশায়া অন্তে সত্যেব প্রাতরেব । ন হৃঙ্গতি, ন কম্পতি; 'হৃগি কম্পনে' ইত্যস্ত স্পন্দম্ ।
তদবধি তদানীমারভ্য, তদবধিষণা তস্তা মাতুলেষ্টবাং স্বপ্রাদিগুরুজনানাং বাবধিষণা সম্মতিস্তয়া গতাগতাভ্যাং ব্রজেশ্বরী-
গৃহগমনাগমনাভ্যাং সাধু যথা শ্রান্তধাসৌ রাধা আসন্তিগতী কান্তসমীপপ্রাপ্ত্যা তদর্শনাদিলাভবতীত্যর্থঃ ॥

৭৩ । স্বপাণিকৃতপাকান্নাদিনে প্রেয়সেহহং স্বাধরামুতমাধুর্ঘ্যদিংসাপ্যস্তা ব্যবর্জিত । অধোপরিষ্টাং বর্ণয়িত্তমাণাং
শ্রীরাধানবসঙ্গমাং পূর্বমেব তন্মাধুর্ঘ্য সর্বাভিশায়িতানুভাবনার্থং শ্রীকৃষ্ণস্ত চন্দ্রাবল্যাাদিসঙ্গোহভূদিত্যাং—এবমিত্যাদিনা ।
চন্দ্রাবল্যাদিগোকুলকুলললনাবলিঃ কুসুমাহরণচ্ছলতোহচ্ছলতোত্তানমাসাঙ সমন্ততন্তেন কান্তেন সমং রজ্যন্তী মনোরথং
সফলয়তি স্নেহাত্মনঃ । কীদৃশী? হৃদেব কারা বন্ধনাগারং তস্তা অন্তরেণ মথোন; হ্রচ্চৌরবং চিত্তরত্নতন্তর ইব
নিতরাং বধ্যমানো গোকুলচন্দ্রো যয়া সা, বলিতয়া প্রবলয়া দৃঢ়য়া নিশ্চলয়া আসন্ত্যা কান্তসান্নিধেন সং শোভনং যথা

আপনার এ-কথায় রাধার শোভা এবং শ্রীতি দুই-ই উজ্জলতা প্রাপ্ত হল, শ্রীতির রীতি যাঁরা বুঝেন তারা
এতে আনন্দিতই হবেন । প্রত্যহই চটপট সে এ-কাজ সেরে দিয়ে আসবে । আপনার ঘরে ভোর হলেই
চলে যাবে । আপনার প্রসাদে ব্রজলোক লোকোত্তর মহিমায় ঝলমল করছে, কালচক্র থেকেও এ
অকম্পিত, আপনিই আমাদের গতি । সেই অবধি মায়ের এবং শিশুরাতির সম্মতিক্রমে যাতায়াত হেতু
কান্তের সমীপবর্তী হয়ে সচ্ছন্দে তদর্শনাদি লাভ করতে থাকলেন রাধা ।

কৃষ্ণের চন্দ্রাবল্যা-সঙ্গ :

৭৩ । (নিজ হস্তপাচিত অন্নের আশ্বাদক প্রিয়কে প্রতিদিন নিজ অধরামুত দানের ইচ্ছা
শ্রীরাধারাগীর বেড়ে উঠল । তাই অতঃপর একাদশ স্তবকে রাধার নব সঙ্গম বর্ণনার পূর্বে তার
মাধুর্ঘ্যের সর্বাভিশায়িতা অনুভাবনার্থে শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবল্যা-সঙ্গ বলা হচ্ছে—)

এইরূপে প্রকারান্তরে গোকুলচন্দ্রকে চিত্ত-কারাগারে চিত্তচোরার মতো বন্ধনকারিণী, প্রবল
ও স্থির কান্তসান্নিধ্যে শোভনরূপে আদ্রীভূত হৃদয়বতী, যৌবনসম্পত্তির অধিকারিণী জনমাত্রেরই পালয়িত্ত
মদনের বাণফলায় বিদ্ধমানসা চন্দ্রাবলী প্রমুখা গোকুল ললনাগণ—যাঁদের অতিসম্পন্ন অতিপ্রশংসিত
সৌরভবিস্তারকারী অনুরাগ-কুসুম 'কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গরসপাত্রের যোগ্যতা বিচারে তর-তমায়মান' কোরকদশা
বর্ষমধ্যে ত্যাগ করে বিকাশোন্মুখ দশা প্রাপ্ত হয়ে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছে—তারা কুসুম আহরণচ্ছলে

সুহৃদি হৃদি জাগরুকে নিখিলব্রজজনপ্রেমাস্পদেহপদেশরাহিত্যেনৈব প্রেম দধানৈগুণভিরপ্যাঅসাধারণেন
নিরুপহিতহিতরাগভরাগতনিষ্কষায়ভাবৈরকৃতদোষসম্ভাবনা বনাভিসারেণোপি নাপিধীয়মানচাপলা মনো-
রথং সফলয়তি স্ম ॥

৭৪ । এবং তাসাং নিত্যসিদ্ধানাং লক্ষ্মীতোহপি প্রেয়সীনাং প্রেয়সীনাং প্রেমসাক্ষোচ্যসমৃঢ়ামৃঢ়া-
মতিং যৈব যোগমায়া স্বমায়াস্বচ্ছন্দতয়া সমপাদি, সৈব মাননাপ্তরুণাং গুরুণাং পতিস্মৃত্তানামমৃত্তানামমৃত্তা

শ্রান্তা, তিমিতমাদ্রীভূতং হৃদয়ং যন্তাঃ সা । পুনঃ কীদৃশী ? অভি সর্বতঃ সৌরভশ্চ আমোদশ্চ রভসো বেগো যত্র তৎ,
অনুরাগকুসুমং কোরকদশামপহায় তাস্মিন্ হায়নমধ্যে বর্ষমধা এব কুড্ মলদশামাপন্নং বিভ্রাণা । কোরককুড্ মলয়ো-
বিকাশবিকাশোন্মুখত্বাভ্যাং ভেদঃ । কোরকদশামপি কীদৃশীম্ ? তশ্চ কৃষ্ণশ্রদ্ধসঙ্গ এব রসস্তশ্চ ভাজনতয়াং পাত্রত্বে সভা-
জনমুৎকর্ষঃ, তশ্চ তারতম্যেন তারতমায়মানাম্ ; কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গযোগ্যত্বে কশ্যচ্চিৎকৃষ্টতরাং কশ্যচ্চিৎকৃষ্টতমাং প্রেম-
তারতম্যাদিত্যর্থঃ । অচ্ছা নির্মলা লতা যত্র তচ্চ উদ্ভাং চ তৎ মা যৌবনসম্পত্তিস্তয়া সাংগম্যং প্রাপ্যমাণং মানবং
মনুষ্যমাত্রং পুষ্পাভীতি তস্তাবপুষ্যহনকশ্চ । অত্রাণাং মেঘানাং কাস্তিতোহপি কাস্তেন কমনীয়েন তেন কাস্তেন প্রসিদ্ধ-
প্রেয়সা সমং সহ রজাস্তাপি, অনুরাগং কুব্ধতাপি । গুরুভিঃ শ্রদ্ধাদিভিরপি ন কৃত্য দোষশ্চ সম্ভাবনা যন্তাঃ সা ; অহ-
র্জনৈস্ত নৈব কৃত্যেতত্র কিং চিত্রমিতি ভাবঃ । তত্র হেতুঃ—তস্মিন্বেব শ্রীকৃষ্ণ এব আত্মসাধারণেন হেতুনা নিরুপহিত
উপাধিশূন্যঃ, স্বভাবেনৈবোদিত ইতি যাবৎ । হিতঃ স্বানুকুলো যো রাগভরঃ প্রেমাতিশয়স্তেনাগতো নিষ্কষায়ো
দোষাহুসন্ধানশূন্যো ভাবো যেষাং তৈঃ । ন হ্যস্মি নি দোষদৃষ্টীঃ কশ্যপি ভবতীতি ভাবঃ । তথাহ্যপি তাদৃশানামেব
সম্ভবতি, ন সর্বেষামিত্যাহ—অপদেশরাহিত্যেন নিষ্কলংঘন নিষ্কৈতবতয়েতি যাবৎ । ন চ ব্রজবাসিনাং প্রেমং কিঞ্চিদ্-
দৌর্লভ্যমিত্যাহ—নিখিল ইতি । ন চ তত্র যত্রলেশাপেক্ষাপীত্যাহ—হৃৎথেব জাগরুকে ইতি । ততশ্চ বনাভিসারেণোপি
নাপিধীয়মানং গুরুজনবারণাতিশয়াভাবেনাচ্ছাংগম্যং চাপলং যন্তাঃ সা ॥

নির্মল লতায় শোভন উদ্ভানে গিয়ে অভিনব মেঘকান্তি থেকেও কমনীয় প্রসিদ্ধ প্রিয়ের সহিত প্রেমে
বিলাস করতে থাকলেন । এতেও গুরুজনেরা নিখিলজনের নিরপেক্ষ হিতৈষী, নিরন্তর হৃদয়ে জাগরুকে,
নিখিল ব্রজজনের প্রেমপাত্র সেই কৃষ্ণে কোনও রূপ অসূয়া না করে নিষ্কৈতব প্রেম বহন করতে
থাকলেন । ব্রজজনের মধ্যে সাধারণ একজন হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই উদিত স্বানুকূল প্রেমাতিশয়ে
আগত দোষাহুসন্ধানশূন্য ভাববিশিষ্ট ঐ গুরুজনদের দ্বারা দোষসম্ভাবনা-মুক্তা ঐ গোকুল ললনাদের বন-
অভিসারেও চপলতা আচ্ছাদিত করবার প্রয়োজন হয়নি—তঁারা স্বচ্ছন্দে তঁাদের মনোরথ সফল করতে
থাকলেন ।

যোগমায়াদ্বারা গোপন প্রেমের সমাধান :

৭৪ । (স্বগুর-স্বাগুড়ী প্রভৃতি গুরুজনগণ তো লৌকিক রীতি অনুসারেই চলছেন তবে নিজ
নিজ বধুগণকে বনে যেতে দেখেও তাদের উপরে এঁরা যে দোষারোপ করলেন না এ বিষয়ে সমাধান
কি করে হতে পারে ? এরূপ প্রশ্নের উত্তরেই বলা হচ্ছে ‘এবমিত্যাদি’ ।)

এইরূপ চলতে থাকলে যে যোগমায়া সেই লক্ষ্মী থেকে শ্রেষ্ঠা নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীদের ভেতরে

নারীস্তুত্বংপ্রতিচ্ছায়ারূপাচ্ছায়ারূপাকৃতিতুল্যাশ্চ বিভ্রতামবিষয়ং চকার তাসাং কৃষ্ণেন সহ সঙ্গমম্ ॥

৭৫। ইতি সামঞ্জস্যে জাতে সতি ব্রজেশ্যোরপ্যজেশ্যোরপ্যভিবন্দনীয়চরিতস্ত তস্য বিততনয়স্ত তনয়স্ত কুসুমশরশরণ্যতায়শোরেইপি কৈশোরেইপিহিতবৎসলতালতাবন্ধেন তদিব কমনীয়তয়াঃ পৌগং ডমরত্বং পৌগগুডমরত্বং চ মুঞ্চদিব জানতোর্ন তোয়জাক্ষীভিস্তাভিঃ সহ সহসা সঙ্জোহসঙ্জোপনীয়োইপি সম্ভাবনাবিষয় এব বভূব ॥

৭৪। নহু তর্হি লৌকিকরীতিমেবাহুস্তান্যং স্বশ্রাদিশুরুজনান্যং বনগতাদ্রুপি স্বস্ববধূষু দোষানাসঞ্জেনে কীদৃশ-ভাবনয়া সমাধানম্? তত্রাহ—এবমিত্যাदि। যৈব যোগমায়াউটামতিং ‘পরকীয়া এব বয়ম্’ ইতি ভাবনাং রসপুষ্ঠার্থং তাসাং সমপাং। ইহ গোকুলে রক্ষিতবতি সৈব তাগাং কৃষ্ণেন সহ সঙ্গমং গুরুণামবিষয়ঞ্চ চকারেত্যাহুয়ঃ। উটামতিং কীদৃশীম্? প্রেমসঙ্কোচ্যসমূহান্ প্রেমণি সঙ্কোচঃ প্রাকটোন করণে সাধবৎ সঙ্কোচস্ত কৰ্মাণি সাঙ্কোচ্যানি দুর্লভ-ষাদিভাবনয়োগ্যকণ্ঠাবুদ্যাদীনৈঃ সমূহাং পূজিতাম্। এতদর্থমেব যোগমায়ায়া তাসাং পরকীয়াত্বকল্পনং নিত্যশ্রেয়সীনা-মপি সর্গদাতনমেব। তথা চোক্তম্—(উঃ নীঃ হরিপ্রিয়া-প্রঃ ২১) “যত্র নিষেধবিশেষঃ, সুদুর্লভত্বঞ্চ যন্মূ গাক্ষীগাম্। তত্রৈব নাগরাগাং, নির্ভরমাসঙ্কতে হৃদয়ম্ ॥” ইতি। মাননয়া বয়মাসাং স্বশ্রাদয় ইত্যভিমানেন গুরুণাং বৃহতাং গুরুণাং স্বশ্রাদি-গুরুসামান্তানাম্; পতিস্মৃত্যানাং মাননামাত্রোণেব পতিত্ববতাম্। কীদৃশানাম্? তত্ত্বংপ্রতিচ্ছায়ারূপাত্তাসাং তাসাং প্রতিবিশ্বরূপা মায়িকীরস্তা নারীবিভ্রতাং স্বস্বগৃহ এব ধারয়তাং পুষ্পতাং বা, ছায়া কান্তিঃ; চকারাং কদাচিৎ কৃষ্ণে কিস্কিন্দ্রসুয়য়া রসপুষ্ঠার্থং ন চ বিভ্রতামপি। [অর্থান্তাসামভিস্তাবিলাসাদিমু বিলম্বাদৌ জাতে সতি যোগমায়ায়া সর্গ-সমাধীয়তে, কদাচিৎ সমাধীয়তে চ রসপোষায়ৈব, বিদগ্ধমাধবাদিমু তথা দৃষ্টে:] ॥

৭৫। এবং তত্র তত্র যোগমায়ায়ৈব সর্বসমাধানমিত্যুক্তা শ্রীনন্দযশোদয়োঃ শ্রীকৃষ্ণপিত্রোস্তত্বৈব সমাধানং হুসিদ্ধ-

‘আমরা পরের বিবাহিতা অতএব পরকীয়া’ এরূপ প্রেমসঙ্কোচের কর্ম উৎকণ্ঠাদি দ্বারা পূজিতা ভাবনা রসপুষ্ঠার্থে উদ্ভব করিয়েছেন সেই তিনিই তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের সঙ্গম গুরুজনদের বুদ্ধির অগোচরে রাখলেন—‘আমরা এঁদের স্বশুর-স্বাশুড়ী’ এরূপ অভিমানে নিজেদের গুরু বলে মাননকারী স্বশুর-স্বাশুড়ীদেরজন্ম, এবং অভিমানমাত্রেই পতিত্ব-স্বলাভিষিক্ত জনদের জন্ম তাঁদের নিজ নিজ ঘরে ঐ ঐ গোপীদের প্রতিবিশ্বরূপা মায়িকী অশ্বনারী স্থাপন করে।

৭৫। (এইরূপে ঐ ঐ স্থানে যোগমায়াদ্বারা সর্বসমাধান বলবার পর কৃষ্ণের মাতাপিতা নন্দযশোদার বিষয়ে সমাধান অত্বপ্রকারে যে সুসিদ্ধই হয়ে আছে তাই বলা হচ্ছে—)

এইভাবে অত্বাত্বদের সামঞ্জস্য হয়ে গেলে ব্রহ্মাশিবাদির অভিবন্দনীয় চরিত, নীতি বিস্তারকারী, কামদেবের পালনকর্তারূপ খ্যাতিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের কমনীয়তার উচ্ছলন-প্রগল্ভতা তথা এ-ছয়ের নিমিত্ত-কারণ পৌগণ্ড-বয়স এ-তিন তো থাকবার নয় শীঘ্র চলে যাবারই—এইরূপ জ্ঞান শ্রীনন্দ-যশোদার থাকলেও সূব্যক্ত বৎসলতা-লতার বন্ধনে পড়ে তাঁদের বিচার হ’ল ‘আমার পুত্রের পৌগণ্ড বয়স ও তৎকৃত কমনীয়তাদি সহসা যাবার নয়, চিরকাল থাকবে। এ ভাব পোষণের জন্মই শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ডদশার (৫-১০) মধ্যেই কৈশোরের আবির্ভাব হয়—পিতামাতা পৌগণ্ডমাত্র, আর প্রেয়সীগণ

৭৬ । অপি তু, বস্তুমহিমা হি স্নায়ত এব তাসু স্মৃষাসম্বন্ধ এব নিঃসম্বন্ধ এব নিঃসহঃ । কিমহো । মহোবৈভবং স্বভাবশক্তিরিতি স্থিতিঃ ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলাবিস্তারে নিমন্ত্ৰণ-স্বীকারকৌতুকে

নাম দশমঃ স্তবকঃ ॥১০॥

.....:॥:.....

মেবাস্তীত্যাহ—অজেশয়োত্র ক্রশিবয়োঃ । কুহুমশরশ্চ কন্দর্পশ্চ; শরণ্যাক্রপং যশো রাতি গৃহ্নাতীতি তথাভূতেহপি কিশোরে । অপিহিতেনাচ্ছন্নেন প্রকটেনৈব বৎসলতালতাবন্ধেন হেতুনা । তদিব প্রাগারভ্যান্নুভূয়মানমিব । কমনীয়তায়াঃ পোগং পূগঃ সমুহস্ততোহপি সমুহার্থেহণা পূগবৃন্দমিথার্থঃ; “পূগঃ স্তাৎ ক্রমুকে বৃন্দে” ইতি মেদিনী । তথা তৎকৃতং ডমরত্বং ডাম্বৰ্ঘম্, তথা তয়োদ্বয়োঃ কারণভূতং পোগগুং বয়শ্চ, এতদ্বয়ম্ । অরত্বং শীঘ্রত্বং মুকুৎ তাজদিব জানতোঃ । অস্মৎপুত্রশ্চ কৃষ্ণশ্চ পোগগুং বয়স্তৎকৃতকমনীয়ত্বাদিকং চ শীঘ্রং নাপগচ্ছতি, কিন্তু বহুদিনপর্যন্তং স্থাশ্রতোবেতি মনস্তত্ত্বভূয় বিচারয়তোরিত্যর্থঃ । এতদর্থমেব কৃষ্ণশ্চ পোগগুে বয়স্তেব কৈশোরাবির্ভাবঃ পিত্রোঃ পোগগুমাত্রগ্রহণায় প্রেয়সীনাং তু কৈশোরমাত্রগ্রহণায় । ততশ্চ ভাভিঃ সহ তনয়শ্চ তন্তু সঙ্গঃ সহসাহকস্মাং সঙ্গোপয়িতুমশক্যোঃপি ন সম্ভাবনায়া বিষয় এব বভূবেত্যন্বয়ঃ ॥

৭৬ । হি নিশ্চিতম্, ব্রজেশয়োস্তাসু স্মৃষাসম্বন্ধো বধুবুদ্ধিবস্তুমহিম্নৈব স্নায়তে স্বয়মেবাত্মশ্রমানো ভবতীত্যর্থঃ; ‘ম্মা অভ্যাসে’ কর্মকর্তরি রূপম্, নিঃসম্বন্ধঃ সম্বন্ধশূন্য এব । নিঃসহো দুর্দারঃ; স্থিতির্মর্যাদাঃ—“স্থিতিঃ দ্বিয়ামবস্থানে মর্যাদায়াং চ সীমনি” ইতি মেদিনী ॥

শশ্রাদীনাম্ বধুনাক্ষ তৎপতীনাম্ ব্রজেশয়োঃ ।

মাননা রসপুণ্ডার্থং সর্দেবাস্ত্যাক্তলক্ষণা ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনটীকায়াম্ শ্রীমুখবর্ত্তাং দশমস্তবকসঙ্গমনম্ ॥১০॥

....)×:×(....

কৈশোরমাত্র গ্রহণ করে থাকেন । তাই এ-কমলনয়নাদের সঙ্গে কৃষ্ণের সংযোগ অকস্মাৎ সঙ্গোপনীয় না হলেও পিতামাতার সন্দেহের উদ্রেক করে না ।

৭৬ । বস্তুতঃ শ্রীানন্দযশোদার ঐ গোপললনাগণের উপর বধুবুদ্ধি বস্তুমহিমাতে নিজে নিজেই অভ্যাস হয়ে এল, সম্বন্ধশূন্য হয়েও ঐ বুদ্ধি দুর্ব্বার হয়ে উঠল । অহো কি আশ্চর্য, স্বভাবশক্তির কি মহাবৈভব—এরূপই মর্যাদা এর ।

শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা বিস্তারে

নিমন্ত্ৰণ স্বীকারকৌতুক নামক

দশম স্তবক ।



একাদশঃ স্তবকঃ



১। এবং পুনরন্তেদ্ব্যরন্তে দ্যামণিপ্রতীকাশ্যোস্তয়োঃ সহোদরয়োঃ সহোদরয়োর্বিনোদে সহ-
সহচরয়োর্নিদাঘসময়ে সময়মানভাগীরং ভাগীরবটমাসেছুষোনিদাঘসময়োচিত্তা যর্হি বিলাসাঃ প্রাচুরাসন্,
তর্হি তরণিকিরণনিকরকরালতয়া পথি পথি নখম্পচা ধরণিধূলয়ো বিহারমণিগিরিগুহাকুহরনিঃসরম্মির্ঝর-
ঝরাভিরেব নির্বাপন্তে। বাপ্যন্তেবাসিভিস্তত্তরল-তরলহরিকাকণভর-ভরমন্তরৈরনেকপীতকপীতনকুসুম-
মকরন্দতুন্দিলৈর্নিদাঘদাহপ্রভঞ্জনৈঃ প্রভঞ্জনৈরেব পীয়ন্তে ঘর্মসলিলানি; নিবিড়তরবিটপবিতানপটলৈ-
বিটপিভিরেব নির্বাপ্যন্তে তরণিকিরণাঃ। তত ইতচ্চ কুসুমিত-কুঞ্জকুটীরদ্বারি মলয়জরসবারিপূরপূরিত-

একাদশঃ স্তবকঃ

গ্রীষ্ম-প্রলম্ববধ-দাববিমোচনানি সায়াহ্নয়ান-সুখদোহঘনোদিতানি।

শ্রীরাধিকারত-শরঙ্গববেগুগীতাত্তেকাদশে স্তবক এব হি বর্ণিতানি॥

১। অথ ঘনরসময়সময় এব যোগ্যে শ্রীরাধানবসঙ্গমসুধারসাবনং শ্রীকৃষ্ণস্ত বক্তুং প্রথমং তদসঙ্গসঙ্গতন্তোৎকণ্ঠা-
শ্চৈব তদাতনসময়স্থাপি সন্তাপকঞ্চ যুক্তমেবেতি ব্যঞ্জয়ন্ তমেব নিদাঘতুং তচ্ছচিত্তাচ্চ সরামস্ত তস্ত লীলা বর্ণয়িতু-
মারভতে—এবমিতি। অন্তেদ্ব্যরন্তশ্চ দিবসে তয়ো রাসকৃষ্ণয়োরান্তে বিলাসা যর্হি প্রাচুরাসন্, তর্হি তরণিকিরণে-
ত্যাদিষ্টৈর্নির্বাপ্যন্ত ইত্যাদি-ক্রিয়াপদৈঃ সম্বন্ধঃ। দ্যামণিপ্রতীকাশ্যোঃ সূর্যতুল্যয়োঃ সহোদরয়োর্ভ্রাতৃয়োঃ; সহোদরয়োঃ
—উৎপূর্বস্ত ‘ঋ গতো’ ইত্যন্ত পচাচ্চি, সহোদরমবতোরিত্যর্থঃ; যদা, সহসা বলেদাদরয়োঃ নল্লয়োরিতি ভাবি-

একাদশ স্তবক

গ্রীষ্ম ঋতু বিহার :

ঋতু বর্ণন :

১। (অতঃপর বর্ষাকালরূপ যোগ্য সময়ে শ্রীরাধানবসঙ্গমসুধারসে শ্রীকৃষ্ণের বাম্পদান-লীলা
বলবার পূর্বে রাধা বিরহে তাঁর মিলনোৎকণ্ঠাময় সেই সেময়েরও সন্তাপকত্ব যুক্তিযুক্ত বলে তাই ব্যঞ্জিত
করতে করতে নিদাঘঋতু, এবং তচ্ছচিত্ত সরাম শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণন আরম্ভ করলেন—)

এইরূপ পুনরায় কোনও একদিন নিদাঘ সময়ে সূর্যতুল্য তেজশালী, সহসা বলে উচ্ছলিত,
সহচরগণে পরিবেষ্টিত, সময়োপযোগী কান্তি প্রকাশনে সমর্থ সহোদর ভ্রাতৃদ্বয় বনবিনোদার্থে ভাগীর
বনে পৌঁছালে অত্বে বিলাসাবলী এসে প্রাচুর্ভূত হল। সেই সুখময় সময়ে—

সূর্যকিরণমালায় যে ধরণীধূলি পথে পথে নখের তপ্তকারী হয়ে উঠেছিল তা বিহার-মণিগিরিগুহার
ছিদ্রপথ-নিঃসৃত ছোট-বড় ঝরণাজলে শীতল হয়ে এল। শৈত্যগুণ-শিক্ষার্থী শিশুর মতো দীঘি-তটবাসী,
দীঘির চঞ্চল তরঙ্গকণাতিশয়ের ভারে মগ্ন, বহু পীতশিরীষপুষ্পের মকরন্দে পুষ্ট নিদাঘদাহ-প্রশমক

জলযন্তাঃ সুরভিশীতলসলিলকলসলসংপরিসরা বসুধাসুধায়মান সুরস-বসালপ্রপাণকরসাদি-প্রপাঃ প্রপাল-
য়ন্তীভির্বনদেবতাভিরেব নিঃশ্রুন্তে পিপাসাবসাদাঃ কৃষ্ণসহচরণাম্ ॥

২ । নববিকচবিচকিলমালিকাকলিতকণ্ঠাভরণাঃ শিরীষকুসুম-সুসুজ্জ্বলকর্ণাবতংসাঃ স্ফুটকুটজশ্রজা-
মুষ্ঠকচরচনাঃ সকলা এব বল্লবকিশোরা ঘনতরবিটপিকুলতলচ্ছায়ামধ্যমধ্যান্ত গিরিবরদ্রোণিষু নির্ঝরজল-
প্রপাতমেছরতর-যবসসমাস্বাদ-তৃপ্ততয়া সুখসুপ্তানু ধেমুষু সহোদরাভ্যাং রাম-দামোদরাভ্যাং খেলা-
মারেভিরে ॥

৩ । কেচন মধুকরকলং গায়ন্তি, কেচন বাদয়ন্তে, কেচন নৃত্যন্তি, কদাচন রামো নৃত্যতি, কৃষ্ণো
মুরলীং বাদয়তে গায়তি চ, কদাচন কৃষ্ণো নৃত্যতি, রামো গায়তি সহচরাশ্চ ; এবং খেলংসু বালকেষু

প্রলম্ববধার্থ-রামপরাক্রমঃ সূচিতঃ । নিদাঘসময়ে সমাগয়মাণা সঙ্গতা ভা কান্তিত্ত্বা অগ্নীরং প্রকৃষ্টপুংস্বযুক্তম্, উপার্জক-
পুরুষায়িতমিত্যর্থঃ ; (পা০ ৫১।১১১) “কাণ্ডাণ্ডাদীররীচো” ইতি ঈরচ ; “অগ্নীরঃ পুরুষে শক্তে” ইতি বিশ্বঃ ; নথান্
পচন্তি তাপয়ন্তি নথম্পচাঃ ; (পা০ ৩২।৩৪) “মিতনখে চ” ইতি খচ্ ; নির্ঝরঝরঝর ইত্যাহ্বাভ্যাং ভেদঃ কল্যাঃ ;
“বারিপ্রবাহে নির্ঝরো ঝরঃ” ইত্যমরঃ । স্ত্রিয়াক্ষ ঝরেত্যপি ঝরীত্যপীতি তটীকা । বাপীনাগন্তেবাসিভিঃ শিষ্টৈঃ, তাভ্যো-
হধীত্যেব লঙ্কতদীয়শৈত্যবিষ্টৈরিত্যর্থঃ ;—ছাত্রাস্তেবাসিনো শিষ্টো” ইত্যমরঃ । তদেব স্পষ্টং—তাসাং বাপীনাং তরল-
তরলহরিকণাগতিচঞ্চলোমিণাং কণভরন্ত কণাতিশয় ভরেণ ভারেণ মধুরৈরিতি শৈত্যমানে বাঙিতে ; “ভরোহতিশয়-
ভারয়োঃ” ইতি মেদিনী । অনেকেষাং বহুনাং পীতবর্ণানাং কপীতনকুসুমানাং শিরীষপুষ্পাণাং মকরন্দেন তুন্দিলৈঃ
পুষ্টিৈরিতি মান্দ্যসৌরভ্যে ;—“শিরীষস্ত কপীতনঃ” ইত্যমরঃ । নিদাঘদাহন্ত প্রভঙ্গনৈঃ প্রশমবর্ত্তভিঃ, প্রভঙ্গনৈঃ পবনৈঃ ;
বিতানঃ ‘চাঁদোয়া’ ইতি খ্যাতঃ ; বসুধায়াং পৃথিব্যাং সুধায়মানস্তামৃততুলাস্ত সুরসরসালস্ত সুস্বাদুপকাদ্রফলস্ত প্রকৃষ্ট-
পানকরস এব আদির্ঘেযাং তেযাং প্রপাঃ, আদি-শব্দাং সিতোপলাপানকরসশ্চ ; “প্রপা পানীয়শালিকা” ইত্যমরঃ ॥

২ । বিকচবিচকিলানি প্রফুল্লমল্লিকাপুষ্পাণি, যবসং তৃণম্ ॥

পবনের দ্বারা ঘর্মসলিল যেন পীত হতে থাকল । নিবিড়তর শাখারূপ চাঁদোয়া-মণ্ডিত বৃক্ষের দ্বারা
যেন সূর্যকিরণ নির্ধাপিত হ’ল । এখানে ওখানে কুসুমিত কুঞ্জকুটিরদ্বারে চন্দনরসবারিপ্রবাহপূর্ণ
জলযন্ত্রে শীতল, সুগন্ধী শীতল জলকলসে ব্যাপ্ত প্রাঙ্গনযুক্ত, বসুধার সুধাতুল্য সুস্বাদু পক্ক আশ্রফলের
অতিসুন্দর শরবতাদির ব্যবস্থায়ুক্ত জলসত্রের তত্ত্বাবধায়িকা বনদেবীগণ কৃষ্ণসহচরগণের পিপাসা অবসাদ
নিরসন করতে লাগলেন ।

প্রলম্বাসুর বধ লীলা ॥

২ । গিরিরাজের উপত্যকায় ঝরণার জলপাতে অতিস্নিগ্ধ ঘাস-আস্বাদনে তৃপ্তিহেতু ধেমুগ
অতিঘন বৃক্ষশ্রেণীর ছায়ায় অবস্থিত হয়ে সুখসুপ্ত হলে সকল গোপকিশোরগণ নব প্রফুল্ল মল্লিকা
পুষ্পমালিকায় রচিত কণ্ঠাভরণে, শিরীষকুসুমের সুমঞ্জুল কর্ণভূষণে, প্রস্ফুটিত কুড়চিফুলের মালায় রচিত
কেশালঙ্কারে শোভিত হয়ে সহোদর রামদামোদরের সহিত খেলা আরম্ভ করলেন ।

৩ । কেউ মধুর কলকণ্ঠে গাইতে লাগলেন, কেউ বাজাতে লাগলেন, কেউ নাচতে লাগলেন,

কলমধুরং মধুরঞ্জিবচাঃ কৃষ্ণস্তানথ নিজগাদ ॥

৪ । ‘হংহো ত্রাতরঃ ! বিরমত ভো নৃত্যগীতবাদিত্রতঃ, খেলাস্তরমধুনা কল্পয়ামঃ ।’ তেহপ্যচুঃ,—
‘অমী বয়মুপসীদামো দামোদর ! কিং তৎ’ ইতি । স উচে,—‘ভো ভো দ্বিধা ভবন্তো ভবন্তো বলমানবলং
বলং কেচনাগুচ্ছন্তু, কেচন মাম্’ ইতি নির্ণয় বলবলমথ নিজবলং নিজবলং চ জয়পরাজয়পরাণাং
স্বাক্ষারোহপূর্বকং নির্বাহ বাহুবাহকতাপনপণনং হাটক-পটেন কপটেন (স্বং) পরাজিত্য শ্রীদামোদরেন
শ্রীদামোদরেন জগদ্রহতাপি স্বক্কেনোহে । নোহেন তস্ম চরিতমবগম্যতে ॥

৫ । অস্মিন্নেব কালে কালেন গ্রস্তোহগ্রস্তোত্রঃ সকলদৈত্যানামাস্রস্কোপালো গোপালোচিতবেশং
বিধায় স্বমেব পরাজিত্য রাজিত্যমনঃসঙ্কর্ষণং সঙ্কর্ষণং কপটী পটীরথবলং স্বক্কে নিধায় ধাবন্ নিধিমিব

৩ । কলমধুরমিতি পৌনরুক্ত্যং নাশঙ্ক্যাম্, ধনুর্জাদিবং অত্রাধিক্যপ্রতিপত্তার্থমিতি । মধুনোহপি রঞ্জ রঞ্জকং
বচো যন্ত সঃ ॥

■ । বলস্ত বলদেবস্ত বলং তলং তদনুগামিসেনাত্ত্বেন কল্লিতং সখিবৃন্দম্, নিজস্ত বলঞ্চ । কীদৃশম্ ? নিতরাং জবং
বেগবস্তরত্বং লাভীতি তৎ । জয়-পরাজয়পরাণাং ক্রমেণ বাহুবাহকতারুপস্ত পণস্ত পণনং ব্যবহৃতিং নির্বাহ নিম্পাণ্ড
স্বাক্ষারোহেতি জয়পক্ষে কেবলাদারোহতেঃ পরাজয়পক্ষে তু গ্যস্তাদবজ্ঞা রূপং জ্ঞেয়ম্ । ততশ্চায়াং বাক্যার্থঃ।—জয়-
পরাঃ স্বাক্ষমারোহন্তো বাহুঃ স্ত্রাঃ পরাজয়পটৈঃ; পরাজয়পরাস্ত স্বাক্ষমারোহয়মাণা বাহকাঃ স্মারিতি । হাটকপটেন
পীতাস্বরেণ শ্রীদামা উহে, উহতে স্ম । উদরেণ জগদ্রহ্মাণ্ডং উবহতাপি স্বক্কেন উহে,—ইতি শ্রীদামো মহিমাভিশয়ঃ
ব্যঞ্জিতঃ । ননু জগদীশ্বরস্ত কেয়ং বিপর্যয়চৰ্য্য ? তত্রাহ—নোহেনেতি । ন তর্কেণ, কিন্তু প্রেমপরিপাটীবিজ্ঞভয়েতার্থঃ ॥

■ । কালে সময়ে, কালেন মুহূর্ত্তানা গ্রস্তঃ, অতিশৈল্প্যাত্তোতনায় ভূতনির্দেশ উপচারাৎ । কোহসৌ ? সকল-

কখনও রাম নাচে আর কৃষ্ণ মুরলী বাজায়, আবার কখনও কৃষ্ণ নাচে রাম ও সহচর বালকগণ
গায়—এরূপে বালকগণ খেলতে থাকলে কৃষ্ণ কলমধুর কণ্ঠে মধুর মধুর তাদের বললেন—

■ । হংহো ভাই সব ! নাচ-গান-বাজন থামাও, অস্ত্র একটা খেলা আরম্ভ করছি । তারাও
সকলে বলে উঠলো,—‘হে দামোদর, আমরা সকলে তোমার নিকট যাচ্ছি, সে কি খেলা ? কৃষ্ণ
বললেন—‘ওহে ওহে, তোমরা ছ-ভাগে ভাগ হয়ে যাও, কেউ কেউ অতি বলশালী বলদেবের পক্ষে
যাও, কেউ কেউ আমার পক্ষে এস’ ।—এইরূপে বলদেবের অনুগামী সেনা বলে কল্লিত-সখাগণকে
এবং বিশেষ বেগবান্ নিজের কল্লিত-সেনাগণকে ছ-ভাগে নির্ধারণ করে নিলেন । অতঃপর বিজয়ী
ও পরাজিতগণের মধ্যে বাহু-বাহকতারূপ পণের ব্যবহার স্বাক্ষারোহণের দ্বারা নিম্পন্ন হবে বলে
ঠিক করে নিয়ে পীতাস্বরধারী দামোদর উদর মধ্যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ধারণকারী হয়েও নিজেকে
পরাজিত বানিয়ে শ্রীদামকে স্বক্কে বইয়ে নিয়ে চললেন । তর্কে তাঁর অদ্ভুত চরিত্রের কিছু বুঝা
যাবে না ।

৫ । এই সময়ে কালের দ্বারা গ্রস্ত, বলিষ্ঠতা হেতু সকল দৈত্যের আগে প্রশংসিত, নিজের
আকার সংগোপনকারী, কপটী প্রলম্বাস্থর গোপালোচিত বেশ ধারণ করে নিজেকে পরাজিত বানিয়ে

চোরশেচোরয়নমর্যাদী মর্যাদীকৃত-তরুতলমুল্লজ্য মুল্লজ্যমানমনাস্তমপোবাহ ॥

৬। বাহকমর্যাদাতিক্রমবিক্রমবিস্মিতঃ স্মিতপূর্বং স চ সচমৎকারং কপটমহুজমহুজমাজুহাব—
'ভো দামোদর ! মোদরয়েন মাময়মাময় উন্মাদক ইব মনো মনোরম ! রমমাণ ! হরতি । তদিতঃ পরং
কিং করবামহে মহেচ্ছ ! হে ছবিল ! বিলম্ব মা কুরু, কুরু সমুচিতমুপদেশম্' ইতি তদ্বচনোপরমে
পরমেণ কোতুকেন ভগবানবাদীৎ—'কিমপ্রতিভয়া প্রতিভয়াক্রান্তোহসি, নিজবিক্রমমাহর, হর চাহস্তু
জীবিতম্' ইতি সমুক্তোহসমুক্তোয়তোয়দস্বরম্ ॥

৭। স্বরংহসা গিরিবর-পক্ষ-ভিহুর-ভিহুরসোদরাদরাঘাত-ঘৃষ্টিমুষ্টিমুদগরেণ মুণ্ডপিণ্ডখণ্ডখণ্ডীকরণ-

দৈত্যানাংপাশ্রে স্তোত্রং বলিষ্ঠেহন যশ্চ সঃ, প্রলম্ব ইত্যগ্রে হরামনিরুক্তেঃ; তথাপি কৃষ্ণভীত্যান্নঃ সংগোপং সংগো-
পনমালাতি সংগ্রহাভীতি সঃ; তথাপি কৃষ্ণ মহাসত্ত্বতাম্রমায় তং ত্যক্তা পরাজয়েন রামমাক্রষ্ট কামঃ কৃষ্ণপক্ষীয়ো-
হভূদিতি জ্ঞেয়ম্। পরাজিত্য স্বয়মেব পরাজিতো ভূত্ব্যর্থঃ। রাজিতো দীপ্তস্তস্ত ভাবো রাজিতাং দীপ্তিঃ শোভা,
তয়া মনঃ সংকর্ষতি তম্। তদানীমত্যধিকা রামস্ত শোভাহভূদিতি ভাবঃ। পট্টরথবলং চন্দনগৌরং মুদা মৎকার্যং
সিদ্ধিমিতি হর্ষণে লজ্যমানং মনো যশ্চ সঃ। অপোবাহ বহনপসসার ॥

৬। স চ সঙ্কর্ষণঃ কপটেনৈব মহুজং জীবরূপমিতি (ভা০ ১০।৮।১২০) “নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ঃ” ইতি বেদান্ততো
নৃপর্যায়স্ত জীববাচিহ্নেন ব্যাখ্যানাৎ। অন্তজং শ্রীকৃষ্ণম্; মোদরয়েণ নিজহর্ববেগেন, মাং হরতুন্মাদক আময়ো ব্যাধি-
র্মন ইবেতি ব্যাপাদনার্থহরণে দৃষ্টান্তঃ; হে রমমাণেতি অধুনাপি কিং ক্রীড়য়সীতি ভাবঃ। মহেচ্ছ ! হে অমোঘে-
চ্ছাশক্তি! কোতুকেনেত্যংশকল্যেব সর্গজগৎসংহারকর্তৃরপ্যস্ত ভয়ং লীলাবেশাদিতি। ইতি সমুক্তঃ সম্যগুক্তঃ,
মোচনং মুক্ তয়া বর্তমানং সমুক্, ন সমুক্ ভোয়ং যশ্চ তস্ত ভোয়দস্ত মেবশ্চ স্বর ইব স্বরো যত্র তদ্বথা ভবতি তথা,
সজলজলদস্বরমিত্যর্থঃ ॥

৭। অথ মধুমথনাগ্রজঃ শ্রীবলদেবস্তং জীবিতেন হীয়মানং তাজ্যমানমতএব যমসদনং প্রতি প্রহীয়মাণং গ্রহাপ্য-

দীপ্তিতে মনাকর্ষী চন্দনগৌর বলদেবকে স্বন্ধে ধারণ করে নির্দিষ্ট সীমা ভাঙুরবট লঙ্ঘন করে
'আমার কার্য হাসিল' এরূপ আনন্দে উৎফুল্লমনা হয়ে চোর যেমন নিধি চুরি করে নিয়ে পালায় সেইভাবে
সব নিয়ম ভেঙ্গে দৌড়ে পালিয়ে চলল।

৬। বাহকমর্যাদা অতিক্রমরূপ বিক্রম দেখে বিস্মিত বলদেব একটু হেসে সচমৎকার
কপটমাহুষ অন্তজকে ডেকে বললেন,—হে দামোদর, উন্মাদ রোগ যেমন মন হরণ করে তেমনিই
আনন্দবেগে এ আমাকে হে মনোরম ! হে রমমাণ ! হরণ করে নিয়ে চলেছে। অতঃপর আমি কি
করবো হে অমোঘ ইচ্ছাশক্তিধারি ! হে রসিক ! বিলম্ব কর না, সমুচিত উপদেশ কর—এইরূপ
তাঁর কথা শেষ হলে পরমকোতুকে ভগবান্—'তুমি সর্বভয়রহিত হয়েও মোহবশে কেন ভরাক্রান্ত
হচ্ছ, নিজের বিক্রম স্মরণ কর, এর প্রাণ হরণ করে নাও—এরূপে সজল-জলদগন্তীর স্বরে বুঝিয়ে
বললেন।

৭। নিজ তেজে গিরিবর-পক্ষ-ছেদক বজ্রাঘাত সম, ভীষণ শব্দায়মান মুষ্টিমুদগরের দ্বারা

চণ্ডেন যমসদনং প্রহীয়মানং হীয়মানং জীবিতেন তমথ মধুমথনাগ্রজঃ সম্পাদয়ামাস, দয়ামাস মাহুপি যদি তদা প্রাপপ্রয়াণতঃ প্রাগেব স তথাঅশরীরং প্রথয়ামাস, যথা তদংসাবস্থানকুতুহলী হলী কর্পূর-ধবলোহবলোক্যতে অ জর্নৈর্ধরনিমধ্যমধ্যবস্থিতং চন্দ্রমণ্ডলমণ্ডলগ্রমিব জায়মানম্ ॥

৮। অথ তস্মা নিরুপমোপদেহো দেহো নিরর্গলগলগলায়মানগলচ্ছাণিতশোণিতঃ সহজধূমধূমলো রক্তসন্ধ্যাঘনসন্ধ্যাঘনশচরমাচল ইবামূলমৌলিমিলিতকুসুমশোকাশোকাবুলো বিদ্য ইব ভূমৌ নিপপাত, পপাত চ গগনতো নতোত্তমাজ্ঞানামুত্তমাজ্ঞানামুৎসবামোদেন স্ততিবৃন্দারকাণাং বৃন্দারকাণাং করকুডুমল-গলিতা প্রসূনরুষ্টিঃ ॥

মানং সম্পাদয়ামাস চকার। কেন? গিরিবরপক্ষাণাং ভিহরন্ত ভেদকন্ত ভিহরন্ত বজ্রন্ত সৌদরশ্যসাবদরা অনল্লা আঘাত-ঘুষ্টিরাঘাতশব্দো যন্ত তথাভূতো মুষ্টিমুদগরশ্চেতি তেন। অত্র “গুরুমৎসরচ্ছিহরয়া” ইতি মাঘদর্শনাং; “করীন্দ্রদর্প-চ্ছিহরম্” ইতি পাণিনিরুত-জাষবর্তীবিজয়দর্শনাং; “সংসারবন্ধচ্ছিহরান্ দ্বিজাতীন” ইতি বোধদর্শনাচ্চ;—ভিদিচ্ছিত্তোঃ কর্মকর্তৃভিধাননিত্যন্ত প্রায়িকতব্যার্থানাং কর্ত্ত্বের কুরচ্চ প্রত্যয়ঃ; “কুলিশং ভিহরং পবিঃ” ইত্যমরঃ। কিঞ্চ, অথপি অল্পমপি মা দয়ামাস, ন দয়তে অ। ধরনিমধ্যমধি ধরনিমধ্য এবাবস্থিতং চন্দ্রমণ্ডলং তদানীমতে ব্রহ্মাণ্ডকটাহশ্চোপরি-তনভিত্তৌ লগ্নং তত্তাগন্ত্বাণ্ডভাব্যজবলক্ষণতদর্শনান্ত্রৈবাপ্তশব্দপ্রয়োগঃ ॥

৮। নিরুপম উপদেহো বুদ্ধিযন্ত সংঃ ‘দিত উপচয়ে’ ইতি ধাতোঃ; নিরর্গলং নিরোধরহিতং যথা ভবতোবং গলগলায়মানঞ্চ যথা স্তাদেবং গলতা শোণিতেন কথিরেণ শোণিতঃ শোণীকৃতঃ; অরুপতন্ত ধূমবং ধূমলবর্ণঃ। ততশ্চ রক্তবর্ণন্ত সন্ধ্যাকালঘনন্ত সন্ধিনা মিলনে অঘনঃ সম্যক্ নিবিড়শচরমাচলোহন্ত শৈলঃ, অন্ত শিলাময়ত্বেন স্বরূপতো ধূম-লতয়োচ্চতয়াগন্ত্বকেনারুণিয়া চ সত্যপি সারূপ্যে কাপি পতনাস্রববাদন্ত্র্যথোপমিমীতে—আমূল্যেতি। আমূল্যং মৌলি-মূলগারভ্যাগ্রপর্বন্ত মিলিতানি কুসুমানি যেবাং তথাভূতা অশোকা যত্র স চারসৌ আ সম্যক্ শোকাবুলশ্চেতি সং। স্বপ্তরোরগন্ত্যস্ত্রাজ্ঞারোধেন মেকজয়োত্তমত্বজ্ঞাং শোকন্ততঃ পাতশ্চ পুরাণপ্রসিদ্ধঃ। নতোত্তমাজ্ঞানাং ভক্ত্যা নতশিরগা-মৎসবামোদেনোৎসবানন্দেন হেতুনোত্তমাজ্ঞানাং কুসুমাদিলিপ্তত্বেন স্তন্দরগাজ্ঞাণাম্। স্ততো স্ততিনিমিত্তে বৃন্দং সমূহ-মিষুতি প্রাপুবন্তীতি তেষাং মিলিতীভূয় স্তোত্রপরাণামিতার্থঃ। যদ্বা, স্ততিবৃন্দারকাণাং, অর্ন্তেজ্ঞানার্থত্বেন কর্ত্ত্বং

মুণ্ডপিণ্ডপণ্ড-খণ্ডবিখণ্ডকারক প্রচণ্ড চোটে সেই অস্তুরের প্রাণনাশ করে যমসদনে পাঠিয়ে দিলেন মধুমথনাগ্রজ। লেশমাত্র দয়াও যদি তিনি দেগালেন না তখন প্রাণত্যাগের পূর্বে অস্তুর তার নিজের স্বরূপ প্রকাণ্ড শরীর ধারণ করল। এতে তাঁর স্বন্ধে অবস্থানকুতুহলী কর্পূরধবল হলী লোকের দ্বারা দৃষ্ট হচ্ছিল যেন এ পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত চন্দ্রমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ডকটাহ-পৃষ্ঠে লগ্ন হয়ে আছে।

৮। স্বভাবতঃ ধূমধূমল হলেও তৎকালে নিরর্গল গলগল করে গলিত রক্তে রক্তাক্ত, নিরুপম বুদ্ধিতে প্রকাণ্ড সেই অস্তুরের শরীর রক্তসন্ধ্যা আর মেঘের মিলনে অতিগাঢ় অন্তগিরির মতো, আমূল-ডগা অশোক কুসুমে ঢাকা অশোকবৃক্ষমণ্ডিত শোকাবুল বিদ্যাগিরির মতো ভূমিতে নিপতিত হ’ল। আর সেই সঙ্গে নিপতিত হ’ল পুষ্পরুষ্টি—অস্তুর মরণোৎসব-আনন্দে নতশির সুন্দর গাত্র স্ততিশিরোমণি দেবতাগণের করকলিকা-দিগলিত হয়ে।

৯। এবমুত্তালতালান্ধে তালান্ধেন নিহতে পরমমায়াবলাবলম্বে প্রলম্বে প্রসিদ্ধাসুরে সুরেশাদিহৃত্য-
ভিরামো রামোহসৌ নামান্তরং নামাহন্তরংহঃসজ্জসংহননকরং প্রলম্বম্ব ইতি তদঙ্গীচকার ॥

১০। অথৈবমখিলবালবান্ধবৈঃ সদামোদরেণ দামোদরেণ চাভিনন্দিতোহদিতোল্লাসো হাসোহা-
সোস্ময়মান-মানস-স্ময়ঃ খেলাতো বিরম্য রম্যচরিতেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ সহচরৈশ্চ নিবিড়শোভাভাণ্ডী
ভাণ্ডীরমূলমাসাণ্ড বিশ্রাম ॥

১১। বিশ্রাম্যেংসু শ্রীরামদামোদরাদিষু শ্রীদাম-সুদাম-সুবলাদি-সকল-গোপালবালকেষু চ ধেনবো
নবোন্মিষিতযবসমান-যবসমানরাহিত্য-সৌহিত্য-সৌবস্তুন তদনুকূল-যমুনাকূলনিকটকটন-লালসতয়াহবি-
ভীষিকাটবি-ভীষিকাটবীং দৈববশত আসেদুঃ ॥

বিজ্ঞানামিত্যর্থঃ। যদা, স্ততিবিষয়ে বৃন্দারকাণাং শ্রেষ্ঠানাম্; “বৃন্দারকঃ সুরে পুংসি মনোজ্যৈষ্ঠয়োজ্জিষু” ইতি মেদিনী ॥

৯। উত্তালতামোংকঠ্যমালাতি গৃহ্যতীত্যাত্তালতালোংকঠিচক্ৰং যন্ত তস্মিন্ প্রলম্বে তালান্ধেন রামেণ নিহতে
সতি; “উত্তালো হেমকুণ্ডে ত্র্যঙ্গার্ভে চোত্তাল উংকটে” ইতি বিশ্বঃ। প্রলম্বম্ব ইতি নামান্তরং নাম প্রাকাশে অঙ্গীচকার।
কীদৃশম্? অন্তরংহঃসজ্জসংহননকরম্। অত্রাহংসো বর্ণদেশনাদৌ দৃষ্টেনৈবাবস্থেন সজ্জস্ত তু কবর্গ-
চতুর্থবৎসন পুনঃ সংহননেত্যস্তোন্মিষিত্যপ্যাহুপ্রাসো নানুপপন্নঃ—হকারঘকারয়োস্তল্যাহানত্বাদেকংবুদেঃ; “শীঘ্রমংহো-
বিষাতং বলিবন্ধনঘোরাজ্জি ব্রহ্মঃসংঘং নিহন্ত বঃ” ইত্যাদি সূর্যশতকাদিদর্শনাং ॥

১০। অথাসৌ রামো বিশ্রাম। সদা সততং মোদরেণ আনন্দদায়িনাভিনন্দিতঃ, সাধু কৃতং সাধু কৃতমিতি
সংকৃতঃ, অদিতোল্লাসোহখণ্ডিতোল্লাসঃ, হাসো হর্ষজন্তুঃ স্নিগ্ধঃ, উহা বিষয়জ্ঞাতা অতদীয়ান্তাভাং সোস্ময়মানঃ পুনঃ
পুনরনুভবনমানসঃ স্ময়ো মদো যন্ত সঃ। শোভাভাণ্ডমস্তাভি শোভাভাণ্ডী ॥

১১। নবোন্মিষিতৈর্থ্যৈঃ সমানানাং সদৃশানাং যবসানাং তৃণানাং মানরাহিত্যাসৌতিতাসৌরস্তুন হেতুনা মানন্ত

৯। এইরূপে আকুলতা লক্ষণে চিহ্নিত পরমমায়াবী প্রলম্ব নামক প্রসিদ্ধ অসুর তালধ্বজ
রামের হাতে নিহত হলে সুরেশাদির স্ততি দ্বারা অভিরাম সেই রাম সকলের সমক্ষেই অন্তরস্থ পাপরাশি-
নাশী ‘প্রলম্বম্ব’ এইরূপ অস্ত্র নাম অঙ্গীকার করলেন।

১০। অতঃপর এইরূপে অখিল বালবান্ধব এবং সদা আনন্দদায়ী দামোদরের দ্বারা অভিনন্দিত,
অসীম উল্লাসী নিজের আনন্দে ও অস্ত্রের বিষ্ময়ে পুনঃ পুনঃ উৎপত্তমান মানসিক অহঙ্কারবিশিষ্ট বলরাম
খেলা থেকে বিরমিত হয়ে রম্যচরিত শ্রীকৃষ্ণের এবং সহচরগণের সহিত নিবিড় শোভাভাণ্ড ভাণ্ডীরমূল
আশ্রয় করে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

মুঞ্জাটবী দাবানল পান :

১১। শ্রীরামদামোদর এবং শ্রীদাম-সুদাম-সুবলাদি সকল গোপবালকগণ যখন বিশ্রাম করছেন
সেই অবসরে গেমুগণ নবাকুরিত যবসম নিরুপম তৃণের তৃণিদায়ী সুরসতা গুণের আকর্ষণে তদনুকূল যমুনা-
কুলের নিকট গমন লালসায় দৈববশতঃ মুঞ্জাটবীতে এসে উপস্থিত হ’ল—যেখানে ভীতভীত সহসা উড়ন্ত
পাখী থেকেই যা কিছু ভয় অর্থাৎ যেখানে ভয় বলতে কিছু নাই।

১২। ততশ্চ ধেনুনামনুনামদৃষ্টিমবগত্য সাশঙ্কমনসঃ কমন-সহচরাশ্চরাচরগুরুণারুণাজনয়নেন তেন নতেন করুণামৃতশ্রোতসাহশ্রোতসাতঙ্কাফাঃ সমুচ্চিরেহচিরেণাত্রোত্তম ॥

১৩। ভো ভোঃ সবয়সঃ! সবয়সঃ সমুগম্য বনশ্রান্ত মথ্যে কেবলং কে বলম্। ন খলু ভীতি-
নৈচিকী নৈচীকীনাম্। তং কথমা সাং মা সাম্প্রতং কাচিদপি দৃশ্যতে। তদবকলয়ধ্বং ক-লয়-ধ্বংসো
যাবন্ন ভবতীতি চ কৃষ্ণভারত্যা ভারত্যা হুল্ললিতয়া সর্ব এব বালকা বালকানুঘাসঘাসলক্ষ্মানুসারেণ
খুরখুরপ্রক্ষুণ্ণস্ত্রাতলতলনেন তদনুসন্ধানধুরন্ধরা ধরামাতস্তরুস্তরুগুণ্যাবীরুন্নিকরকরম্বিতগহনগহনস্থলীষু
বিচিহ্নস্তোহবস্তোদিত্বরশঙ্কাঃ শং কাতরা ইব যদা ন ভেজুঃ, তদা ভীষিকাটব্যং কাটব্যং দবদবথুকৃতং বীক্ষ্য

পরিমাণশ্রোণমায়া বা রাহিত্যং রহিততা যত্র তং; অপরিমিতং নিরুপমং বেত্যর্থঃ। তথাভূতং সৌহিত্যং তৃপ্তির্ষ্মান্তথা-
ভূতেন সৌরন্তেন সুরসতয়া; “সৌহিত্যং তর্পণং তৃপ্তিঃ” ইত্যমরঃ। তদনুকূল্য তাদৃশতৃণাদানুকূল্য যমুনাকূল্য
নিকটে কটনলালসতয়া গমনাভিলাষণে দৈববশাদিবীকাটবীমাসেহুঃ প্রাপুঃ। কীদৃশং যথা ভবতি তথাইবিভীষিকা
অভয়প্রদানম্, অর্থাৎ কৃষ্ণেন, তস্তা আটোইটনং সফারন্তেন বিভি বিগতভয়ং যথা শ্রান্তথা; যদা, বিভীষিকায়ং ভয়-
প্রদানেহটাঃ সহসোৎপতন্তো যে বয়ঃ পক্ষিগন্তেভ্য এব ভীষজ, ন বৃহত্তত্তদযথা শ্রান্তথা, কিংবা, অটব্যা এব বিশেষণম্ ॥

১২। ন উনামনুনান সম্পূর্ণমিত্যর্থঃ। অদৃষ্টিমদর্শনম্, কমনা অভিক্রপাশ্চ তে সহচরাশ্চেতি তে; “কমনঃ
কামুর্কে কামেহভিক্রপেহশোকপাদপে” ইতি মেদিনী; তেন কৃষ্ণেন সহ করুণামৃতশ্রোতসা নতেন নত্রীকৃতেনাশ্রোণাশ্রোণা
উতে এথিতে সাতঙ্কে সভয়ে অক্ষিণী যেযাং তে ॥

১৩। সবয়সঃ! হে বয়স্তাঃ! সবয়সঃ পক্ষিগণসহিতস্ত সমুগম্য হরিণাদিসহিতস্ত বনশ্রান্ত মথ্যে কেবলং কে সুর্যে
এব বলম্, অতএব নৈচিকীনাং মুখাগবীনাং তা সাং নৈচিকী অল্পাপি ভীতিন্, বিনয়াদিহাং স্বার্থে ঠক্, “অল্পে নীচৈর্মহ-
ত্বাচ্চৈঃ” ইত্যমরঃ। আসাং মথ্যে কাচিদপি মা দৃশ্যতে। তং তদ্বাদবকলয়ধ্বং, সর্বত্র বিচারয়ত। কস্য সুর্যস্ত লয়ঃ
সংশ্লেষঃ, তস্য ধ্বংসো বিস্লেষঃ সুর্যবিগমো যাবন্ন ভবতীত্যর্থঃ; “লয়ো বিনাশে সংশ্লেষে সাম্যে তৌষত্রিকস্ত চ”
ইতি মেদিনী। কৃষ্ণভারত্যা চেতি ভো ভোঃ ইত্যারভ্য সর্বেষাং তং কথামারভ্য কৃষ্ণশ্চৈব ভারতীতি। কীদৃশা?
ভা শোভা তয়া সহিতা রতিঃ শ্রীতিস্তয়া হুল্ললিতয়া হৃৎপিত্তয়া। বালানাং নবানাং কান্তানাং কমনীয়ানাং ঘাসানাং তৃণানাং

১২। অতঃপর ধেনুগণের সম্পূর্ণ তিরোধান জানতে পেরে আশঙ্কাগ্রস্ত কৃষ্ণানুরূপ সহচর
বালকগণ চরাচরগুরু অরুণকমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের সহিত সকলে করুণামৃতশ্রোতে বিগলিত হয়ে অশ্রুপূর্ণ-
সভয় নয়নে অবিলম্বে বলাবলি করতে লাগলেন—

১৩। ওহে ওহে সখাগণ! পক্ষী ও হরিণ-অধ্যুষিত এ বনের মধ্যে কেবল সুর্যেরই ওজ্জ্বল্য-
দেখা যায়। এখানে গাভীগণের লেশমাত্র ভয়েরও কিছু নাই। তবে কেন সম্প্রতি তাদের মধ্যে
কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। অতএব সর্বত্র খুঁজে দেখ যতক্ষণ-না আমাদের সুখালিঙ্গন ভেঙ্গে যায়।
শোভাশ্রীতিপূর্ণ কৃষ্ণ একরূপ বললে গো-অনুসন্ধানচতুর রাখাল বালকগণ নব কমনীয় ঘাস-খাদনচিহ্ন ও
খুরখুরপিতে খোদিত ধরাতলে গোম্পদচিহ্ন অনুসরণে তরুগুণ্ডলতাজালমণ্ডিত গহনবনে খুঁজতে খুঁজতে
যখন খোঁজার অবধিতে এসে পৌঁছলেন তখন তাঁদের মনে শঙ্কা এসে উপস্থিত হ'ল। একরূপে কাতর

কৃষ্ণনাথ অপর্যাপ্য অপর্যায়সেদুহ্য ইবাগম্যতিস্মৃতিমপশ্যন্ত্যঃ শ্রুত্যাশ্চ জীবিতাশাং সাশ্রমুখ্যোহিতিমুখ্যো-
হতিত এব কৃষ্ণাবলোকনমর্থমর্থয়মানা মানাপহারহতা ইব ধেনবো যত্রাবতিষ্ঠন্তে অ ॥

১৪ । তদনুসন্ধানমজ্ঞানন্তোহনন্তোহন্তুতচিস্তাশ্চিস্তামণিমিবাশ্রিত-মনোরথসিদ্ধিরনুগত-সঙ্কল্পকল্পদ্রুম-
মিব স্বজনকামকামধেনুমিব তং পুনরাসান্ত নরাসান্তদর্শনং নরাকৃতিপরং পরং ব্রহ্ম হুঃখিতাঃ সন্তো ন
কাচিদপি দৃষ্টা ধেনুরিতি যদ্যুচিরেহচিরেণ, তদৈব দৈবতকুলমুকুটমহামারকতো মহামারকতো ভয়াস্তা গা
নিবিবর্তয়িসুঃ স স্বয়মুপসৃত্য সত্যানুসারেণ ঘনঘটাগভীরস্বরং স্বরংহসা জ্রাঘীয়ঃ প্লুতমাপ্লুতং কৃষ্ণা শুভয়েব
নামগ্রাহং প্রত্যেকমাজুহাব ॥

বাসলক্ষ্যাদনচিহ্নং তদনুসারেণ খুরা এব খুরপ্রা বাগাশ্চৈঃ ক্লেশস্ত স্মাতলস্ত তলনেন প্রতিষ্ঠয়া ধরং পৃথ্বীমাতত্ত্বকর্বাণু বস্তি
শ্বঃ ‘স্বপ্ন-আচ্ছাদনে’; গহনস্ত বনস্ত গহনস্থলী যু হর্গহানেষু, “গহনং হর্গকাননয়োরপি” ইতি মেদিনী । অন্ত অনন্তরম্,
অন্তেষ্বৈবগণাসমাপ্তৌ উদিত্রশঙ্কা জাতভয়াঃ সন্তো যদা শং স্তথং ন ভেঙ্কুঃ । তদা যত্র ধেনবোহবতিষ্ঠন্তে, তদনুসন্ধান-
মবজ্ঞানন্তঃ, তং শ্রীকৃষ্ণং পুনরাসান্ত হুঃখিতাঃ সন্তঃ সর্বৈ ন কাচিদপি দৃষ্টা ধেনুরিতি যদ্যুচিরে, তদৈব স শ্রীকৃষ্ণস্তা ধেনুঃ
প্রত্যেকং নামগ্রাহমাজুহাবেত্যয়ঃ । ধেনবঃ কীদৃশঃ ? ঈষিকাটব্যমীষিকাটবীভবং দবদবধুকৃতং দাবামলতাপজনিতং
কাটব্যং কটুত্বং বীক্ষ্য কৃষ্ণনাথ অপি অনাথা অপ্যায়ং নাশমাসেদুহ্যঃ প্রাপ্তবত্য ইবাগম্যতিস্মৃতিং পলায়নমার্গমপশ্যন্ত্যঃ ।
অত্র কাটব্যমিতি পদশ্যাম্লীলভাদোষঈষিকাটব্যমিতি সমকোপযোগিপদদেহা সোঢব্যঃ । এবং পূর্বত্রাপি । কিশোত্র
বর্ণনীয়েষেনেযিকাটবীচরিতন্ত্বেব প্রস্তুত্বাদম্লীলমঃশ্যাপি তৎপদশ্য তু সর্বথৈবোক্তম্ময়িতুশ্লক্যাত্বং, ওত্নাত সমবস্ত্রা
সমাধানমেব । ততশ্চ জীবিতে আশায়পি শ্রুন্ত্যোহল্লয়ন্ত্যঃ, অভিযুখ্যো যুখশ এব শোণকানুমোদনার্থং সমানমুখা ইত্যর্থঃ ।
ততশ্চ মানাপহারে বুদ্ধিনাশন্তেন হতা ইব । মান ইতি ‘মন জ্ঞানে’ ষক্ন্তুঃ ॥

১৪ । ন বিত্বতেহন্তো নাশো যস্ত তথাভূতং যথা স্তান্তথা, উদ্ধৃতা চিস্তা যেষাং তে; চিস্তামগ্যাঙ্গীনাং স্বকামেষ-

জনের মতো তাঁরা যখন সুখ কিছু পাচ্ছিলেন না সেই সময়ে শরত্বর্ণবনোথ-দাবানলজনিত কটুতা দেখে
কৃষ্ণনাথ হয়েও তৎকালে অনাথ ধেনুগণ নাশের উপক্রমে পলায়ন-পথ দেখতে না পেয়ে তাঁদের জীবনের
আশা ক্ষীণ হয়ে এলে সাশ্রমুখে পরম্পর সমানমুখী হয়ে চতুর্দিকে কৃষ্ণের দর্শনার্থ যেন প্রার্থনা করতে
লাগল—বুদ্ধি নাশে যেন হত হয়ে ।

১৪ । একাপ ছরবস্থায় পতিত ধেনুগণ যে স্থানে রয়েছে তার অনুসন্ধান জানতে না পেরে
রাখাল বালকগণের মনে অবিনাশী চিন্তা এসে উপস্থিত হলে তাঁরা আশ্রিত জনের নিকট চিস্তামণির
মতো, অনুগত জনের মনোরথসিদ্ধির পক্ষে সঙ্কল্পকল্পদ্রুমের মতো, স্বজনের কামপূরণে কামধেনুর মতো
নরাকৃতি পরংব্রহ্ম যার দর্শন মানুষও প্রাপ্ত হয় সেই কৃষ্ণকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে হুঃখভারে নত হয়ে
তাড়াতাড়ি যদি বললেন—‘ধেনু তো কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না’ তখন সঙ্গে সঙ্গেই দেবকুলমুকুট-
মহামারকতমণি কৃষ্ণ ধেনুগণকে মহামৃত্যুর ভয় থেকে উদ্ধারের ইচ্ছায় মুজাটবীপথ ধরে স্বয়ং তাদের
নিকটে গিয়ে নিজ ফুংকারবেগে মেঘগন্তীর সুখামাথা স্বরকে অতি উচ্চ করে প্রত্যেককে নাম ধরে ধরে
ডাকতে লাগলেন । যথা—

১৫। যথা—মুক্তে নন্দিনি চন্দিনীন্দুতিলকে কস্তুরী কপূরিকে

পিঙ্গে রজ্জিনি ধূম্লে ধবলিকে কিঞ্জঙ্কিকে রজ্জিনি।

শ্যামে কেতকী চন্দ্রিকে শবলিকে কাশ্মীরিকে চম্পিকে

হীহীহীতি ততান তানমধুরং গানং মুরল্যা হরিঃ ॥

১৬। তমথ বিশ্বাধরমধুমধুরং মুরলীকলমাকর্ণ্য কর্ণ্যমমৃতমিব চিরচিন্ত্যমানকৃষ্ণবদ্যঁ কৃষ্ণবদ্যঁমু-
পাততো জীবনাবনাশয়া শয়্যাকুটবিশ্বাসাহস্বাসাদিতমোদাপি দবদবধূনা পৃথুনাহপৃতা সমুপসর্পিতুমসমর্থ্য
সমর্থ্যমিব প্রত্যন্তরতরলতয়া গদগদগদনগভীরভীরস্বরং হস্বাহস্বাবাচং বাচং বাচং বাচংযমানং দশমিনাং
শমিনাং চ মনোবচোহগোচরং গোচরং গোকুলবাসিনান্তং শ্রীণয়ামাস গোবন্দারিকাবিততিঃ ॥

ভীষ্টদায়িত্বেহপি নিকামেষু সৌন্দর্যছায়া-পয়ঃ-প্রদায়িত্বমিব কৃষ্ণশ্চ তেষু স্বাভাবিকসৌন্দর্যাদিবসিত্বম্, নরৈরপ্যাসাঙং
প্রাপ্যং দর্শনং যন্তেতি, চিন্তামণ্যাদিতোহপি কৃপামুহুগুণেৎকর্ষঃ। উচিরে, সখারীত্যা বার্তাং জ্ঞাপয়ামাসুরিত্যর্থঃ। ন
তু চিন্তামণ্যাদিশু ইব প্রস্তুতধেহুপ্রাপ্তিং প্রার্থয়ামাসুরিতি ভাবঃ। তা যেনুভয়ান্নিবর্তয়িতুমিচ্ছুঃ। কীদৃশীং? মহামারকতো
মহামৃতাকরাং স্ততাহুসায়েণ বদ্যঁহুস্তত্যা, দ্রাব্যীয়ঃ প্লুতম্, অত্যাচ্চং কৃত্বা মুখয়াহমুতোনাপ্লুতং ব্যাপ্তমিব কৃত্বা নামগ্রাহং
নাম গৃহীত্বা। (পা० ৩৪৫৮) “নায়্যা দিশিগ্রহোঃ” ইতি গমুল্ ॥

১৫। মুক্ত ইত্যাদি বর্ণ্যকৃতিগন্ধাদিসাম্যোন সংজ্ঞা। রজ্জীত্যাৰ্থভেদাৎ সংজ্ঞাভেদঃ। একত্র মুরল্যাদিনাদশ্রবণাৎ
রঙ্গ আনন্দসুদনুজ্ঞা, পরত্র স্মদরবর্ণযুক্তেতি ॥

১৬। গোবন্দারিকাবিততিঃ শ্রেষ্ঠগোসমূহঃ, তং মুরলীকলমাকর্ণ্য প্রত্যন্তরতরলতয়া সমর্থ্যমিব হস্বা হস্বা বাচং
জাতানুরূপ-তাদৃশস্ববাক্যং বাচং বাচমুক্ত্বা উক্ত্বা তং শ্রীকৃষ্ণং শ্রীণয়ামাস। কীদৃশী? চিরং চিন্ত্যমানং কৃষ্ণশ্চ বদ্যঁ
যয়া সা, কৃষ্ণবদ্যঁ বহিস্তস্তানুপাততন্তৎকর্তৃকানুগম্যং জীবনশ্রাবনং রক্ষণং তত্শাশয়া আশয়েহন্তঃকরণে অরুচৌ বিশ্বাসো
যন্তাঃ সা; আন্ত শীঘ্রমাসাদিতঃ প্রাপ্তো মোদো যয়া তথাভূতাপি সমুপসর্পিতুমসমর্থ্য। কৃতঃ? পৃথুনা দবদবধূনা দব-
তাপেনাপৃতা ব্যাপ্তা। হস্বা হস্বা বাচং কীদৃশীং? গদগদগদনেন গভীরং ভিয়মীয়য়তি স্বরো যন্তাং ভাম্। তং

১৫। মুক্তে নন্দিনি চন্দিনি ইন্দুতিলকে কস্তুরি কপূরিকে পিঙ্গে রজ্জিনি ধূম্লে ধবলিকে
কিঞ্জঙ্কিকে রজ্জিনি। শ্যামে কেতকী চন্দ্রিকে শবলিকে কাশ্মীরিকে চম্পিকে হীহীহী—একপ তানমধুর
গান মুরলীতে ধ্বনিত করলেন শ্রীহরি ॥

১৬। ঐ বিশ্বাধরমধুতে মধুর, মুরলীকালি কর্ণ্যমমৃতের মতো আশ্বাদনীয় রূপে শ্রবণ করে
অমনি গোশ্রেষ্ঠবৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল—কৃষ্ণ ঐ আশ্বনের পিছে লাগাতে ওর প্রকোপ থেকে
জীবন রক্ষণ বিষয়ে অন্তঃকরণে বিশ্বাসের উদয়ে। কিন্তু চিরকাল কৃষ্ণপথচিন্তায় মগ্ন এঁরা কৃষ্ণের
নিকট যেতে অসমর্থ হ'ল—দাবানল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়াতে। না যেতে পারলেও প্রত্যন্তর দেওয়ার
জন্ত বলবানের মতো চঞ্চল হয়ে গদগদ বোলে গভীর ভয়প্রকাশক স্বরে হাছা-হাছা রব করতে করতে
তারা সন্তোষ প্রদান করল—মোনি-পরমবিজ্ঞ এবং শান্তজনের মনোবচনের অগোচর কিন্তু গোকুল-
বাসিগণের গোচর শ্রীকৃষ্ণকে।

১৭। সমাকলিতেহে তস্মিন্ ধেনুঘোষে ঘোষেশ্বরনন্দনো ননন্দ নোনসংমদা মদাবিলবিলসদন্তরা
দন্তরামণীয়ককককায়মানসিতহসিতহতাক্কারা ইব হর্ষোৎকর্ষোৎকমনসো ন সোসূচ্যন্তে স্ম কং বানন্দং
কুতুহলিনা হলিনা সহ সহচরাশ্চ ॥

১৮। অথ তেনৈব ধ্বনিহাধ্বনির্নায়কেন কৃষ্ণে চরণসঞ্চরণসংজাতত্বরে তত্বরে সর্ব এব যদি তদৈব
দৈববশাদবসাদশীর্ণোৎসাহা ইব দাবদাবতাপেনৈষিকাবনগতা গতাবনা ইব ধেনুঃ সবলোহবলোক্য হা!
কষ্টং কষ্টক্লিতবানীদৃশীং বিপত্তিমা সামাসা সত্তমান-মৃত্যুপথানামিতি সক্ষিত্বয়ন্ কাতরতর-চকিত-চকিতরহিত-
হিতবিলোচন-বিলোচনপ্রাপ্তেন শ্রবদশ্রবদনাভিস্তাভিরভিতো মুক্তমানমানসাভিরবলোক্যমানো মানো-
জ্বিতকরণোন্মাহগাহমানমানসো দ্বিগুণিতে ছঃখেইছঃ খেইপি চরন্ত্যো দাহং যদি দবদবকীলাঃ কীলালদ-
কীলালৈরপি শময়িতুমশক্যাস্তদা পূর্ববদপূর্ববদনবিশ্বস্তংকালোপনতয়া স্বভাবৈশ্বর্যশক্ত্যা তমনলং ন

কীদৃশম্? বাচঃষমিনাং মৌনবতাম্; কিমজ্ঞতয়া? নহি নহি, দশমীনাং জ্যায়সাং পুরাতনত্বেন পরমবিজ্ঞানামিত্যর্থঃ;
“বর্ষীয়ান্ দশমী জ্যায়ান্” ইত্যমরঃ। কুতঃ? শমিনাং শান্তিগতাং মনসো বচস্চা গোচরং ন বিষয়ম্ ॥

১৭। ধেনুনাং ঘোষে শব্দে ননন্দ, ইত্যন্ত বচনবিপরীণামেন সহচরাশ্চ ননন্দুরিতি। কীদৃশাঃ? ন উনঃ সম্পূর্ণ
এব সম্বদো হর্ষো যেষাং তে; নিষেধার্থক-নকারেণ সমাসঃ; অতএব মদাবিলং মদবাপ্তং বিলসদন্তরং মনো যেষাং তে;
অতএব দন্তানাং রামণীয়কেন রমণীয়ত্বেন ককককায়মানং যং দিতহসিতং তেন হতোহাক্কারো বনগহ্বরগতোহপি
যেষন্তে কং বানন্দং ন সোসূচ্যন্তে স্ম, অতিশয়েন নাসূচয়ন্। অত্রানন্দমিত্যনেন নোনসম্বদা ইতি ননন্দুরিত্যভ্যাং
চার্থপৌনরুক্ত্যমানন্দাতিশয়বিবক্ষয়া ন দোষাযেতি ॥

১৮। তেনৈব হৃষাহৃষাময়েন ধ্বনিহাধ্বনির্নায়কেন বস্ম নিশ্চায়কেন চরণয়োঃ সঞ্চরণন্ত সঞ্জাতা ত্বরা যন্ত
তথাভূতে কৃষ্ণে সতি সর্ব এব প্রকরণাং সহচরণগন্তত্বরে ত্বরাং চকার যদি তদৈব স শ্রীকৃষ্ণো দাবদাবতাপেন বনবহ্নি-
জ্বালয়া গতাবনা গন্তরক্ষকা ধেনুরবলোক্য তমনলং পিপাসয়িশ্বরমুচরানবাাদীদিত্যশ্বয়ঃ।—“দবদাবো বনারণ্যবহ্নী”

১৭। অতঃপর সেই হাস্যা হাস্যা ডাক শুনে ঘোষেশ্বর নন্দন আর সেই সঙ্গে হলধর সহ সহচরণগণ
সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যাদের দন্তসৌন্দর্যে উজ্জলীকৃত ককককে শুভ্র হাসির বলকে
গহনবনের অন্ধকার যেন নাশ হয়ে যাচ্ছিল সেই আনন্দোজ্জল-আনন্দবিহ্বলমনা সহচরণগণ সকলে
আনন্দোচ্ছল উৎকণ্ঠিত মনের কোন্-না আনন্দকে অতিশয়রূপে সূচিত করছিল তৎকালে।

১৮। অতঃপর সেই হাস্যা হাস্যা ডাকে পথের নির্দেশ পেয়ে কৃষ্ণ চরণচালনাসঞ্জাত ত্বরায়
ত্বরাস্থিত হলে সেই সঙ্গে বলদেবাদি সকলে যদি ত্বরাস্থিত হল অমনি যেন দৈবশে নিরুৎসাহা, দাবানল
জ্বালায় অরক্ষণীয়া, ঈষিকাবনে অবস্থিতা ধেনুগণকে তাঁরা সকলে দেখতে পেয়ে মনে মনে বিচার করতে
লাগলেন—হায় হায় এদের মুখে চোখে কি কষ্টের ভাব ফুটে বেরিয়েছে, অহো মৃত্যুপথে স্থিতিযোগ্য
ঈদৃশী বিপত্তি এদের উপস্থিত হল! তাঁরা যখন এরূপ চিন্তা করছেন তখন চতুর্দিকে অতিকাতর ত্রস্ত
অতৃপ্ত ধেনুগণ অলুকুল দর্শনে উজ্জল, অনর্গল অশ্রুধারায় সিক্ত নয়নকোনে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে
রইল। ওদের মন প্রেরিত হল কৃষ্ণসন্নিধানে। অসীম কৃপাসাগরে নিমজ্জিতমনা কৃষ্ণের ছঃখ এতে

লজ্জনীয়মপি পিপাসয়িস্বরুচরানবাদীং ॥

১৯। ‘ভো ভোঃ ! নয়নানি পিদধ্বং মোদধ্বং মোচয়ধ্বং চ মোহং চ’ ইতি। তথা নয়নানি পিদধানেষু দধানেষু চ বিস্ময়ং লম্বালকেষু বালকেষু কোমলকমলকলিকাকারেণ করতলেন গণ্ডুষীকৃত্য কৃত্যবিশারদে শারদেন্দুবদনে সুধাসুধারাবস্তমিবানলং পিপাসতি সতি ব্রজরাজতনয়ে নয়ন তন্ত্ৰৈবৈশ্বর্য-শক্ত্যা প্রকটীভূয় স্বয়মেবাসৌ পপেহপেশলতা ন কুত্রাপি তন্ত্ৰাঃ ॥

২০। ‘অন্তো হি ঘনরসদো রসদোহেনৈব সদা বত ! দাবতনূনপাতমস্তং নয়তি, এষ হি ঘনরসদো

ইত্যমরঃ। ধেনুঃ কীদৃশীঃ? দৈববশাদবশাদেন হংধেন শীর্ণ উৎসাহো যাসাং তাঃ; ‘শদ শাতনে’ ইত্যন্ত ঘঞা অবশাদ-স্তালব্যমধ্যোহপি দৃষ্টেঃ। সবলো বলদেবসহিতঃ; টঙ্কিতবান্ চিকিত্তবান্; ‘টঙ্কি লক্ষণে’ ইতি ধাতোঃ; কাতরতরমতি-কাতরং চকিতং ত্রস্তং চকিতরহিতমতৃপ্তম্; ‘চক তৃপ্তো’ ইতি ধাতোঃ। হিতগমুকূলং বিলোচনং দর্শনং যন্ত তথা-ভূতন্ত বিলোচনন্ত নেত্রন্ত প্রান্তেন তান্তিরবলোক্যমানঃ। প্রান্তেনেত্যভাগানামক্ষদাবধূমাদিভির্ভ্যাকুলত্বাদিত ভাবঃ। লুপ্তমানং কৃক্সসিগ্ধৌ প্রের্ষমাণং মানসমেব যাতিত্তাভিঃ। ততশ্চ মানোজ্ঞিতং পরিমাণাতীতং করুণোন্নতং কৃপাবিস্তারং গাহমানমবগাহমানং মানসং মনো যন্ত সঃ; ততশ্চ হংধে বিপুলগতি সতি খেহপি আকাশেহপি চরন্ত্য উৎপতন্ত্যো দবদবকীলা বনাগ্নিচ্ছালা যদি দাহমদুর্দত্তবত্যাঃ। কীদৃশাঃ? কীলালদা জলদন্তেষামপি কীলালৈর্জলৈর্নির্বাণয়িতুমশক্যা। ন লজ্জনীয়ং দুর্বার্ষমপি ঐশ্বর্যশক্ত্যা প্রযোজ্যকর্তব্য পিপাসয়িস্বঃ, পানং কারয়িতুমিচ্ছুঃ। অত্র (৩৪শ-শ্লোঃ) “কুবলয়-স্বতীনাং লেহয়রক্ষিভূজৈঃ, কুবলয়দললক্ষ্মীলজ্জিমাঃ স্বাজভাসুঃ” ইত্যাদি দানকলিকৌমুদাদিদর্শনাং। পানলেহনভঙ্-গানানং তুল্যপর্যায়ত্বাবাচ্চ, (পা০ ১৪৮৫২) “গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থ-” ইত্যাদিনা পিবত্যাদীনাং প্রযোজ্যকর্তৃ-নিত্যকর্মত্বমিচ্ছন্তীতি ॥

১৯। সুধাসুধারাবস্তমিতি তৎপাণিপতনসংযেহনলস্তাপি সুধাসম্বন্ধিশোভনধারায়ুক্তত্বমল্লীলতাদোষনিবৃত্তার্থং যুক্তমেব। প্রকটীভূয় পৃথক্ প্রচণ্ডমুতিং গুহ্যসাবনলঃ পপে শীতঃ। অপপেশলতা অদকতা; “দক্ষে তু চতুরপেশল-” ইত্যমরঃ। অজ্ঞানলস্তায়ুত্বেন সতি তৎপানেহপ্যনোচিত্যভাবোহপ্যাহুয়াগার্দ্রচিত্তভক্তানাং তদুৎসাহঃ খদমেবেতি ন সাক্ষাৎ ক্রীমুখাঞ্জন পানমিতি। অতএব (ভা০ ১০।১২১২) “পীত্বা মুখেন তান্ কচ্ছাদ্যোগাধাশো ব্যমোচয়ৎ” ইতি মূলপণ্ডেহপি মুখেনেত্যন্তোপায়েনেত্যমর্থো জ্ঞেয়ঃ।—“মুখং নিঃসরণে বক্তে প্রারম্ভোপায়য়োরাপি” ইতি মেদিনী ॥

দ্বিগুণিত হয়ে উঠল। দাবানল ছালা যদি আকাশেও ছরিয়ে পড়ল, মেঘের বারিবর্ষণেও যদি নির্বাণিত হওয়ার মতো থাকলো না তখন অপূর্বমুগমণ্ডলে শোভন কৃষ্ণ তৎকালে উপনতা স্বাভাবিক-ঐশ্বর্যশক্তি-দ্বারা সেই অলজ্জনীয় অনলকে পান করবার ইচ্ছায় অলুচরণকে বললেন—

১৯। ‘ভো ভো সখাগণ! চোখ বন্ধ কর, আনন্দ কর, মোহপাশ কাটিয়ে উঠ।’ কৃষ্ণের কথায় লম্বা কেশকলাপে সুন্দর বালকগণ নয়ন বন্ধ করলে, এবং বিস্ময়াব্বিত হয়ে পড়লে কার্যকুশল শরদেন্দু বদন নীতিবিশারদ ব্রজরাজ-তনয় কোমল কমলকলিকাকার করতলে গণ্ডুষ করে সুধার সুন্দর ধারার মতো অনল পান করতে নিলে তাঁর ঐশ্বর্যশক্তি আবির্ভূত হয়ে স্বয়ং-ই পান করে নিলেন— তাঁর অসামর্থ্যতা কোথাও নাই।

নরসদোখভবদবদবধুং করুণোৎকটাক্ষঃ কটাক্ষমাত্রেনৈব যো হরতি, তস্য কিমিদং চিত্রং যদিমং ক্ষুদ্র-
দবং দবং সকলসৌভগবত্যা ভগবত্যা নিজশক্তিদেব্যা শময়াঞ্চক্রে, শময়াঞ্চক্রে চ তস্য নিজগোকুল-
গোকুলমিতি ॥

২১ । নাপীদং চিত্রং যদখণ্ডে মহসি মহসিদ্ধিকারিণি বকারিণি বহুলপ্রভাবে প্রভাবেশ্মনি খণ্ডমহো
মহো দবদহনাপদেশমপদেশভাবমিহ বিহতমিত্যত্র ন কোবিদঃ কো বিদঃ সারশ্রমভিনয়তি । অতো
যৈঃ কৃতং নমোহিঘারয়ে ন মোঘা রয়েণ কালস্য তেষাং জনির্ভবতীতি ॥

২২ । তদা স্বঃ-সদাং সদান্দোলদানন্দনন্দদাঅনামভিতোহভিতঃ প্রণামাঞ্জলয়ো জলযোনিযোনি-

২০ । অত্রো হি ঘনরসদো মেঘো রসদোহেন জলপূরেণ দাবশ্য বনশ্চ তনুনপাদবহিস্তমন্তং নাশং নয়তি । ‘তনুন-
পাং’ ইতি শব্দস্তম্ ; ‘জলনো জাতবেদান্তনুনপাং’ ইত্যমরঃ । নরাণাং সদোখশ্চ সর্বদোদ্রবতো ভবদবশ্চ সংসারায়-
র্দবধুং তাপং হরতি নাশয়তি । ক্ষুদ্রো দব উপতাপো যস্মান্তং দবং বনবহিং শময়াঞ্চক্রে নাশয়ামাস । ততশ্চ তস্য শ্রীকৃষ্ণশ্চ
নিজগোকুলশ্চ স্বব্রজশ্চ গোকুলং গোসমূহঃ শং কলাগময়াঞ্চক্রে প্রাপ ; ‘অয় গর্তো’, (শাং ৩।১।৩৭) ‘দয়ায়াশ্চ’ ইতি
আম্ ॥

২১ । ঐশ্বর্যশক্তিপ্রাকট্যমপি লোকদৃষ্ট্যৈব লীলাসৌন্দর্যার্থমেব । তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু তদপি পিষ্টপেষায়িতমেবেত্যাহ—
নাপীতি । ইদমপি ন চিত্রম্ । কিং তৎ ? যদ্যস্মাদখণ্ডে পরিপূর্ণমহসি, তেজসীতি পরিপূর্ণব্রহ্মত্বং মহসিদ্ধিকারিণি
বকারিণীতি তত্রাপি সবিশেষত্বেন মধুরলীলাতয়ত্বম্ । বহুলপ্রভাব ইতি তথাপানাজ্জাদিতমেব ভগবত্বং ব্যঞ্জিতম্ ।
তদেবং প্রভাণং বৈষ্ণবমতে উক্তানাং ব্রহ্মবাদীনাং তেজসামপি বৈশ্বগুণধিকরণরূপে তস্মিন্ । অহো আশ্চর্যম্ ! দব-
দহনচ্ছলং খণ্ডং মহঃ প্রাকৃতমেব তেজো বিহতং নষ্টম্ । তং কীদৃশম্ ? অপদে স্বাশ্রয়ভিন্নে এব বিষয়ে দৈশ্ভাব
ঐশ্বর্যং যশ্চ, ন তু সাক্ষাত্তস্মিন্নেবেতি সামান্ততেজঃকণ্ঠাত্তদাহকণ্ঠাপি মহাপরিপূর্ণে লয়দর্শনাং ; (গীং ১৫।১২) “যচ্ছন্দসি

২০ । সাধারণ আকাশের মেঘই-তো বারিবর্ষণে সদা অহো, বনের বহু নিভিয়ে দেয়, আর
ইনি এক করুণাপূর্ণ সিদ্ধ নয়ন, প্রেমামৃত রসদাতা—যাঁর কটাক্ষমাত্রে ভবমহাদাবাগ্নিতাপ নির্ধাপিত
হয়ে যায় । এর পক্ষে এ আর কি আশ্চর্য, যে এই ক্ষুদ্র দাবানল সকলসৌভাগ্যবতী ভগবতী নিজশক্তি-
দেবীর দ্বারা প্রশমিত হ’ল, আর রক্ষিত হ’ল তাঁর ব্রজের গোসমূহ ।

২১ । (ঐশ্বর্যশক্তির এই যে প্রকাশ এও তো লোকদৃষ্টিতেই লীলাসৌন্দর্যার্থে হয়ে থাকে—
তত্ত্বদৃষ্টিতে তো এ-ও পিষ্টপেষণেরই সমান—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

এ কিছু আশ্চর্য নয়,—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ডতেজস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম, সূর্যচন্দ্রঅগ্নি প্রভৃতি সকল
তেজের সিদ্ধিকর্তা—এরূপ হয়েও তিনি বকারি, সবিশেষভাবে মধুর লীলায় লীলায়িত, এর মধ্যেও
কখনও আবার তাঁর এই মাধুর্যের আচ্ছাদন খুলে দিলে ঐশ্বর্যশক্তির প্রকাশ হয় । এইরূপ সকল তেজের
এমনকি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা-স্থান শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্বাশ্রয় কৃষ্ণ ভিন্ন অতাবিসয়ে মাত্র ঐশ্বর্য-প্রকাশে
সমর্থ ক্ষুদ্র এক তেজ দাবাগ্নিচ্ছলে এসে অহো, বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে গেল । এইরূপ পূর্ণ ঐশ্বর্যমাধুর্যমূর্তি
শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি-না নিজ বুদ্ধির সরসতা খেলিয়ে বেড়ায় ।

প্রভৃतीনাং নন্দনকুসুমাজ্জলিভিরলিভিবলম্ব্যমানৈদিব: কজ্জলাশ্ৰজলাশ্ৰতিপটলৈরিব নিপতিস্তি অ ॥

২৩। তদৈব দৈবতবৃন্দবন্দনমমুমোদয়তা মোদয়তা চ তেনৈব সগোপগো-পরঃশতবর্গং সুছায়াচ্ছা-
য়াতশৈত্যপ্তে ভাণ্ডীরতরুতলেহলক্ষিতমাত্মযোগেন সঙ্গময্য ‘ময্যতো বয়ন্ত্য। বিকিরত সম্প্রতি প্রতি-
পন্নার্থা দৃষ্টীঃ’ ইতি নিগদিতা দিতাক্ষিমুদ্রা মুদ্রামণীয়কেন ‘অহো! কিময়মস্মাকমুন্মাদঃ স্বপ্নো বা,
ক গতো দবানলো ন লোক্যতে লক্ষণমপ্যস্ত কিমপি, ক বা সাহটবী, গাবো বয়মপি ভাণ্ডীরমূল এব
অঃ’ ইত্যতিবিস্মিতাস্তে বিদধিরে ॥

২৪। অথ সা নৈচিকীবিততি: প্রমদবিলসংকাননা কাননানলে প্রশান্তে শান্তেন মনসা সম্মদমদ-

যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি যামকম্” ইতি প্রাকৃততত্তেজসাগপ্যাশ্রয়ব্রহ্মসংবৎ। ইতি হেতোঃ, অত্র শ্রীকৃষ্ণে কঃ কোবিদঃ
কঃ পণ্ডিতো বিদো বুদ্ধে: সারস্বতং সরসতাং নাভিনয়তি, অপি তু সর্ব এব। অতোহবারয়ে শ্রীকৃষ্ণায় যৈরনমস্কারমাত্রং
কৃত্ব, তেষাং কালস্ত রয়েণ বেগেন মোঘা ব্যর্থ্য জনির্জন্ম ন ভবতি, কিন্তু ভগবদিচ্ছ্যৈব ভক্ত্যুপযোগি সার্থকং জন্মৈব
ভবতীত্যর্থঃ ॥

২২। প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রস্তুতয়াহ,—অঃসদাং দেবানাং সর্দেবান্দোলতা সমুল্লসতানন্দেন নন্দন্ত: সমুদ্রিমন্ত
আত্মানো যেষাং তেষাং নন্দনকুসুমাজ্জলিভি: সহ প্রণামাজ্জলয়ো নিপতিস্তি অ—শ্রীকৃষ্ণং প্রতীত্যর্থ:। কীদৃশৈ: ? সৌরভ-
বশাদলিভিবলম্ব্যমানৈরাসজ্যমানৈরলিভিরপি। কৈরিব ? দিব: স্বর্গাং কজ্জলসহিতানামানন্দাশ্ৰজলানামাশ্রুতি: সম্যক্
ক্ষরণং তন্ত পটলৈ: সমূহৈরিব ॥

২৩। সগোপানাং গোপসহিতানাং গবাং পরঃশতং শতাব্দিকসংখ্যাং বর্গং সমূহং মোদয়তানন্দয়তা; “পরঃ
শতাভাস্তে যেষাং পরা সংখ্যা শতাব্দিকাং” ইত্যমর:। ক? সুছায়াচ্ছং নির্মলকাগতশৈত্যপ্তঞ্চ তস্মিন্। অলক্ষিতং
তেষাং করচরণাদিব্যাপারং বিনৈব সংগময্য প্রাপয্য বুদ্ধরামণীয়কেনানন্দন্ত বিন্ময়ময়তয়া রমণীয়তেন ॥

২২। (প্রসঙ্গান্তর কথার শেষে প্রস্তুত বিষয়ে বলা হচ্ছে—)

সেই সময়ে সমুল্লসিত আনন্দে সমুদ্রিমান্ মনা ব্রহ্মাদিদেববৃন্দের প্রণামাজ্জলি ভ্রমর-মিলিত
নন্দনকুসুমাজ্জলির সহিত একত্র স্বর্গ থেকে চতুর্দিকে পড়তে লাগল—এই নন্দনকুসুমাজ্জলি দেখাচ্ছিল
কজ্জল মিশ্রিত আনন্দাশ্রুজলের অজস্র বিন্দুসমূহের মতো।

২৩। সেই সময়ে দেববৃন্দের বন্দনা অনুমোদন করতে করতে, তাঁদের আনন্দিত করতে করতে
নির্মল সুন্দর ছায়ায় শীতল ভাণ্ডীরতলে অলক্ষিতভাবে আত্মযোগে গোপবালক ও শতাব্দিক গোযুথকে
একত্রিত করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—‘তোমাদের দৃষ্টি নিমীলনের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হয়েছে, এবার চোখ মেলে
আমার দিকে তাকাও। একরূপ বললে চোখ মেলে চেয়ে আনন্দরম্য বালকগণ বলল—‘অহো এ কি
আমাদের উন্মাদদশা, কি স্বপ্ন—দাবনল কোথায় গেল—তাঁর চিহ্নও তো দেখা যাচ্ছে না—কোথায়
বা সেই বন—গোগণ ও আমরা সকলেই তো ভাণ্ডীরমূলে রয়েছি দেখছি! একপে তারা অত্যন্ত
বিস্মিত হ’ল।

২৪। অতঃপর আনন্দোজ্জ্বল শিরমুখী সেই শ্রেষ্ঠ গোসমূহ দাবানল প্রশমিত হলে শান্ত মনে

সম্প্রদায়ানাশ্রয়িতবিলোচনৈর্লোচনৈঃ পিবন্তীব স্প্রণীতপ্রণয়রসনাভিরপি রসনাভিরপি লিহন্তীব
প্রমোদভরবিকসনাসিকান্ভির্নাসিকান্ভিজ্জিহ্বন্তীব পরমপ্রেমাস্পদং পদং গোপেন্দ্রতনয়ং কৃতনয়ং কৃপাময়-
মভিতোহভিসর্পতি স্ম । তদনু করুণাকোমলেনামলেনারুণেন করতলেনাঙ্গমভিপরাশ্রয়শ্লৈক্যমেব বলতি
প্রণয়সৌরভে সৌরভেয়ীরভিশ্রীণয়ামাস ॥

২৫ । অথ নিদাঘধামনি ধামনিবহো নিখিলজনতাপদো জনতাপদোষ ইব য আসীৎ, তমবহার্য্য
হার্য্যলুফ্ণভাবং গতে ভাবজ্বতেরিতদর্শনীয়ত্বে খচরমচরমগিরিকন্দরাদরাবরোরোহদাকাঙ্ক্ষা সতি,
শীতলীভূতভূতলে প্রবলদাহজ্বরসংজ্বরসংত্যাগসুস্পর্শে জনশরীর ইব বিগতমহোদগ্নি। বিমলকমলেষু
কমলেষু কমলাকরাণাম্, কমলাকরাণাং সততাবগাহ-সরসৈর্সরসৈকনিপুণ-শিরীষনিবিদীষ-বিচ্যোত-
ন্যকরন্দধুবৈর্গন্ধবৈর্গন্ধসমস্ক্রিতপুস্পক্লেয়ৈরভিতঃ সেব্যমানে দিবসাবসানে কলিতকলমুরলীধ্বনিঃ ধ্বনি-
রতদৃষ্টীর্গৃহীর্গৃহাভিমুখীঃ কারয়িশ্চন্ সহবলোহবলোক্য নিদাঘদিবসপরিণামরামণীয়কতাং সহ সহচরৈঃ

২৪ । প্রমদেন বিলসং কং শির আননং চ যশ্চাঃ সা ; সম্ভদমদেনানন্দমত্ততয়া সম্প্রদায়ানৈরশ্রয়িতমিত্যাদ্রীভূতং
বিলোচনং দৃষ্টির্ষেযাং তৈঃ ; স্পষ্টু প্রণীতঃ প্রণয়রসস্ত নাভিমুখ্যো যয়া সাপি ; “নাভিমুখ্যে নৃপে চক্রমধ্যাক্ত্রিয়য়োঃ
পুমান্” ইতি মেদিনী ; প্রমোদভরাণাং বিকসনস্ত প্রকাশস্ত আসিকা স্থিতিশাস্ত্র ভাষিঃ । একৈকঃ স্তমভিভূশন্ মুজন্
বলতি প্রবলে প্রণয়সৌরভে প্রেমবিকাশে ॥

২৫ । নিদাঘধামনি সূর্ষে খেচরভীতি খচরী মা শোভা যশ্চ স চাসৌ চরমগিরিশ্চেতি তস্ত কন্দরায়াং দরাবরোরোহে
ঈষদ্বস্তুরণে রোহন্তী উদ্ভবন্তী আকাঙ্ক্ষা যশ্চ তথাভূতে সতি ; উল্লসিতেন মনসা শ্রীকমলনয়নো যদি বিশিনতো
বহিরাঙ্গগাম, তদা ভ্রমরাবলিঃ কিয়দদূরমল্লবত্রাজেত্যবয়ঃ । নিদাঘধামনি কীদৃশে ? ধামনিবহো ঘর্মসমূহো নিখিলজনানাং
তাপপ্রদো জনতয়া জনসমূহস্তাপদোষো বিপদেগ ইব য আসীৎ, মধ্যাহ্নাদাবভবং, তমবহার্য্য তাক্তবা । হারি
শোভনম্ ; অলুফ্ণভং গতে, অতএব ভা দীপ্তিস্তীব্রতেজ ইতি যাবৎ, তস্তা বজ্রতা গমনম্, গত্যাং বগেঃ কর্তরি পচাস্ত-
জস্তাদভাবপ্রত্যয়ে রূপম্, তয়েরিতং দর্শনীয়ত্বং দর্শনার্হৎ যশ্চ তস্মিন্ ; অশীতলং শীতলং সম্প্রয়মিতি শীতলীভূতং

পরমপ্রেমাস্পদচরণ নীতিপরায়ণ কৃপাময় গোপেন্দ্রতনয়ের নিকট এসে উপস্থিত হ'ল—আনন্দ-মত্ততয়া
বিগলিত অশ্রুতে সিক্ত নয়নদ্বারে যেন তাঁকে পান করতে করতে, মুখ্যপ্রণয়রস প্রাপ্ত হয়েও জিহ্বাদ্বারা
যেন লেহন করতে করতে, প্রমোদভর প্রকাশের স্থিতিস্থান নাসিকাদ্বারা যেন আশ্রয় নিতে নিতে ।
করুণাকোমল-অমল-অরুণ করতলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রত্যেকের গা হাতিয়ে মুছে দিতে দিতে উচ্ছলিত
প্রেমসুরভিতে ভরিয়ে দিয়ে সর্বতোভাবে পরিতুষ্ট করে তুললেন ।

উত্তরগোষ্ঠপথে চন্দ্রশালিকা-আরুঢ়া গোপীসহ চোখে চোখে মিলন :

২৫ । অতঃপর সূর্যদেব জনগণের বিপত্তিবেগের মতো প্রথর নিখিলজন-তাপন উষতা ত্যাগ
করে শোভন অলুফ্ণভাব ধারণ করলে, তীব্রতেজের অপগমে প্রশংসনীয় রূপে দর্শনীয় হলে, আকাশের
রমণীয় অন্তর্গিরির গুহায় ঈষৎ অবতরণের জন্ত আকাঙ্ক্ষাশ্রিত হলে, প্রবল দাহনজ্বরের সন্তাপ সম্যক্ ত্যাগে
সুখস্পর্শ দেহের মতো মহাখরতাপের অপগমে শীতলীভূত ভূতল সুখস্পর্শ হলে—সূর্যতাপ অপগমে

সলীলসলিলাবগাহ-দ্রববগাহ-মুখীকঃ শ্রীকমলনয়নো নয়নোৎসবীভবিশ্যন্ ব্রজভুবামহুকুলেনামহুকুলেনা-
মলজলাশয়ানাং পবমানেন পবমানেন তদঙ্গসঙ্গতঃ পুরঃপুরঃ-সারিতৈর্গোখুরেণুভিরণুভিরভিমুশমানাং
শুকাস্তকাস্তকুন্তল-চূর্ণকুন্তল-চূর্ণধবলোক্ষীষো বনতরু-বীৰুধামনিশনববয়সাং বয়সাং তদবলোকমৃগাণাং
মৃগাণাং চ ভবদ্বিরহঃখন-হঃখন-মিতহৃদাং কাকু-কলকলকুলাকুলায়মানমানসস্তদাশ্বাসনাদেন নাদেন মুরল্যাঃ
সরসয়ন্নমুনমুচমনসো মনসোল্লসিতেন যদি বিপিনতো বহিরাজগাম, তদা বিপিনপিনদ্ধনীলমণিমালা-

তস্মিন্ ভূতলে বিগতমহোশ্মি সতি। কস্মিন্নিব ? প্রবলদাহজ্বরস্ত সংজরঃ সম্ভাপ্তস্ত সম্যক্ ত্যাগে সতি হৃষ্পর্শে
সুখস্পর্শে জনশরীরে ইব। কমলাকরাণাং সরসাং কমলেষু জলেষু বিগলকমলেষু নির্মলপদ্মেসু সংস্থ। অতিভীত্বস্ব-
ভেজোভিঃ পদ্মানামপি দলদলানতাক্রপন্ত জাতস্ত মলম্পাপগমাং ; “সলিলং কমলং জলম্”, “সহস্রপত্রং কমলম্” ইতি
চামরঃ। ততশ্চ দিবাবসানে গন্ধর্বহৈঃ পর্বতৈঃ সেবামানে সতি। কথঙ্কৃতৈঃ ? সত্ত্বিঃ। কমলাকরাণাং সরসাং কমলেষু
সততাবগাহেন, সরসৈরিতি শৈত্যমুক্তম্। অত্র কমলাকরাণাং কমলাকরাণামিত্যস্বয়ভেদাঙ্গ পৌনরুক্ত্যম্। অতঃ কথ-
ক্লিষ্টাত্মপ্রাস এব, ন তু যমকর্মকার্থাদেব। হসরসো হাস্তরসঃ প্রফুল্লতা তদেকনিপুণানাং শিরীষাণাং নিবিরীষং
নিবিড়ং যথা স্তাস্থথা চ্যোততাং মকরন্দানাং ধূবহৈর্ভারবাহিভিরিতি সৌগন্ধ্যম্, ভারবহন-শ্রমাদেব গতিশৈথ্র্যাসম্ভবা-
ন্যান্দ্যমপি গম্যমেব। পুষ্পক্ষয়া ভ্রমরাঃ ; গৃষ্টীর্ধেনুঃ, সলীলং যথা স্তাস্থথা সলিলাবগাহনেন হেতুনা দ্রববগাহা সম্যক্
গ্রহণাশকা শোভনা শ্রীঃ শোভা যন্ত সঃ ; ব্রজভুবাং ব্রজবাসিনাম্ ; গবাং খুরেণুভিরণুভিরল্লমাত্রৈরোবাভিমুশমানানি
স্পৃশমানান্নঃশুকাস্তাদীনি যন্ত সঃ, অংশুকাস্তো বস্ত্রান্তঃ ; কান্তকুন্তলা গ্রীবাসীন্নি দৃশ্যমানা উক্ষীষচ্যুতা কমলীযকেশাঃ ;
চূর্ণকুন্তলা অলকাঃ ; চূর্ণবৎ স্বেতমুক্ষীষং শিরোবেষ্টনং বস্ত্রম্ ; যতঃ পবমানেন বায়ুনা পুরঃ পুরোহগ্রে অগ্রে সারিতৈর্নিঃ-
সারিতৈর্দ্রবীকৃতৈঃ পৃষ্ঠং প্রত্যেব সম্পূর্ণ নীতৈরিতি যাবৎ। পবমানেনাপি কথঙ্কৃতেন ? অহুকুলেনাভিমুখেন। নির্মলানাং
জলাশয়ানাম্, অমৃগতং কুলং যেন তেন, শীতলেনেত্যর্থঃ। তস্ত শ্রীকৃষ্ণস্তাঙ্গসঙ্গতো হেতোঃ পবমানেন দেশান্তরমপি
স্পর্শেন পবিত্রীকৃতেনেত্যর্থঃ। যদা, পবঃ পবিত্রীকরণং তত্র মানো যন্ত তেন, অনিশনববয়সাং নিত্যনবযৌবনানাং
বয়সাং পক্ষিণাং, তস্তাবলোকং মৃগ্যন্ত্যস্বেষয়ন্তীতি তেষাম্, ইন্সপধত্বাং ক-প্রত্যয়ঃ। সর্বেষামপি কীদৃশানাম্ ? ভবতন্তদেব
জায়মানাদবিরহাং হেতোর্ধ্বং হঃখনং হৃভিদং হঃখং তেন ন মিতহৃদাং শীর্ণমনসাং তেষাম্, কাকো শোকবিকারেণ কল-

সরোবর-সলিলে কমল নির্মল হয়ে দেখা দিলে—দিবসাবসানে সরসী-সলিলে সতত অবগাহনে শীতল,
ও বিকসিত হয়ে উঠতে অনন্ত দক্ষ শিরীষের অঝোরে ক্ষরিত মকরন্দের গন্ধে সুগন্ধিত পবন ভ্রমরকে
অন্ধ করতে করতে কৃষ্ণসেবায় বিভোর হলে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ মুরলীতে মৃদুমধুর ধ্বনি করে নন্দগ্রামের
পথে বদ্ধদৃষ্টি খেজুগণকে সখাগণের দ্বারা গৃহাভিমুখী করালেন। নিদাঘ-দিবসাস্তের রমণীয়তা
অবলোকনের উদ্দীপনায় বলদেব এবং সকল সহচরগণের সহিত লীলাবিলাসাবগাহন হেতু দ্রববগাহ
রম্যা কান্তিতে উদ্ভাসিত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিদের নয়নানন্দকর হলেন। কৃষ্ণাভিমুখে অমল জলাশয়ের কূলে
কূলে প্রবাহিত হওয়াতে শীতল, কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ হেতু পবিত্র বায়ুদ্বারা সন্মুখের দিকে সকলের পৃষ্ঠদেশে
উড়িয়ে নেওয়া গোখুর-ধূলিজালে ধূসরিত বস্ত্রাঞ্চল, গ্রীবার সীমানায় দৃশ্যমান উক্ষীষচ্যুত কমলীয়
কেশে, চূর্ণালকে, ও চূর্ণের মতো শুভ্র উক্ষীষে মনোহর কৃষ্ণ হৃর্ভেত্ত ভাবীবিরহঃখে শীর্ণমণা অমৃদ

মালাভ্রমরা ভ্রমরাবলিরাহুকূল্যসমীরণেন সমীরণেন ধূয়মানেন পুষ্পরে পুষ্পরেক্ষণসৌরভে রভসেনাঙ্কেব
কিয়দদূরমমুবব্রাজ ॥

২৬ । অথ পুরঃ পুরঃ-পদবী দবীয়সীতি দ্রুততরং ততরংহসা চলতি ভবনবিষয়কুতুহলিনি হলিনি
সহজপ্রমদমদমম্বরগামিতয়া মিতয়া পদবিহারলীলয়াহভিসরণমারভমাণো রভমাণো বিবিধসৌভগশ্রিয়-
মুদারমাধুর্যো রমাধুর্যো মদকলকলভ ইব ব্রজরাজকুমারঃ কুমারয়ন্নেব কিয়দন্তুরিতোহন্তুরিতোহনুরাগং
প্রিয়সহচরৈর্দর্শ্যমানঃ পুরবলভীর্বলভীহাসনিঃসঙ্কোচং বিলোকয়ামাস ॥

২৭ । তাসু সমাক্রান্তানাং ক্রান্তানাং প্রণয়ধুরয়া মধুরয়া মদিরাক্ষীণাং বদনমণ্ডলৈঃ পূর্ণচন্দ্রপরম্পরা-

কলঃ কোলাহলন্তস্ত কুলেন সম্বেহনাকুলায়মানং কৃপাবিহ্বলং মানসং যন্ত সঃ । ততন্তেষামাশ্বাসনাং দদাতীতি তেন মুরল্যা
নাদেনামুন সরসয়নু আনন্দয়নু । নহু তিরশ্যাং মৃচ্যোনীনাং তেষাং তদ্বিরহ-সংযোগজ্ঞত-হঃখস্থখবিবেকঃ কথং সম্ভবেৎ ?
তত্রাহ—অমৃচমনসঃ, বন্দাবনীয়ত্বাদিতি ভাবঃ । বিপিনেন শিনদ্ধা মণ্ডনঞ্জন গুভা নীলমণীনাং মালাভিঃ সমূর্ধৈষা মালা
তস্তা ভ্রমং সৈবেষমিতি বুদ্ধিং রাতী দদাতীতি সাঃ আহুকূল্যস্তাহুকূল্যতয়াঃ সমীরণেন সম্যক প্রেরকেন সমীরণেন
বায়ুনা ধূয়মানেন খণ্ড্যমানেন । নহেবং চেৎ কথমত্যাগকেন তমুবব্রাজ ? তত্রাহ—পুষ্পরেক্ষণস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত সৌরভেইঙ্গ-
গন্ধে পুষ্পলে মহতি বিষয়ে রভসেন হর্ষণেক্ষা ইব ॥

২৬ । পুরোহত্রে ; পুরঃ পদবী পুর্যা মার্গঃ ; দবীয়সী দূরতরেতি হেতোঃ, দ্রুততরং যথা স্তান্তথা ততরংহসা
বিস্তৃতবেগেন চলতি । কৃতঃ ? ভবনবিষয় এব কুতুহলযুক্তে হলিনি সতি ; বিবিধসৌভগসম্পত্তিঃ রভমাণো লভমানঃ,
রলয়োরৈক্যাৎ । মদকলো মন্তঃ কলভঃ করিশাবক ইব রমাধুর্যঃ সম্প্রতিভারয়ান । কুমারয়ন্নেব খেলয়ন্নেব কিয়দন্তুরিতঃ
কিয়মাত্রং ব্যবহিতঃ সন্তুরাগং প্রেমগম্, অন্তুরিতোহন্তঃকরণে প্রাপ্তঃ ; ‘ইন্ গতো’ ইত্যন্ত নিষ্ঠান্তরূপম্ ; পুরাণাং
বলভীশ্চন্দ্রশালিকাঃ ; “চন্দ্রশালা চ বলভী স্তাতাং প্রাসাদমূর্ধনি” ইতি শ্রীধরঃ ; বলান্নিজাগ্রজাদ্ভিরো হ্রাসেন হেতুনা
নিঃসঙ্কোচং যথা সান্তথা ; এতদভিপ্রোক্তব্যে তেন প্রথমত এব তৎসঙ্গতো বিদ্যুতমিতি ॥

বনগুণ্ডলতাদির, নিত্যনব যৌবনসম্পন্ন পক্ষীকুলের, ও কৃষ্ণদর্শন-সন্ধানপরায়ণ যুগসকলের শোকবিকার-
জনিত কলকল রবে কৃপাবিহ্বলমনা হয়ে আশ্বাসি মুরলীনাতে ওদের সকলকে আনন্দ দান করলেন ।
এইরূপে উল্লসিত মনে শ্রীকৃষ্ণ যদি বন্দাবনের প্রান্তে এসে গেলেন তখন বন্দাবনের গলে পরিক্রিত
নীলমণি মালার ভ্রম-উৎপাদনকারী ভ্রমরাবলি অমুকূলতায় প্রবাহিত প্রবল বায়ুদ্বারা ছিন্নমান হয়েও
কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের সৌরভে যেন অন্ধ হয়ে কিছুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করে চলল ।

২৬ । ঐ সম্মুখে পুরীর পথ অতিদূর—তাই অতঃপর ঘরে ফেরার জন্য উৎসুক হলধর যাতে
ভাড়াভাড়া পৌছা যায় সেই ভাবে দ্রুত পা-চালিয়ে চলতে লাগলে মন্ত করিশাবকের মতো বিবিধ
সৌভাগ্যলক্ষ্মীযুক্ত, উদার মাধুর্যে মনোহর, শোভাসম্পত্তিভারে দীপ্ত ব্রজরাজকুমার উত্তরগোষ্ঠের পথে
সহজ আনন্দমত্ততায় মম্বরগামী হয়ে মন্দ মন্দ পদচালন-লীলায় চলতে আরম্ভ করলেন—হলধরের থেকে
কিছুটা ব্যবধানে, অন্তঃকরণে সজ্ঞাত অনুরাগভরে, নিজ অগ্রজের ভয়হ্রাসে নিঃসঙ্কোচে পুরচন্দ্রশালিকার
দিকে নয়ন মেলে ।

পরাচিতৈব সমজনি গগনবীথী, নয়নৈরপি নীলরাজীবরাজীবহুলেব দিক্‌সরসী, বপুক্ষলাভিঃ পুক্ষলাভির্বি-
তড়িৎস্তড়িৎদিব নভোমণ্ডলম্, মণিভূষণমরীচি-বীচি-বীথিভিরপি নিরভ্রাখণ্ডলাখণ্ডলালিত্যধনুর্বাজিরাজিত-
মিব ব্যোম, ক্রতরঙ্গৈরপি নভঃস্মিতকুসুমবীরুধারুধামলিনামাভয়া মলিনা মাহভয়ানামপি দিগবলানাম্
কিং বহুনা ? লাবণ্যামৃতরসবাহিত্রো বাহিত্রোহভবন্ প্রণাল্যশ্চ ॥

২৮ । এবং সমুৎকণ্ঠাসমুৎকণ্ঠাস্তা অপি সুকণ্ঠ্যঃ কণ্ঠ্যমপি ন কুর্বন্তি যং তমমুরাগরসং গরসম্নিভমিব
হৃদি বহন্ত্যো দিবসমতিবাহ্য বাহুবৃদ্ধিরহিতাঃ স্থিতাঃ ॥

২৯ । দিবসাবসানমালোক্য কৃষ্ণদিদৃক্ষ্যাহক্ষয়াশাপাশাপাদিতজীবনবক্ষা নবং ধাম মেঘমেচকং

২৭ । তাসু বলভীষু; প্রণয়ধুরয়া প্রেমভারৈর্গেব রূঢ়ানং প্রসিদ্ধানাম্; “রুঢ়ং জাতেহতিপ্রসিদ্ধে চ” ইতি মেদিনী;
পূর্ণচন্দ্রাণাং পরম্পরাভিঃ পরাচিতা সর্বতো ব্যাপ্তা । রাজীবরাজী কলশ্রেনী; বপুশাং কলাভিরংশৈরবধবৈরিত্যর্থঃ;
পুক্ষলাভিঃ শ্রেষ্ঠাভির্গিত্তস্তড়িৎতান মেঘো যত্র তগ্নির্মেঘমিত্যর্থঃ, তথাপি তড়িৎ বিদ্যাদ্যুক্তম্; নিরভ্রাণি নির্মেঘানি
যাথাখণ্ডলশ্রেষ্ঠাখণ্ডলালিত্যানি পূর্ণমাধুর্যাণি ধনুর্বি তেষাং রাজিভিঃ শ্রেণীভী রাজিতং দীপ্তম্; নভসি নিঃসৃতং তাসাং
স্মিতমেব কুসুমবীরুধা; হলস্তাদভাঙুরিমতে চাপ্; তাং রুদ্ধস্তীতি তথা তেষামলিনামাভয়া কান্ত্যা দিগবলানাং দিক্-
সুন্দরীণামপি না শোভা মলিনা সমজনীতি পূর্বেণৈব সম্বন্ধঃ । অলিনাং কীদৃশানাম্? অভয়ানাং ভ্রমণে নিঃসঙ্কোচানাং;
বাহিত্রো নন্তঃ ॥

২৮ । তদানীন্তনস্ত তাসাং তাদৃশভাবস্তোচিত্যমেব বক্তুং তৎপূর্বকালবর্তিনীং দুঃখদশাং তাসামাহ—সম্যগুৎ-
কণ্ঠতয়ৈব সমুৎ আশামাত্রহেতুকানন্দজবাঙ্গারোধাং সহর্ষঃ কণ্ঠো যাসাং তাঃ; তং প্রসিদ্ধমমুরাগরসং গরসম্নিভং বিব-
তুলাং হৃদয়েহপি বহন্ত্যো যং গরং কণ্ঠ্যং কণ্ঠ্যমপি ন কুর্বন্তি, সামান্ততো জনা ইত্যর্থঃ । কেবলং রুদ্ৰ এব যোগেশ্বরঃ
কণ্ঠ্যং করোতীতি ভাবঃ ॥

২৭ । (চলতে চলতে দেখতে পেলেন—) চন্দ্রশালিকা সমারুঢ়া প্রসিদ্ধা মদিরাক্ষীগণের
প্রেম-চলচল মধুর বদনমণ্ডলের দ্বারা আকাশমার্গ হয়ে উঠেছে পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের প্রবাহে সম্পূর্ণ আবৃতের
মতো, নয়নের দ্বারা দিক্‌সরসীর বক্ষ হয়ে উঠেছে নীলকমলচয়ে আচ্ছাদিতের মতো, সুন্দর অবয়বের
দ্বারা নভোমণ্ডল হয়ে উঠেছে তড়িৎচমকে উজ্জলীকৃত নির্মেঘ আকাশের মতো, মণিভূষণদ্ব্যতিমালায়
দ্বারা আকাশ হয়ে উঠেছে পূর্ণমাধুর্যমণ্ডিত ইন্দ্রধনুশ্রেণীতে রমণীয় নির্মল আকাশের মতো, আরও তাঁর
ক্রতরঙ্গাঘাতে আকাশে চ্যুত ঐ ভাববতীদের মুচকি হাসিরূপ কুসুমলতাকে ঘিরে সচ্ছন্দে ভ্রমনরত
ভ্রমরের কান্ধিতে দিক্‌মণ্ডলের শোভা মলিনতা প্রাপ্ত হয়ে উঠেছে । আর অধিক কি বলবার আছে ? ঐ
সব চন্দ্রশালিকার জলনালী হয়ে উঠেছে লাবণ্যামৃত রসবাহী নদীশ্রেণী ।

২৮ । এইরূপে সমুৎকণ্ঠদ্বারা আশাজনিত আনন্দবাপ্প রোধে সহর্ষকণ্ঠী সুকণ্ঠীগণ যে
অনুরাগকে বিবের মতো হৃদয়ে ধারণ করলেও কণ্ঠে করবার মতো সামর্থ্য পাচ্ছিলেন না (কারণ গরল
শিবই কণ্ঠে ধারণ করতে পারে) তা হৃদয়েই বহন করে দিনের সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছিলেন বাহুবৃদ্ধি
রহিত অবস্থায় ।

মেচকং চ কঙ্কনোক্ষীষপার্শ্বে দধানশ্চ তৈশ্চ বদ্রাদ্যদি দদৃশুঃ, তদা নেত্রাজলিভিঃ পপূরিব পুরি বদ্রদৃশস্তস্ত
শস্তস্তন্দি তদ্ধাম দোভ্যাং পরিরেভিরেহভিত ইব রসনাভিরিব লেলিহন্তে স্ম, হন্তে স্ম নিষ্পন্দা গগন-
ভিত্তিচিত্রলেখালেখা ইব বভূবুঃ ॥

৩০ । ততশ্চ কঙ্কলমিব নয়নয়োরিন্দীবরমিব শ্রবসোরিল্পনীলমণিহার ইব বক্ষসঃ কস্তুরিকাহু-
লেপনমিব সর্বাঙ্গস্ত স তাসামভবৎ । অস্মিন্নেব সময়ে প্রিয়নর্মসহচরঃ স হ চরমপাক প্রণয়ঃ সপরিহাস-
হাসকলয়া কিঞ্চিদবাদীৎ ॥

৩১ । ‘প্রিয়বয়স্য ! বয়স্যধিকায়মানে মাহেনেন নয়নেনাদ্বিত্যং কিমবলোক্যতে, যদয়ং ভবানংগুমালী
বনপরিসরে, পুরতোহমুঃ প্রণয়প্রসরাজীবিত্তো রাজীবিত্তো বড়ভীস্থলগততয়া গগনমধ্যস্থা ইব, ভবান-
খিলগুণনিধিঃ কলানিধিঃ কলামাবহত্যধস্তাং পুরত ইয়ং চ কুমুদতী মুদতী ভবত্যাঙ্কিমিতি মহৎ কৌতুকং

২৯ । তৈশ্চ কৃষ্ণতৈশ্চ নবং ধাম স্বরূপং দ্র্যাদ্ যদি দদৃশুঃ । কীদৃশম্ ? মেঘাদপি মেচকং শ্রামলম্ । তস্ত
কীদৃশম্ ? কঙ্কনাপূর্বং মেচকং চন্দ্রকমুক্ষীষপার্শ্বে দধানশ্চোক্ষীষস্ত বামতো বক্রিমুণা মন্তকোষধ্বং এব পার্শ্বং তিষ্ঠতি, তত্রৈব
চন্দ্রকর্ণম্ ॥ যদা, উপরিভাগোহপি পার্শ্ব-শব্দেন কচিচ্ছাতে এব । তদ্ধাম পপূরিব । তস্ত কীদৃশম্ ? পুরি তত্চন্দ্রশালিকা-
বতি নিবাসে বদ্রদৃশঃ প্রবিষ্টদৃষ্টেঃ । ধাম কীদৃশম্ ? শস্তং যথা শ্রাস্তথা ; শব্দতে শ্রবতীতি ধাম্নোহমুততঃ ব্যঞ্জিতম্ ।
লেলিহন্তে স্ম, অতিশয়েন লীঢ়বত্যঃ । হি নিশ্চয়ে, অন্তেহবসানে তু নিষ্পন্দাঃ জাড্যভাবোদয়াৎ । স্মৃতি ত্বর্থে
যমকপুরণার্থম্ ॥

৩০ । চরমপাকঃ পরিণামো যস্ত, স চাসৌ প্রণয়শ্চেতি । তথা তেন পরিহাসেন সহ বর্তমানা যা হাসকলা তয়া ॥

৩১ । অধিকায়মানে বয়সি সতি । অনেন নয়নেন কিমদ্বিত্যং মাহবলোক্যতে ? অপি তু সর্বমেবালোক্যত ইতি ।
অংগুমালী সূর্যঃ, কাস্তিসমূহবাংশ, বনস্ত জলস্ত কাননস্ত চ পরিসরে ; প্রণয়স্ত প্রসরং সমূহম্ আ সমাগ্ জীবয়িতুং

২৯ । দিবসাবসান হ’ল দেখে কৃষ্ণদর্শনেচ্ছারূপ অক্ষয় আশাপাশে বদ্রজীবনা ভাববতীগণ
উক্ষীষপার্শ্বে গৌজা অপূর্ব ময়ূরপুচ্ছে শোভিত মেঘশ্রামল নবনবায়মান তঁার সেই দেহ দূর থেকে যদি
দেখলেন তখন চন্দ্রশালিকায় বদ্রদৃষ্টি মঞ্জল-নিশ্চন্দি ঐ দেহ যেন নেত্রাজলীতে পান, বাজুয়ুগলে
আলিঙ্গন, রসনায় বার বার লেহন করতে লাগলেন—অতঃপর জাড্যভাবের উদয়ে নিষ্পন্দ হয়ে
নভোভিত্তিতে পটে আঁকা ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন ।

৩০ । অতঃপর নয়নের কাজলের মতো, কর্ণের নীলকমলের মতো, বক্ষের ইন্দ্রনীলমণিহারের
মতো, আর সর্বাঙ্গের কস্তুরিকা লেপনের মতো হয়ে গেলেন তিনি তাদের নিকট । এমন সময়ে
পরাকার্ত্তাপ্রাপ্ত প্রণয়ের মূর্তি প্রিয়নর্মসহচর কুমুদাসব সপরিহাস-হাস্তকলয়া এরূপ বললেন—

৩১ । হে প্রিয় বয়স্য ! বেশী দিন বেঁচে থাকলে কত কত অদ্বুতই-না চোখে পড়ে যায়—
এই দেখ-না, তুমি সূর্য রইলে পড়ে জলে, আর সম্মুখে ঐ চন্দ্রশালিকা অধিকার প্রণয়রসপ্রবাহে
সঞ্জীবিতা কমলিনীনিচয় রইল ঐ শূন্যে গগন মধ্যে, অখিল গুণনিধি চন্দ্রমা তুমি রইলে এই ধরার

কৌ তু কং ন রঞ্জয়তি, জয়তি চেদং চমৎকারকারকং কিমপি, বিধিকৃতেহধিকৃতে কিমাশ্চর্যম্' ইতি ছিলেন গোকুলকুলললনামুখ্যাং বার্ষভানবীং পরিচায়য়ামাস ॥

৩২ । তদন্তু তাস্মৈ তস্তাং চাহিতনয়নো নয়নোৎসবকরোহবকরোজ্জ্বিতপ্রণয়কুসুমস্মমহার্শোরভ-
রতসরাগপরাগভাগভাগহুরাণাং তাসামপি হৃদয়ং সুহৃদয়ং শুষ্ঠু নিজহৃদয়েন সদয়েন সন্তো বিনিময়ন্নিব নিবহ-
দনুরাগসুখাপ্রবাহয়া বাহয়ামাস দিনকৃতবিচ্ছেদচ্ছেদকৃদপাঙ্গলক্ষ্মীতরঙ্গ-পরম্পরয়া ॥

৩৩ । অথ— অগ্রে ধূলিভরো গবাং খরখুরক্ষুঃ কমায়ান্ততো
হম্বেতুচ্চগভীরচারুনিলদস্তাসামথো মণ্ডলম্ ।
তস্তান্তে মুরলীরবস্তদন্তু চ প্রেজ্জ্বালি নীলং মহঃ
পশ্চাৎ কৃষ্ণ ইতি ক্রমাদ্রজপুরীপতোয়ারভূদগোচরঃ ॥

শীলং যাসাং তাঃ; যদা, তমাজ্জীপতি জীবিকায়েন তমেব আশ্রয়ন্তীতি তাঃ; রাজীবিতঃ কমলিতঃ। সুধো জলে, পদ্মানি গগনে ইত্যশ্চর্যম্। মুখ্যতানন্দবিকাশবতী; বিধিকৃতে বিধাতৃরচিত্তে; অধিকৃতেহধিকারে, কিমাশ্চর্যম্, তৎকৃত-
নিয়মবৈপরীত্যদর্শনাৎ ॥

৩২ । তাস্মৈ সর্বাস্থ গোপীষু, তস্তাং শ্রীরাধিকার্যাং চ আহিতনয়নোহর্পিতনেত্রঃ, অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ, তাসাং হৃদয়ং নিজহৃদয়েন সহ সদয়েন শোভনশুভাবহবিধিনা বিনিময়ন্নিব পরিবর্তয়িতুমিব; “অয়ঃ শুভাবহো বিধিঃ” ইত্যমরঃ। দিন-
কৃতস্ত বিচ্ছেদস্ত হেদকৃতোহপাঙ্গলক্ষ্মীতরঙ্গপরম্পরয়া প্রথমং তাভিঃ কৃতয়া, সম্প্রতি তাসাং হৃদয়ং পশ্চাৎ স্নেনাপি কৃতয়া
তাঃ প্রতি স্বস্তাপি হৃদয়ং যুগপদেবোভয়তো ধারয়া বাহয়ামাস। তাসামপীত্যপি-শব্দাবিনিময়ম্নিত্যত্যাগয়ামাক্লেপলক্ষ
এবার্হঃ। কীদৃশা? নিতরাং বহননুরাগসুখায়াঃ প্রবাহো যস্তাং তয়া। তাসাং কীদৃশীনাং? অবকরোজ্জ্বিতঃ প্রণয়

মাটিতে পড়ে কলা ধারণ করে, আর ঐ সম্মুখে কুমুদিনী উল্লাসে বিকসিত হয়ে রইল উর্দ্ধে—এ-মহা-
কৌতুক পৃথিবীতে কাকে-না রঞ্জিত করে। এই অনির্বচনীয় কোনও চমৎকারকারক দৃশ্য সর্বেশ্বকর্ষের
সহিত বিরাজিত থাকুক—বিধি রচিত এ-সংসারে অহো এ কি আশ্চর্য—এই বলে অতঃপর ছলে
গোকুলকুলললনামুখ্যা বার্ষভানবীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

৩২ । এরপর সর্বগোপীতে বিশেষ করে শ্রীরাধাতে অর্পিত-নয়ন প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ নয়নোৎসবকর
উপাধি রহিত প্রণয়কুসুমের রমণীয় মহার্শোরভের বেগে, ও চরমকার্ত্তাপ্রাপ্ত অনুরাগে আপ্লুত হৃদয়া
গোপীদের হৃদয় নিজ হৃদয়ের সহিত যেন শোভন শুভাবহ বিধিতে সত্ত্ব শুষ্ঠুভাবে বিনিময় করে নেওয়ার
জন্তু উভয় পক্ষের হৃদয়কে নিয়ত চিন্তাগত অনুরাগ সুখার ধারালালী, দিবসের বিচ্ছেদ-ছেদক অপাঙ্গ-
শোভাতরঙ্গ-পরম্পরায় (অর্থাৎ প্রথমে তাঁদের নিক্ষেপিত অপাঙ্গ ও সম্প্রতি তাঁদের হৃদয়, পরে নিজের
নিক্ষেপিত অপাঙ্গ ও হৃদয় যুগপৎ উভয়ের প্রতি) প্রবাহিত করালেন গোপীবন্ধু।

মা যশোদার পুত্র লালন :

৩৩ । (‘অথ’—রসান্তর বর্ণনা আরম্ভার্থে ‘অথ’ শব্দের প্রয়োগ এখানে)

অতঃপর প্রথমে গোগণের তীক্ষ্ণক্ষুরক্ষুঃ ধূলিজাল, তৎপর ওদের হাঙ্গা হাঙ্গা উচ্চ গভীর ডাক,

৩৪ । অপি চ,— ধেনুনাথ বৎসবৎসলতয়া জাতভ্রাম্যুধসা-

মাহারস্ত চ গৌরবাল্লঘুতরামাবিত্রতীনাং গতিম্ ।

শ্রীকৃষ্ণস্ত বিলাসবেণুনির্দৈরামোদঘূর্ণদৃশাং

হৃষেতিশ্রুতিরম্যগদগদগিরাং শ্রেণী ব্রজং প্রাবিশং ॥

৩৫ । এবং শ্রীবনমালিনো গোষু গোষু চ কিরণমালিনোহপি চরণসঞ্চরণ-সম্পাদিত-ধরণিপবনাসু নিজনিলয়ং গতাসু তাসু শ্রীকৃষ্ণেক্ষণক্ষণজনিতকৌতুকেন কেনচিদধো কৃষ্ণসহচর-জননীজন-নীরাজ্যমান-সঙ্গো ব্রজরাজবনিতা জবনিতান্তুসঙ্করচরণবিহারো গোহবনবনবিহারোগোচরং গোচরীকৃত্য কৃত্যনভিজ্জৈব তমাশ্রজমাশ্রজনবৎসলমালিঙ্গ্য ললিতগোপুরং পুরং প্রবেশয়ামাস ॥

উপাধিরহিতং সখ্যাং তদেব কুস্থমং তন্তু স্তমহাসৌরভস্ত রভসো বেগশ্চ রাগপরাভাগোহুত্তরাগপরমোৎকর্ষশ্চ তৌ ভজতে-
ইত্তরং যাসাং তাসাম্ ; যতোহয়ং স্তম্ভদ্বজ্জুঃ ; বজ্জ্বলোচিতমেব হৃদয়পরিবর্তনমিতি ভাবঃ ॥

৩৬ । অথ-শঙ্কো রসান্তরবর্ণনারস্তার্থঃ । কমায়াঃ পৃথিব্যা ধূলিভরঃ ; ব্রজপুরীপত্যোর্নন্দযশোদয়োঃ ॥

৩৪ । জাতভ্রাম্যং লঘুতরামিতি গতেত্বরাশাঘবাভ্যাং সমামেব গতিং বিভ্রতীনামিত্যর্থঃ । হৃষেতি শ্রুতিরম্যা গদ-
গদগিরৌ যাসাং তাসাম্ ॥

৩৫ । কিরণমালিনঃ সূর্য্যশ্যপি গোষু রশ্মিষু চরণানাং খুরূপপদানাং সঞ্চারেণ সম্পাদিতং কৃতং ধরণ্যাঃ পবনং
পাবিত্র্যং যাভিস্তাসু ; পক্ষে, চরণং শ্রোত-স্মার্তধর্মাচরণং তন্তু সঞ্চারেণ সম্পাদিতং ধরণেধরণিহুসর্বজনস্ত পবনং
পাবিত্র্যং যাভিস্তাসু,—সূর্য্যকিরণোক্তমে সত্যেব সর্বধর্মপ্রবর্ত্তেঃ । নিজনিলয়ং অশ্রগহম্ ; পক্ষে, নিতরাং জর্জর-
লয়ং নাশম্ ; শ্রীকৃষ্ণেক্ষণং দর্শনমেব ক্ষণ উৎসবস্তস্মাচ্ছনিতেন ; কৃষ্ণসহচরাণাং জননীজর্জরনীরাজ্যমানঃ সঙ্গো
যশাঃ সা ; জবেন বেগেন নিতান্তসঙ্করোহতিশয়স্বরাযুক্তচরণবিহারঃ পাদহাসো যশাঃ সা ; তমাশ্রজং গবামবনে পালনে
ষো বনবিহারো বনে ক্রীড়নং তেন হেতুনাংগোচরং পরোক্ষীভূতং গোচরীকৃত্য সাক্ষাৎকৃত্যানন্দবিহ্বলতয়া কৃত্যনভিজ্জৈব
ললিতং গোপুরং সিংহদ্বারং যস্য তৎ ॥

অতঃপর সহচর বালকমণ্ডলী, তৎপর মুরলীরব, তৎপর চলমান নীল জ্যোতি, তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণ—
এই ক্রমে ব্রজপুরী-স্বামীস্বামিনীর গোচরীভূত হল সব কিছু ।

৩৪ । আরও, অতঃপর বৎসবাৎসল্যে দ্রুতগতি আর পালান ও আহ্বারের ভারে মত্তরগতি,
এ-ছয়ের টানে সমগতি সম্পন্ন, শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবেণুনির্দৈরামোদ-ঘূর্ণিত নয়না, হাস্য হাস্য
শ্রুতিরম্য গদগদ-নাদিনী খেচুশ্রেণী ব্রজে প্রবেশ করল ।

৩৫ । এইরূপে পদসঞ্চারে ধরণিতল পবিত্রকারী শ্রীবনমালীর ধেনুবৃন্দ এবং কিরণমালীর
রশ্মিজাল নিজ নিজ ভবনে প্রবেশ করলে কৃষ্ণসখা-জননীদেব দ্বারা আদৃত সঙ্গ শোভনা ব্রজরাজমহিষী
কৃষ্ণদর্শনোৎসব জনিত কোনও অনির্বচনীয় কৌতুকে অতি দ্রুত পা চালিয়ে ছুটে গিয়ে গোপালনে
বনবিহার হেতু দিনভাগে অগোচর নিজজনবৎসল পুত্রকে গোচরীভূত করে কর্তব্যাকর্তব্য-বিচারহীন
মতো অবস্থায় তাঁকে ললিত সিংহদ্বারযুক্ত পুরে প্রবেশ করালেন ।

৩৬ । ততশ্চ সর্হেবাগতা বাগতারল্যেন মন্দমধুরং মধুরঞ্জি গদন্তো দন্তোজ্জলকিরণধোতাধরাঃ
 স্বস্বজননীজননীয়মানা অপি বালকা বালকাস্তৃসাহচর্য্যচর্য্যাহর্য্যয়া নিতাস্তৃসৌহৃদা হৃদাহতিসরসেন
 ব্রজেশ্বরীং শ্রাবয়ামাসুঃ,—‘অস্ব ! কিং কথনীয়মত্ততনমাশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যতাং কেন তৎ, যদেষ বলভদ্রো
 ভদ্রোজ্জলবিক্রমোহি ব্রহ্মোচ্চেলারসমাশ্রয়গোপতনয়াকারমসুরমসুরহিতং চকার । এষ চ তব
 স্মৃতো বস্তুতোহস্মৃতোহপি স্মৃতোষকরোহস্মাকং সকলারিষ্ঠহস্তা হস্তাহতিকরালং দাবদাবমখিলগোধন-
 নিধননিয়তং কিমাপনৌ, কিমাপ পৌঞ্চল্যং বাক্‌সিদ্ধিরেবাস্ত, যয়া নাশং গতোহসৌ শং গতোহসৌ চ
 সৌরভেয়ীগণঃ ॥’

৩৭ । ইতি গতেষু তেষু নিশান্তং নিশান্তং মূর্ত্তিমদিব সকলসুখানাং সমনস্তরমনস্তরভসং স্বতনয়ং
 মণিমঞ্জলদীপেন নীরাজ্য রাজ্যমানবপুষং স্বমহসামহসাধুকারিণি স্বসদনে সদনেকলঙ্ঘিণি বাংসল্যাস্মুত-

৩৬ । বাচামতারল্যেন গান্তীর্যেণেত্যর্থঃ । মধুরঞ্জি মধুতোহপি রঞ্জকং যথা ভবত্যেবম্, বাল্য কোমলা কান্তা
 কমনীয়্য সহচরস্য ভাবঃ সাহচর্যং সখ্যং তস্য যা চর্যা আচরণং তয়া আর্য্যয়া শ্রেষ্ঠয়া তাদৃশসখ্যভাবাচরণেন হেতুনেত্যর্থঃ ।
 নিতাস্তং সৌহৃদং সৌহার্দং যেষাং তে ; হৃদা মনসা । আঃ কেন তৎ কর্ম চর্য্যতাম্, আচর্য্যতাং ক্রিয়তাংমিতি
 ষাবৎ । আ ইতি দাবানলপানাদিকষ্টমুস্বত্য পীড়ার্থে প্রযুক্তম্ ; যদা, নহু রামকৃষ্ণয়োঃকিঞ্চিদপি কর্ম নিত্যমেব
 যুগং বাল্যাদেবাস্চর্য্যমাশ্চর্য্যমিতি বদ্যেব । তত্র আ ইতি পদেন কোপমভিযাজ্যাহরিতি ; “আস্ত স্যাৎ কোপপীড়য়োঃ”
 ইত্যমরঃ । ন ক্রমেণোচ্চঃ খেলারসো যেন তম্, বাহকমর্ঘাদতিক্রমাৎ ; ন চাত্র শৈশবচাপলাগেব হেতুর্মন্তব্যঃ,
 যত আত্মনঃ সংগোপঃ সন্যগ্ গোপনং যস্মাস্তথাভূতো গোপতনয়স্তাকার ইবাকারো যন্ত তম্, অসুরং দৈত্যম্, অসুভিঃ
 প্রাণৈঃ রহিতং তাক্রম । বস্তুতো ধনৈঃ, অস্তুতঃ প্রাণৈশ্চ স্তুত্ব ভোষণং করোতীতি সঃ ; হস্ত বিশ্রয়ে, অতিকরালং
 দাবদাবং বনাগ্নিং কিমাপনৌ, সম্যক্ পীতবান্ ? কিংবা বাক্‌সিদ্ধিরেবাস্ত পৌঞ্চল্যং পৃষ্টিমাপ প্রাপ্তা, শং কল্যাণম্ ॥

৩৭ । তেষু নিশান্তং গৃহং গতেষু সংস্র স্বতনয়ং নীরাজ্য । কীদৃশম্ ? সকলসুখানাং মূর্ত্তিমদিব নিশান্তং সদন-

৩৬ । অতঃপর দন্তের উজ্জল কিরণে ধৌত অধরে শোভন, কোমল কমনীয় সখ্যভাব আচরণ
 হেতু শ্রেষ্ঠ সৌহার্দে বদ্ধ বালকগণ নিজ নিজ জননীদ্বারা নিয়মান হয়েও কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে এসে
 গম্ভীর মন্দমধুর মধুরঞ্জি কণ্ঠে সরসচিত্তে বলতে বলতে ব্রজেশ্বরীকে শুনােন—‘মা, কি ছুঃখ, আজকার
 আশ্চর্য্য কথা কি আর বলব—অহো, ও কর্ম সে কি করে করলো ! এই দেখ-না অতি উজ্জল বিক্রম,
 আমাদের এই বলভদ্র বাহকমর্ঘাদা অতিক্রমকারী খেলারসক্রম-ভঙ্গকারী নিজরূপ বেমালাম গোপনকারী
 গোপতনয়াকার ধারণকারী এক দৈত্যকে প্রাণরহিত করে ছেঁরে দিল ! আর এই যে ধনেপ্রাণে
 আমাদের স্তুত্ব সন্তোষদায়ী সকল অরিষ্ঠহস্তা তোমার পুত্র হায় হায়, অখিল গোধন-নিধননিরত অতি
 করাল দাবানল কি একেবারে নিঃশেষে পানই করে নিল, কি এর বাক্‌সিদ্ধিই পুষ্টিপ্রাপ্ত হ’ল—যাতে
 ঐ দাবানল নাশপ্রাপ্ত হ’ল, আর ধেমুগণ কল্যান লাভ করল !’

৩৭ । তাঁরা সকলে গৃহে চলে গেলে অনন্তর মূর্ত্তিমন্ত সকল স্নুখের আগারস্বরূপ অনন্ত বিলাসী

পয়োধরা পয়োধরাঙ্কুরমিব করকমলে করকমলমাধুত্ব্য যুতনবস্থিতা প্রবেশয়ামাস ॥

৩৮ । ততশ্চ সায়াং তনো যদি তনোরুম্মার্জনাদি-ক্রিয়াকলাপঃ কলাপগুণিতৈর্বালপরিচারকৈরকৈতব-
প্রণয়শ্রদ্ধাবদ্বাদাতহুদয়ৈর্নির্বাহিতঃ, তদা কৃতাহারো হারোল্লসদক্ষাঃ পটকপটকমনীয়স্থিরতড়িল্লৈখঃ
শ্রীখণ্ডখণ্ডালেপ-ব্যপদেশদেশ-কালাতীত-হিমানীমানীয়মানপরভাগঃ কোমুভমণিরাজব্যাজবাসজ্যমান-
হ্যমণিমণ্ডলঃ কুণ্ডলযুগলচ্ছদ্বচ্ছবিগুরুগুরুভার্গবো বদনমণ্ডলমিষকরমিশানিশাতনিশাকরঃ শিতোক্ষীষ-

রূপম্ । সমহসা স্বকান্ত্যা রাজ্যমানবপুষ্পং দীপ্যমানশরীরম্, যুতো ধৈর্যেহনবস্থিতা নিষ্ঠারহিতা, স্নেহতরলেতার্থঃ ॥

৩৮ । ততশ্চ সায়াস্তন উম্মার্জনাদিক্রিয়াকলাপো যদি বালপরিচারকৈর্নির্বাহিতঃ, তদা কৃতাহারাдиঃ সন্ বহি-
রেত্য স্মৃথশয়িতেন গবাং নিকুর্ষেণ রমণীয়াসু বিশিখাসু পদকমলমাদধানঃ । সকলাভীরে সায়াংদোহদোহপরে সতী
রেবতীরমণাভুজঃ কেনচন কোতুকেন যদি দোদ্ধু মায়েভে, তদা তদাকর্ণা গোকুল-ললনাত্তির্ণয়নবিভ্রমৈরিন্দীবরবিপিনময়ী-
চকার নভ ইত্যহয়ঃ । অকৈতবঃ প্রণয়শ্চ তদুদিতা শ্রদ্ধা চ দাসভাবোচিতা তাভ্যাং বন্ধমবদাতং শুদ্ধং হৃদয়ং যেমাং
তৈঃ । হারোল্লাসদক্ষা ইতি হারাণাং নক্ষত্রপংক্তিভুং বকপংক্তিভুং বা ব্যঞ্জনগম্যাম্,—তস্মা ধারাদধরভেনোপমাশ্রুমান-
স্বাং । শ্রীখণ্ডখণ্ডালেপস্ত ব্যপদেশেন ছিলেন দেশকালাতীতা তদেদেশসমঃকুর্লভা হিমানী হিমসংহতিরেব তস্মা মা শোভা
তয়া নিয়মানঃ প্রাপ্যমাণঃ পরভাগঃ শোভা যন্ত সঃ ; বর্তমাননির্দেশেন প্রাপ্তেরবিচ্ছেদাং শোভায়াঃ প্রতিক্ষণনবনবৎ
জ্যোতিতম্ । ব্যাসজ্যামানেতি তচ্ছীল্যো চানশস্তং বর্তমানত্বং পূর্ববৎ । কুণ্ডলযুগলস্ত ছদ্মনা ছবিগুরুকাস্ত্যাধিকে কো গুরুভার্গবো

নিজ তেজে দীপ্ত দেহ মেঘাঙ্কুরের মতো স্বতনয়কে স্নেহস্নুতপয়োধরা, স্নেহতরলতায় ধৈর্য্যচ্যুতা মা
যশোদা মণিমঞ্জলদীপে আরতি করে উৎসবের সুন্দরতাদায়ী অনেক শুভলক্ষযুক্ত নিজ ভবনে করকমলে
করকমল ধরে প্রবেশ করালেন ।

চন্দ্রশালিকা থেকে গোপীগণের গোদোহনলীলা দর্শন :

৩৮ । (অহয়মুখে সংক্ষেপে অনুবাদ—

অতঃপর স্বায়ংকালীন স্নানাদি ক্রিয়াকলাপ যদি বালক পরিচারকগণের দ্বারা নির্বাহিত হয়ে
গেল তখন শ্রীকৃষ্ণ আহাৰ করত বাইরে এসে স্মৃথশয়িত গোসমূহের দ্বারা রমণীয় রাজপথে পদকমল
অর্পণ করলেন । সকল গোপগণ স্বায়ংকালীন গোদোহন কার্যে ইচ্ছুক হলে রেবতীরমণাভুজ শ্রীকৃষ্ণ
যদি দুহু দোহন করতে আরম্ভ করলেন তখন সেই কথা শুনে গোবৃন্দকুলললনাগণ চন্দ্রশালিকায় চড়ে
নয়নবিলাসে আকাশকে নীলপদ্মবনময়ী করে তুললেন ।—)

অতঃপর স্বায়ংকালীন স্নানাদি ক্রিয়াকলাপ যদি কলাপগুণিত নিকপট দাস্ত্রশ্রীতি ও তদোথ
শ্রদ্ধায় বদ্ধ শুদ্ধ হৃদয় বস্ত্রকপত্রকাদি বালক পরিচারকগণের দ্বারা নির্বাহিত হয়ে গেল—তখন হারে দীপ্ত
বন্ধ, রেশমী কমনীয় স্থির বিদ্যুৎশ্রেণীর মতো পীতাম্বর পরিহিত, চন্দনলেপের ছলে সেই দেশকালে
কুর্লভ বরফের লেপে অতি শোভন, মণিরাজ কোমুভের ছলে তাচ্ছীল্যে বিরাজমান সূর্যমণ্ডলে ভূষিত,
কুণ্ডলযুগলের ছলে কাস্তিতে উজ্জ্বল বৃহস্পতি শুক্র গ্রহমণ্ডিত, বদনমণ্ডলের ছলে শরৎনিশার নিরন্তর

কৈতবমদমদকলকলহংসো ধারাদধ ইব নিখিলজননিদাঘসময়সময়মানোহতাপহারী হারীহিতো হিতো-
 দিতেন প্রিয়নর্মসুহৃদা হৃদা মূর্তিমতেব সমর্প্যমাণং স্বনসারসারতাস্থূলমভ্যবহরন্ হরন্ সকলজনমনো
 মনোহরীতমধুরিমা ধুরি মানভূতামগ্রীর্মণিপাদূপাদূরীকৃতধরনিতলাস্পর্শো মন্দতর-স্পন্দমান-পবমান-
 স্পন্দানুমেয়পরিমেয়পরিমেয়-পরিবীতপীতবসনো বহিরেত্য পুরতোরণে তোরণেন সুললিতে নিদাঘ-
 নিশাহনিশাভিলষণীয়-নিশাকরকরনিকরনিরবকরকর্পূরধূলিধূলিধবলিতং বলিতং নয়নসুখপ্রদেশং প্রদেশং
 পরিতঃ শশধরকাস্তকাস্তশিলাস্তন্দসলিলশীকরনিকরনির্ভরপুরোপবনপবনবীজনোৎসবপুষা বপুষা বিজিত-
 গৌরীশুরূপোগগুগুশৈলসমূহেন চন্দ্রিকাকচিরুচিরতয়া কেবলবলদনুপমালিমালিহ্রবিষা বিষাণনিকরে-
 নৈব লক্ষ্যমাণেনোলক্ষ্যমাণেনোত্তমসুখরসৈঃ সুখশয়িতেন তেন গবাং নিকুরঙ্ঘণ রমণীয়াস্নানসংপুরগো-
 পুরগোচরমণিচ্ছবিশিখাসু বিশিখাসু পদকমলমাদধানো দধানোহভিতশ্চ নয়নকমলং কমলং ন কুবর্ন

রূহস্পতিস্ত্রোত্রো যত্র সঃ ; বদনমণ্ডলমিষেণ শরশ্লিষায়াং নিতরাং শাতং সুখং যস্মাস্তাদৃশো নিশাকরো যত্র সঃ ; নিদাঘসময়ে
 সমাগয়মানামাগচ্ছস্বীয়কৃতামপহতুং শীলং যন্ত সঃ । হারীহিতো মধুরচরিতঃ ; হিতোদিতেন স্বাভীষ্টরূপহিতবাদিনা ;
 তচ্চ স্নানরীজনমোহনাদিকমেব জ্ঞেয়ম্ । হৃদা মনসা ; মূর্তিমতেতি দেহেনৈব ভেদো মনসা হৈক্যমেবেতি বিবক্ষিতম্ ।
 মানভূতাং সম্মানধারিণাং ধুরি গণনেনগ্রীঃ । মণিপাদুঃ মণিময়পাদুকা পাদে যন্ত সঃ । পুরতোরণে সিংহদ্বারে তোরণেন
 বন্দনমালায়া সুললিতে ; নিদাঘনিশায়ামনিশং নিরন্তরমভিলষণীয়া যো নিশাকরশ্চ করনিকরঃ কিরণসমূহঃ ; স চ,
 কর্পূরশ্চ ধূলিরিব যা ধূলিঃ সা চ, তাভ্যাং ধবলিতম্ । নয়নসুখং প্রদিশতীতি তথা তং প্রদেশং স্থলবিশেষং পরিতন্তস্ত
 সমন্ততঃ ; পরিতঃ-শব্দযোগে দ্বিতীয়া । সুখশয়িতেন গবাং নিকুরঙ্ঘকেণ রমণীয়াসু বিশিখাসু পুরবস্তুসু পদকমলমাদধানো-
 হর্ষয়ন্ । গবাং নিকুরঙ্ঘকেণ কথং তেন ? শশধরকাস্তচন্দ্রকাস্তস্তম্রায়ী যা কাস্তশিলা কাস্তিযুক্তপ্রস্তরস্ততঃ স্তন্দস্তে
 স্রবস্তি যানি সলিলানি তেষাং শীকরনিকরশ্চ কণসমূহশ্চ নির্ভরোহতিশয়ো যত্র স চার্শো পুরোপবনসম্বন্ধি-পবনশ্চেতি
 তেন ভবীজনম্, তৎকর্তৃকং বীজনমিত্যর্থঃ । ততঃপ্রবোৎসবপুষ্যংসবপোষকেণ বপুষা বিশেষেণ জিতা গৌরীশুরোহিমা-
 লয়স্তাপি পোগণযুক্তা গণ্ডশৈলসমূহা যেন তেন পোগণং কৈশোরাং প্রাগবস্থা, তদ্যুক্তগণ্ডশৈলা ইতি মধ্যপদলোপি-

সুখদায়ী চন্দ্রমণ্ডলধারী, মস্তকের পাগড়ীর উপলক্ষে মদমস্ত কলহংসধারী, নিদাঘ সময়ে পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত
 উষ্ণতাকে মেঘের মতো অপহারী, স্বাভীষ্টরূপ হিতবাদী মূর্তিমান হৃদয়স্বরূপ প্রিয়নর্মসখাদ্বারা
 অর্পিত কর্পূরবাসিত তাস্থূল চিবাতে চিবাতে সকলজনের মন হরণ করতে করতে মনের অতীত মাধুর্যে
 উদ্ভাসিত, সম্মানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে গণনায় সর্বশ্রেষ্ঠ, মাটির ছোঁয়া বাঁচানো মণিময় পাছুকায়
 শোভিত শ্রীচরণ, মন্দ মন্দ প্রবাহিত বায়ুর স্পন্দনে অনুমেয় অতিসূক্ষ্ম পরিমিত আঁটসাঁট করে পড়া
 পীতাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণ আহার করত বাইরে এসে বন্দনমালায় সুললিত সিংহদ্বারের সম্মুখের রাজপথে
 পদকমল অর্পণ করলেন । এই রাজপথ উজ্জলীকৃত হয়ে আছে ঐ দ্বারে খচিত মণিসমূহের ছাতি-শিখায়,
 আর রমণীয় হয়ে আছে—নিদাঘনিশায় নিরন্তর অভিলষণীয় চন্দ্রের জ্যেৎস্নাধারায় ও নির্মল কর্পূরধূলিবৎ
 ধূলিতে অতিধবলিত ও নয়নসুখদ ভূখণ্ডের চতুর্দিকে সুখশয়িত, চন্দ্রকাস্ত নামক কাস্তিমান শিলানিঃসৃত
 জলকণে অতিশয় আদ্র পুরোপবন-সম্বন্ধী পবনের দ্বারা বীজিত ও তৎজনিত উৎসবপোষক শরীরধারী,

কচন সাযংদোহদোহদপরে সকলাভীরে সকলাভীরেব্যমাণে রসকলাভিরের রেবতীরমণানুজোহনুজোহ-
মনতিকোতুকেন যদি দোঙ্কুমােরেভে মােরেভেন যুগ্মমানা রাজীবরাজীব তদা তদাকর্ণ্য গোকুলকুলললনা-
ততিরবধীরিতগুরুবলভিকা বলভিকারোহরোহজুংসাহা সাহাম্যায় মনোমদনেন মদনেন দত্তকরাবলম্বাহলং
বালহরিণনয়নবিভ্রমৈর্নয়নবিভ্রমৈর্নন্দীবরবরবিপিনময়ীচকার নভঃ ॥

৩৯ । এবমমুস্তদনসুখাকরসুখাকরতোয়াং নয়নশফরবধূরবধূয় স্বয়মভিতোহভিতোষণ নিপতন্তীর্নি-
বারয়িতুং যদি ন শেকুস্তদা নয়নসুখদুহং তং দুহন্তং গামবলোকয়াঞ্চক্রুঃ ॥

সমাসঃ। কেবলং বলতামনুগমানামলীনাং ভ্রমরাণামপি মালিকুং স্বসৌন্দর্যেণ তিরস্কারং বেবেষ্টীতি তথা তেন;
'বিষ্ণু র্যাণ্ডো' কিবন্তঃ। এবংভূতেন বিষাণনিকরেণ শৃঙ্গসমূহেনৈব লক্ষ্যমাণেন গাব এইবতাঃ; ন তু চন্দ্রিকা ইতি
জ্ঞাপ্যামানেম। উচ্চমাণেন সিচ্যামানেন, উল্লসন্ত্যঃ পুরগোপুরে পুরদ্বারে গোচরা বিষদ্বীভূতা যা মণয়ন্তাসাং ছবি-
শিখাঃ কান্ত্যগ্রাণি যাস্ত তাস্ত। কচন বিষয়ে কং সুখমলমতিশয়েন ন কুর্বন্, অপি তু সর্বজ্ঞেতি বলভ্যাকৃঢ়ায়াং
যুবতীশ্রেণ্যাং দৃষ্টিক্ষেপঃ সূচিতঃ। দোহদমিচ্ছাঃ; সকলাভিঃ সর্বাভিঃ; রসকলাভী রসবৈদম্বীভী রেব্যমাণো ব্যাপ্যমানঃ;
'রেবন্ত পূর্তো' পুর্তিব্যাপ্তিঃ; অনুজোষমজুশ্রীতি। মারঃ কাম এবভেদে ন যুগ্মমানা পীড়্যমানা রাজীবরাজী কমলশ্রেনী।
বলক ভীশ তদলভি, অবধীরিতং তিরস্কৃতং গুরুসম্বন্ধি বলভি যয়া সা; অতএব বলভিকায়াস্চন্দ্রশালিকায়। আরোহে
রোহন্ প্রাচুর্ভবন্তুংসাহো যন্তাঃ সা; মনো মদয়তি মত্তং করোতীতি তথা তেন দত্তঃ করাবলম্ব ইব যন্তাঃ
সা। বালহরিণো হরিণশাবকস্তস্য নয়নয়োবিভ্রম ইব বিভ্রমো যেষু তৈঃ। বিভ্রমো বিলাসঃ; নয়নবিভ্রমৈর্লৌচন-
বিশিষ্টভ্রমণৈঃ ॥

৩৯ । অমূললনান্তস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত বদনসুখাকরস্ত স্তম্ভেব করতোয়া নদীবিশেষস্তাং প্রতি নিপতন্তীরবধূরবধূতা ভূত্বা

হিমালয়ের পোগণ্ড অবস্থাপ্রাপ্ত গণ্ডশৈল বিজয়ী, দেহবর্ণের শুভ্রতায় চাঁদের জ্যোৎস্না থেকেও মনোহর
হওয়ায় চঞ্চল অনুপম ভ্রমরকে কালিমায় ঢেকে দেওয়ার মতো অতি চিকন কালো কালো শিংগুলি-
দ্বারাই কেবল লক্ষণীয়, উত্তম সুখরসে সিক্ত গোসমূহের দ্বারা। সেই সময় সকল গোপগণ
স্বায়ংকালীন গো-দোহন কার্যে ইচ্ছুক হলে চতুর্দিকে নয়নকমল সঞ্চালনকারী, যিনি কোন্ বিষয়ে-না
সুখ উচ্ছলিত করে তোলেন অর্থাৎ সর্ববিষয়ে সুখের উচ্ছলনকারী, সমস্ত রসকলায় পারঙ্গত রেবতী-
রমণানুজ শ্রীকৃষ্ণ অতিক্রীতি ও অতিকোতুকে যদি দুহদোহন করতে আরম্ভ করলেন তখন সেই
কথা শুনে কামরূপ হস্তীদলিত পদ্মবনস্বরূপা, গুরুসম্বন্ধী বল এবং ভয়কে আগ্রাহ করে চন্দ্রশালিকায়
আরোহনে স্পষ্টরূপে প্রাপ্তোৎসাহা, মনমাতান মদনের দ্বারা যেন সাহায্যার্থে দত্ত করাবলম্বন প্রাপ্তা
গোকুলকুলললনাগণ বালহরিণের মতো নয়নবিলাসে শ্রেষ্ঠ নীলপদ্মবনময়ী করে তুললেন নভোমণ্ডল।

৩৯ । এইরূপে কৃষ্ণবদনচন্দ্র নিঃসৃত অমৃতকরতোয়া নদীতে ললনাগণের নয়নশফরবধূগণ
যোগিনী হয়ে নিজে নিজেই আপন স্বতন্ত্রায় অত্যানন্দে চতুর্দিক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়তে থাকলো,
যদি তাঁরা নিবারিত করতে সক্ষম হলেন না তখন নয়নসুখদুহ সেই গোদোহনরত কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ
করতেই লাগলেন।

৪০। তদেগাদোহনস্ত নিরাবিলসিতং বিলসিতং কিমরেহমরেশা অপি বক্তুং শক্নুবন্তি, লঘীয়াংসো
হি নভসঙ্গমা ন ভসঙ্গমায় প্রভবন্তি, তথাপি কবিবরাকো বরাকোপেন রসনালোভেন বর্ণয়তি ॥

৪১। তথা হি— পাদাগ্রে কৃতপাছুকং ত্রিকসমুল্লাসোল্লসংপাৰ্শ্বিকং
মধ্যে গুস্ত ঘটীং পটোল্লমনতঃ প্রোত্ৰাশ্ববোজাল্লনোঃ।
গোতুল্লব্যতিষঙ্গ-সুন্দরদরকোভল্লথোক্ষীষকং
পানিভ্যাং ক্রমকুড্‌মলাঙ্গুলিপুটং গাং দোক্ষি দুক্ষং হরিঃ ॥

৪২। অপি চ— অগ্রমঙ্গুষ্ঠতর্জ্যোহরুন্দয়িত্বা পয়ঃকণৈঃ।
ক্রমেণ গোস্তনং ক্ষীরমপি ক্ষরদচক্ষরং ॥

স্বয়মেব, ন তু তাভিঃ প্রেরিতাঃ। তৎ শ্রীকৃষ্ণং কীদৃশম্? নয়নসুখং দোক্ষি পুরস্বতীতি তথা তম্ ॥

৪০। নিরাবিলং নির্মলং সিতং বাবসিতং যত্র তৎ; বিলসিতং বিলাসম্, অমরেশা ব্রহ্মাদয়োহপি; নভঃসঙ্গমাঃ
পক্ষিণঃ, ভং নক্ষত্রং তন্ত্ৰ সঙ্গমায় ন প্রভবন্তি। বরঃ শ্রেষ্ঠ আকোপো দুর্দমস্তং ॥ তাদৃশেন রসনালোভেনেতি স্বদৈন্ত্যং
ব্যঞ্জয়ন্তমপি তমেব স্তাবয়তি তন্ত্ৰ সরস্বতী। যথা বরং শ্রেষ্ঠমেব আ সম্যক্ কায়তি শব্দায়তে ইতি তথা রসনা
আস্বাদস্তল্লোভেন ॥

৪১। ত্রিকস্ত পৃষ্ঠদণ্ডাধোভাগস্ত সমুল্লাসেন সম্যগুচ্চীকরণেনোল্লসন্তো উত্তিষ্টন্তো পার্শ্বা যত্র ভদ্রত্বা স্তাবত্বা,
জাহ্নুনোর্মধ্যে ঘটীং গুস্ত। কীদৃশয়োঃ? পটন্ত পীতাস্বরস্ত উল্লমনত উৎকর্ষণাক্রোভোঃ প্রোত্ৰাশ্বী স্টিট্ কাস্তির্ময়োঃ।
গোতুল্লস্ত গোকুক্ষিপ্যতিষঙ্গেন পরস্পরমিলনেন সুন্দরং দরকোভর্মীষদুচ্ছলিতং দরল্লথর্মীষচ্ছিলিলরক্ষং চোক্ষীষং যত্র তদু-
ষথা স্তাবত্বা ॥

৪০। সেই গোদোহনরূপ নির্মল লীলাবিলাস ব্রহ্মাদিও কি বলতে সমর্থ, ছোটপক্ষী রাজাটুনি
নক্ষত্রের সংযোগ প্রাপ্তিতে সমর্থ হয় না, তথাপি কবি বরাক অতি দুর্দমনীয় রসনালোভে বর্ণনা
করে থাকে। (যদিও মহাকবি কর্ণপুর দৈন্ত্রে একরূপ বললেন তথাপি সরস্বতীদেবী তাঁর প্রশংসায়
ভিন্ন অর্থের প্রকাশ করছেন ঐ বাক্য থেকে—যথা, বরাক—বর+আ+ক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ+সম্যক্+
কায়তি=শব্দায়তে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সুস্পষ্ট শব্দ অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাই কবি আনন্দ-
লোভে বর্ণনা করে থাকেন।)

৪১। তথা হি—পাদাগ্রে পাছুকা ধারণে শোভন, মেরুদণ্ডের নিম্নদেশ অনেকটা উপরে উঠানোতে
মাটি ছেঁরে গোড়ালির উত্থানে মনোরম, পীতাস্বরের উৎকর্ষে দীপ্ত কাস্তিমন্ত জাহ্নুগুলের মধ্যে ঘটীর
স্থাপনে মোহন, গোকুক্ষিতে পরস্পর ঘর্ষণে ঈষৎ উচ্ছলিত শিথিলিত উক্ষীষে নয়নলোভন শ্রীহরি
অঙ্গুলীদলকে পরপর কোরকিত বিস্তৃত করতে করতে হু-হাতে গোছক্ক দোহন করতে লাগলেন।

৪২। আরও, নিজের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর ডগা দুক্ষফেনে ভিজিয়ে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তরূপে-পালান ক্রমে
ক্রমে দোহন করতে লাগলেন।

৪৩ । তথা হি— বৎসাদপ্যধিকপ্রিয়ো ভগবতঃ পাণ্যমুজস্পর্শন-
 স্নেহস্রাবি-পয়ঃপয়োধরপুটী গোৰ্ছহুমানা স্বয়ম্ ।
 ধারাভিঃ স্নগভীরঘোষগহনামাপূৰ্ণা সা দোহনীং
 দোহন্তুস্তরমেতি যাবদবনীং তাবৎ সমাপ্পন্নবৎ ॥

৪৪ । এবং তদবেক্ষণক্ষণপরবশানাং তাসাং বলভীগতানাং ভীগতানান্দোলেনাপি সমুৎকলিকয়া
 সমুৎকলিকয়া চঞ্চলেনাঞ্চলেনাক্ষমীক্ষমাণানাং মনোরথমনোরথসহস্রোণাপি দুৰ্বহং জনয়ামাস ॥

৪৫ । তত্র কাসাঞ্চন কাঞ্চনকান্তুলতাকারাণাং নিজসহচরীজনৈঃ সহ সহজসৌহার্দাদসম্মুখেন ভ্রমেণ
 চাঞ্চলতঃ খলতশ্চ ন ভেদ্যাদাঙ্গহৃদয়ং সদয়ং সরসং চ প্রকাশয়ন্তীনাং সংলাপ আসীৎ ॥

৪৬ । ‘অয়ি সহচরি ! চরিতমিব মে নয়ননির্মাণেন, যদম্মধুররুচিরস্ত রুচিরস্ত চিরস্ত রস্ততমা

৪২ । উন্ময়িত্বা আর্দ্রয়িত্বা, ক্ষরদপি দুগ্ধং গোলুনাং ক্ষারয়ামাস ॥

৪৩ । অধিকং প্রীণাতীত্যধিকপ্রীতস্ত পাণ্যমুজস্পর্শনেন যঃ স্নেহস্রোতৈব স্রাবি পয়ো যস্মিন্ তথাভূতং পয়োধরপুটং
 যন্তাঃ সা । দোহন্তুস্তরং কর্মভূতং যাবদেতি, স্বপয়সা পূরয়িতব্যত্বেন প্রাপোতি ॥

৪৪ । তদবেক্ষণে যঃ ক্ষণ উৎসবস্তৎপরবশানাং তদধীনানামান্দোলঃ কম্পঃ; অনান্দোলো নিক্ষিপ্তম্; ভিয়া
 গুরুভয়েন গতো নষ্টো যোহনান্দোলস্তেনাপি গুরুভয়জনিতসকম্পজ্ঞেনাপীতার্থঃ । সমুৎকলিকয়া সমুৎকলিকয়া সুদাং বলয়া
 সহ বর্তমানয়া; অক্ষাং চঞ্চলেনাঞ্চলেনাক্ষমাণানাং মনোরথম্, অনসাং শকটানাং রথানাঞ্চ সহস্রোণাপি দুৰ্বহং জনয়ামাস ।
 চকারেতি তদানীং তন্ত্রাতিবুদ্ধ্যা পরিমাণাধিক্যং জ্যোতিতম্ ॥

৪৫ । সহজসৌহার্দং কথংভূতাং ? ভ্রমেণ চ ভ্রান্ত্যাপি অঞ্চলতঃ স্বলনশ্রুতাং; খলতশ্চ খলৈরপি ন ভেদ্যাং, ন
 ভেদন্তুং শক্যাং । অপ্যর্থো চকারদ্বয়ং যমকরক্ষার্থম্; “সংলাপো ভাষণং মিথঃ” ইত্যমরঃ ॥

৪৬ । চরিতমিব চরিতার্থীভূতমিব । যদ্যম্মাদম্মধুরাদপি রুচিরস্ত স্নেহস্তাস্ত রুচিঃ কান্তিঃ, চিরস্ত চিরং ব্যাপ্য রস্ত-

৪৩ । তথা হি—নিজের বাছুর থেকেও অধিক প্রিয় ভগবানের করকমলস্পর্শনে স্নেহস্রাবি ছধে পুষ্ট
 পালানবিশিষ্টা ধেনু নিজে নিজেই স্তনধারা বওয়াতে লাগল,—ঐ ধারা সুন্দর গভীর শব্দময় গভীর
 দোহনপাত্র ভরে দিয়ে অল্প দোহনপাত্র আনবার অবসরে ভূমিতল ভাসিয়ে দিল ।

৪৪ । এইরূপ মধুর দর্শনোৎসব পরবশা, গুরুজন-ভয়ে কম্পাঘিতা হয়েও আনন্দকলা মিশ্রিত
 উৎকণ্ঠায় চঞ্চল কটাক্ষে অবলোকনরতা, চন্দ্রশালিকায় অবস্থিতা গোপীগণের মনোরথকে শকট রথাদি
 সহস্রেও বইতে না পারার মতো ভারী করে তুললেন কৃষ্ণ ।

৪৫ । ভ্রমেও অঞ্চলিত, খলের দ্বারাও অভেদ সহজসৌহার্দ বশতঃ সম্মুখ ছেঁরে দিয়ে
 সদয় ও সরসভাবে আঙ্গুহৃদয় প্রকাশকারিণী কোনও অনির্বচনীয় স্বর্ণলতিকাকারা গোপীগণের নিজ নিজ
 সহচরীদের সহিত সংলাপ হতে লাগল ঐ চন্দ্রশালিকায় ।

৪৬ । ‘সখি শোন, আমার নয়ননির্মাণ চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়েছে, যেহেতু নবঘনস্নিগ্ধ শ্যামসুন্দরের

পীয়তে, কিন্তু করিষ্ট্যামো বপুরিদং পুরি দন্দহুমানমবশুমেতেন বশুমেতেন নামাকলাকলাপবন্তয়া, তত্রেয়ং মে যুক্তিযুক্ত তিগ্না মতিরুম্মীলতি, কেলিলতিকেইলিমন্তুরেণ কমলিনী মলিনীভাবমায়াতি। তদয়ি পর-
মাজ্জনে! পরমাজ্জনেইন্দ্রদীয়ে সমানে সমানেতবে্যাহয়ম্, পশু মম মন্তুকোশলম্' ইতি। সাহ,—
'কথমিব?' পুনরেবাহ,—'সহচরি! ক্ষয়তাম্ ॥

৪৭ । পুরে প্রায়োহ্মাকং প্রথমবয়সো হৃদমতয়া
ন হুহ্মন্তে গাবঃ প্রসভমভয়ৈঃ কৈরপি জনৈঃ ।
অতো দোহাভাবান্তবতি বিহতে গব্যবিভবে
গুরুণাং হৃদ্যোম্মি জলতি নিতরাং তাপতপনঃ ॥

৪৮ । সাহ,—'ততঃ কিম্?' এবাহ,—
'ঔয়েতে বক্তব্যঃ কমলমুখি মুখ্যা হি গুরবঃ
কথং গা ব্যর্থং গময়থ বুধা দোহনমুতে ।
যদালোকে সত্তো দধতি স্মৃদোহুহ্মপি তাঃ
সুহৃদান্তা যজ্ঞাহুপনয়ত তং দোক্ষু স ইমাঃ ॥

তমাতিশয়াস্বাত্মা পীয়তে। বপুরিদমিতি বামতর্জ্ঞতা স্বং দর্শয়ন্ত্যেবাহ—পুরি পুরমধ্যে দন্দহুমানং গুরুজনসংঘর্ষবশাদ-
গর্হিতদাহযুক্তম্, 'ভাবগর্হায়াং যজ্'। অবশুমেতেন শ্রীকৃষ্ণেন বশুং বশীকর্তৃং যোগ্যং করিষ্ট্যামঃ। এতেন কথন্তুতেন?
নানাকলাকলাপবন্তয়েতেন আ সম্যকপ্রকারেণ ইতেন প্রাপ্তেন, ইয়ং তিগ্না তীক্ষ্ণ মতিবুদ্ধিঃ। যুক্তিং যুনক্তীতি যুক্তিযুক্ত;
নহুহ্ম কথমত্যাগ্রহঃ? তত্রাহ—হে কেলিলতিকে! ইতি সখীনায়া সম্বোধনম্। অলিং ভ্রমরম্, অন্তুরেণ বিনা হে পর-
মাজ্জনে শ্রেষ্ঠসুন্দরি! পরমাজ্জনে শ্রেষ্ঠপ্রাজ্ঞে ॥

৪৭ । গব্যবিভবে দোহাভাবাদিহতে ভবতি সতি ॥

নিয়ত আশ্বাদনীয় এ-কান্তি পান করছি, কিন্তু পুরমধ্যে গুরুজনের সহিত সংঘর্ষবশে অতিশয় সন্তাপিত
এ-শরীরকে সীমাপ্রাপ্ত নানাকলাশ্রেণীতে নিপুণ কৃষ্ণের দ্বারা অবশু বশীকরণের যোগ্য করবো—এই
দেখ-না এ বিষয়ে আমার যুক্তিসঙ্গত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি উন্নীলিতা হচ্ছে। হে কেলিলতিকে শোন,
ভ্রমর বিনা কমলিনী মলিনীভাব প্রাপ্ত হয়—তাই বলছি হে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, আমাদের এ-প্রাজ্ঞনশ্রেষ্ঠে
এ-কে আনতে হবে—আমার মন্তুকোশল দেখ-না একবার।' সখী বললেন—'সে কি করে হবে?'
পুনরায় তিনি বললেন—'তবে বলি শোন।

৪৭ । আমাদের ঘরে প্রায় গাভীগুলিকে প্রথম বয়সের হৃদমতাহেতু কোনও নির্ভয় জনও
বলপ্রয়োগ করেও ছুইতে পারে না, তাই দোহন অভাবে দুগ্ধ দধি আদি গব্যসম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—
এ'তে শ্বশুর শ্বাশুরী প্রমুখ গুরুবর্গের চিত্তাকাশ সর্বদা সন্তাপ সূর্যে জ্বলছে।

৪৮ । সখী বললেন—'তাতে আর কি হ'ল?' তিনি বললেন,—

৪৯ । তদা তৈরাণ্যেয়ং ক স কথয় কোহসাবিতি ততো
 ভবত্যাখ্যাতব্যং স্তুমুখি যদিদং দৃশ্যত ইহ ।
 ততস্তত্রোচ্চোগং সখি রচয়িতাসৌ গুরুজনঃ
 স্বকার্যেষু প্রাজ্ঞো ভবতি ন কদাপ্যেব বিমুখঃ ॥

৫০ । অথ চতুরা সাহ,—‘তুরাসাহমধিব্রজপুটভেদনমধিব্রজপুটভেদনমানন্দকারণং কাহরণং ন
 করোতি, তদুচিতমেবৈতৎ, কিন্তুং পিত্রোরত্রোররীকৃতাদীনতয়া ধীনতয়াপি বর্তমানো ন স্বাতন্ত্র্যমাবি-
 করোতি।’ ইয়মাহ,—‘অলমনয়াহনয়ানুকূলবার্ভয়া, বার্ভয়া তু যুক্ত্যা ভূয়তে । জ্ঞয়তাম্—

ব্রজস্ত দুঃখে চ সুখে চ তৎফল,-প্রভোগভাজাবিব বৎসলত্বতঃ ।

ঋহোদিতং মদগুরুভির্ব্রজেশ্বরৌ, তৎকালমেনং বিনিযোজয়িত্বতঃ ॥

৪৮ । গা ধেমুর্বার্থত্বং নিফলত্বম্; বদালোকে যন্ত দর্শনে; তং জনমুপনয়ত নিকটমানয়ত ॥

৪৯ । ইদং যদদৃশ্যতে কৃষ্ণকর্তৃকং স্তবং গোদোহনকর্মভ্যর্থঃ ॥

৫০ । অধিব্রজপুটভেদনং ব্রজপত্নেনেতুরাসাহমিস্ত্রং কৃষ্ণং কাহরণং শরণং ন করোতি ? কিন্তু সখী এব; ইতাসাং
 তদ্রোগ্যত্ব-ব্যঞ্জনসাহস্রবন্ধং দ্বোতিতম্; “পত্ননং পুটভেদনম্” ইত্যমরঃ । কথঞ্চুতম্ ? আধিব্রজস্ত মনোব্যথাসমূহস্ত পুট-
 ভেদনকরম্ । উররীকৃতাহরীকৃত। যা পিত্রোরধীনতা তয়া; ধীনতয়াপি যিয়া বুদ্ধ্যা ইনতয়া প্রভৃৎনোপি বর্তমানঃ ।
 অনয়েরনীতিস্তদনুকূলয়া বার্ভয়াহনয়াহলম্, যুক্ত্যা তু ভূয়তে, যুক্তিস্ত বর্তত এবৈতৎ। কীদৃশা ? বার্ভয়াহরগ্ণয়া

“হে কমলমুখী, মুখ্য মুখ্য গুরুজনদের তুমি বলে দেও—‘বিনা-দোহনে রেখে দিয়ে গাভীগুলিকে
 কেন বুধা নিফলা করে দিচ্ছেন, ষাঁর দর্শনমাত্র সত্ত্ব ঐ সুদুর্দান্ত গাভী সুদোহনীয়ভাব ধারণ করছে
 যত্নে তাঁকে এখানে নিয়ে আসুন, সে এদের দোহন করে দিবে।’

৪৯ । তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করবেন—‘কোথায় সে, বলো সে কে’—এর উত্তরে হে স্তুমুখি
 কৃষ্ণের গোদোহনকর্ম এই যা তুমি এখানে দেখলে তা বলে দিবে—হে সখি তখন সঙ্গে সঙ্গেই ঐ
 গুরুজনেরা এ-বিষয়ে উদ্বোধনী হবেন, কেন-না প্রাজ্ঞজনেরা কার্যসাধনে কখনও-ই বিমুখ হন না।”

৫০ । অতঃপর চতুরা সেই সখী বললেন—‘এই ব্রজপত্নেনে মনোব্যথার সম্পূর্ণভজকারী
 আনন্দ-উৎস এ-ইন্দ্রকে আজ কে-না শরণ করে, অতএব এ উচিতই বটে, কিন্তু এ পিতামাতার
 অধীনতা স্বীকার করে নেওয়ায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রভু হয়েও বর্তমানে স্বাধীনভাবে চলবে না।’ যুধেশ্বরী
 বললেন—‘এ-সব নীতিবহির্ভূত-ভাবের অনুকূল কথায় কি প্রয়োজন, কোনও কথা সম্বন্ধে যুক্তিরই
 প্রাধান্য। শোন—

ব্রজের সুখে-দুঃখে তৎফলের প্রকষ্ট ভোগ, নিজেদের বলে মাগ্ধকারী ব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরী এ-কে ঐ
 কাজে তৎক্ষণাৎ নিযুক্ত করে দিবেন ব্রজজনের প্রতি বাৎসল্যবশে, যেই আমাদের গুরুজনেরা এ-কথা
 তাঁদের কানে তুলে দিবেন।

৫১। অথৈবমন্তোক্তকৌতুককথাপ্রসঙ্গরঞ্জনবসময়ং সময়ং গময়ন্তীষু তাম্শু কৃতলীলাদোহোহলীলা-
দোহোচিতয়াহচিত্তো বনমালয়ালয়ায় চলিতঃ ॥

৫২। চলতা চলতারাত্মকারহারেণ হারেণ বিলসছুরা ছুরাক্রমশ্চীঃ পরিতো নয়নকমল-ব্যাপারেণা-
পারেণানন্দাকূপারেণ প্রাবয়ম্ভিব ব্রজনগরনাগরীগরীয়োগুরুগৌরবগ্রাহগ্রাহতুড়িতহুতড়াগানবহেলয়ালয়া-
স্তিকমাসাদ ॥

৫৩। তাসাং চ নয়নকমলানি যাবদালোকং লোকং বিলজ্য তন্মুখাভিসারসারশ্চেন নির্নিমেষণি
জাতানি, অনালোকং প্রাপ্য প্রাপ্যকারিত্বনিয়মেন পুনর্নিবৃত্তানীব মনাংসি তু ললিতবিলসিতেন তেন
সহৈব সুখশয়নে তস্মৈব সুষুপুঃ ॥

প্রবলয়েত্যর্থঃ; “বার্ত্তং ফল্গুরোগে চ ত্রিষু” ইত্যমরঃ। তৎফলশ্চ দুঃখদুঃখফলশ্চ প্রভোগং প্রকটং ভোগং ভুজেতে আশ্চর্য-
ভিমন্তেতে ইতি তথা ভৌ। কূতঃ? বৎসলত্বতো ব্রজজনং প্রতি বাৎসল্যাৎ কারুণ্যোৎপাদকাদিত্যর্থঃ। অতো যদগুরু-
ভিরুক্তং বচঃ শ্রদ্ধা পরকীর্যমুপকারমপি দ্বীয়মিব মন্তেত্যর্থঃ ॥

৫১। বনমালয়া আচিতো বৃতঃ। কীদৃশা? অলীনাং ভ্রমরাণামিলা গিরস্তাসাং দোহঃ প্রপূরণং তদুচিতয়া
তৎসমবেতয়া; ‘উচ সমবায়ৈ’ ইতি ধাতোঃ; “ভূগোবাচস্থিড়া ইলা” ইত্যমরঃ ॥

৫২। হারেণ বিলসৎ শোভমানমুরো বক্ষো যন্ত সঃ; হারেণ কীদৃশেন? চলতা চঞ্চলেন; চলানাং ভ্রাণাণাং
নক্ষত্রাণামত্মকারং সাদৃশ্যং হরতীতি ‘কর্মণান্’ তেন। আনন্দাকূপারেণ হর্বসমুদ্রেণ প্রাবয়ম্ভিব, অতিপরিপূর্ণান্ কুব্ধমিব।
কান্? ব্রজনগরনাগরীগাং গরীয়ো গুরুতরং যদগুরুগৌরবং তদেব গ্রাহো হিংস্রজলজন্তুভেদন্তু গ্রাহেণ গ্রহণেন ছুড়িতাঃ
খণ্ডিতাশ্চ তে হুতড়াগাশ্চৈতি তান্; “তুড়্ ভেদনে” ইতি ধাতুঃ; আলয়াস্তিকং স্বগৃহসমীপম্। তদুখং প্রত্যভিযুখেনা-
ভিসারো গমনং তত্র সারশ্চেন সরসতয়া নির্নিমেষণি হর্বোদ্রেকেণ বিন্মুতনিমেষণি ॥

৫৩। অনালোকং প্রাপ্যেতি তন্ত্রাতিদুরগতাদিতি ভাবঃ। প্রাপ্যকারিত্বেনি সর্বেষামেবেচ্ছিয়াণাং নিয়মঃ প্রাপ্য-
কারিত্বমেব, তচ্চ প্রাপ্ত এব স্বস্ববিষয়ে স্বস্বকৃতিসামর্থ্যাং ন ত্রাপ্যেৎসংগীত্যর্থকম্। তেন নিবৃত্তানীবৈতি স্বাভীষ্টবিষয়ালোভেন

৫১। অতঃপর একরূপ গোপীগণ পরস্পর কৌতুককথা-প্রসঙ্গরঞ্জে বসময় সময় যাপন করিতে
থাকলে শ্রীকৃষ্ণ দোহনলীলা সমাপ্ত করে গুপ্তারকারী ভ্রমর-সম্মিলিতা বনমালায় আচ্ছাদিত হয়ে
গৃহে চললেন।

৫২। চলমান নক্ষত্রের মতো চঞ্চল হারে শোভন বক্ষদেশবিশিষ্ট ছুরাক্রম শোভায়ুক্ত কৃষ্ণ
নয়নকমল-ব্যাপাররূপ অপার আনন্দসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ব্রজনগরনাগরীদের গুরুতর গুরুগৌরবরূপ
হাঙ্গর-খণ্ডিত হুতড়াগ প্রাবিত করে দিতে দিতে সচ্ছন্দ গমনে হেলতে ছলতে গৃহের নিকট গিয়ে
উপস্থিত হলেন।

৫৩। গোপীদের নয়নকমল যতক্ষণ তাঁকে দেখা গেল লোকলজ্জাভয় উল্লঙ্ঘন করে তার
মুখের দিকে গিয়ে অভিসার রসে ডুবে নির্নিমেষ হয়ে গেল, ‘আওতার মধ্যে এলেই ইচ্ছার ন ন
বিষয়ে সামর্থ্য, অগ্রথায় নয়’ এ-নিয়মে যখন আর দেখা গেল না তখন পুনরায় অগ্রতরু রুচি না

৫৪। এবমহনি হনিশ্চন্ডাবকরালভাবকরাল-বিয়েগবেদনা-বেদনাস্থানাভাবাদান্নো মর্মণি মর্মণি সঞ্চারিণী বিষবিসর্পজ্বালেব যাতনা যা তনাবুন্মীলতি, তাং খলু দিবসাবসান-তৎসমাগমাগন্তকদর্শনেন নিদাঘপ্রদোষদোষরাহিত্যেতিশোভাশোভমান-তদ্বহির্বিহারদর্শনেন চ নির্বাণয়ন্তি তদমুরাগিণ্যঃ ॥

৫৫। এবং পুনরহরহরহতপরাক্রমঃ ক্রমবিবর্দ্ধমানকৌতুকো শ্লেষগণাবনে বনে বিহরন্ নিদাঘসময়ং ব্যতীয়ায় ॥

৫৬। ততশ্চ ততশ্চরিতমাধুর্যমহিম্না মধুরিতভুবনতলোহবনতলোকরসদালোকঃ সহ সহচরৈঃ কুতুহলিনা হলিনা চ শ্লেষগণাবনায় বনায় গচ্ছন্নিচ্ছিন্নিজকৌতুকখেলাং খে লাস্তিতজলদাকুরাং কুরাজ্ঞাত-

ততোহমুত্র ভরোচকভেনবাপ্রবৃত্ত্যা নিমীলিতানীং জাতানীং ত্যর্থঃ। মনাসি ত্বিত মনসাং তু দর্শনত্র বণপ্রতিযোগিমাত্র এব বিষয়ে স্বল্পকৃতিসামর্থ্যানিয়মে ন ত্রাপ্রাপ্তপ্রাপ্তাবিচার ইতি তুকারব্যঞ্জিতোর্থঃ ॥

৫৪। নৈদাঘিকলীলামুপসংহরতি। অহনি দিবসে হনিশ্চন্ডাবো হনিশ্চন্ডা তয়া যাঃ করালভাতীক্কিরণাস্তাভি-
স্ববকরং দোষমালাতি গৃহীতীত্যবকরালো যো বিয়েগস্ততো যা বেদনা পীড়া তস্তা বেদনা জ্ঞাপনং যত্র স্থানাভাবং
পরমপ্রেষ্ঠসখীনাং তৎস্থানত্বযোগাতায়াং সতামপি 'ধীরা ভব এষ মিলিতপ্রায় এব তে প্রেয়ান্' ইতি কৃথাস্বাসস্ত তৎকরিত্ব-
মাণতামাশঙ্ক্য মদুঃখমেতা অপি যথাতথ্যেন ন প্রত্যভিজানন্তীতি মনেনেণ তামপি তত্রাসস্তাবনাত ইতি বা যাতনা
পীড়া তনো দেহে উন্মীলতি, দিবসাবসানে তন্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত সমাগমাদ্বেতোরাগস্তকং দর্শনং তেন নিদাঘপ্রদোষস্ত দোষ-
রাহিত্যেনৈবিতা বর্দ্ধিতা শোভা যন্তান্তথাভূতং শোভমানস্ত তদ্বহির্বিহারস্ত যদর্শনং তেন চেতি দ্বিবিধদর্শনস্ত সুধাসেকত্বং
ব্যঞ্জিতম্ ॥

৫৫। ব্যতীয়ায় ব্যতিক্রান্তবান্ ॥

হওয়ায় ঐ নয়ন যেন নিমীলিত হয়ে এল, কিন্তু তারই সঙ্গে বিলসিত মন তো তাঁরই সুখশয্যায় গিয়ে
শুয়ে পড়লো।

৫৪। এইরূপে দিনের বেলায় মেরে ফেলবার মতো পীড়াদায়ক তীক্ষ্ণ তেজে দোষাল
বিরহবেদনা স্থানাভাবে নিজ নিজ মর্মে মর্মে সঞ্চারিণী হয়ে উচ্ছল বিষজ্বালার মতো যাতনারূপে
দেহে যা উন্মীলিত হয় তা কৃষ্ণামুরাগিণীগণ তাঁর সমাগমহেতু আগন্তুক দর্শন, এবং নিদাঘপ্রদোষের
দোষরাহিত্যে বর্দ্ধিত শোভায় শোভন কৃষ্ণবহির্বিহার কালে দর্শন—এ-ছই সুধাধারায় নির্বাণিত করে
থাকেন।

৫৫। এইরূপে পুনরায় অহরহ অক্ষত পরাক্রম কৃষ্ণ ক্রমবিবর্দ্ধমান কৌতুকে শ্লেষপালনের জন্য
বন বিহার করতে করতে গ্রীষ্মকাল কাটিয়ে দিলেন।

বর্ষাঋতু বিহার :

ঋতু বর্ণন :

৫৬। (অতঃপর ক্রমপ্রাপ্ত বর্ষাকালীন লীলা বলতে গিয়ে প্রথমে বর্ষাঋতুর বর্ণন করছেন—)

অতঃপর লীলামাধুর্য-মহিমায় বিখ্যাত, ভুবনতলের মধুরতাদায়ী, শরণাগত জনের রসময়

কারিণীং চরণপরিচরণপরিভাবনয়া ভাব-নয়াভ্যামুপচিভাং দাসীন্দাসীবনপরাং পরিচর্যায়াশ্চকিতচকিত-
 দরোন্মীলচপলাচপলাক্ষীম্, দরদলিত-ললিতমালতিকা-লতিকাকুসুমসুমধুর-মালভারিণীং মেঘরুচরবাপ-
 শোভকদম্ব-কদম্বক-বিপুলপুলকধারিণীং লঘুলঘুবিগলজ্জলদজলদরবিন্দুনিকরাশ্চক্ষ্মিগুমুগুদিগুমুখাং কুসুম-
 ভরভরিত-ককুভাবলি-বলিত-গন্ধবহ-ললিত-নিঃশাসাম্, সরসভর-ভরঙ্গিত-মদময়ুর-বিকচ-কলাপ-কচকলাপ-
 শোভিতাং তরলতর-ললিত-বিসকটিকা-মুক্তাবটিকামুক্তামভিতঃ সঞ্চরদিদ্রোগোপগো-পদযাবক-চিহ্নাং
 মরকতমণিমঞ্জরী-জরীজন্তুমাণতা-হারি-হারিত-নব-যবস-যবসরসরসাতল-তল্লাম্, রসদ-রসদক-শব্দমধুং তর-
 কণ্ঠনাদামতিঘনায়মানবনরাজি-রাজিনং নীলিমানমেব নীলমংগুকমংগুকমণীয়ং বসানামবসানাং ল-

৫৬। অথ ক্রমপ্রাপ্তাং প্রাবৃষিকীং লীলাং বর্ণয়িতুং প্রথমং তামেব বর্ণয়তি। ততশ্চ নিদাঘসময়ানন্তরং চরিত্তম্
 মাধুর্যমহিমা ততো বিস্তৃতঃ। খে আকাশদর্পণে লাক্ষিতচিকিত্তো দেহবর্ণ এব জলদাকুরো যন্তান্তামিতি সমাসে উপমেয়-
 লোপঃ। তাং প্রাবৃষেণ্যাং লক্ষ্মীমালোকয়ামাসেত্যবয়ঃ। কীদৃশীং? কোঃ পৃথিব্যা রাজ্ঞঃ কৰ্ত্তুং শীলং যন্তান্তাম্; রাজ্ঞেঃ
 কৰ্ত্তৃস্বাধন-লুপ্ততায়ান্তাদ্ভাবে হস্তি রূপম্। চরণয়োঃ পরিচরণং সেবা তন্ত পরি সৰ্বতোভাবেন ভাবনয়া ভাবঃ প্রেম নয়ো
 নীতিস্তাভ্যামুপচিভাং, দাসীবং দাসীমিব পরিচর্যায়া আসীবনং সম্যগ্ গ্রহণং তৎপরাম্, চকিতচকিতং যথা স্তান্তথা
 সম্ভবাদিব দর ঈষৎমীলস্তো চপলে দিগ্ ঘরাবিভদ্বিহ্যতাবেব চপলে চঞ্চলে অক্ষিণী যন্তান্তাম্; “বিহ্যচ্চপলা চপলাপি
 চ” ইত্যমরঃ। মালভারিণীমিতি ইষ্টকেষীকেত্যাদিনা হ্রস্বঃ। মেঘরং স্নিগ্ধং ঘরবাপশোভং দুৰ্লভশোভায়ুক্তং যৎ কদম্ব-
 কদম্বকং কদম্বকুসুমবন্দং তদেব বিপুলানি পুলকানি তানি হর্যাদিব ধৰ্ত্তুং শীলং যন্তান্তাম্, লঘুলঘু বিগলস্তো জলদসম্বন্ধি-
 জলানাং দরবিন্দুনিকরা এবানন্দভরাদক্ষণি তৈঃ স্নিগ্ধং মুগ্ধং মনোহরং চ দিগ্ রূপমুখং যন্তান্তাম্, কুসুমভরভরিতায়াঃ
 ককুভাবলেরজুনবৃক্ষসমূহাদবলিতো গন্ধবহঃ সুগন্ধপবন এব ললিতো নিশ্বাসো যন্তান্তাম্; “ককুভোঃজুনঃ” ইত্যমরঃ।
 সরসভরং ভরঙ্গিতং নাট্যজং যেযাং তেযাং মত্তময়ুরাণাং বিকচাঃ প্রফুল্লাঃ কলাপাঃ শিখণ্ডা এব কচকলাপঃ কেশসমূহ-
 স্তেন শোভিতাম্। তরলতরাহতিচপলা ললিতা বিসকটিকা বকপংক্তয় এব মুক্তাকটিকাঃ প্রোতমুক্তাময়-কটিকান্তাভিরা-

দর্শনদায়ী শ্রীকৃষ্ণ সহচরগণ এবং কুতূহলী হলধর সহ ধেনুপালনের জন্তু ও নিজ কোঁতুকময় খেলার
 ইচ্ছায় বনে যেতে যেতে বর্ষাঋতুলক্ষ্মীকে দর্শন করলেন। অহো, কি অপূর্ব দর্শন—

দেহবর্ণে আকাশদর্পণে চিত্তিত জলদাকুররূপিণী, মাধুর্যে পৃথিবীকে রঞ্জিতকারিণী, কৃষ্ণচরণ
 পরিচর্যা পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রেমনীতিতে পরিপূর্ণা, বৃন্দাবনকে ফুলে ফুলে গুপ্তিত করে তুলে সদা দাসীর
 মতো সেবা তৎপরা, পরিচর্যাকালে সম্ভ্রমে চকিত চকিত ঈষৎ চমকিত চপলারূপ চঞ্চল নয়না, সম্ভূচিত
 দলসম্বন্ধিত ললিত মালতিকা লতিকা কুসুমের সুমধুর মালাধারিণী, স্নিগ্ধ দুৰ্লভ শোভায় রমণীয় কদম্ব
 কুসুমরূপ বিপুলপুলক-রোমাঞ্চযুক্তা, মেঘজলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুরূপ অশ্রুস্নিগ্ধ মুগ্ধ দিগুমুখী, কুসুমভারে
 ভরিত অর্জুনবৃক্ষ হোঁয়া সুগন্ধপবনরূপ ললিত নিশ্বাসযুক্তা, নৃত্যকালে অতি রমণীয়তায় প্রসারিত
 মত্তময়ুরের প্রফুল্ল পুচ্ছরূপ মুকেশী, অতিচপল ললিত বকপংক্তিরূপ মুক্তামালায় ললিত-কণ্ঠী, চতুর্দিকে
 সঞ্চরণশীল অরুণবর্ণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইন্দ্রগোপকীটের অঙ্গজ্যোতিরূপ অলঙ্ককে রঞ্জিত-পদকমলা, মরকতমণি-
 মঞ্জরীর উজ্জলতাহারী হরিদ্বর্ণ ঘাসসদৃশ যবে সরস ভূমিতলরূপ শয্যাবৈভবে বিশিষ্টা, রসবর্ষী দীপ্ত

সরসাং তরোলম্ব-রোলম্বঘটা-কটাক্ষপাতামবনীপ-নীপপরাগ-পরাগতাবিবাসাং প্রাবৃষণ্যাং লক্ষ্মীমা-
লোকয়ামাস ॥

৪৭। ততশ্চ সমুচিতমৌষধমিব নিদাঘতপনতপন-তপ্তজীবজীব-নিকরন্ত রশ্মতমে ন কালভিষজা
চিকিৎসিতং বিচিকিৎসিতং বিহায় হায়নমধ্যে স এব সময়ো রসময়ো রম্যশ্চেতি সকলৈরেব
নিরনায়ি ॥

৫৮। ততশ্চ, উল্লসিতমিব ধরণ্যা, উল্লসিতমিব ধরনিকূটৈঃ, মেছুরিতমিব গগনতলেন, আকৃষ্ট
ইব দিগন্তততিত্রাতঃ, নিদ্রিত ইব বাসরমণিঃ, প্রোষিত ইব সন্তাপঃ, গর্ভিতমিত ময়ূরৈঃ, আনন্দিতমিব

মুক্তং পিনকাম্; “আমুক্তঃ প্রতিমুক্তশ্চ পিনকশ্চাপি নদ্ধবৎ” ইত্যমরঃ। কষ্টিকা কাঁঠাতি খাতা। অভিতঃ সঞ্চরতামিহ-
গোপানাং ‘বুড়ন’ ইতি গ্যাভারুণবর্ণস্বল্পকীটানাং গাবো রশ্ময় এব পদযোষাবচচিহ্নং যন্তান্তাম্; মরকতমণিমঞ্জর্যা জরী-
জৃত্যমাণতাম্, অতিপ্রকাশং হর্ষুং শীলং যেষাং তথাভূতা হারিতা হরিবর্ণা নবা নবীনা যবসা ঘাসা এব রূপসাদৃশাদ-
ঘবান্তৈঃ সরসং রসাতলং ভূতলমেব তল্লং যন্তান্তাম্। রসদন্ত রসবর্ষিণো রসদন্তস্ত লসম্মেঘস্ত শব্দ এব মধুরতরঃ কণ্ঠনাদো
যন্তান্তাম্। রসদতি বলয়োরৈকাং; ‘রস শব্দে’ ইত্যন্ত শব্দভেদে ন ব্যাখ্যায়ামর্থপোনরুক্তং স্ত্যং। অতিঘনায়মানাভি-
মেঘতুল্যাস্ত বনরাজিষু রাজীনং দীপ্তিশীলং নীলমানং গুণমেব নীলমংগুকে বস্ত্রং বসানং পর্দদধানম্ অবসানে পরিণামে-
২প্যমলাং সরসাক্তেতি বনিতান্তরবৈলক্ষণ্যমপি ধ্বনিতম্। তরসা লম্বন্তে ইতি তরোলম্বা যে রোলম্বা ভ্রমরাস্তেষাং ঘট্টেব
কটাক্ষপাতো যন্তান্তাম্। অবনীং পিবতি এসতি ব্যাপ্তোতীতি যাবৎ। পাতি আচ্ছাঙ রক্ষতীতি বা। অবনীপো যো
নীপপরাগন্তেনৈব পরাগতঃ প্রাপ্তোহবিবাসঃ স্নগন্ধীকরণং যন্তান্তাম্ প্রাবৃষণ্যাং বর্ষোদ্ভবাং লক্ষ্মীং শোভাম্ ॥

৫৭। নিদাঘতপনো গ্রীষ্মকালীনসূর্যস্তস্ত তপনং তাপন্তেন তপ্তো জীবো জীবনং যন্ত তথাভূতস্ত জীবনিকরন্ত
জন্তসমূহস্ত সমুচিতমৌষধমিব রশ্মতমে ন রসেহতিনিপুণেন, (পা০ ৪৪৪৯৮) ‘তত্র সাধুঃ’ ইতি যৎ। কাল এব ভিষক্
বৈজ্ঞন্তেন চিকিৎসিতম্, বিচিকিৎসিতং সন্দেহং ভ্যক্তবা; “বিচিকিৎসা তু সংশয়ঃ” ইত্যমরঃ ॥

৫৮। বাসরমণিঃ সূর্যঃ। তরঙ্গিণীনাং নদীনাং পুলিনান্তেবাহীনী, তানি জলারূতানি বীক্ষ্যাত্তেজঃ—মাংস-

মেঘধ্বনিক্রপ অতিমধুর কণ্ঠনাদে মধুরা, ঘন মেঘশ্যাম বনরাজিতে ক্ষুরিত উজ্জল নীলমারূপ কমনীয়-
পরিণামে নির্মল - সরস নীলবস্ত্র পরিহিতা, বেগচঞ্চল ভ্রমরসমারোহরূপ অপাঙ্গ দৃষ্টিপাতকারিণী, পৃথিবী
ব্যাপ্তিকারী কদম্বপরাগ থেকে প্রাপ্ত স্নগন্ধীকরণ গুণে বিভূষিতা বর্ষাঋতুর শোভারূপা নায়িকাকে
অবলোকন করলেন শ্রীকৃষ্ণ।

৫৭। অতঃপর গ্রীষ্মকালীন সূর্যতাপে তপ্তজীবন জীবনচয়ের পক্ষে সমুচিত ঔষধের মতো
রসময় ও রমনীয় বলে নিঃসন্দেহরূপে সকলেই নিরূপিত করল কালবৈজ্ঞের দ্বারা ব্যবস্থাপিত উপরে বর্ণিত
এই বর্ষাঋতু লক্ষ্মীকে।

৫৮। অতঃপর ধরণীতে প্রাবাহিত বায়ু যেন হল এই বর্ষালক্ষ্মীর শ্বাস-প্রশ্বাস, ভূমিতলে দূর্বা
উল্লসিত হয়ে উঠল এর অঙ্গের রোমাক্ষের মতো, গগন তলের মেছুরতায় এ হয়ে উঠল স্নিগ্ধ, দিক্‌লতা
নিকটে চলে এলো কোন্ আকর্ষণে যেন, সূর্য যেন ঘুমিয়ে পড়ল, সন্তাপের যেন হল অবসান,

দাত্যুহৈঃ, সরসিতমিব চাতকৈঃ, হসিতমিব কদম্বৈঃ, আলিঙ্গমিব যুগমদৈর্জগদগুণভাবিবরম্, স্নাতা ইব গিরয়ঃ, ধৌতা ইব বনবীথয়ঃ, মাংসলতয়া লুপ্তানীব পুলিনাস্ত্রীনি তরঙ্গিণীনাম্, নিস্তরঙ্গরঙ্গাণি কুরঙ্গ-যুথানি, নাতিদূরচারীণি গোধনানি ॥

৫৯। কিং বহুনা? ব্রজপুরপুরন্দরকিশোরস্ত চ রসচরিতাসীদসৌ বর্ষাসময়লক্ষ্মীঃ ॥

৬০। যত্র তেষু তেষু দিবসেষু অতিসৌলভ্য-লভ্যমান-শুভগন্ধ-গন্ধতৃণ-লব-লবন-মসমসায়মানরব-রবণদর্শনৈঃ শনৈঃ শনৈশ্চরণসঞ্চরণ-সঞ্চীয়মান-মহুর্ঘ্যৈঃ সহজমশকদংশদংশবিরহেণ কেবল-বলমানরুচিরতা-চিরতায়ৈ বিলসদচ্ছপুচ্ছপুটান্দোলদোলদ্বালদিললিতৈঃ ক্ষণমাত্রসঞ্চারজনিতোদরস্তরিতয়া ভরিতয়া তৃণ-দনালক্ষিয়াহিষাপিতবিশ্রামাভিলাষৈর্নৈচিকীনিচয়ৈর্মেত্বরূরবশাদত্বরবশাদদ্বরিতপ্রদেশমধ্যমধ্যবস্থায়

লতয়েতি। নিস্তরঙ্গরঙ্গাণি,—ঈষীকা-বীরণাশ্রিতপ্রদেশেষু নিস্ত্রত্বাহর্দনাবকাশস্থালভ্যমানত্বাৎ। যথা, বনদাব-জালাদি-শান্তেনিঃশেষতরঙ্গস্তং রঙ্গাণা নাতিদূরে ইতি যত্র কুত্রাপি ঘাসবাহল্যাৎ ॥

৫৯। চকারোহপ্যর্থঃ ॥

৬০। নৈচিকীযুর্থেদি স্থথং শয়িতুমারেভে তদা তরুণতরুমূলমলক্ষুর্ন স ক্রকো মল্লারং রাগমালপন শ্রুতিং নিদধে ইত্যম্বয়ঃ। নৈচিকীযুর্থেঃ কীদৃশৈঃ? প্রথমং তাবদতিসৌলভ্যেন হেতুনা লভ্যমানানাং শুভগন্ধানাং গন্ধতৃণানাং ‘গন্ধেল’ ইতি পাশ্চাত্যাত্ম-ঘাসবিশেষাণাং লবেন লীলয়া লবনং ছেদনং তত্র যো মসমসায়মানো রবন্তেনৈব রবণা ধ্বনিমন্তো দশনা দস্তা যেযাং তৈঃ; “লবো লেশে বিলাসে চ” ইতি বিশ্বঃ। তৃণচ্ছেদধ্বনিরৈব দশনেষুপচার্যতে। ততশ্চ একত্রৈব

ময়ূরের নৃত্যে একে যেন গর্বিত মনে হতে লাগল, ডাক্কের সুখ-সঞ্চরণে এ যেন আনন্দিত হল, চাতকের কাকুরবে যেন সরসিত হল, কদম্বের পুষ্পসম্ভারে যেন হাস্তময়ী হল, জগদগুণভাব-বিষর যেন যুগমদে চর্চিত হল, বর্ষাজলের ধারাপাতে গিরি যেন নেয়ে উঠল, বনপথ যেন ধৌত হয়ে গেল, মাংসলতা হেতু অস্থি লুপ্ত হওয়ার মতো জলে নদীর চড়া লুপ্তপ্রায় হ’ল, বনস্থল ঈষীকা বীরণাদিতে আচ্ছন্ন হওয়াতে হরিণযুথেরা রঙ্গবিলাসে আর তরঙ্গায়িত হতে পারছে না, গোধনকুলের আর বেশী দূরে চরতে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না—নিকটেই ঘাসের প্রাচুর্য বশতঃ।

৫৯। আর বেশী বলবার কি আছে,—সেই বর্ষাসময়-শোভা ব্রজপুরপুরন্দর কিশোরের পক্ষেও হ’ল রসময় চরিতের।

৬০। (অম্বয়যুগ্মে—বহু বিশেষণে বিশেষিত এই বর্ষাকালের ঐ ঐ দিনগুলিতে খেচুগুলি সুখে শুতে আরম্ভ করলে তরুণতরুমূল অলঙ্কৃত করে বসে কিশোর কৃষ্ণ মল্লারবাগ আলাপ করতে করতে ঐকৃতিকে (স্বরের অবয়ব) ধারণ করে থাকেন।)

অতি অনায়াস-লভ্য সুরভিত গাঙ্কাল তৃণ লীলায় দাঁতে কাটায় মসমস ধ্বনিমন্তো দাঁতালী, তৃণের প্রাচুর্যহেতু ধীরে ধীরে চলায় পুঞ্জীভূত মাংস্র্য প্রাপ্তা, স্থানমাহাশ্ম্যে স্বাভাবিক মশক ও ডাঁশের দংশন অভাবে শুধু শুধু সঞ্চালিত - প্রচুর সৌন্দর্যের নিত্যস্থিতিতে দীপ্ত - নির্মল - আন্দোলনে

ভগবদভিমুখং মুখং বিধায় রোমস্থমম্বরমলসলসাদরদর্শনচটুলেক্ষণক্ষণদৈঃ ক্ষণদৈর্ঘ্যেণ যদি সুখং
শয়িতুমারেভে, তদা সহ সহচরবালকৈর্বালকৈরবসিতহসিতহতত্তমাঃ বন্দুকীকৃতনবকদম্বকোরকো রচিত-
কন্দুকখেলালসঃ খে লালসলসদমরনগর-নাগরীগরীয়োদিদৃক্ষাবৈকল্যকল্যাতায়ামনুগ্রহাগ্রহান্তসরসতয়া-
হততয়া তত ইতো মেঘৈরবাস্তুরাস্তুরায়তামপহায় অবশকলিতশকলিতভাবেন যদি তস্মৈ, তদা-
হস্তরাবিস্মর-ভানু-ভানুজালজাহ্নলস্ম লস্মমানঃ অমজল-শীকরকরস্থিতবদনবিশো বিশ্বোজ্জলমধুরাধরো
ধরোরসি কন্দুকখেলাতো বিরম্য রম্য-তরুতরুণমূলমলকুর্বন, পুনরপি ঘনীভূত-ঘনঘটা-ঘটিতঘনসার-ত্রস-
রেণুকল্প-ঘনরসবিন্দুনা ততমালমালতিকালতিকা-কুসুমগন্ধবাহেন গন্ধবাহেন সেব্যমানোহিব্যমানোক্তম-

বহুতৃণপ্রাপ্তা শনৈঃ শনৈশ্চরণানাং সঞ্চরণং সঞ্চরন্তেন সঞ্চীয়মানং মাস্বর্যং যেষাং তৈঃ। তত্র চ শ্রীকৃষ্ণানন্দ-সদগুণাং
সহজেনৈব মশকানাং দংশনাং চ দংশনস্ত বিরহেণ কেবলং বলয়ানা যা রুচিরতা প্রচুরং সৌন্দর্যং তস্তা চিরতায়ৈ
চিরসময়স্থিত্যৈ বিলসতোহচ্ছস্ত নির্মলস্ত পুচ্ছপুটস্তান্দোলাদেব দোলতা চঞ্চলেন বালধিনা ললিতৈঃ। ততশ্চ ক্ষণমাত্র-
সঞ্চারৈগৈব জনিতা যা উদরস্তুরিতোদরপূতিস্তয়া হেতুনা তৃণাদনে তৃণভক্ষণেহলংঘীঃ স্পৃহাশূন্যতা তয়া ভরিতয়া পরি-
পূরিতয়া হেতুনা হবিষ্যাপিতঃ প্রাপিতো বিশ্বামাভিলাষো যৈষ্ঠৈঃ। ততশ্চ মেঘরঃ স্নিগ্ধ, অথচ দুর্গতোহব সমস্তাং
শাদঃ পঙ্কো যত্র স চ, অতএব দুর্গতো নিরন্তোহবশাদঃ খেদো যস্মাং স চ। শাদা নবতৃণানি তৈর্হরিতস্ত যঃ প্রকৃষ্টো
দেশস্তস্ত মধ্যমধ্যবহায়ঃ; “শাদো জম্বালশপ্পয়োঃ” ইত্যমরঃ। অলসং চ তৎ লসন্ আদরো বাজয়মানো যত্র তচ্চ দর
ঈষৎ ঘূর্ণমানং চ যচ্চটুলং স্তম্বরমীক্ষণমবলোকনং তেন ক্ষণদৈঃ শ্রীকৃষ্ণোৎসবদায়িভিঃ। রচিতায়াং কন্দুকখেলায়াং
লসো রসোঃ যস্ত সঃ, বলয়োরৈক্যাং। খে স্বর্গে লালসা হতিশয়স্পৃহাবতো লসন্তো যা অমরনগরনাগর্যন্তায়াং গরীয়সী
যা দিদৃক্ষা তদ্বৈকল্য বৈকল্যস্য কল্যাতায়াং প্রবলতায়াং সত্যাম্, “কল্যো সঙ্কনিরাময়ো” ইত্যমরঃ; লালস ইতি
স্পৃহার্থক-লসেয্যন্তাং পচাত্তি রূপম্। “ছায়াং নিজস্বীচটুলালসানাং, মদেন কিঞ্চিটুলালসানাং” ইতি মাঘযমক-
দৃষ্টেস্তস্ত দন্ত্যাস্তমসীষ্টম্। অনুগ্রহস্তাগ্রহেণাস্তা গৃহীতা যা সরসতয়া তয়া আততয়া বিজুতয়া হেতুনা মেঘৈরব কর্কটভিঃ,
অস্তরা মধ্যোহস্তরায়তাং তদর্শন-বাবধানতামপহায় ত্যক্তা যদি তস্মৈ। কেন প্রকারেণ? স্ববশং স্বাধীনমেব কলিতং

চঞ্চল বালধিতে (কেশযুক্ত পুচ্ছ) ললিতা, ক্ষণমাত্র সঞ্চারজনিত উদরপূতিতে তৃণভক্ষণে সম্পূর্ণ
স্পৃহাশূন্যতা হেতু বিশ্বামাভিলাষিণী শেহুবৃন্দ স্নিগ্ধ - সম্পূর্ণ পঙ্কযুক্ত - তাপ জুড়ানো - খেদ দূরীভূতকারী -
নব তৃণময় - সবুজ - সুন্দর ভূমিতলের মধ্যে অবস্থিত হয়ে রোমস্থন-মম্বর মুখ ভগবানের দিকে স্থাপন
করে অলস আদরব্যঞ্জক ঘূর্ণায়মান সুন্দর অবলোকনে কৃষ্ণের উৎসবদায়িনী হল। এ-ভাবে বহুসময়
অতিবাহিত হয়ে গেলে যদি তারা সুখে গুতে আরম্ভ করল তখন কৃষ্ণ নবকদম্বকোরকে কন্দুক বানিয়ে
সহচর বালকগণের সঙ্গে স্বরচিত কন্দুকখেলারসে মেতে উঠলে আকাশে অতি স্পৃহাবতী দীপ্তা অমর-
নগর-নাগরীগণ ঐ খেলা দেখবার প্রবল ইচ্ছায় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। এতে ওঁদের প্রতি অনুগ্রহ
করবার আগ্রহে গৃহীত সরসতায় মেঘ নিজেই ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে দেবীগণের দর্শন পথের আড়াল
ছেরে দিয়ে আপন স্বাধীনতায় খণ্ড খণ্ড ভাবে যদি অবস্থিত হ’ল তখন ওদিকে ভূতলে প্রশসরণশীল
সূর্যের কিরণমালা জনিত আলো জড়িত, ও অমজলকণাভরিত বদনমণ্ডলের শোভায় রমণীয় ও উজ্জল

মধুর-লীলাবলিঃ, বলিত-ললিতাঙ্গতয়াহংগতয়াহতিপরভাগ-ভাগধেয়ং গোচারণ-লকুটিকা-পুটিকা-পুরো-
ভাগাপবর্জিত-বামকক্ষতলোহক্ষতলোভনীয়শোভঃ সুরুচির-বামজজ্বেপরি-পরিগমিত-দক্ষিণমহোজ্জ্বাল-
জ্জ্বালতো নিজবিলাসমিব বহুধৈবতং সপরাহিতং মনোগম্ভীরং মল্লীরং রাগমালপশুরধীরলীলয়া লয়াভি-
রামেণ গানেন বনপরিসরতঃ পরিসরতঃ কুরঙ্গনিকরানুৎকণ্ঠয়ন্ কণ্ঠয়ন্ববনমালো ধেমুগণমপ্যুৎকণ্ঠ-
য়নাকর্ণয়নাসহচরদন্তশ্রুতিং শ্রুতিং নিদধে ॥

বাপারো যত্র তেন শকলিতভাবেন খণ্ডরূপেণ । তদাহস্তরা মধ্য এব বিস্ময়ং প্রসরঙ্গীলং ভানোঃ সূর্যস্ত ভানুজ্বালং
কিরণসমূহস্তঞ্চেদ তস্মাচ্ছাভেন, তস্তাসহস্রদালন্তেন লভ্যমান স্নিগ্ধ্যমাণো ধরোরসি ভূতলমধ্যে কন্দুকখেলাতো বিরতো
ভূত। রম্যং স্নিগ্ধ্যচ্ছায়ং তরুতরুণস্ত বৃক্ষবর্ষস্ত মূলমলকুর্ন । প্রাবৃট্ কঠিনসূর্যকিরণা মেঘৈশ্বরমব-নাগরীপক্ষপাতিভির্ষদি ন
বাবধীয়ন্তে স্ম, তদা শ্রমজলেত্যাদি লক্ষণং তাত্ কালিকং স্ববদনসৌন্দর্যং তাঃ ক্ষণমাত্রমেব দর্শয়িত্বা তরুতলমাগম্য
তদুদ্ভূতিঃ স্বয়মেব ব্যবহিতোহভূদিবেতি ভাবঃ । অতএব তাসাং তৎ সাহায্যং ন সম্যক্ ফলিতমিতি পুনরপি মেঘা-
নামাগমনং স্বাপরাধখণ্ডনার্থমিবেতি ভাবঃ । গন্ধবাহেন পবনেন । কীদৃশেন ? ঘনীভূতাভিনিবিড়ীভূতাভির্ধনঘটাভি-
র্ঘটিতা নিষ্পাদিতা ঘনসারজসরেণুকল্পাঃ কপূরকণতুল্যা ঘনরসাবলম্বো যত্র তেনেতি শৈত্যম্, জলবিন্দুভারোবহনপরিশ্রমে-
নৈব দ্রোত্যাভাবামান্যং ব্যঞ্জিত-সস্তাবনাগম্যম্ । তত। বিস্তৃতা মালা শ্রেণী যাসাং তাসাং মালতিকা-লতিকানাং
কুসুমগন্ধং বহতীতি তেন, ইতি সৌগন্ধ্যমুক্তম্ । অব্যামানা রক্ষ্যমাণা উত্তমা মধুরা লীলাবলির্ধন সঃ । বলিতা সুবিশুদ্ধা
ললিতাঙ্গতা মনোহরাস্তবঙ্গী তয়া । কীদৃশা ? অতিপরভাগস্ত অতিসৌন্দর্যস্ত ভাগধেয়ং ভাগমাগতয়া প্রাপ্তয়া ; “ভাগ-
ধেয়ং মতং ভাগ্যে ভাগপ্রভাষয়োঃ পুমানু” ইতি মেদিনী । গোচারণসম্বন্ধিতা লকুটিকায়াঃ পুরোভাগেহপবর্জিতং দন্তং
বামকক্ষতলং যন্ত সঃ ; দানপর্যায়ে “অপবর্জনমংহাতঃ” ইত্যমরঃ । অতএব তাদৃশা ভঙ্গ্যাহক্ষতা পরিপূর্ণা লোভনীয়
শোভা যন্ত সঃ ; দক্ষিণা মহোজ্জ্বালা তেজোবেগধারিণী জ্জ্বালতা যন্ত সঃ ; বিলাসপক্ষে, বহুধৈব বহুপ্রকারেণৈব
তং প্রসিদ্ধং মল্লীরম্ ; পক্ষে, বহবো ধৈবতস্বর। যত্র তন্ ; “ধৈবতাংশগ্রহতাসো মল্লীরঃ সঃ পরিবর্জিতঃ” ইতি তল্ল-
ক্ষণাৎ । পরেষাং হিতেন সহ বস্তুমানং যড়্জ-পক্ষম-রহিতঞ্চ । যড়্জস্ত মূর্ধ্বতাদিহেপি তন্ত দন্ত্যসকারণে সঙ্কেতো

মধুর অধরবিশিষ্ট কৃষ্ণ কন্দুকখেলা থেকে বিরমিত হয়ে ছায়াশীতল বিশাল তরুমূল অলঙ্কৃত করে বসে
গেলেন । এতে দেবীদের কৃষ্ণদর্শন যদি ছিলই হয়ে গেল তখন নিজ অপরাধ খণ্ডনার্থে মেঘ ঘনীভূত
আড়ম্বরে কপূরকণতুল্য বারিবিন্দু বর্ষণে, এবং চতুর্দিকে বিস্তৃত মালতিলতিকা-কুসুম-গন্ধবাহী শীতল
পবন যুছ যুছ বীজনে মধুর লীলাবলীর পালয়িত্ব কৃষ্ণের সেবা করতে লাগলেন । সুবিশুদ্ধ ললিত
ত্রিভঙ্গ্যামে দাঁড়ানোতে অতিসৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠায় উদ্ভাসিত, গোচারণ-বেত্রের উগায় দত্ত বামকক্ষতল-
বিশিষ্ট, অতিশয় লোভনীয়-রম্য গলে দোলায়িত বনমালায় শোভন কৃষ্ণ ললিত বামজজ্জ্বার উপর
তেজ ও বেগবান্ দক্ষিণ জজ্জ্বালতা স্থাপন করে নিজ বিলাসের অমুকূল জনমঙ্গলকারী মনোমল্ল
(কণ্ঠগ্রাহ্য) প্রসিদ্ধ মল্লীর রাগ আলাপ করতে করতে মুরলীবাদন-লীলায় প্রবাহিত তাললয় সংযুক্ত
মনোহর গানে বনপ্রদেশে সর্বত্র ভ্রাম্যমান কুরঙ্গসমূহকে উৎকণ্ঠিত করতে করতে, ধেমুগণকে উৎকর্ণ
করতে করতে, নিজ সহচরগণকে কান ফেলে শ্রবণপর করতে করতে শ্রুতিকে ধারণ করলেন ।

৬১ । তদা তদাকর্ণনকর্ণ-নমদমৃতধারা-পাতপাত-মহিমামুভূতাং সুভূতাং করণব্যাপার-পার-প্রাপ্তিং কারয়তি রয়তিগ্নতয়া প্রমদঘনানাং ঘনানাং হর্ষাশ্রুদ্রব ইব দুর্নিবারা জলস্রুতির্যদি সমজনি, তদা তমাসারং কমঠপৃষ্ঠকাঠিধরধরণিতলকল্লিততল্লতয়াইল্লতয়াপি ন জাতপঙ্কিলতয়া কিল তয়া নোদ্বৈগকরং গুরুতরাহারৌষতাশমনতয়া শমনতয়া স্বহাইতবানন্দপরয়া সেহে সেহেহিত-ভগবদালোকো লোকাভীতা গবাং শ্রেণী ॥

৬২ । ততশ্চ, তমালোক্য লোক্য-সহচরনিকরেণ করেণ সরসমূর্দ্ধনিতানি তানি মূর্দ্ধনি তানি তানি নিজনিজচেলাঞ্চলানি তৈঃ শ্রীকৃষ্ণশ্চৈব নিষ্কপটপটমণ্ডপতামাপত্ত সপত্তসমঞ্জসমিবি বিগলদমুধরাসু ধরায়ামেষ পাতয়ামাসে, মাসেব্যমানস্ত ব্যমানস্ত বপুরুপরি ॥

গানশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ; “যদ্ভ্জো দন্ত্যাতিরপি” ইত্যমরটীকা চানুসারী বা । মন এব মল্লঃ, দুর্গ্রাহতাং, তমপ্যারতি গুল্লাতি বশীকরোতীত্যুভয়থাপি তুল্যার্থঃ । মুরশীমীরয়তি তথাভাবে প্রবর্তয়তি বা লীলা তয়া । বনস্ত পরিসরতঃ পরিসরে পরি সর্বতঃ সরতো ভ্রমতঃ কণ্ঠং যতী প্রাপ্ত বতী নবা বনমালা যন্ত সঃ ॥

৬১ । তদাকর্ণনং তচ্ছবণমেব কর্ণয়োর্মন্ত্যা অমৃতধারায়ঃ পাতঃ পতনং তেন পাতো রক্ষিতো যো মহিমা তস্মিন্, অসুভূতাং প্রাণিনাং করণব্যাপারশ্চৈয়চেষ্ঠায়াঃ পারপ্রাপ্তিং কারয়তি সতি । প্রমদেন হর্ষণে ঘনানাং নিবিড়ানাং ঘনানাং মেঘানামশিরয়তিগ্নতয়া বেগানাং তীক্ষ্ণেন হর্ষাশ্রুদ্রব ইব জলস্রুতির্জলক্ষরণম্ । সা গবাং শ্রেণী তমাসারং সেহেহসহত । অল্পতয়াসারপ্রাধিকারত্বেন চ নোদ্বৈগকরম্, প্রত্যুত গুরুতরাহারহেতুকায়া উষ্ণতয়াঃ শমনতয়া প্রশংস-
নেন শং সূত্ররূপমেব; অতএবানতয়া অকুণ্ঠিতয়া ত্বা, “অবালং বৃজিনং জিহ্ম মৃতিমং কুণ্ঠিতং নতম্” ইত্যমরঃ । অতবানন্দপরয়াহনল্পহর্ষপরয়া । সা প্রসিদ্ধা ইহ বৃষ্টিসময়েহপি ঈহিতো ভগবদালোকো যয়া সা ॥

৬২ । তমাসারমালোক্য শ্রীকৃষ্ণস্ত মুখনি মন্তকে তানি তানি প্রসিদ্ধানি নিজনিজচেলাঞ্চলানি সরসং যথা স্তাভথা

৬১ । তখন কর্ণের দীনতাভাব জন্মানো সেই মল্লার রাগ শুনানোরূপ অমৃত ধারার বর্ষণে উচ্ছলিত মহিমাগারে প্রাণীগণের ইন্দ্রিয়-চেষ্টাকে সুন্দরভাবে পার পাইয়ে দিচ্ছিলেন কৃষ্ণ । শ্রবণানন্দ-বেগে জমাট মেঘ থেকে আনন্দাশ্রুপাতের মতো বিন্দুবিন্দু বর্ষণ অনিবার্যভাবে যদি হতে থাকলো তখন সেই বৃষ্টিপাতের অনাধিক্যের জন্ত কমঠপৃষ্ঠকঠিন ধরণিতলে রচিত শয্যা কদমাস্ত না হয়ে যাওয়াতে উদ্বৈগকর হয়নি, বরঞ্চ গুরুভোজন জনিত গরমভাবের প্রশমকরূপে সুখস্বরূপই হয়েছিল—অতএব দেহ কুণ্ঠিত করতে হয় নি বলে অতিশয় আনন্দপর হয়ে সেই বৃষ্টির সময়েও ভগবদবলোকন-চেষ্টাপর হল সেই লোকাভীত খেয়বন্দ ।

৬২ । আরও, অতঃপর বৃষ্টি হচ্ছে দেখে দর্শনীয় সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি অতিসুন্দর ভাবে উচু করে টান-টান করে নিজ নিজ বস্ত্রাঞ্চল টানিয়ে দিলেন—সেই বস্ত্রাঞ্চল নিখুতভাবে তাম্রধর ধর্ম প্রাপ্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ সেই অনুচিতের মতো বর্ষিত মেঘবারি নীচে মাটিতে ধারাতে কেলতে লাগল, কৃষ্ণের উপরে নয়, কারণ তার দেহোপরি টানানো বস্ত্র-শোভায় তিনি সেবিত হচ্ছিলেন—তার দেহটি সেবাযোগ্য, অপমান যোগ্য তো নয় ।

৬৩। পুরুপরিতোষণে চ জগদে,—‘জগদেকবল্লভ! স্বভাবোহয়ং মল্লারাগস্তাপরাগস্তাপরোক্ষ-
এব যদন্ত জলধরাগমকানি গমকানি। কিন্তু নীরবনীরবর্ষ-ব্যপদেশরোদনকারিতা কারিতা ভবনগান-
কৌশলেনৈব। তদলং গানকলয়া কলয়ামো ন ঘনাঘনাচ্ছনে দিনকরকরনিকরে দিনমর্যাদা মর্যাদারক।
চপলমেব চলামোচলামোদমেছুরং ছুরন্তং তে মুরলীকলকুলং বিরমতু বিরমতু চ ধারাবরধারা, ধরনিতল-
তল্লাত্থাপয়ামো গাঃ ॥

৬৪। ইতি সহচরকৃতসরসরভসপরিহাসহাসপেশলবদনবিধুরবিধুরমহা মহামধুরো বিরচিতবংশী-
ধ্বানমধ্বানমভিসারয়ন্ শেখুগণং দিশি বিদিশি বিহিতবিলোকনো লোকনোন্মুখমানচরিতো ঘনমহাসা মহ-

উর্ধ্ব মস্তকোর্ধ্বপ্রদেশে নিতানিতানি নিতরাং বিস্তারিতানি। ততন্তুল্যশৈল্যকলঃ কর্ণভিনিকপটং নির্ব্যাজমেষ
পটমণ্ডপতমাপত্ত প্রাপ্য সদপি তৎক্ষণমেবাধুরাষু যেষস্বক্ষিজলং ধরায়াং পৃথিব্যামেব পাতয়ামাসে, ন তু ভুত
মূর্খনাত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণ কথন্তুতস্য? বপুরুপরি মা বসনসম্বন্ধিনী শোভা তয়া সেব্যমানস্য; যদা, বপুরুপরি নিকপটপট-
মণ্ডপতমাপত্তেত্যেব সম্বন্ধনীয়ম্। ব্যমানস্য বিগতাবমানস্য; যদা, ধরায়ামেব পাতয়ামাসে, মা তস্য বপুরুপরি। কৃতঃ?
সেব্যমানস্য। তদপি কৃতঃ? ব্যমানস্যাবমানরহিতো হি সেবাই এবৈতি ভাবঃ ॥

৬৩। ততঃ পুরুপরিতোষণে প্রচুরানন্দেন সহচরনিকরেণ জগদে উক্তঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। কিং তং? হে জগদেক-
বল্লভ! বিবেশ্যামেকপ্রিয়! অস্য মল্লারাগস্তায়াং স্বভাবোহপরোক্ষঃ। সাক্ষাদেব কথন্তুতঃ অপরাঙ্ক ন পরা অক-
তীতি অপরাঙ্ক, প্রকৃষ্ট ইত্যর্থঃ। জলধরাগামাগমনমাত্রস্যৈব প্রয়োজকত্বং তদগমকানাং প্রসিদ্ধং কিন্তু নীরবং নিঃশব্দং
যথা ভবত্যেবম্। নীরবর্ষণস্য ব্যপদেশেন ছিলেন রোদনং কতুং শীলং যেযাং তেযাং ভাবন্তস্তা সা তু ভবৎকর্তৃকেন
গানকৌশলেনৈব কারিতা উৎপাদিতা। গানকলয়া গানশিল্পেনালম্। কৃতঃ? দিনকরস্য করনিকরে ঘনাঘনৈরাচ্ছনে
সতি দিনমর্যাদা ন কলয়াঃ, ন জানীমঃ; “বয়ুঃকাসা ঘনাঘনাঃ” ইত্যমরঃ। হে মর্যাদারক! মরী মারী, তস্য
দারক থণ্ডক! যদা, মর্যাদামিযতীতি তথাবিধি। চপলং তুর্গমেব চলামো গচ্ছামঃ; কচলামোদেন স্থিরানন্দেন মেছুরং
ম্বিক্তম্ ॥

৬৪। অবিধুরমুকুণ্ডং মচন্তেজো যস্য সঃ; বিরচিতবংশীধ্বানং যথা ভবত্যেবমধ্বানমধ্বানং প্রতিপথমেব বেছ-

৬৩। আনন্দোৎফুল্ল সখাগণ বললেন—‘হে জগদেকবল্লভ, প্রকৃষ্ট মল্লার রাগের স্বভাব সাক্ষাৎই
দৃষ্ট হয়—তবে জলধরের আগমনমাত্র পর্যন্তই তো (বর্ষণ নয়) তার গমকের (স্বরের কম্পন)
কার্যকারিতা—ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু নীরবে বারিবর্ষণেই এই যে ছিঁচ কাঁছনে ভাবে রোদন
এ তোমার গান কৌশলেই উৎপাদিত। বল তো, তোমার গানশিল্পের কি প্রয়োজন? নৃধিকরণ
খনমেঘে ঢেকে যাওয়াতে দিন কি রাত বুঝতে পারছি না, হে মারীখণ্ডক, চটপট এবার ঘরের
দিকে যাবো, স্থিরানন্দে স্নিগ্ধ ছুরন্ত তোমার এই মুরলী-কলকল বিরমিত হউক, আর সেই সঙ্গে বিরমিত
হউক মেঘের ধারা বরিষণ। ধরনিতল শয্যা থেকে গোসমূহকে এবার উঠাব।

৬৪। এইরূপে সহচরকৃত সরস উচ্ছলিত হাস্য পরিহাসে সুন্দর চন্দ্রবদনবিশিষ্ট, অতিতেজোময়,
মহামধুর শ্রীকৃষ্ণ মুরলীতে ধ্বনি উঠিয়ে প্রতি পথে পথে শেখুবৃন্দকে চালনা করতে করতে দিগ্বিদিগে

সাদরেণেব নিরুধ্যমানপ্রসারসারসৈঃ কুবলয়বলয়-মহামারকত-কতমপ্রমুখমুখমোটনকবৈবজতবজতবজতব
সমধিকোচ্ছলন্তিরতিবিস্ময়ধামভিধামভিধাদৃশ্য ইব দৃশ্যমানোহমানোদারক্ৰীঃ সজলধরজলধরগিতল-
চলনচলনবালধীনাং খরখুরখুরপ্রক্ষোদেনাপি নোদ্ধুলিতধূলীনাং ধেনুনাং গগনমু মমুজাকৃতিব্রহ্মতয়া
মতয়াহুতয়াতঃ খ্যাতঃ পরাগতপরাগোপরাগো নীলসরোজস্তোম ইব দ্বিতীয় ইব মহীমহীয়ঃসৌভাগ্য-
রূপী রূপী ঘনরসদঃ পীনাপীনাভোগভারবিবশতয়া মন্দমন্দমলসমলসমুপব্রজস্তীত্রজস্তীত্রতয়া চালহিতুং
ধরাব্যঞ্জকেন রঞ্জকেন রংহসা বেগুনিদমস্ত ধেনুর্নোদয়মদূরে পুরপ্রিয়ং দদর্শ ॥

৬৫। সা হি আসার-সারসলিলৈঃ স্নাতেব, মেঘমহো-মহোজ্জল-নীলশাটিকয়াহুশাটিকয়া কয়াচন

গগমভিসারয়ন্ লোকৈর্নোদ্যমানমতিশয়েন স্তু যমানং চরিতং যস্য সঃ; ধামভিস্তেজোভিরজাদৃশ ইব। কীদৃশৈঃ? অতি-
বিস্ময়ানাং ধামভিরাঙ্গদৈর্ঘ্যনগহসা বহিঃসেঘেভেজসা মহে উৎসবে সাদরেণেব নিরুধ্যমানঃ প্রসার প্রসরণং তেইনব
সারসং সরসতা যেষাং তৈঃ। ততশ্চ ধায়াং প্রসরণাভাবেন নিবিড়তাপত্তা শোভাধিক্যমিতি। কুবলয়বলয়ানি নীলোৎ-
পলমগুলানি চ মহামারকতানি চ তেষু কতমানি মুখ্যানীত্যর্থঃ। তৎপ্রমুখানাং তদাদীনাং মুখমোটনকবৈরতিতক-
কুর্দৃষ্টিঃ। অঙ্গানাং পাণিপাদাদীনাং যা তরঙ্গবত্তরলতা তয়া সমধিকমুচ্ছলদ্বিঃ। অমানা অনুপমা উদারা মহতী ক্রীঃ
শোভা যস্য সঃ। জলধরসম্বন্ধি-জলেন সহ বর্ত্তমানে ধরণীতলে চলনে চলনং কম্পনং যেষাং তথাভূতা বালধয়ো যাসাং
তাসাং খরাস্তীক্ষ্ণাঃ খুরা এব খুরপ্রাঃ শরাস্তেষাং ক্ষোদেন ক্ষোদেনোপি নোদ্ধুলিতা নোচ্ছালিতা ধূলয়ো যাভিস্তাসাং
ধেনুনাং গগনমু লক্ষিতঃ। মতয়া সম্মতয়া মমুজাকৃতিব্রহ্মতয়া আখ্যাতঃ, নামতো খ্যাতঃ প্রসিদ্ধঃ; “আখ্যাংহে অভি-
ধানক” ইত্যমরঃ। পরাগতঃ পরাস্তঃ পরাগোপরাগো ধূলুপরঞ্জনং যন্ত তথাভূতো নীলসরোজসমুহ ইব দ্বিতীয়রূপো
ঘনরসদো মেঘ ইব। মহাঃ পৃথিব্যা মহীষো মহন্তরং সৌভাগ্যং তদ্রূপী। পীনস্ত পুষ্টস্তাপীনস্তোধস আভোগঃ
পরিপূর্ণতা তয়া যো ভাবস্তেন বিবশতয়া ॥

নয়ন সঞ্চালন করতে করতে লোকের দ্বারা অতিশয় স্তু যমান লীলায় লীলায়িত হলেন। সেই সময়
অতি বিস্ময়ের আঙ্গদ জমাট মেঘের তেজের দ্বারা এ-বনবিহার উৎসবে সাদরে নিরুধ্যমান
প্রসরণ হেতু সরসতা প্রাপ্ত, নীলোৎপল ও মহামরকতমণিমুখ্যের মুখমোটনকারী, পানি-
পাদাদির তরঙ্গবৎ চঞ্চলতায় সমধিক উচ্ছলিত এক অপূর্ব ঘনীভূত তেজের দ্বারা অছাদৃশের মতো
দৃশ্যমান, অনুপমা মহতি শোভায় রম্য, শাস্ত্রানুসারে নরাকার পরব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ—বর্ষার
জলে জলময় ধরণীতলে চলনে কম্পমান পুচ্ছবিশিষ্টা, এবং যাদের তীক্ষ্ণ খুর-খুরপিতে খোঁড়াতেও
তৎকালে ধূলি উড়ে নাই সেই ধেনুবৃন্দের পিছে পিছে চলতে চলতে প্রতীয়মান হচ্ছিলেন যেন
ধূলী-উপরঞ্জনহীন একটি নীলকমল সরসিবুকে ভেসে বেড়াচ্ছে, যেন দ্বিতীয় এক মেঘখণ্ড পৃথিবীর
বুকে ভেসে চলেছে, যেন পৃথিবীর মহান সৌভাগ্যসম্পত্তি তার বক্ষে খেলে বেড়াচ্ছে। একরূপ মধুর
শ্রামসুন্দর পুষ্টপালানের পরিপূর্ণতাভারে বিবশতাহেতু মন্দ মন্দ অলস অলস ভাবে ব্রজের দিকে
গমনরত ধেনুবৃন্দকে দ্রুত চালনা করবার জন্ত ধরাব্যঞ্জক মনোরঞ্জক বেগুধনির বেগে উজ্জীবিত করতে
করতে অদূরে পুরশোভা দেখতে পেলেন।

৬৫। মনে হচ্ছে সেই পুরাত্নী প্রথম বর্ষার ধারাপাতে যেন স্নান করে উঠেছে, দিগ্‌মণ্ডলে জমাট মেঘকাস্তিরূপ অতি উজ্জ্বল কেনও অপূর্ব নীল শাটিকায় যেন আবৃত হয়েছে তার সর্বাঙ্গ, প্রতি গৃহের ছাদে ছাদে আগত মদমেহুর নৃত্যশিল্পিনিপুণ ময়ূরের অতি দীর্ঘ বিস্তারিত পুচ্ছই যেন হয়েছে তার অপরিসীম অতিঘন কেশপাশ যা ছরিয়ে দিয়ে শুকান হচ্ছে, মেঘমুক্ত পশ্চিম দিকের মুখ-সন্ধিতে জমাট সন্ধ্যারাগের বিষকল তুচ্ছকারী প্রতিবিম্বই যেন তার ললাটের উজ্জ্বল সিল্লরবিন্দু, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি রূপসৌন্দর্য আনয়ন চতুর ও গোচক্ষুর মতো গবাক্ষজালরূপ চুরাশি সহস্র নয়নে যেন মুকুতিজাত ও সুষ্ঠুপাকলক কুম্ভদর্শন হচ্ছে ঐ পুরাত্নীর। মেঘের ধারাবর্ষণে সূর্যকীরণ রহিত হওয়াতে রমণীয় পতাকাশীর্ষ যেন হয়েছে তার করকিশলয় যা কুম্ভাগমন-সুখকে যেন উল্লসিত করে তুলছে তথা তাঁর মনোভীষ্টে আক্রান্ত মনকে নর্তন করচ্ছে। বৃষ্টি থেমে

পরিমল-বালুকা-পরিমলনিন্দ্যায় পঙ্কয়া প্রণালিকালিকাসু প্রবহন্ত্য। ধারয়া রয়াতিরেকেণাহংগচ্ছন্তীনাং
ধেনুনামকৈতবাং শ্রদ্ধামাধায় যতমানেবাসীচ্চরণধাবনায় ভবনায় ভবন্তীনাম্ ॥

৬৬। অথ মন্থমথনকৃদ্বহ্নশোভো বহ্নশো। ভোদারবিশালগোশাল-গোচরীকৃতগো নিকরো গো-
নিকরোদ্ধৃতিমিরপটল-পট-লঃ স্বভবনচক্ষর স্বরমাণগতিনিজ্জিভবনং প্রতি প্রতিজনং বিসর্জ্য সর্জ্যমান-
বিরহরংহসা বিরসমনসো বয়স্যবালকান্ সমানে বয়স্য বয়স্যবালকান্ সমানে প্রণয়নিরীক্ষণেন ক্ষণেন
পরিতোষ্য চ ভবনোদরং বিনোদরং বিবিধ-ভোগ সম্পদা নভোগ-সম্পদানর্থকারিণ্যা সম্প্রদিতঃ পূর্বপূর্ব-

অথ গোপালস্ত তস্ত প্রীতকাম্যেবাস্তা গবাং সেবাগরিপাটীমাহ—পরিভূত ইতি। প্রণালিকাশ্রেণীসু প্রবহন্ত্য।
নীরাণাং ধারয়া আগচ্ছন্তীনাং ধেনুনাং চরণধাবনায় পাদপ্রাকালনায় যতমানা বহ্নবন্তীবাসীং। নীরাণাং কথন্তুনাম্ ?
নিবৃষ্টেহপি বৃষ্টিভো বিরহেহপি সতি যেন মেঘে পরিতঃ সমজ্ঞাদটালিকা-পৃষ্ঠাদিসু পরিতস্থবাং প্রথমমিত্তস্ততঃ হিভ-
বতাম্, ততশ্চ সত্বয় মিলিষা ভূয়শঃ পুনঃপুনরপ্যপচিতানামুপচয়ং প্রাপ্তানাং সত্যমবনীরাণাম্, অবনীং ভূতলং বাস্তি
উর্দ্ধভো নিপত্য গৃহস্তি প্রাপ্তু বস্তীতি বাবৎ, তেমাং ধারয়া। কথন্তুয়া ? কচিঃ কাস্তী রোচকত্বক, তভ্যাং জিতাঃ,
কপূরবেগবো যয়া সা চাসৌ রেণুকাদলদেলবালুকাপরিমলা চেতি, রেণুকা চ দলন্তী ক্ষুটন্তী এলবালুকা চ তয়োঃ
পরিমলো যন্তাং তথাভূতা চ যা বালুকা তন্তাঃ পরিমিলনে সন্মিলনে নিন্দ্যায় পঙ্করহিতয়া। “হরেণুরেণুকা
কোন্তী”, “এলবালুকর্মলেশম্” ইতি চামরঃ। এতে স্নগন্ধলতে সৌরভ্যার্থমটপৃষ্ঠসন্ধি-প্রাঙ্গণ-কোণাদিষারোপিতে জ্ঞেয়ে।
অপঙ্কয়া পঙ্কং পাপং তদ্রহিতয়েতি সামান্তদৃষ্ট্য। প্রণালিকাপ্রসঙ্গমপাবিত্র্যং বারিতম্, ভবনায় ভবনং প্রবেষ্টুং ভবন্তীনাং
বর্তমানানাম্ ॥

৬৬। বহ্নী শোভা যন্ত সঃ ; ভ্য কাস্তিত্বয়োদারং ॥ তদবিশালগোশালং চেতি। তদগোঃ কাস্তিত্বস্তা নিকরে-
ণোদ্ধৃৎ তিমিরপটলং যেন তথাভূতং পটং লাতি পরিধস্তে ইতি তথা সঃ ; সর্জ্যমানস্তোপার্জ্যমানস্ত বিরহস্য রংহসা
বেগেন ; ‘সর্জ অর্জনে’ ইতি ধাতুঃ। সমানে তুল্যে বয়সি নিমিত্তে অবালং নবালং কিন্তু প্রৌঢ়মেব কং সুখং যেভ্যস্তান্ ;
ভবনোদরং গহমধ্যম্। কীদৃশম্ ? বিবিধভোগসম্পদা বিনোদং হর্বৎ রাতি দদাতীতি তৎ। কীদৃশা ? নভোগায়াঃ

গেলে প্রথমে ইতস্ততঃ স্থিত বৃষ্টির জল অট্টালিকাগাত্রের চতুর্দিক থেকে পুনঃপুনঃ মিলনে উচ্ছলিত হয়ে
উঠে উর্দ্ধ থেকে পতিত হয়ে মাটিতে নেমে এল, কাস্তিতে কপূরধূলিক্রয়িণী এবং রেণুকালতা ও পত্রময়ী
এলবালুকা লতার পরিমলে সুবাসিতা বালুকা সন্মিলনে পঙ্করহিতা - প্রণালিকা বাহিতা ঐ পবিত্র
বৃষ্টিজলধারায় অতিবেগে আগমনপরায়ণ ও গৃহে প্রবেশরতা ধেনুবৃন্দে চরণ ধুইয়ে দেওয়ার জন্য অকৈতব
শ্রদ্ধায় যত্নপরায়ণ হলেন পুরলক্ষ্মী।

৬৬। অতঃপর বহ্নরায় মদনকে মথনকারী, শোভায় উচ্ছল, উচ্ছল কাস্তিমন্ত, দ্যুতিতে
অন্ধকারবাশি-নাশী পিতাম্বরধারী কৃষ্ণ বিশাল গোশালায় ধেনুবৃন্দকে প্রবেশ করিয়ে নিজ গৃহাঙ্গনের
দিকে দ্রুতবেগে চলতে চলতে ভাবী বিরহবেগে বিরসমন-তুল্যবয়স্ক বলে অল্প নয় বিপুল সুখদায়ী
সেই বয়স্কদিকে প্রণয়নিরীক্ষণরূপ উৎসবে পরিতুষ্ট করে প্রত্যেককে নিজ নিজ গৃহের দিকে পাঠিয়ে
দিলেন। তৎপর বিবিধ ভোগসম্পদের সমাবেশে আনন্দদায়ী, স্বর্গীয় সম্পদে ব্যর্থতাবুদ্ধি আনেন

দিনেতোহি প্যভিশয়িতেনাশনপানাদিকৌশলেন যথাযথমুপচরিতচরিতচটুলয়া এষা প্রযাপিতচ কপূর-
পূরবলকে বলক্ষেমকারিণা সকলপরিমলরতামলবতায়ুপদধানেন কোমলিয়াহলিম্নাত-পরিসরেণ সুরভিত-
মেনোপধানেন শোভমানে শয়নতলে নিশামনৈষীং ॥

৬৭। এবমিত্ত: পরমিত্ত: পরমুৎকৰ্ষং মুৎকৰ্ষং কুৰ্বাণাং প্রাণসখীনাং প্রোহপৰম্পরাং পরাং
প্রোহুৰ্ভাবয়ন্ ভাবয়ন্তিষিলকুটুম্বনিকুরস্বমপাশমোপাশমপাশকান্তরমপরিচীক্ৰমান: স কৃষ্ণানুগমহানলো
লোকেন কেনচিদপ্যনুভূতচরজালো জাজল্যমানতামবাপ যদি, তদা তং নির্বাণম্বিত্তমিষ প্রিন্সলহচরী-

যর্গমভ্যস্মি অপি মন্দ অনর্থং বৈষম্যং তৎ বর্তুং নীলং যত্নান্তরা। প্রযা মাত্র প্রযাপিত: শায়িত:। কীদৃশ্য? চরিত্তে
চরিত্তে চটুলয়া শোভনয়া। শয়নতলে কীদৃশে? কপূরপূরবলকে ধবলে, উপাধানেন শোভমানে। কীদৃশেন?
বলক্ষেমকারিণেতি ॥ বনিমদ্রৌষধ-গতিতৎ সূচিতম্। কোমলিয়া তদাধিক্য-প্রতিপত্তার্থং বর্ষবিনিমোহভেদোপচাৰ্য্য।
সকলপরিমলবতাং সমস্তসুরভিজব্যাপাম্, অলবতাং প্রচুরভাষণ্ডতাং বোপদধানেনাধিক্যেণ ধারয়তা, অজপ্রোহপিত্তি-
ম্নাতোহিত্যন্ত: পরিসরো ॥ তেন ॥

৬৭। অথোপরিষ্টাদ্রাধানবসঙ্গমং বর্ণয়ন্তিমানীমস্তা: পূর্বরাগপাকাবহামন্তবৈলক্ষণেয় পদমকাষ্ঠামাপ্তমভি-
ব্যঞ্জয়তি। ইত:পরং কৃষ্ণানুগমহানলো যদি জাজল্যমানতামবাপ, তদা বার্ষভানবী বহির্বৃন্তি বিসম্মারোতাশয়:।
কৃষ্ণানুগমহানল: কথন্তুত: ? পরমধিকমুৎকৰ্ষমিত্ত: প্রাপ্ত:। তত্চাস্তা: প্রোহপৰম্পরাং মুহূৰ্ভাবয়ন্
জনয়ন্। কীদৃশীম্? প্রাণসখীনাং মুৎকৰ্ষমানন্দমুৎকৰ্ষং নাশং কুৰ্বাণাং, ভাবয়ন্ কথং জীবন্তীতীত্ৰ্যাপশমোপাশমৌষধাদিকং
চিন্তয়ন্, যতন্তৈরশরিচীয়মানো বাধিগ্রহাবেশাদিবুদ্বৈব কথঞ্চিদ্রক্ষ্যমাণ ইত্যর্থ:। কেনচিদপ্যনুগোপীভনেনাপি নানু-
ভূতচরী নোপলক্ষ্যপূৰ্বা জালা যন্ত স:। অশনিবরৈ: কীদৃশে: ? তিরঙ্কতা তদানীন্তনী জলধরতাপি ধারা বৈশৈরভিবিচা-
ম্যমেন-মিচয়েন বস্ত্রোদারতমজং যন্তা: সা। আসেদৃষী প্রাপ্তবতী। কথঞ্চিদুচ্ছ্রিত্তে সতি পরমুপায়ং কৃষ্ণানুগমহানলং

গৃহপ্রাক্শনে প্রবিষ্ট হয়ে পূর্ব পূর্ব দিন থেকেও অতিশয় ভোজন-পানাদি-কৌশলে যথাযথ পরিচর্যা-
চেটায় শোভনা মায়ের দ্বারা শায়িত কৃষ্ণ কপূরধূলিধবল বল ও মজলদায়ী, সকল পরিমল অব্যোম
প্রাচুর্যে ভরপুর, অলিগুণনে বহুত, সুরভিত উপাধানে শোভিত শয়নতলে নিজায় রাত্রি কাটিয়ে
দিলেন।

রাধার পূর্বরাগ :

৬৭। (অত:পর রাধার নবসঙ্গম বর্ণন করবার উপক্রমে তাঁর পূর্বরাগ অবস্থা যা অনন্ত-
বিলক্ষণতায় পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত তা প্রকাশ করা হচ্ছে—)

নিখিল কুটুম্বসমূহের দ্বারা ব্যাধিবৃদ্ধিতে কথঞ্চিৎ লক্ষ্যমান, অত্র কোনও গোপীর দ্বারা
নানুভূতচরী জালাগয়, অতি উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত কৃষ্ণানুগম-মহানল, যা নিখিল কুটুম্বসমূহকে উপশম উপায়
চিন্তায় আকুল ও বিয়োগকাতর করে তুলছিল তা প্রাণসখীর আনন্দ নাশকারী মুহূর্তপ্রবাহ জন্মাতে জন্মাতে
যদি প্রজ্জ্বলিত হইল উঠল তখন তা যেন নির্বাণিত করবার জন্য প্রিন্সলহচরী-নয়ন-নিঃসৃত অশ্রুনির্বাণে সিত

নিকরেণাজশং অবন্তিরশ্রনিব রৈস্তিরস্কৃততদানীন্তন-জলধরথারৈঃ ভিষিচ্যমানচিচ্যাবৃতাজী বাহভানবী
নবীনবিপদবৃন্দমাসেহুযী দিহুযী ন পরমুপায়মাশাবন্ধমপি শিথিলয়ন্তী লয়ং তীত্রমুপযাস্তুতী বহিবৃন্তিং
বিসম্মার, স্মারশরাষাতঘন-ঘূর্ণাঘনঘূর্ণায়মান-দিগ্বিনিতানিতানিত-রসময়ে সময়ে ॥

৬৮ । কৃষ্ণোইপি তদবধি লক্ষ-তদমুরাগবাধয়া রাধয়া স্বহৃদয়মন্দিরমধ্যমধ্যাসীনয়া ইনয়া সহ সহ-
সমুত্তং সমুত্তমমুত্তরেব রমমাণোইপি বাৎসল্যাদিরসজুযাং সজুযাং পিত্রাদীনাং সন্নিধৌ তথাবিধ তন্তুং সুখ-
প্রকাশশক্ত্যেব বহিবৃন্তিমপ্যমুভাব্যমানোইমানোদারলীলো বিললাস ॥

৬৯ । অথাপরেষপি দিবসেষু ঘনসময়-সময়মান-মাননীয়-সৌভগেষু মণিগণগোবর্দ্ধনস্ত গোবর্দ্ধনস্ত

প্রতীকারং ন বিহুযী, ন মানয়ন্তীত্যর্থঃ । তস্ত হুপ্রাপতাং পরায়ুজ্ঞ প্রাণরক্ষকমাশাবন্ধমতিশিথিলয়ন্তী সংশোধয়ন্তী । কুতঃ ?
দশমীং দশমারক্ষককুর্লয়ং নাশমুপ নিকট এব যাস্তুতী । বহির বৃন্তিমিচ্ছিয়াণং বহিব্যাপারং বিসম্মার বিস্মৃতবতী । স্মারশরশ-
রাতেন ঘনা নিবিড়া ঘূর্ণা চ যন্তাঃ সা । ঘনৈর্মেষেইহেতুভির্ঘূর্ণায়মাণাভিঃ সংভুক্তকাস্তাবনুদ্রিত-লোচনাভিদিগ্ বনিতাভি-
নিতরাং তানিতা বিস্তারিতা রসা বৃষ্টিজলানি তদুয়ে সময়ে । অতন্তুস্তাস্তাদৃশদৃশক্ষণোদ্ভ্রামিত-বুদ্ধীনাং সখীনাং
ক্ষণমপি তাং ত্যক্তু মশকুবতীনাং কৃষ্ণে দূত্যাদিপ্রক্রিয়াপি নাদুদতো যোগমায়ৈব সর্বসমাধানমিতি বক্ষ্যতি ॥

৬৮ । লক্ষা তস্ত কৃষ্ণমুরাগবাধা যয়া তয়াইনয়া রাধয়া সহর্ষসমুত্তং সহর্ষবিস্তারং যথা ভবতোং সমুত্তং নিরন্তর-
মেব, অন্তরেব মনোমধ্যে এব বাৎসল্য-সখ্য-দাস্ত-রসসেবিনাং তত্তদরসাশ্রয়াণং পিত্রাদীনাং নন্দাদি-শ্রীদামাদি-রক্ত-
কাদীনাং সজুযাং জুট, শ্রীতিস্তংসহিতানাং স্বরসোচিত-প্রেমবতামিত্যর্থঃ । তথাবিধং স্বরসোপযোগি তন্তুং সুখং
কৃষ্ণদর্শনাদৌ প্রেমভারতমোদনভরতমায়মানং সুখং তস্ত প্রকাশো বতন্তয়া সভাবশক্ত্যেব তেষাং প্রেমাতুরোধেন বহিবৃন্তিং
লালনাবকাশ-প্রদান-কন্দুকাди-ক্রীড়াবেশ-পরিচর্যামুদোদনাদিম্, ন বিজ্ঞতে মানন্তত্বতো জ্ঞানং যন্তাস্তথাভূতোদারা মহতী

বস্ত্রে আবৃতাজীবার্হভানবী নবনব নানা বিপদে জড়িয়ে যাচ্ছিলেন—কোনও প্রকারে মুচ্ছা ভঙ্গ হলে
কৃষ্ণাসঙ্গবিনা এ-জ্বালা প্রতিকারের অণু উপায় দেখতে পাচ্ছিলেন না । আবার এদিকে কৃষ্ণের
হুপ্রাপ্যতাহেতু প্রাণরক্ষার আশাবন্ধ পর্যন্ত অতি শিথিলতা প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছিল । তিনি দশমীদশা
আরোহনিচ্ছুক লয়ের কাছাকাছি চলে যাচ্ছিলেন । ইন্দ্রিয়ের বহিব্যাপার ভুল হয়ে যাচ্ছিল । তিনি মদনের
শরাঘাতে নিবিড় ঘূর্ণায় বিবশ হয়ে পড়লেন,—আর ওদিকে সেই সময়ে ঘনমেঘ হেতু ঘূর্ণায়মানা
সংভুক্ত-কাস্তাবৎ মুদ্রিত লোচনা দিগ্বনিতাদ্বারা নিরন্তর বিস্তারিত মেঘজল অঝোরে ঝরে যাচ্ছিল ।

৬৮ । কৃষ্ণও তদবধি তদমুরাগ বাধায় ব্যথিত স্বহৃদয়মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠিত রাধার সহিত
আনন্দোচ্চল ভাবে নিরন্তর মনোমধ্যে রমমান হতে থাকলেও স্বরসোচিত-প্রেমবান্ পিতামাতা ও
সখাদির সন্নিধানে তথাবিধ-তন্তুং সুখপ্রকাশক স্বাভাবিক শক্তি দ্বারাই বহিব্যাপারও নির্বাহ করতে
থাকলেন (লালনাবকাশ-প্রদান ও কন্দুকাदि-ক্রীড়াবেশ পরিচর্যা অনুমোদিত হতে থাকল)—এইরূপ
তত্ত্বঃ জ্ঞানের অবিসয় উদার লীলায় লীলায়িত হতে থাকলেন কৃষ্ণ ।

গোবর্দ্ধনে বর্ষাবিহার :

৬৯ । অতঃপর বর্ষাকালে অতি আদরণীয় সৌভাগ্য প্রাপ্তিতে যখন কোনও এক দিনে মণিগণের

গিরিবরস্ত রস্ততমাস্পত্যাকাস্ত ত্যাকাস্ত পোরপোরবস্তুরভিষ্ম সুরভিষ্ম চরস্তীষ্ম তৈস্তব ক্ষিত্তিধরচূড়া-
 মণীস্ত্রস্ত চূড়ামণীস্ত্র-স্বন্দমান-রুচিধারাবধর-ধারাবধর-জল-ধারাবধরগন্ধশিলাগর্ভ-পরিসর-সরদ্বিসর-সরসশিলা-
 সিংহাসনকৃতাসন: ক্ষটিকগণ্ডশৈলশৈলজনিষল জলদনিকরকরকর্ষণজাতকোতুভৈস্তদ্রদর-সমুদ্রীলদচির-
 রোচিষাং রোচিষাং পটলেন রুষা পরুষাহপচিকীর্ষয়া কুতনয়নবৈকৃত্যেনেব ভিয়াহিভিষাপিতশঙ্কৈঃ
 পরাবৃত্য বৃত্যপরাবৃত্তৈঃ পুনরপি ধর্তুযুক্ততৈর্মুদ্যতৈরুপসর্পিষ্ট: পুনরপি তদুজ্জিতগর্জিতগরিমা পলায়মানৈঃ
 পুনরপি চপলতয়া লতয়া তাড়য়িতুমুপসর্পিষ্টস্তদুদগীর্ণনীরনীবন্ধশীকরনিকরনির্ভং ফুংকারপরাহতৈঃ
 সহচরৈর্হাস্তমান: কদাপি দাপিতস্বথস্তৈরেব বহুধা বহুধাতু-শকল-কলনেন কৃতবিবিধরাগপরভাগপর-
 ভাগ্যোনাকল্লেন, কদাচন চ, নটস্তিরিতস্তততৈস্তৈরেব জনিতসারস্ত: সারস্তদো রস্তোরস্তোত-লক্ষ্মী-লক্ষ্মী-

লীলা যন্ত সঃ, অতর্কোদারচর্য ইত্যর্থঃ ॥

৬৯। অথ তন্নবসঙ্গমসঙ্গমকল্লেন বর্ষাসময়স্তবতিযোগ্যতাং জ্যোতয়ন্ পুনরপি তদ্বিলাসং বর্ণয়তি—অথেন্তি।
 সহচরৈরুপচর্যমাণো বিজহারেত্যন্বয়ঃ। যনসময়ে মেঘাগমকালে সমাগয়মানং সমাগচ্ছৎ মাননীয়ং সৌভগং যেষাং তেষু
 দিবসেষু মণিগণৈর্গেবাং কান্তীনাম্ বর্ধনং যন্ত তন্ত গোবর্ধনস্তোপত্যাকাস্ত নিকটভূমিষু ত্যাকাস্ত তাস্ত, অকজস্ততাদৃশকরূপম্।
 পোরগাং সগন্ধতৃণানাং গৌরবেণ পুরুতয়া প্রাচুর্যেণ হেতুনা সুরভিষ্ম সগন্ধাস্ত সুরভিষ্ম ধেমু চরস্তীষ্ম সতীষ্ম। চূড়াস্ত
 যে মণীস্ত্রাঃ কমলরাগাদয়স্তেভ্যঃ শুন্দমানাং ক্ষরস্তীমিব রুচিধায়াং কান্তিধায়াং ধরস্তীতি তথাভূতা যা ধারাবধরজলানাং
 মেঘবৃষ্টজলানাং যা ধারাস্তা ধরস্তি বে গন্ধশিলাগর্ভাঃ সগন্ধশিলাময়বিবরাণি তেষাং পরিসরমুপাস্ততং সয়ন্ প্রাপু বন্
 বিসর: সমূহো যাসাং তথাভূতা: সরসা: শিলা এব সিংহাসনানি তত্র কৃতাসন:। তত: সহচরৈর্হাস্তমান:; কথমুদৈ: ?
 ক্ষটিকগণ্ডশৈলেষু যানি শৈলজানি শিলাজত্বনি তত্র নিষলানামুপবিষ্টানাং জলদনিকরাণাং ক রেণ করপ্রত-দীর্ঘলকুটেন
 ষা যৎ কর্ষণমাকর্ষণং তত্র জাতকোতুভৈকুন্ততদুদরভো দর ঈষদুদ্রীলস্তীনাং চিররোচিষাং বিদ্যুতাং রোচিষাং দীপ্তীনাম্
 পটলেনাভিষাপিতশঙ্কৈঃ প্রাপিতসাধবৈঃ। পটলেন কীদৃশেন? রুষা ক্রোধেন পরুষং যথা ভবতোবমপচিকীর্ষয়াহপ-
 কতু'মিচ্ছয়া কৃতং নয়নবৈকৃত্যং নেত্রবিকৃতিভাবো যেন ভেনেব। ততশ্চ ভিয়া পরাবৃত্য পলায়া বৃত্য 'ইত ইত আগচ্ছত'

দ্বারা উজ্জলীকৃত কান্তিতে দীপ্ত গোবর্দ্ধন গিরিরাজের অতুলনীয় রসময় ঐ উপত্যকায় স্নগন্ধ তৃণের
 প্রাচুর্য হেতু সুরভিত ধেমুগণ চরতে থাকলে ঐ পর্বতচূড়ামণির চূড়াস্ত্র মণীস্ত্র থেকে বিকিরিত কান্তিধারা-
 বাহী বৃষ্টিজলধারায় পূর্ণ স্নগন্ধ শীলাময় গর্ভের তটভূমিতে গড়াতে গড়াতে এসে পুঞ্জীভূত শিলাস্তূপ-
 সিংহাসনে উপবিষ্ট ত্রীকৃষ্ণকে সখাগণ নানা সচ্ছন্দ রঙ্গিলা চঞ্চলতায় হাসাতে লাগলেন। ক্ষটিক
 গণ্ডশৈল-জাত শিলাজতু ধাতুর উপরস্ত্র মেঘমালাকে হাতে টানাটানি-খেলা কোতুকে মেতে উঠলেন
 সখাগণ—টানাটানি করতে করতে হঠাৎ মেঘের ভিতরে বিদ্যুৎ চমকিয়ে উঠল, এ যেন ঠুঁদের বাধা
 দেওয়ার ইচ্ছায় মেঘের ক্রোধজনিত কর্কশ চোখ-রাঙ্গানি, ঐ দীপ্তিমালায় সখাগণ ভয় পেয়ে গেলেন,
 ভয়ে পালিয়ে গিয়ে পুনরায় এদিক-ওদিক থেকে এসে অনুচর বলে স্বীকৃত অপর বালকগণের দ্বারা
 পরিবেষ্টিত হয়ে সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে যেই পুনরায় আনন্দাবেশে অভিভূত হয়ে ধরতে গিয়েছেন
 ওকে, অগনি ওর প্রবল ঘড়্ ঘড়্ গর্জন গরিমায় ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন, পুনরায় চঞ্চল

লক্ষ্মীলক্ষ্মীধরবিহারী ঘনসময়সুখাপসুখাপস্তিকারিকলমূলকন্দ-কন্দলিতানন্দঃ সখিভিরেব তত্তদন্তিতোহ-
ভিতোষণোহুত্যা শ্রদ্ধাবদ্ধাবৎপ্রণয়মহিম্না হি স্নাপিততত্তদশনো দশনোচ্ছলরুচা সিতেন হসিতেন হরমাণো
গিরিচরণামখিল-সন্ধানাং মনো মনোভৈষ্টৈস্তেবৈব করতল-লভ্য-পুগতরু-পুগ তরুণফলমামূল-দলিতদলিত-
জাম্বুনদাভতামূলবল্লীদলদলদতিজীর্ণ সুরভি-শিলাচূর্ণচূর্ণসমেতং কর্পূরকদলীকাণ্ড-নির্যাস-বাসিতং তামূল-
মুগকল্যা পরিচর্যমাণো বিজহার ॥

ইতি পার্শ্বিগ্রাহতয়া বরণেনাপঠৈরপি বয়ন্তৈর্যবৃত্তৈঃ। ততশ্চ লক্ষসাহসৈর্ধর্মু মুখমবস্তির্মুদা তদাবেশানন্দেন যতৈর্দশী-
কৃতৈঃ। দাপিতং সুখম্, অর্থায়োষৈরেব সহচরেভ্যো যেন সঃ। বহুবিধানং ধাতুখণ্ডানাং কলনেনানয়নেন, ততশ্চ
কৃতন্ত বিবিধৈর্যবৃত্তৈঃ পরভাগ্য শোভয়াহপি পরং ভাগ্যং কৃষ্ণেন স্বীকারাদযত তথাভূতেনাকল্লেন বেষণ। সায়ন্তদঃ
সারঙ্গবঃ, স্থিরহর্ষজজ্ঞবেগ ইত্যর্থঃ। রস্তং যদুরো বক্ষস্তত্র আ উত্তং সম্যক্ প্রাথিতমিব লক্ষ্মীলক্ষ্ম যন্ত সঃ। লক্ষ্মীলে শ্রীলে
শ্রীমতি লক্ষ্মীধরে গোবর্ধনপর্বতে বিহারী বিহরণশীলঃ। ঘনসময়ে প্রারুহি সুখাপাং সুলভাং সুখাপস্তিং সুখপ্রাপ্তিং
কর্তুং শীলং যেযাং তৈঃ, ফলমূলকন্দৈঃ কন্দলিতানন্দোহঙ্কুরিতহর্ষঃ। কন্দমূলয়োঃ তুলদীর্ঘদ্বাভ্যাং ভেদঃ। শ্রদ্ধয়া বদ্ধং
বদ্ধমবতঃ পালয়তঃ প্রণয়ন্ত মহিম্না হি নিশ্চিতং স্নাপিততত্তদশনো নির্বাহিত-তত্তদভোজনঃ। অখিলসন্ধানাং সর্ব-
প্রাণিনাং মনোভৈঃ শ্রীকৃষ্ণাভিরুচিবিষ্টৈস্তৈঃ সহচরৈরেব তামূলমুগকল্যা পরিচর্যমাণঃ। তামূলমেব কীদৃশম্? কর-
তলৈর্নৈব লভ্যং পুগতরু পুগানাং শুবাকবক্ষসমূহানাং তরুণং পুষ্টং ফলং যত্র তৎ তথা আমূলং মূলমভিব্যাপ্য দলিতা
জাতদলা চাসৌ দলিতং চূর্ণিতং যজ্জাম্বুনদং কনকং তদাভা চেতি তথাভূত্যা যা তামূলবল্লী তন্তা দলং পর্ণম্, তথা
দলন্ত্যাজু টন্ত্যা অতিজীর্ণায়াঃ সুরভিশিলায়াশ্চূর্ণং ক্ষোদ এব চূর্ণং তাভ্যাং সমেতম্। ‘দল বিদারণে’ ইত্যন্ত জ্যোতনমপ্যর্থঃ
পচেবিক্রিষ্টি-বিক্রেদনবজ্জ্ঞেয়ঃ ॥

লতাদ্বারা পেটাবেন বলে যেই নিকটে গিয়েছেন অমনি ঐ মেঘ থেকে উদগীর্ণ ঘন জলবিন্দুর ফোয়ারা-
কুংকারে বাধাপ্রাপ্ত হলেন। কোনও সময়ে আবার আনন্দোচ্ছল সখাদের দ্বারা আনিত বহুবিধ
রঙ্গবেরঞ্জের ধাতুখণ্ডের দ্বারা রচিত - বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট - শোভারও পরমভাগ্যস্বরূপ - অতিরমণীয় বেশে
সুশোভিত হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, আবার কখনও কখনও ইতস্ততঃ নৃত্যপরায়ণ সখাগণের দ্বারা সৃষ্টিত
রসপ্রবাহে পাড়ে অচঞ্চল আনন্দবেগে ভেসে চলেছেন। রসময় বক্ষে সম্যক্ প্রোথিতের মতো
লক্ষ্মীচিহ্নে শোভন, শোভাসম্পত্তির আধার গোবর্ধন পর্বতে বিহারকারী, বর্ষাকালে সুলভসুখদায়ী
ফলমূলকন্দের সমাহারে অঙ্কুরিত হর্ষে উৎফুল্ল শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের দ্বারা এদিক-ওদিক থেকে আনন্দোচ্ছাসে
সংগৃহীত ঐ সব বস্তুতে শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ প্রণয় মহিমায় ভোজন নির্বাহ করে দম্ভের উজ্জল
কাহ্নিচ্ছটায় শুভ হাসিতে প্রাণীমাত্রেরই মন হরণ করতে লাগলেন। তখন অভিরুচি-বিজ্ঞ সহচরগণ
করতলে লভ্য সুপারী বৃক্ষশ্রেণীর পুষ্ট সুপারী যোগে আমূল পত্রযুক্ত চূর্ণস্বর্ণাভ তামূল লতার তামূল
অতি জীর্ণ সুগন্ধী নির্মল পাথর চুণে সাজিয়ে কর্পূর কদলীকাণ্ড নির্ধাসে বাসিত করে সমর্পণ করলেন
কৃষ্ণকে—এইরূপে নানাভাবে পরিচর্যমান শ্রীকৃষ্ণ মনের আনন্দে বিহার করতে লাগলেন।

৭০ । যদি কদাচিত্ত্বৈব বর্ষতি মুদিরো মুদি রোচমানস্তদা সদানন্দদানন্দকন্দকন্দরামন্দিরমাসাত্ত
রমাসাত্তমানে তস্মাদরে দরেহিত-নয়নাঞ্চলার্পণো দর্পণোদরসন্নিভে সন্নিভেম্বকলভ ইবোপবিষ্ণু
সময়ং গময়তি, তদা ত এব সহচরাশ্চরাচর-মনোহরস্য তস্য পুরতঃ পরম্পর-পরম-খেলা-কোলাহল-
হলহলারাবে প্রতিবরবনতয়াহদরীকৃতয়া দরীকৃতয়া কৌতুকপরম্পরাহপরয়া পুনরপি সবিস্তারতার-
দুষ্কারকারিণঃ পুনরপি তথাপ্রতিধ্বনি-ধ্বনিতায়াং তস্তাং পুনরপি ততোহধিকচীংকারকারণতয়াহনব-
স্থানবস্থানত্বেন দুষণেপি শিশুতয়া ভূষণায়মাগতামেবাসাত্ত শ্রীকৃষ্ণং রময়ামাসুঃ ॥

৭১ । কদাচিদপি নিপততি বহিঃ প্রাবৃট্শ্রিয়ো হাস ইব করকাকদম্বে দ্রুতবিদ্রুতবিহারা অবনত-
কঙ্করা ধরাতলনিহিতনয়নাস্তদানয়নাস্তদাক্ষিণ্যমবচিত্য করে কৃষ্ণা শ্রীকৃষ্ণচরণান্তিকে নিক্ষিপন্তি ॥

৭২ । নির্বৃষ্টে তু ঘনে কন্দরতোহদরতোষণে বহির্ভূয় ভূয় উপরি গিরিশিখরস্য খর-শুদ-জলদ-জল-

৭০ । সর্দেবানন্দতাং সমুদ্রাতাম্, আনন্দানাং কন্দং মূলং যত্র তথাভূতং কন্দরামন্দিরম্, রময়া শ্রিয়া আসাত্তমানে
সেবামানে, সন্ সুন্দর ইভেম্বশাবক ইব । প্রতিবরবনতয়া প্রতিবরং প্রতিধ্বনিং রৌতীতি তন্তয়া । কীদৃশা ? অদরীকৃতয়া-
হনল্লীকৃতয়া দরী কন্দরন্তয়া কৃতয়া নিষ্পাদিতয়া তয়া হেতুনা যাহপরয়াহতা কৌতুকপরম্পরা তয়া, পুনরপি সবিস্তার-
মত্যাযতং তারমতুচ্চং দুষ্কারং ‘কোহসি রে কিং বদসি রে’ ইত্যাত্তাক্রোশশব্দং কতুং শীলং যেযাং তে । অস্তাং দর্শ্যং
পুনরপি তথা প্রতিধ্বনিনা ধ্বনিতায়াং সত্যাম্, অনবস্থানির্ধায়াঃ পর্যাগ্ভাভাবঃ, তস্তা নবীনস্থানত্বেনোত্তমাশ্রয়ত্বেন ॥

৭১ । করকাকদম্বে বর্ষণোপলসমূহে বহির্নিপততি সতি দ্রুতং শীঘ্রমেব বিদ্রুতবিহারা বিগতপেলাস্তেবামানয়নেহতং
নিক্ষিপ্তং দাক্ষিণ্যং স্বাচ্ছন্দ্যং যত্র তদ্যথা ভবত্যেবং নিঃক্ষিপন্তি;—“দক্ষিণো দক্ষিণোদ্রুত-সরলচ্ছন্দবর্তিসু” ইতি
মেদিনী ॥

৭০ । যদি কখনও এঁদের খেলার ভেতরেই মনোহর মেঘ আনন্দে বর্ষণ আরম্ভ করে দিল তখন
সমুদ্রমান্ আনন্দের উৎস গিরিগুহা-মন্দিরে প্রবেশ করে দর্পণের উদরের সমান শোভায় সেব্যমান অভ্যন্তরে
নয়নাঞ্চল ঈষৎ নিক্ষেপ করে সুন্দর হস্তীশ্রেষ্ঠ শাবকের মতো উপবেশন করে সময় যাপন করতে লাগলেন
শ্রীকৃষ্ণ । তখন সেই অবসরে সহচরগণ চরাচর মনোহর কৃষ্ণের সম্মুখে পরম্পর পরম খেলাকোলাহল
হলাহল ধ্বনিতে প্রতিধ্বনি উঠাতে লাগলেন ঐ গুহার ভিতরে । এতে গুহার মান বেড়ে গেল, আর এই
হেতু নিষ্পাদিত হল অপর অল্প কৌতুক পরম্পরা—পুনরায় অতি উচ্চ চিৎকারে ‘কেরে কি বলছিস্ রে’
ইত্যাদি আক্রোশ ধ্বনি করতে থাকলে গুহায় পুনরায় ঐরূপ উচ্চ প্রতিধ্বনি উঠতে থাকল, পুনরায়
তারা ততোধিক চিৎকার করতে থাকলেন তাঁদের এই ব্যবহার আশ্রয়দাতার প্রতি নির্ভার অভাবে
দুষণ হলেও শিশু বলে তাঁদের পক্ষে ভূষণেই পরিণত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীত করল ।

৭১ । কখনও বাইরে বর্ষাশোভার হাসির মতো শিলাবৃষ্টি হতে থাকলে চটপট খেলা
ছেরে দিয়ে সখাগণ ঘাড় বুঁকিয়ে ভূমিতলে নজর দিয়ে শিলা কুড়িয়ে হাতে ধরে স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় তুচ্ছ
করে কৃষ্ণচরণ-প্রান্তে নিয়ে ফেলে দিলেন পুষ্পাঞ্জলির মতো ।

দরেতর-ফালিতে চমুরুবধুজনাচ্ছপুচ্ছপুট-মার্জিতে কস্তুরীহরিণতরুণীমদগন্ধিনি মরকতশিলাশবভেদ-
শকলেন্দুসুন্দরমুখঃ সুখাবস্থিতঃ। স্থিত এব পরিতোহপরিতোষহরঃ স্বাং তলুমিব ঘনমহসা মহসারেণ
দূরাদবিভজ্যমানাবয়বাং মদকল-বাক্সার-মুখর-মধুপ-রাগ-মধুপরাগ-প্রিয়কপ্রিয়কমালাং বিলাস্চরীং-
গোচার-চারব-ভূয়িষ্ঠাং পীতভাস্বদং শুকাং সরসরভসহরিনীনয়নাং চমৎকারকারিণীং হারিণীং লুলিত-
ললিত-লক্ষ্মণ-সুপল্লব-পঞ্চশাখাং বনরাজিমালোকমানঃ পরিতশ্চরিতশ্চমৎকারকারণেন মরকতাকুরায়-
মাণ-সৌগন্ধিক-গন্ধিকতুণ-ঘনমেতুরামনিম্নোচ্চতাব-ভা-বহুলামপগত-ভানু-ভানু-শীতলতলপদিসরামতিতো
বলয়াকারদূরবস্থিতবনরাজিকৃত-বেষ্টনতয়া পরম্পরলগ্নাগিব বলজ্জলনপিধানবাসরমণিকুণ্ডলাং গাং ত্যাং
চ সমভাসমালোকয়ন্নতিধন্যতমৈঃ সহ সহচরৈঃ সহরিরিঃ ॥

৭২। অদরতোষেণানল্লহর্ষণেখরশ্চন্দ্রীক্লেবেগৈর্জলদজ্জলৈর্দেহতরমদরমনক্লেঃ যথা শ্রুত্থা ফালিতে ; অশকলেন্দুঃ
পূর্ণচন্দ্রঃ। স হরিঃ স্বাং তলুমিব বনরাজিমালোকমানস্তথা গাং ত্যাং সমভাসমালোকয়ন্, শ-লি। কালি। ধবালি।—
ইত্যাদি নামগ্রাহং যদি সমাজুতাব, তদা গিরিবরশ্রোপভাং ত্যঃ সমীযুরিত্যহঃ। ঘনমহসা নিবিড়কাস্ত্যা ; পক্ষে,
মেঘতেজসা হেতুনা দূরাদ দূরতোহবিভজ্যমানা বিভক্ততয়া ন লক্ষ্যমাণা অবয়বা যশাস্তাম্ ; মদকলানাং মদোৎকটানা-
মতএব বাক্সারমুখরাণাং মধুপানাং রাগোহিতরাগো যত স চাসৌ মধুনা পরাগেণ চ প্রিয়ং কং স্বথং যতঃ সা চেতি তথাভূতা
প্রিয়কমালা কদম্বশুকু ; পক্ষে, কদম্বশ্রেণী যশাং তাম্ ; বিলসতঃ শ্রীবৎসশ্চ চিহ্নবিশেষশ্চ গোচারো রশ্মিসংকরণং তেন
যচ্চারবং চারুত্বং তেন ভূয়িষ্ঠাং বহুলতাম্ ; পক্ষে, বিলসচ্ছ্রীযুক্তানাং বৎসানাং গবাক্ষ চারশ্চ যচ্চারুত্বং তেন ভূয়িষ্ঠাম্ ;
পীতং পীতবর্ণং ভাস্বতেজসি অংশুকমধ্বরং যশাস্তাম্ ; পক্ষে, পীতা নিগীর্ণা ভাস্বতঃ সূর্য্যশাংশবো যশা তাম্, ঘনমহসেত্যত-
বৃত্তেঃ। সরসরভসা রসবেগসহিতা হরিণীনয়না গোপো যশাং তাম্ ; পক্ষে, সরসরভসানি হরিণীনাংনয়নানি যশাং তাম্ ;
হারিণীং হারবতীং মনোহারিণীং চ লুলিতে মুহুরো ললিতো লক্ষ্মণঃ সুপল্লব ইব পঞ্চশাখঃ পার্ণিষ্ঠাং তাম্ ; পক্ষে,
তাদৃশসুপল্লবানাং পঞ্চো বিস্তারো যাস্ত তথাভূতাঃ শাখা যশাং তাম্। চমৎকারাণাং কারণেন কর্জা চলিতঃ প্রাপ্তশ্চমৎ-
কারহেতুণামাম্পদভূত ইত্যর্থঃ। জামাকাশং গাং পৃথনীঞ্চ। কাঁদশীম্ ? মরকতাকুরায়মাণানি ৌগন্ধিক-গন্ধীন কতুণানি

৭২-৭৩। বৃষ্টি থেমে গেলে পূর্ণচন্দ্রসম সুন্দর মুখো শ্রীকৃষ্ণ উচ্ছলিত আনন্দবেগে গিরিগুহা
থেকে বাইরে এসে গিরিশিখরোপরি চড়ে প্রবল বৃষ্টিজলধারায় সম্পূর্ণ প্রক্ষালিত চমরুবধুজনের
নির্মল পুচ্ছপুটে মার্জিত ও কস্তুরীহরিণ-তরুণীর গন্ধে মদগন্ধী মরকতশিলাখণ্ডে সুখাসীন হলেন।
সেখানে বসে বসে দুঃখহারী সেই হরি চতুর্দিকে নিজের দেহের মতো প্রতীয়মান বনরাজিকে
দেখতে দেখতে তথা ভুবন-গগন এ-দুইকে একই রূপ দীপ্তিমন্ত দেখতে দেখতে শবলি-কালি-ধবলি
ইত্যাদি নামক ধেনুবৃন্দকে যদি নাম ধরে ধরে ডাকতে আরম্ভ করলেন তখন তারা গিরিবরের
উপত্যকায় ছুটে এসে দাঁড়াল।

(সেই বর্ষাকালীন বনরাজি কেমন তাই বলা হচ্ছে—)

দূর থেকে ঘন কাস্তির বলমলানিতে নিজ তলু যেমন নির্বিশেষ অবয়বী বলে প্রতীয়মানা
তেমনই মেঘের তেজে নির্বিশেষ অবয়বী বলে প্রতীয়মানা, মদগন্ধ বাক্সারমুখর ভ্রমরের অমুরাগরঞ্জিত

৭৩। অথ তত্র গিরিবরপরিসরে ন কোহপি কন্ধিদ্ধিক উনং সরসতরসৌগন্ধিকগন্ধি-তৃণে তৃণেটি পশুঃ পশুমিতি নিরাতঙ্কতয়া তৃণাশ্বাদ-লালসেহ্নালসেনাভিতো যথেক্ষং গতে নৈচিকী-নিচয়ে কর-কিসলয়সলয়ধূয়মানপীতচেলাঞ্চলচালনেন সপতাকনীলমণিস্তম্ভ ইব নিখিলসৌভাগ্যলক্ষ্মীবিলাসগৃহাদ্ভ্যস্তম্ভাধারসাপ্প্রতাপ্প্রতদীর্ঘদীর্ঘগম্ভীরতরবিকস্রস্রসৌভাগ্যধ্বনিভূতা নিভূতাক্ষরং শবলি। কালি! ধবলে! ইত্যাदि নাম নামগ্রাহং গ্রাহং যদি সমাজ্জহাব, তদা যুগপদেব তৃণগুম্মাদি-বিশালভঞ্জিককাঃ শাল-

গন্ধতৃণানীৰ যে ঘনা মেঘাঈন্তৈর্মেঘরাম্; পক্ষে, তাদৃশকর্তৃগর্ঘ্যনা নিবিড়া চারসৌ মেঘরা স্নিগ্ধা চেতি তাম্; “সৌগন্ধিকং তু কল্লারম্” ইত্যমরঃ। ন নিয়োচ্চভাবো যন্তাঃ সা চারসৌ ভা কান্তিস্তয়া বহলা চেতি তাম্; অপগতা অপস্রতা ভানোঃ সূর্য্যস্ত ভানবোহংশবো যতঃ সা চারসৌ, অতএব শীতলস্তলপরিসরো যন্তাঃ সা চেতি তাম্; বলজ্জলনং পিধানং যন্ত তথাভূতো বাসরগণিঃ সূর্য্য এব কুণ্ডলং যন্তাস্তাম্; জলপিধান ইতি চৌরাদিকঃ; পক্ষে, বলন্ জলানাং নব আসব আসরণং যেসু তথাভূতানি মণিময়ানি কুণ্ডানি জলাশয়ান্ লাভীতি তথা তাম্॥

৭৩। কোহপাদিকবলঃ পশুর্গায়াদ্যিঃ উনং পশুং গবাদিং ৭ তৃণেটি, ন হিনস্তি। ‘তৃহ হিংসায়ায় রৌধাদিকঃ’। তৃণাশ্বাদলালসে বিষয়েহ্নালসেন। তাদৃশস্রসৌভাগ্যধ্বনিভূতেতি পীতচেলাঞ্চলনেনেত্যস্ত বিশেষণম্। নিভূতাক্ষরং নিতরাং পুষ্টাক্ষরং যথা ভবতি; নাম প্রাকাশে; নাম সংজ্ঞাং গ্রাহং গ্রাহমিত্যাভীক্ষ্যে গমূল। তৃণগুম্মাদীন্ বিশালং পৃথুলং যথা ভবত্যেবং ভঞ্জয়ন্ত্যা মর্দয়ন্তীতি তথা তাঃ; শালভঞ্জিকাঃ পুস্তলিকা ইবেতি তৎকণ্ঠনাদ-শ্রুত্যা জাতস্তম্ভাভা

এবং মধু-পরাগে প্রিয়শুখদায়ী কদম্বমালায় যেমন নিজ (কৃষ্ণ) তনু শোভনা তেমনই বৈশিষ্ট্যময় কদম্ববৃক্ষশ্রেণীতে শোভনা, নিজতনু যেমন শ্রীবৎসচিহ্নের জ্যোতিতে চারুধ্বের অবধি প্রাপ্তা তেমনই শোভোচ্ছল বৎসধেনু-চারণজনিত সৌষ্ঠবে সর্বশ্রেষ্ঠধ্বের আসনে প্রতিষ্ঠিতা, নিজ তনু যেমন পীতোজ্জ্বল বস্ত্র-শোভনা তেমনই মেঘকান্তি-গিলিত সূর্য্যকিরণ-শোভনা, রসবেগে আপ্প্রুতা হরিণীনয়না গোপীগণ যেমন তাঁর তনুতে বিলাসপরায়ণা তেমনই রসবেগে চঞ্চল হরিণীদের নয়নবিলাসে ধম্মা, তাঁর নিজ তনু যেমন মুহূল ললিত লম্বমান সুপল্লবের মতো অঙ্গুলিদলে শোভন পাণিযুক্তা - হারবতী - মনোহারিণী তেমনই তাদৃশ সুপল্লবে আচ্ছাদিত শাখায় শোভনা বনরাজিকে চতুর্দিকে দেখতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ—তাঁর চোখে প্রতীয়মান হচ্ছিল যেন মরকতাক্ষরের মতো ও গন্ধতৃণের মতো স্নিগ্ধা, নিয়োচ্চভাব রূপ কান্তিচ্ছটায় বহু বৈচিত্র্যময়ী, সূর্য্যকিরণ আবৃত হওয়ায় শীতল ভূমিতল বিশিষ্টা, ও বেগবতী জলের নবপ্রবাহময় মণিকুণ্ডযুক্তা পৃথিবী, তথা তাদৃশ গন্ধতৃণের মতো মেঘে স্নিগ্ধ ও চঞ্চল মেঘে আচ্ছাদিত সূর্য্যরূপ কুণ্ডল পরিহিত আকাশ—এ-উভয় চতুর্দিকে দূরপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বনরাজিতে বলয়াকারে বেষ্টিত হয়ে পরস্পর লাগালাগি ভাবে অবস্থিত।

নিখিল সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বিলাস ভবনের পতাকাসমন্বিত নীলমণি স্তম্ভের মতো, স্বরের সৌভাগ্যধ্বনিধারী, প্রিয়তা মাখানো ধ্বনিকারী-স্বরবিশিষ্ট কৃষ্ণ অতি ধন্যতম চিত্তচমৎকারকারী সখাগণের সহিত মিলিত হয়ে ঐ পৃথিবী-আকাশকে একইরূপ দীপ্তিমন্ত অবলোকন করতে করতে

ভঞ্জিকা ইবৈক-সূত্রগুপ্তিতাঃ, আপীনাপীনাভোগভুগ্নগতয়োহপি দ্রুতগতয়ো দ্রুতচেতসো হৃদেতি-গদগদ-
গদনপরাঃ পরাহতা ইব মস্তবলেন ধাবমানাস্তাঃ পুনস্তশ্চৈব কৃপালোঃ কৃপালোলমনসো ‘মা ধাবত মা
ধাবত’ ইতি কলকোমলধ্বনিমধ্বনি মধুরামকণ্য নিরায়াসং ধাবন্ত্যোহবন্ত্যো ভগবদাজ্জামিব সমকালমেব
গিরিবরস্ত দ্রুতমুপত্যকামুপ ত্যকাঃ সমীযুঃ ॥

৭৪ । তদা কুজিতমুরলীকোহলীকোজিতসৌহৃদৈঃ সহ সহচরৈর্গিরিবরতোহবরতো লীলাতোহ-
লীলাতোহলসমবতরন্ গিরিবরবনচারি-খগ-মৃগাদি-নিখিল-জীবনিকায়-কায়তো মন ইবাবতারয়ামাস ॥

ইতি ভাবঃ । তথাপি বস্ত্ত্বভাব-বৈলক্ষণ্যেন তদভিমুখিধাবনং স্তম্ভেন ন বিরূধ্যতে । যথা বক্ষ্যতে রাসায়ন্তে বংশীনাংদেন
(১৭।১৪) ‘অতনি তনুনাং স্তম্ভন-মরচি মতীনামথোন্মাদাঃ । অবিতঃ কেবলমাংসং, স্বমার্গসংস্কারসংস্কারঃ ॥’ ইতি অতএবা-
ত্রাপি মস্তবলেনেব ধাবমানা ইতি । আপীনাম সম্যকপৃষ্টশ্রাপীনশ্রোধস আভোগেন পূর্ণতয়া ভুগ্নগতয়ঃ কুটিলগতয়ঃ ।
দ্রুতচেতসো জাতাশ্চভাবাঃ । কৃপালোলমনসোহমুকম্পাসতৃষ্ণচিত্তাঃ ; “লোলশলসতৃষ্ণাঃ” ইত্যমরঃ । ত্যকাত্যচ্ছন্দ-
রূপম্ ; তা নৈচিক্যাঃ ॥

৭৪ । গিরিবরতো গোবর্ধনতঃ ; লীলাতো লীলায়াঃ ; অবরতো বিরত ইত্যর্থঃ । অলীলাতোহলীনাংমিলা গিরো-
হভিনন্দ্য ; ল্যব্লোপে পঞ্চমী । অলসং যথা শ্রাদেবমবতরন্ ; অবরত হতি জীবনিকায়কায়ত ইত্যন্ত বিশেষণম্ ; রলয়ো-
রৈক্যাং, অবলাং কৃষ্ণেন সহাবতরিতুমসমর্থাদিত্যর্থঃ ; যদা, অবরতঃ সহাবতরণভাগ্যলাভেন নিকৃষ্টাদিত্যর্থঃ । মন
ইবেতি মনসস্তময়ত্বাৎপ্রেক্ষা ॥

তাঁর করপল্লবের দ্বারা তাললয়ের সহিত নিজ পীতবস্ত্রের অঞ্চল ঘুরাতে ঘুরাতে সুধারসে স্নাত প্লুত
দীর্ঘ দীর্ঘ অতি গম্ভীর স্পষ্ট নিরন্তর পুষ্ট অক্ষরে শবলি-কালি-ধবলি ইত্যাদি নাম ধরে ধরে জোরে
জোরে ডাকতে থাকলেন উত্তম গাভীগণকে যাঁরা অতি সরস সৌগন্ধিক নামক গন্ধ তৃণময় গিরিবর-
পাদদেশে নির্ভয়ে চরে বেড়াচ্ছিল—অধিক বলবান্ ব্যাঘ্রাদি কোনও পশু কম বলবান্ গবাদি পশু এখানে
মারে না বলে । ঐ ডাক শুনে গাভীসকল স্তম্ভ ভাবের উদয়ে পুস্তলিকার মতো হয়েও সম্যক
পুষ্টপালনের পূর্ণতাভারে কুটিল গতি হয়েও এক সূত্রগুপ্তিতা হয়ে দ্রুত গতিতে বিস্তৃত তৃণগুল্মাদি
পায়ের নীচে থেতলিয়ে দিতে দিতে আনন্দাশ্রু-নয়নে হাস্যা-হাস্যা গদগদন অবস্থা হেতু যেন পরাহতা হয়েও
মস্তবলে দৌড়াতে দৌড়াতে সেই কৃপালোলমনা কৃপালু কৃষ্ণের ‘আর দৌড়িও না আর দৌড়িও না’
কলকোমলধ্বনি রাস্তা থেকেই মধুর মধুর শুনে যেন ভগবানের আজ্ঞা পালনের জন্তেই স্বচ্ছন্দভাবে
চলে একই সময়ে গিরিরাজের উপত্যকায় এসে পৌঁছে গেল ।

৭৪ । তখন শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাজাতে বাজাতে নিকপট সৌহার্দে বদ্ধ সখাগণের সহিত বিশ্রাস্তি
লীলায় অলির গুঞ্জারকে অভিনন্দিত করত আলস্য জড়িতভাবে পর্বত থেকে অবতরণ করতে করতে
অবলা বলে তার সঙ্গে অবতরণে অসমর্থ খগমৃগাদি নিখিল জীবসমূহের শরীর থেকে যেন মন অবতারিত
করিয়ে সঙ্গে নিয়ে চললেন ।

৭৫। এবমহরহরহতকৌতুকে বর্ষাবিলাসে গোচা গোচারণ-রণমঞ্জু-রঞ্জীর-মণিমঞ্জরী-নিকরেণ মঞ্জলয়োঃ পদপঙ্কজয়োঃ পঙ্কজয়োদ্ধুর-রজসোরজসোম-সোমশেখর-শেখরমণিমঞ্জরী-রঞ্জিতয়োর্ন্যাসেনা-
হধ্বনি-ধ্বজকমলাদি-লক্ষ্মলক্ষ্মণেন ভূরসি রসিকতা-সিকতা-রুচিরেহচিরেণ তন্তরবিপদ্রাঃ পত্রাবলী-নির্মিমাণো
গিরিবরবরসানুচরঃ সানুচরঃ সগোধনো ভবনমাজগাম ॥

৭৬। এবমস্মিন্বেব জলদাগমে জলদাগমে শোভাহংযামিনীষু যামিনীষু প্রসহ্য সহমানামনুরাগ-
বাধামনিরাকরনীয়াবেগামন্তরে বহন্তীনাং গোকুলকুলজানাং রাধাদীনাং মদীনামলপরিমলাং পূর্বরাগতা-
মপহায় সুকৃতপরিপাকাং পাকাং পাকান্তরমাসাচ্চ মধুরাং কামধুরাং কামপি সততমবতাহবতারিতা-
খিলসৌভগ-লীলেন শ্রীকৃষ্ণেন সমং সমন্ততস্ত ভূয়ো ভূয়োহগমায়্যা যোগমায়্যা ভগবতী যোজয়ন্তী
সকলয়তি ॥

৭৫। বর্ষাবিলাসবর্ণনমুপসংহরতি—এবমিতি। পদপঙ্কজয়োর্ন্যাসেন ভূরসি ভুবক্ষসি পত্রাবলীং নির্মিমাণঃ
সানুচরো ভবনমাজগাম। পদপঙ্কজয়োঃ কীদৃশয়োঃ? পঙ্কং পাণং তন্তু জয়ে উদ্ধুরং সমর্থং রজো বয়োজয়োঃ; অজশ
উমাসহিতঃ সোমশেখরো মহেশশচ তয়োঃ; প্রণতিকালে শেখরমু-মণিমঞ্জরী। রঞ্জিতয়োঃ বহুক্ষম্ (ভা-১০।৩৫।২২)
“বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ” ইতি। ত্র্যাসেন কথন্তুতেন? গামক্ষতীতি গোঙ্ তেন গোচা, গবাহুগেনেত্যর্থঃ। অধ্বনি
বদ্য’নি জায়মানধ্বজকমলাদিভির্লক্ষ্মভির্লক্ষ্মণেন সশ্রীকেন; “রামপ্রাতরি পুংসি ত্র্যং সশ্রীকে ত্বভিধেয়বৎ” ইতি
মেদিনী। ভূরসি কীদৃশে? রসিকতা সরসত্বং সিকতা বালুকা তাভ্যাং রুচিরে। পত্রাবলীঃ কীদৃশীঃ? তন্ত্রা ভুবো ভররপা
অববকাদয়ন্তুংকৃত্যং বিপদং বিপত্তিং ত্র্যয়ন্তে ইতি তথা তঃ। গিরিবরন্ত সানো চরতীতি তথা সঃ ॥

৭৬। অথ শ্রীরাধানবসঙ্গমং বর্ণয়িত্ব তৎসর্ব-সমাধায়িকায়্যা যোগমায়্যাঃ প্রক্রিয়াপরিপাটীমাহ—এবমিতি।
জলন্ত দা দানং তয়াংগমে লোকসংসারাবাহুচিৎসময়ে ইত্যর্থঃ। শোভাযামিনীষু শোভয়া আয়ামবতীষু যামিনীষনুরাগ-

৭৫। এইরূপে অহরহ স্বচ্ছন্দে কৌতুকে পর্বতের অধিত্যকায় বর্ষাবিলাসে বিহারকারী
কৃষ্ণ গোচারণ কালে রুণুবুণু বাক্তত নুপুরের মণিমঞ্জরীচয়ে মঞ্জল - পাপজয়ে সমর্থ ধূলায় ধূসরিত -
ব্রহ্মা-শিব-পার্বতীর চূড়ামণিমঞ্জরীতে রঞ্জিত পদপঙ্কজ পথতলে বিছাস করে ধেমুগণের পিছে পিছে
চলতে লাগলেন। আর এর দ্বারা সরস বালুকাময় শরণীবক্ষে রচিত হতে থাকল ধ্বজ কমলাদি চিহ্ন।
এই পত্রাবলীদ্বারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ অঘবকাদিকৃত বিপত্তি দূর হল। এইরূপে তিনি সখাগণসঙ্গে
গৃহে ফিরে এলেন।

যোগমায়ার লীলা সমাধান :

৭৬। এইরূপে এই বর্ষাকালেই ঝটির জন্তে লোক-যাতায়াত-অভাবের সুযোগে শোভোচ্ছল
রাত্রিতে কষ্টেস্টে সহমান অনুরাগবিশ্বের অনিবারিত বেগ অন্তরে বহনকারিণী গোকুল-কুলজা রাধাদির
অনির্বচনীয় কামভার ভগবতী যোগমায়্যা ষাঁর নিধি দুর্গম শুভাবহ, সফল করিয়ে দেন—রূপগুণমাধুর্য
সেচনে পালনকারী, লালিত - অখিল সুন্দর লীলালতার প্রকাশকারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁদের (রাধাদির)
সর্বতোভাবে পুনঃ পুনঃ মিলন করিয়ে দিয়ে।

৭৭। ন তচ্চিত্রমস্মাঃ কাহবরা বরাকী চিত্রলেখা লেখাধিনাখাদি-দুস্প্রবেশপূরনিরুদ্ধমনিরুদ্ধমভ্যাসাদয়ামাস মাসকতিপয়গম্যমধ্বানমধ্বানমেবাভিলজ্য জনানীক্ষণেন ক্ষণেন নিজসংযোঃ ॥

৭৮। ইয়ং তু ভগবতো মহাযোগবতো মহাযোগশক্তিস্তাসাং পতিস্মৃত্যনামহা নারীসুংপ্রতিচ্ছায়া-চ্ছায়ারূপা রূপাকৃতিভিস্তত্ত্বংসমানাঃ সমানাত্মা নিত্যসিদ্ধ-শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসী-স্বরূপেণ রূপেণ মহাবতীর্ণা-নামাসামনিয়োজিত-দুতীভাবং ভাবং ভাবং কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমঙ্গলায় তাঃ সকলাঃ সকলা যথাসময়ং যদুপ-নেয়তি, তত্র কঃ সন্দেহ ইতি সিদ্ধান্তসিদ্ধাং তদ্ব্যভ্যাসঃ কেলিং কে লিম্পস্তু ন বৈদগ্ধ্যাদিবিলাসবিশেষাঃ ॥

৭৯। সবিশেষা হি লোকোত্তরতা কোত্তর-তারতম্যাকারিণী ভবতি, যদিযং কেলিকলা কলাবতো রাধামাধবয়োৰ্যোহকৃত্য নিত্যসিদ্ধত্বাৎ। বাৎসল্যরসজুযাং সজুযাং সত্ত্বস্তনস্তনক্ষয়বৎ কৃষ্ণে রতিমুদ্রহতাং

বাধামন্তরে বহন্তীনাং রাধাদীনাং কামপি কামধুরাং কামভারং যোগমায়া সফলয়তি। কংজুতা সতী? শ্রীকৃষ্ণেন সমং তা যোজয়ন্তী সতী; কামধুরাং কীদৃশীম্? পূর্বরাগতাং পূর্বরাগতং স্বরূপমপহায় ত্যক্তা স্বকৃতপরিপাকাদভাগ্যাতিরেক্যং পাক্যং পাকান্তরং পরিণামাদপি পরিণামান্তরং প্রাপ্য মধুরাং জাতামিত্যর্থঃ। প্রাপ্তাং ক্রিয়ামপেক্ষ্য পূর্বকালে ক্তা। সততমবতা স্বরূপগুণমাধুর্যনিঃক্ষেপেণ পালয়তেতি কৃষ্ণেনেত্যন্ত বিশেষণম্। ভূয়ো ভূয়ঃ পুনঃ পুনরপ্যগমো দুর্গমোহয়ঃ শুভাবহো বিধিযন্তাঃ সা ॥

৭৭। কা নিকৃষ্টা অবরা ন্যূনা। লেখাধিনাখ ইন্দ্রঃ। অধ্বানং নিঃশব্দমেবাভিলজ্য ক্ষণেন ক্ষণমাত্রোণেব নিজসৈ উষায়ৈ জনানাং তদ্রানিরুদ্ধস্ত ইত উষায়া অপি পরিবার-রক্ষাকাধীনাম্, অনীক্ষণেনাবলোকনমপ্যতিক্রম্যেত্যর্থঃ ॥

৭৮। অনিয়োজিতদুতীভাবং তাভিরনিয়োজিতায়া অপি দূত্যা দূত্যাং কুর্বত্যা যো ভাবস্তম্। ভাবং ভাবং প্রাপ্য প্রাপ্য; ‘ভূ প্রাপ্তো’ গমুলন্তঃ। সকলাঃ কলাসহিতাঃ। তত্ত্বম্বাদ্ভবো রাধামাধবয়োৰ্যিতি সিদ্ধান্তেন সিদ্ধাং কেলিং রতক্ৰীড়াং কে বৈদগ্ধ্যাদয়ো বিলাসবিশেষা ন লিম্পস্তু, নোপচিযন্তি? অপি তু সর্ব এব; ‘লিপ উপদেহে’ মুচাদিঃ। উপদেহ উপচয়ঃ ॥

৭৭। এই যোগমায়ায় বিচিত্র কি আছে? এমন যে এক নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র হতভাগিনী চিত্রলেখা সেই তো ইন্দ্রাদি দুস্প্রবেশ পুরে নিরুদ্ধ অনিরুদ্ধকে মাস-কতিপয়-অগম্যপথ চুপচাপ লজ্বন করে অশ্রু জনের চক্ষের আড়ালে ক্ষণমাত্রে নিয়ে এসে নিজ সখী উষাকে প্রদান করলেন।

৭৮। আর ইনি তো মহাযোগশালী শ্রীভগবানের মহাযোগশক্তি—ঐ গোপীদের পতিস্মৃত্যদের নিকট তাঁদের প্রতিবিশ্বের ছায়ারূপা-রূপ ও আকৃতিতে মূলের সমান অশ্রু নারী এনে রূপ ও মাধুর্য সহ নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসীস্বরূপে কলাসহ অবতীর্ণ গোপীদের সকলকে অনিয়োজিত দুতীভাব অঙ্গীকার করে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গরূপ মঙ্গলের জন্ত যথাসময়ে যে কৃষ্ণের নিকট নিয়ে আসবেন এতে আর সন্দেহের কি আছে—সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের ক্রীড়াকে কোন্-না বৈদগ্ধ্যাদি বিলাসবিশেষ উচ্ছলিত করে তোলে, অর্থাৎ সকলেই তোলে।

৭৯। লীলা অলৌকিক বলে তার বৈশিষ্ট্য-তারতম্যেই সুখ-তারতম্য হয়ে থাকে, যেহেতু এই কেলিকলা নিত্যসিদ্ধা, তাই কলানিপুণ রাধামাধবের বয়সধর্মে এ কৃত নয়। বাৎসল্যরসাস্বাদী-

হতাংহসাং কেবাঙ্কিদ্যদগোচরস্তদ্ধি তেবাং তথাবিধ-রসস্বরস-স্বভাবো ন তত্র যোগমায়ায়াবৈতবমিতি ॥

৮০। তথা সতি কস্তাস্মীক্ষণক্ষণদায়াং শুভলক্ষণক্ষণদায়াং সৌভাগ্যরসোক্ষণদায়াং ক্ষণদায়াং নিবিড়তম-ভস্মালমালয়েব মুদ্রিমালয়া শ্রামলীকৃতয়াঃ প্রথমাভিসার-সারস্তভাগ-পরভাগ-ভাগমুচরীভি-
রভিরস্তমানা যোগমায়ৈব দর্শিতেনাধ্বনাধ্বনাবুগরতে চিরানুরক্তিদ্ভূতিকায়া কয়াচন পুরোগামিত্যা
পুরোগামিত্য-সাহস-হরিত্যমাণকুক্ষয়াকুক্ষমাণা নীলনিচোল-চোলধারিণী যুগনাভিলিপ্তা নাভিলিপ্তা
স্তম্ভজম্বালজম্বালমাহুর্ঘ্যাসাদয়তা সাধ্বসেন 'কুতঃ ক যামি' ইতি স্বয়মপ্যজানতী ন তীব্রতরতরলতাং
চান্ননো নিন্দন্তী তদুপগমক-বিদক্ষণ-লক্ষণ শুভলক্ষণ-কৃতক্ষণস্ত কৃষ্ণস্ত চ তস্তাশ্চ মনসা মনসৈব কৃতং

৭৯। লোকোত্তরতা কেলিরিত্যর্থঃ। কং সুখং তদুত্তরং তৎপ্রধানং স্বভাবতম্যং তৎকারিণী ভবতি।
লোকোত্তরতয়া বৈশিষ্ট্যভারতম্যেনৈব সুখভারতম্যং ত্রাদিত্যর্থঃ। যদ্ যন্মাদিয়ং কেলিবৈরোহিত্বতা বয়সা ন কৃত্য
প্রাকৃতলোকানামিব যৌবনোৎপাদিতা ন ভবতীতি পূর্বরাগারান্তে প্রণকিতমেব। সজ্জাং সপ্রেম্যং, প্রীত্যর্থকজ্জুষেভাব-
ক্ৰিপা রূপম্। তথাবিধস্ত রসস্ত স্নেহসাধারণে রসো বলং তস্ত স্বভাবঃ; "স্জ্জারাদৌ জ্বেবে বীর্ষে দেহধাতুযু পারদে রসঃ"
ইতি বিধঃ ॥

৮০। কস্তাস্মি কক্ষণদায়াং রজস্তাং সা বার্ষতানবী অভিসার। কীদৃশ্যাম্? ঐক্ষণয়োঃ ক্ষণদায়াসুংসবদায়িত্বাম্,
শুভলক্ষণো যঃ ক্ষণঃ কালবিশেষস্তচ্ছোধিকার্যাং তেইনৈব দা শোধনং বা যন্তান্তস্তাম্; 'দৈপ্ শোধনৈ', সৌভাগ্যরসস্ত
উক্ষণমভিষেকস্তদায়িত্বাম্। প্রথমাভিসারে যঃ সারস্ত ভাগঃ সরসস্বরূপোহংশস্তেন পরভাগং সৌন্দর্যং ভজতীতি তথা সা।
অধ্বনা পথাদ্বনৌ শব্দে উপরতে শাস্ত্রে সতি চিরানুরক্তিবেব দূতিকা তয়েবাকুক্ষমাণা। কীদৃশ্যাম্? পুরোগামিত্যা
অগ্রগামিত্যা, রাধাগতিরনুরাগানুরাগিণ্যেবেতি জ্যোতিষম্। পুরোগামিনাংপ্রভাবিনা ভাব্যসাহসেন কৃষ্ণমুখৈকতাংপর্যক-
রতিপ্রাগলভ্যগমকেন হরিত্যমাণো বশীকরিত্যমাণঃ কৃষ্ণো যন্তাং বয়া বা ভয়া। নিচোলঃ প্রচ্ছদপটঃ, চোলঃ কঙ্কলিকা;
স্তম্ভস্তম্ভতা স এব জম্বালঃ পক্ষং তক্ষং তদুত্তরং বালমাহুর্ঘ্যং প্রথমমহুরতামাসাদয়তা সাধ্বসেন নাভিলিপ্তা, অভিসারে
স্তম্ভতাকারিণ্যা শঙ্কয়া রহিতেত্যর্থঃ। স্বয়মপ্যজানতীতি—প্রেমবৈবশ্চেনৈব তদাচরন্তীত্যর্থঃ। বহির্দৃত্যসঙ্কেত-পরম্পর-

প্রেমে উচ্ছল কৃক্ষে সজ্জা স্তনদ্বয়ং রতি বহনকারী গোপগোপীদের কারোরই যে এ-লীলা গোচরীভূত
হয় না তা তাঁদের তথাবিধ রসের অসাধারণ বলের স্বভাববশতঃই নিশ্চয়, সেখানে যোগমায়ার
মায়াবৈতব নাই।

রাধার নবসঙ্গম :

৮০। এইরূপ পরিস্থিতিতে নবীন সজ্জরসে সরস সরল হৃদয়া, হৃদয়াধিনাথের দ্বারা আকৃষ্ট
হৃদয়া সেই বার্ষতানবী প্রথম অভিসারে চললেন—নয়নোৎসবদায়িনী - শুভলক্ষণযুক্ত কালবিশেষেরও
শোধিকা - সৌভাগ্যরসের অভিষেকদায়িনী - নিবিড়তম তমালমালার সতো মেঘাভ্রমুড়ে অন্ধতামিশ্র-
প্রাপ্তা কোনও এক রজনীতে। তখন প্রথম অভিসারের সরসতাংশের দ্বারা দীপ্ত হয়ে উঠেছিল
তাঁর সৌন্দর্য, অনুচরীদের দ্বারা সেবিতা হচ্ছিলেন তিনি। পাহারাদারদের ধ্বনি শান্ত হয়ে এলে
যোগমায়ার দেখানো পথে অগ্রে, অগ্রে চলমান রতি প্রাগলভ্যে কৃষ্ণবশী চিরানুরক্তি-দূতিকা রাধাকে

সঙ্কেত-কেতনং মকরকেতনচেতনয়া পরিচায়িতং পরিচায়িতং চ সা বার্ষভানবী নবীন-সঙ্গরসসরসসরলহৃদয়া
হৃদয়াগিনাথাকৃষ্টহৃদয়াহভিসসার ॥

৮১। ততশ্চ, উরুস্তম্ভে প্রিয়সহচরীদত্তহস্তাবলম্বা
স্রুন্দেহশ্রাণং পদবিহরণে বস্মনো বিত্তশূতা।
কম্পনালীকরকিসলয়ং কম্পয়ন্তীতি কৃচ্ছা-
দায়াতাপি প্রিয়গৃহমহো হস্ত নির্গন্তুমৈচ্ছং ॥

৮২। কিঞ্চ, স্বরয়তি সখীবৃন্দে মান্দ্যং হঠাদবলম্বতে
চলতি যদি বা কিঞ্চিদ্ভূয়স্তরাং বিনিবর্ততে।
অপি হৃদি সমুৎকণ্ঠে বাম্যং মুহূর্বহিরীহতে
প্রাকৃতিকুটিলাঃ কামং বামা নবাঃ কিল কিং পুনঃ ॥

সম্মতিবার্তাজ্ঞান-বিনাভূতোহপ্যয়ং প্রথমাভিসারো ভগবদিচ্ছাশক্তিবশান্তংপ্রীঢ়ানুরাগশ্রুতানিরপেক্ষপ্রদর্শনায়ৈবেতি
ভাবঃ। তীব্রতরাং তরলতাং তারলামপি ন নিন্দন্তী প্রেষ্ঠসঙ্গসুখপ্রাপ্তিভাবনয়েতি ভাবঃ। তস্তা রাধায়া উপগম উপ-
সর্পণং তস্তা গমকং সূচকং বিলক্ষণং লক্ষণং যত্র তথাভূতে শুভক্ষণে মঙ্গলসময়ে কৃতঃ ক্ষণঃ স্বাভিসারোংসবো যেন
তস্তা শ্রীকৃষ্ণস্ত তস্তাঃ শ্রীরাধায়াশ্চ মনসা মনসৈবেতি ‘হে প্রিয়ে তত্র কুঞ্জমন্দিরেহত্যাভিস্তা ভবত্যা ভবিতবাম্’ ইতি
ধ্যানারুঢ়ামেব রাধাং প্রেতি কৃষ্ণস্ত সঙ্কেতঃ। তথৈব তং প্রত্যস্তা অপি স জ্ঞেয়ঃ। ধ্যানেনৈব কৃতঃ সং, ন তু প্রকট-
মিতি তু বিবেকো ঘয়োরাপি নাস্তীতি জ্ঞেয়ম্। সখ্যাঙ্গীনামপি রাধাসঙ্গমার্থং দূতাক্রিয়া তদন্তরাগকথনং বশীকারন্তৎসম্মত্যা-
নয়নং তদঙ্গাকথনমিত্যাদিকমপি ধ্যানেনৈব তথৈবাবুদ্বিতি জ্ঞেয়ম্। অত্রথা তস্তাভিসারস্তস্তাত্তদানীং তাভিনিষিধ্যোতৈ-
বেতি ভাবঃ। এতচ্চ সর্বমন্তরাগিজ্ঞানমাত্রাণাং স্বেচ্ছাকৃতধ্যানস্তাপি সত্যপ্রদর্শনমর্থমিতি। মকরকেতনস্ত প্রেমাত্মক-
কন্দর্পস্ত চেতনয়া সংবিদা পরিচায়িতং কৃতপরিচয়ম্, যতঃ পরিচায়িতং প্রদর্শিতঞ্চ; ‘চায পূজানিশামনয়োঃ’ ॥

৮১। অশ্রাণং স্রুন্দে স্বরণে সতি, পদবিহরণে গমনে বস্মনো বিত্তিশূতা বস্মজ্ঞানরহিতা ॥

আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছিল। নীল বহির্বাস ও কঞ্চুলিকাধারিণী, যুগনাভি লিপ্তা, স্তম্ভাকারূপ
পঙ্কোদ্ভূত প্রথম মন্তরতা আনয়নকারী শঙ্করহিতা বার্ষভানবীর ‘কোথা থেকে কোথা যেতে হবে’ তা
অজানা—প্রেমবৈবেশে চলেছেন তিনি অজান্তে—তীব্রতর চঞ্চলতাকেও নিন্দা করছেন না প্রেষ্ঠসঙ্গসুখ-
ভাবনায়। এরূপ হলেও রাধার আগমনসূচক বিলক্ষণ লক্ষণযুক্ত শুভক্ষণে অভিসারোংসবকারী
শ্রীকৃষ্ণের ও রাধার মনে মনেই প্রেমাত্মক কন্দর্পের চেতনাতেই সঙ্কেতস্থানের প্রদর্শন ॥ পরিচয়
হয়ে গেল।

৮১। অতঃপর উরুস্তম্ভ হেতু প্রিয়সহচরী-দত্ত হস্তাবলম্বনে, অশ্রুবারা নয়নে, পথের জ্ঞানশূন্য
অবস্থায় পদসঞ্চালনে, সখীর করপল্লবকাঁপানো কম্পিত দেহে অতিকণ্ঠে প্রিয়ের কুঞ্জে ঢুকতে গিয়েই
হায় হায় বের হয়ে যাওয়ার জন্ম ইচ্ছা করছেন।

৮২। আরও, কৃষ্ণ সমীপে যাওয়ার জন্ম সখীগণ তাড়া দিলে হঠাৎ শিথিল পাত্র হয়ে

৮৩। ততশ্চ, প্রণয়সহচরীভিঃ প্রার্থনাচাটুবাঈঃ, প্রসভরভসয়া চ প্রাপিতা কান্তুগেহম্।

অপরিচিতরতশ্রীসঙ্গমানাদরায়, ব্যতনুত তনুমধ্যা হ্রী-সখী সন্নিযোগম্ ॥

৮৪। ততশ্চ, গচ্ছন্তীষু সখীষু গন্তুমনসঃ কৃষ্ণেন পাণৌ যুতে

তস্তা স্পর্শরসাদসারি মনসা তস্তাঃ স্থিতৌ চেৎ স্পৃহা।

মা যাতেতি মনোহনুলাপিশুভৈঃ ভক্তকৈর্বারিতাঃ

প্রাপ্তাশ্বাসতয়ৈব কেলিভবনদ্বার্যেব সখ্যোহভবন্ ॥

৮২। অরয়তি সমীপগমনার্থং হরাং কুর্গতি সতি, সমুৎকণ্ঠে সমাগুৎকণ্ঠাবতাপি হৃদয়ে ॥

৮৩। অষ্টৌব কেবলমেকবারমেব নিজস্পর্শসুখমাত্রমমুদ্রৈ বিতরেতি প্রার্থনা মা পরমহেতুদ্রষ্টান্তিকং কদাপি স্বাং প্রহিমা ইতি সশপথমুক্তবা 'দয়াবতি! রাধে! অশু ব্যাকুলতাং বীক্ষ্য ক্ষণং প্রসীদ' ইত্যাদি-চাটুপ্রসভ-রভসয়া হঠবেগেন; 'রভসা'-শব্দষ্টাবস্তোহপি কোষে দৃষ্টঃ। অপরিচিতা যা রতশ্রী: সুরতসম্পত্তিস্তৎকর্তৃকে সঙ্গমেহনাদরায় যামবগন্তং হ্রীর্লঙ্কৈব সখী তস্তাঃ সন্নিযোগমুত্তমাজ্ঞাং ব্যতনুত, সাজীকারং বিস্মৃতবতী। অয়ং ভাবঃ—রতশ্রিয়মেতা-মহং ন পরিচিনোমি, তথাপি এতা মৎসখ্যন্তং সঙ্গমার্থমেব মাং প্রহিযন্তি, তস্মাদহং সাম্প্রতং সদনুভূতং লঙ্কামেব সখী-দ্বেন বৃণোমি, তন্নিদেশেনৈব রতশ্রিয়মনাদৃত্য স্ববাম্যমাবিক্রোমীতি ॥

৮৪। গন্তুমনসো নির্গন্তকামায়াস্তস্তাঃ পাণৌ কৃষ্ণেন যুতে সতি তস্তা স্পর্শবশাৎ প্রেতস্ত স্পর্শসুখমহুভূয় তস্তা মনসা স্থিতৌ চেদ্ যদি স্পৃহা অসারি প্রাপ্তা, তদা নির্গম্যশক্তৌ স্বহস্তরোধমেব হেতুং জ্ঞাপয়ন্ত্যাস্তস্তা মা যাতেতি হে সখ্যঃ! মামশু হস্তে নিষ্কিপ্য মা বহির্গচ্ছতেতি যো মনোহনুলাপো মনসৈব পুনঃ পুনর্ভাষণং তস্তা পিশুভৈঃ সূচকৈঃ; "অনুলাপো মুহূর্তায়া" ইত্যমরঃ। প্রাপ্তাশ্বাসতয়ৈবেতি কৃষ্ণকর্তৃকতত্তরোধে তস্তাঃ স্বদোষপিধায়িনীং স্পৃহামহুমায়ৈতি

যাচ্ছেন—চলেনও যদি-বা কিঞ্চিৎ, পুনরায় শীঘ্রই একেবারে থেমে যাচ্ছেন, হৃদয় সমুৎকণ্ঠায় ভরপুর হলেও বাইরে মুহূর্তঃ বাম্যচেষ্টার প্রকাশ হচ্ছে। সুন্দরীগণ এমনিতেই প্রকৃতি-কুটিলতা তাতে আবার নবীনা হলে আর বলবার কি আছে?

৮৩। অতঃপর, প্রণয়সহচরীগণের প্রার্থনা চাটুবাদে ('হে সখী, আজই কেবল একবার নিজ স্পর্শসুখমাত্র এঁকে বিতরণ কর'—এই আমাদের প্রার্থনা - শপথ করছি আর কোনদিন এর কাছে তোমাকে পাঠাবো না - হে দয়াবতী রাধে এঁর ব্যাকুলতা দেখে একটু প্রসন্ন হও ইত্যাদি।), ও জোরজবরদস্তীতে কান্তুগেহে প্রবেশ করলেন তনুমধ্যা রাধারানী - কিন্তু সেখানে অপরিচিত সুরত-সম্পত্তি কর্তৃক প্রদত্ত সঙ্গমে অনাদরের জ্ঞান লজ্জারূপাসখীর উত্তম আজ্ঞা বিস্তার করে চললেন।

৮৪। অতঃপর রাধাকে কুঞ্জে রেখে যখন সখীগণ কুঞ্জের বাইরে যেতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁদের সঙ্গে রাধাও যাওয়ার স্পৃহা করলে কৃষ্ণ তাঁর হাত ধরে ফেললেন—এতে তাঁর মনের ঐ স্পৃহা যদি অকিঞ্চিংকর হয়ে পড়ল, তখন যেতে না পেরে—'হে সখী এর হাতে আমাকে ছেড়ে দিয়ে যেও না' বার বার মনে একথার আবৃত্তিসূচক ভ্রূভঙ্গীদ্বারা সখীগণকে বারণ করলেন—তাঁরাও আশ্বাস পেয়ে কেলিভবন দ্বারেই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

৮৫ । ততশ্চ, কৃষ্ণে পশ্চতি লোচনে মুকুলয়ত্যাপৃচ্ছতি স্বাগতং
তুষ্টীমেব শৃণোতি সংস্পৃশতি চ স্মরং পরাবৰ্ত্ততে ।
ন ত্রাসাদবহিষ্করা ন চ ন তদ্ব্যাজেন বাম্যো ন বা
বালানামভিলাষবত্যাপি হৃদি প্রারঃ স্বভাবো হি সঃ ॥

৮৬ । ততশ্চ, উপনয়তি যদ্যং প্রাতিকূল্যং নতাদ্রী, প্রভবতি কিল তত্ত্বং কৃষ্ণকোতুহলার ।
রসয়তি হি পদার্থো দুর্লভস্তাবদেব, ব্যভিচরতি তদীয়ং দুর্লভত্বং ন যাবৎ ॥

৮৭ । কিঞ্চ, আলিঙ্গিতুং কৃতমর্থো দয়িতে নতজ্রঃ, রাখায় গন্তুমভিলষ্যতি কেলিতল্লাং ।
বালা তথাপ্যজনি তস্মৈ মনঃপ্রসাদে, সান্নিধ্যমেব হি মণেন্তমসোহপহতৈ্যে ॥

৮৮ । এবং চ সতি—নালীনাং শপথৈর্হরেমুনয়-ব্যাহারমশ্বেশ্চ নো
কন্দর্পশ্চ চ নৈব বৈভববতো বাণেন যস্মিন্নমে ।

ভাবঃ । তথাপি কিঞ্চিদাম্যসাহায্যায় ভবনশ্চ স্বার্থেব, ন তন্তঃ ॥

৮৫ । লোচনে স্বনেত্রে মুকুলয়তি মুদয়তি,—‘আঙি দু-প্রচ্ছেয়াঃ’ ইত্যাক্রোশাহুজ্ঞয়োরেবাভিধানং নাত্মনেপদম্ ।
শৃণোতি, ন তু প্রতিবক্তি । সংস্পৃশতি নির্গমশঙ্কয়া বামপাণিনা ধৃতদক্ষিণহস্তায়া এব তন্তাঃ বঞ্চুলিকাদিকং দক্ষিণেন
পাণিনা স্পৃশতি সতি পরাবৰ্ত্ততে, তদসহিষ্ণুতয়েব কিঞ্চিৎ স্ববলনাবিকৃত্য বিঘট্টত ইত্যর্থঃ । ন ত্রাসাদিত্যি তদ্বিরোধিনো
হর্বশ্চ প্রাবল্যদর্শনাং । অবহিখ্যেতি—বুদ্ধিপূর্বকত্যাভাবেনৈব সহসৈব তন্তুচ্ছেদোদগতেঃ । ন ব্যাজেনেতি প্রয়োজনাস্বয়-
সাপেক্ষত্বাহুপলম্ব্যং । ন বাম্যোনেত্যসম্মতিং বহিরবাজ্যাপি তত্র রসবানত্যাংশানাবিক্কেয়াং । প্রায় ইতি তাদৃশ-
সন্মায়িকানাংমেব, ন তু সর্বাসামিতি ॥

৮৬ । রসরতীভি—যদি প্রাকৃতস্তাপি পদার্থশ্চ রসবত্তুর্লভত্যায়াং সত্যং তদা কিং পুনরপ্রাকৃতশ্চ স্মৃতিকময়স্তাত্ত
পদার্থশ্চ স্মলভ্যেইপি সদা রসযতো দুর্লভতায়ামিত্যাভিপ্রায়ঃ ॥

৮৭ । নতজ্রঃ কুটিলজ্রঃ ॥

৮৫ । এরপর কৃষ্ণের নয়নপাতে রাখার নয়নকমল মুদিত হয়ে এল, কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করলে চুপচাপ শুনলেন, বাম হাতে দক্ষিণ হস্ত ধরা অবস্থায় কৃষ্ণ দক্ষিণ হস্তে কঞ্চুলিকা স্পর্শ করতে
গেলে স্বচ্ছন্দলীলায় দূরে সরে গেলেন । ত্রাসে নয়, অবহিখায় নয়, ঐ প্রকার ছলে নয়, অথবা বাম্যো
নয়—হৃদয়ে মিলন অভিলাষ থাকলেও নবীন নায়িকাদের স্বভাবই প্রায় এইরূপ হয়ে থাকে ।

৮৬ । এরপর নতাদ্রী রাখা এ-রতিক্রিয়ায় যে যে প্রতিকূলতা এনে উপস্থিত করলেন তাই
তাই কৃষ্ণের কোতুহল পূরণে সমর্থ হল । বস্তু সেই পর্যন্তই রসদায়ক হয় যে পর্যন্ত তার দুর্লভতা
বজায় থাকে—কাজেই রতিক্রিয়া রসদায়ক হয় না যতক্ষণ-না দুর্লভতায় স্থিত হয় ।

৮৭ । আরও, দয়িত কৃষ্ণ আলিঙ্গনের ইচ্ছা করলে কুটিলজ্র রাখা কেলিশায়া থেকে উঠে
চলে যেতে অভিলাষ করছেন—তথাপি যুবতী এতেই কৃষ্ণের মনোপ্রসাদ জন্মাচ্ছেন—তমসা অগহরণে
মণির সান্নিধ্যই যথেষ্ট ।

বিদ্যাদামঘটাকটাক-কটুভিঃ ক্রোধোজ্জ্বলিতৈর্গজিতৈ-
রেকা প্রোচসখীব কণ্ঠমনয়ন্তাং তস্মৈ কাদম্বিনী ॥

৮৯। ততশ্চ, পরমহুয়াসদেহেন রাসদেহেন চাপি মনসা ন সাধয়িতুমর্হামর্হামকস্ম্যং কস্মাদপি
কেনাপি করে নিহিতাং হিতাং সুধাকরকলামিব অকৃতকামনামনাত্তাং মধুকরেণ করেণ সমাক্রষ্টুমশ-
ক্যামশক্যাপবারণাং পরিমলমলঘীয়াংসমাধানাং মাদধানাং কামপি সুরতরু-কুসুমগালামালাপমন্তরেণাপি
কেনাপি কণ্ঠে নিহিতামিব, পরমাহ্লাদরভসাধারাং ধারাং সুধারসস্তেব কেনাপি নাপি লপিহা বক্ষসি
নিক্ষিপ্তামিব, অকপটপটদতি-সাধবস-সাধবসদভিক্ষোত্তল্ললিতামধিকণ্ঠমমুৎকণ্ঠমনায়দ্বিশাং কৃতাবলম্বা-
মলং বামলক্ষ্মীকেন ভুজবলয়েন জবলয়েন তং সময়সারভ্য পরিরভ্য পরিতস্থুবা ব্রজরাজযুবরাজেন ররাজে,
ন রসাদপরং পরং বিবিদে চ ॥

৮৮। আলীনাং শপথৈরিতি—‘হঠিনি রাধে! যজ্ঞতঃ পরং বামা ভবসি, তদস্ম্যকং শিরসাং শপথোহস্ত তে’
ইতি। অতুনয় ইতি—‘প্রিয়তমে! স্মরণলেন জাজ্জল্যমানহৃদয়োহস্মি, কণ্ঠং পরিভ্রষ্টসুধয়া জীবয় মাং’ ইতি। মন্ত্রেয়িতি
—ততশ্চ ‘বিচিত্রচন্দনকঙ্কলিকাদিকং নির্মায় কোশলেন স্বামপি বিশ্বাপয়ামি, অলমত্র নেপথ্যভঙ্গবৈবনস্তব্যজ্ঞনয়া’
ইত্যাসত্ত্বণৈঃ। কাদম্বিনী মেঘমালা ॥

৮৯। ততশ্চ তাং পরিরভ্য পরিতস্থুবা ব্রজরাজযুবরাজেন ররাজে ইত্যর্থঃ। পরমহুয়াসদেহেনাতিদুঃস্রাপদেহেন।
রাসদেহেন রাসং রসসমূহঃ, স্বার্থে অপি; রস এব বা রসনং রাস আশ্বাদনং বা। তদায়িত্বেন মনসাপি সাধয়িতুমুপা-
র্জয়িতুং নার্হাং ন যোগ্যাম্, অত্যসন্তবে বস্তনি মনোরথস্তাপ্যগতেঃ। অর্হাং মাননীয়াম্, অকস্মাদতর্কিতমেব। কস্মাদপ্য-
নির্বাচ্যাক্তেভ্যঃ। সুধাকরকলামিতি—বৈকল্যাতিমিয়ধবংসিহেন চেতশ্চজ্ঞকান্তদ্রাবক্বেন কামসংজ্ঞারোপশবক্বেন সাহজিক-
সৌন্দর্যেণ চোৎপ্রেক্ষা। ন কৃত্তা কেনাপি কামনা বস্তাসিতি। কল্পতরুপক্ষে—অদত্তকামদেহেন পরিপূর্ণসারাম্, রাধাপক্ষে
স্পষ্টমেব। মধুকরেণানাত্তামিতি পরাগমকরন্দাভ্যামবিচ্যুতামিত্যর্থঃ। পক্ষে, তন্ত্রাঃ পতিমন্ত্ৰেণাননুভূতমাধুর্ঘবলাম্।
সমাক্রষ্টুমশক্যামিত্যভিভাষ্যলক্ষ্যমিত্যর্থঃ। পক্ষে, পতিমন্ত্রত্ব করস্পর্শমাজ্ঞেয়াপ্যশক্যাম্। অপবারণমাচ্ছাদনম্;

৮৮। এ অবস্থায়, সখীদের সপথ বাক্যে, হরির অতুনয়ে ও ব্যবহার মন্ত্রে, কন্দর্পের বৈভবশালী
শরে বা হল না তা সম্পন্ন করে দিল একা কাদম্বিনী প্রোচা সখীর মতো বিদ্যাদামঘটা কটাক-কটু
ভয়ঙ্কর গর্জনের দ্বারা তাঁকে প্রিয়ের কণ্ঠালগ্ন করে দিয়ে।

৮৯। এরপর অতি দুঃস্রাপ্যতা ও রসপ্রবাহদাম্বিনী বলে মনোগতির অগোচরা, আদরশীয়া-
স্নিগ্ধা চন্দ্রকলার মতো অতর্কিতভাবে অনির্বচনীয় কারও দ্বারা করে নিক্ষিপ্তা, অস্ত্রের কামনার উর্দ্ধে
স্থিতা, মধুকরের অনাত্তা, অস্ত্রের করস্পর্শমাত্রেও অলভ্যা, আবরণে অভেদ্যা, মহান্ সৌরভময়ী,
আনন্দ অর্পয়িত্রী, কোনও অনির্বচনীয় কল্পতরু-কুসুমমালার মতো বিনা আলাপে কণ্ঠে স্থাপিতা,
পরমাহ্লাদবেগ সমাকৃ ধারয়িত্রী সুধারসধারার মতো (রাধা নাম) কারও দ্বারা বিনা জপে (নামী
রাধাকে) বক্ষে নিক্ষিপ্তা, অকপট ভীকৃতাহেতু মেঘগর্জন জনিত অতিত্রাসের সন্ধারে অভদ্র ক্ষোভে
মর্দিতা, অতএব আপন স্বতন্ত্রতায় বিনা উৎকণ্ঠাতেও কণ্ঠাবলম্বিতা রাধাকে প্রাপ্তিমাত্রে মনোজ্ঞ শোভন

৯০। তামথ কৃষ্ণেন সহ সহচর্যো হাসিতোংকটাঃ কটাক্ষ-বিক্ষেপেণ পশুন্ত্যঃ শূন্ত্যশ্চ স্বমমানস্তং
মানস্তং চাভিলাষং সফলমিব মন্থমানা মানাতীতসম্মাননয়া জলধরোজিতগর্জিত-গরিমাণং স্বসখীং
আবয়িত্বা আবয়িত্বা সসঙ্কোচং পূজয়ামাসুঃ ॥

৯১। ‘ধন্যোহসি ঘনরসদ ! রসদ এবাসি, হৃমুচিত্ত এব চিত্তঃ এবমস্ত তব বর্ণমিত্রস্ত মিত্রস্ত নব
কমলিনীবৃন্দারিকাবৃন্দানাং মৈত্রীকরণেন যদিয়ং মে হুরারামাহমেহুরা রাধা হুঙ্কারমাত্রেণৈব কৃষ্ণকৃষ্ণং
প্রাপিতাস্তি ভবতাহবতা পরমসৌভাগ্যম্’ ইতি সখীজন-সোংপ্রাসপ্রাসবিদ্বহুদয়েব ভয়োপরমে
পরমেণাহেগ্রহেণ তহুরসো রসোদধেরিবাপি বহিবুভূষয়া ভূষয়ামাস যদি স্বমাম্মানম্, তদা প্রসভেন

পরিমলমোদম্ ; মাদো হর্যন্তু ধানামর্পয়িত্রীম্ ; অরতকুসুমমালামিত্যখিল-বাহিত-সম্পাদকত্বেন কৃষ্ণস্পর্শদত্বেন
ব্যক্তমানালিঙ্গনসৌষ্টব-সভাজননেন বিশিষ্ট-সৌন্দর্যাদায়কত্বেন চ। আলাপমর্গণবাক্যম্। পরমাহ্লাদন্ত রভসং বেগম্ আ
সম্যগ্ ধারয়তীতি স্বার্থগান্তং পচাচ্চ, তাম্। অধারামিতি নিরতিশয়াস্বাদাদায়কত্বেন বৈপরীত্যেন যন্মামঘটকাকরত্ব-
বাচ্যত্বেন চ। অকপটং নির্গাজমেব পটতা ভীকৃতয়া প্রাপ্তবতাহতিসাধবসেন হেতুনা সাধু যথা শ্রুত্থাহসন্তিঙ্গাসজন্ত-
বাদভদ্রৈর্মিথ্যাভূতৈর্বাভিক্ষোভৈর্ললিতাং মর্দিতাম্। অতএবানায়স্তিরনধীনতা তদ্বশাদপাছুৎকর্ষণং বিনাপ্যুৎকর্ষণমধিকর্ষণং
কর্ষণে কৃতোহবলম্বো যয়া তাম্। অলমতার্থম্। বামা মনোজ্ঞা লক্ষ্মীঃ শোভা যন্ত তেন ভূজমণ্ডলেন। কীদর্শেন ? জবস্ত
বেগন্ত লম্বো মিলনং যত্র তেন। রসাদানন্দজাদ্যাদপরমস্তং ন বিবিদে, ন জায়তে স্ম ॥

৯০। স্বমমানস্তং হুঃখং শূন্ত্যঃ খণ্ডয়ন্ত্যঃ। মনসি ভবং মনসে হিতং বা মানস্তম্ ; মানং পরিমাণং তদতীতয়াহপরি-
মিতয়া সম্মাননয়া সসঙ্কোচং আবয়িত্বা গময়িত্বা ; ‘শ্রু গতো’ তালবাদিরপি ॥

৯১। তব বর্ণমিত্রস্তম্ মৈত্রীকরণেন কর্জা তং চিত্তো ব্যাপ্তঃ ;—“চিত্তং হ্রস্বৈ জিহ্বা” ইতি মেদিনী। কমলিনী-
বৃন্দারিকাঃ শ্রেষ্ঠকমলানি শ্রেষ্ঠকৃষ্ণাঃ। বৃন্দারকনাকুঞ্জরৈঃ পূজ্যমানমিতি সমাসঃ। মিত্রস্য সখ্যুশ্চ। মমেয়ং সখী
রাধা। মে ইতি জাত্যা একবচনম্। হুরারামা হুঃসাধ্যা, কৃতঃ ? অমেহুরা—অবচস্বরত্যাং কঠোরত্যাৎ। ততঃ সা

ভূজবলয়ে লুচ আলিঙ্গনে বদ্ধ করে বিরাজমান ব্রজরাজকুমার দীপ্তি পেতে লাগলেন—আনন্দজাভ্যে
অপর অস্ত্র কিছু স্তান থাকল না।

৯০। অতঃপর উৎকট হাসিতে উচ্ছলিত সখীগণ কটাক্ষ নিক্ষেপে কৃষ্ণসহ মিলিত রাধাকে
অবলোকন করে হুঃখের অবসানে মনোজাত অভিলাষ যেন সফল হয়েছে এরূপ মনোভাবে সঙ্কোচ
ছেরে নিজ সখীকে শুনিয়ে শুনিয়ে অপরিমিত সম্মানের সহিত মেঘের ক্রোধ-গর্জন-গরিমাকে স্তব
করতে লাগলেন।

৯১। হে ঘনঘটা, দেহকাস্তি সম্বন্ধে তোমার মিত্র এই কৃষ্ণের মিত্রতা সম্পাদনের উপায়নে
তুমি পরিপূর্ণ—ঠিকই তুমি রসদই বটে—ধন্য তোমাকে, তোমার এ-মিত্র নব শ্রেষ্ঠ সুন্দরীগণেরও
মিত্র, যে কারণে এই আমাদের হুঃসাধ্যা কঠোরা রাধা তোমার হুঙ্কার মাত্রেই তোমার মিত্র কৃষ্ণের
কণ্ঠলগ্না হয়ে গেল—তোমার পরমসৌভাগ্যের জয় জয়কার হল। এইরূপে যেন সখীজনের উপহাসরূপ
অস্ত্রবিদ্ধা হয়ে ভয়ের উপরমে পরমাগ্রহে সেই বক্ষ রসসাগরের মতো হলেও তার থেকে বের হয়ে

সভেন গ্রহবিশেষ্যেণাশেষ্যেণামোদেন কৃষেন চ তন্ত্ৰাশ্চিহ্নিতলতাপবনানীব ন জাতপত্রাকুরভজানি
কপোলচুষ্মনানি, যমুনাজলানীব কজ্জলশোভাগ্লানিকরাণি নয়নচুষ্মনানি, ভক্তিরস-রসিক-হৃদয়মিষ সমক্ষ-
তয়াহবকরাগমধরপানম্, দ্বিতীয়া হিমকরলেখব অলক্ষ্যমাগলাহনা দশন-নখপদ-পদবী, সুপ্রতিষ্ঠিতশিব-
লিঙ্গসম্মাননমিব সদামোদকর-কমলপূজন-জনিত-পরভাগং স্তনযুগপরামর্শনম্, শুক্তিসং-পুটী ইবাঙ্গুলুমুক্তা-
বলীকাঃ পরিরস্তাঃ, বিষমবিষধরীধারণমিব সাহসমাত্রপ্রতিপাদকং রোমলতাপরিশীলনম্, তীর্থসলিলমিব
স্পর্শমাত্রেনৈব কৃতার্থস্মৃত্তাকারি-নাভিহৃদপরিসরকরপ্রদানম্, মোক্ষ ইব পরমহুঃশকো নীবিমোক্ষচ
কৃতানি ॥

তদ্ব্যসৌ বহিবুভুষয়া বাম্যাবিকাশেণ যদি স্বমাত্মানং ভুষয়ামাস, তদা কৃষেন প্রসভেন হঠেন তন্ত্ৰাঃ কপোলচুষ্মনা-
দীনি কৃতানীত্যয়ঃ। প্রাসঃ কুন্তনামাত্মভেদঃ। সভেন সদীপ্তিনা; গ্রহবিশেষেণ ত্বরত-তদ্ব্যাস্ত-বেণী-চিবুকাদি-ধৃতি-
বিশেষেণ। অশেষেণ সম্পূর্ণেন। ন জাতঃপত্রাণামকুরাণং ভজো যত্ন তানি। পক্ষে, পত্রাকুর আকল্পভেদঃ। মুদ্রালক্ষণ-
নারিকায়ামতিভীকৃত-স্বভাবায়াং প্রথম-সন্তোগত তথোচিত্যং; তন্ত্ৰা মধ্যাপ্রাগল্ভয়োন্নিব সন্তোগগাঢ়ত্বসহিষ্ণুত্বং।
কজ্জলশোভায়া গ্লানিকরাণি; পক্ষে, অগ্লানিকরাণি। সমক্ষতয়া প্রত্যক্ষতরৈষ; অবকরৈর্দোষৈরগমগম্যম্,—‘গমের্ডঃ’
কর্মণ্যপি বাহুল্যং। যথা, অবকরান্ ন গচ্ছতি ন প্রাপ্নোতীতি তথা। পক্ষে, সমাগক্ষতো যাবকরাগোহপি যত্ন তৎ।
লাজুনং কলঙ্কং চিহ্নং চ। অথরে দশনন্ত স্তনয়োর্নখরাণং যৎ পদং চিহ্নং তন্ত্ৰ পদবী পদভিঃ। সদামোদকরৈঃ কমলৈ-
র্যং পূজনম্; পক্ষে, সদামোদং যৎ করকমলং তেন পূজনং স্পর্শস্তেনৈব জনিতঃ পরভাগঃ শোভা যত্ন তৎ। অকুরা

আসার ইচ্ছায় নিজেই নিজেকে যদি বাম্যভাবে বিভাবিত করে তুললেন, তখন হঠের সহিত দীপ্ত
ভাবে বেণীচিবুকাদি ধারণবিশেষের দ্বারা অশেষ আনন্দে মত্ত কৃষ্ণ রাধার কপোলে চুষ্মন করলেন
প্রথম সন্তোগোচিত সাবধানে যাতে চিত্রে অঙ্কিত লতা-উপবনের মতো পত্রাকুর আকল্প মুছে না যায়,
নয়নে চুষ্মন করলেন এমনভাবে যাতে যমুনাজল শ্রামকাস্থিতে যেমন কজ্জলশোভার ‘গ্লানিকরাণি’
অর্থাৎ মিকারী হয় তেমন এ কজ্জলশোভার ‘অগ্লানিকরাণি’ অর্থাৎ অনিষ্টকারী না হয়, অধরপান
করলেন এমন আলতোভাবে যাতে ভক্তিরস-রসিকের হৃদয় যেমন সাক্ষাৎ দোষশূন্য তেমনই যাবকরাগ
অক্ষত থাকে, দ্বিতীয়ার চাঁদরেখায় যেমন কলঙ্কচিহ্ন থাকলেও চোখে পড়ে না তেমনই অথরে দশনচিহ্ন
ও স্তনে নখচিহ্ন-পদভি অঙ্কিত হলেও চোখে না পড়ে, আনন্দোচ্ছল করকমল-স্পর্শে উৎফুল্ল পয়োধরযুগল
ধারণ-কার্যটিও সম্পন্ন হয়ে গেল—সুগন্ধী কমলে পূজন জনিত শোভাবিশিষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ
সম্মাননার মতো সম্মাননা করতে গিয়ে, মুক্তাসম্পূট যেমন অখণ্ডিত মুক্তাপূর্ণ তেমনই আলিঙ্গন
করলেন এমন আলতোভাবে যাতে মুক্তামালা অখণ্ডিতই থেকে যায়, বিষম বিষধরী ধারণের মতো
সাহস-প্রতিপাদক রোমলতা-পরিশীলন কার্যটিও সমাধা হল, তীর্থসলিলের মতো স্পর্শমাত্র কৃতার্থ-
স্মৃত্তাকারী নাভিহৃদে করপ্রদান কার্যও নিষ্পন্ন হয়ে গেল, জ্ঞানীর মোক্ষপ্রাপ্তির মতো পরমহৃক্ষর
নীবিমোচন কার্যটিও সমাধা হয়ে গেল।

৯২ । ততস্তস্মা অপি ব্রহ্মেব নেতি নেতি নিষেধসিদ্ধং বচনং তড়িদ্দামেব উৎপত্তৌব লীয়মানং কটাক্ষ-বিক্ষেপণং গিরিনিব্বা রজ্জলমিব উৎসবাহিতাদরাশ্রবং বিলোকিতম্; গোবর্দ্ধনসানব ইব স্বন-বাচাল-মণিকটকাঃ করকম্পাঃ; বর্ষাশিখরীব অভঙ্গুর-পয়োধরঃ প্রতিপরিব্রজ্যঃ; মলয়ানিল ইব মুহুঃস্পন্দঃ; বসন্তদিন-করাতপ ইব দরঘর্মকীলালঃ; কিসলয়কলাপ ইব মুহুলীলাকরকম্পাঃ; তড়াগ ইব বিপুলকভঙ্গ্যচ্চ দেহঃ সমজ্জনি ॥

৯৩ । ততশ্চ দূরাদালোকয়ন্তীনা মালীনা মালীনানাং দ্বারোপকণ্ঠে কণ্ঠ-গৃহীতাং কৃষ্ণেন তাং নতাং

অনপনীতা; পক্ষে, অচ্ছিন্না মুক্তাবলী শেষু ভেদে । রোমলতাপরিশীলনং স্তন্যধারন্ত্য রোমাবলী বজ্রানা কচচালনম্ । কৃতানীতি কৃতশ্চ কৃতশ্চ কৃতঞ্চ কৃতানি; ‘নপুংসকমনপুংসকেন’ ইত্যাদিনা নপুংসকত্বম্ ॥

৯২ । নেতি নেতীতি রত্নারন্তে । কটাক্ষেতি কিঞ্চিদসমিকৃতা-বাক্যনায় । উৎসবেতাদি রতঃস্বো উৎসে প্রসবণ বাহিতং চ তৎ অদর অনল্পং যথা প্রাপ্তথা সবচেতি তৎ । “উৎসঃ প্রসবণম্” ইত্যমরঃ । পক্ষে, উৎসবেন রতোৎসবে-নাহিতমর্পিতম্ । অদরাশ্রমল্লাশ্রং তৎ ৩৩য়ুক্তম্; কটকং গিরিনিভস্বো বলয়ং চ । প্রতিপরিব্রজ্যঃ শ্রীরাধাকর্জীকঃ; মুহুঃস্পন্দ ইত্যাদি রতোপাত্তে । মুহুঃস্পন্দো মন্দগতিঃ, জাতন্তস্তভাবশ্চ । দরঘর্মকীলাল ঈষদঘর্মজলকণকো জাতশ্বেদ-ভাবশ্চ । মুহুলীলানাং বিলাসানামাকরো যেন তথাভূতঃ কম্পো যত্র সঃ; পক্ষে, মুহুলীলয়া করকম্পো হস্তগতকম্প-ভাবো যত্র সঃ; বিপুলঃ কস্ত জলস্ত ভঙ্গন্তরঙ্গো যত্র সঃ; পক্ষে, বিশিষ্ঠো পুলকহরভঙ্গ্যো যত্র সঃ ॥

৯৩ । দ্বারস্ত উপকণ্ঠে সমীপে আ ঈষৎ লীনানাং নিহুতবতীনাং তাং রাধাং হ্রীভরণ লজ্জাতিশয়েন নতাং

৯২ । অতঃপর ব্রহ্ম যেমন বেদে ‘নেতি-নেতি’ নিষেধপর বাক্যে সিদ্ধ তেমনই রস ও ভাবের এ-মিলনরঙ্গে রতোৎসবারন্তে মহাভাবময়ীর বাক্য ‘না-না’ এরূপ নিষেধপর বাক্যে পর্যবসিত হয়ে গেল অর্থাৎ তাঁর মুখে শুধু ‘না-না’ বাক্যই ক্ষুরিত হতে লাগল । (মধুর রসে অনুভাব) তাঁর কটাক্ষ-নিক্ষেপ তড়িদ্দামের মতো ক্ষণিকের তরে চমকে উঠে উঠেই লীন হয়ে যেতে লাগল । (মধুর রসের সাদৃশ্যিক) অতঃপর পর্বতের ঝরণাজল যেমন প্রস্রবণের ধারায় নীচে নেমে আসে প্রবল বেগে তেমনই তাঁর নয়নে প্রেমাশ্রু অবিরল ধারায় ঝরতে লাগল, গোবর্দ্ধনশিখরের মণিময় নিতম্বদেশ যেমন কোলাহলে ঝঙ্কত হতে থাকে তেমনই তাঁর কম্পমান করদেশ মণিবলয়ে ঝঙ্কত হতে লাগল—বর্ষাকালের পর্বতশিখর যেমন ‘অভঙ্গুর-পয়োধরঃ’ অর্থাৎ কখনও মেঘশূন্য হয় না তেমনই রসময়ীকৃত প্রতি-আশ্রেষে (অনুভাবে) পয়োধরের অভঙ্গুরতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল না । (সাদৃশ্যিক) আরও পরে মলয়ানিল যেমন মুহুঃমুহুঃ প্রবাহিত হয় তেমনই স্তম্ভের উদয়ে তাঁর অঙ্গের গতি হয়ে এল মুহুঃ, বসন্ত দিনের সূর্যতাপ যেমন অল্প অল্প ঘর্মজলের উদয় করায় তেমনই শ্বেদ ভাবের উদয়ে তাঁর অঙ্গে অল্প অল্প ঘর্মজল দেখা দিতে লাগল, নবপল্লবগুচ্ছ যেমন কম্পনে বিলাসের আকরভূমি হয়ে উঠে তেমনই কম্পভাবে তাঁর হস্ত মুহুঃ কম্পনের লীলা ভূমি হয়ে উঠল, জলাশয় যেমন বিপুল জলতরঙ্গময় তেমনই স্বরভঙ্গভাবে বিপুল পুলকে তাঁর কণ্ঠের স্বর গদগদ হয়ে এল ।

৯৩ । কৃষ্ণের দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিতা, নিজেকে লুকিয়ে ফলবার জন্ম চেষ্টাঘৃতা, লজ্জাতিশয়ে

হীভয়েণ নির্ভয়েণ নির্ভাতাং প্রিয়বয়স্তাং বয়স্তাঞ্চস্তু নূতনতয়া প্রগাঢ়রসাসহেবস্থিতামনবস্থিতামনবধান-
পর্যাং প্রিয়তমাগ্রহে গ্রহেণ কেনাপ্যভিভূতামিব কচ্চিদালাপ আসীদিতয়েতরম্ ॥

৯৪। যথা— ‘অয়ময়ং সখি ভাতি কিশোরয়ো-নবকিশোরবরঃ সুরতোৎসবঃ।

অয়মিহ প্রতিপত্তিবিমূঢ়তাং, গত ইব প্রতিভাতি মনোভবঃ ॥

৯৫। অস্তান্ত, চিরমনোরথ এব চিরাং ফলন্, ফলভরণে মনো ব্যথয়ন্নিব।

অহহ দুঃসহ এব ভবত্যহো, সুখতয়াপি চ দুঃখতয়াপি চ ॥’

৯৬। ততশ্চ স্বকৃত্যাপসরণ-রণ-শ্রমাদেব প্রবল-বলমানস্বাসাং শিথিলকচহস্তাং হস্তাভুজেন দধতীং
প্লথমানাং নীবীং নীবীং যথা ক্রুটিতৈকাবলিকাবলিকামস্তব্যস্তামিব সতৃষ্ণেনাপি কৃষ্ণেনাপি কৃতরতো-
পরমেণ পরমেণ প্রণয়েন নিবন্ধে কেশপাশে পাশেন নিবন্ধায়াং নীবৌ, গ্রথিতে চ তারে হারে, হাপিতে

কুঞ্জনপরাম্, বয়সি নবযৌবনে, অঙ্গসেত্যস্ত ভাব আঙ্গস্তং তেনানবধানপর্যায়ানন্দ্যন্তাম্, প্রিয়তমস্তাগ্রহে রমণাগ্রহে
সতি অতিবায়সাধকেন কেনাপি গ্রহেণ পরাক্রান্তামিব ॥

৯৪। সুরতোৎসবোহপি নবকিশোরবরঃ প্রাপ্তপ্রথমযৌবনারম্ভমাত্রঃ। অতস্তাদৃশমনোভবোহপি প্রতিপত্তি-
বিমূঢ়তামিব গতঃ, আনন্দজাড্যং প্রাপ্ত ইব ॥

৯৫। সুখতয়াপীতি ফলন্ সন্; দুঃখতয়াপীতি পূর্বদশায়ামফলন্ সন্, অতঃ সর্দৈব দুঃসহ এবৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥

৯৬। স্মৈনৈব কৃতম্পসরণং পরাজিত্য পলায়নমিব যত্র তথাভূতে রণে সুরতসংগ্রামে যঃ শ্রমস্তস্মাৎ। কচহস্তঃ
কেশসমূহঃ; “পাশঃ পক্ষশ্চ হস্তশ্চ কলাপার্থাঃ কচাং পরঃ” ইত্যমরঃ। নীবীং যথা মূলধনমিব, “দ্বীকটীবদ্রবন্ধেহপি নীবী

নতা, অতিশয় রমণীয়া, নবীনতা হেতু প্রগাঢ় রস অসহনে ও অনবস্থিত নবযৌবন-সুখভারে আনন্দমত্তা,
প্রিয়তমের রমণাগ্রহে অতিবায়সাধক কোনও গ্রহের দ্বারা যেন অভিভূতা সখী রাধাকে ঐ দূরে
দ্বার সমীপে গোপনে থেকে সখীগণ অবলোকন করতে করতে নিজেদের মধ্যে পরস্পর এইরূপ আলাপ
করতে লাগলেন—

৯৪। ঐ যে ঐ যে দেখ সখি, সম্মুখে দীপ্তি পাচ্ছে কিশোর কিশোরীর নবকিশোরবর
রতোৎসব লীলা। আর ঐ যে ওদিকে দেখ সখি, প্রতীতি হচ্ছে যেন এ-লীলায় মদন দাঁড়িয়ে
আছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়।

৯৫। আর এদিকে আমাদের সখীর চিরকালের মনোরথ আজ চিরকালে ফলবান হয়ে ফলভারে
যেন মনকে ব্যথিত করে তুলছে। অহো কি আশ্চর্য, সুখে-দুঃখে দুই অবস্থাতেই এঁর মনোভিলাষ বেগ
হায় হায় দুঃসহই হয়ে পড়ছে।

৯৬। এরপর সখীগণ দেখলেন—নিজে নিজেই পরাজিত হয়ে যেন পালিয়ে যাওয়া রতিরণের
পরিশ্রমে রাধার শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে প্রবল ঝড়ের বেগে, কেশকলাপ তার শিথিল হয়ে পড়েছে,
প্লাবমান নীবি মূলধনের মতো তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন করে, প্রিয় একনরী হারশ্রেণী তাঁর ছিন্নভিন্ন

চ করকমলেনামলেনাশুনি ঘর্মজে, নর্মজেন বচসা সরসীক্রিয়মাণামবলোক্য সহচর্য্যঃ সহ চর্য্যয়া
প্রণয়শ্রিতনিরীক্ষণরূপয়া ক্ষণরূপয়া কৃষ্ণকথয়া পুরত উপতস্থিরে ॥

২৭। স্থিরেব কিঞ্চিদথ সা বিধুমুখী নতমুখী ন তদাননানি পশন্তী পশন্তী চ ভ্রুকুটিকুটিলেন
কটাক্ষোস্তুরাস্তুরা তাত্তিরণোচে, —‘এহি সখি ! গৃহং যামো, যামো হবশিষ্যতে, শিষ্যতেহ বিরমতু রতি-
কলাপ্তোরস্ত গুরোরস্তরহস্তাশিক্ষায়াম্, কিমপরং বিলম্বসে, লম্বসে বা ন কথং কেলিতল্লাং’ ইতি সপরি-
হাসহাসভাষিণীঃ স্বসখীঃ কপট পটদ্ভ্রুকুটি-কুটিলাক্ষমলসলসতা ভূজাঘ্ণালেন কেশকলাপ-সৌরভ্য-
গর্ভকেণ গর্ভকেণ তাড়য়ন্তীড়য়ন্তী চ স্বলাবণ্যবিশেষমশেষমনারতং কৃষ্ণস্ত্র মনসা ন সারস্ত্রমুচ্য কৃত-
কৃতকরুণা পরুবাপি পরমসরসমনা মনাক্ স্মিতা ‘অস্মি ত্বাদৃশীনাগীদৃশীনাগীহিতকপট্য-নাট্যনায়িকা-

পরিপণেহপি চ’ ইত্যমরঃ। কুটিভা একাবলীনাশাবলী শ্রেণী যন্তান্ত্রাম্, উভয়ত্রৈব প্রিয়ত্বাদলুক্কপ্পায়াং ক-প্রত্যয়ঃ।
কৃষ্ণেনাপি কৃষ্ণশব্দে সত্তার্থো বশ্যচানন্দঃ, ইত্যর্থবশাদানন্দপ্রদেনাপি ত্বারে মুক্তাময়ে ঘর্মজেহুনি করকমলেন হাপিতে
দুরীকৃতে সতি প্রণয়াদিরূপয়া চর্যয়া আচরণেন ক্ষণরূপয়োঃসবভূতয়া ॥

২৭। তাসামাননানি ন পশন্তী। কৃতঃ ? নতমুখী, প্রাপ্তসন্তোগতেন সলঙ্ঘ্যত্যাগঃ। অন্তরা অন্তরা পশন্তী চ।
ভ্রুকুটিকুটিলেনেতি ভবতীভিরেবাস্ত হস্তে বলাম্বিক্ষিপ্তায়া মম সতীত্রতধ্বংসনং কৃতমিতি ভাবঃ। যামঃ প্রহরঃ, শিষ্যতা
শিষ্যত্বম্, গুরা উত্তমেন, ‘গুরী উত্তমে’ ভাবে কিপ্। উরস্ত্রমুরসি ভবং যদ্রহস্তাশিক্ষা-প্রত্যাশিক্ষাদি তস্ত শিক্ষায়ায়।
কপটেন পঠন্ত্যা প্রাপ্তবত্যা ভ্রুকুট্যা কুটিলে অক্ষিণী যত্র তদ্ যথা স্তাদেবম্, কেশকলাপস্ত্র সৌরভ্যং গর্ভে যন্ত তেন

হয়ে ঝুলছে—রাধার কি এক আস্তব্যস্তের মতো অবস্থা। এ-রতিরণে কৃষ্ণ সতৃষ্ণ হলেও, এ তাঁর
আনন্দপ্রদ হলেও তিনি উহা সমাপ্তি করে দিয়ে পরমপ্রণয়ে কেশপাশ বেঁধে দিলেন, রজ্জুতে নীবি
বেঁধে দিলেন, মুক্তাহার গেঁথে দিলেন, নির্মল করকমলে ঘর্মজল মুছিয়ে দিলেন, নর্মবাক্যে প্রিয়াকে
সরস করে তুললেন। এ-অবস্থায় রাধাকে দেখে সখীগণ প্রণয়শ্রিত-নিরীক্ষণরূপ সেবা করতে করতে
এই উৎসব বিষয়ক কথা বলতে বলতে সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন।

২৭। কিঞ্চিৎ সুস্থির হওয়ার পর সেই বিধুমুখী প্রাপ্ত-সন্তোগের লজ্জায় নতমুখী হওয়াতে
লখীদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন না, তবে মধো মধো ‘তোমরা এঁর হাতে বলপূর্ব্বক আমাদের
নিক্ষেপ করে আমার সতীত্রত ধ্বংস করলে তো’ এরূপ অর্থব্যঞ্জক কটাক্ষ হানছিলেন। এতে তখন
সখীগণ বললেন—‘এসো সখী ঘরে যাই, রাত এক প্রহর মাত্র বাকী, উত্তমের সহিত কাস্তের
আলিঙ্গন-প্রত্যাশিক্ষাদি অধ্যয়নে এই রতিকলা-গুরুর শিষ্যত্ব তোমার এখানেই বিরমিত হউক,
আর বিলম্ব করছ কেন, কেলিশয়া থেকে নেমে আসছো না কেন?’ এইরূপ সপরিহাসহাসভাষিণী
নিজ সখীগণকে কপটতায় কুঞ্চিত ভ্রুকুটিকুটিল নয়না রাধা অলসতায় ভরা ভূজাঘ্ণালে কেশকলাপ-
সৌরভ্য-বাসিত মালা দ্বারা তাড়না করতে লাগলেন। এতে যে লাবণ্যবিশেষের প্রকাশ হল তার
স্তুতি করালেন তিনি কৃষ্ণের দ্বারা নিরস্তর মনে মনে অশেষ-বিশেষে। সরসতা অবর্জিত কৃত্রিম

ক্ৰীড়াশালভঞ্জিকা, ভঞ্জিকা স্বাধীনতায়াঃ কিলাহং যদা যদালপথ বিপথ-বিশিষ্টপথয়োৱথ যোগ্যং তদেব দেবতাবাক্যমিব করবাণি, কিমিতি মাং সম্প্রতি সম্প্রতিপত্তিমুচাং কুরুথ। কয়া বাত্রাগতং কয়া বা নাগম্যতে' ইতি কোমলালাপেন যদি কিঞ্চিৎকুবতী, তদা তদাকর্ণেনোপূৰ্বেণ সন্তাপচ্ছিত্ত্বহুৱবাপ-মোদমেহুৱহুৱবস্থিতমনাঃ কৃষ্ণঃ 'শুভনতীনাং ভবতীনাং প্রসাদতঃ সাদতঃ কিলাহং বিমুক্তোহস্তা বচন-শুধা-শুধারাপরিশীলনেন' ইতি বদন্ প্যারিতোষিকমিব তাভ্যো জনং জনং প্রতি প্রতিপন্নপ্রণয়ঃ প্রণয়তি ন্ম পরিহৃঙ্গং যদি, তদা তদালোচ্য চেতসা চেতসারস্তা বচসা চ সা পরিহাসবতা সবতা পীযুষশীকরানিব কিমপি মন্দমধুরং মধুরঞ্জি নিজগাদ,—‘অধুনা গলিতহৃদৃষণা দৃষণাভাববত্যো ভবত্যো ভবন্তি নাপরং পরিহাসিয্যন্তি’ ইতি ॥

৯৮। তাশ্চ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমনির্বৃতিনির্বৃতিভাজো নিজসখীসুখসমীক্ষণ-সমুভূতমপি ভূতমপি বর্তমান-

গৰ্ভকেণ মালোনাং ; “কেশমধ্যে তু গৰ্ভকঃ” ইত্যমরঃ। কৃষ্ণশ্চ মনসা প্রযোজ্যকর্তা। ঈড়ন্তী স্থাবয়ন্তী হলাবণ্যবিশেষম্, তদানীং সখী-তাড়ন-চেষ্টোৎসবশেষং সম্পূৰ্ণম্। ন সারস্তুমুচা সরসতামমুৎকৃত্য কৃতয়া কৃত্তিমকুৰ্বা পরুষা কঠোরাপি। ক্ৰীড়াশালভঞ্জিকা খেলনপুতলিকা অস্মি। স্বাধীনতায়াঃ স্বাভ্যন্ত্যন্ত ভঞ্জিকা স্বয়মেব নাশকর্তা। কুত এতদিত্যত আহ—যদেতি। সন্তাপানাং ছিত্ত্বো হুৱবাপো হুৰ্লভশ্চ মোদ আনন্দন্তেন মেহুৱং সাম্প্রতিকমতৃপ্তিবশাদ্হুৱবস্থিতমনো যন্ত সঃ। সাদতঃ সন্তাপাৎ। চেতসা চ মনসাপি; ইতসারস্তা প্রাপ্তরসা, বচসা চ বাক্যোনাপি সা রাধা। কীদৃশেন? পীযুষশীকরান্ সবতোৎপাদয়তা; ‘সু প্রসবৈবধ্বয়োঃ’ ইতি ভোবাদিকোহয়ম্। উষণং পীড়া; ‘উষ রজ্জায়াম্’ গলিতমনঃপীড়া ইত্যর্থঃ ॥

ক্রোধে কঠোর হয়েও পরমসরস মনে একটু হেসে রাধা বললেন—‘যেৰূপ তোমরা সেইরূপই তোমাদের অভিনীত কাপট্য-নাট্যনায়িকা আমি, আজ তোমাদের হাতের খেলনপুতলিকা হয়ে গেলাম, নিজেই নিজের স্বতন্ত্রতা ছেড়ে দিলাম, তোমরা যখন যেমন বিপথের বা বিশিষ্টপথের যোগ্য কথা বলেছ তা দেববাক্যের মতো পালন করেছি, তবে কেন সম্প্রতি আমাকে এই নায়ককে অঙ্গীকার করিয়ে বোকা বানিয়ে দিচ্ছ। হ্যাঁ, বলতো কুজাভ্যন্তরে সখীদের মধ্যে এখন কে বা এল আর কে বা এল না।’ এরূপ কোমল বাক্যে যদি কথাগুলি বললেন তখন সন্তাপদূরকারী, হুৰ্লভ আনন্দে স্নিগ্ধ, অতৃপ্তিতে হুৱবস্থিতমনা কৃষ্ণ বললেন—‘মঙ্গলময়ী তোমাদের প্রসাদে আমি সন্তাপ-বিমুক্ত হলাম এঁর বচনশুধা-শুধারা আশ্বাদনে।’ এরূপ প্রণয়-বিত্তোর কৃষ্ণ প্যারিতোষিকের মতো তাঁদের জনে জনে যদি আলিঙ্গন দান করতে লাগলেন তখন তা দেখে চিত্ত-মধ্যে সরসতা প্রাপ্ত হয়ে রাধা বাক্যে পরিহাস মাথিয়ে অমৃতবিন্দুসম মন্দ মধুর মধুরঞ্জি কথায় কিছু বলতে লাগলেন—‘অধুনা তোমাদের মনোপীড়া গলিত হয়ে খসে পড়ল তো, এখন তোমরা অন্তের দৌষদর্শন দৌষ থেকে মুক্ত হলে তো, অতঃপর আর অন্তকে পরিহাস করবে না।’

৯৮। সখীগণ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গজনিত আনন্দের সেবা প্রকাশ্যেই করে নিজ সখীর সুখদর্শন-অমুভব

মিব পুনরাহ্নানুভবেন বিদাকক্ৰুঃ ॥

৯৯। অথ সা বিভাবরী বিভা-বরীয়সী ভূষাপি যাম্মা যামাবশেষতয়ৈব সদোষা দোষাখ্যামপি সমাসসাদ, সসাদতয়া যতস্তাঃ প্রিয়সখীমাদায় কৃষ্ণভবনামিভবনং সমাসেচ্ছুঃ ॥

১০০। অথ বিভাতায়াং বিভাবর্যাং বিভাবর্যাং শ্রামাগতাং বীক্ষ্য বীক্ষ্যাগেনোহ্নানুভাবেন বিস্মিতাং স্মিতাংশুর্ধোতাধরামধোমুখী বিধুমুখী বিধুরিতা হ্রিয়া যদি বভূব তদা শ্রামাপি মাপিত-মাপিত-নবর-নবরমণীয়-কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-সঙ্গত-পারভাগ্যাপারভাগ্যাস্তোষিমাশ্রানমেব জানতী ন তীত্রং কিমপি পপ্রচ্ছ ॥

১০১। ‘অয়ি! কস্মাদকস্মাদস্মদালোকেন লোকেন নানুভূতাং ভূতাণ্ডবকারিণীমিব দশাং দধত্যা বিলক্ষণ-লক্ষণয়াহপত্রপয়া কলাকলাপবিচক্ষণে! চক্ষুণে তব হৃদয়ম্ ॥

৯৮। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসেন নিবৃতিরানন্দঃ, তস্তা নিবৃতিরনাবরণং তস্তাঙ্গঃ; ভূতমপ্যতীতমপি বর্তমানমিবেতি ঈদৃশং সুখমন্তঃসখী এবাধুনাপি প্রাপ্নোতিভাষাভির্দ্যোতিভা ॥

৯৯। বিভাবরী ঝাতিঃ, বিভয়া কাস্ত্যা বরীয়সী শ্রেষ্ঠা ভূষাপি যাম্মৈকপ্রহরমাত্রশ্চৈবায়ামোহবশেষো যস্তা-ভস্তয়া সদোষা দোষযুক্তা দোষাখ্যাং দোষেতি নাম। যতো হেতোস্তাঃ সখ্যঃ সসাদতয়া সাবসাদতেন ॥

১০০। শ্রামাং কীদৃশীম্? বিভয়া বর্যাম্। মাপিতং মানং বা প্রমা, তামাপিতম্। নবরং কেবলম্, নবরমণীয়স্ত কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাং সঙ্গতং মিলিতং পারভাগ্যং পরভাগো যয়া সা; চাতুর্ভাগ্যাদিত্বাৎ স্বার্থে ক্ষ্যঞ্; ন তীত্রং কিন্তু কোমল-মিত্যর্থঃ ॥

১০১। অস্মদালোকেন সত্বেবাপত্রপয়া লজ্জয়া তব হৃদয়ং চক্ষুণে, ‘ক্ষণু হিংসায়াম্’, হিংসায়াম্ প্রোক্তো

অতীত হয়ে গেলেও পুনরায় এখন নিজের সাফাং অনুভবে বর্তমানের মতো মনে করতে লাগলেন (অর্থাৎ মনে হতে লাগল আমাদের সখী ঈদৃশ সুখ এখনও যেন পাচ্ছেন)।

৯৯। অতঃপর সেই রাত্রি অন্ধকারিতায় শ্রেষ্ঠ হলেও বিস্তারে একপ্রহরমাত্র অবশেষ হেতু দোষে লিপ্ত হওয়াতে দোষা (রাত্রি) নামে অভিহিতা হল, যেহেতু সখীগণ বিরহ-অবসন্ন ভাবে প্রিয় সখীকে নিয়ে কৃষ্ণের কৃষ্ণভবন থেকে বের হয়ে নিজ ভবনে এসে পৌঁছে গেলেন।

ষাবটে শ্রামাসখীসঙ্গে রসোদগার :

১০০। অতঃপর রাত্রি প্রভাত হলে শোভায় শ্রেষ্ঠা, রাধার নিজের মধ্যে অশ্রুভানের যে প্রকাশ দেখা যাচ্ছে তাতে বিস্মিতা, হাসির কিরণধোয়া অধরবিশিষ্টা শ্রামাকে আসতে দেখে চন্দ্রমুখী রাধা যদি লজ্জায় ব্যাকুল হয়ে অধোমুখ হয়ে রইলেন তখন শ্রামাও কেবল উপযুক্ত বিচারশক্তি দ্বারা যেন নব রমণীয় কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গলকু অপার ভাগ্য-জলনিধির পরাবসি বলে নিজেকে মনে করতে লাগলেন। তাই কোমলভাবে এইরূপ বলতে লাগলেন—

১০১। ‘হে কলাকলাপ বিচক্ষণে রাধে! বলতো কোন্ কারণে আমাকে দেখবার সঙ্গে

১০২ । কিঞ্চ, অলসবলিতমঙ্গলং আবসাদং ব্যনক্তি, গ্লণিতমিব মৃণালীকন্দলং দৌহর্যং তে ।
দশনবসনমেতন্নীরসং গণ্ডপালী, লুলিতললিতপত্রা প্রক্ৰমঃ কন্তুবৈষঃ ॥

১০৩ । কিঞ্চ, অভিনবলতিকেব বাতরুগ্না, নবনলিনীব মতঙ্গজেন ভূগ্না ।
মৃত্তরনবমালিকেব ধূতা, মদমধুপেন বিলক্ষ্যসে স্বমত্ত ॥

১০৪ । অপি চিরমভিলম্ব্যমাণ এব, প্রণয়িনি কোহপি সুহৃৎলভো হি লব্ধঃ ।
অথ কথমিয়মন্তথাহস্মদাদেঃ, ফলিতবতী সখি ভাগ্যকল্পবল্লী ॥

১০৫ । ইতি প্রণয়রংহসাহসরসাদর-সাহসসাধুবাদেন পৃচ্ছ্যমানাহৈচ্ছ্যমানায্য মনসি ন সিদ্ধ-
কপটী পটাস্তেন মুখমাবৃত্য সা দরবিস্মিতং সাদরবিস্মিতং নিজগাদ,—‘শ্যামে ! কিং ব্রবীসি,

বত্তুবেত্যর্থঃ । কীদৃশা ? ভুবঃ পৃথবীলোকমাত্রস্যেব তাণ্ডবকারিণীং হর্ষনাট্যকারয়িত্রীমিব দশাং দধত্যা ধারয়ন্ত্যা । তজ্জ
হেতুগর্ভসম্বোধনম্—হে কলাকলাপবিচক্ষণে ! ইতি ॥

১০২ । নীরসং নীরাগম্ ॥

১০৩ । বাতরুগ্ণেত্যভিভাষানামন্তব্যস্ততা স্মানতা চ । মতঙ্গজেন ভূগ্নেতি দশন-নখকৃতাদি । মদমধুপেন
ধূতেতি স্বনায়কসাক্ষাৎ সম্বোগকৌতুকং সূচিতম্ ॥

১০৪ । ফলিতবতীতি কৃষ্ণেন তব সম্বোগ এব তস্তাঃ ফলং, তচ্ছাহুভব-সাক্ষাৎকারিত্বাৎ প্রত্যক্ষং জ্ঞাতমিত্যর্থঃ ।
কল্পবল্লীত্যাখিলবাহিত-পূরণাৎ ॥

১০৫ । অদর অনল্পম্, আদরসাহসাত্যাক্ষ সহিতং যথা শাস্তথা সাধুবাদেন পৃচ্ছ্যমানা সতী মনসি আচ্ছ্যমচ্ছতাং

সদ্যেই তোমার হৃদয় এ জগতে অনমুভূতা বিলক্ষণ লক্ষণা লজ্জাতে প্রাণবিরোজক ব্যাপারে লিপ্ত
হয়ে গেল । অহো কি লজ্জা, এ-দেখছি জগতের জনমাত্রকেই যেন হর্ষনাট্য কারয়িত্রী দশা ধরিয়ে
দিচ্ছে ।

১০২ । আরও, তোমার অলস-জড়িত অঙ্গ নিজ অবসাদ ব্যক্ত করছে, মৃণালের মতো
ভুজদ্বয় তোমার যেন স্মান হয়ে গিয়েছে, ওষ্ঠাধর তোমার হয়ে পড়েছে অলঙ্করগাহীন, তোমার
কপোলপ্রান্তে ললিত পত্রভঙ্গ বিমর্দিত দেখা যাচ্ছে—বলতো তোমার এ কোন্ পাঠের প্রথমারম্ভ ।

১০৩ । আরও, বাত্যা বিপর্যস্তা অভিনব লতিকার মতো, মাতঙ্গদলিত নব নলিনীর মতো,
মত্তভ্রমরখণ্ডিতা অতি মৃদুল নব মালিকার মতো এ কি বিপরীত অবস্থা তোমার আজ ।

১০৪ । হে প্রেমময়ী সখি রাধে ! চিরকালের অভিলষিত কোনও সুহৃৎলভ বস্তু নিশ্চয়ই
লাভ হয়ে গিয়েছে তোমার—আর এ না-হলে কি করেই বা ভাগ্যকল্পবল্লী আমাদের ফলবতীই হল ?
বল-না ।’

১০৫ । এইরূপে রাধা প্রণয়বেগে বহুত আদর সাহসের সহিত সাধুবাদে জিজ্ঞাসিতা হলে
যেহেতু সব কিছুই শ্যামার নিকট ধরা পড়ে গিয়েছে, কপটতা আর চলবে না, তাই মনে সরলতার

কাহং স্থিতা ক চলিতা ক চ বা স পশ্বা, নীতাস্মি কেন নলিনাক্ষি তদীয়পার্শ্বম্।

কিং বা বভূব ময়ি তত্র সমেতবত্যাং, জানাম্যহং যদি তদা ভবতী ন বেত্তি ॥

১০৬। কিঞ্চ, ব্যাপারো মনসশ্চ যত্র ন গতঃ সম্ভাবনাত্ভাবতো
 যৎ স্বপ্নঃ কিমথেষ্টজালমথবা ভ্রান্তিঃ সুদীর্ঘব মে।
 তৎ কিং হ্লাদি কিমার্তিদং কিমু ভয়ং কিংবা ন তন্মাপি ত-
 চ্চেতো বিদ্রুতিকারকং চ মনসো মূর্ছাকরং চাতবৎ ॥'

১০৭। অথ সপরিহাসং হাসং হাসমেবাহ শ্রামা—‘শ্রামাজনয়নে! নয়নেয়মেতৎ। তথা হি—
 কেলী-কলাধ্যয়নকৌশলমেকদৈব, ন শ্রাদতঃ কিমপি নো ভবতী বিবেদ।
 ভূয়ন্ততঃ সখি বিলাসপুরোঃ সকাশাদ্-, যত্নাদধীষ যদি বিজ্ঞতমাহসি ভৃক্ষুঃ ॥’

যখনরাহিত্যলক্ষণামান্য সংগম্যা, যতো ন শিক্কপট্টা,—সর্বমেব জ্ঞাতবত্যাং তত্যাং কপটাসিধেঃ। সাদরবিশ্মিত-
 মাদরবিশিষ্ট-স্মিত-সহিতম্; সা যথাহদরবিশ্মিতমনস্তবিস্ময়যুক্তক যথা শ্রান্তথা, হস্ত! কথমনয়া সর্বমেবাভিজ্ঞাত্যিতিৈষম্।
 যথা, আদর-বিস্ময়াভ্যাং সহিতং যথা ভবতি, অদর অনন্তা বীঃ কান্তির্জ্ঞাতাদৃশং স্মিতং যত্র তচ্চ যথা শ্রান্তথা। তদা
 ভবতী ন বেত্তি ভবত্যাহুন্নয়নং বিনা মম কোহপি ব্যাপারঃ কদাপি নাভূদেবেত্যত্ ভবতোব প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥

১০৬। অসম্ভাবিতবস্তুদর্শনলিঙ্গেনাহ—স্বপ্ন ইতি। তন্মাপি জাগরণদশাভূৎপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—ইন্দ্রজালমিতি।
 তন্মাপি চিত্তাহ্বয়িত্বমাশঙ্ক্যাহ—সুদীর্ঘা ভ্রান্তিরিতি,—তদতিশ্রুতচেষ্টিতং হ্রিয়া স্পষ্টং বক্তৃমশঙ্ক্যেঃ। কিং হ্লাদিআহ্লা-
 দকম্, পৌর্বকালিকনিখিলদুঃখশ্রমশমনপূর্বকনিস্তলসুখদেহেনাহুভবাৎ। কিমার্তিদং পীড়াদায়ি ঔত্তরকালিক্যা মহোৎকর্ষায়াঃ
 কারণভূতদেহনাশুনা বিচারতো দুঃখদেহেনৈবানুভূতত্বাৎ। কিংবা উভয়মাহ্লাদার্থোদায়কম্,—তদানীমমপ্যপরিমিত-
 সুখানুভবতত্ত্বংকর্ষানুভবয়োহুঁবারত্বাৎ। ন তন্মাপি তন্ন হ্লাদি নাপ্যার্তিক্ষেত্ৰার্থঃ। তদৈবাপ্যুৎকর্ষাবাহল্যেন হ্লাদাংশা-
 বরণাৎ, হ্লাদ-বাহল্যেন চোৎকর্ষাবরণাদিত্যেবং চ নির্বক্তৃমশঙ্কু বতী কেবলঃসুভবমাত্তমাহ—চেত ইতি ॥

১০৭। হাসং হাসং হাসিত্বা হাসিত্বা। নয় নীতো নেয়ং নেভুমর্হম্, এতৎচনং ত্বাযামেবেত্যর্থঃ। নো বিবেদ,

ভাব চেনে এনে বজ্রাঞ্চলে মুখ ঢেকে নিয়ে কিঞ্চিং বিশ্মিত হয়ে (এ জানলো কি করে?) আদর
 মাখান মুচকিহাসিভরা মুখে বললেন—‘হে নলিনাক্ষি শ্রামে, কি আর বলব বল, আমি কোথায়
 ছিলাম, কোথা চললাম, সেই পথই বা কোথা, কে নিয়ে যাচ্ছিল তদীয় পার্শ্বে, সেখানে মিলিত
 হবার পরই বা আমার কি দশা হ’ল—এ-সব যদি জানতামই সখি তবে কি আর তুমি জানতে না।

১০৬। আরও, যেখানে মনের ব্যাপার পৌঁছায় নাই, ভাবের সম্ভাবনা হয় নাই তা কি
 আমার স্বপ্ন, বা ইন্দ্রজাল, অথবা সুদীর্ঘ ভ্রান্তি। ও কি আহ্লাদক, কি আর্তিদ, কিম্বা উভয়ই, অথবা
 ও সব কিছুই নয়—এ আমি কিছুই বলতে পারি না। ও যে আমার চিত্তের বিদ্রুতিকারক ও মনের
 মূর্ছাকারক হল—এইটুকু মাত্র অনুভবের বিষয় হয়ে আছে আমার।’

১০৭। অতঃপর সপরিহাসে হাসতে হাসতে শ্রামা বললেন—‘হে নীলকমলনয়নি রাধে,
 এ কথা সত্যই বটে, কেলিকলা-অধ্যয়নকৌশল একদিনে আয়ত্ত হয় না, তাই তোমার কিছু বোধগম্য

১০৮ । অথ সৌভাগ্যসারাধিকা সা রাধিকা সরসত্তরং সত্তরঙ্গ-রঙ্গবতীং কিক্তিত্বাচ,—

‘মাতঃ পরং স্নুমুখি যামি তদীয়-পার্শ্বং, দূরাদসৌ নয়নবদ্যনি বর্জনীয়ঃ ।

অধ্যোতু নাম ভবতী তত এব তন্তে, পাণ্ডিত্যমেব মনসো রসদং মম স্মাৎ ॥’

১০৯ । তদা তদাচক্ষাণায়াঃ সপরিহসিত হসিত-সিত-কিরণ-জ্যোৎস্নাস্পিতে দশনবাসসি ললিতা
ললিতাক্ষরং নিজগাদ,—‘উচিতং চিতং হি তদ্রভবত্যা ভবত্যা রসপাঠোপদেশেন ॥

১১০ । কিক্ত, শিষ্যায়িতং প্রথমমত্র যয়া তদীয়-,ভঙ্গে প্রযাতু পঠিতুং কথমশ্রুশিষ্যা ।

তেনাহনয়া সহ কুশোদরি দীর্ঘমেব-,মধ্যোতুমহসি বিলাসগুরুং তমেত্য ॥’

নাক্সাসীং । ভূমুর্ভবিজী ॥

১০৮ । সত্তরঙ্গ-রঙ্গবতীবেতি শ্রামা পরিহাস-সুধাংশুদয়মুগলভ্য তস্তা যদসিদ্ধুরুচ্ছলিত ইবেত্যর্থঃ । অসৌ নয়ন-
বদ্যতঃ সকাশামিবর্জনীয়ঃ, ততো বিলাসগুরোঃ সকাশাৎ । তৎ তস্মাদ্ভবতোবাধোতু স্মরতু, পুনঃপুনরাত্মাত্মাত্ম-
ভ্যর্থঃ । ‘ইক স্মরণে’ ইত্যশ্রু রূপম্ । ততশ্চ বিস্মরণশীলায়া মম তেনাপি পুনরপি তাদবস্থ্যমেব ভবিষ্যতি । অতো ভবত্যা
মেধাবিত্তা এব তজ্জাধিকার ইতি ভাবঃ । ততশ্চ তে তর্বেব পাণ্ডিত্যং মম মনসো রসদং স্মাৎ । সৌহার্দাদৈক্যাদেবেতি
ভাবঃ ॥

১০৯ । তৎ প্রতিবচনমাচক্ষাণায়াঃ কথয়ন্ত্যাস্তস্তাঃ সপরিহসিতং যদসিতং পরিহাসসহিতং যদসিতং হাস্তং তদেব
সিতকিরণশ্চতুস্ত জ্যোৎস্নায়া স্পিতে সতি দশনবাসসি অধরে ললিতা নিজগাদ রাধাং প্রতীত্যর্থঃ । উচিতং চিতং
যোগ্যমেব প্রস্তুতমিত্যর্থঃ ॥

১১০ । তদীয়ভঙ্গে তৎকর্তৃকে ভঙ্গে সতি স্বাধ্যায়নশ্চেত্যর্থঃ । ‘অস্তা চাসৌ শিষ্যা চেত্যশ্রুশিষ্যা, অনয়া শ্রাময়া ॥

হয় নাই, যদি তুমি এ বিষয়ে বিজ্ঞ হতে চাও তবে হে সখি, পুনরায় সেই বিলাসগুরুর নিকট থেকে
ষত্রে পাঠ গ্রহণ কর ।’

১০৮ । অতঃপর সৌভাগ্যসারে অধিকা, শ্রামার পরিহাস-চন্দ্রোদয়ে যাঁর রসসিদ্ধি উচ্ছলিতা
সেই রাধিকা অতি সরসভাবে এরূপ বললেন—‘হে স্নুমুখি, অতঃপর আমি আর তাঁর পাশে যাবো না,
তাকে নয়নপথের দূরে রাখব—অতএব হে মেধাবিনি, তুমি সেই বিলাসগুরুর নিকট খোলাখুলি
বার বার পাঠ অভ্যাস কর—তোমার পাণ্ডিত্য আমার আনন্দদায়ক হবে ।’

১০৯ । তখন শ্রামার কথার উত্তর দিতে দিতে হাস্ত-পরিহাস-চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় রাধার ওষ্ঠাধর
ধুয়ে যেতে থাকলে ললিতা ললিত অক্ষরে বললেন—‘পূজনীয়া আপনি, রসপাঠোপদেশের দ্বারা যোগ্য
প্রস্তাবই রেখেছেন ।

১১০ । আরও, যে প্রথম শিষ্যা হয়েছে সে যদি নিজের অধ্যয়ন ভঙ্গ করে দেয় তবে অপর
শিষ্যের কি করে পাঠ নিতে প্রবৃত্তি হবে । তাই বলছি হে কুশোদরি, এই শ্রামার সঙ্গে গিয়ে সেই
বিলাসগুরুর নিকট দীর্ঘকাল ধরে এরূপ পাঠের অভ্যাস করাই তোমার উচিত হবে ।’

১১১। ইত্যেতন্নিম্নেব কালেহকালৈরিতাং বাত্যাগিবাগতাং কটুকৃতাননাং ননাম্বরমভিবীক্ষ্য
সর্বানু চকিতাসু তাসু প্রতিভা-প্রতিভাসমানৈব ললিতৈব 'শিষ্যায়িতং প্রথমম্' ইত্যাদি-পাদত্রয়ানন্তরমন্ত-
রভসাদেবম্ 'অধ্যোতুমহঁসি বিধায় গুরুপসন্তিম্' ইতি যদা পপাঠ, পাঠস্বরমুপশ্রুত্যা সা সুখরা সুখরাগ-
মাসামালোক্য বিতর্কয়ন্তী নিজগাদ,—'ললিতে ! কিং শিক্ষয়সি ?'

১১২। সাহ,—'গুরুপসন্তিম্।' সাপ্যাহ,—'শিষ্যায়িতং প্রথমমিত্যাदे: কোহর্থ: ?' সাহ,—'প্রথম-
মনয়া গুরুজনেন যত্নতঃ তদগৃহীত্বৈব ভঙ্গে দত্ত:। একাকিসাধ্যং ন তদিত্যনয়া সাক্ষিঃ তদধ্যোতুমহঁসি'
ইত্যুক্তম্ ॥

১১৩। সাপ্যথাহ,—'ললিতে ! কথমধুনা পরলোকালোকায় সমুদ্যুক্তাসি ?' শ্রামাহ,—'আবাল্য-
মেবৈষা পরলোকায় সমুদ্যুক্তা চ। তৎ কথমধুনেত্যচ্যতে ?'

১১৪। সাহ,—'শ্রামে ! ন জানাসি শ্রামাগুরাগিণ্য: স্বভেতা:।' শ্রামাহ,—'অয়ি ! সুপ্রসিদ্ধ-

১১১। ন বিস্ততেহস্তো নাশো যন্ত তথাহুতাদ্রুশাস্তয়েনাপানষ্টপাঠস্বরবেগাদিত্যর্থ:। সুখরাহতিতঃ স্বভাবা।
সুখরাগং সুখাসক্তিম্ ॥

১১২। গুরুজনেন হিতোপদেশ-ব্রহ্মাদি পুরঞ্জীজনেন। ভঙ্গ ইতি ভগ্ননক্রিয়াপেক্ষ্যৈব কর্মকর্তৃকভেদে ত্বপ্রত্যয়: ॥

১১৩। পরলোকালোকায় পরপুরুষদর্শনায়, পরলোকায় স্বর্গপ্রাপ্যস্বর্গাদিলোকায়, সমুৎ সানন্দা যুক্তা
বিবেকবতী ॥

১১১। এক্রপ বলতে বলতেই তৎকালে অকালে প্রবাহিত ঝড়ের মতো আগতা কটুভাষিনী
ননদিনীকে দেখে তাঁরা সকলেই সচকিতা হয়ে উঠলে প্রতিভায় উজ্জ্বলা ললিতাই 'যে প্রথম শিষ্যা
হয়েছে' ইত্যাদি চরণত্রয়ের অনন্তর ভয় পেলেও অবিচ্ছেদে অবিকৃত কণ্ঠবেগে যদি পাঠ করে চললেন
'তার গুরুর শরণাগত হয়ে পাঠের অভ্যাস করা উচিত' এক্রপ কথা, তখন সেই পাঠস্বর শুনে
অতি তীক্ষ্ণ স্বভাবা ঐ ননদিনী সখীদের সুখরঞ্জিত দেখে সন্দেহের উজ্জেক বললেন—'ললিতে কি
শেখান হচ্ছে ?'

১১২। ললিতা উত্তর দিলেন—'গুরু-শরণাগতি।' উল্টা প্রশ্ন হলো—'ঐ যে বললে প্রথম
শিষ্যা ইত্যাদি কথা, ও সবের কি অর্থ ?' তিনি উত্তর দিলেন—'বলছিলাম কি—এ-কে গুরুজনেরা
যা শিখিয়েছিল তা ধরে নিয়েও ছেরে দিল। সে শিক্ষা একাকী সাধ্য নয়, তাই বলছিলাম শ্রামার সহিত
তা অধ্যয়ন করাই উচিত।'

১১৩। কুটিলা বললেন—'তোমরা তো দেখছি আজকাল পরলোকের অর্থাৎ পরপুরুষের
জন্ম আনন্দে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ, ব্যাপার কি ?' শ্রামা বললেন—'এঁরা তো আবাল্যই স্বর্গাদি পরলোকের
জন্ম আনন্দে লেগে রয়েছে। তবে তুমি 'অধুনা' বললে কেন ?'

১১৪। কুটিলা বললেন—'শ্রামে, অহো তুমি দেখছি জান না, এরা যে সব 'শ্রামাগুরাগিণ্য:'

মেবৈতদাবাল্যমেবৈতাং ময়ানুরাগিত্বম্ ।’ সাহ,—শ্রামে ! কৃষ্ণপক্ষপাতিকলাঃ সকলাঃ সৰ্বদৈতাঃ ।’
 শ্রামাহ,—‘নাপ্যেতৎ, ন হি কৃষ্ণপক্ষপাতিকলাঃ কলাঃ সৰ্বদা চিত্রভাস্বরঃ স্বরাগতা ইব শোভন্তে ।’ সাহ,—
 ‘কৃষ্ণবর্জাঃ কিলৈতাঃ ।’ শ্রামাহ,—‘ক তাবদত্র কৃষ্ণবর্জা, স তু কালিয়দমনরজ্জ্বামেব প্রবুদ্ধ আসীৎ ॥’

১১৫ । সাহ,—‘শ্রামে ! মাং পরীক্ষসে ? পীতাম্বরানুরাগিন্যা হেতাঃ ।’ শ্রামাহ,—‘মা হঠ-
 কারিণ্যেবং বাদীঃ । প্রত্যক্ষবিরুদ্ধমেতৎ । নীলারুণাস্বরপ্রিয়াঃ শ্রিমাঃ ।’ সাহ,—‘শ্রামে ! ব্রজরাজতনয়ে
 শ্রদ্ধাবন্ধা বহুধৈবতাঃ প্রতীয়ন্তাম্ ।’ শ্রামাহ,—‘অত্যানীকমেবৈতৎ । ব্রজস্থ-রাজতন্তু নয়ে কথমমুঃ
 শ্রদ্ধালবঃ ?’

১১৬ । সাহ,—‘হরিণাপহৃতমানসা হেতাঃ ।’ শ্রামাহ,—‘ক তাবদত্র হরিণঃ । তদ্বাচালে । বাচা

১১৪ । ময়ানুরাগিত্বমিতি শ্রামায়াং ময়ানুরাগিন্যা ইত্যেব তচ্ছব্দব্যুৎপত্তিবোধিতা । কৃষ্ণস্ত পক্ষপাতিনী কলা
 শিল্পং যাসাং তাঃ । কৃষ্ণপক্ষো যঃ শুক্লপক্ষেতরন্তংপাতিক্ কলাশুদ্ধসম্বন্ধিত্ব ইতি কৃষ্ণপক্ষপাতি-কলাপদস্তার্থঃ । সৰ্বদা
 চিত্রভাস্বরান্ধিকান্তিময়া ইতি সৰ্বদৈতা ইত্যন্তার্থঃ;—চিত্রেৎ কিমীকল্যায়শবলৈতাশ্চ কবুং ইত্যমরঃ । স্বরেভ্যঃ ষড়্-
 জাদিভ্য আগতাঃ কলা মধুরাশ্রুট-ধ্বনয় ইব তে যথা সৰ্বদা চিত্রভাস্বরঃ শোভন্তে, তথা নেতি । কৃষ্ণবর্জাঃ কৃষ্ণস্ত
 বর্জগামিগুণ্তস্মৈ স্বসন্তোগদানার্থমিতি ভাবঃ । কৃষ্ণবর্জা বহিস্তত্র গমনম্ । অথ কথমাসাং ব্রবীষ্যতি ভাবঃ ॥

১১৫ । ব্রজরাজস্ত তনয়ে কৃষ্ণে রমণার্থং বা শ্রদ্ধা তয়া বন্ধাঃ । ব্রজহেতি—ব্রজস্ত রাজতন্তু রজতন্তু বিকারঃ
 সমূহো বা তন্তু নয়ে গ্রহণে ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ অনুরাগিনী ।’ শ্রামা বললেন,—‘অয়ি, এতো সুপ্রসিদ্ধই আছে যে শ্রামা সখী আমাতে
 এরা আবাল্যই অনুরাগিনী ।’ কুটিলা বললেন—‘এরা সব সদা ‘কৃষ্ণপক্ষপাতিকলাঃ’ অর্থাৎ এরা
 সব সদা কৃষ্ণের পক্ষপাতী শিল্পকুশলা ।’ শ্রামা বললেন—‘এ তো হতে পারে না, কারণ কৃষ্ণপক্ষের
 চন্দ্রের কলাতো সব সময়েই বিচিত্র কান্তিতে সুশোভিতা হয় না—সা-রে-পা-খা ইত্যাদি স্বরে গাওয়া
 কলঙ্কনির মতো ।’ কুটিলা বললেন—‘এরা সব ‘কৃষ্ণবর্জাঃ’ অর্থাৎ কৃষ্ণপথগামিনী ।’ শ্রামা
 বললেন—‘আরে, এখানে আবার ‘কৃষ্ণবর্জাঃ’ অর্থাৎ দাবাগ্নির কি প্রশ্ন এলো, সে তো কালিয়দমন
 রজনীতেই জাগ্রত হয়েছিল মাত্র ।’

১১৫ । কুটিলা—শ্রামে, আমাকে পরীক্ষা করছ ? এরা নিশ্চয়ই ‘পীতাম্বরানুরাগিন্যা’ অর্থাৎ
 পীতাম্বর কৃষ্ণের অনুরাগিনী ।’ শ্রামা বললেন—‘হঠকারিণীর মতো কথা বল না, এতো প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ ।
 এরা যে নীলারুণ অশ্বর পছন্দ করে সে তো প্রত্যক্ষদৃষ্টই ।’ কুটিলা বললেন—‘শ্রামে, এঁরা ব্রজরাজ-
 তনয়ে রমণশ্রদ্ধায় বহুধা বন্ধা—আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর ।’ শ্রামা বললেন—‘ডাहा মিথ্যা
 কথা । ‘ব্রজরাজতনয়ে’=ব্রজস্থ-রাজতন্তু নয়ে অর্থাৎ ব্রজের রৌপ্যালঙ্কার গ্রহণে কি করে এদের
 লবমাত্র শ্রদ্ধা হতে পারে, এরা যে মণিমাণিক্যে ভরা ।’

১১৬ । কুটিলা বললেন—‘এরা সব নিশ্চয়ই ‘হরিণা’ অর্থাৎ কৃষ্ণের দ্বারা অপহৃত মানসা ।’

লেলিহুসে বৈদক্ষ্যম্, ন তু তে তদস্তি, তদ্বিরম বিরম ॥’

১১৭ । সাহ,—‘শ্রামে ! তবৈব বৈদক্ষী দক্ষীকরোতি মে মনঃ । তৎ কথয় কথমপরাপরাহর্বিলাক্ষণ-
লক্ষণমস্তা বপুরিদং রাধায়াঃ ।’

১১৮ । ‘শ্রামাহ,—‘সৌভাগ্যদং যুগদৃশাং শশিখণ্ডমৌলি, যদৈবতং প্রথমবর্ণবিহীনমেকম্ ।

আরাধনায় কিল তস্মা ধৃতব্রতেয়ং, স্নানং ততঃ কুসুমকোমলমঙ্গমস্তাঃ ॥’

১১৯ । সাহ,—‘ক সা দেবতা ?’ শ্রামাহ,—‘অন্তে ! সাধুনা সাধুনা ভাবেন মনোময্যোঃ ;
ময্যোঃ বিশ্বস্তা সতী মাহুত্যা শক্তিষ্ঠাঃ ॥’

১২০ । ইত্যেবং সত্যেবং সরসময় সময়ঃ সমপাদি যদি, তদা বদনবিজিতচম্পা চম্পাবলিরপি

১১৬ । হে বাচালে ! বাচা বাক্যেন, তদ্বৈদক্ষ্যম্ ॥

১১৭ । অপরাধাদপরম্পাদহোং বিলাক্ষণং লক্ষণং যন্ত তৎ ॥

১১৮ । শশিনঃ খণ্ডং মৌলৌ যন্ত তৎ । কীদৃশম্ ? প্রথমং চম্পশেখরভেন খ্যাতম্ । অবর্ণ আক্ষেপন্তেন বিহীনম্ ;
—‘অবর্ণাক্ষেপনির্বাদ-’ইত্যমরঃ । প্রথমেণ বর্ণেন শকারেণ বিহীনমিতি বাস্তবোৎপত্তিঃ ॥

১১৯ । সা দেবতা, অধুনা ইদানীম্ ॥

১২০ । অভিনববয়সি কৈশোরে আভিনিজবয়স্ভাভিঃ সহাভ্যাসমাসাচ্চ নিকটং প্রাপ্য সাত্তমানং ব্যজ্যমানং যদি

শ্রামা বললেন—‘হরিণা !’ আরে এখানে হরিণ কোথা পেল, তাই বলি হে বাচালে, তুমি বাক্যের দ্বারা
বৈদক্ষী পুনঃ পুনঃ লেহন করে চলেছ বটে, কিন্তু ওতো তোমার নাই, কাজেই এবার ওর বিরাম দেও ।’

১১৭ । কুটিলা বললেন—‘আমার তো নেই-ই বৈদক্ষী, যা আছে সে তো তোমারই । তোমার
বৈদক্ষী দক্ষীভূত করে দিচ্ছে আমার মন । আচ্ছা বলতো সখি এবার—কি করে অল্প অল্প দিন থেকে
বিলাক্ষণ-লক্ষণবিশিষ্ট হ’ল রাধার এ-বপু আজ ।’

১১৮ ॥ শ্রামা বললেন—‘হরিণ নয়নাদের সৌভাগ্যদায়ী ক্ষোভরহিত চম্পশেখর বলে প্রসিদ্ধ
এক দেবতা আছে, শিরে যাঁর অর্ধচন্দ্ররেখা—তাঁর আরাধনার জন্য ধৃতব্রত হয়ে আছে এ, তাই
কুসুম কোমল অঙ্গ এর স্নান হয়ে গিয়েছে ।’ (এখানে উপরের যথাক্রম অর্থ—‘প্রথমবর্ণবিহীনমেকম্’
‘প্রথম’= প্রসিদ্ধ + ‘অবর্ণ বিহীন’= ক্ষোভরহিত । বাস্তবার্থ—প্রথম + বর্ণ + বিহীন অর্থাৎ ‘শশীখণ্ড-
মৌলী’র প্রথমবর্ণ ‘শ’ বাদ দিয়ে থাকল শীখণ্ডমৌলী, শীখণ্ডমৌলী বাক্যের অর্থ ময়ূর পুচ্ছ শিরে
যাঁর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ । তাহলে বাস্তবার্থ এই আসছে যে শিরে ময়ূর পুচ্ছধারী এক দেবতার জন্য
ধৃতব্রতিনী রাধা ।)

১১৯ । কুটিলা বললেন—‘কোথায় সেই দেবতা ?’ শ্রামা বললেন—‘সে ইদানীম্ শিষ্ট হয়ে
মনের মধ্যে ঢুকে গিয়ে মনোময়ী হয়ে আছে; আমাকে বিশ্বাস কর, অল্প কোন শঙ্কা কর না ।

১২০ । এদিকে একরূপ চলতে থাকলে সেই বর্ষাকাল যদি রসময় হয়ে উঠল তখন চম্পবিজয়িনী-

নিজবয়স্শাভিরভিনব-বয়স্শাভিরভিনবরাগবতীভিরেব নিজকলাকলাপপ্রখ্যাপনেন কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসঙ্গরঙ্গমঙ্গলা-
ভ্যাসমভ্যাসমাসাঙ্গ সাত্তমানং চকার, বিচকার বিবিধ এব তদা কুলজা কুলজাতিশীলাত্ননপেক্ষয়াহক্ষয়া-
মোদকরঃ কোহপি মধুরসময়ঃ সময়মানসঙ্কোচঃ সকলসকলকমলমুখীনাং চ ॥

১২১। এবং জলদসময়ে রসময়ে রসিকো রসিকোরসি কোবিদঃ কলাকলাপে স খলু ব্রজপুর-
পুরন্দরনন্দনো রমতে স্মরমতে স্ম ॥

১২২। ততশ্চ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ আতিষ্ঠদগু তিষ্ঠদগুরুগৌরবো গুরুজনাস্তিকমেব তিষ্ঠতি দিনন্দিন-
মায়তীগবমায়তীগবজুনিকরৈঃ সমং বনাদায়াতি, যাতি স্ম বর্ষাসময়ঃ ॥

চকার, তদা কোহপানির্বাচ্যো বিবিধো বিচকার, বিকারো রোমাঞ্চাত্তনুভাবোহুদুদিত্যর্থঃ। কথংভূতঃ? কুলজাসম্বন্ধিনাং
কুলাদীনামনপেক্ষয়াহক্ষয়মামোদমানন্দং করোতীতি সঃ। কুলাদিনৈরপেক্ষাদেব সমাগয়মানঃ সঙ্কোচো যত্র সঃ। এবং
চন্দ্রাবলৈর্থাযুক্তস্তথাভ্যাসামপি জ্ঞাতব্যা ইত্যাহ—সকলোতি। সকলানাং সর্বাধাগেব কলাসহিত-কমলমুখীনাং চ ॥

১২১। উপসংহরতি—স কৃষ্ণো রসিকানাং গোপীনাযুরসি স্বয়ং রসিকঃ, স্মরমতে কামতত্ত্বমতে রমতে স্ম,
স্মরমত। যতঃ কলাকলাপে কোবিদঃ পণ্ডিতঃ ॥

১২২। তত্র কালবিভাগমাহ—তস্মিন্ জলদসময়ে, আতিষ্ঠদগু গুরুজনাস্তিকং তিষ্ঠতি তিষ্ঠন্তি গাবো তস্মিন্ তং
কালমভিব্যাপ্য, প্রাতঃস্মিত্যর্থঃ। যতস্তিষ্ঠদগুরুগৌরবস্তিষ্ঠন্তি গুরুণাং মাতাপিত্রাদীনাম্ গৌরবাণি স্বলালন-প্রদান সম্মান-
নাদিলক্ষণানি যত্র সঃ। দিনং দিনং প্রতিদিনং তথা আয়তীগবম্, আয়ত্যা আগচ্ছন্ত্যো গাবো যত্র তস্মিন্মায়তীগবম্,
তিষ্ঠদগুপ্রভৃতিভ্যাং সাধুভম্। আয়ত্যাযুক্তকালে আয়তির্দীর্ঘা বা যা ঈর্লক্ষীভ্যাং গচ্ছন্তীতি তথা তে চ বজুনিকরশ্চ

মুখী চন্দ্রাবলীও অভিনব কৈশোর বয়সে অভিনব রাগবতী নিজ সখীগণসঙ্গে কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ
করে তাঁর অঙ্গসঙ্গযুগ্মরঙ্গের মঙ্গল অভ্যাস যদি প্রকাশ করতে লাগলেন তখন তাঁদের অঙ্গের কোনও
অনির্বচনীয় প্রেমবিকার দেখা দিল, যা কুলবতীগণের অক্ষয় আমোদকর, মধুর রসময়, কুলাদির
নিরপেক্ষতার দরুণ সম্যক্ আগত সঙ্কোচবিশিষ্ট হল—এই একই প্রকারে অত্যাশ্রয় কলাবিশিষ্টা কমলমুখী
গোপীগণও কৃষ্ণের নবসঙ্গমপ্রাপ্তা হলেন।

১২১। এইরূপে রসময় বর্ষাকালে নিখিল কলাকলাপে বিদগ্ধ ব্রজপুরপুরন্দর নন্দন রসিকা
গোপীগণের বক্ষে কামতত্ত্বমতে বিহার করতে লাগলেন।

১২২। (এই বর্ষাবিহারের সময়-সূচী বলা হচ্ছে—)

অতঃপর বর্ষাকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রাতিদিন প্রাতঃকালে যে পর্যন্ত গোগণ গোশালায় থাকে সে পর্যন্ত
গুরুজনদের নিকটেই থাকেন—সেই সময়টি গুরুজনদের নিজ লালন-সুযোগদানরূপ সম্মাননাদি
করেন। তথা গোগণ বন থেকে যে সময়ে ঘরে ফিরে আসে সেই স্বায়ংকালে শোভায় উজ্জলিত
বজুগণের সহিত বন থেকে ঘরে ফিরে এসে গুরুজনদের নিকট অবস্থান করে সাধু দেখান, মধ্যাহ্ন
ও রাত্রিকালে গোপীদের সঙ্গে বিহার করেন।

১২৩ । ততশৈবং বিলসতি সতি সকলসৌভগবতি ভগবতি নিজসেবোপগমে পরমে হুংথেহুং থে
ভঙ্গমিব সমন্তত এব জলদাঃ ।

১২৪ । ততশ্চাসন্নৈঃসন্নৈ নিজসেবাসময়ে ‘স ময়েহ সেবনীয়ঃ’ ইত্যুৎকঠয়োৎকমনা ইব বিকসদ্বদন-
সারসা সা রসাদিব বিমলকাসারা কাসারাপায়সীমস্তিতজম্বালাহবালামোদমেছুরহংসহংসকা কলকুজিত-
সারস-সারসনা দলদিন্দীবরবরলোচনা শরদ্বধুঃ সমুপসসাদ ॥

১২৫ । ততশ্চ প্রক্ষালিতঘনজম্বালমিব নভস্তলম্, সূজনমনাংসীব সুপ্রসন্নানি সলিলানি, উত্তম-
শ্লোকশ্লোকা ইব লব্ধবিকাশাঃ কাশাঃ, নিশানিশাত ইব নিশাকরঃ, কৃতোদ্বর্তনানীব নক্ষত্রাণি, বিকসিত-

তৈঃ সমং সহায়তি গৃহম্; “আয়তিস্ত স্ত্রিয়াং দৈর্ঘ্যে আচারাগামি-কালয়োঃ” ইতি মেদিনী । তেন মধ্যাহ্ন-নিশীথাদৌ
স্বমণমিতি ॥

১২৩ । নিজসেবায় উপরমে সতি পরমে হুংথে জাতে থে আকাশে ভঙ্গমিবাদুর্দত্তবন্তঃ ॥

১২৪ । ততশ্চ নিজসেবাসময়ে আসন্নৈ সতি । কীদৃশে ? অসন্নৈঃবিশীর্ণৈ স শ্রীকৃষ্ণে ময়া ইহ বৃন্দাবনে সেবনীয়ঃ
অসমুদ্রা সন্তোষণীয় ইত্যুৎকঠয়োৎকমুৎকঠং কং সূতং যত্র তথাভূতং মনো যন্তাঃ সেব শরদ্বধুঃ সমুপসসাদ । কীদৃশী ?
বিকসদ্বদনসারসং মুখপদ্মং যন্তাঃ সা, পক্ষে, বিকসদ্বদনাঃ সারসাঃ পক্ষিণো যন্তাঃ সা । সা ইতি ছেদঃ, রসাদছুরাগাদিব
বিমলো নির্মলঃ কস্ত সূতস্তাসারো যন্তাঃ সা ; পক্ষে, রসং বর্ষাবৃষ্টং জলং প্রাপোব বীন্ পক্ষিণো মলস্তি ধারয়ন্তীতি
তথাভূতাঃ কাসারাঃ সরাসি যন্তাঃ সা ; ‘মলমল্ল ধারণে’ পচাত্তচ্ । কস্ত জলস্তাসারাপায়ে সতি আসারংশনাশে বা
সতি সীমস্তিতঃ সীমস্তীভূতো জম্বালো পক্ষো যন্তাঃ সা, অবালৈঃ শ্রোত্রেবামোদৈর্ঘ্যেছুরাঃ স্নিগ্ধা হংসা এব হংসকঃ
পাদকটকা যন্তাঃ সা ; কলং কুজিতং যেষাং তে সারসা এব সারসনং কার্ষী যন্তাঃ সা ॥

শরৎঋতু বিহার :

ঋতু বর্ণনা :

১২৩ । অতঃপর এইরূপে সকল সৌভাগ্যবান্ ভগবান্ বিহার করতে থাকলে নিজ সেবা
সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল বলে আকাশের চতুর্দিকে মেঘ পরম হুংথে যেন পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে সরে পড়ল ।

১২৪ । অতঃপর নিজ সেবাসময় আসন্ন হলে শ্রীকৃষ্ণকে এখন নিজ সেবাসম্ভারের দ্বারা
সজ্জিত করা উচিত এরূপ উৎকঠায় যেন অপরিসীম সুখরাশিপূরিত মনে শরদ্বধু এসে উপস্থিত হ’ল ।
গৃহবধু যেমন প্রফুল্লিত মুখকমলের দ্বারা বিশিষ্টা তেমনই বৃহৎচক্ষু মুখো সারস পক্ষীর দ্বারা অধ্বাসিতা,
যেন অনুরাগ থেকে নির্মল সুখসম্পদধারাশালিনী গৃহবধুর মতো বর্ষার জল পেয়েই পক্ষীধারয়িতা
সরোবর-সম্পদশালিনী, বর্ষার জলধারাপাত অপগমে একপ্রাণে মাত্র সীমিত পক্ষবিশিষ্টা, অতিশয়
আনন্দস্নিগ্ধ হংসরূপ পদকটকা, কলকুজিত সারসরূপ কাঞ্চিবিশিষ্ট, ফুল্লেন্দীবররূপ বরলোচনা সেই
শরদ্বধু হ’ল নয়নমনোলোভা ।

১২৫ । ঘনপঙ্ক যেমন ধুয়ে গিয়েছে এমন নির্মল আকাশতল, সূজন মনের মতো সু-নির্মল

সপুচ্ছদামোদমেজরা বনত্রীঃ, অপগতমানকালুষ্ঠাঃ প্রমদা ইব ক্রমহুসংকমলা ধবলা বলাহকততীঃ,
সিতসুন্দরসিচয়বিততীৰ্বিততীকৃত্যেব বর্ষাছসারসারস্তাপসারণে বিততে জ্যোততে জ্যোতগমী তপস্বিনী ॥

১২৬ । অপি চ, তরঙ্গিণীনাং রঙ্গিণীনাং বর্ষাসখীবিবহতো হতোদকপ্রাচুর্ঘাদপ্যকুল্যানাং কুল্যানাং
শ্রেণয় ইব বহিরবলোক্যন্তে পুলিনবীথয়ঃ, কিংবা অচ্ছতয়েব তাসাং বহিঃ প্রকাশিতাঃ শুদ্ধা হৃদবৃত্ত ইব ॥

১২৭ । সুললিতলেখানাং লেখানাং চ মনোহরাণাং চরতামমুকুলমমুকুলগিরাং গিরাং দেব্যা চ
কথয়িতুমশক্যশ্রিয়াং মদকলকলহংস-সারসারস-সরস-মনোরথ-রথ-চরণ-কুরুর-কমলকারওবাদীনাং চরণ-
চিহ্নচিত্রিতানি সৈকতানি, অমল-কমল-কল্লার-হল্লক-হল্লীশকোপদেশ-পেশলস্তরলতরললিত-তবঙ্গ-শীকর-

১২৫ । উত্তমগ্লোকস্তভগবতঃ গ্লোকা বশাংসি ; নিশয়া শাণস্থানীয়য়া নিশাত্তেজিত ইব ; “নিশিত-ক্লুত-শাতানি
ভেজিতে” ইত্যমরঃ । সপুচ্ছদঃ ‘ছাইতন’ ইতি খ্যাতঃ, ‘শতপনা’ ইতি পাশ্চাত্তো চ খ্যাতঃ । জ্যোত্রেব রমণী তপস্বিনী
সতী জ্যোততে । কদা ? বর্ষাভবেনাসারণে সারসং সরসতৈব সরাগতা তস্তাপসারণে বিততে বিভূতে সতি ; ‘শুভ্রারাদৌ
বিষে বীর্ষে গুণে রাগে দ্রবে রসঃ’ ইত্যমরঃ । বীতরাগোচিতং পরিধানীয়মাহ—বলাহকততীর্ধেখশ্রেণীরেব সিতসুন্দ-
বস্ত্রততীৰ্বিততীকৃত্য বিস্তার্য । বলাহকততীঃ কথঙ্কৃতঃ ? গতমানক্রোধাঃ প্রমদা ইব ক্রমেণ হুসন্তি হ্রাসবন্তি কমলানি
মুখরোধকমালিঙ্গানি জলানি চ যা সাং ভাঃ ; ‘সুখশীর্ষজলেষু কম্’ ইতি বিষ্ণুঃ ; ‘সলিলং কমলং জলম্’ ইত্যমরঃ ॥

১২৬ । তরঙ্গিণীনাং নদীনাং হতং বহুদকশ্চ প্রাচুর্ঘ তন্মাক্কেভোরপ্যকুল্যানাং কুদ্রনদীষ্মপ্রাপ্তানাম্, “কুল্যারা
কুদ্রিমা সরিং” ইত্যমরঃ । পুলিনবীথয়ঃ কুল্যানাং শ্রেণয় ইব অস্থ্যাং সমুহ ইব ; ‘কৌকসং কুল্যমস্থি চ’ ইত্যমরঃ
পুলিনানাং যেতিয়া কদাচিদগ্নীলঙ্ঘং ব্যজ্যতেতি পুনরত্থোংগ্রেফতে—কিং বেতি ॥

১২৭ । সুললিতা লেখা শ্রেণী চক্ষুচরণকল্পিতা রেখা বা যেযাং ভেষাং লেখানাং চ দেবানামপি ; “দিবিসদো
লেখাঃ” ইত্যমরঃ । অমুকুলং কুলে কুলে চরতাম্, মদকলা মন্তাঃ কলহংসশ্চ সারাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সারসশ্চ সরসো মনোরথো

সলিল, ভগবানের যশের মতো শুভ্রতায় চতুর্দিক ভরিয়ে দেওয়া কাশকুল, শানে যেন শানিত এমন
উজ্জল চন্দ্র, অঙ্গে লাগান বিলেপন অব্যয় মতো উজ্জল নক্ষত্র, প্রস্তুতি ছাতিম ফুলের সৌরভে
স্নিগ্ধ বনশোভা, ক্ষীয়মান মানবিশিষ্টা প্রমদার মতো ক্রমক্ষীয়মান জলধরা মেঘমালা, বর্ষার
ধারাসম্পাতবেগের অপসারণ বেড়ে গেলে পাতলা মেঘশ্রেণীরূপ শুভ্র সুন্দর বস্ত্ররাশি পরিধানে যেন
তপস্বিনী বেশে দীপ্তা আকাশ-রমণী—এতসব প্রসাধনে শরদ্বধূর রূপ হল অতি মধুর ।

১২৬ । আরও এই শরতের আগমনে তরঙ্গিণী নদী রঙ্গিণী বর্ষাসখীর বিবহে জলের অপ্রাচুর্ঘতা
হেতু কুদ্র নদীতে পরিণত হয়ে গেল, এর মাঝে মাঝে, অস্থির মতো দৃশ্যমান পুলিনশ্রেণী জেগে উঠল,
অথবা তরঙ্গিণীর অচ্ছজলে যেন বাইরে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে তার শুদ্ধা হৃদবৃত্তি ।

১২৭ । সুললিত রেখা রচয়িতা চক্ষুচরণবিশিষ্ট, দেবতাগণেরও মনোহারী, কুলে কুলে
বিচরণশীল, বাগদেবীও প্রকাশে অক্ষম এমন শোভাযুক্ত মত্ত কলহংস - শ্রেষ্ঠ সারস - সরস মনোরথ-
বিশিষ্ট চক্রবাক-কুরুর-বক-হংসাদির চরণচিহ্নে চিত্রিত তরঙ্গিণীর পুলিন—অমল কমল-কল্লার-হল্লককে

নিকর-নির্ভর-মস্থরো মস্থরো জনমনসামজ-নমন-সামগ্রীসমবেত ইব সমুপসন্নসমীরণঃ সমীক্ষণশ্চেতি ॥

১২৮। তত্র সকলবিলক্ষণলক্ষণসমেতায়ামুপেতায়ামুপেত্য বনপরিসরং বিরতজলধরাগমং রাগ-মঞ্জুলমেছরাহুতুরালোকলোকরমণীয়মহসারশ্রুদেন শ্রুদেন ধেনুনামমুস্থতিমাসাশ্রু সহ সহচরৈঃ খেলতা লতা-তরুণীথিবীথিষু সর্বদাবলাকামদেন কামদেন বিলোলবিকসিতবিমলপরিমলপ্রিয়কমালেন মদকলকলাপি-কলাপিবর্ভূষণেন কনকনিকষকষণবসনবিদ্যুতা বিদ্যুতাভিরামেণ মুরলীধ্বনি-স্তনিত-পদম্পরয়া পরয়া মদমস্থরমণ্ডলীমন্ডিতো নর্তয়তাহর্ভয়তা চ খগয়ুগাবলিং নির্বারয়তা রয়তাদবস্থ্যন গিরিকন্দরতো দর-

ষেবাং তে, রথচরণাশ্রুবাশ্রু নিকটস্থাদপ্রাপ্তবিশেষণাঃ কুরবাদয়শ্চ তেষাম্, কহো বকঃ, কারণবস্তুস্তেদঃ। নির্মলানাং কমলাদীনাং হস্তীশকন্ত নাট্যবিশেষত্বোপদেশে পেশলো দক্ষঃ। অতএব তরলতরাণাং ললিততরঙ্গাণাং শীকরনিকরশ্রু নিঃশেষভরণে মস্থরো মন্দগতিঃ। অতএব সৌগন্ধ্যশৈত্যমাদ্ভির্জনমনসাং মস্থং মস্থনং রাস্তি দদাতীতি সঃ, অজন্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত নমনং নমস্কারস্তশ্রু যা সামগ্রী রিক্তহস্তেন বন্দনমধুক্তমিতি হস্তীশকমুপদিষ্ট লক্ষ্য দক্ষিণারূপা পরাগশ্রীকরাদিকা তয়া সমবেত ইব। অতএব সমুপসন্নঃ সমীক্ষণং প্রবেশো যন্ত সঃ ॥

১২৮। অথ তত্র ভগবতো বিলাসং বর্ণয়িত্ব তৎসম্বন্ধেন শরদোহপি শোভাবৈলক্ষণ্যমাহ—তজ্জৈতি। তত্র শরদি বনপরিসরমুপেত্য খেলতা তেন শ্রীকৃষ্ণেন ঋত্বোবর্ষাশরদোঃ সন্ধিরিব কারয়ামাস ইত্যাহ্বয়ঃ। উপেতায়ামুপসন্নায়াম্, শ্রুদেন বেগেন। কথন্তু তেন? রাগেণাহুতুরাণে মঞ্জুলানাং মেছরাণাং স্নিগ্ধানামতএবাছুরালোকানামুদর্শনানাং তল্লিকট-বর্তিনামিত্যর্থঃ। তাদৃশলোকানাং রমণীয়ো যো মহত্তাদৃশদর্শনোৎসবস্তেন সারশ্রুদায়িনা। অমুস্থতিমমুগতিমাসাশ্রু প্রাপ্য। লতাতরুণাং বীথয়ঃ শ্রেণয়ন্তাসাং বীথিষু পদবীষু। বর্ষালক্ষণ-ব্যক্ত্যর্থং শ্রীকৃষ্ণং জলদসময়রপদ্বেন বিশিনষ্টি। সর্বদাবলানাং রমণীনাং কামদেন কম্পসমর্পকেণ; পক্ষে, বলাকায়্য বকপংক্তৈর্মদো মত্ততা যতস্তেন। কামদেন সুখদেন; পক্ষে, কামোদ্ধপকেন। প্রিয়কমালা কদম্বশৃক কদম্বপংক্তিচ। মদকলা মস্তাশ্চ তে কলাং নৃত্যাদি-বৈদম্বীমাপ্তুং

হস্তীশক-নৃত্য উপদেশে দক্ষ, অতি চঞ্চল ললিত তরঙ্গের জল কণার অতিভারে মস্থরগতি, সৌগন্ধ্য-শৈত্যাদি গুণে জনমনের মস্থনকারী, শ্রীকৃষ্ণের পূজন সামগ্রী কমলপরাগাদিতে বাসিত ভাবোচ্ছল সমীরণ—এ দুই-এ সজ্জিতা হল শরদ্বধু।

শরৎবিহারে বেণুগীত :

১২৮। উপরে বর্ণিত সকল বিলক্ষণ লক্ষণ বিশিষ্ট হয়ে উপস্থিত শরৎ ঋতুতে শ্রীকৃষ্ণ মেঘের আগমনরহিত বনপ্রদেশে উপস্থিত হয়ে অমুরাগে মঞ্জুল স্নিগ্ধ অতএব তল্লিকটবর্তী জনের তাদৃশ রমণীয় দর্শনোৎসবের দ্বারা সরসতাদায়ী বেগে ধেনুবৃন্দের পশ্চাদমুসরণ করে সহচরগণের সহিত লতাতরুশ্রেণী সুশোভিত পথে খেলতে-খেলতে বর্ষাশরৎ দুই ঋতুর সন্ধি ঘটিয়ে দিলেন। (এই বনবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে বর্ষাঋতুরূপে বিশেষিত করা হচ্ছে এখানে শরতের মিত্র বর্ষার লক্ষণ ব্যক্ত করবার জন্য)—গোপরমণীদের কামদায়ী (বর্ষা যেমন বলাকার মত্ততাদায়িনী), ভক্তজন সুখদায়ী (বর্ষা যেমন কামের উদ্দীপনাদায়িনী), অতি চঞ্চল প্রকৃতি বিমল পরিমলভরা কদম্বমালায় রমণীয় (বর্ষা যেমন ঐ রূপ কদম্বপুষ্পাচ্চে রমণীয়া),

তোয়ং সরসয়তাহ্রয়তায়তেন সারস্তুন তরুলতাঃ সরিতাং চ স্থগিতপ্রবাহতয়াহ্রতয়া জাতপূরেণাশু-
পূরেণাশুজবনীমুৎসারয়তা সারয়তা চ পুলিনবীথীঃ, পরিতশ্চ শ্রামলতয়া শ্রামলয়তা হরিতো নিবৃত্তা-
গতেনেব পুনরপি জলদসময়েন রসময়েন রতিপ্রদেন ব্রজমৃগনয়নাপাঙ্গশরদিতেন শরদি তেন ঋতুসন্ধিরিব
কারয়ামাসে ॥

১২৯। অথ কশ্মিন্নপি দিবসে—

চিকুরনিকরচঞ্চাকারুবর্হীবতংসঃ, শ্রবসি দধুদেজৎকুণ্ডলে কর্ণিকারম্।

কনককপিশবাসা বৈজয়ন্তীং দধানো, ঋবিশত নটরাজশ্রীঃ স বৃন্দাবনাস্তঃ ॥

প্রাপ্তং শীলং যেযাং তথাভূতাশ্চ যে কলাপিনন্তেযাং বর্হং শিখণ্ডো ভূষণং শিরোহবতংসো যশ্চ তেনঃ পক্ষে, তেযাং
বর্হং ভূষণ্যতি তেন,—বর্ষাস্থেবতচ্ছোভোদয়াং। কনকনিকমং নিকষপরীক্ষিতং স্বর্ণং কষতি স্বশোভয়া তিরস্করো-
তীতি তদ্বসনমেব বিদ্যাদ্যত্র তেন। বিশিষ্টয়া দ্যুত্যা দীপ্ত্যাহভিরামেণ। স্তনিতং মেঘগর্জনম্; আর্তয়তা মুহুরাস্বাদনে-
নাপ্যতপ্তং কুর্বতা গিরিকন্দরতঃ প্রসৃতং দরতোয়ঙ্গজলমপি। রংযশ্চ বেগশ্চ ভাদবহ্যং যথা বেগ আগতস্তথৈব
স্থিতঃ, ন তু প্রসৃত ইতি ভদবহ্যং নিস্পন্দত্বমিত্যর্থঃ। তেন হেতুনা নিবর্য়য়তা নিবর্য়ং কুর্বতা, জাড্যেন পরিভঃ
প্রসরণাভাবাং, “পর্বতাং ক্ষত্যা একত্র স্থিতে বহুজলে নিবর্য়ঃ” ইত্যমরটীকা; আয়তায়তেন দীর্ঘদীর্ঘেন সারস্তুন দ্রৌত্য-
পরম্পরয়েত্যর্থঃ। সরিতাং নদীনাং স্থগিতপ্রবাহতয়া হেতুনা পরিভঃ প্রসরণাভাবাদমুপূরণে পূর্বতঃ প্রসৃত-জলপ্রবাহেণ
জাতঃ পূবঃ পূরণং তেনাশুজবনীমুৎসারয়তা জলবৃদ্ধ্যুসারেণ বর্জনাধ্বমুৎসাপয়তেত্যর্থঃ। অহতয়েতি স্থগিত-প্রবাহতয়ে-
ত্যশ্চ বিশেষণম্, অপরান্ততয়েত্যর্থঃ। পুলিনবীথীশ্চ সারয়তা জলবৃদ্ধ্যেব লুপ্তাঃ কুর্বতেত্যর্থঃ। ‘স্বগতো’ গান্ধঃ। গতত্বমত্র
লুপ্তত্বম্। সর্বত্রৈব মুরলীধ্বনিস্তনিতপরম্পরয়েত্যং হেতুরনুবর্ত্তাঃ। বর্ষালক্ষণঞ্চ স্পষ্টম্। শ্রামলতয়া নিজশ্রামলিনা পরিভ-
শ্চ হরিতঃ সর্গা দিশঃ শ্রামলয়তা শ্রামলবর্ণাঃ কুর্বতা। ততশ্চ জলদসময়েন নিবৃত্ত্যাপি পুনরাগতেনেবেত্যং প্রেক্ষা ত্রজশ্চ

নৃত্যাদি কলানিপুণ মদমত্ত ময়ুরের পুচ্ছের মুকুটে শোভন (বর্ষা যেমন ঐরূপ ময়ুরের পুচ্ছ শোভায়
বিভূষিতা) নিকষ পাথরে পরীক্ষিত স্বর্ণবিজয়ী পীতাম্বররূপ বিদ্যুৎশালী (বর্ষা যেমন বিদ্যুৎশালিনী), বিশিষ্ট
দ্যুতিতে অভিরাম (বর্ষা যেমন চপলা চমকে অভিরাম) মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ মুরলী ধ্বনিরূপ মেঘগর্জনপ্রবাহে
মদমত্ত ময়ুরমণ্ডলীকে চতুর্দিকে নৃত্য করছেন, পক্ষীমৃগাদিকে মজুমুঁহ আস্বাদনের অতৃপ্তিতায় ভরিয়ে
দিচ্ছেন, গিরিকন্দর-চুয়ান অল্প জলকেও জাড্যভাবে প্রবাহ-স্থগিতে একত্রিত করে বৃহৎ জলাশয়ে
পরিণত করে দিচ্ছেন, ভ্রবীভাবের পরম্পরায় তরুলতার সরসতা সম্পাদন করছেন, নদীর প্রবাহকেও
স্থগিত করে দিলেন বটে কিন্তু ও পরাজয় স্বীকার না করে সন্মুখে প্রসরণ অভাবে পূর্বপ্রবাহিত জলে
ক্ষীত হয়ে উঠছে আর তার সাথে সাথে তাল রেখে বর্দ্ধিত কমলবনকে উপরে ভাসিয়ে তুলছে,
আর পুলিনশ্রেণীকে ঐ ক্ষীত জলে ডুবিয়ে লুপ্ত করে দিচ্ছে। তারপর চলে গেলেও পুনরায় মুরলীধ্বনিতে
ফিরে আসা রসময় রতিপ্রদ বর্ষাঋতুর সহিত শরৎঋতুর সন্ধি ঘটিয়ে দিলেন ব্রজমৃগনয়নাদের
অপাঙ্গশরে খণ্ডিত রসময় রতিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ।

১২৯। অতঃপর কোনও একদিন—

- ১৩০ । চরণকমলচিহ্নৈরঙ্কুশাঙ্কোজ-বজ্র-প্রভৃতিভিরতিচিহ্নৈশ্চিত্রয়ন্ ক্ৰোণিবন্ধঃ ।
অধরকিসলয়াগ্রে বেণুমাশয় ধীরং, ব্যতনুত শরদর্হং মালবশ্রীপ্রগাণম্ ॥
- ১৩১ । কিঞ্চ, বিশ্বাধরারুণকরাজুলিকান্তিপূরৈঃ, পূর্ণোদরাস্তবিরেণ বহিঃ সরস্টিঃ ।
সা মালবশ্রিয়মিব প্রতিলজ্য কামং, রাগাবলীং তনুমতীং বমতীং বংশী ॥
- ১৩২ । কিঞ্চ, ক্ষুরতাপরপল্লবেন মন্দং, বিকসন্তির্দশনাংগুভিঃ স্মিতেন ।
রমণীমুখসৌভগং প্রপেদে, মুরলীরঙ্গমেন চুস্ম্যমানম্ ॥
- ১৩৩ । কিঞ্চ, যেয়ং মুরলী—
সরঙ্গা নীরঙ্গা ভবতি মুখরাগৈর্মধুপাতেঃ
কঠোরা সারস্তুং গময়তি কঠোরাস্তুরমপি ।

মুগনয়নানং হরিণাক্ষীণামপাঙ্গশরৈর্দিতেন খণ্ডিতেন ॥

১২৯ । বেণুবাদনবিলাসোৎসবেষণং তং বর্ণয়তি—চিকুরনিকরেতি । চূড়াচূচনম্, (১৩৯শ-শ্লোক) ‘চূড়াচূষিত-চক্ষকো’ ইতি বক্ষ্যতে চ । বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণময়ীং মালাম্ ॥

১৩০ । ধীরমচপলম্; প্রেমেন বেণোরপি তচ্ছিত্যতয়েব গানে পাণ্ডিত্যমিব জাতমিত্যুৎপ্রেক্ষা চ ব্যঞ্জিতা ॥

১৩১ । বিশ্বাধরস্তারুণকরাজুলীনাঞ্চ কান্তিপ্রবাহৈঃ স্বয়ং পূর্ণা সতী সা বংশী উদরাস্তবিরেণ তত্র মাতুমসন্তবাদিব বহিঃ প্রসরন্তি স্তৈর্মালবশ্রিয়ং প্রস্তুতমেকমাত্রং রাগং প্রতিলজ্যেব কামং যথেষ্টং রাগাবলীং রাগশ্রেণীং তনুমতীমুর্মতিমতীং সতীং বমতীং ॥

১৩২ । মুখল্যা রক্তম্, অনেক শ্রীকৃষ্ণেন চুস্ম্যমানং সং রমণী মুখস্ত সৌভগং প্রপেদে প্রাপ । তত্র কৃষ্ণনিষ্ঠমুখাব-সারুণ্যমেব লিজ্যাহ—ক্ষুরভেতাদি ॥

চঞ্চল চিকুরনিকরে শিখিপুচ্ছ-শিরোভূষণ, কর্ণের চঞ্চল কুণ্ডলে কর্ণিকার পুষ্পাভরণ, পরিধানে কনক পীতাম্বর, আর গলে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করে নটরাজের মতো শোভন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন ।

১৩০ । অত্যাশ্চর্য চরণকমলচিহ্ন অঙ্কুশ-পদ্ম-বজ্র প্রভৃতি দ্বারা ক্রোণিবন্ধ চিত্রিত করতে করতে অধর পল্লবে বেণু ধারণ করে শরৎকালোপযোগী মালবশ্রীরাগ ধীরে ধীরে বাজাতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ ।

১৩১ । বংশী পূর্ণ হয়ে গেল অরুণ বিশ্বাধর ও করাজুলীর কান্তিপ্রবাহে, উদরমধ্যে আর যেন স্থান-সঙ্কুলান না হওয়াতে ঐ প্রবাহ ছিদ্রপথে বাইরে প্রসারিত হতে লাগল—তাতে মনে হতে লাগল যেন সেই বংশী প্রস্তুত একমাত্র মালবশ্রীরাগকে উল্লঙ্ঘন করত যথেষ্ট বহু মূর্তিমতী রাগশ্রেণী উদগিরণ করছে ।

১৩২ । আরও, মন্দমন্দ ক্ষুরিত অধরপল্লবে ললিত, প্রকাশমান দম্ভকিরণে উজ্জল, মুচকি হাসিতে বলমল শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা চুষিত হয়ে মুরলীরঙ্গ রমণীমুখের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হল ।

অতৃষ্ণীকা তৃষ্ণীকয়তি যুগ-পক্ষি-প্রভৃতিকং

স্বয়ং বংশে জাতা বিকলয়তি সদ্ধংশজবধুঃ ॥

১৩৪ । কিঞ্চ, স্বয়ং শৃগাপ্যন্তর্বহু বহতি রাগব্যতিকরণং, দধাত্যেকং পর্ব প্রকটয়তি পৰ্বাণি শতশঃ ।

কলান্ ধত্তে রস্তান্ বিকলয়তি সৰ্বং জগদহো, মুরারের্বংশীয়ং জড়য়তি সমুদ্রাসয়তি চ ॥

১৩৫ । কিঞ্চ, কলো যন্তাঃ সূক্ষ্মো বিলসতি বিসারী ত্রিভুবনে

বিশত্যন্তঃ-শ্রোত্রং সকলতমুপীড়াং রচয়তি ।

রসং নানাকারং সহজমধুরোহপ্যেয তনুতে

কদাচিৎ পীযুষং বিতরতি কদাচিদ্ধিমপি ॥

১৩৬ । অন্তঃ স্তম্ভয়তি দ্রুতং দ্রবয়তি দ্রাগজিমদ্রিং দ্রবন্

শুকানপ্যবনীরুহঃ কিসলয়ত্যা মূলমুগ্মলিতান্ ।

ব্রহ্মানন্দলয়ং গতানপি মুনীমুচৈঃ সমুচ্চাটয়-

ত্যাশ্চর্য্যস্ত নিধানমেয জয়তি শ্রীকৃষ্ণবেণুধ্বনিঃ ॥

১৩৩ । বিকলয়তি ব্যাকুলীকরোতি ॥

১৩৪ । কলান্ মধুরাফুটনাদান্ ॥

১৩৫ । নানাকারং কাঙ্ক্ষাদীনাং যথাস্বং স্থায়িত্বাবানুগতং পীযুষং সংযোগে, বিষং বিচ্ছেদে ॥

১৩৬ । কিঞ্চ, ধর্মবিপর্যয়বন্ধে ন বস্তজাতমধুভাবয়তীত্যাহ—অন্ত ইতি । স্তম্ভয়তীতি স্তম্ভোহদ্রিধর্মঃ, অদ্রিমদ্রিং

১৩৩ । আরও এই যে মুরলী দেখছো—

এ সহিঙ্গ হলেও নিঃছিঙ্গ হয়, নিজে কঠোর হলেও কঠোর অন্তঃকরণ জীবজগতকেও সরস করে তোলে, নিজে মুখর হয়ে যুগপক্ষী প্রভৃতিকে নীরব করে দেয়, একটি বংশখণ্ডমাত্র হয়েও সদ্ধংশজাত বধুগণকে ব্যাকুল করে দেয় মধুপতির মুখ রাগের গুণে ।

১৩৪ । আরও মুরারির এ মুরলী অহো স্বয়ং শৃগু হয়েও ধারণ করছে রাগপ্রবাহ, নিজে একটিমাত্র গাঁটবিশিষ্ট হলেও প্রকাশ তো করছে শত শত উৎসব, নিজে ধারণ করছে রসময় কলধ্বনি অথচ জগতকে দিচ্ছে বিকল করে, যুগপৎ জড় ও সমুদ্রসিত করে তুলছে ।

১৩৫ । ঝাঁর সূক্ষ্ম কলধ্বনি ত্রিভুবনময় বিস্তার হয়ে বিলাস করছে, কানের ভিতর প্রবেশ করে সকল তনুকে পীড়িত করে তুলছে, সহজ মধুর হলেও শ্রোতার ভাবানুসারে নানাকারে প্রকাশিত হচ্ছে—কখনও পীযুষ কখনও বিষ বিতরণ করছে ।

১৩৬ । ঝাঁ জলকে দ্রুত স্তম্ভিত করে দিচ্ছে, প্রতি পর্বতকে দ্রুত দ্রবীভূত করে দিচ্ছে ধাবিত হয়ে গিয়ে, শুষ্ক হয়ে পড়ে আছে যে বৃক্ষ তাকেও অকুরিত নবপত্রে আমূল ছেয়ে দিচ্ছে, ব্রহ্মানন্দে লীন হয়ে আছে যে মুনি তাঁকেও নিরতিশয় উচাটন করে তুলছে—আশ্চর্যের ভাণ্ডার সেই

১৩৯ । চূড়াচুম্বিতচন্দ্রকৌ বিলসিতাবালোলয়া মালয়া
দীব্যাদিব্যতমালপত্ররচনাবতুজ্জলৌ ধাতুভিঃ ।
প্রত্যঙ্গং কৃতমগুনৌ স্তবকিভিশ্চিহ্নৈর্লতাখণ্ডকৈ-
স্তুস্বাতে নয়নোৎসবং নটবরৌ রঙ্গপ্রবিষ্টাবিব ॥

১৪০ । ধন্য ধন্যস্তি মুখপঙ্কজমস্ত দৃগ্ভ্যাং, চুম্বস্তি তৎ কিমপি ধন্যতরাস্ত একে ।
তে নাম কে মুরলিকা-পরিপীতশেষং, যেহস্তাধরং স্তুমুখি ধন্যতমাঃ পিবস্তি ॥

—কিমিতি । অক্ষিমতো নেত্রধারিণো জনস্রাক্ষোঃ সৌভগং কিং ক্রমোহনির্ব্যাচাছাদবজ্জুং ন শকুম ইত্যর্থঃ । তাব-
পশুস্ত্যো বয়মেব দুর্ভগনেত্রী ইতি ভাবঃ । রামদামোদরাদিতি রামোল্লেকো নিজভাবগোপনার্থমেব, তচ্চ বিবিক্ষে-
ইপি তত্রাকস্মাদভিন্নজাতীয়জনপ্রবেশাপাতশঙ্কয়োরোত্তরবাক্যেষু তু প্রেমবৈকল্যাভদশঙ্কিরপি জ্ঞেয়া । স্নিগ্ধৈরপাঙ্গ-
তরঙ্গৈরিক্তিতা গমিতা জ্ঞাপিতা বা কুপা তয়া তুঙ্গীকৃত আনন্দধুরানন্দস্তত্রত্য-সমস্তদ্রষ্টৃজনানাং যাভ্যাং তৌ, তত্র
বয়মেব বক্তিতা ইতি ভাবঃ । মূনিতং খণ্ডিতং ধরায়াঃ পৃথিব্যা ধরাহু-সমস্তলোকজ্ঞাপি বা ধৈর্যং যাভ্যাং তৌ । তত্রাক্ষাং
কা কথ্যেতি ভাবঃ । অহাধা অব্যয়া শ্রীঃ শোভা যয়োস্তৌ । তথা চ (ভা০ ১০।২১।৭) “অক্ষধতাং ফলমিদম্” ইতি
মূলপদ্যম্ ॥

১৩৯ । তমালপত্রং তিলকম্, ধাতুভির্মনঃশিলাদিভিঃ, তথা (ভা০ ১০।২১।৮) “চূতপ্রবাল-” ইতি ॥

১৪০ । অগ্নাঃ প্রকটমেবোৎকর্ষণানাঃ নিঃশঙ্কা এবাহঃ—অস্ত শ্রীকৃষ্ণস্ত, ধন্যস্তি পিবস্তি দৃগ্ভ্যাং দূরত এব পশুস্তি-
মাত্রমিত্যর্থঃ;—তমুখপঙ্কজং চুম্বস্তি দৃগ্ভ্যাং গিত্যস্তাহুঃস্তেঃ, ন তু স্তুমুখেনৈবত্যাঃ । একে মুখ্যা জনাস্তে তে নাম কে

নিকট নিজ রসোৎকর্ষণা যৎকিঞ্চিৎ ব্যঞ্জিত করে বলছেন—‘কিমিতি’)

অহো চক্ষুস্মান্গণের চক্ষুর সৌভাগ্যের কথা আর কি বলবো, এখানেই এর পরিসমাপ্তি—
বন্দারণো বিহরণকারী স্নিগ্ধ অপাঙ্গ-তরঙ্গে বিজ্ঞাপিতা কুপাদ্বারা দ্রষ্টৃজনের আনন্দ তুঙ্গীকৃতকারী,
বেগুধনির বিধানে জগতের সকল জনের ধৈর্যনাশকারী, অব্যয় শোভায় রমণীয় শ্রীরামদামোদরকে
যাঁরা গোচারণকালে নয়নগোচর করছে। (এমন সৌভাগ্যে আমরা বক্তিতা—এইরূপে নিজের দৈদ্য
ব্যঞ্জিত হচ্ছে।)

১৩৯ । ময়ূর পুচ্ছে চুম্বিত চূড়ায় শোভন, দোলায়িতা মালায় বিলসিত, দীব্যাতীদীব্য
তমালপত্র-রচনায় রম্য, গৈরিকধাতুতে তিলক-রচনায় অতি উজ্জল, স্তবকিত চিত্রবিচিত্র লতাখণ্ডে
প্রতি অঙ্গ অলঙ্কৃত রামদামোদর যেন রঙ্গস্থলে নটবরের মতো প্রবেশ করে জনগণের নয়নোৎসব
বিস্তার করলেন ।

১৪০ । (অন্য কোনও যুথেশ্বরী পরিস্ফুট উৎকর্ষণায় নিঃশঙ্ক হয়ে বলছেন—)

এঁর মুখপঙ্কজ দূর থেকে নয়নকোনে দর্শনমাত্র করেন-যে, সে ধন্য । নয়ন কোনে চুম্বন করেন-যে,
সে কোনও ধন্যতর । আর হে স্তুমুখি, সেই কোনও মুখ্যজন ধন্যতম যে মুরলিকার পান-অবশেষ

১৪১ । ধন্যাসি ভো মুরলি যৎ পরিপীয়মাণা, শ্যামেন তদদশনচন্দ্রিকয়াসি দিদ্ধা ।

স্নিদ্ধা সতী মণিতবৎ কলকুজিতানি, সন্তুষ্টী ভুবনমুক্তরলীকরোষি ॥

১৪২ । তেষাং বা দশনানাং কিমাভিরূপ্যং নিরূপয়ামঃ; তথা হি—

পাপচ্যমানদরদাড়িমবীজরাজী, রাজীবমধ্যময়ি চেতুররীকরোতি ।

ইন্দুদরং বিশতি চেৎ কুরুবিন্দ-পঙ্ক্তি-, দন্তাবলিঃ কিল তদন্ত তুলাং বিভর্তি ॥

১৪৩ । অত্যন্তসাহসবতী মুরলী যদেষা, কৃষ্ণাধরং পিবতি যঃ পরকীয়পেয়ঃ ।

কিং সৌভগং তদনয়াতনি যেন রত্নং, যত্নং বিনাপি পুরতঃ স্বয়মেতি যন্তাঃ ॥

ইতি ন তেষাং সৌভাগ্যং বক্তুং শক্যমীত্যর্থঃ। হে সুরমুখি! সখি! ইতি তদাদিকা বয়ং শোভনমুখধারিণ্যোহপি তদপ্রাপ্ত্যা বিফলমুখ্য এবতি ভাবঃ ॥

১৪১ । নহু শব্দবিহারিণি! প্রতিদিনমেব তেন কাস্তেন তথা দীব্যস্তী তর্হি তমেব ধন্যতমাসীতি? তত্রাহ—
তত্রাহুরাগপ্রৌঢ়িমা তন্ত মুহুরহুভূতত্বেপানহুভূতত্বমননেনালীকবাদিনি! কদা মে তথা সৌভাগ্যং জাতমিতি তত্রোৎসুক্য-
মেব ব্যঞ্জয়ন্তী তৎসম্বন্ধবতীং মুরলীমেব সম্বোধ্য স্তৌতি—ধন্যাসীতি । মণিতং সুরতধ্বনিঃ ॥

১৪২ । ‘দশনচন্দ্রিকয়াসি দিদ্ধা’ ইত্যনুসৃতং তদদশনসৌন্দর্যং বিশেষণাহ—তেষাং বেতি ॥

এঁর অধর পান করেন—তার সৌভাগ্যের কথা বলতে পারছি না। (আমরা সকলে শোভন মুখ-
ধারিণী হয়েও তার অপ্রাপ্তিতে বিফলমুখী—এইরূপ আক্ষেপধ্বনি) ।

১৪১ । (গোপী যেন বলছেন—‘হে নিরন্তর বিহারিণি, প্রতিদিন তুমি সেই কাস্তের সঙ্গে
ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছ, অতএব তুমিই ধন্যতমা—উত্তরে মুরলী যেন বলছে—এ তোমার অনুরাগ
প্রৌঢ়ি, মুহূর্মুহু অনুরাগ হলেও অনুরাগভূতের মতো মনে হচ্ছে, তাই বলছি হে মিথ্যাবাদিনি, তোমার
মতো সৌভাগ্য আমার কবে বা হলো’—এইরূপ ঔৎসুক্যের ভাব প্রকাশক মুরলীকেই যেন সম্বোধন
করে গোপী বলছেন ‘ধন্যাসি’—)

হে মুরলী মিথ্যা নয় সত্যই তুমি ধন্য, যেহেতু শ্যাম যখন তোমাকে চুম্বন করতে থাকে তখন
তার দশনচন্দ্রিকায় আপ্লুতা ও স্নিদ্ধা হয়ে রমণীগণের সুরতধ্বনির মতো কলকুজন বিস্তারে ভুবনকে
অতি চঞ্চল করে তুলছে তুমি ।

১৪২ । (পূর্ব শ্লোকে দশনচন্দ্রিকায় আপ্লুতা—এ কথা বলতেই মনে এসে গেল দশনের
সৌন্দর্যের কথা তাই বলছেন—)

তাঁর দশনের সাদৃশ্য কোন উপমায় নিরূপন করব? তবে শোন—পরিপক্ক পুষ্ট দাড়িমবীজরাজি
যদি কমলগর্ভ অঙ্গীকার করে নেয়, অথবা কুরুবিন্দরাজি যদি পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রবেশ করে তবেই
এ-দন্তাবলীর উপমা হতে পারে। (এরূপ তো হবার নয় তাই এ নিরূপন)।

১৪৩ । (অতঃপর তাঁদের মধ্যে কোনও একজন ঈর্ষাবশে বেণুসৌভাগ্য বলছেন—‘অত্যন্তেতি’।)

- ১৪৪ । বংশীতশেবরসমীকরসম্প্রয়োগা-রুদ্রঃ প্রফুল্লকমলাবলিলোসহর্ষাঃ ।
 স্তম্ভস্তি রুদ্রতরসস্তরবঃ প্রমুন-মাধ্বীকলোচনজলাঃ পরিতো রুদ্রস্তি ॥
- ১৪৫ । ধন্য জয়ত্যয়ি মহী মহিতা মহিমা, কৃষ্ণা যচ্চরণচিহ্ন-বিচিত্রবক্ষাঃ ।
 বংশীরবামৃতরসৈঃ সরসান্তরেব, যাইজস্রমেব যবসাকুররোমহর্ষা ॥
- ১৪৬ । বৃন্দাবনস্ত মহিমা ন হি মাদৃশীনাং, গম্যো বদত্র মূরতিমুরলীরবেণ ।
 স্বাস্তং বিলাস্ত মৃদুলাস্তময়ূর্ময়ূরাঃ, স্পন্দং জহস্তরুলাতা মরুতা হতাশ্চ ॥

১৪৩ । অথ তত্র তন্ত্ৰ কাচিদীর্ঘাত্মী তৎসৌভাগ্যমভিনন্দতি—অত্যাভ্যন্তি । বঃ কৃষ্ণাধরঃ পরকীয়পেয়ঃ
 সাজাত্যেন গোপিকানামেব পানার্থঃ, অতনি ব্যস্ত্যয়ি । তথা চ (ভা• ১০।২।১২) “গোপ্যাঃ কিমচরদয়ম্”
 ইত্যাদি ॥

১৪৪ । যন্তাঃ পীতশেষো যো রসস্তম্ভ শীকরস্তাপি সংপ্রয়োগাৎ মুরলীবাদনানন্তর-স্নানাবগাহনাদিভিরধরে
 প্রবাহসংযোগাৎ রুদ্রতরসো রুদ্রবেগান্তরবস্তস্তম্ভীরহাসজ্জলং মূলদ্বারেণাকর্ষন্তঃ পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্ত্যভিমানবস্ত ইতি
 ভাবঃ । তথা চ (ভা• ১০।২।১২) “বদবশিষ্টরসম্” ইত্যাদি ॥

১৪৫ । অত্যা তদ্বিরহভীতা তন্ত্ৰিত্যসংযোগং কাময়মানাবাহ—ধতেতি । জয়তি ব্রহ্মলোকাদিভ্যোহপ্যুৎকর্ষণে
 বর্ত্ততে মহী শ্রীবৃন্দাবনসম্বন্ধাৎ সর্বাঙ্গীভাবঃ । চরণচিহ্নেতি—একেনাবয়বেনালঙ্কৃতেনাবয়বী অলঙ্কৃত ইব চরণচিহ্নালঙ্কৃতেন
 বক্ষঃস্থলরূপবৃন্দাবনপ্রদেশেন কংস্রাপি মহী ধতেত্যর্থঃ । অত্র বিচিত্রেতি বক্ষ ইত্যাত্যাং তন্ত্ৰাঃ কুচমোশ্চিত্রকঙ্কুলিকা-
 নির্মাণং তেনৈবেত্যভিযাজ্য সৈব সদা স্বাধীনকান্তেতি সূচয়তি চ, যা অন্তঃসরসৈব, অজাপ্যজস্রমেব স্বাত্ত্বিন্দ্রবমপি
 কৃষ্ণবিচ্ছেদাসত্ত্ববাদিতি ভাবঃ ॥

মুরলী অত্যন্ত সাহসবতী, যেহেতু পরকীয়া-পেয় কৃষ্ণাধর জাতি হিসাবে গোপীকাদেরই পানযোগ্য,
 অথচ তা পান করেছে এ—এ মুরলী কোন্ সৌভাগ্য বিস্তার করে রেখেছে, যার বলে ষড়্ বিনাও রত্ন
 মিলে যাচ্ছে সম্মুখে ।

১৪৪ । শ্রীকৃষ্ণের স্নানকালে মুরলীর পীত-অবশেষ রসবিন্দুর সঙ্গে মধুর মিলন হেতু
 যমুনাধিনন্দী প্রফুল্লকমলশ্রেণীরূপ রোমাঞ্চভাবে প্রাপ্ত হয়, স্তম্ভভাবে রুদ্রবেগ হয়ে বায়, আর তটের
 তরুশ্রেণী মূলদ্বারে ঐ রসবিন্দুর সংযোগ লাভে পুষ্পমধুরূপ প্রেমাক্রম্বিশিষ্টা হয়ে চতুর্দিকে রোদন করে ।
 (বৃক্ষবংশে মুরলীর জন্ম তাই বৃক্ষশ্রেণীর বংশগোঁরবেই যেন প্রেমাক্রম্পাত ।)

১৪৫ । (অন্ত কোনও কৃষ্ণবিরহভীতা গোপী কৃষ্ণের নিত্যসংযোগ কামনাগরা হয়ে বলছেন—
 ‘ধন্য জয়ত্যয়ি’ ।)

এই ধরণী ধন্য, ব্রহ্মলোকাদি থেকেও উৎকর্ষের সহিত এ বিরাজমানা, নিজের মহিমায় এ
 পূজিতা । কেননা তারই বক্ষস্থলরূপ শ্রীবৃন্দাবনকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণচিহ্নে চিত্রবিচিত্র করছেন (এ যেন
 স্বাধীনকান্তার স্তনোপরি পত্রভঙ্গ-বকুলিকা রচনা), তাঁর বংশীরবামৃত রসে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অন্তরে
 অন্তরে যেন জারিত, ও তৃণাকুররূপ রোমাঞ্চে যেন পুলকিত করছেন ।

- ১৪৭ । কিং চুশ্চরং চরিতমালি তপো যুগীভিঃ, পশুস্তি যাঃ সমুরলীকলমাস্ত্রমস্ত ।
অক্লেপঃ প্রকামকমনীয়গুণত্বমাশং, মা সাম্প্রতং ভবতি সম্প্রতি সম্প্রতীহি ॥
- ১৪৮ । সৌভাগ্যভাগিয়মহো সখি কৃষ্ণসারী, সারীকরোতি নয়নে সহ-কৃষ্ণসারা ।
বংশীনিবাদমকরন্দভরং দধানং, কৃষ্ণাস্তপঙ্কজমশঙ্কিতমাপিবন্তী ॥
- ১৪৯ । ধন্যা বিমানবনিতা জনিতানুরাগা, জাগান্তগাঢ়রতিভিঃ পতিভিঃ পরীতাঃ ।
লীলাকলকণিতবেণুমবেক্ষ্য কৃষ্ণং, ধৈর্য্যাদধাবরুরুছর্মু মুহূর্মুহুশ্চ ॥

১৪৬ । মুরভিদঃ শ্রীকৃষ্ণা মুদিরাকৃতেমুরলীনাদরূপগর্জনেনায়ুঃ প্রাপুঃ মরুতাহতাশ্চালিতা অপি; তথা চ (ভা• ১০২১১০) বৃন্দাবনং সখি ত্ববঃ” ইতি । ততশ্চ “অদ্রিসাহবরতাস্ত্রসমুদ্রসমুদ্র” ইতি দৃষ্ট্যা তরুলতাশ্বেন শুভ্রস্থা বিহগাদয়ো লক্ষ্যস্ত ইতি ॥

১৪৭ । অজ্ঞা স্বদর্শনোৎসুক্যং সখ্যামভিযাজয়ন্ত্যাহ—কিমিতি । মাসাম্প্রতং নাযোগাং সম্প্রতীদানীমেব সম্প্রতীহি সম্যক্ প্রতীতিং যাহি । তথাহি (ভা• ১০২১১১) “ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গত্যঃ” ইতি ॥

১৪৮ । তাৎপৰ্য্যব কাঞ্চিন্ণিকটবর্তিনীমালক্যোক্তপোষকায়নাহ—সারীকরোতীতি চিত্রপ্রত্যয়াং, ইতঃপূৰ্ণং নয়নে শ্রেষ্ঠে নাকৃত্যমিতার্থঃ । সহকৃষ্ণসারেতি কৃষ্ণ এব সারো যন্তোত্যর্থনামত্বং তন্ত্ৰোচিতমেব, মৎপদিস্ত তদ্বিপরীতধর্ম্মাতি-
হুষ্টৌ বেতি ভাবঃ । অশঙ্কিতমিতি অহং তু সাযং ব্রজাগতমপি তং পত্যাাদিশঙ্কয়া ন সম্যক্ পশ্যামীতি ভাবঃ ॥

১৪৯ । ন চ স্বপতি-সহিতায়া এব যুগাঃ কৃষ্ণেহানুরাগঃ পশুত্বেন বিশেষবিবেকাভাবাদিতি বাচ্যম্, যতঃ কে বা

১৪৬ । বৃন্দাবনের মহিমা মাদৃশ জনের জ্ঞানের অগোচর, যেহেতু এখানে মুরারির মুরলীরবে ময়ূরগণ নিজ হৃদয় মধ্যে বিলসিত হয়ে যুছ যুছ নাচতে লাগল, আর তরুলতাশ্রেণী বাতাসে আন্দোলিতা হয়ে শু শুভ্রভাবে নিম্পন্দা হয়ে পড়ল ।

১৪৭ । (অন্ত কোন যুথেশ্বরী নিজের দর্শনোৎসুক্য নিজ সখীকে প্রকাশ করে বললেন—)

হে সখী, মুরলীর কলগানে কমনীয় কৃষ্ণানন ধারা দর্শন করছে সেই যুগীগণ কি চুশ্চর তপস্তাই না-কল্পেছিল । এদের নয়নের প্রচুর কমনীয়তাগুণের কথা প্রসিদ্ধই আছে—যদি এ-কথা তোমার অযোগ্য বলে মনে হয় তবে এইবার সম্যক্ প্রতীতি করে নেও ।

১৪৮ । হে সখি, অহো কত সৌভাগ্যের অধিকারিণী এই কৃষ্ণসারীগণ—বংশীনিবাদ-মকরন্দ-সারবাহী কৃষ্ণমুখকমল এরা পান করছে অশঙ্কিতভাবে পতি কৃষ্ণসারগণের সহিত—এরা নয়নকে পরমশ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করছে । (এর ধ্বনি—আমাদের তো সে সৌভাগ্য নাই—আমাদের পতিগণ ভো বিপরীত ধর্ম্মী, এদের পতিদের মতো তো কৃষ্ণকে সার করে নাই, বরঞ্চ উন্টা অতি হুষ্ট—আমরা তো স্বায়ংকালে তাঁর ঘরে ফেরার পথে অসঙ্কোচে তাঁকে দর্শন করতে পারছি না ।)

১৪৯ । (‘স্বপতির সহিত যুগীগণের কৃষ্ণানুরাগের কথা এখানে উঠাতে পার না, পশুত্ব হেতু এরূপ বিশেষ বিবেকের অভাব রয়েছে এদের’—তোমার এরূপ পূর্বপক্ষ টেকে না, কারণ বিবেকবানই

- ১৫০ । বিস্রং সমানচিকুরাঃ শ্লথমাননীৰ্যো, দেব্যা শ্ৰুতিবাসনতো নিখিলা দিবীৰ ।
আরিপ্যামানমমরজ্জমপুষ্পবর্ষং, বিস্মৃত্য হস্ত বধূর্নয়নাস্তু এব ॥
- ১৫১ । অর্দ্ধাবলীঢ়যবসাকুরশোভিতস্তাঃ, সোংকণ্ঠমুন্নিষিতনেত্রমুদীর্নকর্ম ।
চিত্রার্পিতা ইব পতন্তুমিবামুর্তোঘং বেণুধ্বনিং ক্রতিপুটে গময়ন্তি গাবঃ ॥
- ১৫২ । চুষন্তি চূচকমহো ন ন সন্ত্যজন্তি, বৎসা নয়ন্তি ন পয়ঃকবলং গলাগঃ ।
বংশীকলাহৃতহৃদাং সখি নৈচিকীনাং, স্নেহস্নুতন্তনরসো পরয়ৈব পীতঃ ॥

বিদগ্ধশিরোমণয়োঃপি জনাঃ কৃষ্ণে নানুরজ্যন্তীত্যপ্রস্তুতপ্রশংসয়া কাচিদাহ—ধত্তেতি । বিমানবনিতা বিমানচান্দিগ্যো দেবাজনাঃ, শ্লেষণেণ তাসামপি মানং বেণুনাদো লুপ্তদেব, অস্মাকন্তু কা কথোতি ভাবঃ । জনিতানুরাগা ইতি তা এষ জনিতাপদ-বাচ্যতামহন্তি, নাহা ইতি ভাবঃ ।—“বনিতা জনিতাত্যর্থানুরাগায়াং চ যোষিতি” ইত্যভিধাণাৎ । তথা চ (ভা০ ১০।২।১২) “কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য” ইতি ॥

১৫০ । দিবীৰ নভসি বর্তমানা এব ॥

১৫১ । অহা তু বেণুমাধুৰ্য্য প্রাণীমাত্রাণামপি মুদা চিত্তাকর্ষকমিতি বদন্তী প্রেমসামান্তরীতিমালম্ব্য বিজাতীয়ভাব-বতীরপি গান্ত্রত প্রভোতি—অর্ধাবলীঢ়েতি । তথা চ (ভা০ ১০।২।১৩) “গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতঃ” ইতি ॥

১৫২ । কিস্ক, আহারবিহারমাত্র-প্রসক্তানাং বৎসানামপি তত্র মহান্ প্রেমোদয় ইতি সশীংকারমাহ—চুষন্তীতি ।

বা কে এমন বিদগ্ধশিরোমণি আছে যে কৃষ্ণের অনুরাগী না হয়—এইরূপ প্রস্তুত প্রশংসায় কোনও যুগ্মেস্থরী বলছেন—‘ধত্তেতি’ ।)

দেবাজনাগণ ধাতা, কৃষ্ণে জাতানুরাগা এরা গাঢ় রতিপ্রাপ্ত পতিগণে পরিবৃত্ত অবস্থায় লীলায় কলধ্বনিত-বেণুতে মোহন কৃষ্ণকে দর্শন করে দ্রুত ধৈর্যচ্যুত হয়ে বার বার মোহিত হয়ে পড়ছেন ।

১৫০ । ধৈর্যপাপ নিঃশেষ হয়ে গেলে আকাশে বিজ্ঞমানা অবস্থাতেই দেবাজনাগণের কেশদাম খুলে পড়ে যেতে লাগল, নীবি শ্লথ হয়ে যেতে লাগল—বাহ্যিত কল্পপুষ্পবৃষ্টি ভুলে গিয়ে হায় হায় নয়ন জলই বর্ষণ করতে লাগলেন তাঁরা ।

১৫১ । (‘বেণুমাধুৰ্য্য প্রাণীমাত্রেরই চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে’—এ কথা বলতে গিয়ে কোনও গোপী প্রেমসামান্ত-রীতি অবলম্বনে ধেনুবৃন্দ বিজাতীয়ভাববতী হলেও তাদের কথাই এখানে বলা হচ্ছে—)

অর্দ্ধচর্চিত ঘাসের অঙ্কুরে শোভিত দন্তবিশিষ্টা, উৎকণ্ঠায় নিমীলিত নেত্রা ধেনুবৃন্দ কান খাড়া করে চিত্রার্পিতের মতো স্তব্ধ হয়ে অমৃতপ্রবাহবৎ পতিত বেণুধ্বনি ক্রতিপুটে ধারণ করছে ।

১৫২ । (আরও আহারবিহার আমস্তা বৎসগুলিরও মহান্ প্রেমোদয় হল—তাই বলা হচ্ছে—)
অহো, বৎসগণ না-চুষছে পালান, না-ছেরে দিচ্ছে, না-গলাধঃকরণ করছে স্তনগ্রাস—বংশীধ্বনিকালিতে অপহৃত মনো ধেনুবৃন্দের স্নেহস্নুত স্তনধারা ধরাই পান করে নিচ্ছে ।

- ১৫৩ । বংশীকলং কলয়তোহস্তু নিপীয় লুগ্ভ্যাং, রূপায়ুতং পুনরমুখ্য রসানুভূত্যা ।
ধ্যায়ন্তি মীলিতদৃশঃ সখি বদ্ধমোনেং, বদ্ধাসনং মুনয় এব পতত্রিণোহমী ॥
- ১৫৪ । ন স্পন্দতে সখি ন রোতি নবীক্সতেহস্তু-‘গ্নাচ্ছগোতি ন জিঘৎসতি পক্ষিসজ্জবঃ ।
রোমাঞ্চবানিব মুদা গরুতং ধুনানো, বংশীকলাশ্বদনমেব পরং কয়োতি ॥
- ১৫৫ । অস্তে রথাজ্জকলহংসবিচিত্রচেলৈ, প্রব্যক্তসৈকতনিতম্বমুদীর্ণফেনম্ ।
আবর্তবর্তিতঘনভ্রমিভিঃ সমীয়েহ-,পস্মার এব মুরলীনিনদৈর্নদীভিঃ ॥

ন চৃষন্তি, ন চ সংত্যজন্তি । নহু তর্হি বংসাগ্রহমন্তরেণ তন্মাতরোহপি কিং প্রসবন্তি ? তত্রাহ—বংশীকলেতি । ধরয়ৈব ভূম্যেব; তথা চ (ভা০ ১০।২১।১০) “শাখাঃ স্তু তন্তনপয়ঃকবলাঃ” ইতি ॥

১৫৩ । অপরা চ ভিন্নচাং যথোৎপাত্তিচপলানাং পক্ষিণামপি মহাধীরমুখ্যচিহ্নমালক্ষ্য কিঞ্চিদহুমিমানা সবিস্ময়মাহ—বংশীকলমিতি । কলয়তো ধারয়তঃ, অস্ত কৃষ্ণত; তথা চ (ভা০ ১০।২১।১৪) “প্রায়ো বতাস্ব মুনয়ঃ” ইতি ॥

১৫৪ । প্রেমামুভাববিশেষশ্চৈব মুনিষগমকভাগমপ্যাহ—ন স্পন্দত ইতি । স্তম্ভাখোহস্তুভাব এব সমাধিলক্ষণগমকঃ, ন রোতীত্যাভিভিষ্ততুভিবিষয়ান্তরোচনস্বয়ং বাগাদীন্দ্রিয়প্রত্যাহারজ্ঞাপকম্, রোমাঞ্চবানিভূতভয়ত্র ভক্তিসূচকম্, তদ্-সাহিত্যে সতি মুনিষ্যতাপি বৈকল্যজ্ঞাপনায় ন জিঘৎসতি, ন ভোক্তু মিচ্ছতি । গরুতং পক্ষম্ ॥

১৫৫ । তদেবং মুরল্যাঃ সর্বেষপি রসেবপ্যাদীপকস্বৈ শৃঙ্গারে ব্রতিবৈশিষ্ট্যেন তৎ কথয়ন্তী স্বীয় ভাবমেব ব্যাচ-
ক্ষাণী কাচিদচেতনাহপি নদীং প্রস্তোতি—অস্তে ইতি । রথাজ্জাঃ কলহংসাস্ট্রৈব বিচিত্রং চেলং পরিধানীয়বস্ত্রং তন্মিন্

১৫৩ । (অস্তু কোনও কোনও গোপী পক্ষীগণের মধ্যেও অতি চঞ্চল পক্ষীরও মহা ধীরতা মুখ্যচিহ্ন লক্ষ্য করে কিঞ্চিৎ অনুমান করে সবিস্ময়ে বলছেন—‘বংশীকলমেতি’)

হে সখি, ব্রজের পক্ষীগণ ঔঁর বংশীকলনাদ কর্ণপুটে ধারণ করে, নয়নে ঔঁর রূপায়ুত পান করে, পুনরায় ঔঁর রস অনুভব করে মুনিগণের মতো নয়ন নিমীলিত করে ধ্যান করতে লাগল—মোনি হয়ে স্থির হয়ে বসে ।

১৫৪ । হে সখি, পক্ষীগণ না এদিকওদিক চলাচল করছে, না-কিচিরমিচির করছে, না-অন্ত কিছু দেখছে, না-অন্ত কিছু শুনেছে, না-খেতে ইচ্ছা করছে, রোমাঞ্চের ভাবে পাখা ফুলে ফুলে উঠছে তাদের আনন্দে—কেবল বংশীকলনাদই আশ্বাদনে তারা তন্ময় হয়ে আছে ।

১৫৫ । (এইরূপে মুরলী সর্বরসে উদ্দীপন-বিভাব হলেও শৃঙ্গাররসে তার অতি বৈশিষ্ট্য, সেই কথা বলবার জন্য নিজের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কোনও গোপী অচেতন নদীকে লক্ষ্য করে বলছেন—‘অস্তে’)

মুরলীনাদ শ্রবণে যমুনাদি নদী ঘূর্ণি-আলোড়িত ঘোর ঘূর্ণিপাকরূপ কামশরাঘাতে যেন ঝুগীরোগগ্রস্ত হয়ে পড়ল, তাদের চক্রবাক-কলহংসরূপ বিচিত্র বস্ত্র লুটুপুটি খেতে লাগল, বালুকাময় পুলিনরূপ নীতম্ব যেন বিবস্ত্র হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ল, নদীবক্ষরূপ মুখে ফেনা নির্গত হতে লাগল ।

- ১৫৬ । বীচীকরৈঃ সরসিজাঞ্জলিমর্পয়ন্ত্যঃ, কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজযুগং বহুমানয়ন্ত্যঃ ।
সচ্ছীকরৈঃ শিশিরয়ন্তি রসেন বংশী-নাদপ্রহৃষ্টমনসঃ সখি শৈবলিহঃ ॥
- ১৫৭ । আচ্ছাদয়ন্ শরদশীতকরন্ত্য তাপং, ছত্রায়িতঃ স্ববপুষায়মচেতনোহপি ।
সংসর্পতি প্রতিপথং পরিতঃ প্রসর্পন্, মৈত্রীং বিভাবয়ন্তি মেঘরচীহ মেঘঃ ॥
- ১৫৮ । কর্পূরপূরপরাণুসমেন বারাং, শীতেন শীকরভরেণ বিসারিণাং যঃ ।
গোচারণশ্রমপাকুরতেহমুগায়ন্, বংশীমমুগ্ম ঘন এব নিসর্গবন্ধুঃ ॥
- ১৫৯ । স্নিগ্ধেষু শাদলতলেষু পদারবিন্দ-শ্রুদীনি বহ্নভতমাকুচকুঙ্কমানি ।
বন্ধোরুহেষু চ মুখেষু চ কুষয়ন্ত্য, ধন্যঃ পুলিন্দসুদৃশঃ সুরসা ভবন্তি ॥

অন্তে সতি তেষামপি ভাববৈবচনেন পুলিনাদহিঃপ্রদেশান্তরূঠনাং প্রব্যক্তং সৈকতং সিকতাময়পুলিনমেব যেন তদ্ব্যথা
তাদেবম্ । অপসারোহত্র কামশরাঘাতজনিতো বাধিবিশেষ এব সমীয়ে সংপ্রাপ্তঃ ॥

১৫৬ । শৈবলিহো নমঃ ; তথা চ (ভা০ ১০।২।১৫) “নমস্তদা তদুপধাৰ্হ” ইতি ॥

১৫৭ । এবং নত্যা যথা নায়িকাভিমানবত্যা নিজসচ্ছীকরাদিভিত্ত্য ভূতলগততাপং কাময়ন্ত্যঃ সেবন্তে, তথা
মেঘোহপি সখ্যাভিমানেন নভস্তলগতং তাপং শময়ন্ সেব্যমানো লক্ষ্যতে, অতঃ কে বা তদন্ত্যং ন কুর্বন্তি, কেবলং
বয়মেব তত্র বঞ্চিতা ইত্যভিব্যঞ্জয়ন্তী কাচিদাহ—আচ্ছাদয়মিতি । শরদশীতকরন্ত্য শারদসূর্য্যন্ত মেঘশ্চেব কৃষ্ণ কাস্তির্যন্ত
তন্নিমিত্তি সাবর্ণ্যমেব মৈত্রীহেতুঃ, তথা জগতাপশমকত্বাদিকং চ জ্ঞেয়ম্ । ইহ শ্রীকৃষ্ণে ॥

১৫৮ । যঃ কৃষ্ণঃ, অমুগ্ম শ্রীকৃষ্ণন্ত ; তথা চ (ভা০ ১০।২।১৬) “দৃষ্টোত্তপে” ইতি ॥

১৫৬ । সে সখি, বংশীনাদে আনন্দোচ্ছলমনা নদীগুলি তরঙ্গরূপ হস্তে কমলাঞ্জলি অর্পণ
করতে করতে কৃষ্ণপদকমলযুগলকে বহুমানন করতে করতে শীতল জলকণায় রসভরে শীতল করে
দিচ্ছিল ।

১৫৭ । (এইরূপে যেরূপ নায়িকা-অভিমানবতী নদী নিজ শীতল জলবিন্দুর দ্বারা কৃষ্ণের
ভূতলগত তাপ দূর করে সেবা করছে, তথা মেঘকেও সখী-অভিमानে নভোতলগত তাপ দূর করে
সেবা করতে দেখা যাচ্ছে, অতএব কে বা তার দাস্ত্য না করে, কেবল আমরাই বঞ্চিতা—এইরূপ
ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কোনও গোপী বলছেন—‘আচ্ছাদয়মিতি’) ।

ছত্রাকারিত নিজ দেহের দ্বারা শারদসূর্য্যতাপকে আচ্ছাদন করে এই মেঘ অচেতন হলেও
চতুর্দিকে সঞ্চালিত হয়ে প্রতি পথে পথে গমন করছে মেঘকাস্তি কৃষ্ণে মৈত্রী প্রকাশ করে ।

১৫৮ । শ্রীকৃষ্ণ বংশী বাজাতে বাজাতে কর্পূরধূলিপ্রবাহের পরমাণুসম-চতুর্দিকে বিস্তারিত
মেঘজলের গুড়ি গুড়ি প্রবাহে গোচারণ-শ্রম অপনোদন করছেন । মেঘই কৃষ্ণের নিসর্গ বন্ধু ।

১৫৯ । (হায় হায় সর্বজগৎ কৃষ্ণমাধুর্য-আম্বাদনে ধন্য, কেবল আমরাই তাতে বঞ্চিতা, এরূপে
সর্বমুখ্যতমা কোনও গোপী মাদন-ভাবোদয়ে সদা ভোগ করলেও তদগন্ধমাত্র আধারের স্তুতি করছেন—

১৬০ । হস্তাধিকার্যনধিকারিতয়া ন ভেদঃ, সর্বাভিলাষসদনে মধুরিম্ণি তস্ত ।

যুক্তং পুলিন্দশুদৃশো যদিহানুরক্তা, রাগস্ত চ প্রকটনে হয়মেব মার্গঃ ॥

১৬১ । যঃ কন্দকন্দরপয়ঃফলধাতুরাগৈঃ, ক্রীড়োপযোগিভিরসৌ ভজতেহনুবলম্ ।

গোবর্দ্ধনো গিরিবরঃ স হি মাধবস্ত, লীলাসখশ্চ সখি ভাগবতোত্তমশ্চ ॥

১৬২ । যস্তাশ্রয়ং কৃতবতাং সখি বদ্ধতৃষ্ণঃ, কৃষ্ণস্তনোত্যভিমতং মতমেতদেব ।

শ্রয়ঃ সিসাধয়িষবে ন বিনা সহায়ং, যোগ্যাশ্চ তদঘটয়িতুং কুশলা ভবন্তি ॥

১৫৯ । হইলু ব সর্গজগদেব প্রাপ্তকৃষ্ণমাধুর্যাবাহুশীলনতয়া ধন্য কেবলমেকবাহং তত্র বঞ্চিত্তেতি সর্বমুখ্যতমা কাপি সদা ভোগেহপি তদগন্ধমাত্রাধারস্ততিরতুঃ জলনীলমণিলক্ষিত-মাদনভাবোদয়েনাহ—স্নিগ্ধেষ্টিতি । অত্র যতপি বলভতমা স্বয়মেব, তথাপ্যানুরাগভাতিপ্রোচিয়া অস্ত তথাক্শানমুভবাদপরেতি ভাবনাপদারবিন্দ্যং স্তম্ভিনীতি রতিসময়ে লগ্নাঙ্গাসম্মিত্যর্থঃ । রসয়ন্ত্যো লিপ্যন্ত্যঃ । বন্ধোরুহেষ্টিতি তচ্চরণার্শ্বেতিবাভিমানঃ, মুখেষ্টিতি তৎসৌরভ্যলোভ-পারবশেন ॥

১৬০ । অধিকার্যনধিকারিতয়েতি যস্তাপি তত্র যোগ্যতাস্থাপনেনাশ্বাসনং যুক্তমিত্যত্র হেতুঃ—সর্বাভিলাষেতি । রাগস্ত প্রকটন ইতি যস্তাযোগ্যে জ্ঞাতেহপি লোভস্ত ভবদেবেতি ভাবঃ । তথা চ (ভাঃ ১০২১১৭) “পূর্ণাঃ পুলিন্দাঃ” ইতি ॥

১৬১ । পুলিন্দীপ্রস্তাবেনানুরক্ততং তদানন্দস্ত শ্রীগোবর্ধনস্ত ভূরিসৌভগং বর্ণয়ন্তী ভক্ত্যা তত্রৈব স্বাভিসারোৎসুক্য-মপি সখীষড়িবাঙ্গয়ন্ত্যাহ—যঃ কন্দেতি । লীলাসখশ্চেতি কন্দবাদীনাং ক্রীড়োপযোগিহাং সখ্যম্, ভাগবতোত্তমশ্চেতি কন্দপয়ঃফল-ধাতুরাপচারৈঃ পরিচরণাদদাস্তম্ ॥

‘স্নিগ্ধেষ্টিতি’ ।

পুলিন্দশুন্দরীগণই ধন্যা, তাঁরা কৃষ্ণপদারবিন্দ থেকে স্নিগ্ধ ঘাসের মাথায় লেপটানো তদীয় প্রিয়তমার (সেই প্রিয়তমা রাধা নিজে হলেও অনুরাগ আতিশয্যে অশ্রু নাগিকার কথা বলছেন ।) কুচকুম্ভ কুচে ও মুখে লেপন করতঃ সুরসা হয়ে উঠছে ।

১৬০ । কৃষ্ণমাধুর্য সকলেরই অভিলাষের বিষয়, অহো এতে অধিকারী অনধিকারী বিচার নাই—পুলিন্দরমণীগণ যদি এতে অনুরক্ত হয়ে থাকে তবে এ যুক্তিযুক্তই হয়েছে । রাগপ্রকাশের এই তো (লোভই তো) একমাত্র উপযুক্ত পথ । (নিজের অযোগ্যতা জানা সত্ত্বেও লোভ তো হয়েই থাকে—এইরূপ ভাব এখানে প্রকাশ করা হয়েছে) ।

১৬১ । (পুলিন্দরমণীর প্রস্তাবে মনে পড়ে গেল কৃষ্ণলীলাস্থল গোবর্দ্ধনের কথা—তাঁর মহা সৌভাগ্যের বর্ণনামুখে ভঙ্গীক্রমে সেখানেই নিজের অভিসার-ওৎসুক্যও সখীর নিকট প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন—‘যঃ কন্দেতি’) ।

হে সখি, এই যিনি ক্রীড়োপযোগী কন্দ-কন্দরা-জল-ফল-ধাতুরাগের দ্বারা নিরন্তর ভজনা করে সেই গোবর্দ্ধন গিরি মাধবের লীলার সহায় এবং ভাগবতোত্তম ।

১৬৩ । অখাতিমানবতয়া নবতয়া চ সদা সদাক্ষিণ্যং বলবতা বতাহুরাগেণ পরমধন্য ধন্যাদয়ঃ কুলকন্যাঃ কুলকন্যাবিদোহপি বিদোহপি ন গোচরমুৎকলিকামুৎকলিকামিব বিভ্রত্যোহভ্রত্যোষে মন্দাক্ষস্ত মন্দাক্ষস্তদাঃ পরস্পরং পরস্পরাপ্রাপ্তপ্রাক্তন-প্রণয়েন সমালিঙ্গন্ত্যঃ সমভাষন্ত ॥

১৬৪ । বংশীকলঃ কিল হরেঃ সখি সিদ্ধবীর্যো, বস্ত্রস্বভাবপরিবৃত্তিকরো হি মন্ত্রঃ ।

নিশ্চতনহুমুদপাদি সচেতনানাং, যচ্চেতনহুমুপপন্নমচেতনানাং ॥

১৬২ । বৈষ্ণবোত্তমাহুর্ভাব বিশেষঃ প্রাপ্তিরিতি সিদ্ধান্তয়ন্তী ব তত্র শ্রীগোবর্দ্ধনাহুর্ভবন্তে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবংশী-কারিত্বলক্ষণমতিবৈশিষ্ট্যমানয়ন্তী তত্রৈব সস্তা অপি সংজিগমিষাং প্রাণসখ্যাং সূচয়ন্ত্যাহ—যশ্চেতি । মতমেতদেবেতি সাত্ততত্ত্বপ্রামাণ্যাদপীতি ভাবঃ । যোগ্যাশ্চ যোগ্যা অপি ; তথা চ (ভাঃ ১০।২।১৮) হস্তায়মদ্রিরবলঃ” ইত্যাদি । ‘পূর্ব্বাহ্নাদে’ পরোঢ়ানামালাপমহুরাগজম্ । সমাপ্য পূর্ব্বাগোখমনুটানামগাহ তম্ ॥ নহেতাভির্ভজহাভিঃ কৃষ্ণে বন-বিহারিণি । নদীমেঘপুলিন্দাদেস্তথা ভাবস্তদাত্মজঃ ॥ জ্ঞাতঃ কথং শৃণু প্রোঢ়ভক্তশ্যাপ্যমলে হৃদি । ঋতমেব স্মরত্যাসাং মূর্ত্তপ্রেম্ণাস্ত কিং পুনঃ ॥

১৬৩ । অতিমানবতয়া লোকোত্তরতয়েতার্থঃ । সদা নবতয়া নিত্যনূতনত্বেন হেতুনা বলবতা এবলেনাহুরাগেণ প্রেম্ণা সদাক্ষিণ্যং পরস্পরহৃদয়োদ্যাটনলক্ষণ-সারল্যসহিতং যথা ভবত্যেবমভাষন্ত । উৎকলিকামুৎকাতাং কলিকামিব দুজ্জেষাত্তত্ত্বমুৎকলিকামুৎকঠাং বিভ্রত্যো ধারয়ন্ত্যঃ, যতো বিদোহপি বিজ্ঞস্তাপি ন গোচরম্, আনিষ্টলিঙ্গত্বাৎ পুংস্বম্ । বিদঃ কথন্তুতম্ ? কুলকং সমবায়ন্তস্ত ত্রায়ং বিস্তে, এতাঃ সমবেতা ভূত্বা নুনং কিঞ্চিন্মন্ত্রয়ন্ত্য ইতি বিচারয়তীতি তথা স্তস্তাপি । ইদানীন্ত বেষুগানারম্ভে প্রেমবৈবশ্য্যং মন্দাক্ষস্ত লজ্জায়া ওষে বেগে সমূহে বা, অভ্রতি গচ্ছতি সতি ‘অভ্র গতো’ ইতি ধাতোঃ । মন্দোহক্ষাণাং করচরণাদীন্দ্রিয়াণাং শুদো বেগো যাসাং তাঃ । স্তস্তাদিসাঙ্ঘিকোদয়াদিত্তি ভাবঃ ।

১৬২ । (মহাভাগবতের অনুসরনেই বিষ্ণুপ্রাপ্তি হয়ে থাকে এই সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে সেখানে শ্রীগোবর্দ্ধনের সেবাতে যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবংশীকারিতা লক্ষণ আছে সেই বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে সেখানেই নিজেরও মিলনেচ্ছা প্রাণসখীর নিকট সূচনা করছেন—‘যশ্চেতি’ ।)

হে সখি, যাঁরা শ্রীগোবর্দ্ধনের আশ্রয় নেয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মনোভিলাষ পূরণে বদ্ধতৃষ্ণ হয়ে যান, ইহাই আমাদের মত । (সাত্তত্ব প্রমাণেও ইহাই জানা যায়) ।

বংশীনাদ শ্রবণে ধন্যাদি কন্যাগণের প্রেমবৈবশ্যতা :

১৬৩ । অতঃপর অলৌকিক বলে নিত্য নবনব রূপে প্রকাশমান থাকায় প্রবল নবাহুরাগে পরমধন্য, পুষ্পকুড়িতে গোপন মধুর মতো, মিলন-শ্রায়বিদ্ পণ্ডিতেরও অগোচর গোপন উৎকঠায় আকুলা ধন্যাদি কন্যাগণ যাঁদের করচরণাদি ইন্দ্রিয় বেষুগানারম্ভে প্রেম-বৈবশ্যতা হেতু লজ্জার বেগে স্তম্ভিত হয়ে ছিল, ইদানীং পরস্পর পরস্পরা প্রাপ্ত প্রাক্তন প্রণয়ে আলিঙ্গন করতে করতে বলাবলি করতে লাগলেন—

১৬৪ । হে সখি, হরির বংশীনাদ সিদ্ধবীর্য, বস্ত্রস্বভাব পরিবর্তনকারী এক প্রসিদ্ধ মন্ত্র,

১৬৫ । দৃশ্যতাক্ষ তদেতৎ—

স্তম্ভাস্তি হস্ত হরিণাশ্চ গবাং গণাশ্চ, বৃক্ষকসশ্চ সরিতশ্চ জলেচরাশ্চ ।

ভূমিভূতশ্চ সখি ভূমিরূহশ্চ ভূশ্চ, স্নিহুস্তি চ প্রকটয়ন্তি চ রোমহর্ষম্ ॥

১৬৬ । যং কালকূটমিব কালকরং করালং, কালেন কালিয়রিপুঃ কলয়াধকার ।

তং কালি কালয়তু কেলিমতী কুলীনা, বংশীকলং কিল কুলস্ত কলঙ্ককীলম্ ॥

১৬৪ । উদপাদি উৎপাদয়ামাস । বংশীকলঃ কস্তা, তথা যদ্যতো বংশীকলং ॥

১৬৫ । তদেতৎ স্বভাবপরিবর্তনং দৃশ্যতামিতি দূরত্বস্তমপি তত্ত্বং সর্বং সাক্ষাৎক্রিয়মাণমিবাভিপ্রায়ন্তি স্তম্ভাস্তিতি । হরিণাদীনাং পঞ্চানাং জঙ্গমানাং স্তম্ভঃ স্থাবরধর্মঃ, তথা ভূমিভূতাদীনাং ত্রয়াণাং স্থাবরাণাং স্নেহাশ্রপাতরোমহর্ষৌ জঙ্গম-ধর্মৌ । বৃক্ষকসঃ পক্ষিণঃ, জলেচরা মীনাদয়ঃ, ভূমিভূতঃ শৈলাঃ সর্বত্র চকারা ভাবোদয়ে সর্বেষামেব প্রাধান্তসূচকঃ । শৈলানাং ভূবশ্চ তৃণাজঙ্ঘরোদগমনিষ্কারাদিভ্যাং পুলক্যাশ্রপাতৌ । বৃক্ষাণাম্ মুকুলোদগম মকরন্দাভ্যাম্ । তথা চ (ভা. ১০।২।১২) “অস্পন্দনং গতিমতাম্” ইতি ॥

১৬৬ । নহস্ত নাম হরিণাদীনাং তিরশ্চাস্তদ্বিধাং তথা ভূভূতাদীনাং চ ততোহপি জ্ঞানাতাবামুনকোটৌ প্রাপ্ত-
য়েথানাং তথাঃ দোষানাধায়কমেব । কিঞ্চ, বিশিষ্টপরামর্শশালি-বুদ্ধাতিষপি কুলকুমারীশ্চ স্বধর্মরক্ষার্থমপি যত্নতো হৃতি-
মালম্বয়েবেতি তত্র সবিচারমাহঃ—যমিতি । কালেন কৈশোরপ্রাপ্ত্যা যং বংশীকলং কলয়াধকারাভ্যন্তবান্, কালিয়-
রিপুঃ কালকূটমূলখণ্ডকোহপি কালকূটমিব কালকরং যুতিপর্ষন্তদশাপ্রাপকম্, অতএব করালং ঘোরম্ । হে আলি !
সখি ! তং কা কুলীনাপি কালয়তু বারয়তু, প্রত্যুত কেলিমতী সতীতি কেলীনাং ভাবিত্বেহপি তত্র নিশ্চয়দাটো নৈব
নিত্যযোগার্থকমতুপা তদৌল্লক্যস্তাপি হ্রিবারজং ধ্বনিতম্ । যদা, কেলিমতী তেন প্রাপ্তস্বরূপা কাস্ত্যা তৃপ্তিং বিভাব্য
হৃতিমালম্বতামিতিার্থঃ । বয়ং তু তদপ্রাপ্তিমুখুরজালিতা এবেতি ভাবঃ ॥

সচেতনের অচেতনতা, আর অচেতনের সচেতনতা জনয়িতা ।

১৬৫ । তাই বলছি ঐ দেখ-না স্বভাব পরিবর্তন—

হে সখি, হরিণনিকর-গোগণ-বৃক্ষবাসিপক্ষীকুল-নদীনিবহ এবং জলচরচয় স্তম্ভিত হচ্ছে (অর্থাৎ জঙ্গম হয়েও স্থাবরধর্ম প্রাপ্ত হচ্ছে), আর এদিকে পর্বত-বৃক্ষ-ভূমি বিগলিত হচ্ছে, রোমাঙ্কের প্রকাশ করছে (অর্থাৎ স্থাবর হয়েও জঙ্গমধর্ম প্রকাশ করছে) ।

১৬৬ । (হরিণাদি অল্পবুদ্ধি, পর্বতাদি তো আরও আবৃত-চেতন তাদের ভাব পরিবর্তন এমন আর কি—তাই বিশিষ্ট বুদ্ধিমতী কুলকুমারীগণ স্বধর্মরক্ষার্থে যত্নবতী হয়ে আরও বিচার করছেন—‘যমিতি’)

কৈশোর প্রাপ্তিতে কালিয়রিপু কালকূটের মতো যুতিপর্ষন্ত দশাপ্রাপক অতিঘোর যে বংশী-
কাকলী অভ্যাস করতে লাগলেন, হে সখি, সেই বংশীকাকলীকে কোন্ কুলবতী রমণী বাধা দিতে
সমর্থ হয়? কেউ তো হয়ই না, প্রত্যুত কেলিমতী হয়ে পড়ে—এ বংশীকাকলী কুলের কলঙ্ককীলক ।
(আমরা তো তাঁর অপ্রাপ্তিতে জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছি) ।

১৬৭। অরত অরতরলমানসং মানসম্পত্তিসমদং সমদং দহ্মাণেন হৃদয়েন হৃদয়েন হৃদয়েনমতি-
রুচিরং রুচিরঞ্জিত-সকলভুবনতলং বনতলং গতমগতমহোৎসবং ব্রজরাজনন্দনম্ ॥

১৬৮। সুস্নিগ্ধদীর্ঘঘনকুঞ্চিতকেশপাশং, মন্দভ্রমদ্ভ্রমরকাবলিভব্যভালম্।
সুজ্বলতং শ্লকমুন্নতচারুনাং, স্নেহং ভবিষ্যতি বদাস্ত তদাস্তপদম্ ॥

১৬৯। কিঞ্চ, মাধুর্য্যসিক্কুমণি যস্ত ভবেন্নিপাত-স্তং কেবলং মধুরিমাগমরীকরোতি।
উষীষ-সীমনি সহেলগতা মুরারে-র্গৌচ্ছন্দঃজুরপি মজ্জতি রম্যতায়াম্ ॥

১৭০। কিঞ্চ, রত্নোল্লসম্মকরকুণ্ডলতাণ্ডবেন, বিভ্রাজমানতমমস্ত কপোলবিশ্বম্।
তাম্বুলগন্ধিরদনচ্ছদবন্ধুজীবৈ-র্ধাতাঃ পরং প্রমুদিতাঃ পরিপূজয়ন্তি ॥

১৬৭। অথ (গী. ২।৬২) “ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গশ্চেষু পজায়তে” ইতি তত্ত্বশাস্ত্রোক্তদৃষ্ট্য তৎপ্রাপ্তিসাধনং
তদধ্যানমেবেতি নিশ্চিবৃত্ত্যন্তদেব সৌহার্দেন স্বীয়াঃ প্রতি বিদধানা ইবাহঃ—অরতেতি। মানস সর্বজনকৃত্তাদরস্ত
সম্পত্ত্যা সমদং প্রস্তুতত্বাদোচিতোহন ব্যঞ্জিতবেণুগানগর্ভং সমেন সৎসামান্যাকর্মৈকমত্যা তুল্যেন তৎপ্রাপ্ত্যভাবাদ্ দন্দহ-
মানেন হৃদয়েন মনসা অরত। কীদৃশম্? হৃদয়েনং হৃদয়নাথম্। অগতোৎসবং নিত্যমহোৎসবযুক্তম্ ॥

১৬৮। অতএব অরণার্থমিবাকেশমাচরণাজং মুখ্যমুখ্যাজং সনিজাভিলাষোদগারং বর্ণয়ন্তি—সুস্নিগ্ধেতি। ভ্রমরকা
ললাটালকা ॥

১৬৯। গবাং ছন্দঃজুঃ পাদবন্ধনরজুঃ, সা চ পীতপট্টসূত্রময়ী মুক্তালঙ্ঘিতচর্মখ্যা জ্ঞেয়া ॥

১৭০। তাম্বুলগন্ধাতি তৎপুজনসাধন-তাদৃশপুষ্পাণামেতদেব সৌগন্ধ্যমিতি ভাবঃ ॥

১৬৭। (‘বিষয়-ধ্যানকারী চিত্ত বিষয়ে, আর আমার ধ্যানকারী চিত্ত আমাতে আসক্ত হয়’—
এই তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত কথা অনুসারে তৎপ্রাপ্তি সাধন যে ধ্যান তা নিশ্চিত আছে। তাই ভালবেসে যেন নিজ
সখীকে সেই সাধন শিক্ষা দিচ্ছেন—)

দহ্মমান হৃদয়ে সকলে মনে মনে অরণ কর বনতলে বিরাজমান নিত্যমহোৎসবযুক্ত আমাদের
হৃদয়নাথ এই ব্রজরাজনন্দনকে—যিনি কামে চঞ্চলমানস, সর্বজনকৃত আদরসম্পত্তিতে - বেণুগানের
উৎকর্ষতায় গর্বিত, অতি রুচির, এবং আপন অঙ্গকান্তিমাধুর্য্যে সকল ভুবনতলরঞ্জক।

১৬৮। (অতএব অরণের প্রয়োজন মতো কেশ থেকে চরণপর্যন্ত মুখ্য মুখ্য অঙ্গ নিজ
অভিলাষোদগারের সহিত বর্ণন করা হচ্ছে—)

সুস্নিগ্ধ ঘন কুঞ্চিত কেশপাশ, মন্দ মন্দ উড়ন্ত চূর্ণকুন্তলে রমণীয় ললাট, সুন্দর রোমাবলীযুক্ত
জ্বলতা, উন্নত চারু নাসা—এত সৌন্দর্য্যভরা এর এই মুখপদ্ম কবে আমাদের শ্রাণের বিষয় হবে।

১৬৯। আরও, মাধুর্য্যসিক্কুমণ্যে যে বস্তুর পতন হয় তা কেবল মধুরিমাই অঙ্গীকার করে
নেয়। এই দেখ-না উষীষসীমায় অবহেলায় গত মুরারির গোপদবন্ধনরজুও রমণীয়তায় ভরে গিয়েছে।

১৭০। আরও, ধাতা সেই রমণী যে তাম্বুলগন্ধী রাজা ওষ্ঠাধররূপ বাঁধুলিপুষ্পের দ্বারা

- ১৭১ । কিঞ্চ, শ্রীবৎসকৌস্তভ-রমাবনমালিকানাং, লক্ষ্মীভরণে পরয়াপি চ হারভাষা ।
বিভ্রাজমানপরিণাহমমুখ্য বক্ষঃ, কা নাম বামনয়নেচ্ছতি ন প্রবেষ্টুম্ ॥
- ১৭২ । কিঞ্চ, জাহ্নুদ্বয়ীলবণিমাযুতমুদ্বীষুঃ, পার্শ্বস্থয়োর্মদমনোভবনাগযূনোঃ ।
গুণ্ডাদ্বয়ীভুজয়োর্দ্বিতীয়মস্ত্র, কস্তা বিলোড়য়তি হস্ত ন হস্তভাগম্ ॥
- ১৭৩ । কিঞ্চ, আবল্লিতং সুবলিতাবলিভির্বলীভিঃ, মুষ্টিপ্রমেয়মপি পুষ্টমিবোজসা যৎ ।
লগ্নং মুহুস্তদবলগ্নমমুখ্য নোহস্ত-হা হস্ত তৎ কৃশমিদং চ কৃশীকরোতি ॥
- ১৭৪ । কিঞ্চ, লাবণ্যকল্পতরুকোটরকল্পনাভী, নির্যত্নহুভ্রমররাজিরিবোন্মুখীয়ম্ ।
রোমাবলির্মলিনিমানমহো বহন্তী, হা হস্ত কালভুজগীব দদংশ হ্রস্বঃ ॥
- ১৭৫ । কিঞ্চ, শোণারবিন্দকচিনিদকমজ্জিযুগ্মং, বজ্রাকুশধ্বজসরোরহ-লক্ষ্মলক্ষ্মি ।
মঞ্জীরবত্নকিরণোল্লসদঙ্গুলীকং, বক্ষস্তটীমহভূষিতা কদা হু ॥

১৭১ । পরিণাহো বিশালতা ॥

১৭২ । জাহ্নুদ্বয়ীতি ভুজয়োঃ জাহ্নুলবিত্তেনাপ্রাভ্যাং স্তত্র এব তৎস্পর্শস্থখাধোনেংপ্রেক্ষিতঃ ॥

১৭৩ । সুবলিতা আবলির্ধাসাং তাভির্বলীভিরাবেল্লিতমাবেষ্টিতম্; যদা, পূরক রেচক-খাসাচ্ছরোধেনাবেল্লিতমীষং কম্পিতম্, ওজসা বলেন তদবলগ্নং মধ্যভাগো নোহস্মাকমন্তর্মনসি লগ্নং সৎ কৃশমপ্যন্তঃ কৃশীকরোতি, ওৎকর্ষণাশ্বক-ভাঙ্কনেতি ভাবঃ । যদা, অয়ং কৃশমপি সদতদপি কৃশং করোতি ॥

১৭৪ । লাবণ্যকল্পতরোঃ কোটরকল্পা যা নাভিস্ততো নির্যতী নির্গচ্ছতী তত্ঃ সূক্ষ্মা ভ্রমররাজিরিব মলিনিমানং বহন্তী রোমাবলিকল্পুখী সতী তদীয়হৃদয়পর্যন্তং গচ্ছন্ত্যপি নোহস্মাকমেব হৃদয়ং কালভুজগীব দদংশ ॥

রত্নদেদীপ্যমান মকরকুণ্ডলের তাণ্ডবনৃত্যে অতুজ্জল জলবৃদ্ধদুসম তাঁর গাল পরমানন্দে বার বার পূজা করছে ।

১৭১ । আরও, শ্রীবৎস-কৌস্তভ লক্ষ্মীরেখা-বনমালার শোভাভরে, এবং মণিমুক্তাহারে অতুজ্জল তেজে দীপ্তিমস্ত্র এঁর বিশাল বক্ষে কোন্-না সুন্দরী প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে ।

১৭২ । জাহ্নুদ্বয়ের লাবণ্যমুত তুলে আনতে ইচ্ছুক, মত্তমদনকরিয়ুবার গুণ্ডদ্বয়ের মতো ঐ যে ওঁর দুই পার্শ্বে দুই ভুজ—হায় হায়, ও কার না হস্তভাগ আলোড়িত করে ?

১৭৩ । সুবলিত বলিরেখাবলীতে আবেষ্টিত, মুষ্টিপ্রমাণ হয়েও বলে যা পুষ্ট তদীয় সেই কড়িদেশ আমাদের অন্তঃস্থলে মুহূর্মুহ লগ্ন হয়ে ওকে হায় হায় কৃশ করে দিচ্ছে নিজে কৃশ হয়েও ।

১৭৪ । লাবণ্য কল্পতরু-কোটররূপ নাভীনির্গত, ও ভ্রমররাজির মতো অহো সূক্ষ্ম রোমাবলী তদীয় বক্ষ পর্যন্ত উঠে গিয়েও হায় হায় দংশন করল এসে আমাদের বক্ষকে কালভুজের মতো ।

১৭৫ । বজ্র-অকুশ-ধ্বজ-কমল চিহ্নে শোভিত, নুপুরের রত্নকিরণে উল্লসিত অঙ্গুলীদলবিশিষ্ট রক্তকমলকান্তিনিন্দী অজ্জিযুগল অহো কদা আমার বক্ষতটকে ভূষিত করবে ।

১৭৬। ইত্যেবমুৎকৰ্ঠমানাঃ কৰ্ঠমানায় জীবিতমিব তা এতা এতা ইবাহুরাগপরভাগেণ কথং কথঞ্চিচ্ছরদং গময়িত্বা তরঙ্গময়িত্বাতরঞ্চোৎসাহস্ত সাহস্तरयं गता अहहेमं तं हेमस्तं समासेदुः ॥

১৭৭। ততশ্চ মূলমিলিত-দরপরিশিষ্ট-বিশিষ্টবিকচসৌগন্ধিক-গন্ধিক-পিপাসয়েব নত্ন-কত্ন-কপিশ-পিশঙ্গকণিশাশালিশালিক্ষেত্রস্ত, দরাক্কুরিত-নির্ব্যবস-যব-সহিত-গোধূম-ধূমলিতোদারকেদার-কেবলবলমান-শোভস্ত, মেছুরতরকুস্তমুরকুস্তমুরচিরমধুরামধুরাবনেঃ, স্তম্ভিকবাস্তবাস্তবস্ত, দিক্ দিক্ বলদিক্ বলজবল-জনিতলক্ষ্মীকস্ত, সহসো মাসস্ত শস্ত্যসম্পত্তিপ্রথমে প্রথমেইপি স্বভাবসিদ্ধা ভাবসিদ্ধাবুৎকৰ্ঠয়াপিতজীবিতা

১৭৫। বজ্রাদিভিলক্ষ্মিভিলক্ষ্মীঃ শোভা যস্ত তৎ, অস্ত্রিযুগ্মং কৰ্ঠ, বক্ষস্তটামিত্যস্ত পূর্বশ্লোকহেন ন ইতি পদে-নামুৎকৰ্ঠঃ; ভূষয়িতা ভূষয়িত্বিতি ॥

১৭৬। জীবিতং জীবনং কৰ্ঠমানায় কৰ্ঠগতপ্রাণা ইবেত্যর্থঃ। এবং পূর্বরাগে দশম্যা দশায়াঃ প্রাগ্ভাবপ্রাপ্তি-রুক্তা, কেবলমার্শয়েব নিরুদ্ধজীবিতা ইতি ভাবঃ। অহুরাগপরভাগেণ মহাপ্রোমোৎকর্ষেণ তাঃ প্রসিদ্ধা এতা গোপকত্বা এতা ইবাহুরাগপরাভাবাদনম্নয়ালঙ্কারোহয়ম্, তদপ্যুৎসাহস্তাতরং দ্বস্তরং তরঙ্গময়িত্বা প্রাপ্য, সহসেত্যস্ত ভাবঃ সাহস্तरं तस्य रयं वेगं गताः कात्यायनार्चनव्रतार्थमित्यর্থঃ। অহচেতি শুকুমারীগামপি তাদৃশং তপ ইতি খেদে। তৎ প্রসিদ্ধ-মিমং তথা ভাবোদয়েন সাংস্কারিবোপসন্নং হেমস্তং তন্মামৰ্ত্তুং প্রাপুঃ ॥

১৭৭। ততশ্চ সহসো মাসস্ত হেমস্তর্ভোঃ প্রথমে সহোমাসে মার্গশীর্ষমাসি সহমিলিতা এব তাঃ প্রসিদ্ধা ধন্যাদিকত্বা উমায়াঃ সেবনমারেভিরে ইত্যম্বয়ঃ।—“সতো বলিষ্ঠেইপি চ মার্গশীর্ষহেমস্তয়োশ্চাপি সহাঃ প্রদিষ্টেঃ” ইতি বিশ্বঃ। মাস-শব্দেন ঋতুভিধানমুপচারাৎ তদবয়বত্বাদয়মকশোভার্থম্; যদ্বা, সহসো মাসস্তেতি ব্যাধিকরণযোঁটী, ততশ্চ সহসো হেমস্ত-স্বতোর্মাসস্ত মধ্যে যঃ সহোমাসস্তৃত্তেত্যর্থঃ। কৈদশস্ত? মূলে মিলিতং মূলমাত্রলগ্নং দর-পরিশিষ্টমীষদবশিষ্টম্, বিকচ-সৌগন্ধিকগন্ধিপ্রফুল্লকল্লারতুল্যগন্ধং কং জলং তস্ত পিপাসয়েব তৎপাতৃচ্ছিয়েব নত্না নতাঃ কত্নাঃ কমনীয়াঃ কপিশপিশঙ্গ-কণিশশালিনো জাতিভেদেন কপিশবর্ণ-পিশঙ্গবর্ণ-সংস্কৃত্যুক্তা যে শালয়ো ধাত্যানি তেষাং যত তস্ত। দরাক্কুরিতৈর্জ্যোত্স্না-

১৭৬। এইরূপে উৎকৰ্ঠায়িতা যেন কৰ্ঠগতপ্রাণা মহাপ্রোমোৎকর্ষে যেন চিত্রবিচিত্রা সেই প্রসিদ্ধা ধন্যাদি কন্যাগণ কষ্টেস্থষ্টে কোন প্রকারে শরৎঋতু কাটিয়ে দিয়ে উৎসাহের দ্বস্তর তরঙ্গে পড়ে কাত্যায়নী-অর্চনব্রতার্থ সাহসের বেগ প্রাপ্ত হয়ে হাঁয় হাঁয় সেই প্রসিদ্ধ হেমস্ত ঋতুতে এসে পৌঁছে গেলেন।

ধন্যাদিকন্যাগণের কাত্যায়নীরত আরম্ভ :

১৭৭। (অতঃপর হেমস্ত ঋতুর প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে একসঙ্গে মিলিতা সেই প্রসিদ্ধা ধন্যাদি কন্যাগণ উমার সেবা আরম্ভ করলেন—)

মূলেমাত্র ভূমিলগ্ন-জলের উপর ঈষৎ জাগা, বিশিষ্ট প্রফুল্ল কল্লারমৃগন্ধী জলপানেচ্ছায় যেন অবনতা, এবং কমনীয়া কপিশ-পিশঙ্গবর্ণের মঞ্জরীযুক্ত শালিধানের ক্ষেত্রে রমণীয়—ঈষৎ অক্ষুরিত তৃণহীন যবের সহিত মিলিত গমগাছে ধূমলিত, বহুং ক্ষেত্রের দ্বারা শোভোচ্ছল, এবংযে সময়ে স্নিগ্ধ ধনিয়াগুচ্ছের সৌন্দর্যের সহিত শোভনা মৌরির মিলনে পৃথিবী মাধুর্যবতী হয়ে উঠে সেই কাল বিশিষ্ট—বাস্তভূমির

ইব সাধকাভিমানজুযোহমানজুযো বিহিতসঙ্গোপনা গোপনাথনয়ো নয়োপপদঃ ‘পতির্যো ভূয়াৎ’ ইতি
সঙ্কল্য সহোমাসে সহোমাসেবনমারেভিরে ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা বিস্তারে ঋতুবিহারে

রাধানবসঙ্গমো নামৈকাদশঃ স্তবকঃ ॥১১॥

.... ❀

কুটৈর্নির্ধবসৈর্নিষ্ঠুর্গৈর্ষবসসহিতগোধূমৈধূমলিতা ধূমলবর্ণীকৃত্য যে উদারকেদারা বৃহৎক্ষেত্রাগি তৈরেব কেবলং বলমানা
শোভা যন্ত তন্ত, কুন্তুশূরুণাং ধন্যকানাং তুর্ধৈর্গুর্ধৈচ্ছ কচিরাহংসাহিত্যেন শোভনা বা মধুরা মধুরিকা মহরীতি প্রসিদ্ধা-
স্তাভির্মধুরা মাদুর্ধবতী অবনিঃ পৃথবী যতন্তত। স্নান্নিষ্ঠানি বাস্তকানি বাস্তভূময়ো যৈস্তানি, বাস্তকানি শাকবিশেষা যত্র
তন্ত, দিক্ দিক্ বলন্তি ইক্ষুবলজামীক্ষুক্ষেত্রাগি তৈর্বলেনৈব জনিতোৎপাদিতা লক্ষ্মীঃ শোভা যন্ত তন্ত। সহোমাসে
কীদৃশে ? শস্ত-সম্পত্ত্যা প্রথা খ্যাতা মা শোভা যন্ত তন্নি। স্বভাবসিদ্ধা অপি নিত্যসিদ্ধা অপি ভাবসিদ্ধো কৃষ্ণকান্তাঙ্ক-
রপো যো ভাবন্তত সিদ্ধিনিমিত্তে সাধকাভিমানজুযঃ, অমানা অপরিমাণা জুট্ প্রীতির্যাসাং তাঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্তন্যামেকাদশ-স্তবকসঙ্গমনম্ ॥১১॥

....) (....

সুস্নিহ্বতাদায়ী বাস্তশাকের জনন-কালবিশিষ্ট— এবং দিকে দিকে বিস্তারিত ইক্ষুক্ষেতের সৌন্দর্যভরে
রমণীয় হেমন্তঋতুর শস্যসম্পত্তির দ্বারা বিখ্যাত শোভাযুক্ত অগ্রহায়ণ নামক প্রথম মাসে নিত্যসিদ্ধা
হলেও কৃষ্ণকান্তাঙ্কাবেব সিদ্ধির জন্তু সাধকাভিমানকারিণী, এবং অপরিমিত শ্রীতিবিশিষ্টা ধন্যাদি কন্যাগণ
উৎকর্ষায় যেন কণ্ঠাগতপ্রাণা হয়ে গোপনতা রক্ষা করে ‘নীতিপরায়ণ গোপতনয় আমাদের পতি হউক’
এরূপ সঙ্কল্প করে সকলে মিলিত হয়ে উমার সেবা আরম্ভ করলেন।

ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোর লীলালতা বিস্তারে ঋতুবিহারে

রাধানবসঙ্গম নামক একাদশ স্তবক

॥ জয় শ্রীরাধে ॥

.... ❀